

বসুমতী-শাস্ত্র-প্রচার

শিবাবতার

# শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমালা

শ্রীমদ্যতীশ্বর-শঙ্করাচার্য্য প্রণীত গ্রন্থসমূহের সমাবেশ

[ প্রথম খণ্ড ]

নানাশাস্ত্র-পরমাচার্য্য-পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত



শ্রীমতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

অষ্টম সংস্করণ

১৬৬নং বহুবাজার স্ট্রীট, বসুমতী-বৈদ্যাতিক-রোটারী-মেসিন-যন্ত্রে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত ।

মূল্য ২৯ ছই টাকা।

# সূচীপত্র

## স্তোত্রভাগ

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা		
প্রাতঃস্মরণস্তোত্র	...	১	কালভৈরবাষ্টক	...	৮৫
গঙ্গাস্তোত্র	...	২	শ্রীবিষ্ণুভূজঙ্গ-প্রয়াত-স্তোত্র	...	৮৮
গঙ্গাষ্টক	...	৫	বিষ্ণুপাদাদিকেশান্ত-স্তোত্র	...	৯৪
মণিকণিকাষ্টকস্তোত্র	...	৯	দশাবতারস্তোত্র	...	১১৬
কাশীস্তোত্র	...	১২	আর্জুনাগ-নারায়ণাষ্টাদশক	...	১১৯
যমুনাষ্টক	...	১৪	নারায়ণ-গীতিস্তোত্র	...	১২৬
যমুনাষ্টকস্তোত্র	...	১৭	কৃষ্ণাষ্টক	...	১৩৩
নর্মদাষ্টকস্তোত্র	...	২৪	গোবিন্দাষ্টক	...	১৩৬
পুষ্করাষ্টকস্তোত্র	...	২৭	জগন্নাথাষ্টক	...	১৪০
হুম্মংপঞ্চরত্ন	...	৩০	অচ্যুতাষ্টক	...	১৪৩
গণেশভূজঙ্গ-প্রয়াত-স্তোত্র	...	৩২	অন্তবিধ অচ্যুতাষ্টক	...	১৪৫
শিবভূজঙ্গ-প্রয়াত-স্তোত্র	...	৩৫	সকটনাশনলক্ষ্মীনৃসিংহস্তোত্র		
শিবপঞ্চাক্ষরস্তোত্র	...	৪০	( করাবলম্বস্তোত্র )	...	১৪৯
শিবপঞ্চাক্ষর-নক্ষত্রমালাস্তোত্র	...	৪২	লক্ষ্মীনৃসিংহ-পঞ্চরত্ন	...	১৫৩
বেদসারশিব-স্তোত্র	...	৫২	হরিশক্তি	...	১৫৫
শিবনামাবল্যাষ্টক	...	৫৫	শ্রীরামভূজঙ্গ-প্রয়াত-স্তোত্র	...	১৭০
দশম্লোকী-স্ততি	...	৫৮	পাণ্ডুরঙ্গাষ্টক	...	১৮০
শিবাপরাধ-ক্ষমাণস্তোত্র	...	৬২	ভগবান্মনসপূজা	...	১৮৩
দক্ষিণামূর্তিস্তোত্র	...	৬৮	কনকধারাস্তোত্র	...	১৮৭
দক্ষিণামূর্ত্যাষ্টক	...	৭৪	ত্রিপুরসুন্দরীস্তোত্র	...	১৯২
অর্ধনারীশ্বরস্তোত্র	...	৭৯	ললিতাপঞ্চরত্নস্তোত্র	...	১৯৫
ষাদশলিঙ্গশিব-স্তোত্র	...	৮২	মীনাক্ষীপঞ্চরত্নস্তোত্র	...	১৯৭



ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା	ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
ମୌନାନ୍ତୀସ୍ତୋତ୍ର	... ୧୯୯	ଭବାନୀଭୁଜଙ୍ଗ-ସ୍ତୋତ୍ର	... ୨୨୩
ଭ୍ରମରାସ୍ତୋତ୍ର	... ୨୦୫	ଅଗ୍ନିପୂର୍ଣ୍ଣାସ୍ତୋତ୍ର	... ୨୨୮
ଶାରଦାଭୁଜଙ୍ଗ-ପ୍ରସାଦାସ୍ତୋତ୍ର	... ୨୧୨	ଆନନ୍ଦଲହରୀସ୍ତୋତ୍ର	... ୨୩୬
ସ୍ତୋତ୍ର	... ୨୧୨	ଦେବୀପରାଧକ୍ଷମାପଣସ୍ତୋତ୍ର	... ୨୪୨
ଅସ୍ତୋତ୍ର	... ୨୧୫	ଆନନ୍ଦଲହରୀ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଲହରୀ	... ୨୪୭
ଭବାନ୍ତସ୍ତୋତ୍ର	... ୨୨୦	ନିରଞ୍ଜନାସ୍ତୋତ୍ର	... ୨୮୩

## ଅନୁମତି ବା ଆଦେଶଭାଗ

ମଠାମାୟ—	... ୪୮୫		
ଶାରଦାମଠାମାୟ	... ୪୮୫	ମୋହମୁକାର	... ୫୦୦
ଗୋବର୍ଦ୍ଧନମଠାମାୟ	... ୪୮୭	ଦ୍ଵାଦଶପଞ୍ଚରିକା	... ୫୦୪
ଜ୍ୟୋତିର୍ମଠାମାୟ	... ୪୮୯	ଚର୍ପଟିପଞ୍ଚରିକା	... ୫୦୭
ଶୃଙ୍ଗେରୀମଠାମାୟ	... ୪୯୧	ସାଧନପଞ୍ଚକ	
ମଠାଭୁଷାସନ	... ୪୯୪	ବା ଉପଦେଶପଞ୍ଚକ	... ୫୧୩

ପ୍ରଥମଖଣ୍ଡର ସୂଚୀପତ୍ର ସମାପ୍ତ ।

## ভূমিকা

‘শঙ্করাচার্য্য-গ্রন্থমালা’ বহুমতীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া অনুমান ১৩০১ সালে প্রকাশিত হয়। জীৱনকালের শঙ্কর-গ্রন্থমালায় প্রচার এ দেশে তখন হয় নাই। শ্রীশঙ্করাচার্য্যভগবৎকৃত বহুগ্রন্থের সমাবেশ গ্রন্থমালায় ছিল। সংগ্রাহকের অনবধানতায় শঙ্করাচার্য্যকৃত নহে, এমন দুইখানি গ্রন্থও এই সংস্করণে সংযোজিত ছিল, ১। ‘আত্মজ্ঞান-কথন’ (পূর্ব সংস্করণে পৃ: ৭৮) তাহার প্রারম্ভেই আছে ‘আত্মজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি শৃণু নারদ তত্ত্বতঃ’। বলা বাহুল্য, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, ভগবান্ বেদব্যাসেরও উপদেষ্টা দেবর্ষি নারদকে আত্মজ্ঞান উপদেশ দেন নাই। ২। ‘হরিনাম-মালাস্তোত্র’—ইহা বলিরাজ-কৃত; স্তোত্রান্তে আছে—

হরিনামকৃতা মালা পবিত্রা পাপনাশিনী।

বলি-রাজেন্দ্রেন চোক্তা কণ্ঠে ধার্যা প্রযত্নতঃ ॥

আমরা এই সংস্করণে উক্ত ২টি স্তোত্র বর্জন করিতে বাধ্য হইয়াছি।

শঙ্করাচার্য্য-রচিত এমন অনেকগুলি গ্রন্থই আছে, বাহ্য স্তোত্র নহে,—আদেশ অথবা উপদেশস্বরূপ। আদেশ গ্রন্থও উপদেশই বটে, কিন্তু কিছু প্রভেদ আছে। আদেশ গ্রন্থে ‘কুরু’—কর বা ‘মা কুরু’—করিও না—ইত্যাদি বিশেষভাবে অমুজ্ঞা থাকে—এবং তাহাই সেই গ্রন্থের প্রাণস্বরূপ। উপদেশগ্রন্থে বিধি থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা বিশেষভাবে প্রদত্ত বা উপদেশগ্রন্থের প্রাণস্বরূপ নহে। প্রণোত্তর-রূপে, গুরু-শিষ্য সংবাদরূপে, নিজ অভিमतরূপে অথবা সংক্ষিপ্ত শাস্ত্রার্থ সংগ্রহ (প্রকরণ) রূপেই উপদেশ-গ্রন্থসমূহ রচিত। আদেশ ও উপদেশ গ্রন্থের মধ্যে কয়েক-খানি স্তোত্র নামেই পূর্ব পূর্ব সংস্করণে উল্লিখিত হইয়াছে, এবারে তাহার পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, যথা ধাতাষ্টক-স্তোত্র, ষাদশপঞ্জরিকা-স্তোত্র, চর্পটপঞ্জরিকা-স্তোত্র ইত্যাদি; এগুলি কোন দেবদেবীর স্তোত্র নহে, তাহা পাঠ করিবারামাত্রই বুঝা যায়। শঙ্করাচার্য্যকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ কয়েকটি স্তোত্র পূর্ব-সংস্করণে যোজিত হয় নাই, এবারে তাহার যোজনা করা হইয়াছে। যথা—হনুমৎপঞ্চরত্ন, গণেশপঞ্চরত্ন, ভ্রমরাষ্টক, বিষ্ণুপাদাদি কেশাস্তোত্র প্রভৃতি। সকল স্তোত্রেই অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। তন্ত্র—আবশ্যকমত ব্যাখ্যা, সংস্কৃত টীকা বা পাদটীকা

প্রদত্ত হইয়াছে। বহু স্তোত্রই পণ্ডিতগণের পক্ষেও সহজবোধ্য নহে, তাঁহাদিগেরই জন্ত সংস্কৃত টীকা। অত্রত্য স্তোত্রসংখ্যা ( ৫২ ) এই গ্রন্থমালায় আনন্দলহরীস্তোত্র এবং আনন্দলহরী দু'টি নামের দুইটি স্তব আছে। 'আনন্দলহরী-স্তোত্র' এ দেশে প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রচারিত ছিল না। এই স্তোত্র আকারেও ক্ষুদ্র। 'আনন্দলহরী' সুপ্রসিদ্ধ। এই আনন্দলহরীর অনুন ৪৫০ বৎসর পূর্বের সময়চারা-সম্মত প্রাচীন টীকা ও তদীয় মন্ত্যনুবাদ এইবারে প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসঙ্গে পূর্ব-সংস্করণের টীকা ও অনুবাদ ত' আছেই। আনন্দলহরীর এই প্রাচীন টীকা বাঙ্গালায় মুদ্রিত হয় নাই, ৫০ বৎসর পূর্বে মহীশূরে একবার মুদ্রিত হইয়াছিল, এক্ষণে আর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। টীকাকারের নাম লক্ষ্মীধর। তিনি মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র উৎকলাদি দক্ষিণদেশাধিপতি সুপ্রসিদ্ধ প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত, সময়চারা ও বহুগ্রন্থ-রচয়িতা। তাঁহার উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সকলেই বিখ্যাত পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। বাঙ্গালী তান্ত্রিক সাধক অচ্যুতানন্দকৃত ব্যাখ্যা ও তাহার অনুবাদ স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ সংশোধিত হইয়া এই সংস্করণেও আনন্দলহরীতে সংযোজিত হইয়াছে। এই আনন্দলহরীর নামান্তর সৌন্দর্যালহরী। টীকাকার লক্ষ্মীধরকৃত পাঠের সহিত বাঙ্গালায় প্রচলিত পাঠের প্রভেদ অনেক স্থলে আছে। পাদটীকাকারে পাঠভেদ উদ্ধৃত হইয়াছে। 'লক্ষ্মীধরের' নাম বা 'ল' সঙ্কেত ঐ সব পাঠে আছে। অন্তরূপ পাঠভেদও কচিৎ উল্লিখিত হইয়াছে।

এ খণ্ডে যে কতিপয় স্তোত্র যোজিত হয় নাই, তাহা প্রকীরণকভাবে বা শেষ খণ্ডে প্রদত্ত হইবে। আদি অস্তে স্তোত্রপাঠ কল্যাণেরই হেতু। পূর্বে বসুমতী সাহিত্য-মন্দির হইতে যে 'শঙ্করাচার্য্য-গ্রন্থমালা' প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা সংশোধিত এবং আবশ্যকমতে পরিবর্জিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রথম খণ্ড নামে প্রকাশিত হইল। অবশিষ্ট অংশ অপর খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। প্রথম খণ্ডের প্রথম স্তোত্রভাগ, তৎপরে আদেশভাগ আছে। তৎপরে উপদেশভাগ প্রকীরণ ভাগের গ্রন্থাবলী এবং লঘুভাষ্য-ভাগ—হস্তামলকভাষ্য, বিকুসুমহস্তনামভাষ্য, ললিতা ত্রিশতী ভাষ্যাদি দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। উপনিষদ্ ভাষ্য ও শারীরিক ভাষ্য ব্যতীত আর যত কিছু শঙ্করগ্রন্থ—সমস্তই এই শঙ্করাচার্য্য-গ্রন্থমালার এক একটি পারিজাত সদৃশ পুষ্প।

আদেশগ্রন্থ—মঠারায়, মোহমুদগর, ষাদশপঞ্জরিকা, চর্ণটপঞ্জরিকা, এবং সাধন-পঞ্চক। যোগতারাবলি, বাক্যবৃত্তি ও প্রৌঢ়াত্ত্বতি অনুজ্ঞাবাক্যযুক্ত হইলেও সেই অনুজ্ঞাই উহার প্রাণস্বরূপ নহে, ঐ গ্রন্থগুলি উপদেশগ্রন্থমধ্যেই গ্রহণীয়।

এক্কে আদেশগ্রহ বিষয়ে আবশ্যক বোধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

১। মঠাশ্রয়।—এক্কে যে ‘মঠাশ্রয়’ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহা মূলতঃ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের। বোধ হয়, গ্রন্থখানি খণ্ডিত, পূর্ণগ্রন্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনাই নাই। কারণ, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য—চারিটি নহে, পাঁচটি মঠ যে স্থাপন করিয়াছিলেন, প্রচলিত মঠাশ্রয় হইতেই তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কি ইঙ্গিত, তাহা পরে বলিব। এক্কে সেই মঠ, তাহার স্থানাঙ্গ নির্দেশ ও তাহার বিলোপাদি বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছি। অপর মঠের নাম সূমেরু মঠ। কাশীধামে তাহার স্থান; তাহাই প্রধান মঠ।\* এখনও তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই, কিন্তু মঠাশ্রয় হইতে—তাহার অস্তিত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে।\*

আমার মনে হয়, বর্তমান সময়ে ক্লেমেন্সের ঘাটের পশ্চিমে মহাবীর মন্দিরের সমীপে যে শৃঙ্গেরির শাখা-মঠ আছে, তাহাই সূমেরু মঠের পুরাতন পীঠ ছিল। মহারাজ মানসিংহের সময়েও সূমেরু মঠের আসন ঐ পীঠেই ছিল। তৎপরে, এক শঙ্করাচার্য্য আনুমানিক ২৫০ বৎসর পূর্বে বামমার্গ অবলম্বন করেন, প্রকাশ, সেই পথে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার বিভূতিদর্শনে অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের বিগত সম্প্রদায়ে শ্রীচক্রপূজা থাকিলেও তাহা শ্রোতমতে সম্পাদিত হইয়া থাকে; বামমার্গের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। কাশীর সূমেরু মঠের—অর্থাৎ সর্বপ্রধান মঠের আচার্য্যের এইরূপ বিপর্য্যয়ে শ্রীশঙ্করাচার্য্য-মণ্ডলে—অতীব বিক্ষোভ উপস্থিত হইল। খুব সম্ভব, শৃঙ্গেরি মঠের প্রভাব সূমেরু মঠের সদৃশই ছিল। সেই মঠাধীশের সহিত বিচার-কলেই হউক, বা তৎপ্রবর্তিত রাজকীয় নিয়োগেই হউক, তাৎকালিক সূমেরু মঠাধীশ “অন্তধাক্ষত পীঠোহপি নিগ্রহার্হো মনৌষিণাম্” (মঠাশ্রয়—মহানুশাসন ১০ শ্লোক) নিয়মানুসারে পীঠচ্যুত হইলেন। তিনি সুপণ্ডিত, বহুশিষ্যমাণ্ডিত, প্রতিষ্ঠাবান্ আচার্য্য ছিলেন, তাঁহার পীঠচ্যুতি অর্থে সূমেরু মঠের যে সকল সম্পত্তি ছিল, তাহা হইতে চ্যুতি, কিন্তু তিনি তাঁহার পাণ্ডিত্যের উপকরণ পুস্তকসমূহ, শ্রীযন্ত্র ও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পাঠ্যসহ যখন নির্গত হইলেন, তখন তাঁহাকে শ্রীযন্ত্র, পাঠ্য ও পুস্তক-বলী হইতে বঞ্চিত করিতে কেহ সাহসী হয়েন নাই। তিনি পূর্ব-মঠ হইতে নিজস্ব হইয়া শিষ্যমণ্ডলী-প্রদত্ত অর্থসাহায্যে নূতন সূমেরু মঠ স্থাপন করিলেন। সেই মঠ পরবর্তী আচার্য্যের সময় সুগঠিত হয়, এখন তাহা গণেশ মহল্লার

\* সূমেরু মঠের অর্থাৎ গুরুস্বামীর মঠের বর্তমান আচার্য্য বলেন, “সূমেরু মঠ শারদামঠের শাখা।”

গুরুস্বামীর মঠ নামে প্রসিদ্ধ। এই মঠের কোন পীঠাধীশ কালী-নরেশের তান্ত্রিক দীক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। বাহাই হউক, নিকাশিত আচার্যের নূতন মঠ স্থাপিত হওয়ার, তাঁহার প্রভাবে পুরাতন স্মেরু পীঠ নিশ্চয় হইয়া গেল,— ইহাতে অগ্রাণ্ড পীঠাধীশগণ মিলিত হইয়া মঠাঙ্গায় হইতে স্মেরু মঠকে বহিষ্কৃত করিলেন। তাহাতে যে সকল দেশে স্মেরু মঠের তাৎকালিক আচার্যের সমধিক প্রভাব ছিল, তত্তাবতের নামও উঠিয়া গেল। আর পুরাতন স্মেরু মঠ শৃঙ্গেরির শাখা-মঠ নামে গৃহীত হইল। জ্যোতির্ষ্মঠ বা জোশী মঠের আচার্য্য ও সম্ভবতঃ পরে স্মেরু মঠাচার্য্য-বর্গের প্রভাবে বামমার্গ গ্রহণ করাতে তিনিও পীঠচ্যুত হইলেন, তাঁহার সম্পত্তি রাজকীয় অধিকারভুক্ত হয়। কিন্তু তাঁহার সম্প্রদায়ের প্রভাবেই হউক বা অন্য কারণেই হউক, তথায় শুদ্ধমঠ আর স্থাপিত হয় নাই। ‘মঠাঙ্গায়’ পুনঃ সঙ্কলনের পরে জ্যোতির্ষ্মঠের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহাও মনে হয়। আমার অস্মৃতি এই বৃত্তান্তের ঐতিহাসিক প্রমাণ বিশেষভাবে অসম্ভব, পোষক প্রমাণ আমি যেটুকু জানিতে পারিয়াছি, তাহা এই—

(১) কালী সারনাথ, বৌদ্ধ ধর্মের অগ্রতম প্রধান স্থান ছিল, কালীর লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের জন্ত ভগবান্ আচার্য্যের বহু আগ্রাসের কিংবদন্তী সুপ্রসিদ্ধ। সেই আচার্য্য, বৌদ্ধপ্রাবৃত অঙ্গ বঙ্গ মগধকে গোবর্দ্ধন পীঠের শাসনাধীন করিলেন, কিন্তু কালী অঞ্চলের নামমাত্রও করিলেন না; মধ্যদেশ, ব্রহ্মবি দেশের নামও করিলেন না; প্রয়াগ অযোধ্যা মথুরা প্রভৃতি স্থান—যাহা বর্তমানে ইউ, পি বলিয়া অভিহিত, তাহার বহুলাংশের নামই কোন পীঠের বিভাগমধ্যে নিবেশিত হয় নাই, প্রকাশিত মঠাঙ্গায় পাঠ করিলেই বুঝিবেন; কিন্তু ইহা একান্ত অসঙ্গত।

(২) পুরীধামের গ্রায় বা তদপেক্ষা অধিকতর প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বিজ্ঞাপীঠ কালীধামে একটি প্রধান মঠ যে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় করিবার কারণ আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। তদধীন দেশসমূহ কিয়দংশে অপর মঠাধীশগণ বিভাগ করিয়া লইলেও স্মেরু মঠের তাৎকালিক আচার্য্যের প্রভাবভুক্ত দেশগুলির উল্লেখ পূর্বক বিভাগ করিয়া লইলে প্রদেশব্যাপী গোলযোগের সৃষ্টি হইবার আশঙ্কায় তাহা হইতে বিরত হইলেন, ইহা অস্মৃতি হয়।

(৩) আমি বিশ্বস্তস্থত্রে শুনিয়াছি, মহারাজ মানসিংহের এক দানপত্রে মানসরোবরের সীমামধ্যে অগ্নিকোণে স্মেরু মঠের উল্লেখ আছে। (এই দানপত্র নাকি জঙ্গম স্বামীর অধীনে আছে)। বর্তমান স্মেরু মঠ মানসরোবর হইতে অনেক দূরে এবং উত্তর দিকে। আর শৃঙ্গেরি শাখা-মঠ অগ্নিকোণেই আছে।

( ৪ ) গোবর্দ্ধন মঠে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের যেমন মন্দির-প্রস্তরময় মূর্তি আছেন, কাশীর শৃঙ্গেরি শাখা-মঠমধ্যেও ঠিক সেইরূপ মূর্তি ।

( ৫ ) বর্তমান স্মেরু মঠে আচার্য্যের পাদুকা এখনও আছে ; কিন্তু মূর্তি নাই ।

( ৬ ) ছলভ পুস্তকাবলি বর্তমান মঠাধীশের পূর্ববর্তী কোন স্বামী—বহুমূল্যে ইউরোপে বিক্রয় করিয়াছেন, তাহার সাক্ষী এখনও বর্তমান আছেন ।

( ৭ ) মঠ বিষয়ে আরও কতিপয় গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে ২১১ খানি গ্রন্থে স্মেরু মঠের ও তাহার অধীন দেশ-সমূহের উল্লেখ আছে । ৬তারকেশ্বরের মোকদ্দমার সময়ে সেই গ্রন্থ স্মেরু মঠ হইতে আনীত হয়, তাহার নাম আমার ঠিক স্মরণ নাই । কিন্তু স্মেরু মঠের বর্তমান আচার্য্যের মত এই বৃত্তান্তের অল্পকূল নহে । তিনি বলিয়াছেন, স্মেরু মঠ—শাখা শারদা মঠ । যাহা হউক, আমি যাহা সম্ভাবনা করিয়াছি, তাহার তথ্য নির্ণয় আবশ্যক ।

ফলতঃ ৬কাশীধামে যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের এক প্রধান পীঠ ছিল—তাহাতে আমি অনেকটা নিঃসন্দেহ । ‘মঠান্নাগ্নে’ তাহার কোন উল্লেখ না থাকায় ইহা যে খণ্ডিত, সে বিষয়েও আমার সন্দেহ নাই । তথাপি যখন অপূর্ণ হর্ষচরিতও বাণ-ভট্টের কীর্ত্তি-রক্ষক বলিয়া আদৃত, তখন খণ্ডিত মঠান্নাগ্নেই বা আচার্য্যের অল্প-শাসন-রক্ষক বলিয়া আদৃত না হইবে কেন ? এই হিসাবেই আমরা তাহার আদর করি । কিন্তু এই খণ্ডিত মঠান্নায় ভাষার তুলনা করিলে আচার্য্য শঙ্করের রচিত বলিতে প্রবৃত্তি হয় না, তাঁহারই কথাগুলি—তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত বিধান গুলি যদি পরে অন্ত কাহারও দ্বারা লিপিবদ্ধও হইয়া থাকে—তথাপি বিধান-রচয়িতারূপে আচার্য্য দেবের মৌলিক সম্বন্ধ যে এ গ্রন্থে আছে, তাহা ত’ অস্বীকার করিবার উপায় নাই । সেই কারণে ভগবানের ধর্ম্মরক্ষার্থ প্রকৃষ্ট মঠ বিষয়ে বিশেষ ভাবের আদেশ মঠান্নাগ্নকে প্রথম আসন প্রদান করিয়াছি ।

২ । মোহমুদগর । ‘বাণীবিলাসের প্রকাশিত এক মোহমুদগরই—তিনখানি পুস্তিকার সমষ্টি অর্থাৎ দ্বাদশপঞ্জরিকা ও চর্পটপঞ্জরিকা সেই মোহমুদগরের অন্তর্গত ; উহাদিগের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই । কিন্তু বাঙ্গালা ও অন্ত কতিপয় প্রদেশে তিনখানি গ্রন্থেরই নাম নির্দেশ আছে । যদিচ এই তিনখানি গ্রন্থের মধ্যে মোহমুদগর ও দ্বাদশপঞ্জরিকার অনেক পৃষ্ঠ একেবারেই অভিন্ন, তথাপি কয়েকটি শ্লোক : উভয় গ্রন্থেই ভিন্ন ভিন্ন ।

শিষ্ট্যভেদে আদেশের বা আজ্ঞার আকার-ভেদ হওয়া বিচিত্র নহে ।

‘মোহমুদগর, গুরুভক্ত শিষ্যের প্রতি প্রদত্ত আদেশ বা উপদেশ ; দ্বাদশপঞ্জরিকা গুরুশিষ্যের প্রতি গুরুভক্ত হইবার আদেশ। আর চর্পটপঞ্জরিকা ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয়ার্থ উদ্দেশ্য। মোহমুদগরে ষোড়শ শ্লোক, দ্বাদশপঞ্জরিকায় দ্বাদশ শ্লোক, ইহা গ্রন্থকাণ্ডের রচনাতেই প্রকাশিত আছে, মোহমুদগরের অন্তিম শ্লোক ‘ষোড়শ’ পঞ্জাটিকাভিরশেষঃ’ আর দ্বাদশপঞ্জরিকার অন্তে ‘দ্বাদশপঞ্জরিকাময় এষঃ’ ! অতএব ঐ দুইখানি গ্রন্থ এক হইতে পারে না। বাণীবিলাস সংস্করণে ‘ষোড়শপঞ্জাটিকাভিঃ’ ‘দ্বাদশপঞ্জরিকাময়ঃ’ এই দুইটি শ্লোক পরিত্যক্ত হইয়াছে। বাণীবিলাস মুদ্রিত মোহমুদগরের শ্লোকসংখ্যা ৩১টি মাত্র, কিন্তু ঐ দুইটি শ্লোক স্বীকার করিলে কেবল ‘মোহমুদগর’ নাম ব্যবহার করা যায় না। আমরা বহুদেশপ্রসিদ্ধি অনুসারে গ্রন্থত্রয় মানিয়া লইয়াছি। মোহমুদগর ষাধার্থ নাম—এই নাম-ষাধার্থ্য রক্ষার জন্ত এবং পূর্ব-মুদ্রিত গ্রন্থমালায় মোহমুদগরে আদেশ বা উপদেশাত্মক পদ্য ১৫টি মাত্র ছিল—সেই ন্যূনতা পূরণের জন্ত—বাণীবিলাসের একটি শ্লোক ইহাতে যোজিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে যে রচনা-রীতিক্ষম-ভঙ্গ ছিল, তাহা লিপিকরপ্রমাদমূলক বলিয়া সংশোধন করিয়া নিবেশিত করা হইয়াছে। পাদটীকা সহ ষোড়শ শ্লোকটি পাঠ করিলেই সমস্ত হৃদয়ঙ্গম হইবে। বাণীবিলাসের মোহমুদগরে আর দুইটি শ্লোক অধিক ছিল—যাহা আমাদের মোহমুদগর, দ্বাদশপঞ্জরিকা ও চর্পটপঞ্জরিকাতে ছিল না, সে দুইটি শ্লোক চর্পটপঞ্জরিকাতে যোগ করিয়া দেওয়া হইল। পূর্বেই বলিয়াছি, সর্বসমেত বাণীবিলাস-মুদ্রিত মোহমুদগরের শ্লোকসংখ্যা ৩১। আমাদের মোহমুদগর প্রভৃতি তিনখানি গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা মোট ৪৯। তবে এতদ্ব্যতীত কয়েকটি শ্লোক—একাকার বা প্রায় একাকার।

৩। ‘দ্বাদশপঞ্জরিকা’ পূর্ব-সংস্করণে ‘দ্বাদশপঞ্জরিকা-স্তোত্র’ এইরূপ নাম ছিল। আদেশ বলিয়া স্তোত্র নাম পরিত্যক্ত হইল। পঞ্জরশব্দের অর্থ শরীর-বন্ধ অস্থি। এই আদেশ গ্রন্থশরীরের দ্বাদশটি পদ্য দ্বাদশখানি অস্থি সদৃশ। ইহাই দ্বাদশপঞ্জরিকা নামের অর্থ।

৪। ‘চর্পটপঞ্জরিকা’—ইহারও চর্পটপঞ্জরিকা-স্তোত্র নাম ছিল, একই কারণে স্তোত্র নাম পরিত্যক্ত হইল। এই আদেশ-গ্রন্থ—দেহের অস্থি অধিক এবং ব্যাপক,—জ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তি দুইটি সাধনকে ব্যাপিয়া ইহা অবস্থিত, এই কারণে এবং সংখ্যাধিক্যেও বটে—পঞ্জরহুলীয় পদ্মাবলি, চর্পট—ফার—বিস্তৃত। এই কারণে ইহার নাম চর্পটপঞ্জরিকা।

୧। **ସାଧନପଦ୍ଧତି**—ବାଣୀବିଳାସ ମୁଦ୍ରିତ ପୁস্তକେ ইହା ‘ଉପଦେଶପଦ୍ଧତି’ নামେ  
উଲ୍ଲିখିତ ।

ଅତଃପର ଉପଦେଶ ଗ୍ରନ୍ଥ ; ଗ୍ରନ୍ଥମଧ୍ୟେ ତତ୍ତ୍ବାବତ୍ତେର ପରିଚୟ ପାଇବେନ । ଐ  
ସକଳ ଗ୍ରନ୍ଥେର ପୂର୍ବ-ସଂସ୍କରଣେ ଯେ ଅନୁବାଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ହୁଅନ୍ତାହିଲ, ତାହା ପାଠକେର ଧାରଣା  
କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ, ଏହି କାରଣେ ଠିକ ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ ନା  
ହୁଅନ୍ତାହିଲେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରା ହୁଏ ନାହିଁ । ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ସଂଶୋଧନ  
କରା ହୁଅନ୍ତାହିଲେ । ଯେ ସକଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୂତନ ସଂଗୃହୀତ, ତାହାର ଅନୁବାଦ ଓ ବାଧ୍ୟାଦି  
ସମଗ୍ରହି ନୂତନ ।

କାଶୀଧାମ,  
ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ,  
୧୯୪୧ ।

}

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ—  
ଶ୍ରୀପଦ୍ମାନନ୍ଦ ତର୍କରତ୍ନ ।





# শঙ্করাচার্য-গ্রন্থমালা

প্রাতঃস্মরণস্তোত্র ।

প্রাতঃ স্মরামি হৃদি সংস্কুরদাত্ততত্ত্বং,  
সচ্চিৎস্বখং পরমহংসগতিং তুরীয়ম্ ।  
যন্তু প্রজাগর সুষুপ্তমবৈতি নিত্যং,  
তদব্রহ্ম নিষ্কলমহং ন চ ভূতসজ্জঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ ।—আমি হৃদয়ে স্কুরিত, সচ্চিদানন্দ, পরমহংসগণের গতিস্বরূপ,  
( জাগ্রৎস্বপ্ন-সুষুপ্তির অতীত বলিয়া ) তুরীয়, আত্মতত্ত্ব ( নিজস্বরূপ ) প্রাতঃকালে  
স্মরণ করিতেছি,—আমি জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির নিত্য দ্রষ্টা, অথও ব্রহ্মচৈতন্য ;  
ভূত-সজ্জ অর্থাৎ দেহাদি আমি নহি ॥ ১ ॥

প্রাতর্ভজামি মনসাং বচসামগম্যং,  
বাচো বিভাস্তি নিখিলা যদনুগ্রাহেণ ।  
যন্মেতি নেতি বচনৈর্নিগমা অবোচং-  
স্তং দেবদেবমজমচ্যুতমাহুরগ্র্যম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ।—মনোবাক্য ও বাক্য দ্বারা ঐহাকে জানিতে পারা যায় না,  
ঐহার প্রসাদে বাক্য-সকল প্রকাশ পায়, বেদ-সকল “নেতি নেতি” বাক্য দ্বারা  
ঐহার বর্ণন করেন এবং দেবদেব, অজ, অচ্যুত, সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন,  
প্রভাতকালে আমি তাঁহাকে ভজনা করি ॥ ২ ॥

প্রাতর্নামামি তমসঃ পরমর্কবর্ণং,  
পূর্ণং সনাতনপদং পুরুষোত্তমাখ্যম্ ।  
যস্মিন্মিদং জগদশেষমশেষমূর্ত্তৌ,  
রজ্জ্বাং ভুজঙ্গম ইব প্রতিভাসিতং বৈ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ।—যিনি তমোগুণের অতীত অর্থাৎ তমোগুণ ঐহাকে আশ্রয়

করিতে সমর্থ নহে, সূর্যের তায় ঝাঁহার জ্যোতিঃ, যিনি পূর্ণ, সনাতনপদ ও পুরুষোত্তম নামে কীর্তিত, রজ্জুতে সর্পের তায় অশেষমূর্ত্তিধারী, ঝাঁহাতে এই নিখিল জগৎসংসার অবভাসিত হয়, প্রভাতকালে পুরুষোত্তম আখ্যায় আখ্যাত সেই পূর্ণ সনাতন বস্তুকে প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

শ্লোকত্রয়মিদং পুণ্যং লোকত্রয়বিভূষণম্ ।

প্রাতঃকালে পঠেদ্যস্ত স গচ্ছেৎ পরমং পদম্ ॥ ৪ ॥

ইতি প্রাতঃস্মরণস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ ।**—এই পবিত্র শ্লোকত্রয় ত্রিলোকের অলঙ্কারস্বরূপ । প্রভাতকালে যে ইহা পাঠ করিবে, তাহার পরমপদলাভ হইবে ॥ ৪ ॥

প্রাতঃস্মরণ-স্তোত্র সমাপ্ত ।

## গঙ্গাস্তোত্র ।

ত্রীগঙ্গায়ৈ নমঃ ।

দেবি সুরেশ্বরী ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে ।

শঙ্করমৌলিবিহারিণি বিমলে, গম মতিরাস্তাং তব পদকমলে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—দেবি গঙ্গে ! তুমি অমরবৃন্দেরও ঈশ্বরী, ভগবতি ! তুমি ত্রিভুবন পরিভ্রাণ কর, তুমি তরলতরঙ্গময়ী এবং মহেশ্বরের মস্তকে বিহার করিতেছ, তোমাতে কোনরূপ মলসম্পর্ক নাই । জননি ! তোমার পাদপদ্মে আমার চিত্ত নিরত থাকুক ॥ ১ ॥

ভাগীরথি স্নানদায়িনি মাত-স্তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ ।

নাহং জানে তব মহিমানং, পাহি কৃপাময়ি ! মামজ্ঞানম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—দেবি ! ভাগীরথ তোমাকে ব্রহ্মধাম হইতে ভুলোকে আনিয়াছিলেন, তুমি সর্বপ্রাণীকে স্নান প্রদান করিয়া থাক । মাতঃ ! তোমার নাহাওয়া নিগমেও পঠিত আছে, আমি তোমার মহিমা কিছু জানি না, তুমি এ অজ্ঞানকে পরিভ্রাণ কর ॥ ২ ॥

হরিপদপদ্মতরঙ্গিণি গঙ্গে, হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে ।

দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং, কুরু কৃপয়া ভবসাগরপারম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :- গঙ্গে ! তুমি শ্রীহরির পাদপদ্মসম্বৃত্তা নদী । দেবি ! তোমার তরঙ্গ সকল হিমরাশি, চন্দ্র ও মুক্তার গ্রাস্য ষ্ঠেতবর্ণ । তুমি কৃপা পূর্বক আমার পাপরাশি দূরীকৃত করিয়া আমাকে সংসারসাগরের পারে উত্তীর্ণ কর ॥ ৩ ॥

তব জলমমলং যেন নিপীতং, পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্ ।

মাতর্গঙ্গে ! হ্রয়ি যো ভক্তঃ, কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ :- দেবি ! যে ব্যক্তি তোমার জল পান করিয়াছে, সে পরম-পদ পাইয়াছে । গঙ্গে ! যে মানুষ তোমাকে ভক্তি করিয়া থাকে, কদাচ শমন তাহাকে দর্শন করিতে পারে না অর্থাৎ তোমার ভক্তগণ যমপুরে না যাইয়া বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, খণ্ডিতগিরিবরমণ্ডিতভঙ্গে ।

ভীষ্মজননি জয় মুনিবরকণ্ঠে, নর-নরকান্তে \* ত্রিভুবনধন্থে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ :- দেবি গঙ্গে ! তুমি পতিত জনকে পরিত্রাণ কর, পরিতপতি হিমালয় তোমার স্রোতে বিদীর্ণ হইয়া তোমার তরঙ্গকে অলঙ্কৃত করিতেছে । তুমি ভীষ্মের জননী এবং জহ্নু মুনির কণ্ঠা, তুমি নরকাস্তকারিণী, ত্রিভুবনে তুমিই ধাতা । তোমার জয় ॥ ৫ ॥

কল্পলতামিব ফলদাং লোকে, প্রণমতি যন্তাং ন পততি শোকে ।

পারাবার-বিহারিণি গঙ্গে, সুরবনিতা-কৃত-তরলাপাঙ্গে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ :- দেবি ! তুমি কল্পতরুর গ্রাস্য ফল প্রদান কর অর্থাৎ ভক্ত-বৃন্দ তোমার নিকট যাহা কামনা করে, তুমি তাহাই প্রদান করিয়া থাক । যে তোমাকে প্রণাম করে, সে কদাচ শোকে পতিত হয় না । দেবি ! তুমি সমুদ্রের সহিত বিহার কর, ( তাই ) দেবরমণীগণ চঞ্চলকটাক্ষে তোমাকে দর্শন করেন । অর্থাৎ স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া যদি সমগ্রপ্রবাহই সমুদ্রের অঙ্কে অর্পণ কর, এই ভয়ে দেবরমণীগণের চঞ্চল কটাক্ষ তোমার প্রতি অর্পিত হয় ॥ ৬ ॥

\* ‘নরকনিবারিণি ত্রিভুবন’ এই পাঠে ছান্দোগ্যদ্রোণ । কেহ কেহ বলেন, কৃতপাঠে তাহার পরিহার করিষেন । কিন্তু স্তবপাঠ ঐ প্রকার কৃতভাবে কর্তব্য নহে ।

তব চেম্মাতঃ শ্রোতঃ-স্নাতঃ, পুনরপি জঠরে মোহপি ন যাতঃ ।  
নরকনিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, কলুষবিনাশিণি মহিমোত্তুঙ্গে ॥৭॥

অনুবাদ :-গঙ্গে ! যে ব্যক্তি তোমার জলে স্নান করিয়াছে, পুন-  
রায় সে জননী-জঠরে প্রবেশ করে না । হে জাহ্নবি ! তুমি নরক নিবারণ কর  
এবং পাপরাশি নিবারণ করিয়া থাক, তোমার মাহাত্ম্য অতীব উচ্চ ॥ ৭ ॥

পুনরসদঙ্গে \* পুণ্যতরঙ্গে, জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে ।  
ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিতচরণে, সুখদে শুভদে সেবকশরণে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ :-দেবি ! তোমা হইতেই লোকের পুনর্জন্ম-নিবৃত্তি হয়,  
তোমার তরঙ্গ সকল পবিত্র, জাহ্নবি ! তোমার কটাক্ষপাত রূপাপূর্ণ, তোমার জয়  
হউক, জয় হউক । মাতঃ ! তোমার চরণ দেবরাজ ইন্দের মুকুটমণি দ্বারা সমুজ্জ্বল  
হইয়া আছে, তুমি সকলকে সুখ ও শুভ প্রদান কর এবং যে তোমার সেবক হয়,  
তুমি তাহাকেই আশ্রয় প্রদান করিয়া থাক ॥ ৮ ॥

রোগং শোকং তাপং পাপং, হর মে ভগবতি ! কুমতিকলাপম্ ।  
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে, ত্বমসি গতিশ্রম খলু সংসারে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ :-হে ভগবতি ! তুমি ভক্তগণের রোগ, শোক, তাপ, পাপ  
ও কুমতিসমূহ হরণ কর । তুমি ত্রিলোকের সারভূতা এবং অবনীৰ হারস্বরূপে  
বিদ্যমান আছ । দেবি ! এই সংসারে একমাত্র তুমিই আমার গতি অর্থাৎ আমি  
কেবল তোমাকেই আশ্রয় করিলাম ॥ ৯ ॥

অলকানন্দে পরমানন্দে, কুরু করুণাময়ি কাতরবন্দ্যে !

তব তটনিকটে যস্য নিবাসঃ খলু বৈকুণ্ঠে তস্য বিলাসঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ :-দেবি ! তুমি অলকানন্দা এবং তুমিই পরমানন্দস্বরূপা ;  
লোকে কাতর হইলেই তোমাকে বন্দনা করে, তুমি আমাকে রূপা কর । মাতঃ !  
যে ব্যক্তি তোমার তটসন্নিধানে অবস্থিতি করে, অন্তকালে তাহার বৈকুণ্ঠে  
সুখভোগে অধিকার হয় ॥ ১০ ॥

বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ, কিংবা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ ।

অথ গব্যুতো স্বপচো দীনস্তব ন হি দূরে নৃপতিকুলীনঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ :-দেবি ! বরং তোমার জলে কচ্ছপ বা মীন হইয়া থাকি,

তোমার তীরে ক্রীণতর কুকলাস হইয়া বাস করি অথবা ক্রোশদ্বয়মধ্যে অতি  
দীন চণ্ডাল-কূলে জন্ম পরিগ্রহ করি, তথাপি দূরদেশে নরপতিকূলে উৎপন্ন  
হইতে বাসনা করি না ॥ ১১ ॥

ভো ভুবনেশ্বরী পুণ্যে ধন্যে, দেবি দ্রবময়ি মুনিবরকন্থে ।

গঙ্গাস্তবমিদমমলং নিত্যং, পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যম্ ॥১২॥

অনুবাদ ।—দেবি ! তুমি ত্রিভুবনের ঈশ্বরী, তুমিই পুণ্যস্বরূপা, তোমা  
হইতে কাহারও প্রাধান্য নাই, তুমি জলময়ী ও মুনিবর-জহুর নন্দিনী । যে  
মনুষ্য প্রত্যহ এই গঙ্গাস্তব পাঠ করে, সে নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

যেমাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিস্তেষাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ ।

কান্ত-মধুরপদ-পঙ্কজাটিকাভিঃ, পরমানন্দকলিতললিতাভিঃ ॥১৩॥

শঙ্করসেবকশঙ্কররচিতং স্তোত্রমিদং নৃষু দদদভিলষিতম্ ।

পঠতি তু বিষয়ী ন ভবতি তপ্তঃ শ্রীগঙ্গাস্তব ইতি চ সমাপ্তঃ ॥১৪॥

ইতি গঙ্গাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

অনুবাদ ।—যাহার মনে অচলা গঙ্গাভক্তি আছে, সে নিত্য সুখস্বরূপ  
মুক্তিলাভ করিয়া থাকে । অতি মধুর ও কোমল পরমানন্দপ্রদ ও অতি সুশ্লিষ্ট  
পঙ্কজাটিকা ছন্দে শঙ্করসেবক শঙ্করাচার্য্যের বিরচিত এই স্তব মনুষ্যবৃন্দে অভিলষিত  
ফল প্রদান করে । বিষয়ী ব্যক্তি ইহা পাঠ করিলেও ( বিষয় ) তাপ হইতে  
মুক্ত হয় । এই শ্রীগঙ্গাস্তব সমাপ্ত হইল ॥ ১৩-১৪ ॥

ইতি গঙ্গাস্তোত্র সমাপ্ত ।

## গঙ্গাষ্টক ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

ভগবতি ভবলীলামৌলিমালে তবাস্তঃ-

কণমণুপরিমাণং প্রাণিনো যে স্পৃশন্তি ।

অমরনগরনারীচামরগ্রাহিণীনাং,

বিগতকলিকলঙ্কাতঙ্কমঙ্কে লুষ্ঠন্তি ॥ ১ ॥

অনুবাদ ।—যে ভগবতি গঙ্গে ! তুমি হরের মস্তকস্থিত লীলামালা-  
স্বরূপ । যে সকল প্রাণী তোমার কণামাত্র জল স্পর্শ করে, তাহারা কলিকালীন

সর্ববিধ পাপ ও পাপজনিত ভয়রহিতভাবে চামরধারিণী সুরনারীগণের অঙ্গে বিলুপ্তি  
হইয়া থাকে। অর্থাৎ একবারমাত্র গঙ্গাজলকণা স্পর্শ করিলেও স্বর্গভোগ  
হয় ॥ ১ ॥

ব্রহ্মাণ্ডং খণ্ডয়ন্তী হরশিরসি জটাবল্লিমুল্লাসয়ন্তী,  
স্বর্লোকাদাপতন্তী কনকগিরিগুহাগুপ্তশৈলাৎ স্থলন্তী ।  
ক্ষৌণীপৃষ্ঠে লুণ্ঠন্তী ছুরিতচয়চমুং নির্ভরং ভৎসয়ন্তী,  
পাথোধিঃ পূরয়ন্তী সুরনগরসরিং পাবনী নঃ পুনাতু ॥ ২ ॥

অনুবাদ :- ( ব্রহ্মকমণ্ডলু হইতে নিঃসৃত ও আকাশপথে প্রবাহিত  
হইয়া ) ব্রহ্মাণ্ডকে দ্বিখণ্ড ( তীরদ্বয়ে পরিণত ) করিয়া যিনি মহাদেবের মস্তকোপরি  
জটাসকলকে সমুদ্ভাসিত করিতেছেন, স্বর্গলোক হইতে অবতরণ করিয়া সুবর্ণময়  
স্নানের পর্বতের গুহামধ্যে প্রবেশ পূর্বক তত্রত্য গুপ্তশৈল ভেদ করিয়া নির্গত  
হইয়াছেন, অনন্তর ধরণীপৃষ্ঠে প্রবাহিত হইয়া শেষে কলুষচয়-চমুকে অশেষ  
প্রকারে তাড়না করিতেছেন এবং ( অগস্ত্য-শোষিত ) সাগরকে যিনি পূর্ণ করিয়া-  
ছেন, সেই পাবনকারিণী সুরধুনা আমাদের পবিত্র করুন ॥ ২ ॥

মজ্জম্মাতঙ্গ-কুম্ভ-চ্যুত-মদ-মদিরামোদ-মন্তালি-জালং,  
স্নানৈঃ সিদ্ধাঙ্গনানাং কুচযুগ-বিগলৎ-কুঙ্কুমাসঙ্গ-পিঙ্গম্ ।  
সায়ং প্রাতঃস্মৃনানং কুশ-কুসুম-চয়ৈশ্ছন্ন-তীরস্ব-নীরং,  
পায়াম্নো গাঙ্গমস্তঃ করি-করভ-করাক্রান্ত-রংহস্তরঙ্গম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :- স্নানরত দন্তিগণের মদ-মদিরা-মোদ-মস্তপ্রমর-যুক্ত, সিদ্ধ-  
রমণীগণের স্নানধৌত-স্তনকুঙ্কুম-সঙ্গে পিঙ্গলিত, মূনিগণের সায়ং-প্রাতঃসমর্পিত  
কুশ-কুসুমাবলী দ্বারা সমাচ্ছন্ন তীরনীরসঙ্গত, করিকরভ-করাশ্রফলিত তরঙ্গবেগ-  
সম্পন্ন গঙ্গাপ্রবাহ আমাদের রক্ষা করুন ॥ ৩ ॥

আদাবাদিপিতামহস্য নিয়মব্যাপারপাত্রে জলং,  
পশ্চাৎ পন্নগশায়িনো ভগবতঃ পাদোদকং পাবনম্ ।  
ভূয়ঃ শম্ভুজটাবিভূষণমনির্জজ্জহোন্মহর্ষেরিয়ং,  
কন্ধ্যা কল্মষনাশিনী ভগবতী ভাগীরথী ভূতলে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ :- যিনি হিমালয়-দুহিতৃরূপে প্রথমে আদি ব্রহ্মার কমণ্ডলুমধ্যে

অবস্থিত সলিল, পরবর্তী করে অনন্ত-শয়ন ভগবান্ নারায়ণের পাবন-পাদোদক, তৎপরে ( ভগীরথ-তপস্যা-বলে, ভূতলাবতরণসময়ে ) শঙ্কর-জটাভূটের ভূষণ ও ক্রমে জহুমহর্ষির কণ্ঠা ( জাহ্নবী হইয়া ) ভূতলে, এই তিনি ভগবতী ভাগীরথী-রূপে ( জনগণের ) কল্যায় নাশ করিতেছেন । [ হিমালয় পর্বতের ঔরসে স্নমেক-দুহিতা মনোরমার গর্ভে গঙ্গার প্রথম আবির্ভাব হইলে, দেবগণ তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যান, সেই সময়ে তাঁহার স্থিতি ব্রহ্ম-কমণ্ডলুতে, ইহাই প্রথমচরণে বর্ণিত, বামনাবতারে উদ্ধীকৃতচরণ-পরিম্পৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডোদ্ধীকৃত জলই গঙ্গাজলরূপে উদ্ভূত, কল্লান্তরে গঙ্গার মূল উৎপত্তি অত্ৰ্যনিধও দৃষ্ট হয়] ॥ ৪ ॥

শৈলেন্দ্রাদবতারিণী নিজজলে মজ্জজ্জনোত্তারিণী,  
পারাবার-বিহারিণী ভবভয়-শ্রেণী-সমুৎসারিণী ।  
শেষাহেরনুকারিণী হরশিরো-বল্লী-দলাকারিণী,  
কাশী প্রান্ত-বিহারিণী বিজয়তে গঙ্গা মনোহারিণী ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ।—গঙ্গাদেবী পর্বতরাজ হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়াছেন এবং যাহারা সেই গঙ্গাজলে স্নান করে, তাহাদিগকে পরিত্রাণ করেন, তিনি সাগরে বিহার করেন, জন্মমরণাদি ভবভয়-সমূহ বিনাশ করেন, ইনি অনন্ত নাগের অনুকরণ-রতা অর্থাৎ সর্পবৎ বক্রগতিযুক্তা, মহেশ্বরের মস্তকে লতাপ্রতানরূপে বিদ্যমান আছেন, কাশীপুরীর প্রান্তভাগে বিহার করিতেছেন এবং এই গঙ্গাদেবী সকলের মনোহারিণীরূপে বিরাজমানা ॥ ৫ ॥

কুতোহবীচিবীচিস্তব যদি গতা লোচনপথং,  
ত্ৰমাপীতা পীতাম্বরপুরনিবাসং বিতরসি ।  
তদুৎসঙ্গে গঙ্গে পততি যদি কায়স্তনুভূতাং,  
তদা মাতঃ শাতক্রতব-পদলাভোহপ্যতিলঘুঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ।—মাতঃ গঙ্গে ! যদি তোমার এই তরঙ্গমালা নয়নপথে পতিত হয়, তবে—তাহার অবীচি প্রভৃতি নরকসম্ভাবনা কোথা হইতে হইবে, যে তোমার জল পান করে, তুমি তাহাকে বৈকুণ্ঠপুরীতে বসতি প্রদান কর, আর যদি দেহি-গণের দেহ তোমার ক্রোড়ে পতিত হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রপদও তাহার নিকট অতি তুচ্ছ বোধ হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥



ভগবতি তব তীরে নীরমাত্রাশনোহহং,  
 বিগতবিষয়তৃষ্ণঃ কৃষ্ণমারাধয়ামি ।  
 সকলকলুষভঞ্জে স্বর্গসোপানসঞ্জে,  
 তরলতর-তরঞ্জে দেবি গঞ্জে প্রসীদ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ :-দেবি ! আমি তোমার তীরে উপবেশন করিয়া জলমাত্রা-  
 হারে সমস্ত বিষয়-বাসনাতে বিতৃষ্ণ হইয়া যেন শ্রীকৃষ্ণদেবের আরাধনা করিতে  
 পারি, তুমি সর্বপ্রকার পাপ বিনাশ কর, তুমি স্বর্গারোহণের সোপানস্বরূপ,  
 তরলতর-লহরি-মালিনি, মাতঃ ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ৭ ॥

মাতঃ শান্তুবি শম্ভুসঙ্গমিলিতে মৌলৌ নিধায়াঞ্জলিং,  
 ত্বভীরে বপুষোহবসানসময়ে নারায়ণাজিহ্নয়ম্ ।  
 ত্বন্মাম স্মরতো ভবিষ্যতি মম প্রাণপ্রয়াণোৎসবে,  
 ভূয়াদ্ভক্তিরবিচ্যুতা হরিহরাদ্বৈতাত্মিকা শাস্বতী ॥ ৮ ॥

অনুবাদ :-মাতঃ ! তুমি শম্ভুর নিজস্ব, শম্ভুর অঙ্গে সন্মিলিত আছ ।  
 আমি মগ্ধকে অঞ্জলি স্থাপন পূর্বক এই প্রার্থনা করিতেছি, যেন তোমার তীরে  
 স্থায় শরীর বিত্ত্বস্ত করিয়া আনন্দ সহকারে নারায়ণের চরণ ও তোমার নাম স্মরণ  
 করিতে করিতে উৎসবস্বরূপ মদীয় ভবিষ্যৎ প্রাণপ্রয়াণসময়ে অদ্বৈত হরিহরাত্মক  
 ব্রহ্মে আমার অচলা ভক্তি হয় ॥ ৮ ॥

গঙ্গাষ্টকমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতো নরঃ ।  
 সর্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৯ ॥

ইতি গঙ্গাষ্টকং স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

অনুবাদ :-যে ব্যক্তি সংযত হইয়া এই পুণ্যপ্রদ গঙ্গাষ্টকস্তোত্র পাঠ  
 করে, সেই ব্যক্তি সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ( অস্তিমে ) বিষ্ণুলোকে  
 গমন করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

গঙ্গাষ্টকস্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## মণিকর্ণিকাষ্টকস্তোত্র ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

ত্বভীরে মণিকর্ণিকে হরিহরৌ সাযুজ্যমুক্তিপ্রদৌ,  
বাদন্তৌ কুরুতঃ পরস্পরমূৰ্ত্তৌ জন্তোঃ প্রয়াণোৎসবে ।  
মদ্রূপো মনুজোহয়মস্তু হরিণা প্রোক্তঃ শবস্তৎক্ষণা-  
ভ্রমধ্যাদ্ভুগুনাঙ্গনো গরুড়গঃ পীতাম্বরো নির্গতঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ :—হে মণিকর্ণিকে ! তোমার তীরে কোন প্রাণীর প্রাণত্যাগরূপ  
উৎসব উপস্থিত হইলে তাহার সাযুজ্যমুক্তিদায়ী হরি ও হরের বিবাদ আরম্ভ  
হয় । ‘এই মনুষ্য আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হউক ।’ হরি এই কথা শবের উদ্দেশে  
বলিলে, তৎক্ষণাৎ সেই শবদেহের মধ্য হইতে বক্ষঃস্থলে ভৃগুপদচিহ্নিত পীতাম্বর-  
ধারী গরুড়বাহন পুরুষ নির্গত হইয়া থাকেন ॥ ১ ॥

ইন্দ্রাণ্যস্ত্রিদশাঃ পতন্তি নিয়তং ভোগক্ষয়ে তে পুন-  
র্জ্জায়ন্তে মনুজাস্ততোহপি পশবঃ কণ্টাঃ পতঙ্গাদয়ঃ ।  
যে মাতর্মণিকর্ণিকে তব জলে মজ্জন্তি নিষ্কল্মষাঃ,  
সাযুজ্যেহপি কিরাটকৌস্তভধরা নারায়ণাঃ স্যূর্নরাঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ :—ইন্দ্রাদি দেবগণ আপন আপন ভোগকালের অবসান হইলে  
পতিত হন, তাঁহারা পুনরায় মানবাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং  
কালান্তরে কৰ্ম্মবশতঃ সেই সকল মনুষ্য পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়া পরে কীট-পতঙ্গাদি  
হইয়া থাকে, কিন্তু মাতঃ মণিকর্ণিকে ! যে সকল মনুষ্য তোমার জলে  
একবারমাত্র নিমগ্ন হয়, তাহারা সাযুজ্যমুক্তি প্রাপ্ত হইয়া কিরাট ও কৌস্তভধারী  
নারায়ণ হইয়া থাকে, পুনঃ পতন হয় না ॥ ২ ॥

কাশী ধন্যতমা বিমুক্তিনগরী সালঙ্কতা গঙ্গয়া,  
তদ্রেয়ং মণিকর্ণিকা স্মখকরী মুক্তির্হি তৎকিঙ্করী ।  
স্বর্লোকস্তুলিতঃ সইব বিবুধৈঃ কাশ্যা সমং ব্রহ্মণা,  
কাশী ক্ষৌণিতলে স্থিতা গুরুতরা স্বর্গো লঘুঃ খে গতঃ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ :-** কাশীপুরী সর্বপ্রধান মুক্তিনগরী, গঙ্গা তাঁহার অলঙ্কার, মণিকর্ণিকা সেই গঙ্গামধ্যে নিরতিশয় সুখদায়িনী । কারণ, মুক্তি তাঁহার দাসী । একদিন ব্রহ্মা দেবগণের সহিত স্বর্গকে কাশীর সঙ্গে তুলাদণ্ডে তোলিত করিয়াছিলেন, তাহাতে কাশীর গুরুতা প্রযুক্ত কাশী ক্ষিতিতলে অবস্থিত হইলেন এবং স্বর্গ লঘু বলিয়া তাহা উর্দ্ধদেশে গমন করিল ॥ ৩ ॥

গঙ্গাতীরমনুভমং হি সকলং তত্রাপি কাশ্যভূমা,  
তস্যাং সা মণিকর্ণিকোত্তমতমা যত্রেশ্বরো মুক্তিদঃ ।  
দেবানামপি দুর্লভং স্থলমিদং পাপোঘনাশক্ষমং,  
পূর্বোপার্জিতপুণ্যপুঞ্জগমকং পুণ্যৈর্জ্ঞানৈঃ প্রাপ্যতে ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ :-** সমস্ত গঙ্গাতীর অপর সকল স্থান অপেক্ষা উত্তম স্থান, সেই গঙ্গাতীর-মধ্যেও কাশী উত্তম, সেই কাশীমধ্যে মণিকর্ণিকা অতিশয় উত্তম, ( যেহেতু, এই মণিকর্ণিকাতে প্রাণত্যাগ করিলেই ) স্বয়ং ঈশ্বর ( তৎক্ষণাৎ ) সেই জীবকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন । অতএব পাপবিনাশদক্ষ এই স্থান দেবগণেরও দুর্লভ ; ও পূর্ব-পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যপুঞ্জজাপক পুণ্যাদ্বা ব্যক্তিরাই ইহা লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

দুঃখাস্তোনিধি-মগ্ন-জন্তু-নিবহাস্তেষাং কথং নিষ্কৃতি-  
ধ্যাহৈতদ্ধি \* বিরিঞ্চিনা বিরচিতা বারাণসী শর্মদা ।  
লোকাঃ স্বর্গসুখাস্ততোহপি লঘবো ভোগান্তপাতপ্রদাঃ,  
কাশী মুক্তিপুরী সদা শিবকরী ধর্মার্থকামোত্তরা ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ :-** যে সকল জীব নিরন্তর দুঃখার্ণবে নিমগ্ন আছে, তাহারা কিরূপে সেই দুঃখসাগর হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, ইহা চিন্তা করিয়াই বিরিঞ্চি ( দুঃখার্ণবনিমগ্ন জন্তুগণের ) সুখদায়িনী এই বারাণসী পুরী নির্মাণ করিয়াছেন । সকল লোকই অর্থাৎ ব্রহ্মলোক প্রভৃতি স্থান স্বর্গসুখপ্রদ ও ভোগান্তে পতন এই সকল লোক হইতেই হয়, অতএব কাশী হইতে ঐ সকল লোক লঘু, কিন্তু কাশী-পুরী ধর্ম, অর্থ ও কাম প্রদান করিয়া অবশেষে মুক্তি দিয়া থাকে ; সুতরাং কাশীই জীবগণের সর্বদা মঙ্গলসাধন করেন ॥ ৫ ॥

\* 'জ্যাহৈতদ্ধি' 'জাহা তদ্ধি' এই দুই পাঠও এ স্থলে দৃষ্ট হয় ।

একো বেণুধরো ধরাধরধরঃ শ্রীবৎসভূষাধরো,  
যোহপ্যেকঃ কিল শঙ্করো বিষধরো গঙ্গাধরোমাধবঃ ।  
হে মাতৰ্গণিকণিকে, তব জলে মৰ্জ্জান্তি যে মানবা,  
রুদ্রা বা হরয়ো ভবন্তি বহবস্তেষাং বহুত্বং কথম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ :- যিনি গিরিগোবৰ্দ্ধন ধারণ করিয়াছেন এবং যাহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন ভূষণরূপে বিद्यমান আছে, সেই মুরলীধর হরিও এক ; আর যিনি শিরোদেশে গঙ্গাকে বহন করিতেছেন, সেই নীলকণ্ঠ উমাপতি শঙ্করও এক ; কিন্তু মাতঃ মণিকণিকে ! যে সকল মানব তোমার জলে নিমগ্ন হয়, তাহারা (প্রত্যেকেই রুদ্র বা হরিস্বরূপ হওয়াতে) বহু রুদ্র ও হরি হইয়া থাকেন ; কিন্তু কিরূপে ইহাদিগের বহুত্ব হয় ? অর্থাৎ তোমার মাহাত্ম্য অদ্ভুত ॥ ৬ ॥

ত্বত্তীরে মরণস্ত মঙ্গলকরং দেবৈরপি শ্লাঘ্যতে,  
শক্রস্তং মনুজং সহস্রনয়নৈর্দ্রক্ষুং সদা তৎপরঃ ।  
আয়াস্তং সবিতা সহস্রকিরণৈঃ প্রত্যুদগতোহভূৎ সদা,  
পুণ্যোহসৌ বৃষগোহথ বা গরুড়গঃ কিং মন্দিরং যাস্ততি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ।—দেবি মণিকণিকে ! তোমার তীরে মরণও মঙ্গলকর, দেবগণও এই মরণের প্রশংসা করিয়া থাকেন । যে ব্যক্তি তোমার তীরে প্রাণ-ত্যাগ করে, দেবরাজ সহস্র নয়ন দ্বারা তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সমুৎসুক থাকেন, সে যখন আগমন করিতে থাকে, তখন সূর্য্যদেব এই ব্যক্তি বৃষ বা গরুড়ে আরুঢ় হইয়া কোন্ মন্দিরে প্রবেশ করিবেন, ইত্যাকার চিন্তা করত তাঁহাকে সহস্রকিরণ দ্বারা প্রত্যুদগমন করেন ॥ ৭ ॥

মধ্যাহ্নে মণিকণিকান্সপন্নজং পুণ্যং ন বক্তুং ক্ষমঃ,  
ঈয়ৈরদশতৈশ্চতুশ্চতুশ্চরো বেদার্থদীক্ষাগুরুঃ ।  
যোগাভ্যাসবলেন চন্দ্রশিখরস্তং পুণ্যপারং গত-  
ত্বত্তীরে প্রকরোতি স্পৃগুপুরুষং নারায়ণং বা শিবম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ।—বেদার্থের দীক্ষাগুরু, দেবশ্রেষ্ঠ চতুরানন, ঈয় পরিমাণে শত বৎসরেও মধ্যাহ্ন-কালীন-মণিকণিকা-স্নানের ফল বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই, কেবল একমাত্র চন্দ্রশেখর যোগাভ্যাসবলে তোমার পুণ্যমাহাত্ম্য

জানিতে পারেন । যাহারা তোমার তীরে মহানিদ্ৰায় প্রসুপ্ত হয়, তাহাদিগের বিষ্ণু বা শিবহ প্রদান তিনিই করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

কৃচ্ছৈঃ কোটিশতৈঃ স্বপাপনিধনং যচ্চাশ্বমেধৈঃ ফলং,  
তৎসর্বং মণিকর্ণিকাস্থপনজে পুণ্যে প্রবিষ্টং ভবেৎ ।  
স্নাত্বা স্তোত্রমিদং নরঃ পঠতি চেৎ সংসারপাথোনিধিং,  
তীৰ্থা পল্লববৎ প্রয়াতি সদনং তেজোময়ং ব্রহ্মণঃ ॥ ৯ ॥

ইতি মণিকর্ণিকাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ ।**—বহু শতকোটি চান্দ্রায়ণাদি ব্রতে যে পাপনাশ হয়, বহু অশ্বমেধে যে ফললাভ হয়, তৎসমস্তই মণিকর্ণিকায় স্নানজনিত পুণ্যের অন্তর্গত । আর যে ব্যক্তি স্নান করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করে, সেই মনুষ্য ক্ষুদ্র জলাশয়ের ত্রায় সংসারসাগর পার হইয়া তেজোময় ব্রহ্মসদনে গমন করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

মণিকর্ণিকাষ্টক সম্পূর্ণ ।

## কাশী-স্তোত্র ।

মাত্রা পিত্রা পরিত্যক্তা যে ত্যক্তা নিজবন্ধুভিঃ ।

যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—জনক-জননী যাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, নিজ বন্ধু-গণ কর্তৃক যাহারা পরিত্যক্ত, কুত্রাপি যাহাদিগের গতি নাই, বারাণসীই তাহাদিগের গতি ॥ ১ ॥

জরয়া পরিভূতা যে যে ব্যাধিকবলীকৃতাঃ ।

যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—যাহারা জরা দ্বারা আক্রান্ত, যাহারা ব্যাধির গ্রাসে নিপতিত, যাহাদিগের কোথাও গতি নাই, বারাণসীই তাহাদিগের গতি ॥ ২ ॥

পদে পদে সমাক্রান্তা যে বিপদভিরহনিশম্ ।

যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—যাহারা দিবারাত্র পদে পদে বিপজ্জালে আক্রান্ত, যাহাদিগের কুত্রাপি গতি নাই, বারাণসীই তাহাদিগের গতিঃ ॥ ৩ ॥

পাপরাশিসমাক্রান্তা যে দারিদ্র্যপরাজিতাঃ ।

যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—যাহারা রাশি রাশি পাতক দ্বারা আক্রান্ত, যাহারা দারিদ্র্য দ্বারা পরাভূত, যাহাদিগের কুত্রাপি গতি নাই, বারাণসীই তাহাদিগের গতি ॥ ৪ ॥

সংসারভয়ভীতা যে যে বন্ধাঃ কৰ্ম্মবন্ধনৈঃ ।

যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—যাহারা ভবভয়ে ভীত হইয়াছে, কৰ্ম্মবন্ধনে যাহারা আবদ্ধ, কুত্রাপি যাহাদিগের গতি নাই, বারাণসীই তাহাদিগের গতি ॥ ৫ ॥

শ্রুতিস্মৃতিবিহীনা যে শৌচাচারবিবর্জিতাঃ ।

যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—যাহারা শ্রুতিস্মৃতিবিহিত কৰ্ম্মাহুষ্ঠান-বর্জিত ( অথবা যাহারা শ্রুতি ও স্মৃতির তত্ত্বে অনাভিজ্ঞ ), যাহারা শৌচাচারবিবর্জিত, কুত্রাপি যাহাদিগের গতি নাই, বারাণসীই তাহাদিগের গতি ॥ ৬ ॥

যে চ যোগপরিভ্রষ্টাস্তপোদানবিবর্জিতাঃ ।

যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—যাহারা যোগমার্গ হইতে স্থলিত হইয়াছে, যাহারা তপঃশূন্য ও দানবর্জিত, কুত্রাপি যাহাদিগের গতি নাই, বারাণসীই তাহাদিগের গতি ॥ ৭ ॥

মধ্যে-বন্ধুজনং যেমামপমানঃ পদে পদে ।

আনন্দবর্দ্ধকং তেষাং শস্তোরানন্দকাননম্ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—যাহাদিগের বন্ধুজনমধ্যে পদে পদে অপমান হয়, মহেশ্বরের আনন্দকানন কাশীক্ষেত্রই তাহাদিগের আনন্দদায়ক ॥ ৮ ॥

আনন্দকাননে যেমাং সততং বসতিঃ সতাম্ ।

বিশেষানুগৃহীতানাং তেষামানন্দনোদয়ঃ ॥ ৯ ॥

ইতি কাশীস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ ।**—যে সমস্ত সজ্জন সৰ্ব্বদা এই আনন্দকাননে অবস্থিতি করেন, তাঁহারা বিশেষভাবে এই তীর্থের অনুগৃহীত এবং তাঁহারাই যথার্থ আনন্দলাভ করেন ॥ ৯ ॥

কাশীস্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## যমুনাষ্টক ।

ত্রীগণেশায় নমঃ।

মুরারি-কায়-কালিমাললাম-বারি-ধারিণী,

তুণীকৃত-ত্রিপিষ্টপা ত্রিলোক-শোক-হারিণী ।

মনোহনুকূল-কূল-কুঞ্জ-পুঞ্জ-ধূতদুর্মদা,

ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি ত্রীকৃষ্ণের দেহের ত্রায় কৃষ্ণবর্ণ আললাম অর্থাৎ পরমরমণীয় বারি ধারণ করেন, যাহার তুলনায় স্বর্গপুরীও তুণবৎ অতি তুচ্ছ, যিনি ত্রিলোকের শোক হরণ করেন, যিনি স্বীয় তীরস্থিত মনোহর কুঞ্জবনরাজির প্রভাবে (মানবের) দুরন্ত মদাক্রান্ত দূর করেন, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মনোগত মলিনতা সর্বদা ধোত করুন ॥ ১ ॥

মলাপহারি-বারি-পূরি-ভূরি-মণ্ডিতামৃতা,

ভৃশং প্রবাতক-প্রপঞ্চনাতি-পণ্ডিতা নিশা ।

সু-নন্দ-নন্দনাস্রাগ-রঞ্জিতা হিতা,

ধুনোতু নে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—(যমুনার জলের বর্ণ ও অক্ষকারের বর্ণ সমান বলিয়া) যিনি নিশার (অক্ষকার) দ্বারা নিজের বায়ুবেগজনিত অতিবৃদ্ধি প্রকাশ করিতে অতীব চতুরা পাপহর-প্রবাহশালিনী, ভূরিমণ্ডন-মণ্ডিতসলিলা ত্রীনন্দনন্দনের উত্তম অঙ্গরাগে রঞ্জিত সেই হিতকারিণী কলিন্দনন্দিনী যমুনা, আমার মনের মলিনতা সর্বদা দূর করুন ॥ ২ ॥

লসত্তরঙ্গ-সঙ্গ-ধূত-ভূত-জাত-পাতকা,

নবীন-মাধুরী-ধুরীণ-ভক্তি-যাত-চাতকা ।

তটাস্ত-বাস-দাস-হংস-সংসৃতাহি কামদা,

ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—যাহার বিলসিত তরঙ্গমালা-স্পর্শে প্রাণিগণের পাপরাশি ধোত হয়, নবীন মাধুরীধুরঙ্গের (ত্রীকৃষ্ণের বা নবধনের) প্রতি ভক্তিবাছল্যে, (তৎস্বরূপ ভ্রমে) চাতকপক্ষিগণ যাহার সমীপে সঞ্চরণ করে, দিবসে তটাস্তবাসে

দাসায়মান-হংসকুলসঙ্গতা সেই অভীষ্টদায়িনী কলিন্দনন্দিনী যমুনা, আমার মনের মলিনতা সদা দূর করুন ॥ ৩ ॥

বিহার-রাস-খেদ-ভেদ-ধীর-তীর-মারুতা,

গতা গিরামগোচরে যদীয়-নীর-চারুতা ।

প্রবাহ-সাহচর্য্য-পূত-মেদিনী-নদী-নদা,

ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ৪ ॥

অনুবাদ :- যাহার তীরপ্রবাহিত মন্দ মন্দ মারুত-হিল্লোলে ( শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদিগের ) বিহার ও রাস ( নৃত্য ) খেদ অপনীত হইয়াছিল, যাহার জল-শোভা বাক্যের অগোচর এবং যাহার প্রবাহ-সাহচর্য্যে ভূতল ও নদনদী পবিত্র হইয়াছে, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা, আমার মনের মলিনতা সর্বদা দূর করুন ॥ ৪ ॥

তরঙ্গ-সঙ্গ-সৈকতান্তরাতিতংসদাসিতা,

শরম্মিশাকরাংশু-মঞ্জু-মঞ্জরী-সভাজিতা ।

ভবার্চনা-প্রচারণাম্মুনাধুনা বিশারদা,

ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ৫ ॥

অনুবাদ :- যাহার অবস্থান, তরঙ্গ ও সৈকতভূমির ব্যবধান-বিস্তারে অনভিলাষী, যিনি শারদ-শশধরের রমণীয় কিরণমঞ্জরী সমালিঙ্গনে অভিনন্দিতা হইয়া এখন ( যেন, ভগীরথের ) শির্ষাচনাপ্রভাবে প্রবর্তিত সলিল অর্থাৎ গঙ্গাজল দ্বারা শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছেন, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মনোগত মলিনতা সদা অপনীত করুন ॥ ৫ ॥

জলান্ত-কেলি-কারি-চারু-রাধিকাস-রাগিনী,

স্বভর্তু রুন্ত-দুর্লভাস্তাস্তাতাংশ ভাগিনী ।

স্বদত্ত-সুপ্ত-সপ্ত-সিন্ধু-ভেদি-নাদি-কোবিদা,

ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ৬ ॥

অনুবাদ :- যিনি জলকেলিরতা শ্রীমতী রাধিকার অঙ্গরাগ নিজ অঙ্গে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভার্য্যা ব্যতীত অপরের দুর্লভ স্বভর্তা শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গতাপ্রাপ্তা ( দেবী কালিন্দীর ) অংশ ( জলময় রূপ ) যাহাতে বর্তমান, যাহার গর্জনধ্বনি



সুপ্ত সপ্তসিদ্ধকে বিদৌৰ্ণ করিয়াছে, তত্ত্বজ্ঞানদানসমর্থী সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা,  
আমার মানসিক মলিনতা সদা অপসারিত করুন ॥ ৬ ॥

জল-চ্যুতচ্যুতাস্রাগ লম্পটালি-শালিনী,

বিলোল-রাধিকা-কচান্ত-চম্পকালি-মালিনী ।

সদাবগাহনাবতীর্ণ-ভর্তৃ-ভৃত্য-নারদা,

ধুনোতু যে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ৭ ॥

অনুবাদ :—অচ্যুতের (ত্রীকৃষ্ণের) সলিলচ্যুত অস্রাগলুকে অলিকুল  
যাঁহার (কাল জলের) শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে, ত্রীরাধার বিলোল কবরীচ্যুত চম্পক-  
শ্রেণী যাঁহার মালা হইয়াছে, স্বভর্তার (ত্রীকৃষ্ণের) ভৃত্য নারদ যথায় সতত  
অবগাহনার্থ অবতরণ করেন, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা, আমার মানসিক  
মলিনতা সদা অপসারিত করুন ॥ ৭ ॥

সদৈব নন্দ-নন্দ-কেলি-শালি-কুঞ্জ-গঞ্জুলা,

তটোথ-ফুল্ল-মল্লিকা-কদম্ব রেণু-সৃজ্জ্বলা ।

জলাবগাহনাং নৃণাং ভবাধি- \* সিদ্ধু-পারদা,

ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ৮ ॥

ইতি যমুনাষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

অনুবাদ :—সদা বর্তমান নন্দনন্দন কেলিকুঞ্জ—যাঁহাকে শোভাবিত  
করিয়া রাখিয়াছে, তীরপ্রকট মল্লিকা ও কদম্ব-কুমুদপরাগ যাঁহাকে সমুজ্জ্বল  
করিতেছে, জলাবগাহী নরগণের সংসারজনিত মনঃপীড়া-সমুদ্রের পার দান যিনি  
করিয়া থাকেন, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মানসিক মলিনতা সদা অপনীত  
করুন ॥ ৮ ॥

যমুনাষ্টক সম্পূর্ণ ।

প্রকারান্তর

## যমুনাখকোট্র ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

কৃপাপারাবারাং তপনতনয়াং তাপশমনীং,  
মুরারিপ্রেয়স্তাং ভবভয়দবাং ভক্তবরদাম্ ।  
বিয়জ্জালোন্মুক্তাং শ্রিয়মপি স্মৃথাপ্তেঃ পরিপণং,  
সদা ধীরো নুনং ভজতি যমুনাং নিত্যফলদাম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি কৃপাসাগররূপা, যিনি সূর্যাদেবের তনয়রূপে আবি-  
ভূতা হইয়াছেন, যিনি প্রাণিগণের তাপশান্তি করেন, শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রীতির  
অনুরূপ আচরণ ঘাঁহাতে বর্তমান, যিনি ভবভয়দূরকারিণী, যিনি ভক্তগণকে  
বরপ্রদান করেন, যিনি আকাশবৎ চন্দ্রসূর্যাদি-খচিত (যমুনাপ্রবাহে চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র-  
প্রতিবিম্ব পতিত হয়), যিনি স্মৃথপ্রাপ্তির মূলধনস্বরূপা, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ; সেই যমুনা-  
সেবা জ্ঞানী পুরুষই সর্বদা করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

**বিশ্বম-পদব্যাখ্যা ।**—‘কৃপাপারাবারাং’ পারাবারবদাচরন্তীং আচারার্থ  
কিবস্তাং (বিবস্তাং) অচ্ প্রত্যয়ঃ । ‘মুরারিপ্রেয়স্তাং’ মুরারেঃ প্রেয়স্তা আলিঙ্গনা-  
দিকং যত্র সা তাম্ । প্রেয়স্তামিবাচারঃ, কাচ্ ততো ঙাপ্ । ‘বিয়জ্জালোন্মুক্তাং’  
জলতি দীপ্যতে ইতি জালঃ—প্রকাশবান্, চন্দ্রসূর্যাদিঃ, তেন উন্মুক্তা, উদ্ঘাটিতা  
প্রকাশিতা । বিয়দিব আকাশমিব যথা নীলম্ আকাশং চন্দ্রসূর্যানক্শত্রৈঃ প্রকাশিতং  
তথা যমুনাপি প্রতিবিম্বরূপৈঃ তৈঃ প্রকাশগানা ভবতি । শ্রিয়ং লক্ষ্মীত্বল্যাম্ ।  
পরিপণং মূলধনম্ ॥ ১ ॥

মধুবনচারিণি ভাস্করবাহিনি গঙ্গাসঙ্গিনি \* সিন্ধুস্বতে,  
মধুরিপুভূষিণি মাধবতোষিণি গোকুলভীতিবিনাশকৃতে ।  
জগদঘমোচিনি মানসদায়িনি কেশব-কেলি-নিদান-গতে,  
জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় গাম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—দেবি ! তুমি মথুরাতে বিচরণ করিতেছ, তুমি

\* ‘ভাস্কবি-সঙ্গিনি’ পাঠান্তর (নামে ইন্দ্র)

ভাস্করক্ষেত্রে ( প্রয়াগে ) প্রবাহিত হইয়া গঙ্গার সহচারিণীরূপে বিজ্ঞমান আছ, তুমি সিদ্ধসুতা অর্থাৎ কীরোদসম্ভবা লক্ষ্মী অথবা সাগরগামিনী, তুমি মধুদৈত্যাপহারী কৃষ্ণের ভূষণস্বরূপা, তুমি মাধবের সন্তোষবর্দ্ধন কর, তুমি গোকুলবাসিগণের ভয়ভঞ্জন করিয়া থাক, তুমি জগতের পাপবিমোচন কর, তুমি ভক্তগণের মানসসিদ্ধি কর, তোমার স্রোতোগতি কেশবের ক্রীড়া-কেলির প্রধান কারণ । হে যমুনে, তুমি জয়যুক্তা হও, জয়যুক্তা হও, হে ভয়নিবারিণি সঙ্কটনাশিনি, আমাকে পবিত্র কর ॥ ২ ॥

**বিশ্বম-পদব্যাখ্যা ।**—‘ভাস্করবাহিনি,’ ভাস্করং ভাস্করক্ষেত্রং প্রয়াগঃ, ভাস্করশ্বেদমিতি ব্যুৎপত্তেঃ, যদ্বা ভীমো ভীমসেন ইতি বদ্ ভাস্করক্ষেত্রমেব তদেকদেশো ভাস্করশব্দো বোধয়তীতি । তস্মিন্ বহতে প্রবহতে ইতি গিন্ তৎসম্বোধনে । ‘সিদ্ধসুতে’ ইতি লক্ষ্মীতুলা ইত্যর্থঃ । অথবা গত্যর্থক-সুধাতোঃ সুতপদং নির্ভয়া সিদ্ধং সিদ্ধসুতে সাগরগামিনীত্যর্থঃ । ‘গোকুলভীতিবিনাশকৃতে,’ গোকুলভীতিবিনাশঃ কৃতিঃ ক্রিয়া যন্তাঃ তৎসম্বোধনে । ‘কেশবকেলিনিদানগতে’ কেশবকেলিনিদানং গতিঃ শ্রুতনং যন্তাঃ, তৎসম্বোধনে ॥ ২ ॥

অয়ি মধুরে মধুমোদ-বিলাসিনি শৈল-বিদারিণি বেগভরে,  
পরিজন-পালিনি দুষ্ট-নিসূদিনি বাঞ্ছিত-কাম-বিলাস-ধরে ।  
ব্রজপুর-বাসি-জনার্জিত-পাতক-হারিণি বিশ্বজনোদ্ধারিকে,  
জয় যমুনে জয় ভীতি-নিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্ ॥৩॥

**অনুবাদ ।**—অয়ি মধুরে, মধুমোদবিলাসিনি, ( যিনি মধুপানে আনন্দিত ব্যক্তিগণকে বিলাস প্রদান করেন, বা বাসস্তিক উৎসবে আনন্দবিধায়িনী, অথবা মাধববিলাসিনী ), তুমি শৈল বিদারণ করিয়া নির্গত হইয়াছ, তুমি বেগভরে প্রবাহিত হইতেছ, তুমি পরিজনবর্গকে প্রতিপালন করিতেছ, তুমি দুষ্টগণকে বিমর্দন কর, তুমি ভক্তগণের বাঞ্ছা পূর্ণ কর, তুমি ব্রজবাসিগণের পাপ বিনাশ কর এবং বিশ্বজনকে উদ্ধার কর । হে যমুনে ! তুমি জয়যুক্ত হও, জয়যুক্ত হও, হে ভয়নিবারিণি সঙ্কটনাশিনি, আমাকে পবিত্র কর ॥ ৩ ॥

**বিশ্বম-পদব্যাখ্যা ।**—‘মধু...বিলাসিনি’, মধুমোদাঃ মধুপানজনিতানন্দ-সম্পন্নাঃ, তান্ বিলাসয়তি ক্রীড়য়তি, অথবা মধুমোদঃ মধুকুলনন্দনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তস্মিন্ বিলাসবতীতি, মধুর্নসন্তঃ তৎকালানন্দং বিলাসয়তি উল্লাসয়তি ইতি বা ।

বিশ্বজনোদ্ধরিকে, বিশ্বজনোদ্ধরতি ইতি পচাদিহাদচ্, বিশ্বজনোদ্ধরঃ স্বার্থে কঃ  
তস্ত স্ত্রীষে বিশ্বজনোদ্ধরিকা ইতি তৎসম্বোধনে ॥ ৩ ॥

অতি-বিপদমুখি-মগ্ন-জনং ভব-তাপ-শতাকুল-মানসকং,  
গতি মতি-হীনমশেষ-ভয়াকুলমাগত-পাদ-সরোজ-যুগম্ ।  
ঋণ-ভয়-ভীতিমনিষ্কৃতি-পাতক-কোটি-শতায়ুত-পুঞ্জতরং,  
জয় যমুনে জয় ভীতি-নিবারিণি সঙ্কট-নাশিনি পাবয় মাম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ :- (দেবি ! ) আমি অপার বিপদ-সাগরে নিমগ্ন, শত শত  
সাংসারিক যন্ত্রণায় সর্বদা আমার মানস আকুলিত, আমি গতিহীন, আমার  
বুদ্ধিবৃত্তি প্রণষ্ট হইয়াছে, বহুবিধ ভয়প্রাপ্ত হইয়া আমি তোমার পাদপদ্ম আশ্রয়  
করিয়াছি, আমি সর্বদা ঋণভয়ে ভীত, যে সকল পাপের নিষ্কৃতি নাই, এবস্তৃত শত  
শত কোটি পাপপুঞ্জ বাহার আছে, আমি তদপেক্ষাও অধিক ; হে যমুনে, তুমি  
জয়যুক্ত হও, জয়যুক্ত হও, হে ভয়নিবারিণি, সঙ্কটনাশিনি, আমাকে পবিত্র কর ॥ ৪ ॥

বিশ্বম-পদব্যাখ্যা ।—‘আগতপাদসরোজযুগং’ আগতং প্রাপ্তং কৰ্ম্মণি  
কৃতং, পাদসরোজযুগং যেন তম্ ।

‘অনিষ্কৃতি...তরম্’ অনিষ্কৃতিঃ পাতককোটিশতায়ুতপুঞ্জঃ পাতকানাং কোটি-  
শতায়ুতং তদ্রূপঃ পুঞ্জঃ অনিষ্কৃত্যঃ পাতককোটিশতায়ুতানাং পুঞ্জাঃ রাশয় ইতি  
বা যয়োঃ মন্যদিতরয়োঃ, তয়োঃ হমতিশয়েনেতি তরপ্রত্যয়ঃ ॥ ৪ ॥

নব-জলদ-দ্যুতি-কোটি-লসন্তনু-হেমময়াভরণাঙ্কিতকে,  
তড়িদবহেলি-পদাঞ্চল-চঞ্চল-শোভিত-পীত-সুচেল-ধরে ।  
মণিময়-ভূষণ-চিত্র-পটাসন-রঞ্জিত-গঞ্জিত-ভানুকরে,  
জয় যমুনে জয় ভীতি-নিবারিণি সঙ্কট-নাশিনি পাবয় মাম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ।—(দেবি ! ) তোমার শরীর নবীন মেঘমালার স্থায় প্রগাঢ়  
নীলবর্ণ, দেহকান্তি স্বর্ণভূষণের দ্বারা শোভাবিত হইতেছে, তোমার বিবিধ মণিময়  
ভূষণ ও বিচিত্র বস্ত্র ও আসনের প্রভা সূর্য্যাকিরণকে পরাজিত করিয়াছে, হে  
যমুনে ! তুমি জয়যুক্ত হও, জয়যুক্ত হও ; হে ভয়নিবারিণি, সঙ্কটনাশিনি,  
আমাকে পবিত্র কর । ( যমুনার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর রূপ ও অলঙ্কারাদি এই শ্লোকে  
বর্ণিত ) অথবা এই শ্লোকের অনুবাদ নিম্নলিখিতরূপ হইবে যথা,—নবজলধর-

কোটিকাণ্ড ( জলক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণের ) হেমাভরণ ও তড়িৎপ্রভাবিনিদী চঞ্চলাঞ্চল  
পীতবস্ত্র সঙ্গে, তুমি মণিভূষণ ও বিচিত্র বস্ত্রপ্রতিবিম্বিত দীপ্ত সূর্য্যরশ্মিকে নিম্প্রভ  
করিয়াছ, হে ভয়নিবারিণি—ইত্যাদি ॥ ৫ ॥

**বিষম-পদব্যাখ্যা ।**—প্রবাহশ্চ প্রকর্ষজ্ঞাপনায় যমুনায়া দেবতামূর্ত্তিঃ  
প্রবাহৈকৈকোক্ত্যা নিদিষ্ট্য স্তোতি নবজলদেতি । দেবতামূর্ত্তিপক্ষে নব...  
কোটিলসত্ত্বম্বিত সংবোধনাস্ত্রমেকপদং হেমময়েতি দ্বিতীয়পদম্ । তড়িদবহেলীতি  
বর্ণেন বিদ্যাদ্বিজয়ি পদাঞ্চলং পদে অঞ্চলঃ প্রাপ্তো যশ্চ পদলম্বি-প্রাপ্তং চঞ্চলং  
শোভিতং পীতং যৎ সূচেলং উত্তমবস্ত্রং তৎ ধরতি ইতি অচ্-প্রত্যয়াং তৎসম্বোধনে ।  
মণিময়েতি মণিময়ভূষণচিত্রপটাসনৈঃ—রঞ্জিতাঃ দীপ্তাঃ কৃতাঃ অতএব গঞ্জিতাঃ  
বিজিতাঃ ভানুকরা যথা, ভানুকরেষাপ ভূষণাদকৃতরঞ্জনযোগ এব তদ্বিজয়লক্ষণং  
ভানুকরাণামেব সর্ক-রঞ্জকত্ব-প্রসিদ্ধেঃ ।

প্রবাহপক্ষে, নবজলদত্যাতি কোটিলসত্ত্বম্বিত শ্রীকৃষ্ণঃ । জলক্রীড়ারতেন তেন,  
তদারহেমাভরণৈশ্চ অঞ্চিতকা—অর্পিতসুখা । কং সুখং তৎসম্বোধনম্ ।  
অঞ্চিতং নিজস্বরূপং কং জলং বা যশ্চাঃ ইতি প্রথমপাদার্থঃ । শ্রীকৃষ্ণৈশ্চ  
জলকেনিশিখিল-পীতাস্বরচূষিনীতি দ্বিতীয়পাদসম্বোধনার্থঃ । শ্রীকৃষ্ণৈশ্চ মণিভূষণ-  
চিত্রশ্চ পীতপটশ্চ অসনেন ক্ষেপেণ স্রোতসেতন্ততশ্চালনেন,—রঞ্জিতাঃ গঞ্জিতাশ্চ  
ভানুকরা যথা । যত্র তথাবিধবস্ত্রশ্চ জলোপরি ভাসমানতা, তত্র প্রতিবিম্বিত-  
ভানুকরাণাং রঞ্জনং যত্র চাভ্যন্তরনয়নং তত্র ভানুকরপ্রবেশাভাবঃ মণিরত্নচিত্রবসনশ্চ  
তু প্রকাশস্ত্রাপীতি ভানুকরাণাং পরাজয়ঃ । ইতি তৃতীয়পাদতৎপর্য্যাম্ ॥ ৫ ॥

শুভপুলিনে মধুমত্ত-যদুদ্রব-রাস-মহোৎসব-কেলি-ভরে,

উচ্চ কুলাচল-রাজিত-মৌক্তিক-হারময়াভর-রোদসিকে \* ।

নবমণি-কোটিক-ভাস্কর-কঙ্কুকি-শোভিত-তারক-হার-যুতে,

জয় যমুনে জয় ভীতি-নিবারিণি সঙ্কট-নাশিনি পাবয় মাম্ ॥৬॥

**অনুবাদ ।**—( দেবি ! ) তোমার পুলিনভূমি মনোহর, তাহাতে যদুপতি  
মধুপানে মত্ত হইয়া রাসমহোৎসবকালে অশেষ কেলি করিয়াছেন ; তোমার তীরে  
যে সকল পর্কতোপম উচ্চ ভবন-শ্রেণী আছে, তাহাই যুক্তাহারময় আভরণের  
স্থায় তোমার ( তীর ) ভূমিকে মণ্ডিত করিয়াছে, তুমি, ( নিজ প্রবাহ-অঙ্গে

প্রতিবিশ্বরূপে) নবমণিকোটিসদৃশ ভাস্কর এবং তারকমালাকে (নীল) কঙ্ককঙ্ক হারের মত ধারণ করিতেছে, হে যমুনে, তুমি জয়যুক্ত হও, জয়যুক্ত হও, হে ভীতিনিবারণি, সঙ্কটনাশিনি, আমাকে পবিত্র কর ॥ ৬ ॥

**বিশ্বম-পদব্যাখ্যা।**—প্রবাহতদেবতামূর্ত্যোরেকমেব দেবত্বমিতি বোধয়ন্ স্তোতি শুভপুলিন ইতি। সস্বোধনপদমিদম্, কেলিভর ইত্যন্তঃ দ্বিতীয়ং সস্বোধনপদম্,—যদ্ব্যবঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তৎকেলীনাং ভরঃ অতিশয়ঃ যন্তাং তৎসস্বোধনে। উচ্চকুলানি তুঙ্গভবনাশ্চেব অচলাঃ পর্বতাঃ ত এব রাজিতমৌক্তিকহারময়াভরাঃ যন্তাঃ সা রোদসী ভূমিস্তীরভূমির্যন্তাং তৎসস্বোধনম্। আভরঃ আভরণম্। আরোপা-মহিমা, উচ্চগৃহাণাং শুভ্রত্বং প্রতীয়তে। রাজিতাঃ বদ্ধশ্রেণয়ঃ রাজিমস্তঃ কৃতাঃ, রাজিশব্দপূর্বকনামধাতো রূপমিদং রাজিতাঃ ভ্রাজিতাঃ ইতি রাজধাতো রূপং বা। যন্তাঃ তীরভূমিঃ শ্রেণীবদ্ধ শুভ্রভবনাবল্যা মুক্তাহারময়াভরণসজ্জিতৈব দৃশ্যত ইতি ভাবঃ। নবশ্যাসৌ মণি-কোটিকঃ মণ্যৎকর্ষশ্চেতি নবউৎকৃষ্টমণিরিত্যর্থঃ, স এব ভাস্করঃ, কঙ্ককং কঙ্কলিকা, তারকহারঃ নক্ষত্রমালা, ‘সৈব নক্ষত্রমালা শ্রাং সপ্তবিংশতিমৌক্তিকৈঃ’ ইত্যুক্তরূপঃ তৈযুতা ইদং হি অধিষ্ঠাতৃদেবতাবিশেষণম্, কোটিকৃৎকর্ষঃ, কোটিক ইতি স্বার্থে কপ্রত্যয়ঃ, তথাচ যমুনাং দেবতামূর্ত্তিঃ ভাস্করত্বলাভাস্বর-নবানমণিনা, কঙ্ককেন নক্ষত্রমালায়া চ ভূষিতেতি তাৎপর্যম্। যদ্বা প্রবাহরূপাশ্রয়েণ স্তোত্রপদ্যমিদং, তথাহি শুভপুলিন ইত্যাদি বিশেষণবৎ নবেত্যাদিকমপি প্রবাহরূপায়া যমুনায়া বিশেষণম্, নবমণিকোটিতুল্যো যো ভাস্করঃ, যশ্চ নীলকঙ্ককোপরিলাম্বিতস্তারকহারঃ তাভ্যাং যুতঃ দীপ্তমণিকোটিসমঃ সূর্য্যঃ নীলাকাশবিরাজিতনক্ষত্রাবলী চ পর্যায়েণ যত্র প্রতিবিশ্বতয়া ভাসতে সা তৎসস্বোধন ইতি ॥ ৬ ॥

করিবর-মৌক্তিক-নাসিক-ভূষণ-বাত চমৎকৃত-চঞ্চল-কে,

মুখ-কমলামল-সৌরভ-চঞ্চল-মত্ত-মধুরত-লোচনিকে।

মণিগণ-কুণ্ডল-লোল-পরিষ্ফুরদাকুল-গণ্ড-যুগামলকে,

জয় যমুনে জয় ভীতি-নিবারিণি সঙ্কট-নাশিনি পাবয় মাম্ ॥৭॥

**অনুবাদ।**—বিচিত্রভাবে বায়ুসঞ্চালিত তোমার চঞ্চল সলিলবিন্দু—

তোমার গজযুক্তাময় নাসাভূষণের শোভা ধারণ করিতেছে, তোমার মুখ তুলা কমলের সৌরভ-লোভাকৃষ্ট চঞ্চল ভ্রমর নয়নতারার আয় শোভা পাইতেছে, চঞ্চল মণিকুণ্ডলবৎ দোহলায়মান আমলকাকৃতি ক্ষণস্থায়ী গণ্ড অর্থাৎ বৃহদ-সমূহ দৃষ্ট

হইতেছে, ( অথচ তুমি মণিমণ্ডিত-কুণ্ডল-শোভিত গণ্ডযুগলে নিৰ্ম্মল ত্রীসম্পন্ন )—হে যমুনে, তুমি জয়যুক্ত হও, জয়যুক্ত হও, হে ভীতিনিবারিণি, সঙ্কটনাশিনি ! আমাকে পবিত্র কর ॥ ৭ ॥

**বিষম-পদব্যাখ্যা ।**—মূৰ্ত্তিধরমেকোক্ত্যা নির্দিষ্ট স্তোতি করিবরেতি । তত্র দেবতামূৰ্ত্তিপক্ষে—করিবর-মৌক্তিকমেব নাসিকভূষণম্, নাসিকায় ইদং নাসিকং তন্ত্ৰেদমিত্যাণ্,—যদভূষণং তত্র বাতেন চমৎকৃতচঞ্চলং চমৎকর্তুমারব্ধবৎ চঞ্চলং সংস্থানমিতি বিশেষাপরম্ চঞ্চলসংস্থানং চঞ্চলত্বং বা যন্তাঃ, যমুনাধিদেব্যঃ গজমুক্তা-নাসিকভূষণং মারুতস্পর্শেন তথা চঞ্চলতয়াবস্থিতং যেন দ্রষ্টারঃ প্রথমমেব সৌন্দর্যাতিশয়দর্শনে চমৎক্রিয়ন্ত ইতি ভাবঃ । মুখকমলেতি, মুখং কমলমিব তন্ত্ৰা-মলসৌরভলোভচঞ্চলা যে মন্তাঃ প্রমুদিতা মধুত্বতাস্তে ইব লোচনে চক্ষুষী লোচনানি দৃষ্টয়ো বা যন্তাঃ । ভ্রমরাণাং কৃষ্ণতয়া কৃষ্ণতারকপ্রধানচক্ষুস্তুদৃষ্টীনাং বা তৎসাম্য-যুক্তম্ । মণিগণেতি । মণিগণস্ত কুণ্ডলং মণিগণনির্ম্মিতং কুণ্ডলং তত্র তদবচ্ছেদেন লোলং যথা স্তাৎ তথা পরিস্ফুরৎ দীপ্যমানং আকুলং অত্যর্থব্যাগ্রং গণ্ডযুগং যন্তাঃ সা চ অমলকা চ নিৰ্ম্মলা চেতি সম্বোধনে । কুণ্ডলযুগং হি বিলোলতয়া শোভতে তন্ত্ৰ প্রতিবিম্বপাতো গণ্ডযুগে জাতঃ । তেন গণ্ডযুগমেব কুণ্ডলাবচ্ছেদেন লোল-মিব পরিস্ফুরিতম্, তচ্চ পরিস্ফুরণং স্বভর্তুর্বদনস্পর্শায় গণ্ডযুগস্ত আকুলতামিব স্তোতয়তীতি ফলিতম্, অত্র নৈৰ্ম্মল্যকথনাদ্ গণ্ডস্তাপি নৈৰ্ম্মল্যং প্রতীয়তে । প্রবাহপক্ষে, গজমৌক্তিকভূষণমিব বাতচমৎকৃতং চঞ্চলং কং জলং যন্তাঃ, তৎ-সম্বোধনম্ । বাতেন, বাতং বায়ুগতিঃ, বায়ুগত্যা চমৎকৃতং চমৎকারো বিস্মাপনং যেন, অথবা চমৎকৃতং চমৎকর্তুমারব্ধবদিতি পূৰ্ব্ববাদাদিকস্মিণি ক্তঃ । এবংভূতং চঞ্চল-জলং যন্তাঃ, অনিলবেগবশাদ্ভগচ্ছচ্চঞ্চলজলং মৌক্তিকমিব সৎ তন্ত্ৰা নাসা-ভূষা-মাণং ভবতীতি ভাবঃ । মুখমিব কমলং ; মধুকরাঃ লোচনে ইব লোচনানীব বা যন্তাঃ । মধুকরবিশেষণার্থস্ত অত্রাপি পূৰ্ব্ববৎ । মণিগণকুণ্ডলবৎ লোল-পরিস্ফুরন্তঃ আকুলা যে গণ্ডাঃ বৃদ্ধদাঃ, তদ্ব্যক্—তৎসঙ্গতং আমলকং অমলত্বং আমলকী-সাদৃশ্যং বা যন্তাঃ, তৎসম্বোধনে, যমুনায়া বৃদ্ধদেযু অমলত্বং আমলকীসাদৃশ্যং বা যুক্তং, মণিকুণ্ডলসারূপাঞ্চ তত্র প্রতীয়তে, বৃদ্ধদস্ফুরন্তঃ কণস্থায়ি, বৃদ্ধদাশানিয়তা দৃশ্যন্ত ইতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

কলরব-নুপুর-হেম-ভয়াচিত-পাদ সরোরুহ-সারুণিকে,

ধিমি-ধিমি-ধিমি-ধিমি-তাল-বিনোদিত-মানস-মঞ্জুল-পাদ-গতে ।

তব পদ-পঙ্কজমাস্ত্রিত-মানব-চিত্ত-সদাখিল-তাপ-হরে,

জয় যমুনে জয় ভীতি-নিবারিণি সঙ্কট-নাশিনি পাবয় মাম্ ॥৮॥

**অনুবাদ ।**—দেবি ! তোমার অরুণবর্ণ চরণসরসীরূহে কলরবপূর্ণ হেমময় নুপুর ; [ অথবা দেবি, তোমার কলধ্বনি- ( কুলুকুলুধ্বনি ) স্বরূপ নুপুরধ্বনি তুল্য এই সুবর্ণগর্ভধ্বনিকারী চরণ তুল্য ( রক্ত ) কমলের প্রভায় অরুণতা ফুটিয়া উঠিয়াছে ] ধিমি ধিমি ধিমি,—তালে তালে তোমার যে গতি, তাহা আমার মানসে বড়ই সুন্দর বলিয়া প্রতীতি হইতেছে, তোমার চরণকমলাশ্রিত মানবগণের মনোগত নিখিলতাপ তুমি হরণ কর, হে যমুনে, তুমি জয়যুক্ত হও, জয়যুক্ত হও, হে ভয়নিবারিণি, সঙ্কটনাশিনি, আমাকে পবিত্র কর । ( রক্তপদ্মের আভায় তোমার কাল জল লাল হইয়া উঠে, কুলুকুলুধ্বনি তালে তালে তোমার পদক্ষেপ সূচনা করিয়া দেয়, তাই বলি, ঐ যে অরুণিমা, উহা তোমারই চরণের রক্ততা, ঐ কুলুকুলুধ্বনি তোমারই নুপুরধ্বনি, ইহাই ‘অথবা’ কল্পে প্রথমার্ধের ভাব । ) ॥ ৮ ॥

**বিষয়-পদব্যাখ্যা ।**—পূর্ববৎ স্তোতি কলরবেতি । দেবতামূর্তিপক্ষে কলঃ অব্যক্তমধুরো রবো যন্ত, তন্ত নুপুরস্ত হেমভয়া স্বর্ণপ্রভয়া আচিতং ব্যাপ্তং যৎ পাদসরোরুহং তেন সাক্ষণিকা—অরুণোহরুণকঃ স্বার্থে কঃ রক্তবর্ণঃ তেন সহ বর্ততে, জীহ্বে তৎসম্বোধনে, ধিমিধিমীত্যব্যক্তানুকরণশব্দঃ তথাবিধেন তালেন নৃত্যকালক্রিয়া-পরিচ্ছেদেন বিনোদিতং মানসং যয়া সা—মঞ্জুলপাদগতির্যন্তাঃ তৎ-সম্বোধনে । মঞ্জুলো পাদো তয়োগতিঃ । প্রবাহপক্ষে, কলরবঃ কুলুকুলুধ্বনিঃ স এব নুপুরঃ যত্রেতি পাদসরোরুহ-বিশেষণম্ । হেমভয়ং সুবর্ণ-ভীতিপ্রদং সুবর্ণমপি হিহ্মা যদগ্রহণায় জনঃ প্রবর্ততে, তাদৃশং আচিতং ব্যাপ্তং পাদ ইব যৎ সরোরুহং কুল্ল-রক্তপদ্মমিতি তাৎপর্যং তেন সাক্ষণিকে রক্তিমবতি । যত্র শ্রোতসঃ কথঞ্চিং প্রতিরোধো ভবতি তত্র কলধ্বনেঃ প্রাচুর্যাৎ পদ্মকাননে তথাঞ্চেৎ পদ্মে তৎসম্বন্ধো বর্ণিত ইতি ॥ ৮ ॥

ভবোভাপাস্তোৰ্ধো নিপতিতজনো দুর্গতিযুতো,

যদি স্তোতি প্রাতঃ প্রতিদিনমনন্যাশ্রয়তয়া ।

হয়ার্যোষৈঃ \* কামং করকুসুমপুঞ্জৈ রবিস্ততাং,

সদা ভোক্তা ভোগান্মরণসময়ে যাতি হরিতাম্ ॥ ৯ ॥

ইতি যমুনার্ককং সম্পূর্ণম্ ।

\* ‘হয়ার্যোষৈঃ’ পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে আছে । তাহা গ্রামাদিক ।



অনুবাদ :- যদি কোন দুর্গতিযুক্ত মনুষ্য সংসারসাগরে পতিত হইয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে অনন্তচিত্তে করবীরযুক্ত কুসুমপুঞ্জ হস্তে আদিত্য-নন্দিনী যমুনার এই স্তব করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ( ইহকালে ) সতত বিবিধ ভোগ প্রাপ্ত হইয়া মরণকালে বিষ্ণুপদ পাইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

বিষম-পদব্যাখ্যা ।—হয়ার্যোষৈঃ হয়ারিঃ করবীরপুং তস্ম এষো গতিঃ প্রাপ্তির্থেষু করবীরযুক্তৈরিত্যর্থঃ । হয়াহ্নৈষৈরিতি পাঠস্ত প্রামাদিকঃ । পুঞ্জৈরিত্যপলক্ষণে তৃতীয়া ॥ ৯ ॥

\* সংস্কৃতপাঠক সংস্কৃত বিষমপদ-ব্যাখ্যা হইতে ইহার বিশেষ রস গ্রহণ করিবেন ।

ইতি যমুনাষ্টকস্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## নর্মদাষ্টকস্তোত্র ।

শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ ।

সবিন্দুসিঞ্চুযু স্থলভরঙ্গ-ভঙ্গ-রঞ্জিতং \*  
দৃষৎসু পাপ-জাত-জাতকারি-বারি-সংযুতম্ ।  
কৃতান্ত-দূত-কাল-ভূত-ভীতি-হারি শর্মদে,  
ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্মদে ॥ ১ ॥

অনুবাদ :- হে সুখদায়িনি, (তোমার) তরঙ্গভঙ্গ, বিন্দু এবং সিঞ্চু (নদীপ্রবাহ) চুম্বিত দৃষৎ অর্থাৎ শিলাতটে আক্ষালিত হইয়া যাহার শোভা সম্পাদন করিয়াছে, যাহা পাপরাশিবিনাশিনী ও পুনর্জন্মনিবারিনী তোমারই বারিধারার বিধোত, যাহা প্রাণিগণের কৃতান্তদূতভীতি এবং মৃত্যুভীতি নিবারণ করে, দেবি নর্মদে ! তোমার সেই চরণকমলে আমি প্রণাম করিতেছি । [নর্মদাপ্রপাতস্থলে উপরিভাগে শিলাখণ্ড-স্থলিত জলবিন্দু যে ওত্র কুসুমরাশি বর্ষণ করিতেছে, অধোদেশে দুগ্ধাবর্তবৎ প্রবাহ,—পাষাণময় উভয় তটে আক্ষালিত তরঙ্গমালা তুলিয়া যে আবেগে ছুটিয়াছে, এই বন্দনার তাহার স্বরূপ অভিব্যক্ত । হঃ এই, পাঠ-বিকৃতি, এই অর্থকে এত দিন ফুটিতে দেয় নাই ] ॥ ১ ॥

\* ‘সবিন্দুসিঞ্চুযু স্থলভরঙ্গভঙ্গরঞ্জিতদৃষৎসু’ এবং সবিন্দু...রঞ্জিতঃ দৃষৎ সু’—এই পাঠের বিকৃত ।

ত্বদম্বু-লীন-দীন-মীন-দিব্য-সম্পদায়কং,  
কলৌ মলৌঘভারহারি সর্বতীর্থনায়কম্ ।  
সুমচ্ছ- \* কচ্ছ-নক্র-চক্রবাক-চক্র-শর্ম্মদে,  
ত্বদীয়পাদপঙ্কজং ননামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ২ ॥

অনুবাদ :- হে মৎস্ত-শোভিত-সজল-তটশালিনি, হে কুণ্ডীর-চক্রবাক-মণ্ডল-সুখদায়িনি, দেবি নর্ম্মদে,—তোমার জলে যে সকল ন-গণ্য মীন লয় প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগের দিব্য সম্পৎপ্রাপ্তি বাহার প্রসাদে হয়, কলিমল-রাশি-ভারহারি সর্বতীর্থ-নায়ক তোমার সেই চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

মহাগভীরনীরপূত † পাপধূতভূতলং,  
ধ্বনৎসমস্তপাতকারিবারিদারিতাচলম্ । ‡  
জগল্লয়ে মহাভয়ে মৃকগুসূনুশর্ম্মদে,  
ত্বদীয়পাদপঙ্কজং ননামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :- দেবি ! যৎসংসৃষ্ট মহাগভীর জলস্পর্শে পাপপ্রসূতভূতল পূত হইয়াছে, যদীয় গর্জনপরায়াণ বারি নিখিলপাতকবিনাশী এবং পর্কত বিদীর্ণ করিয়া প্রবাহিত, ভীতিপ্রদ মহাপ্রলয়কালে হে মার্কণ্ডেয় মুনির আশ্রয়দায়িনি, দেবি নর্ম্মদে ! তোমার সেই চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৩ ॥

গতং তদৈব মে ভয়ং ত্বদম্বু বীক্ৰিতং যদা,  
মৃকগুসূনু-শৌনকাসুরারি-সেবিতং সদা ।  
পুনর্ভবাক্রিজন্মজং ভবাক্রিছুঃখবর্ম্মদে,  
ত্বদীয়পাদপঙ্কজং ননামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ :- দেবি ! মার্কণ্ডেয়-শৌনকাদি মুনিগণ ও সুরগণের সদা-সেবিত ভবদীয় বারি আমি বধন দর্শন করিতেছি, তখনই পুনঃ সংসার-সাগরে জন্মজনিত

\* ‘হমৎস্ত’ ইতি পাঠান্তর ।

† ‘মহাগভীরনীরপূত’ পাঠ বহু পুস্তকে দৃষ্ট হয় ।

‡ ‘পাতকারিবারিতাপচলম্’ পাঠও আছে ।

ভয় গিয়াছে, (অতএব) হে ভবসমুদ্রস্থখদায়িনি! হে দেবি নম্নদে! তোমার  
চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

অলঙ্কলঙ্ককিন্নরামরাসুরাদিপূজিতং,  
সুলঙ্কনীরতীরধীরপঙ্কিলঙ্ককূজিতম্ ।  
বসিষ্ঠশিষ্টপিপ্পলাদকর্দমাদিশশ্মদে,  
ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নম্নদে ॥ ৫ ॥

অম্ভুবান্দ ।—হে বসিষ্ঠ-শিষ্ট-পিপ্পলাদ-কর্দমাদি মহর্ষিগণসুখদায়িনি, দেবি  
নম্নদে, অসংখ্য কিন্নর অমর ও অসুর প্রভৃতি পূজিত সুলঙ্ক নীরতীরস্থ  
লঙ্কপঙ্কিকূজনুচিত তদীয় চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

সনৎকুমার-নাচিকেত-কশ্যপাত্রি-ষট্ পদৈধ্বতং,  
স্বকীয়মানসেযু নারদাদিষট্ পদৈঃ ।  
রবীন্দু-রস্তিদেব-দেবরাজ-কশ্ম-শশ্মদে,  
ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নম্নদে ॥ ৬ ॥

অম্ভুবান্দ ।—হে সূর্য্য চন্দ্র দেবরাজ ও রাজা রস্তিদেবের কশ্মাহুসারে  
সুখবিধায়িনি দেবি নম্নদে, সনৎকুমার, নাচিকেত, কশ্যপ, অত্রি প্রমুখ ঋষির  
ছয়টি আশ্রমস্থানে ও ভ্রমরসদৃশ নারদাদি মুনিগণের মানসমধ্যে স্থিত ত্বদীয়  
চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৬ ॥

অলঙ্ক-লঙ্ক-লঙ্ক-পাপ-লঙ্ক্য-সার-সায়কং,  
ততস্ত জীবজন্তুতন্তুভুক্তিমুক্তিদায়কম্ ।  
বিরঞ্চিবিশুশঙ্করস্বকীয়ধামশশ্মদে,  
ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নম্নদে ॥ ৭ ॥

অম্ভুবান্দ ।—হে ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক ও শিবলোক-সুখ-বিধায়িনি  
দেবি নম্নদে! অলঙ্ক্য লঙ্ক লঙ্ক পাপ লঙ্ক্য-সেইরূপ শরস্বরূপে যিনি  
অবস্থিত, যিনি তুচ্চ জীব, খেচর জন্তু এবং গ্রাহ প্রভৃতি জলচরকেও ভোগ-মোক  
প্রদান করেন, তোমার সেই বিশাল চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৭ ॥

অহোহমৃতং সমং শ্রুতং মহেশকেশজাতটে,  
কিরাতসূতবাড়বেষু পণ্ডিতে শঠে ।  
দুরন্তপাপতাপহারি সর্বজন্তুশর্মদে,  
হৃদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্মদে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ :- হে সর্বজীবসুখবিধায়িনি দেবি নর্মদে, তোমার এই অমৃত  
( জল ) গোদাবরীতটে, কিরাত, সূত ও বাড়ব জাতিতে এবং পণ্ডিত ও শঠে সর্বত্র  
সমান, ইহা শাস্ত্রে শ্রুত হইয়াছে, অতএব তোমার চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

ইদন্তু নর্মদাষ্টকং ত্রিকালমেব যে সদা,  
পঠন্তি তে নিরন্তরং ন যান্তি দুর্গতিং কদা ।  
শূলভ্যদেহদুর্লভং মহেশধামগৌরবং,  
পুনর্ভবা নরা ন বৈ বিলোকয়ন্তি রৌরবম্ ॥ ৯ ॥

ইতি নর্মদাষ্টকস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

অনুবাদ :- দেবি ! যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকালাদি সন্ধ্যাত্রে  
ভক্তিপূর্বক এই নর্মদাষ্টক পাঠ করে, সে কদাচ দুঃখভোগ করে না, এই নিত্য  
লভ্য দেহে দুর্লভ মহেশ্বরলোকের গৌরবলাভ করে, আর সেই ব্যক্তি পুনর্বার  
সংসারঘাতনা ভোগ করে না এবং কখনও তাহার নরকদর্শন হয় না ॥ ৯ ॥

নর্মদাষ্টক-স্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## শঙ্করাষ্টক-স্তোত্র ।

প্রিয়া যুতং ত্রিদেহ-তাপ-পাপ-রাশি-নাশকং  
মুনীন্দ্র-সিদ্ধ-সাধ্য-দেব-দানবৈরভিষ্টুতম্ ।  
তটেহস্তি যজ্ঞপর্বতস্য মুক্তিদং সুখাকরং  
নমামি ব্রহ্মপুঙ্করং \* স-বৈষ্ণবং স-শঙ্করম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ :- বিনি শ্রীমান্, বিনি বুল হস্ত ও কারণদেহহ আধ্যাত্মিক,

\* তাবানামের অনুকরণে 'ব্রহ্মপুঙ্কর' উচ্চারণ দ্বারা হস্তোদ্যোব নিবারণের, ব্রহ্মলাল-  
হিন্দুধানে ব্রহ্মলাল উচ্চারিত হয় ।

আধিদৈব ও আধিতৌতিক এই তাপত্রয় ও পাতকপুঞ্জ বিনাশ করেন ;  
ঋষিশ্রেষ্ঠগণ, সিদ্ধবৃন্দ, সাধাগণ ও সুরাসুরগণ বাঁহার স্তব করেন, যিনি  
যজ্ঞশৈলের তটদেশে অধিষ্ঠিত, যিনি মোক্ষপ্রদ ও সুখের আকর, সেই স-বৈষ্ণব  
স-শঙ্কর ব্রহ্মপুঙ্করকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

সদূর্জমাসমুদ্রপঙ্কবাসরে বরাগতং,  
তদনুথাস্তুরিষ্কগং স্ততন্ত্রভাবনানুগম্ ।  
যদম্বুপানমজ্জনং দৃশাং সদামৃতাকরং,  
নমামি ব্রহ্মপুঙ্করং সর্বৈষ্যং সশঙ্করম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি পুণ্য কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষীয় ( অস্তিম ) পঞ্চদিবসে  
প্রোদ্বৃত্ত হন, তন্নিমিত্ত সময়ে গগনমার্গে অধিষ্ঠান করেন, একাগ্রচিত্তে ধ্যান  
করিলে বাঁহাকে লাভ করা যায়, বাঁহাতে জ্ঞান বা বাঁহার জল পান এবং দর্শন  
করিলে সুখলাভ হয়, সেই স-বৈষ্ণব স-শঙ্কর ব্রহ্মপুঙ্করকে প্রণাম করি ॥ ২ ॥

ত্রিপুঙ্কর ত্রিপুঙ্কর ত্রিপুঙ্করেতি সংস্মরেৎ,  
সুদূরদেশগোহপি যন্তদঙ্গপাপনাশনম্ ।  
প্রপন্নদুঃখভঞ্জনং সুরঞ্জনং সুধাকরং,  
নমামি ব্রহ্মপুঙ্করং সর্বৈষ্যং সশঙ্করম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—সুদূরদেশে অবস্থান করিয়াও যে ব্যক্তি ‘ত্রিপুঙ্কর, ত্রিপুঙ্কর,  
ত্রিপুঙ্কর’ এই নাম স্মরণ করে, তাহার শরীরস্থিত যাবতীয় পাতক বিলয় প্রাপ্ত  
হয় । যিনি আশ্রিতজনের ক্লেশ দূর করেন, যিনি সকলের চিন্তরঞ্জন করেন এবং  
যিনি অমৃতের আধার, সেই স-বৈষ্ণব স-শঙ্কর ব্রহ্মপুঙ্করকে প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

মুকুটমুকুণৌ পুলস্ত্যকণ্ঠপর্বতা-সিতা,  
অগস্ত্যভার্গবৌ দধীচিনারদৌ শুকাদয়ঃ ।  
স-পদ্মতীর্থ-পাবনৈক-দৃষ্টয়ো দয়াকরং,  
নমামি ব্রহ্মপুঙ্করং সর্বৈষ্যং সশঙ্করম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—মুকুট, মুকুণ্ড, পুলস্ত্য, কণ্ঠ, পর্বত, শুক প্রভৃতি-ঋষি-  
গণ নিজ নিজ জনপাবন দৃষ্টি—যে পদ্ম ( পুঙ্কর ) তীর্থে একমাত্র নিবদ্ধ রাখিয়াছেন,  
কল্পনার আকর সেই স-বৈষ্ণব স-শঙ্কর ব্রহ্মপুঙ্করকে প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

সদা পিতামহেক্ষিতং বরাহবিষ্ণুনেক্ষিতং,  
তথাহমরেশ্বরেক্ষিতং সুরাসুরৈঃ সমীক্ষিতম্ ।  
ইহৈব ভুক্তিমুক্তিদং প্রজাকরং ধনাকরং,  
নমামি ব্রহ্মপুঙ্করং সর্বৈষ্যং সশঙ্করম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ :- পিতামহ ব্রহ্মা, বরাহরূপী হরি, সুরপতি ইন্দ্র ও অপরাগর দেবদানবেরা নিরন্তর ঐহাকে দর্শন করেন, যিনি ইহধামেই ভুক্তি, মুক্তি, সমৃদ্ধি ও ধনসম্পত্তি প্রদান করেন, সেই স-বৈষ্ণব স-শঙ্কর ব্রহ্মপুঙ্করকে প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

ত্রিদণ্ডি-দণ্ডি-বর্ণিভিস্তপস্বিভিঃ \* স্রসেবিতং,  
পুরাঙ্কচন্দ্রপ্রাপ্ত † দেবনন্দিকেশ্বরাভিধৈঃ ।  
স-বৈষ্ণনাথ-নীলকণ্ঠ-সেবিতং স্রধাকরং,  
নমামি ব্রহ্মপুঙ্করং সর্বৈষ্যং সশঙ্করম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ :- ত্রিদণ্ডী, † দণ্ডী, ব্রহ্মচারী ও তাপসবৃন্দ ঐহার সেবা করেন, অঙ্কচন্দ্রধারী নন্দিকেশ্বরাখ্য দেব ঐহার উপাসনা করেন, বৈষ্ণনাথ ও নীলকণ্ঠ ঐহার সেবা করেন এবং যিনি অমৃতের আধার, সেই স-বৈষ্ণব স-শঙ্কর ব্রহ্মপুঙ্করকে প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

সুপঞ্চধা সরস্বতী বিরাজতে যদন্তরে,  
তথৈকযোজনায়তং বিভাতি তীর্থনায়কম্ ।  
অনেকদৈবপৈত্রতীর্থসাগরং রসাকরং,  
নমামি ব্রহ্মপুঙ্করং সর্বৈষ্যং সশঙ্করম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ :- সরস্বতী পঞ্চমুখিতে ঐহার কিকিছুরে বিরাজ করিতেছেন, যিনি একযোজনবিস্তৃত তীর্থরাজরূপে শোভমান, যিনি অসংখ্য দৈব ও পৈত্র তীর্থের সমুদ্ভবরূপ এবং যিনি রসের আধার, সেই স-বৈষ্ণব স-শঙ্কর ব্রহ্মপুঙ্করকে প্রণাম করি ॥ ৭ ॥

\* ত্রিদণ্ডি-ত্রিভাঙ্গাচারিতাপসৈঃ—ইহা বহুসম্বত পাঠ ।

† 'প্রাপ্ত'—এ হলে, 'প্র' অথবা 'হ্র' পরে থাকিলে পূর্ব লঘুবর্ণ বিকরে ওহ হয়, তাই হ্রস্বোদোষ হয় নাই ।

‡ ত্রিদণ্ডী—যিনি বাঙ্করঃকারসংঘসম্পন্ন ।

যমাদিসংযুতো নরস্ত্রিপুঙ্করং নিমজ্জতি,  
 পিতামহশ্চ মাধবোহপ্যুমাধবঃ প্রসন্নতাম্ ।  
 প্রয়াতি তৎপদং দদত্যয়ত্নতো গুণাকরং,  
 নমামি ব্রহ্মপুঙ্করং সর্বৈষ্যবং সশঙ্করম্ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—যে ব্যক্তি যমাদিপরায়ণ হইয়া এই পুঙ্করতীর্থে স্নান করে, হরি-হর-ব্রহ্মা তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া অনাগ্রাসে স্ব স্ব পদ প্রদান করিয়া থাকেন । আমি এতাদৃশ গুণাকর স-বৈষ্যব স-শঙ্কর ব্রহ্মপুঙ্করকে প্রণাম করি ॥ ৮ ॥

ইদং হি পুঙ্করাষ্টকং স্ত্রীতীর্থস্বভাষিতং,  
 স্থিতং মদীয়মানসে কদাপি মাহপগচ্ছতু ।  
 ত্রিসঙ্খ্যামাঠন্তি যে ত্রিপুঙ্করাষ্টকং নরাঃ,  
 প্রদীপ্তদেহভূষণা ভবন্তি মেশ-কিঙ্করাঃ ॥ ৯ ॥  
 ইতি পুঙ্করাষ্টকস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ ।**—এই পুঙ্করাষ্টক স্ত্রীতীর্থরূপ কমলের আশ্রিত ; ইহা আমার মানসে (মনন, অঙ্গর মানসসরোবরে) অধিষ্ঠিত হউক, যেন কখনও অন্তত্বে গমন না করে । যাহারা ত্রিসঙ্খ্যা এই ত্রিপুঙ্করাষ্টক স্তোত্র পাঠ করে, তাহারা দিবা তেজঃপূর্ণ শরীররূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া রম্যপতির কিঙ্করত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ৯ ॥

পুঙ্করাষ্টকস্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## হনুমৎপঞ্চরত্নম্ ।

বীতানিলবিষয়েচ্ছঃ জাতানন্দাশ্রপুলকমত্যচ্ছঃ ।  
 সীতাপতিদূতাত্মং বাতাস্তজমগ্ন ভাবয়ে হৃদম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—নিখিল-বিষয়-বীতানন্দ, আনন্দাশ্র-পুলক-শোভিত, স্বচ্ছ-হৃদয়, সীতাপতিদূতপ্রণয়া হৃদ পবননন্দকে ভাবনা করি ॥ ১ ॥

তরুণারুণ-মুখ-কমলং করুণারস-পূর-পূরিताপান্নম্ ।

সঞ্জীবনমাশাসে মঞ্জুলমহিমানমঞ্জনা-ভাগ্যম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ :- যিনি তরুণারুণ-মুখকমল অর্থাৎ ষাঁহার মুখকমল বাল-  
সূর্যের জায় রক্তবর্ণ অথবা উদীয়মান সূর্য্য ষাঁহার মুখকমলে প্রবেশ করিতে-  
ছিলেন, ষাঁহার অপান্ন করুণারসপ্রবাহে পূর্ণ, মনোহর-মহিম-সম্পন্ন, সেই  
( মূর্ত্তিমান ) অঞ্জনা-সৌভাগ্যের নিকট সমাক্ অর্থাৎ শ্রীরামভক্তিপূত জীবন প্রার্থনা  
করি ॥ ২ ॥

শম্বর-বৈরিশরাতিগমসুজ-দল-বিপুল-লোচনোদারম্ ।

কম্বুগলমনিল-দিক্টং বিশ্বজ্বলিতোষ্ঠমেকমবলম্বে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :- যিনি কামশরের অতীত, ষাঁহার নয়ন-বুগল কমলদলের  
জায় আয়ত, ষাঁহার ওষ্ঠ বিশ্বফলের জায় উজ্জল, পবনের ( মূর্ত্তিমান ) ভাগ্যরূপ  
সেই উদার কম্বুকণ্ঠকেই একমাত্র অবলম্বন করিতেছি ॥ ৩ ॥

দূরীকৃতসীতাভিঃ প্রকটীকৃত-রাম-বৈভব-স্মৃতিঃ ।

দারিত-দশমুখকীর্ত্তিঃ পুরতো মম ভাতু হনুমতো মূর্ত্তিঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ :- ষাঁহা হইতে সীতার বাণা দূর হইয়াছে, ষাঁহার স্মৃতি  
অর্থাৎ প্রকাশ হইতেই শ্রীরামের প্রভাব ব্যক্ত হইয়াছে, দশাননের কীর্ত্তিবিনাশিনী  
হনুমানের সেই মূর্ত্তি আমার সম্মুখে প্রকাশিত হউক ॥ ৪ ॥

বানর-নিকরাধ্যক্ষং রাক্ষস- \* কুলকুমুদরবিকর-সদৃশম্ ।

দীনজনাবনদীক্ষং পবনতপঃপাকপুঞ্জমদ্রাক্ষম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ :- যিনি রাক্ষসকুলস্বরূপ কুমুদ-কুমুদের সূর্য্যাকিরণ-তুল্য  
( গ্লানিহেতু ), পবনদেবের তপঃফলস্বরূপ, দীনজনপালনরতী সেই বানরগণাধি-  
নায়েককে আমি দেখিতে পাইয়াছি ॥ ৫ ॥

এতৎ পবনস্বতন্ত্র্য স্তোত্রং যঃ পঠতি পঞ্চরত্নাখ্যম্ ।

চিরমিহ নিখিলান্ ভোগান্ ভুক্ত্বা শ্রীরামভক্তিভাগু ভবতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ :- পবননন্দনের এই পঞ্চরত্নাখ্য স্তোত্র যে পাঠ করে,



সে ইহজীবনে দীর্ঘকাল বিবিধ সুখভোগ করিয়া (পরিণামে) ত্রিভাবভক্তি লাভ করে ॥ ৬ ॥

ইতি ত্রিমংগপরিব্রাজকাচার্য্যস্ত ত্রীগোবিন্দভগবৎ-পূজাপাদশিষ্যস্ত ত্রিমচ্ছব্র-  
ভগবতঃ কৃতো হমুমংগধ্বনং সম্পূর্ণম্ ।

## গণেশভূজঙ্গ-প্রয়াত-স্তোত্র ।

রগৎ-স্কুদ্র-ঘণ্টা-নিনাদাভিরামং,  
চলৎ-তাণ্ডবোদগবৎ-পদ্মতালম্ ।  
লসৎ-তুন্দিলাক্ষোপরি-ব্যাল-হারং,  
গণাধীশমীশানসূনুং তমীড়ে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—( শিরোমালারূপে অবস্থিত ) মুখরিত স্কুদ্র, স্কুদ্র ঘণ্টিকা-  
নিনাদ ঝাঁহার রমণীয়তা সম্পাদন করিতেছে, যিনি তাণ্ডবনৃত্যে উদগবৎ শুণ্ড-  
সঞ্চালনে তাল প্রদান করিতেছেন, ঝাঁহার তুন্দিল-লক্ষোপরি সর্পহার বিরাজ  
মান, সেই ঈশানতনয় গণপতিদেবকে স্তব করি ॥ ১ ॥

ধ্বনিধ্বংসবীণালয়োল্লাসি-বক্তং,  
স্ফুরচ্ছুণ্ডদণ্ডোল্লসদ্বীজপূরম্ ।  
গলদর্পসৌগন্ধ্যলোলালিমালং,  
গণাধীশমীশানসূনুং তমীড়ে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—ঝাঁহার বদনোচ্চারিত রবে বীণাধ্বনি বিড়ম্বিত হইতেছে,  
তাহাতে ঝাঁহার বদনমণ্ডল উল্লসিত, যিনি মনোহর শুণ্ডদণ্ডে বীরপূর ধারণ পূর্বক  
শোভা পাইতেছেন, ঝাঁহার ক্ষরিত-মদ-সৌগন্ধে ভ্রমরকুল চঞ্চলভাবে পরিভ্রমণ  
করিতেছে, সেই ঈশানতনয় গণপতিদেবকে স্তব করি ॥ ২ ॥

চকাসজ্জবারক্তরক্তপ্রসূন-

প্রবালপ্রভাতারুণজ্যোতিরেক ।

প্রলম্বোদরং বক্রতুণ্ডৈকদন্তং,

গণাধীশমীশানসূনুং তমীড়ে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ।—প্রফুল্ল জবাগুপ্তের শ্রায় ঘাঁহার কান্তি লোহিতবর্ণ ; যিনি রক্তপুষ্প, প্রবাল ও প্রাতঃকালীন অরুণের শ্রায় অধ্বিতীয় জ্যোতিঃস্বরূপ, যিনি লম্বোদর, বক্রতুণ্ড এবং একদন্ত, সেই ঈশানতনয় গণপতিদেবকে স্তব করি ॥ ৩ ॥

বিচিত্রক্ষুরদ্রত্বমালাকিরীটং,

কিরীটোল্লসচ্চন্দ্রেখাবিভূষম্ ।

বিভূষৈকভূষণং ভবধ্বংসহেতুং

গণাধীশমীশানসূনুং তমীড়ে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ।—যিনি মস্তকে বিচিত্র জ্যোতির্শরীরী রত্নমালা ও কিরীট ধারণ করিতেছেন, ঘাঁহার ভালতটে দেদীপ্যমান শশিকলা বিভূষণরূপে সুশোভিত, যিনি ভূষণসমূহের একমাত্র ভূষণ ও ভববন্ধনবিমোচনের মূলীভূত, সেই ঈশান-তনয় গণপতিদেবকে স্তব করি ॥ ৪ ॥

উদঞ্চদ্বিজাবল্লরীদৃশ্যমূলো-

চ্চলদ্বজ্রলতাবিভ্রমভ্রাজিতাক্ষম্ \* ।

মরুৎসুন্দরীচামরৈঃ সেব্যমানং,

গণাধীশমীশানসূনুং তমীড়ে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ।—(চামরব্যঞ্জনকালে সুররমণীগণের) বাহুল্যতা উচ্চতাগে সমুত্তোলিত হওয়ায় তাহার মূল দৃশ্য হয়, তৎপ্রসঙ্গে সঞ্চালিত জ্রলতা-বিভ্রমে ঘাঁহার নয়ন শোভা পাইয়া থাকে, চামরবীজন দ্বারা সুররমণীগণ-সেবিত, সেই ঈশানতনয় গণপতিদেবকে স্তব করি ॥ ৫ ॥

ক্ষুরমিষ্ঠুরালোলপিঙ্গাক্ষিতারং,

কৃপাকোমলোদারলীলাবতারম্ ।

\* 'আলোকক' পাঠান্তর ।

কলাবিন্দুগং গীয়তে যোগিবর্ষ্যে-

গণাধীশমীশানসূনুং তমীড়ে ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—ঐহার নেত্রতারকা জ্যোতির্বিমণ্ডিত, কঠোর, চপল ও পিঙ্গবর্ণ; যিনি দয়া, মর্দব ও ঔদার্যের লীলাবতারস্বরূপ এবং যোগিপ্রবরগণ ঐহাকে কলা ও বিন্দুস্থিত বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই ঈশানতনয় গণপতিদেবকে স্তব করি ॥ ৬ ॥

যমেকাক্ষরং নির্মলং নিবিকল্পং,

শুণাতীতমানন্দমাকারশূন্যম্ ।

পরং পারমোক্ষারমান্নায়গর্ভং,

বদন্তি প্রগল্ভং পুরাণং তমীড়ে ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।**—ঐহাকে একাক্ষর, বিমল, বিকল্পরহিত, ত্রিগুণের অতীত, আনন্দময়, নিরাকার, পরম পার ও প্রণবস্বরূপ, বেদগর্ভ এবং পুরাতন পুরুষ বলিয়া (মুনিগণ) স্পর্ধা-সহকারে কীর্তন করেন, সেই ঈশানন্দন গণপতিদেবকে স্তব করি ॥ ৭ ॥

চিদানন্দসান্দ্রায় শান্তায় তুভ্যং,

নমো বিশ্বকর্ত্রে চ হর্ত্রে চ তুভ্যম্ ।

নমোহনন্তলীলায় কৈবল্যভাসে,

নমো বিশ্ববীজ প্রসীদীশসূনো ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ।**—হে জগৎকারণ! তুমি চিদানন্দঘন ও শাস্তমূর্তি; তোমাকে প্রণাম করি। তুমি বিশ্বচরাচরের কর্তা ও হর্তা; তোমাকে প্রণাম করি; তুমি অনন্ত লীলাময়, কৈবল্যপ্রকাশ, তোমাকে প্রণাম করি। হে ঈশানসূনো! আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ৮ ॥

ইমং স্তবং প্রাতরুথায় ভক্ত্যা,

পঠেদ্ষস্তু মর্ত্যো লভেৎ সর্বকামান্ । \*

গণেশপ্রসাদেন সিধ্যন্তি বাচো

গণেশে বিভৌ দুর্লভং কিং প্রসম্নে ॥ ৯ ॥

ইতি গণেশভূজঙ্গপ্রয়াতস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ ।**—প্রভাতে গাত্রোথান পুরঃসর ভক্তিমান্ হইয়া যে মানব এই উত্তম স্তব পাঠ করে, তাহার সর্বাভীষ্টলাভ হয় এবং গজাননপ্রসাদে সে ব্যক্তি বাক্‌সিদ্ধি লাভ করে। বিভূ গণপতিদেব প্রসন্ন হইলে কোন্ বস্তু দুর্লভ হয় ? ॥ ৯ ॥

শিব-ভূজঙ্গপ্রয়াত-স্তোত্র ।

ত্রীগণেশায় নমঃ ।

গলদানগণ্ডং মিলদভৃঙ্গখণ্ডং,

চলচ্চারুশুণ্ডম্ জগজ্জাগশৌণ্ডম্ ।

লসদন্তকাণ্ডং বিপদভঙ্গচণ্ডং,

শিব-প্রেম-পিণ্ডং ভজে বক্রতুণ্ডম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—(গণেশ সর্বাগ্রে পূজ্য বলিয়া এই শিব-স্তবের প্রথমাই গণেশের বন্দনা করা হইয়াছে) ষাঁহার গণ্ডস্থল হইতে নিরন্তর মদবারি ক্ষরিত হইতেছে ও ঐ মদগন্ধে ভৃঙ্গগণ মিলিত হওয়াতে ষাঁহার স্ফুট শব্দ শুণ্ড অনবরত চঞ্চল হইতেছে, জগতের পরিত্রাণকার্য্যে যিনি নিয়ত নিরত আছেন, যিনি কাণ্ড-তুলা অর্থাৎ বাণের ত্রায় দন্ত ধারণ করিয়াছেন, যিনি জগতের বিপদ-বিনাশে প্রচণ্ডশক্তি এবং মহেশ্বরের পরমপ্রেমাম্পদ, সেই বক্রতুণ্ড গজাননকে ভজন করি ॥ ১ ॥

অনাঢ়স্তমাঢ়ং পরং তদ্বমর্থং,

চিদাকারমেকং তুরীয়ং ত্রমেয়ম্ ।

হরিব্রহ্মমুগ্যং পরব্রহ্মরূপং,

মনোবাগতীতং মহঃ শৈবমীড়ে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—ষাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, অথচ যিনি সকলের আদি,

যিনি পরমতত্ত্ববস্তু, যিনি অপ্রমেয়, চিন্ময়, অদ্বিতীয়, তুরীয়, হরি ও ব্রহ্মা  
যাঁহার অন্বেষণ করিয়া থাকেন, যিনি পরব্রহ্মরূপী এবং মনোবাক্যের অতীত,  
সেই শৈবজ্যোতিঃ ভজনা করি ॥ ২ ॥

স্বশক্ত্যাদি-শক্ত্যন্তু-সিংহাসনস্থং,

মনোহারি-সর্ববাস্তুরত্নাদিভূষম্ ।

জটাহীন্দুগঙ্গাগ্নিশশ্যকর্মোলিং, \*

পরং শক্তিমিত্রং নুমঃ পঞ্চবক্তৃম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ।—যিনি আধারশক্তি প্রভৃতি পীঠদেবতা এবং পীঠশক্তি দ্বারা  
রমণীয় সিংহাসনে সংস্থিত আছেন, যাঁহার সর্বত্র মনোহর রত্নাদিভূষণে সমল-  
কৃত ; জটাবল, সর্পময় আপীড়, ইন্দুকলা, গঙ্গা, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য ( নয়নত্রয়রূপে )  
যাঁহার উত্তমাক্ষে বিরাজিত, সেই আত্মশক্তিসহচর পরাংপর পঞ্চবক্তৃকে স্তব  
করি ॥ ৩ ॥

শিবেশানতংপুরুষাঘোরবামা-

দিভির্ব্রহ্মভিহ্মুথৈঃ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ ।

অনৌপম্যষট্‌ত্রিংশতং তত্ত্ববিদ্যা-

মতীতং পরং ত্বাং কথং বেত্তি কো বা ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ।—হে শিব ! ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব আদি ( সন্তো-  
জাত ) পঞ্চ ব্রহ্মমন্ত্র এবং হৃদয়াদি ষড়্‌ব্রহ্মমন্ত্রে উপলব্ধিত তোমার ষট্‌ত্রিংশৎ  
তত্ত্ব নিরূপম, † তুমি তত্ত্ববিদ্যার অতীত পরাংপর ; তোমাকে কিরূপে জানা যায়,  
কেই বা জানিতে পারে ? ॥ ৪ ॥

প্রবালপ্রবাহপ্রভাশোণমর্দ্ধং, ‡

মরুত্বম্মণিক্রীমহঃশ্যামমর্দ্ধম্ ।

\* 'গঙ্গাহি' ইতি পাঠান্তর ।

† (১) শিব (২) শক্তি (৩) সদাশিব (৪) ঈশ্বর (৫) তত্ত্ববিদ্যা (৬) মায়ী (৭) কলা (৮) বিদ্যা,  
(৯) বাক্য (১০) অহঙ্কার (১১) কাল (১২) নিয়তি (১৩) প্রকৃতি (১৪) পুরুষ (১৫) বুদ্ধি (১৬) মন  
এবং দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বিদ্য ও পঞ্চভূত । এই ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বের বিবরণ প্রাণতোষণীতে দ্রষ্টব্য ।

‡ তুয়ারপ্রবাহপ্রভাত্তমর্দ্ধম্ ।—পাঠান্তর ।

গুণসূত্রেমেকং বপুশ্চৈকমন্তঃ,

স্মরামি স্মরাপতিসংপত্তিহেতুং ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—ঐহার শরীরের অর্দ্ধ নূতন পল্লবসমূহের জায় রক্তবর্ণ এবং অপর অর্দ্ধ .ইন্দ্রনীলমণির জায় ত্রীসম্পন্ন সমুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, এই উভয় অর্দ্ধে ঘটিত গুণনিবদ্ধ একদেহধারী, স্মরবিনাশন এবং স্মরজনক ( হরিহর-রূপী ) এক তত্ত্বকে অন্তরে স্মরণ করি । ( শিবের চণ্ডেশ্বরমূর্তি রক্তবর্ণ, হরিহরমূর্তিতে তাঁহার বর্ণনা করা হইয়াছে ) । পাদটীকায় লিখিত পাঠান্তরে, হরিহরমূর্তির অর্দ্ধাংশে শুভ্রবর্ণ হইবে । মহাদেব যে স্মরকে বিনাশ করিয়া-ছিলেন, তাহা পুরাণপ্রসিদ্ধ এবং প্রত্নায়ুরূপী কামদেবের পিতা বলিয়া ( সৃষ্টিকর্তা বলিয়া—ইহাও অনেকে বলেন ) নারায়ণও স্মরজনকরূপে কথিত ॥ ৫ ॥

স্ব-সেবা-সমায়াত-দেবাসুরেন্দ্রা-

নমন্যৌলি-মন্দার-মালাভিষক্তম্ !

নমস্ত্যামি শস্তো ! পদান্তোবহং তে,

ভবান্তোধিপোতং ভবানীবিভাব্যম্ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—হে শস্তো ! তোমার সেবার জন্ত সমাগত অসুরশ্রেষ্ঠ ও অসুরশ্রেষ্ঠগণের আনন্দ মৌলিখলিত মন্দারমালাসজ্জত, ভবসমুদ্রের পোত-স্বরূপ, ভবানীবিভাবনীয়, তোমার চরণপদ্মকে প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

জগন্নাথ মন্নাথ গৌরীসনাথ,

প্রপন্নানুকম্পিন্ বিপন্নান্তিহারিন্ ।

মহঃস্তোমমূর্তে সমস্তৈকবন্ধো,

নমস্তে নমস্তে পুনস্তে নমোহস্ত ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—হে গৌরীসমন্বিত শস্তো ! তুমি জগতের নাথ, স্মৃতরাং আমারও নাথ । তুমি শরণাপন্ন ব্যক্তির প্রতি কৃপা করিয়া থাক, তুমি বিপন্ন ব্যক্তির বিপদ হরণ কর, তুমি জ্যোতির্শ্বরমূর্তি এবং অখিল জনের একমাত্র বন্ধ । তোমার পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৭ ॥

মহাদেব দেবেশ দেবাদিদেব,

স্মরারে পুরারে যমারে হরেতি ।

ক্ৰবাণঃ স্মরিষ্যামি ভক্ত্যা ভবন্তুঃ,

ততো মে দয়াশীল দেব প্রসীদ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ**।—হে মহাদেব ! হে দেবেশ, হে দেবাদিদেব, হে স্মরারে, হে পুরারে, হে মুত্যাঞ্জয়, হে হর, এইরূপ বলিতে বলিতে ভক্তি সহকারে আপনাকে স্মরণ করিব, হে দয়াময় দেব, তাহাতে আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ৮ ॥

বিরূপাক্ষ বিশেষ বিজ্ঞাদিকেশ,

ত্রয়ীমূল শস্তো শিব ত্র্যম্বক ত্বম্ ।

প্রসীদ স্মরন্তো হি পশ্চাহব পুষ্য,

ক্ষমস্বাপ্নুহীতি ক্ষপা হি ক্ষিপাম ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ**।—হে বিরূপাক্ষ ! হে বিশেষ্বর ! হে বিজ্ঞাদি কলার অধীশ্বর ! হে শস্তো ! তুমি বেদ সকলের মূলীভূত ; হে শিব ! তুমি ত্রিনেত্র, তুমি প্রসন্ন হও, পরিভ্রাণ কর ; মৎপ্রতি কৃপাদৃষ্টি বিতরণ কর, আমাকে রক্ষা কর ও আমাকে পোষণ কর। হে বিশ্বনাথ ! আমার অপরাধ ক্ষমা কর এবং আমাকে আশ্বসাৎ কর, এইরূপ স্মরণ করিতে করিতে যেন বহু নিশা অতিবাহিত করিতে পারি ॥ ৯ ॥

ত্বদন্যঃ শরণ্যঃ প্রপন্নস্য নেতি,

প্রসীদ স্মরত্যেব হন্যাস্তু দৈন্যম্ ।

ন চেতে ভবেদুক্তবাৎসল্যহানি-

স্ততো মে দয়ালো দয়াং সন্নিধেহি ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ**।—হে কৃপাময় ! তুমি ব্যতীত প্রপন্ন ব্যক্তির আর কেহ শরণ্য নাই, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, এই প্রকারে তোমাকে স্মরণ করিলেই তুমি (তদবস্থিত) দৈন্য হরণ করিয়া থাক, নতুবা তোমার ভক্তবাৎসল্যের হানি হইতে পারে, অতএব তুমি আমাকে কৃপা অর্পণ কর ॥ ১০ ॥

অয়ং দানকালস্ত্বহং দানপাত্রং,

ভবান্নাথ দাতা ত্বদন্যং ন যাচে ।

ভবদুষ্টিমেব স্থিরাং দেহি মহ্যং,

কৃপাশীল শস্তো কৃতার্থোহস্মি তস্মাৎ ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ :-** হে নাথ ! ইহা দানের কাল, আমি দানের পাত্র আপনি দাতা, আপনা ব্যতীত আমি অন্য কাহার নিকট যাক্কা করি না ; অতএব আপনার প্রতি অচলা ভক্তিই আমাকে দান করুন। হে কৃপাময় ! শস্তো ! আমি তাহাতেই অচিরে কৃতার্থ হইব ॥ ১১ ॥

পশুং বেৎসি চেন্মাং তমেবাধিরূঢ়ঃ,

কলঙ্কীতি বা মূর্দ্ধি ধৎসে তমেব ।

দ্বিজিহ্বঃ পুনঃ সোহপি তে কণ্ঠভূষা,

ত্বদঙ্গীকৃতাঃ শৰ্ব্ব সৰ্ব্বৈহ প্যধন্যাঃ \* ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ :-** হে শৰ্ব ! আমাকে যদি পশু বিবেচনা কর, তুমি তো তাহাতে আরোহণ করিয়াই আছ অর্থাৎ পশু বলিয়া ঘৃণা করিতে পার না। যদি আমাকে কলঙ্কী বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা হইলেও তাহাকে তুমি নিজ মস্তকে ধারণ করিতেছ ; অর্থাৎ চন্দ্র কলঙ্কী, তাহাকে যখন উত্তমাস্ত্রে স্থান দিয়াছ, তখন কলঙ্কী বলিয়া আমাকে ত্যাগ করিতে পার না। যদি আমাকে দ্বিজিহ্ব ( খল ও সর্প ) মনে কর, সেই দ্বিজিহ্বও তো তোমার কণ্ঠের ভূষণ, সকল অধন্যকে অর্থাৎ অধন্যকেই যে তুমি আপনার করিয়াছ, ( তবে আমাকে আপনার না করিবে কেন ? ) পাঠান্তরের অনুবাদ—তুমি আশ্রয় করিয়া লইলে সকলেই ধন্য হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

ন শক্নোমি কর্তুং পরদ্রোহলেশং,

কথং প্রীয়সে ত্বং ন জানে গিরীশ ।

তথা হি প্রসন্নোহসি কস্মাপি কান্তা-

সুতদ্রোহিণো বা পিতৃদ্রোহিণো বা ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ :-** হে গিরীশ ! আমি পরদ্রোহ করিতে সমর্থ নহি, অতএব তুমি কিরূপে মৎপ্রতি প্রসন্ন হইবে, তাহা জানি না। কারণ, শুনিয়াছি, তুমি কোন কোন স্ত্রীপুত্রদ্রোহী ও পিতৃদ্রোহীর প্রতি প্রসন্ন হইয়াছ। ( অধিক দুঃখীর প্রতি দয়ালুর দয়া অধিক হয়, অধিক দোষী সন্তানের প্রতি মাতার করুণা অধিক হয়, এইরূপ শিবও কৃপাপরবশ হইয়া গুরুতর পাপীকে উদ্ধার করিয়াছেন। সাধু ভক্ত দ্বয় অভিমানভরে এবং সত্তরে এই শ্লোক দ্বারা স্তব করিয়াছেন ) ॥ ১৩ ॥



স্তুতিং ধ্যানমৰ্চাং যথাবদ্বিধাতুং,

ভজনপ্যজানন্যহেশাবলম্বে ।

ত্রসন্তঃ স্তুতং ত্রাতুমগ্রে মুকণ্ঠো-

র্যমপ্রাণনির্বাপণং ত্বৎপদাজম্ ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ।**—হে মহেশ! আমি তোমার স্তুতি, ধ্যান ও অর্চনা যথাবিধি অমুষ্ঠান করিতে অনভিজ্ঞ ভক্ত হইলেও ভীত মার্কণ্ডেয়কে রক্ষা করিতে অগ্রে আবির্ভূত শমন-জীবন-হারী হৃদীয় পদকমলকে অবলম্বন করিতেছি ॥ ১৪ ॥

অকণ্ঠে কলঙ্কাদনঙ্গে ভূজঙ্গাদপাণৌ কপালাদভালেহনলাক্ষাৎ ।  
অমৌলৌ শশাঙ্কাদবামে কলত্রাদহং দেবমন্যং ন মন্যে ন মন্যে ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীশিবভূজঙ্গপ্রয়াতস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

**অনুবাদ।**—ঐহার কণ্ঠে কালিমা নাই, অঙ্গে সর্প নাই, করে নর-কপাল নাই, নয়নে অনল নাই, মৌলিদেহে শশাঙ্ক নাই এবং বামভাগে কলত্র নাই, তাঁহাকে আমি ইষ্টদেব বলিয়া স্বীকার করি না, স্বীকার করি না অর্থাৎ যিনি নীলকণ্ঠ, ভূজঙ্গভূষিতবিগ্রহ, নরমুণ্ডধারী, অনলাক্ষ, চন্দ্রমৌলি এবং বামভাগে শক্তিসমন্বিত, তিনিই আমার দেবতা ॥ ১৫ ॥

ইতি শিবভূজঙ্গপ্রয়াতস্তোত্র সমাপ্ত ।

## শিবপঞ্চাক্ষর-স্তোত্র ।

গণেশায় নমঃ ।

নাগেন্দ্রহারায় ত্রিলোচনায় \* ভাস্মাঙ্গরাগায় মহেশ্বরায় ।

নিত্যায় শুদ্ধায় দিগম্বরায়, তস্মৈ 'ন'কারায় নমঃ শিবায় ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—(শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য "নমঃ শিবায়" এই মন্ত্রগত নকারাদি

\* 'যদা তীব্রপ্রযত্নেন সংযোগাদেবগৌরবম্ ।

ন চন্দ্রোভজ ইত্যাহুতদা দোষায় হরয়ঃ ॥

এই প্রমাণানুসারে ত্রিলোচনার এইরূপ উচ্চারণ দ্বারা চন্দ্রোভজদোষ পরিহার্য্য। কিন্তু ভাস্মাঙ্কাদি ব্যতীত শুদ্ধাদি স্থলে ক্রত উচ্চারণপ্রযত্ন অনাবশ্যক, এই ক্রত এবং 'ন' ও 'না' বর্ণভেদ হওয়ায়—'নগেন্দ্রজাগত্যবুগে কপায়' এই পাঠ সমীচীন ।

পঞ্চাক্ষরের মাহাত্ম্য প্রদর্শনপূর্ব্বক কৈলাসপতি ভগবান্ মহেশ্বরের স্তব করিতে-  
ছেন)। যিনি কণ্ঠে নাগেন্দ্রহার পরিধান করিয়াছেন, যিনি ত্রিলোচন, যিনি ত্রয়  
লেপন করিয়া অঙ্গরাগ করেন, যিনি মহেশ্বর (পরমাত্মরূপী), যিনি নিত্য,  
গুরু, দিগম্বর, সেই 'ন'কারাত্মক শিবকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

মন্দাকিনী-সলিল-চন্দন-চর্চিতায়, নন্দীশ্বর-প্রমথনাথ-মহেশ্বরায় ।  
মন্দার-পুষ্প-বহুপুষ্প-সুপূজিতায়, তস্মৈ 'ম'কারায় নমঃ

শিবায় ॥ ২ ॥ \*

অনুবাদ ।—যাঁহার অঙ্গ মন্দাকিনীবারি ও চন্দন দ্বারা অলুপ্ত, যিনি  
নন্দীর ঈশ্বর, যিনি প্রমথগণের অধিপতি, যিনি মহেশ্বর (ব্রহ্মরূপী) এবং  
মন্দারকুসুম প্রভৃতি নানারূপ পুষ্প দ্বারা দেবগণ যাহার পূজা করেন, সেই  
'ম'কারাত্মক শিবকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

শিবায় গৌরী-বদনারবিন্দ-সূর্য্যায় দক্ষাধ্বর-নাশকায় ।

শ্রীনীলকণ্ঠায় বৃষধ্বজায়, তস্মৈ 'শি'কারায় নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ।—যিনি সর্ব্বদা জগতের মঙ্গলবিধান করিতেছেন, যিনি  
আদিত্যবৎ গৌরীর বদনকমল প্রকাশ করেন, যিনি দক্ষধ্বজ ধ্বংস করিয়া-  
ছিলেন, (সমুদ্রমন্থনকালে বিষপানে) যাহার কণ্ঠে কালিমা হইয়াছে এবং  
যিনি বৃষবাহনে গমন করেন, সেই 'শি'কারাত্মক শিবকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

বশিষ্ঠকুস্তোদ্রবগৌতমার্য্য-মুনীন্দ্রদেবার্পিতশেখরায় । †

চন্দ্রার্কবৈশ্বানরলোচনায়, তস্মৈ 'ব'কারায় নমঃ শিবায় ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ।—বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, গৌতম প্রমুখ মুনীন্দ্রগণ এবং দেবগণ  
যাহাকে শিরোমাল্য অর্পণ দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন, চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নি  
যাহার নয়ন, সেই 'ব'কারাত্মক শিবকে নমস্কার ॥ ৪ ॥

যক্ষ স্বরূপায় জটাধরায়, পিনাক-হস্তায় সনাতনায় ।

দিব্যায় দেবায় দিগম্বরায়, তস্মৈ 'ঘ'কারায় নমঃ শিবায় ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ।—যিনি যক্ষরূপী (যক্ষরাজ কুবের যাহার অভিন্নরূপ সখা),

\* এই শ্লোকে উপজাতিচ্ছন্দঃ, প্রথম তিন চরণ 'বসন্ততিলক', শেষ চরণে 'ইন্দ্রবজ্র'।  
এইরূপ উপজাতি কচিৎ দৃষ্ট হয়।

† দেবার্পিতশেখরায়—পাঠান্তর।

যিনি আপন মস্তকে জটা ধারণ করিয়াছেন, যাহার করে পিনাক-নামক ধনু  
বিরাজিত, যিনি সনাতন (ক্লয়োদয়রহিত), যিনি দিব্য, দেব ও দিগম্বর, সেই  
'য'কারাঙ্কর শিবকে নমস্কার ॥ ৫ ॥

পঞ্চাঙ্করমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ শিবসন্নিধৌ ।

শিবলোকমবাগ্নোতি শিবেন সহ মোদতে ॥ ৬ ॥

ইতি শিব-পঞ্চাঙ্কর-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

**অনুবাদ :**—মহাপুণ্যজনক এই পঞ্চাঙ্কর স্তোত্র যিনি শিব-সন্নিধানে  
পাঠ করেন, তিনি শিবলোকে গমন করিয়া শিবের সহিত আনন্দ লাভ  
করেন ॥ ৬ ॥

শিবপঞ্চাঙ্কর-স্তোত্র সমাপ্ত ।

## শিবপঞ্চাঙ্কর-নক্ষত্রমালা-স্তোত্রম্ ।

[ সপ্তবিংশতি মুক্তার যে মালা, তাহার নাম নক্ষত্রমালা, এই স্তোত্রমালায়  
সপ্তবিংশতি শ্লোক, তাহা 'নমঃ শিবায়' এই পঞ্চাঙ্কর-মন্ত্রাশ্রয়ে রচিত । নমঃ  
শিবায়, ইহাই পঞ্চাঙ্কর মন্ত্র ] ।

ত্রীমদাত্মনে গুণৈকসিদ্ধবে নমঃ শিবায়

ধামলেশধূতকোকবন্ধবে নমঃ শিবায় ।

নামা-শেষিতানমদৃভবান্ধবে নমঃ শিবায়

পামরেতরপ্রধানবন্ধবে নমঃ শিবায় ॥ ১ ॥

**অনুবাদ :**—ত্রীমদাত্মা ( ১—বিভূতিসম্পন্ন, এবং আত্মা স্বয়ং ব্রহ্ম ; ২—  
ত্রীনিবাস নারায়ণের আত্মস্বরূপ ; ৩—ত্রীমান্ প্রশস্তবুদ্ধিগণের আত্মা এই ত্রিনিধি  
অর্থ ) গুণৈকসাগর শিবকে নমস্কার, যাহার তেজঃকণিকার নিকট সূর্য্য নির্জিত,  
সেই শিবকে নমস্কার, প্রণামপরায়ণ ব্যক্তিগণের সংসারকূপ-বিনাশক শিবকে নম-  
স্কার, পামরেতরপ্রধানবন্ধু অর্থাৎ পামর ও তদিতর—নীচ ও উচ্চ সকলেরই  
প্রধান বন্ধু অথবা সাধুজনের প্রধান বন্ধু শিবকে নমস্কার ॥ ১ ॥

কাল-ভীত-বিপ্র-বাল-পাল তে নমঃ শিবায়  
শূল-ভিন্ন-দুষ্ট-দক্ষ-ভাল তে নমঃ শিবায় ।  
মূলকারণায় কালকাল তে নমঃ শিবায়  
পালয়াদুনা দয়ালবাল তে নমঃ শিবায় ॥ ২ ॥

অনুবাদ ।—হে যম-ভীত-বিপ্রবালকের ( শিলাদপুত্র নন্দীর বা যুগপুত্র মার্কণ্ডেয়ের ) রক্ষক, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ । তুমি ছষ্ট দক্ষ প্রজাপতির ললাটদেশ শূল দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলে, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’, হে কালান্তক, তুমি মূলকারণ, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’, হে করুণা- ( তরুর ) আলবাল, এক্ষণে ( আমাকে ) রক্ষা কর, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ ॥ ২ ॥

ইষ্ট-বস্তু-মুখ্যদান-হেতবে নমঃ শিবায়  
দুষ্ট-দৈত্য-বংশ-ধূমকেতবে নমঃ শিবায় ।  
সৃষ্টিরক্ষণায় ধর্ম-সেতবে নমঃ শিবায়  
অষ্টমূর্তয়ে বৃষেন্দ্র-কেতবে নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ।—যিনি ইষ্ট বস্তু দানের মুখ্য হেতু, সেই শিবকে নমস্কার, ছষ্ট দৈত্যকুলের যিনি ধূমকেতু ( বিনাশকারণ ), সেই শিবকে নমস্কার, যিনি সৃষ্টিরক্ষণার্থ ধর্ম-মর্যাদা-রক্ষক, সেই শিবকে নমস্কার, যিনি অষ্টমূর্তি এবং বৃষ-রাজধ্বজ, সেই শিবকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

আপদদ্রি-ভেদ-টঙ্ক-হস্ত তে নমঃ শিবায়  
পাপহারি-দিব্যসিদ্ধু-মস্ত তে নমঃ শিবায় ।  
পাপদারিণে লসন্নমস্ত তে নমঃ শিবায়  
শাপ-দোষ-খণ্ডন-প্রশস্ত তে নমঃ শিবায় ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ।—হে বিগৎস্বরূপ-পর্বত-বিদারণ-টঙ্কপাণে, ( টঙ্ক পাথর কাটিবার অস্ত্র, শিবের হস্তে সেই অস্ত্র আছে,—ভক্ত বলিতেছেন, ভক্তগণের হৃর্ভেদ পর্বতোপম বিগৎ খণ্ডন করাই তাহার উদ্দেশ্য ), তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’, তুমি মস্তকে কলুবনাশিনী গজাকে ধারণ করিয়াছ, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’, হে নমস্কার-সবুহের শোভন পাত্র, তুমি পাপনাশক, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’,

হে শাপ দোষ-খণ্ডনে প্রশস্ত, ( অভিশপ্ত ব্যক্তি তোমার আরাধনায় শাপদোষ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে ) তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' ॥ ৪ ॥

ব্যোমকেশ দিব্যভব্যরূপ তে নমঃ শিবায়  
 হেম-মেদিনীধরেন্দ্র-চাপ তে নমঃ শিবায় ।  
 নাম-মাত্র-দগ্ধ-সর্ব-পাপ তে নমঃ শিবায়  
 কামনৈক-তান-হৃদ-রূপ তে নমঃ শিবায় ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ :**—হে দিবা মঙ্গলমূর্তি ব্যোমকেশ, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' । হেমময় গিরিরাজ স্মরক তোমার ধনুঃ ( মৎস্তপুরাণাদিতে ত্রিপুরবধ উপাখ্যান দ্রষ্টব্য ), তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' । তুমি কেবল তোমার নামোচ্চারণমাত্র, ( উচ্চারণকর্তার ) সকল পাপ নষ্ট কর, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মমস্তকাবলীনিবদ্ধ তে নমঃ শিবায়  
 জিহ্মগেন্দ্রকুণ্ডলপ্রসিদ্ধ তে নমঃ শিবায় ।  
 ব্রহ্মণে প্রণীতবেদপদ্ধতে নমঃ শিবায়  
 জিহ্মকালদেহদত্তপদ্ধতে নমঃ শিবায় ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ :**—হে ব্রহ্মযুক্ত- ( পঞ্চ-ঋক্মন্ত্রযুক্ত ) ঈশানাদি-পঞ্চলীর্ষ-সম্পন্ন, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' । হে নাগরাজকুণ্ডলধারী প্রসিদ্ধ পুরুষ, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' । তুমি ব্রহ্মার মূর্তি ধারণ করিয়া বেদমার্গ প্রণয়ন করিয়াছ, ( তোমার উদ্দেশে ) 'নমঃ শিবায়' । হে কুটিল-কৃতান্তদেহে পদাঘাত-রাগিন্, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' ॥ ৬ ॥

কামনাশনায় শুদ্ধকর্্মণে নমঃ শিবায়,  
 সাম-গান-জায়মানশর্্মণে নমঃ শিবায় ।  
 হেম-কান্তি-চাকচক্যবর্্মণে নমঃ শিবায়  
 সামজ্ঞাস্ত্রাজ-লক্ক-চর্্মণে নমঃ শিবায় ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ :**—কামবিনাশন শুদ্ধকর্্মা শিবকে নমস্কার, সামগানসুখী শিবকে নমস্কার, সুবর্ণকান্তি—চাকচক্যময় বর্্মধারী শিবকে নমস্কার, গজা-সুশর্্মধারী শিবকে নমস্কার ॥ ৭ ॥

জন্ম-মৃত্যু-ঘোর-দুঃখহারিণে নমঃ শিবায়  
চিন্ময়ৈকরূপদেহধারিণে নমঃ শিবায় ।  
মন্মনোরথাবপূর্ত্তিকারিণে নমঃ শিবায়  
সন্মনোগতায় কামবৈরিণে নমঃ শিবায় ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—জন্ম-মৃত্যু-ঘোর-দুঃখহারী শিবকে নমস্কার, চিন্ময় অদ্বিতীয়-রূপদেহধারী শিবকে নমস্কার, মদীয় মনোরথপূরক শিবকে নমস্কার, সাধুগণের মনোমধ্যে বিরাজমান গদনবৈরী শিবকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

যক্ষরাজ-বন্ধবে দয়ালবে নমঃ শিবায়  
দক্ষ-পাণি-শোভিকাঞ্চনালবে নমঃ শিবায় ।  
পক্ষিরাজ-বাহ-হৃচ্ছয়ালবে নমঃ শিবায়  
অক্ষিফাল-বেদপূততালবে নমঃ শিবায় ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ ।**—কুবেরবন্ধু দয়ালু শিবকে নমস্কার, দক্ষিণহস্তে স্বর্ণ-ভূজা-ধারী শিবকে নমস্কার, গরুড়বাহন নারায়ণের মনোমন্দিরে শয়ান শিবকে নমস্কার, (যাঁহার অস্ত্রাস্ত্র উচ্চারণস্থানের ত্রায়) তালব্য বর্ণের উচ্চারণস্থান বেদ-ক্ষনি-পূত, সেই ভাললোচন শিবকে নমস্কার ॥ ৯ ॥

দক্ষহস্ত-নিষ্ঠ-জাতবেদসে নমঃ শিবায়  
অক্ষরাগ্নানে নমদ্বিড়ৌজসে নমঃ শিবায় ।  
দীক্ষিতপ্রকাশিতাত্মতেজসে নমঃ শিবায় ।  
উক্ষরাজবাহ তে সতাং গতে নমঃ শিবায় ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ ।**—যাঁহার দক্ষিণ হস্তে অগ্নি অবস্থিত, সেই শিবকে নমস্কার, ইন্দ্র-নমস্কৃত অক্ষরাগ্না শিবকে নমস্কার, দীক্ষিত ব্যক্তির হৃদয়ে আত্মতেজঃ-প্রকাশক শিবকে নমস্কার, হে সজ্জনের গতি বৃক্ষরাজবাহন, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ ॥ ১০ ॥

রাজতাচলেন্দ্র-সানু-বাসিনে নমঃ শিবায়  
রাজমান-নিত্যমন্দ-হাসিনে নমঃ শিবায় ।

রাজ-কোরকাবতংস-ভাসিনে নমঃ শিবায়

রাজরাজ-মিত্রতা-প্রকাশিনে নমঃ শিবায় ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ।**—রজতপর্কতরাজ কৈলাসের সাধুবাগী শিবকে নমস্কার, সদা মন্দ-হাস্ত-সুশোভিত শিবকে নমস্কার, শশি-কলাবতংস-সমুদ্ভাসিত শিবকে নমস্কার, রাজরাজ কুবেরের প্রতি মৈত্রীপ্রকাশক শিবকে নমস্কার ॥ ১১ ॥

দীন-মানবালি-কামধেনবে নমঃ শিবায়

সূন-বাণ-দাহকৃৎ-কৃশানবে নমঃ শিবায় ।

অনুরাগ-ভক্ত-রত্নসানবে নমঃ শিবায়

দানবান্ধকার-চণ্ড-ভানবে নমঃ শিবায় ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ।**—দীন মানবগণের কামধেনু শিবকে নমস্কার, ঘাহার নয়নাগ্নি কুসুমশরকে দগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই শিবকে নমস্কার, যিনি নিজ অনুরাগে ভক্তগণের পক্ষে রত্ন-সাহু, সেই শিবকে নমস্কার, যিনি দানবরূপী অন্ধকারের পক্ষে সূর্য্য, সেই শিবকে নমস্কার ॥ ১২ ॥

সর্বমঙ্গলা-কুচাত্রশায়িনে নমঃ শিবায়

সর্বদেবতাগণাতিশায়িনে নমঃ শিবায় ।

পূর্বদেবনাশসংবিধায়িনে নমঃ শিবায়

সর্বসন্মানোজ-ঃ ভঙ্গদায়িনে নমঃ শিবায় ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ।**—সর্বমঙ্গলার স্তনাগ্রশায়ী ( উরোদেশে শয়ান, অথবা শায়ী—শায়যুক্ত ; শয়—কর, তদীয় ব্যাপার শয়, তদযুক্ত ) শিবকে নমস্কার, যিনি সর্বদেবতাগণকে অতিক্রম করিয়াছেন, অর্থাৎ সর্বদেবশ্রেষ্ঠ, সেই শিবকে নমস্কার, অনুরাগের বিনাশকারী শিবকে নমস্কার, সকল সাধুর মদনভঞ্জন শিবকে নমস্কার ॥ ১৩ ॥

স্তোক ভক্তিতোহপি ভক্তপোষিণে নমঃ শিবায়

মাকরন্দসারবর্ষিভাষিণে নমঃ শিবায় ।

একবিন্দুদানতোহপি তোষিণে নমঃ শিবায়

নৈক-জন্ম-পাপজাল-শোষিণে নমঃ শিবায় ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ।**—যিনি স্বল্পমাত্র ভক্তি হইলেও তাহাকে ভক্ত বলিয়া রক্ষা করেন, সেই শিবকে নমস্কার, যাহার বাক্য মকরন্দসারবর্ষী, সেই শিবকে নমস্কার, একটিমাত্র বিষপত্র প্রদান করিলেও (দাতার প্রতি) যিনি সন্তোষযুক্ত, সেই শিবকে নমস্কার, অনেকজন্মকৃত পাপরাশিকে যিনি শোষণ করিয়া লয়েন, সেই শিবকে নমস্কার ॥ ১৪ ॥

সর্ব-জীব-রক্ষণৈক-শীলিনে নমঃ শিবায়

পার্বতী-প্রিয়ায় ভক্ত-পালিনে নমঃ শিবায় ।

দুর্বিদগ্ধ-দৈত্য-সৈন্ত-দারিণে নমঃ শিবায়

শর্বরীশ-ধারিণে কপালিনে নমঃ শিবায় ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ।**—সর্বজীবের রক্ষণ যাহার প্রধান স্বভাব, সেই শিবকে নমস্কার ; ভক্তপালক পার্বতীবল্লভ শিবকে নমস্কার ; দুর্দান্ত-দৈত্য সৈন্তবিদারণপটু শিবকে নমস্কার ; রজনীকরধারী কপালী শিবকে নমস্কার ॥ ১৫ ॥

পাহি মামুমা-মনোজ্ঞ-দেহ তে নমঃ শিবায়

দেহি মে বরং সিতাদ্রি-গেহ তে নমঃ শিবায় ।

মোহিতর্ষি-কামিনী-সমূহ তে নমঃ শিবায়

স্নেহিত-প্রসন্ন-কামদোহ তে নমঃ শিবায় ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ।**—হে উমামনোহর-দেহধারিন্, আমাকে রক্ষা কর, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়,’ হে শুভ্রাচলবাসিন্, আমাকে বর প্রদান কর, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়,’ তুমি দারুবনে ঋষিকামিনীদিগকে মোহিতা করিয়াছিলে, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়,’ স্বাভীষ্টগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া (তাহাদিগের) কামনাপূরণকারিন্, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ ॥ ১৬ ॥

মঙ্গল-প্রদায় গো-ভুরঙ্গ তে নমঃ শিবায়

গঙ্গয়া তরঙ্গিতোত্তমাস্ত তে নমঃ শিবায় ।

সঙ্গর-প্রবৃত্ত-বৈরি-ভঙ্গ তে নমঃ শিবায়

অঙ্গজারয়ে করে-কুরঙ্গ তে নমঃ শিবায় ॥ ১৭ ॥



**অনুবাদ।**—হে গোতুরঙ্গ (বৃষবাহন)! তুমি মঙ্গলপ্রদ, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়,’ হে গঙ্গা-তরঙ্গিত-শীর্ষ, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়,’ হে সমরপ্রবৃত্ত-বৈরি-পরাজয়দক্ষ, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়,’ হে কুরঙ্গহস্ত, (যিনি এক হস্তে মৃগ ধারণ করিয়া আছেন) তুমি মনোজ-শত্রু, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ ॥ ১৭ ॥

ঈহিত-ক্ষণ-প্রদান-হেতবে নমঃ শিবায়  
আহিতাগ্নি-পালকোক্ষ-কেতবে নমঃ শিবায় ।  
দেহ-কান্তি-ধূত-রৌপ্য-ধাতবে নমঃ শিবায়  
গেহ-দুঃখ-পুঞ্জ-ধূম-কেতবে নমঃ শিবায় ॥ ১৮ ॥

**অনুবাদ।**—যিনি ক্ষণমাত্রে অভিলষিত প্রদানের কারণ, সেই শিবকে নমস্কার । যিনি সাগ্নিক দ্বিজগণের পালক ও বৃষধ্বজ, সেই শিবকে নমস্কার । যাহায় শরীরকান্তি রক্ততথাত্মকে নির্জিত করিয়াছে, সেই শিবকে নমস্কার । যিনি গৃহবাসজনিত দুঃখপুঞ্জবিনাশে ধূমকেতুস্বরূপ, সেই শিবকে নমস্কার ॥ ১৮ ॥

ত্র্যক্ষ দীন-সৎ-কৃপা-কটাক্ষ তে নমঃ শিবায়  
দক্ষ-সপ্ততন্তু-নাশ-দক্ষ তে নমঃ শিবায় ।  
ঋক্ষরাজ-ভানু-পাবকাক্ষ তে নমঃ শিবায়  
রক্ষ মাং প্রপন্ন-মাত্র-রক্ষ তে নমঃ শিবায় ॥ ১৯ ॥

**অনুবাদ।**—হে ত্রিলোচন, দীনের প্রতি তোমার কৃপা-কটাক্ষ বর্তমান, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ । হে দক্ষযজ্ঞনাশন-দক্ষ, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়,’ । হে চন্দ্র-স্বধা-বহ্নি-লোচন, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ । হে প্রপন্ন-মাত্রের রক্ষক, আমাকে রক্ষা কর, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ ॥ ১৯ ॥

অক্ষু-পাণয়ে শিবঙ্করায় তে নমঃ শিবায়  
সঙ্কটাজি-তীর্ণ-কিঙ্করায় তে নমঃ শিবায় ।  
পঙ্ক-ভীষিতাভয়ঙ্করায় তে নমঃ শিবায়  
পঙ্কজাননায় শঙ্করায় তে নমঃ শিবায় ॥ ২০ ॥

**অনুবাদ।**—তুমি হস্তে মৃগ ধারণ করিয়াছ, তুমি শুভকর, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ । তোমার, কিঙ্কর হইলেই সঙ্কট-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হয়,

তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়,’ কলুষরাশি যাহাকে ভয়চকিত করিয়াছে, তুমি তাহাকেও অভয় প্রদান কর, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ । তুমি কমলবদন শঙ্কর, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ ॥ ২০ ॥

কর্শ্ম-পাশ নাশ নীল-কণ্ঠ তে নমঃ শিবায়

শর্শ্মদায় নস্ম-ভস্ম-কণ্ঠ তে নমঃ শিবায় ।

নিশ্মমর্ষি-সেবিতোপকণ্ঠ তে নমঃ শিবায়

কুশ্মহে নতীর্নমদ্-বিকুণ্ঠ তে নমঃ শিবায় ॥ ২১ ॥

**অনুবাদ ।**—হে কর্শ্মপাশনাশন নীলকণ্ঠ, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ । তুমি স্মৃথদাতা, লীলা সময়ে তোমার আকণ্ঠ চিত্তভস্ম অমুলেপন, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ । মমত্বদোষবর্জিত ঋষিগণ তোমার সমীপস্থান আশ্রয় করিয়াছেন, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ । হে বিষ্ণুনমস্কৃত, আমরা বহু প্রণাম করিতেছি, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ ॥ ২১ ॥

বিষ্ণুপাধিপায় নম্র-বিষ্ণুবে নমঃ শিবায়

শিষ্ণু-বিপ্রহৃদ-গুহা-চরিশৃণুবে নমঃ শিবায় ।

ইষ্ণু-বস্তু-নিত্য-ভূষ্ণু-জিষ্ণুবে নমঃ শিবায়

কষ্ণনাশনায় লোক-জিষ্ণুবে নমঃ শিবায় ॥ ২২ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি জগতের অধিপতি, বিষ্ণু ষাঁহার নিকট নম্র, সেই শিবকে নমস্কার, যিনি শিষ্ট ব্রাহ্মণগণের হৃদয়-গুহায় সঞ্চারণশীল, সেই শিবকে নমস্কার । জিষ্ণু অর্জুন ষাঁহার নিকট ইষ্ট বব প্রাপ্ত হইয়া নিত্য তুষ্টীলাভ করিয়া-ছিলেন, সেই শিবের উদ্দেশে নমস্কার । যিনি কর্শ্মবিনাশক এবং ত্রৈলোক-মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট, সেই শিবকে নমস্কার ॥ ২২ ॥

অপ্রমেয়-দিব্য-সুপ্রভাব তে নমঃ শিবায়

সৎ-প্রপন্ন-রক্ষণ-স্বভাব তে নমঃ শিবায় ।

স্বপ্রকাশ নিস্তুলানুভাব তে নমঃ শিবায়

বিপ্রতিষ্ঠদর্শিতার্দ্রভাব তে নমঃ শিবায় ॥ ২৩ ॥

**অনুবাদ ।**—হে অপ্রমেয়-দিব্যপ্রভাব, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ । হে প্রপন্ন-সাধুজন-রক্ষণ-শীল, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ । হে স্বপ্রকাশ, হে অন্তুল-

জ্ঞানসম্পন্ন, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' । বিপ্র-বালকের প্রতি তুমি করুণার্জ্জব প্রদর্শন করিয়াছিলে, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' ॥ ২৩ ॥

সেবকায় মে য়ড় প্রসাদ তে নমঃ শিবায়  
 ভাব লভ্য-তাবক-প্রসাদ তে নমঃ শিবায় ।  
 পাবকাক্ষ দেব-পূজ্যপাদ তে নমঃ শিবায়  
 তাবকাক্ষি ভক্তদত্তমোদ তে নমঃ শিবায় ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ :- হে য়ড়, আমি সেবক, আমার প্রতি প্রসন্ন হও, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' । তোমার প্রসন্নতাই কেবল ভক্তিভাবলভ্যতাকে রক্ষা করিয়া থাকে, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' । হে অগ্নিলোচন, তোমার চরণ দেবগণের পূজ্য, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' । তোমার চরণ-কমল-ভক্তকে তুমি আনন্দ প্রদান করিয়া থাক, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' ॥ ২৪ ॥

ভুক্তি-মুক্তি-দিব্যভোগ-দায়িনে নমঃ শিবায়  
 শক্তি-কল্লিত-প্রপঞ্চ-ভাগিনে নমঃ শিবায় ।  
 ভক্ত-সঙ্কটাপহার-যোগিনে নমঃ শিবায়  
 যুক্ত-সম্মনঃ-সরোজ-যোগিনে নমঃ শিবায় ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ :- যিনি ( ঐহিক ) ভোগ, মুক্তি এবং দিব্য ভোগ দান করেন, সেই শিবকে নমস্কার । যিনি নিজশক্তিকল্পিত জগৎপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠান, সেই শিবকে নমস্কার । ভক্তগণের ছঃখাপহারী যোগরত শিবকে নমস্কার । যোগযুক্ত সাধুর হৃদয়কমলে বাহার সঙ্গ সতত বর্তমান, সেই শিবকে নমস্কার ॥ ২৫ ॥

অস্তকাস্তকায় পাপহারিণে নমঃ শিবায়  
 শান্তমায়-দন্তি-চন্দ্র-ধারিণে নমঃ শিবায় ।  
 সন্ততাপ্রিত-ব্যথা-বিদারিণে নমঃ শিবায়  
 জন্তু-জাত-নিত্য-সৌখ্য-কারিণে নমঃ শিবায় ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ :- যিনি অস্তকের অস্তক ও পাপবিনাশী, সেই শিবকে নমস্কার । বাহার মায়ী উপশান্ত হইয়াছে, পরিধানে বাহার করিচন্দ্র, সেই শিবকে নমস্কার । যিনি আশ্রিতগণের সতত ব্যথা বিনাশ করেন, সেই শিবকে নমস্কার । যিনি সকল প্রাণিগণকে নিত্য সুখ প্রদান করেন, সেই শিবকে নমস্কার ॥ ২৬ ॥

শূলিনে নমো নমঃ কপালিনে নমঃ শিবায  
পালিনে বিরিক্তিতুণ্ডমালিনে নমঃ শিবায ।  
লীলিনে বিশেষরুণ্ডমালিনে নমঃ শিবায  
শীলিনে নমঃ প্রপুণ্যশালিনে নমঃ শিবায ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ :- শূলধারীকে নমস্কার, কপালমালীকে নমস্কার, শিবকে  
নমস্কার । যিনি পালক, যিনি ব্রহ্মার মুণ্ডমালা ধারণ করিয়াছেন, সেই শিবকে  
নমস্কার । যিনি লীলাময় হইয়া বিশেষ নরমুণ্ডমালা ধারণ করেন, সেই শিবকে  
নমস্কার । যিনি প্রশস্তশীল এবং প্রকৃষ্ট পুণ্যশালী, তাঁহাকে নমস্কার, সেই শিবকে  
নমস্কার ॥ ২৭ ॥

শিবপঞ্চাক্ষরমুদ্রাং চতুষ্পদোল্লাসপদ্মনিঘটিতাম্ ।  
নক্ষত্রমালিকামিহ দধতুপকণ্ঠং নরো ভবেৎ সোমঃ ॥ ২৮ ॥

পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-গোবিন্দ-ভগবৎ-পূজ্যপাদশ্র  
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ শিবপঞ্চাক্ষরনক্ষত্রমালা-  
স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

অনুবাদ ।—এই শিবপঞ্চাক্ষরমুদ্রা চতুষ্পদ-শোভিত পদ্ম-রত্নে নির্মিত ।  
ইহা নক্ষত্রমালা । মানব ইহ-জীবনে উপকণ্ঠ অর্থাৎ কণ্ঠসমীপে ধারণ করিলে  
পক্ষান্তরে নিকটে রাখিলে সোম হইয়া থাকে । ( সোম শিবত্বপ্রাপ্ত, পক্ষান্তরে চন্দ্র ।  
চন্দ্র নক্ষত্রমালার নিকটে থাকেন, তাই এ স্থানে সোম শব্দ দুই অর্থে  
প্রযুক্ত হইয়াছে । এই স্তবের বিশেষত্ব—সমস্ত স্তব পাঠে ১০৮ বার নমঃ শিবায  
উচ্চারণ হয়, অনুবাদে যেখানে পারিয়াছি, সেখানে নমঃ শিবায মাত্রই রাখিয়াছি ।  
যেখানে তেমন খাপ খায় না, সেইখানে শিবকে নমস্কার, এইরূপ অনুবাদ প্রদান  
করিয়াছি ) ॥ ২৮ ॥

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য গোবিন্দ-ভগবৎ-পূজ্যপাদশ্রীমচ্ছঙ্কর-  
ভগবানের রচনাতে শিবপঞ্চাক্ষর-নক্ষত্রমালা-স্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## বেদসারশিব-স্তোত্র ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

পশুনাং পতিং পাপনাশং পরেশং,

গজেন্দ্রস্য কৃতিং বসানং বরেণ্যম্ ।

জটাজূটমধ্যে স্ফুরদগাস্তবারিং,

মহাদেবমেকং স্মরামি স্মরারিঞ্চ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি পশুদিগের অধিপতি, যিনি সকললোকের পাতক হরণ করেন, যিনি পরমেশ্বর, যিনি গজচন্দ্র পরিধান করিয়াছেন, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, ঐহার জটাকলাপমধ্যে গঙ্গোদক তরঙ্গায়িত হইতেছে, সেই একমাত্র স্মরারি মহাদেবকে আমি স্মরণ করি ॥ ১ ॥

মহেশং সুরেশং স্মরারাতিনাশং,

বিভুং বিশ্বনাথং বিভূত্যঙ্গভূষম্ ।

বিরূপাক্ষমিন্দ্বর্কবহিত্রিনেত্রং,

সদানন্দমীড়ে প্রভুং পঞ্চবক্তৃম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি মহেশ্বর ও দেবগণের ঈশ্বর, যিনি সুরবৃন্দের অরাক্ষতকুল নিস্কূল করেন, যিনি বিভূ, বিশ্বনাথ এবং বিভূতি দ্বারা অঙ্গভূষণ করেন, যিনি বিরূপাক্ষ, ঐহার চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি নয়নত্রয় এবং যিনি সদানন্দ, সেই পঞ্চবক্তৃ প্রভুকে স্তব করি ॥ ২ ॥

গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং,

গবেন্দ্রাধিরূঢ়ং গুণাতীতরূপম্ ।

ভবং ভাস্বরং ভস্মনা ভূষিতাঙ্গং,

ভবানীকলত্রং ভজে পঞ্চবক্তৃম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি পর্ব্বতের ঈশ্বর, প্রমথগণের অধিপতি, ঐহার গলদেশ নীলবর্ণ, যিনি বৃষভে আরোহণ করেন, যিনি সর্ব্ব, রজ, তমঃ, এই ত্রিগুণের অতীত, যিনি ভবনামে অভিহিত, যিনি পূর্ণজ্ঞানময় (পরম দীপ্তি-

মান্), যিনি ভস্ম দ্বারা অঙ্গ বিভূষিত করেন, সেই পঞ্চানন ভবানীপতিকে ভজনা করি ॥ ৩ ॥

শিবাকান্ত শস্ত্রো শশাঙ্কার্দ্ধমৌলে,

মহেশান শূলিন্ জটাজূটধারিন্ ।

ত্বমেকো জগদব্যাপকো বিশ্বরূপঃ,

প্রসাদ প্রসাদ প্রভো পূর্ণরূপ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—হে পার্শ্বতীশ ! হে শস্ত্রো ! হে চন্দ্রার্কমৌলে ! হে জটাজূটধারিন্ ! একমাত্র তুমিই জগৎ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছ । এই বিশ্বই তোমার রূপ, তুমি পূর্ণব্রহ্ম । হে মহেশ্বর ! হে শূলধারিন্ ! তুমি মৎপ্রতি প্রসন্ন হও ॥ ৪ ॥

পরাত্মানমেকং জগদ্বীজমাগং,

নিরীহং নিরাকারমোক্ষারবেণম্ ।

যতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বং,

তমীশং ভজে লীয়তে যত্র বিশ্বম্ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—ঐহা হইতে জগতের সৃষ্টি, যিনি জগতের পালয়িতা এবং জগৎ ঐহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, সেই নিষ্ক্রিয় নিরাকার আত্ম জগদ্বীজ প্রণব-বাচ্য এক পরমাত্মস্বরূপ মহেশ্বরকে ভজনা করি ॥ ৫ ॥

ন ভূমির্ন চাপো ন বহ্নির্ন বায়ু-

ন চাকাশমাস্তে ন তন্দ্রা ন নিদ্রা ।

ন গ্রীষ্মো \* ন শীতং ন দেশো ন বেশো,

ন যশ্চাস্তি মূর্ত্তিস্তিমূর্ত্তিঃ তমীড়ে ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি ভূমি নহেন, জল নহেন, বহ্নি নহেন, পবন নহেন, শূন্য নহেন এবং ঐহার তন্দ্রা নাই, নিদ্রা নাই, গ্রীষ্ম নাই, শীত নাই, দেশ নাই, বেশ নাই ও ঐহার মূর্ত্তি নাই অথচ যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই মূর্ত্তিত্রয়াস্বক, তাঁহাকে স্তব করি ॥ ৬ ॥

\* 'ন গ্রীষ্মো' এই পাঠ সমীচীন, মূলস্থ পাঠ ন-গ্রীষ্মো এইরূপ উচ্চারণ দ্বারা গ্রীষ্মাদোষ পরিহার্য। ইহা কেহ কেহ বলেন ।

অজং শাস্তং কারণং কারণানাং,

শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাম্ ।

তুরীয়ং তমঃপারমাত্মহীনং,

প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বৈত-হীনম্ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ** :—যিনি জন্মাদিরহিত, সনাতন, কারণেরও কারণ, যিনি সর্বমঙ্গলময়, অদ্বিতীয়, যিনি জগৎপ্রকাশক চন্দ্র-সূর্যাদিকেও প্রকাশ করেন, যিনি তুরীয় ব্রহ্ম ও দ্বৈতবিহীন, তাঁহাকে নমস্কার ॥ ৭ ॥

নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে,

নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্ত্তে ।

নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য,

নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ** :—হে বিভো ! হে বিশ্বমূর্ত্তে ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার । হে চিদানন্দময় ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার । হে ভগবন্ ! তুমি তপস্তা ও যোগের গম্য অর্থাৎ যোগ বা তপস্তাবলে তোমায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার । হে শিব ! তুমি শ্রুতিজনিত জ্ঞানের গোচর, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ৮ ॥

প্রভো শূলপাণে বিভো বিশ্বনাথ,

মহাদেব শস্তো মহেশ ত্রিনেত্র ।

শিবাকান্ত শান্ত স্মরারে পুরারে,

ত্বদন্তো বরেণ্যো ন মান্তো ন গণ্যঃ ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ** :—হে প্রভো ! হে শূলপাণে ! হে বিভো ! হে বিশ্বনাথ ! হে মহাদেব ! হে শস্তো ! হে মহেশ ! হে ত্রিনেত্র ! হে গৌরীপতে ! হে শান্ত ! হে মদনরিপো ! হে পূরবিজয়িন্ ! তোমা হইতে বরেণ্য মান্য অন্ত কেহ নাই, গণ্যও নাই ॥ ৯ ॥

শস্তো মহেশ করুণাময় শূলপাণে,

গৌরীপতে পশুপতে পশুপাশনাশিন্ ।

কাশীপতে করুণয়া জগদেতদেক-

স্বং হংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোহসি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ :- হে শস্তো ! হে মহেশ ! হে করুণাময় ! হে শূলপাণে ! হে গৌরীপতে ! হে পশুপতে ! হে পশুপাশবিনাশিন্ ! হে কাশীপতে ! একমাত্র তুমিই স্বীয় করুণায় এই জগৎ পালন করিতেছ, বিনাশ করিতেছ এবং জগৎসৃষ্টি করিতেছ, অতএব তুমিই মহেশ্বর ॥ ১০ ॥

ত্বন্তো জগদ্রুচি দেব ভব স্মরারে,

ত্ব্যেব তিষ্ঠতি জগন্মূড় বিশ্বনাথ ।

ত্ব্যেব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ,

লিঙ্গাত্মকে হর চরাচর-বিশ্বরূপিন্ ॥ ১১ ॥

বেদসারশিবস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

অনুবাদ :- হে ভব ! তোমা হইতে জগৎ সজ্জাত হইতেছে । হে দেব ! হে মদনাস্তকারিন্ ! হে মূড় ! হে বিশ্বনাথ ! তোমাতেই জগৎ অবস্থিত আছে । হে ঈশ ! লিঙ্গাত্মক তোমাতেই জগৎ লয়প্রাপ্ত হয় । হে হর, এই চরাচর বিশ্ব তোমারই স্বরূপ ॥ ১১ ॥

বেদসার-শিব-স্তোত্র সমাপ্ত ।

## শিবনামা-ল্যঙ্ক ।

ত্রীগণেশার নমঃ ।

হে চন্দ্রচূড় মদনাস্তক শূলপাণে,

স্বাণো গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শস্তো ।

ভূতেশ ভীতভয়সূদন গামনাথং,

সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ১ ॥

অনুবাদ :- হে চন্দ্রমৌলে ! তুমি কন্দর্পকে সংহার করিয়াছ, হে শূলপাণে ! তুমি স্বাণ । হে গিরীশ ! তুমি গিরিজাপতি । হে মহেশ ! শস্তো ! তুমি ভীতগণের ভয় দূর কর । হে জগদীশ্বর ! তুমি অনাপ আমাকে ভব-দুঃখসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ১ ॥



হে পার্শ্বতীহৃদয়বল্লভ চন্দ্রমৌলে,

ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরীশজাপ ।

হে বামদেব ভব রুদ্র পিনাকপাণে,

সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—হে চন্দ্রশেখর ! হে পার্শ্বতীহৃদয়বল্লভ ! হে চন্দ্রমৌলে !  
হে ভূতাধিপ ! হে প্রমথনাথ ! হে গিরীশ ! হে জপামন্ত্রস্বরূপ অথবা  
হে নগেন্দ্র তনয়াপতে, হে বামদেব ! হে ভব ! হে রুদ্র ! হে পিনাকপাণে ! হে  
জগদীশ্বর ! তুমি ( আমাকে ) ভবদুঃখ-সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ২ ॥

হে নীলকণ্ঠ বৃষভধ্বজ পঞ্চবক্ত্র,

লোকেশ শেষবলয় প্রমথেশ শর্কর ।

হে ধূর্জটে পশুপতে গিরিজাপতে মাং

সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—হে নীলকণ্ঠ ! হে বৃষধ্বজ ! হে পঞ্চবদন ! হে লোকেশ !  
তুমি অনন্তনাগকে বলয়রূপে ধারণ করিয়াছ । হে প্রমথেশ ! তুমি ব্রহ্মাণ্ড সংহার  
কর । হে ধূর্জটে ! হে পশুপতে ! হে গিরিজাপতে ! আমাকে ভবদুঃখসঙ্কট  
হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৩ ॥

হে বিশ্বনাথ শিব শঙ্কর দেবদেব,

গঙ্গাধর প্রমথনায়ক নন্দিকেশ ।

বাণেশ্বরান্ধকরিপো হর লোকনাথ,

সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—হে বিশ্বনাথ ! তুমি মঙ্গলালয় এবং সকলের মঙ্গলবিধান  
করিতেছ । হে দেবদেব ! তুমি গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছ এবং তুমি প্রমথগণের  
অধিনায়ক । হে নন্দিকেশ্বর ! হে বাণেশ্বর ! হে অন্ধকরিপো ! হে হর !  
হে লোকনাথ ! হে জগদীশ্বর ( আমাকে ) ভবদুঃখ-সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ  
কর ॥ ৪ ॥

বারাণসীপুরপতে মণিকর্ণিকেশ,

বীরেশ দক্ষমথকাল বিভো গণেশ ।

সর্বজ্ঞ সর্বহৃদযৈকনিবাস নাথ,

সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ।—হে বিভো ! তুমি বারাণসী পুরীর অধীশ্বর, তুমি মণি-  
কণিকার অধিপতি, তুমিই বীরেশ্বর এবং তুমিই দক্ষযজ্ঞের বিনাশকারী। হে  
গণেশ্বর ! তুমি সকল জানিতেছ এবং তুমি নিরন্তর সকলের হৃদয়নিকেতনে  
অবস্থিতি কর। হে নাথ ! হে জগদীশ ! ( আমাকে ) ভবদুঃখ-সঙ্কট হইতে  
পরিত্ৰাণ কর ॥ ৫ ॥

শ্রীমদ্রাহেশ্বর কৃপাময় হে দয়ালো,

হে ব্যোমকেশ শিতিকণ্ঠ গণাধিনাথ ।

ভস্মাঙ্গরাগনুকপালকলাপমাল,

সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ।—হে শ্রীমন্ ! হে মহেশ্বর ! তুমিই কৃপাময় অর্থাৎ তোমার  
কৃপাতেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রতিপালিত হইতেছে। হে দয়ালো ! হে ব্যোমকেশ !  
হে শিতিকণ্ঠ ! হে ভূতগণের অধিপতি ! তুমি ভস্ম দ্বারা অঙ্গরাগ করিয়া থাক  
এবং নরকপালসমূহনির্মিত মালা ধারণ করিয়াছ। হে জগদীশ ! ( আমাকে )  
ভবদুঃখসঙ্কট হইতে পরিত্ৰাণ কর ॥ ৬ ॥

কৈলাসশৈলবিনিবাস বৃষাকপে হে,

মৃত্যুঞ্জয় ত্রিনয়ন ত্রিজগন্নিবাস ।

নারায়ণপ্রিয় মদাপহ শক্তিনাথ,

সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ।—হে ত্রিলোচন ! কৈলাসশৈলোপরি তোমার বসতি, হে  
বৃষাকপে ! হে মৃত্যুঞ্জয় ! ত্রিজগৎ তোমাতে অবস্থিত, তুমি নারায়ণের অতি  
প্রিয়, তুমি সকলের মত্ততা অপহরণ কর এবং তুমি শক্তিনাথ, সকল শক্তিই  
তোমার আশ্রিত। হে জগদীশ ! ( আমাকে ) ভবদুঃখসঙ্কট হইতে পরিত্ৰাণ  
কর ॥ ৭ ॥

বিশ্বেশ বিশ্বভবনাশিতবিশ্বরূপ,

বিশ্বাত্মক ত্রিভুবনৈকগুণাভিবেশ ।

হে বিশ্ববন্দ্য করুণাময় দীনবন্ধো,

সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ :- হে বিশ্বেশ্বর ! বিশ্বের জন্ম তোমা হইতে, তুমিই বিশ্ব-প্রপঞ্চরূপের বিনাশ করিয়াছ, তুমিই বিশ্বময় এবং ত্রিভুবনে গুণসকল একমাত্র তোমাকেই আশ্রয় করিয়া আছে । হে করুণাময় ! এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমাকে অভিবাদন করিতেছে এবং তুমিই দীনজনের বন্ধু । হে জগদীশ ! ( আমাকে ) ভবদুঃখসঙ্কট চট্টতে পরিজ্ঞান কর ॥ ৮ ॥

গৌরীবিলাসভূবনায় মহেশ্বরায়,

পঞ্চাননায় শরণাগতকল্লকায় ।

শর্করায় সর্বজগতাম্বিপায় তস্মৈ

দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥ ৯ ॥

শিবনামাবল্যষ্টকং সমাপ্তম্ ।

অনুবাদ :- হে বিভো ! যিনি গৌরীর বিলাসভূমি, যিনি মহেশ্বর, যিনি পঞ্চবক্ত, যিনি শরণাগত জনের সার্বভৌমদাতা, যিনি শর্ক অর্থাৎ প্রলয়-কালে জগৎ সংহার করেন, যিনি সর্বজগতের অধিপতি, সেই দারিদ্র্যদুঃখদাহে অনলস্বরূপ শিবকে নমস্কার ॥ ৯ ॥

শিবনামাবল্যষ্টক সমাপ্ত ।

## দশশ্লোকী স্তুতি ।

সাম্বো নঃ কুলদৈবতং পশুপতে সাম্ব হৃদীয়া বয়ং

সাম্বং স্তৌমি সুরাসুরোরগগণাঃ সাম্বেন সন্তারিতাঃ ।

সাম্বায়াস্তু নমো যয়া বিরচিতং সাম্বাং পরং নো ভজে,

সাম্বস্থানুচরোহস্যাহং মম রতিঃ সাম্বৈ পরব্রহ্মণি ॥ ১ ॥

অনুবাদ :- সাম্ব অর্থাৎ অধিকা-সমন্বিত শিব আমাদের কুলদেব ; হে সাম্ব-পশুপতে ! আমরা তোমারই ; আমি সাম্ব-তোমার স্তুতিবাদ করিতেছি । ( যখন সাগরমহানকালে কালকূট উৎপন্ন হয়, তখন ) দেব, দানব ও সর্পগণ সাম্ব-তোমা কর্তৃক নিস্তারিত ( রক্ষিত ) হইয়াছিলেন । সাম্ব-তোমার উদ্দেশে

আমার কৃত এই প্রণতি সমর্পিত হউক। সাধ-তোমা হইতে ভিন্ন আমি অণু  
কাহারও আরাধনা করি না; আমি সাধ-তোমারই কিঙ্কর; পরব্রহ্মরূপী সাধ-  
তোমাতে আমার রতি (অনুরাগ) হউক। (পদার্থবাচক প্রথম সন্ধ্যোদনে প্রথম  
প্রভৃতি সাতটি বিভক্তি যোগে এই শ্লোকে স্তব করা হইয়াছে) ॥ ১ ॥

বিষ্ণুদ্বাদশ পুরত্রয়ং সুরগণা জেতুং ন শক্তাঃ স্বয়ং,

যং শস্তুং ভগবন্ বয়ং তু পশাবোহস্মাকং ত্বমেবেশ্বরঃ ।

স্বস্থস্থাননিয়োজিতাঃ স্তম্ভনসঃ সস্থা বভুবুস্তত-

স্তস্মিন্ মে হৃদয়ং স্তথেন রমতাং সান্ধে পরব্রহ্মণি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—বিষ্ণু প্রভৃতি সুরবল ত্রিপুরাসুরকে স্বয়ং পরাভূত করিতে  
অক্ষম হইয়া যে মহেশ্বরের (শরণাগত হইয়া বলিয়াছিলেন) “ভগবন্, আমরা  
পশুসদৃশ; একমাত্র তুমিই আমাদের ঈশ্বর,” ইহার পরে (তোমারই শক্তিতে  
ত্রিপুরবিজয় হইলে) সুরগণ স্বস্থস্থানে নিয়োজিত হইয়া স্বস্থতা লাভ করেন, সেই  
পরব্রহ্ম সাধ শিবে আমার মন আনন্দসহকারে রত হউক ॥ ২ ॥

কৌণী যশ্র রথো রথাস্রযুগলং চন্দ্রার্কবিশ্বদ্বয়ং,

কোদণ্ডঃ কনকাচলো হরিরভূদ্বাণো বিধিঃ সারথিঃ ।

ভূগীরো জলধির্হয়াঃ শ্রুতিচয়ো মৌবর্ষী ভূজঙ্গাধিপ-

স্তস্মিন্ মে হৃদয়ং স্তথেন রমতাং সান্ধে পরব্রহ্মণি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—(যখন) ত্রিপুরাসুরের সহিত যুদ্ধ ঘটে, তখন বহুমতী  
যাহার রথ, চক্র-সূর্য্য রথের চক্রযুগল, কনকপর্কত স্তম্ভক শরাসন, ত্রিহরি  
শর, ব্রহ্মা সারথি, সাগর ভূগীর, বেনসকল অশ্ব ও অনন্তদেব মৌবর্ষী হইয়া-  
ছিলেন, মদীয় চিত্ত সেই পরব্রহ্মরূপী সাধ-শঙ্করে সানন্দে রত হউক ॥ ৩ ॥

যেনাপাদিতমঙ্গজান্ধতসিতং দিব্যান্ধরাগৈঃ সমং,

যেন স্বীকৃতমভ্যুদয়ঃ বশিরঃ সৌবর্ণপাট্রৈঃ সমম্ ।

যেনাস্তীকৃতমচ্যুতশ্চ নয়নং পৃজারিবিদ্ভৈঃ সমং,

তস্মিন্ মে হৃদয়ং স্তথেন রমতাং সান্ধে পরব্রহ্মণি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—যিনি অনন্দের অঙ্গভঙ্গ দিব্য অনুরাগের সমান করিয়াছেন,  
অর্থাৎ কল্কর্পদেবকে ভগ্নীভূত করিয়া সেই বিকৃতি দ্বারা স্বকীয় অঙ্গ

বিলিণ্ড করিয়াছেন ; যিনি (রোষবশে) কমলবোনি ব্রহ্মার একটি মস্তক-  
চ্ছেদন করিয়া কাঞ্চনপাত্রে সমান তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং (একদা  
ঐহরি সহস্রসংখ্য পদ্ম দ্বারা অর্চনায় প্রবৃত্ত হইয়া একটি পদ্ম ন্যূন দর্শন করিলে)  
যিনি পূজোপহার পদ্মপুষ্পগুলির সঙ্গে হরির একটি নয়নকমল গ্রহণ করিয়া-  
ছিলেন, সেই গৌরীসমবেত সাধ শঙ্করে মদীয় চিত্ত সানন্দে রত হউক ॥ ৪ ॥

গোবিন্দাদধিকং ন দৈবতমিতি প্রোচ্চার্য্য হস্তাবুভা-

বুদ্ধত্যাগ শিবস্ত সন্নিধিগতো ব্যাসো মুনীনাং বরঃ ।

যস্য স্তম্ভিতপাণিরানতিকৃতা নন্দীশ্বরেণাভবৎ,

তস্মিন্ মে হৃদয়ং স্তথেন রমতাং সান্ধে পরব্রহ্মণি ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—একদা মুনিগণপ্রবর ঐশ্বর্য্যর “গোবিন্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ  
দেবতা অস্ত্র কেহ নাই” এই বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক বাহুদ্বয় উত্তোলন করিয়া শিব-  
সকাশে সমাগত হইলে ষড়ীয় সেবক নন্দিকেশ্বর তাঁহার বাহুদ্বয় স্তম্ভিত করিয়া-  
ছিলেন, সেই সাধ পরমব্রহ্মরূপী শঙ্করে মদীয় চিত্ত সানন্দে রত হউক ॥ ৫ ॥

আকাশশ্চিকুরায়তে দশাদিশাভোগো দুকূলান্নতে,

শীতাংশুঃ প্রসবায়তে স্থিরতরানন্দঃ স্বরূপায়তে ।

বেদান্তো নিলয়ায়তে সুবিনয়ো যস্য স্বভাবায়তে,

তস্মিন্ মে হৃদয়ং স্তথেন রমতাং সান্ধে পরব্রহ্মণি ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—নতোমণ্ডল ঐহার কেশপাশরূপে বিস্তৃত, দশদিক্ ঐহার  
পট্টবসনস্বরূপ, চন্দ্র ঐহার পুষ্প-ভূষণস্বরূপ ; নিত্য আনন্দ ঐহার স্বরূপ,  
বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষৎমধ্যে যিনি অধিষ্ঠিত, সুবিনয় ঐহার স্বভাব, সেই  
সাধ পরমব্রহ্মরূপী শঙ্করে মদীয় চিত্ত সানন্দে রত হউক ॥ ৬ ॥

বিষ্ণুর্ষস্য সহস্রনামনিয়মাদভ্যোক্তোহৈকরূপঃ-

মেকেনাপচিতেষু নেত্রকমলং নৈজং পদাজ্জহয়ে ।

সংপূজ্যাস্থরসংহতিং বিদলয়ন্ত্রৈলোক্যপালোহভবৎ,

তস্মিন্ মে হৃদয়ং স্তথেন রমতাং সান্ধে পরব্রহ্মণি ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—ঐহার সহস্র নামের একৈক নামে এক এক পদ্ম প্রদানে  
কৃতসম্বন্ধ ঐহরি, তাহা হইতে একটি পদ্ম ন্যূন দেখিয়া নিজ নয়নকমল উৎপাটন

করত চরণকমলযুগল পূজা করায় অম্লরনিকরকে দলিত করিয়া ত্রিলোকপালকতা লাভ করেন, সেই গৌরীসম্মত পরব্রহ্মরূপী শঙ্কর মদীয় চিত্তে সানন্দে রত হউন ॥ ৭ ॥

শৌরিং সত্যগিরং বরাহবপুঃ পাদাম্বুজাদর্শনে,

চক্রে যো দয়য়া সমস্তজগতাং নাথং শিরোদর্শনে ।

মিথ্যাবাচমপূজ্যমেব সততং হংস্বরূপং বিধিং,

তস্মিন্ মে হৃদয়ং স্থথেন রমতাং সান্ধে পরব্রহ্মণি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ :- বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া পাতালপ্রদেশে বাহার বিরাট মূর্তির চরণকমলের সন্ধান পান নাই, আর সেই সত্য কথা প্রকাশ করাতে যিনি বিষ্ণুকে রূপা পূর্বক সমস্ত জগতের আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা হংসরূপ ধারণ করিয়া ( উর্কে উখিত হইয়া ) বাহার ( বিরাটমূর্তির ) মস্তক-দর্শন না হইলেও দর্শন করিয়াছি, এইরূপ মিথ্যা বলাতে যিনি তাঁহাকে সতত অপূজ্য করিয়া দেন,—সেই পরব্রহ্মরূপী সেই শঙ্করে মদীয় চিত্ত সানন্দে রত হউক ॥ ৮ ॥

যশ্রাসন্ ধরণী-জলাগ্নি-পবন-ব্যোমার্ক-চন্দ্রাদয়ো,

বিখ্যাতাস্তনবোহৃষ্টধা পরিণতা নান্মত্ততো বর্ততে ।

ওঙ্কারার্থবিবেচনী শ্রুতিরিয়ং চাচষ্ট তূর্য্যং শিবং,

তস্মিন্ মে হৃদয়ং স্থথেন রমতাং সান্ধে পরব্রহ্মণি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ :- বাহার মূর্তি ক্ষিতি, অগ্নি, তেজ, বরুণ, ব্যোম, চন্দ্র, সূর্য্য, যজমান এই অষ্টধা পরিণত বলিয়া কীর্তিত হয় ; ব্রহ্মাণ্ডে বাহা হইতে অতিরিক্ত আর কোন বস্তুই নাই ; প্রণবের অর্থবিচারিণী শ্রুতি ঐহাকে তুরীয় পুরুষ শিব বলিয়া বর্ণন করেন, সেই উমাসহচর পরব্রহ্মরূপী শঙ্করে মদীয় চিত্ত সানন্দে রত হউক ॥ ৯ ॥

বিষ্ণুব্রহ্মশ্রুতরাধিপপ্রভৃতয়ঃ সর্বৈহপি দেবা যদা,

সমুতাজ্জলধেবিষাং পরিভবং প্রাপ্তাস্তদা সত্তরম্ ।

তানার্ভান্ শরণাগতানিতি শ্রুতান্ যোহরক্ষদর্শকৃণাং,

তস্মিন্ মে হৃদয়ং স্থথেন রমতাং সান্ধে পরব্রহ্মণি ॥ ১০ ॥

ইতি দশশ্লোকী স্তুতিঃ সমাপ্তা ।

**অনুবাদ ।**—সমুদ্রমন্ডনকালে সমুদ্র হইতে কালকূট সমুৎপন্ন হইলে ত্রীহরি, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রমুখ সুরবৃন্দ যখন সেই মহাবিষ হইতে পরাভব প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহাদিগকে কাতর ও শরণাপন্ন দর্শনে যিনি অর্ধরূপমধ্যে (সেই কালকূট পান করিয়া) সকলের ব্রহ্মাবিধান করিয়াছিলেন, সেই সাধু পরব্রহ্মরূপী শঙ্করে মদীয় চিত্ত সানন্দে রত হউক ॥ ১০ ॥

দশশ্লোকী স্তুতি সম্পূর্ণ।

## শিবাপরাধ-ক্ষমাপণ-স্তোত্র ।

গণেশায় নমঃ ।

আদৌ কৰ্ম্মপ্রসঙ্গাৎ কলয়তি কলুষং মাতৃকুক্ষৌ স্থিতং মাং,  
বিগ্নুত্ৰামেধ্যমধ্যে ব্যথয়তি নিতরাং জাঠরো জাতবেদাঃ ।  
যদ্ যদ্ বা তত্র দুঃখং ব্যথয়তি নিতরাং শক্যতে কেন বক্তুং,  
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—প্রথমতঃ কৰ্ম্মবন্ধ-নিবন্ধন আমি কলুষপূর্ণ জননী-জঠরে যখন নিবিষ্ট ছিলাম, তখন অপবিত্র মলমূত্রমধ্যে মাতার জঠরাগ্নি আমাকে সর্বদা নানাক্লেশ ব্যথা দিয়াছে; অথবা যে যে দুঃখ তথায় ব্যথা দিয়া থাকে, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? (এই সকল দুঃখই আমার অপরাধের ফল)। হে শস্তো! হে শিব! হে মহাদেব! আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে আশ্রয় হয় ॥ ১ ॥

বাল্যে দুঃখাতিরেকো মলমূলিতবপুঃ স্তন্যপানে পিপাসা,  
নো শক্তশ্চেচ্ছিত্রিয়েভ্যো \* ভবগুণজনিতা জন্তবো নাং তুদন্তি ।  
নানারোগোৎসাহদুঃখাদুদরপরবশঃ শঙ্করং ন স্মরামি,  
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—যখন আমার বাল্যাবস্থা ছিল, তখনও অসীম দুঃখভোগ হইয়াছে, তৎকালে আমার সর্বাঙ্গ স্বীয় মলে পরিব্যাপ্ত হইত, স্তন্যপানে তৃষ্ণা জন্মিত, (তখন ইচ্ছামত স্তনদুগ্ধ পান করিতে পারিতাম না), আমার ইন্দ্রিয়-

\* 'নো শক্তশ্চেচ্ছিত্রিয়েভ্যো' পাঠান্তর ।

গ্রাম সবেও তাহাদিগের উপর আমার প্রভু ছিল না, সুতরাং সংসারশৃঙ্গে উৎপাদিত মশকাদি জীবগণ নিরত আমাকে বাধা দিয়াছে, নানারোগে অসীম ক্লেশভোগ করিয়া নিরন্তর উদয়পোষণে বাগ্র ছিলাম, কিন্তু একবার শঙ্করনাম স্মরণ করি নাই। হে শিব, হে শম্ভো, হে মহাদেব ! (এই সকলই আমার অপরাধ) আমার এই অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয় ॥ ২ ॥

প্রৌঢ়োহং যৌবনস্থো বিষয়বিষধরৈঃ পঞ্চভির্শ্রম্মসন্ধো,  
দম্বো নম্বো বিবেকঃ স্তুতধনযুবতীস্বাত্মসৌখ্যে নিমগ্নঃ ।  
শেষে চিন্তাবিহীনং মম হৃদয়মহো মানগর্ব্বাধিরূঢ়ং,  
কন্তব্যো মেহপরাধ শিবঃ শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥৩॥

অনুবাদ :- আমি বয়োবৃদ্ধির পরে যৌবন প্রাপ্ত হইলাম, পঞ্চ ( শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ) বিষয়-ভুজঙ্গ আমার মর্ম্মসন্ধিতে দংশন করিল, তাহাতেই আমার বিবেক বিনষ্ট হইয়া যায়, ধন, পুত্র, যুবতী-সন্তোগ ও স্বাত্ত্বভোজনে মুখজ্ঞান করিয়া তাহাতেই আসক্ত থাকিতাম। আমার চিত্ত পরিণামচিন্তা-শূন্য হইয়া মান ও গর্ব্বের বশীভূত ছিল। (এই সকলই আমার অপরাধ) হে শিব ! হে শম্ভো ! হে মহাদেব ! আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৩ ॥

বার্দ্ধক্যে চেন্দ্রিয়াণাং বিগতগতিমতিশ্চাধিদৈবাদি-তাপৈঃ,  
পাপৈ রৌগৈষিযোগৈস্তনবসিতবপুঃ প্রৌঢ়িহীনং চ দীনম্ ।  
মিথ্যামোহাভিনাঐষভ্রমতি মম মনো ধূর্জটেধ'্যানশূন্যং,  
কন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥৪॥

অনুবাদ :- বার্কক্য উপস্থিত হইল, ইন্দ্রিয়গ্রাম ক্রমে ক্রমে শিথিল, জ্ঞান হ্রাস প্রাপ্ত, আধিদৈবিক প্রভৃতি তাপে পাপ, রোগ ও বিষোগহঃখ বহু হইতেছে, কিন্তু দেহের অবসান নাই, কেবল অবসাদগ্রস্ত ও ক্লীণ, (তথাপি) আমার মন মিথ্যা মোহের বশীভূত হইয়া কতরূপ ইচ্ছা করত ভ্রমণ করিতেছে, ধূর্জটির ধানে প্রবৃত্ত হয় না ; (এই সকলই আমার অপরাধ) হে শিব ! হে মহাদেব ! হে শম্ভো ! আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয় ॥ ৪ ॥

নো শক্যং স্মার্ত্তকর্ম্ম প্রতিপদগহনং প্রত্যবায়াকুলাখ্যং,  
শ্রোতে বার্ত্তা কথং মে দ্বিজকুলবিহিতে ব্রহ্মমার্গে চ সারে ।



নাহা ধৰ্ম্মে বিচারঃ শ্রবণমননয়োঃ কিং নিদিধ্যাসিতব্যং,  
কন্তুব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥৫॥

**অনুবাদ**।—প্রতিপদে জটিল ও প্রত্যাবারবহুল বলিয়া প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত কৰ্ম্ম  
করিবার (যখন) শক্তি হয় নাই, (তখন) দ্বিজকুলবিহিত শ্রোত কৰ্ম্মের আর  
সারভূত ব্রহ্মমার্গের কথা আর বলিব কিরূপে? (কলতঃ) যখন ধৰ্ম্মে আস্থা  
হয় নাই, (তখন) শ্রবণ মনন বিচার কি? কিপের বা নিদিধ্যাসন অর্থাৎ  
কিছুই করি নাই, হে শিব! হে মহাদেব! হে শস্তো! আমার এই সকল  
অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয় ॥ ৫ ॥

স্নাত্বা প্রত্যাষকালে স্পর্শবিধিবিধৌ নাক্ততং গাক্সতোয়ং,  
পূজার্থং বা কদাচিদ্বহ্নতরগহনাং খণ্ডবিল্বীদলানি ।  
নানীতা পদ্মমালা সরসি বিকসিতা গন্ধধূপৈশ্চদর্থং,  
কন্তুব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ

শ্রীমহাদেব শস্তো ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ**।—হে শিব, আমি প্রত্যাষে স্নান করিয়া তোমার বিধিবিহিত  
অভিষেকের জন্য গঙ্গাজল আনয়ন করি নাই, কখনও তোমার পূজার জন্য  
অরণ্যমধ্যে গমন পূর্বক বিষদল আহরণ করি নাই, আমি তোমার জন্য সরোবর  
হইতে বিকসিত কমলাবলী আনয়ন করি নাই, আমি তোমার নিমিত্ত ধূপ-দীপ  
আহরণও করি নাই। হে শিব! হে শস্তো! হে মহাদেব! আমার এই  
সকল অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয় ॥ ৬ ॥

দুষ্কৈশ্মধ্বাজ্যযুক্তৈর্দধিসিতসহিতৈঃ স্নাপিতং নৈব লিঙ্গং  
নো লিপ্তং চন্দনাটৌঃ কনকবিরচিতৈঃ \* পূজিতং ন প্রসূনৈঃ ।  
ধূপৈঃ কপূরদীপৈর্বিধিধরসযুতৈর্নৈব ভক্ষ্যোপাহারৈঃ,  
কন্তুব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ

শ্রীমহাদেব শস্তো ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ**।—হে দেব! আমি কখনও দুগ্ধ, মধু, স্নাত, দধি, শর্করা  
একত্র করিয়া কোন শিবলিঙ্গ স্নান করাই নাই, আমি কখনও চন্দনাদি অল্পলিপ্ত  
করি নাই, (অকৃত্রিম) ধূপ-দীপ বা (অর্ঘ্যাদি) রচিত (কৃত্রিম) পুষ্পে তাঁহার

পূজা করি নাই। ধূপ, কর্পূর-প্রদীপ ও বিবিধ রসযুক্ত ভক্ষ্য উপহার দ্বারা পূজা করি নাই। হে শিব! হে মহাদেব! হে শস্তো! আমার (এই সকল) অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয় ॥ ৭ ॥

ধ্যাত্বা চিত্তে শিবাখ্যং প্রচুরতরধনং নৈব দত্তং দ্বিজৈভ্যো,  
হব্যং তে লক্ষসংখ্যৈর্হৃতবহবদনে নার্পিতং বীজমন্ত্রৈঃ ।  
নো তপ্তং গাক্ষতীরে ব্রতজপনিয়মৈ রুদ্রজাপৈর্ন বেদৈঃ,  
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥৮॥

অনুবাদ :- হে মহেশ্বর! আমি কখন শিবনামযুক্ত তোমাকে চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মগণকে প্রচুর ধন প্রদান করি নাই, আমি কদাচ লক্ষ বীজমন্ত্র দ্বারা তোমার উদ্দেশে হোমদ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করি নাই এবং আমি কখনও গাক্ষতীরে বসিয়া ব্রত জপ নিয়ম অথবা বেদপাঠ পূর্বক কোন তপস্তা করি নাই (এই সকলই আমার অপরাধ) হে শিব! হে মহাদেব! হে শস্তো! আমার (সেই) অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয় ॥ ৮ ॥

স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময়নরুংকুস্তকে (১) সূক্ষ্মমার্গে,  
স্বাস্তে শান্তিপ্রলীনে (২) প্রকটিতবিভবে জ্যোতিরাগ্রে (৩) পরাখে।  
লিঙ্গং তে ব্রহ্মবাচ্যং (৪) সকলমভিমতং শঙ্করং ন স্মরামি,  
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥৯॥

অনুবাদ :- (হে শস্তো!) আমি পদ্মাসনে অবস্থিত হইয়া প্রণবময় খাসবায়ুর কুস্তকাবস্থায় (শঙ্করকে স্মরণ করি নাই), সূক্ষ্মমার্গে, (সূক্ষ্মপথে) শমপ্রলীনচিত্তে বিভবপ্রাপ্তচিত্তে জ্যোতিঃসমূহের আদি পরমতর্কে (কোথাও) শঙ্করকে (নিষ্কল ব্রহ্মরূপে স্মরণ করি নাই), ব্রহ্মবাচ্য অথবা ব্রহ্মশব্দবাচ্য অথবা প্রণববাচ্য ভবদীয় লিঙ্গপ্রতীক আলম্বনে অভীষ্ট কল-সম্পূর্ণ ব্রহ্ম শঙ্করকে স্মরণ করি নাই, (নিষ্কল ও স-কল-বিবিধরূপেই শঙ্করস্মরণ না করায় আমার ঘোর অপরাধ হইয়াছে) হে শিব! হে মহাদেব! হে শস্তো! আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয় ॥ ৯ ॥

(১) কণ্ঠে (২) শান্তে স্বাস্তে মুখই মুক্তিক পুস্তকের পাঠ (৩) জ্যোতিরূপে ও জ্যোতীরূপে এই প্রকার পাঠও দেখা যায়। (৪) 'লিঙ্গং ব্রহ্মবাচ্যং' মুখই মুক্তিক পুস্তকের পাঠ।

নমো নিঃসঙ্গশুদ্ধজিগুণবিরহিতো ধ্বস্তমোহাঙ্ককারো,  
 নাসাগ্রে ন্যস্তদৃষ্টিবিদিতভবগুণো নৈব দৃষ্টঃ কদাচিৎ ।  
 উন্নয়্যাবস্থয়া ত্বাং \* বিগতকলিমলং শঙ্করং ন স্মরামি,  
 ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥১০॥

\* অনুবাদ ।—হে ভর ! নথ অর্থাৎ দিগম্বর, নিঃসঙ্গ, শুদ্ধ, ( সর্ববিষয়ে  
 'অনাসক্ত' ও নির্বিকার ), সহ, রজঃ ও তমোগুণের অতীত, অজ্ঞানরূপ-অঙ্ককার-  
 বর্জিত নাসাগ্রে ন্যস্তদৃষ্টি শিবমহিমাভিজ্ঞ ( কোন ব্যক্তিকে ) কখনই আমি দেখি  
 নাই ; হে শঙ্কর ! উন্নয়্যনামক যোগাবস্থায় কলিমলক্ষয়কারী তোমাকে স্মরণ করিতে  
 পারি নাই, হে শিব, হে শস্তো, হে মহাদেব, আমার ( এই ) অপবাধ ক্ষমা করিতে  
 আজ্ঞা কর । ১০ ॥

চন্দ্রোদ্যাসিতশেখরে স্মরহরে গঙ্গাধরে শঙ্করে,  
 সপৈর্ভূমিতকর্ণকর্ণবিবরে নেত্রোৎথবৈশ্বানরে ।  
 দন্তিত্বক্কৃত সুন্দরান্বর-ধরে ত্রৈলোক্যসারে হরে,  
 মোক্ষার্থং কুরু চিত্তবৃত্তিমচলা † মন্যেস্তু কিং কশ্যভিঃ ॥১১॥

অনুবাদ ।—যাঁহার মৌলি চক্রগুণপ্রদীপ্ত, যিনি কামদেবকে ভঙ্গী-  
 ভূত করিয়াছেন, যিনি স্বীয় মস্তকে গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছেন, যিনি সকলের  
 মঙ্গল-সাধন করেন, যিনি সর্প দ্বারা কণ্ঠে ও কর্ণে ভূষণ পরিধান করিয়াছেন, যাঁহার  
 নয়ন হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি গজচর্ম দ্বারা সুন্দর অশ্বর ধারণ করিয়া-  
 ছেন, যিনি ত্রিভুবনের সারভূত, মোক্ষলাভের নিমিত্ত সেই হরে চিত্ত-বৃত্তি  
 স্থির কর, অত্র কর্ণে প্রয়োজন কি ? ১১ ॥

কিং বানেন ‡ ধনেন বাজিকরিভিঃ প্রাপ্তেন রাজ্যেন কিং,  
 কিংবা পুত্রকলত্রমিষ্টপশুভির্দেহেন গেহেন কিম্ ।  
 জ্ঞাত্বৈতৎ ক্ষণভঙ্গুরং সপাদি রে ত্যাজ্যং মনো দূরতঃ,  
 স্বাত্মার্থং গুরুবাক্যতো ভজ ভজ শ্রীপার্বতীবল্লভম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ।—এই অতুল ধন দ্বারা কোন ফল হইবে না, হস্তী ও ঘোটকে

\* উন্নয়্যাবস্থা কচিং পাঠ ।

† 'মখিলা' এই পাঠও আছে ।

‡ দানেন' পাঠও দৃষ্ট হয় ।

কোন প্রয়োজন নাই, রাজ্যে কি হইবে? পুত্র, কলত্র, বন্ধু ও পণ্ড ঘারাই বা কি হইবে? এই দেহ বা গৃহেই বা কি হইবে? এই ধনাদি ক্ষণভঙ্গুর, ইহা জানিয়া রে মন, দূর হইতে এ সকল পরিত্যাগ কর এবং গুরুবাক্যানুসারে সেই পার্শ্বতীব্রভকে ভজনা কর, ভজনা কর ॥ ১২ ॥

আয়ুর্নশ্চতি পশ্চতাং প্রতিদিনং যাতি ক্ষয়ং যৌবনং,  
প্রত্যায়াস্তি গতাঃ পুনর্ন দিবসাঃ কালো জগদ্রক্ষকঃ ।  
লক্ষ্মীস্তোয়তরঙ্গভঙ্গচপলা বিদ্যুচ্চক্ষুঃ জীবিতং,  
তস্মান্মাং শরণাগতং শরণদ ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ ।**—দেখিতে দেখিতে প্রত্যহ আয়ুঃ ক্ষয় হইতেছে, এই যৌবন (প্রতিক্ষণ) ক্ষয় পাইতেছে, গত দিন পুনর্বার আগমন করিতেছে না, সর্বসংহারক কাল ত্রিভুবনের সকলকেই ভক্ষণ করে, এই যে সম্পদ, ইহাও সলিলতরঙ্গের ত্রায় চপল, এই জীবন বিদ্যুতের ত্রায় চঞ্চল । অতএব হে শরণদ ! আমি তোমার শরণাগত হইলাম, এক্ষণে তুমি আমাকে রক্ষা কর ॥ ১৩ ॥

বপুঃ প্রাচুর্ভাবাদনুমিতমিদং জন্মানি পুরা  
পুরারে ন প্রায়ঃ কচিদপি ভবন্তুং প্রণতবান্ ।  
নমস্কৃতঃ সম্প্রত্যহমতনুরঞ্চেহপ্যনতিভাঙ্  
মহেশ ক্ষন্তব্যং তমিদমপরাধদ্বয়মপি ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ ।**—হে ত্রিপুরাস্তক, এই শরীর যখন হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে তোমাকে কখনই প্রণাম করি নাই, ইহা অনুমান করিতেছি, সম্প্রতি তোমাকে প্রণাম করিয়া (তাহার ফলে মুক্তিলাভ করায় শরীর ধারণ করিব না; স্মরণ্য পরে) আর তোমাকে প্রণাম করিতে পারিব না, (অগ্র-পশ্চাতে প্রণাম না করার জন্য যে) এই ছই অপরাধ, হে মহেশ, তাহা ক্ষমা করিতে আজ্ঞা ২য় ॥ ১৪ ॥

করচরণকৃতং বাক্যজং কন্মজং বা,  
শ্রবণনয়নজং বা মানসং বাপরাধম্ ।  
বিহিতমবিহিতং বা সর্বমেতৎ ক্রমশ্চ,  
জয় জয় করুণাক্ষে শ্রীমহাদেব শঙ্কো ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ ।**—হে শঙ্কো ! হে মহাদেব ! আমার হস্তকৃত, পাদকৃত,

বাক্যকৃত, শরীরকৃত, কৰ্ম্মকৃত, শ্রবণকৃত, নয়নকৃত ও নানাসিক যে যে অপরাধ  
আছে এবং আমি বিহিত ও অবিহিত যাহা কিছু করিয়াছি, হে কৰুণাসাগর !  
সেই সকল অপরাধ ক্ষমা কর । হে শস্ত্রো ! হে মহাদেব ! তোমার জয়  
হউক ॥ ১৫ ॥

গাত্রং ভস্মাসিতং সিতঞ্চ ইসিতং হস্তে কপালং সিতং,  
খট্টাঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চ বৃষভঃ কর্ণে সিতে কুণ্ডলে ।  
গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেশ্চন্দ্রঃ সিতো মূৰ্দ্ধনি,  
সোহয়ং সৰ্ব্বসিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং শঙ্করঃ ॥ ১৬ ॥\*

তি শিবরাপরাধ-ক্ষমাপনস্তোত্রং সম্পূর্ণম্

**অনুবাদ ।**—যাঁহার গাত্র ভস্মানুলেপনে শ্বেতবর্ণ, হস্ত শ্বেতবর্ণ, হস্তে  
শ্বেতবর্ণ কপাল, যাঁহার খট্টাঙ্গ, বৃষ ও কর্ণকুণ্ডল শ্বেতবর্ণ, গঙ্গাফেনমিশ্রণে জটা  
শ্বেতবর্ণ, ভালে চন্দ্র শ্বেতবর্ণ, সেই সৰ্ব্বশ্বেত শঙ্কর পাপক্ষয় সহ বিভব  
প্রদান করুন ॥ ১৬ ॥

শিবাপরাধক্ষমাপনস্তোত্র সম্পূর্ণ ।

দাক্ষিণ্যমূর্তি-স্তোত্র ।

উপাসকানাং যদুপাসনীয়-  
মুপান্তবাসং বটশাখিমূলে ।  
তদ্ধাম দাক্ষিণ্যজুষা স্বমূর্ত্যা  
জাগৰ্ত্তু চিন্তে মম বোধরূপম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—উপাসকগণের যিনি উপাসনীয়, বটবৃক্ষের মূলে অবস্থিত  
সেই জ্ঞানস্বরূপ জ্যোতিঃ, দাক্ষিণ্যপূর্ণ নিজ মূর্তি আশ্রয়ে আমার চিন্তে জাগরিত  
ধাকুন ॥ ১ ॥

অদ্রাক্ষমক্ষীণ-দয়ানিধান-  
মাচার্য্যমাগুং বটমূলভাগে ।  
মৌনেন মন্দস্মিতভূষিতেন  
মহর্ষি-লোকসু তমো নুদন্তম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ।—পূর্ণদয়ানিধি মুহমন্দ ঈষৎ হাস্যযুক্ত যৌন-মুদ্রা-ধারা মহর্ষি-  
বৃন্দের অজ্ঞানাক্রকার দূর করিতেছেন, এইরূপ প্রথম আচার্য্যকে আমি বট-  
মূলদেশে দেখিয়াছি ॥ ২ ॥

বিদ্রাবিতাশেষতমোগুণেন  
মুদ্রাবিশেষেণ মুহুমুনীনাম্ ।  
নিরসু মায়াং দয়য়া বিধত্তে  
দেবো মহাংস্তত্ত্বমসীতি বোধম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ।—মহাদেব অশেষ তমোগুণবিনাশী মুদ্রাবিশেষ দ্বারা মূনি-  
গণের অবিজ্ঞা দূর করিয়া কৃপা পূর্বক তত্ত্বমসি মহাবাক্যার্থ-বোধ সম্পাদন  
করিতেছেন ॥ ৩ ॥

অপারকারুণ্য-সুধাতরঙ্গৈ-  
রপাঙ্গপাতৈরবলোকয়ন্তম্ ।  
কঠোর-সংসার-নিদাঘ-তপ্তান্  
মুনীনহং নোমি গুরুং গুরুণাম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ।—যিনি দারুণ সংসারতাপতপ্ত মূনিগণের প্রতি অপার  
করুণাসুধাতরঙ্গময় অপাঙ্গদৃষ্টিপাত করিতেছেন, গুরুগণের সেই গুরুকে  
স্তব করি ॥ ৪ ॥

মমাগু দেবো বটমূলবাসী  
কৃপাবিশেষাৎ কৃত-সন্নিধানঃ ।  
ওঙ্কাররূপায়ুপদিষ্ট্য বিদ্যাম্  
আবিষ্টকধ্বাস্তমপাকরোতু ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ।—বটমূলবাসী অতীষ্টদেব বিশেষ কৃপাগুণে সন্নিহিত হইয়া  
প্রণববিজ্ঞা উপদেশ পূর্বক অস্ত্র আমার অবিজ্ঞা-অক্রকার দূর করুন ॥ ৫ ॥

কলাভিরিন্দোরিব কল্পিতাঙ্গং  
মুক্তাকলাপৈরিব বন্ধমূর্তিम् ।  
আলোকয়ে দেশিকমপ্রমেয়-  
মনাগ্রবিদ্যাতিমিরপ্রভাতম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ :- বাঁহার অঙ্গ-সমূহ যেন চক্ৰকলার দ্বারা নির্মিত, বাঁহার  
মূর্তি যেন মুক্তাকলাপে রচিত, অনাদি অবিদ্যা-তিমিরের প্রভাত তুল্য সেই  
অতুলনীয় উপদেশককে অবলোকন করিতেছি ॥ ৬ ॥

সদক্ষ-জানু-স্থিত-বামপাদং  
পাদোদরালঙ্কৃত-যোগপটম্ ।  
অপস্মৃতেরাহিতপাদমঙ্গে  
প্রণোমি দেবং প্রণিধানবন্তম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ :- স্বীয় দক্ষিণ জানুর উপরিভাগে বাঁহার বাম পাদ অবস্থিত,  
বাঁহার যোগপট ভূজঙ্গে অলঙ্কৃত, মিথ্যাজ্ঞানরূপা মূর্তিমতী .অপস্মৃতির অঙ্গে  
বাঁহার পাদপদ্ম অঁপিত, সেই প্রণিধান-যোগপরায়ণ দেব-দেবকে স্তব করি ॥ ৭ ॥

তত্ত্বার্থমন্তেবসতামৃষীগাম্  
যুবাপি যঃ সন্ন্যাসদেষ্ঠুমীচ্চে ।  
প্রণোমি তং প্রাক্তনপুণ্য-জালৈ-  
রাচার্য্যমাশ্চর্য্য-গুণাধিবাসম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ :- যিনি যুবা হইয়াও ( বৃদ্ধ ) অন্তেবাসী ঋষিদিগকে তত্ত্বার্থ  
উপদেশ করিবার সামর্থ্য প্রকাশ করিতেছেন, সেই আশ্চর্য্য গুণনিকেতন  
আচার্য্যকে প্রাক্তন পুণ্যপুঞ্জ স্তব করিতেছি ॥ ৮ ॥

একেন মুদ্রাং পরশুং করেণ  
করেণ চান্ধেন মৃগং দধানঃ ।  
স্বজানু-বিন্যস্তকরঃ পুরস্তা-  
দাচার্য্যচূড়ামণিরাবিরস্ত ॥ ৯ ॥

অনুবাদ :- যিনি এক হস্তে জ্ঞানমুদ্রা, অপর হস্তে কুঠার, অস্ত্র হস্তে

মৃগ ধারণ করিতেছেন, নিজ জাহ্নুতে অপর হস্ত বিস্তৃত, সেই আচার্য্যচূড়ামণি  
সম্মুখে আবির্ভূত হউন ॥ ৯ ॥

আলেপবস্ত্রং মদনাস্ত্রভূত্যা  
শার্দূলকৃত্যা পরিধানবস্ত্রম্ ।  
আলোকয়ে কঞ্চন দেশিকেক্ষু-  
মজ্ঞানবারাকর-বাড়বাগ্নিম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ :—মদনদেহভঙ্গ্য বাহার অনুলেপন, শার্দূল-চন্দ্র বাহার  
পরিধানবস্ত্র, সেই অজ্ঞান-সমুদ্রের বাড়বানলস্বরূপ কোন দেশিকেক্ষকে অবলোকন  
করি। দেশিকেক্ষ অর্থে আচার্য্য-চূড়ামণি ॥ ১০ ॥

চারুস্থিতং সোমকলাবতংসং  
বীণাধরং ব্যক্ত-জটাকলাপম্ ।  
উপাসতে কেচন যোগিনস্ত-  
মুপান্তনাদানুভবপ্রমোদম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ :—যিনি মনোহরভাবে অবস্থিত, চন্দ্রকলা বাহার শিরো-  
ভূষণ, যিনি বীণা ধারণ করিতেছেন, বাহার জটাকলাপ বিস্তৃত, নাদানু-  
সন্ধানযোগ দ্বারা আনন্দপ্রাপ্ত তাঁহাকে কোন কোন ( ভাগ্যবান্ ) যোগী উপাসনা  
করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

উপাসতে যং মুনয়ঃ শুকাত্মা .  
নিরাশিষো নিশ্চয়মত্যাধিবাসাঃ ।  
তং দক্ষিণামূর্ত্তিতনুং মহেশ-  
মুপাস্মহে মোহ-মহান্তি-শাত্ত্য ॥ ১২ ॥

অনুবাদ :—শুক প্রভৃতি মমত্বদোষশূন্য নিকাম মুনিগণ বাহাকে  
উপাসনা করেন, মোহমহাভ্র-শান্তির জন্য দক্ষিণামূর্ত্তি-রূপধারী সেই মহেশ্বরকে  
উপাসনা করি ॥ ১২ ॥

কান্ত্যা নিম্বিত-কুন্দ-কন্দল-বপুন'গ্রথোদধমূলে বসন্  
কারুণ্যায়তবারিভির্নৃ'নিজনং সস্তাবয়ন্ বীক্ষিতৈঃ ।



মোহ-ধ্বাস্ত-বিভেদনং বিরচয়ন্ বোধেন তত্তাদৃশা  
দেবস্তুত্বমসীতি বোধয়তু মাং মুদ্রাবতা পাণিনা ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ ।—ঐহার শরীরকাস্তি কন্দকুমুদপুঞ্জকে নিন্দা প্রদান করিয়াছে, বটমূলে যিনি অবস্থিত হইয়া করুণামৃতপূর্ণ দৃষ্টিপাতে মুনি-জনকে অমুগ্ধীত করিতেছেন, তাদৃশ অর্থাৎ মহাবাক্যজনিত জ্ঞানতুলা তত্ত্ব-জ্ঞান দ্বারা যিনি মোহাঙ্ককার দূর করিতেছেন, সেই দেব জ্ঞানমুদ্রাযুক্ত করসঙ্কেতে আমাকে, তত্ত্বমসি এই বাক্যার্থ বোধ প্রদান করুন ॥ ১৩ ॥

অগৌরগাত্তৈরললাট-নেত্রৈ-  
রশান্তবেমৈরভূজঙ্গভূষৈঃ ।  
অবোধমুদ্রৈরনপাস্তুনিদ্রৈ-  
রপূরকামৈরমরৈরলং নঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ ।—ঐহাদিগের দেহ শুভ্র নহে, ঐহাদিগের ললাটে নেত্র নাই, ঐহাদিগের বেশ শান্ত নহে, ঐহাদের ভূজঙ্গ-ভূষণ নাই, ঐহাদের হস্তে তত্ত্বমুদ্রা নাই, ঐহার (যোগবলে) নিদ্রাক্রয় করিতে সমর্থ হন নাই, ঐহার পূর্ণকাম নহেন, একরূপ দেবতায় আমাদিগের প্রয়োজন নাই ॥ ১৪ ॥

দৈবতানি কতি সন্তি চাবনৌ  
নৈব তানি মনসো মতানি মে ।  
দীক্ষিতং জড়ধিয়ামনুগ্রহে  
দক্ষিণাভিমুখমেব দৈবতম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ।—ভূমণ্ডলে কত দেবতা আছেন, তাঁহার। কিন্তু আমার মনোমত নহেন, জড়মতি জনগণের অনুগ্রহে ব্রতী দক্ষিণামূর্ত্তিই ( আমার মনোমত ) দেবতা ॥ ১৫ ॥

মুদিতায় মুগ্ধশশিনাবতংসিনে  
ভসিতাবলেপ-রমণীয়-মূর্ত্তয়ে ।  
জগদিন্দ্রজাল-রচনা-পটীয়সে  
মহসে নমোহুস্ত বটমূলবাসিনে ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ ।—সুন্দর, শশিকলা-শিরোভূষণ, ভাস্মাভূষণ-কমনীয়-কায়,

ইন্দ্রজালরূপে জগৎনিৰ্ম্মাণ-সুপটু, বটমূলবাসী মুদিত জ্যোতির প্রতি নমস্কার  
( অপি ত ) ইউক ॥ ১৬ ॥

ব্যালম্বিনীভিঃ পরিতো জটাভিঃ  
কলাবশেষেণ কলাধরেণ ।  
পশ্যল্লালাটেন মুখেন্দুনা চ  
প্রকাশসে চেতসি নিৰ্ম্মলানাম্ ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ ।**—তুমি চতুর্দিকে বিলম্বিত জটাকলাপশোভিত ললাট ও  
কলাবশেষ-শশধর-ভূষিত চন্দ্রতুলা মুখমণ্ডলে ও ললাটে নয়নযুক্ত, তুমি নিৰ্ম্মল  
পুরুষগণের হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়া থাক ॥ ১৭ ॥

উপাসকানাং ত্বমুপাসহায়ঃ  
পূর্ণেন্দুভাবং প্রকটীকরোমি ।  
যদগ্ৰ তে দর্শনমাত্রতো মে  
দ্রবত্যহো মানসচন্দ্রকান্তঃ ॥ ১৮ ॥

**অনুবাদ ।**—( হে দেব ! ) তুমি উমা-সমবিত হইয়া উপাসকবর্গের পক্ষে  
পূর্ণচন্দ্রভাব প্রকাশ করিতেছ, ( উনাললাটে অর্ধচন্দ্র ও তোমার ললাটে অর্ধচন্দ্র,  
এইরূপে পূর্ণচন্দ্র সম্পন্ন হইয়াছে, অথচ পূর্ণচন্দ্রবৎ শুভ্র ও আচ্ছাদকর হইয়াছে )  
যে হেতু অগ্ৰ তোমার দর্শনমাত্র আমার মানসরূপ চন্দ্রকান্তমণি দ্রবীভূত হইতেছে ।  
( পূর্ণচন্দ্রপ্রকাশে চন্দ্রকান্তমণির জলক্ষরণ প্রসিক্ত—মানস আদ্র হয় ভক্তিবলে ) ॥ ১৮ ॥

যন্তে প্রসন্নামনুসন্দধানো  
মূর্ত্তিং মুদা মুগ্ধশশাঙ্কমৌলেঃ ।  
ঐশ্বর্য্যমায়ুর্লভতে চ বিদ্যা-  
মন্তে চ বেদান্ত-মহারহস্যম্ ॥ ১৯ ॥  
ইতি দক্ষিণামূর্ত্তি-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ ।**—যে ব্যক্তি আনন্দ সহকারে সুন্দর শশিকলা-মৌলি তোমার  
প্রসন্ন মূর্ত্তির ধ্যান করেন, তিনি ঐশ্বর্য্য, আয়ুঃ ও বিদ্যা লাভ করেন এবং  
অন্তে বেদান্তমহারহস্য বস্তু ( ব্রহ্ম ) লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

দক্ষিণামূর্ত্তি-স্তোত্র সমাপ্ত ।

# দক্ষিণামূর্ত্যষ্টক ।\*

ঐগণেশায় নমঃ ।

বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমাননগরীতুল্যং নিজাস্তর্গতং  
পশ্যম্নান্নি মায়ায়া বহিরিবোদ্ধৃতং যথা নিদ্রিতম্ ।  
যঃ সাক্ষী কুরুতে প্রবোধসময়ে স্বাত্মানমেবাদ্বয়ং, †  
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ১ ॥

অনুবাদ :- যিনি দর্পণে প্রতিবিম্বিত নগরীর ত্যায় এই নিজাস্তর্গত  
বিশ্বকে মায়াপ্রভাবে বহিঃপ্রদেশে উদ্ভূতের ত্যায় দর্শন করত নিদ্রাবস্থাপ্রাপ্ত  
স্বাত্মার নিদ্রাসাক্ষিণের ত্যায় জাগ্রত সময়ে নিজ অদ্বয় আত্মাকে ( দৃশ্যমান বিশ্বের )  
সাক্ষী করেন, সেই শ্রীগুরুমূর্ত্তি শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তিকে এই নমস্কার ॥ ১ ॥

বীজশাস্ত্ররিবাকুরো ‡ জগদিদং প্রাণ্‌নির্বিবকল্পং পুন-  
শ্মায়াকল্পিতদেশকালকলনাবৈচিত্র্যচিহ্নীকৃতম্ ।  
মায়াবীব বিজৃম্বয়ত্যপি মহাযোগীব যঃ স্বেচ্ছয়া,  
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ২ ॥

অনুবাদ :- বীজের মধ্যে যেমন অক্ষুর থাকে, সেইরূপ এই জগৎ, সৃষ্টির  
পূর্বে নির্বিবকল্প ( অব্যাকৃত ) অর্থাৎ অব্যক্ত ছিল, যিনি তাহাকে মায়াকল্পিত দেশ-  
কাল-রূপাদি বৈচিত্র্যে বিবিধরূপী করিয়া মায়াবীর ( ঐক্সজালিকের ) ত্যায় অথবা  
মহাযোগীর ত্যায় স্বেচ্ছাক্রমে প্রকাশিত করেন, সেই শ্রীগুরুমূর্ত্তি শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তিকে  
এই নমস্কার ॥ ২ ॥

যস্মৈব স্ফুরণং সদাত্মকমসংকল্পার্থকং ভাসতে,  
সাক্ষাত্ত্বমসীতি বেদবচসা যো বোধয়ত্যাশ্রিতান্ ।  
যৎসাক্ষাৎকরণান্তবেদে পুনরাবৃত্তির্ভবান্তোনিধৌ,  
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :- বাহ্যর সংস্বরূপ স্ফুরণ, অসংকল্প বিবরণে প্রকাশ পাইয়া

\* অন্তবিধ দক্ষিণামূর্ত্তি-স্তোত্র । পাঠান্তরে দক্ষিণামূর্ত্যষ্টক ।

† ‘মেবাবয়ং’ পাঠান্তর ।

‡ ‘বীজশাস্ত্ররিবাকুরো’ পাঠে ‘যৎ’ পদের অধ্যাহার করিতে হয় না ।

থাকেন, 'তৎ ত্বমসি' এই বেদবাক্য দ্বারা যিনি আশ্রিতগণের তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন করেন, যাহার সাক্ষাৎকার হইলে, ভবসমুদ্রে পুনরাগমন হয় না, সেই শ্রীগুরুমূর্তি শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে এই নমস্কার ॥ ৩ ॥

নানা-ছিদ্র-ঘটোদর-স্থিত-মহাদীপ-প্রভা-ভাস্বরং,  
জ্ঞানং যন্ত তু চক্ষুরাদিকরণদ্বারা বহিঃ স্পন্দতে ।  
জানামীতি যমেব ভাস্তমনুভাত্যেতৎ সমস্তং জগৎ,  
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ।—যেমন নানাছিদ্রযুক্ত ঘটের মধ্যে মহাপ্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইলে সেই প্রদীপের আভা ঐ ঘটস্থিত ছিদ্র দ্বারা বহির্গত হয়, তদ্রূপ যাহার ভাস্বর জ্ঞান চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা বহির্গত হয়, আর 'জানামি' এই আকারে প্রকাশমান যাহার আনুগতোই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত, সেই শ্রীগুরুমূর্তি শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে এই নমস্কার ॥ ৪ ॥

দেহপ্রাণমপীন্দ্রিয়ান্যপি চলাং বুদ্ধিং চ শূন্যং বিদুঃ,  
স্রীবালাক্কজড়োপমাস্ত্বহমিতি ভ্রান্তা ভৃশং বাদিনঃ ।  
মায়া-শক্তি-বিলাস-কল্যা-তদহং-ব্যামোহ-সংহারিণে \*  
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ।—স্রীলোক, বালক, অন্ধ ও জড়সদৃশ ভ্রান্তবাদী সকল,—দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, কণিক বিজ্ঞান ও শূন্যকে 'অহং' বলিয়া জানে, যিনি মায়া-শক্তিবিলাসে কল্পনায় সেই 'অহং'-জ্ঞানরূপ অজ্ঞানকে সংহার করেন, সেই শ্রীগুরুমূর্তি শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে এই নমস্কার ॥ ৫ ॥

রাহুগ্রন্থদিবাকরেন্দুসদৃশো মায়াসমাচ্ছাদনাৎ,  
সম্মাত্রঃ করণোপসংহরণতো যোহভূৎ স্রষ্টৃপুং পুমান্ ।  
প্রাগম্ব্যাপ্সমিতি প্রবোধসময়ে যঃ প্রত্যভিজ্ঞায়তে,  
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ।—যিনি মায়াবৃত্ত আচ্ছাদনে রাহুগ্রন্থ সূর্য্য-চন্দ্র সদৃশ,

\* 'কল্পিতমহাব্যামোহসংহারিণে' ইতি পাঠান্তর ।

( অন্ধকার আলোকের সূগপৎ সম্মিলন ) যে পুরুষ ইন্দ্রিয়ের বা ব্যাপারের বিলয় দ্বারা সম্ভাব্যরূপে স্তম্ভিত ছিলেন, জাগরণসময়ে আমি স্তম্ভ ছিলাম, এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞাত হইলেন, সেই শ্রীগুরুমূর্তি শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে এই নমস্কার ॥ ৬ ॥

বাল্যাদিষপি জাগ্রদাদিষু তথা সর্বাস্ববস্থাস্বপি,  
ব্যাবৃত্তাস্বনুবর্তমানমহমিত্যন্তঃ স্মরন্তঃ সদা ।  
স্বাত্মানং প্রকটীকরোতি ভজতাং যো মুদ্রয়া ভদ্রয়া,  
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—বাল্যাদি বয়োহবস্থা এবং জাগ্রদাদি অবস্থাত্বেয়ের পরিবর্তনেও যিনি অপরিবর্তমান, ‘মহং’রূপে সদা অন্তরে প্রকাশমান, যিনি ভদ্র ( মঙ্গলকর ) মুদ্রা দ্বারা ভক্তগণের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন, সেই শ্রীগুরুমূর্তি শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে এই নমস্কার ॥ ৭ ॥

বিশ্বং পশ্যতি কার্য্যকারণতয়া স্বস্বামিসম্বন্ধতঃ,  
শিষ্যাচার্য্যতয়া তথৈব পিতৃপুত্রাত্মানা ভেদতঃ ।  
স্বপ্নে জাগ্রতি বা য এব পুরুষো মায়াপরিভ্রামিত-  
স্তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—যে পুরুষ মায়াচক্রে পরিভ্রামিত হইয়া বিশ্বকে কার্য্যকারণ-ভাবে স্বস্বামি-সম্বন্ধে শিষ্য ও আচার্য্যভাবে এবং পিতা-পুত্রাদিভাবে ভেদদৃষ্টিতে অবলোকন করেন (অর্থাৎ যিনি জীবভাবে স্থিত), সেই শ্রীগুরুমূর্তি শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে এই নমস্কার ॥ ৮ ॥

ভূরন্তাংশুনলোহনিলাস্বরমহর্নাথো হিমাংশুঃ পুমা-  
নিত্যাভাতি চরাচরাত্মকমিদং যতৈশ্চ ব মূর্ত্যৈষ্চকম্ ।  
নান্যৎ কিঞ্চন বিদ্যতে বিম্বশতাং বস্মাৎ পরস্মাদ্বিভো-  
স্তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ ।**—বাহ্যরূপে—পৃথিবী, জল, অনল, অনিল, আকাশ, সূর্য্য ও পুরুষ অর্থাৎ যজমান এই অষ্ট মূর্তি—চরাচর বিশ্ব, তত্ত্বজ্ঞের পক্ষে, যে বিভূ পরমাশ্রয় ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, সেই শ্রীগুরুমূর্তি শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে এই নমস্কার ॥ ৯ ॥

সৰ্বাত্মত্বমিতি স্ফুটীকৃতমিদং যস্মাদমুশ্লিংশুবে,  
 তেনাস্ত্র শ্রবণাত্তথার্থ-মননাদ্ভ্যানাচ্চ সঙ্কীৰ্ত্তনাৎ ।  
 সৰ্বাত্মত্বমহাবিভূতিসহিতং স্ৰাদীশ্বরত্বং স্বতঃ,  
 সিধ্যোক্তং পুনরক্ৰুতধাপরিণতং চৈশ্বর্যমব্যাহতম্ ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ** :—যে হেতু এই স্তরে, এই ভাবে সৰ্বাত্মত্ব স্পষ্টীকৃত, অতএব  
 এই স্তরের সম্যক পাঠ, শ্রবণ, অর্থ-মনন এবং ধ্যানের ফলে, সৰ্বাত্মত্ব  
 মহাবিভূতি-সমন্বিত ঈশ্বরত্ব স্বতঃ হইয়া থাকে, আবার তাহারই অষ্টবিধ অব্যাহত  
 ঐশ্বর্য ( অগ্নিাদি ) সিদ্ধ হয় ॥ ১০ ॥

বটবিটপিসমীপে ভূমিভাগে নিষল্লং  
 সকলমুনিজনানাং জ্ঞানদাতারমারাৎ ।  
 ত্রিভুবনগুরুমীশং দক্ষিণামূর্তিদেবং,  
 জননমরণদুঃখচ্ছেদদক্ষং নমামি ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ** :—যিনি বটবৃক্ষ-সন্নিধানে ভূতলে উপবিষ্ট হইয়া সমীপগত সকল  
 মুনিজনকে স্বীয় শিষ্যরূপে জ্ঞানপ্রদান করিয়াছেন এবং যিনি জনন-মরণ-জনিত  
 দুঃখচ্ছেদ করেন, সেই ত্রিলোকের গুরু দক্ষিণামূর্তি দেবকে নমস্কার করি ॥ ১১ ॥

চিত্রং বটতরোমূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুযুবা ।  
 গুরোস্তু মোনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ** :—বটবৃক্ষের মূলে আশ্রিয়া ব্যাপার এই, গুরু যুবা, শিষ্যগণ  
 বৃদ্ধ ; মোনযুক্ত ব্যাখ্যান আর তাহাতেই শিষ্যগণের সংশয় দূর হইতেছে ॥ ১২ ॥

ওঁ নমঃ প্রণবার্থায় শুদ্ধজ্ঞানৈকমূর্তয়ে ।  
 নির্মলায় প্রশান্তায় দক্ষিণামূর্তয়ে নমঃ ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ** :—যিনি প্রণবের প্রতিপাদ্য, ঋগ্ভার মূর্তি শুদ্ধ জ্ঞানময়, যিনি  
 নির্মল ও প্রশান্ত, সেই দক্ষিণামূর্তিকে নমস্কার ॥ ১৩ ॥

নিধয়ে সৰ্ববিদ্যানাং ভিষজে ভবরোগিণাম্ ।  
 গুরবে সৰ্বলোকানাং দক্ষিণামূর্তয়ে নমঃ ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ** :—যিনি সৰ্ববিধ বিদ্যার আকরস্বরূপ, যিনি সৰ্বপ্রকার ভব-  
 রোগীর চিকিৎসক, যিনি সৰ্বলোকের গুরু, সেই দক্ষিণামূর্তিকে নমস্কার ॥ ১৪ ॥

মৌন-ব্যাখ্যা-প্রকটিত-পর-ব্রহ্ম-তত্ত্বং যুবানং,  
 বাশিষ্ঠান্তেবসদৃষিগণৈরাবৃতং ব্রহ্মনিষ্ঠৈঃ ।  
 আচার্যেन्द्रং কর-কলিত-চিন্মুদ্রমানন্দ-রূপং,  
 স্বাত্মারামং মুদিতবদনং দক্ষিণামূর্ত্তিমীড়ে ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ ।**—মৌনযুক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা পরব্রহ্মতত্ত্ব-প্রকাশক বাশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মনিষ্ঠ স্বীয় ঋষিশিষ্যগণে পরিবৃত্ত দক্ষিণহস্তে জ্ঞানমুদ্রাধারী আত্মারাম প্রসন্ন-বদন তরুণ আচার্য্যরাজ দক্ষিণামূর্ত্তিকে স্তব করি ॥ ১৫ ॥

**এই স্তবের ভাবার্থঃ**—একমাত্র ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, দর্পণে প্রতিবিম্বের স্থায় মায়া-কল্পিত জগৎ ব্রহ্মেই প্রকাশমান হইয়া থাকে; ঐন্দ্রজালিক যেমন ঐন্দ্রজাল সৃষ্টি করে, ব্রহ্ম সেইরূপ মায়াবলে জগৎ সৃষ্টি করেন, নিদ্রিত জীবের আরোপিত নিদ্রাসাক্ষিৎস্বরূপ, জীবের বিশ্বসাক্ষিৎস্বরূপ সেইরূপ । সাক্ষিৎস্বরূপ অর্থ সাক্ষাৎকার ; যিনি সাক্ষাৎকারের কর্তা, তিনি সাক্ষী । ‘সাক্ষাৎকার’ কথাটার অর্থ—অব্যবহিত অপরোক্ষজ্ঞান । বাহ্যবস্তুর যে অপরোক্ষ জ্ঞান অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতে বাবধান আছে, কারণ, ইন্দ্রিয়সম্বন্ধাদি ইহার মধ্যে আছে, অতএব তাহা অব্যবহিত নহে,—অন্তঃকরণবৃত্তি বা অবিজ্ঞাবৃত্তিবিষয়ে যে অপরোক্ষ জ্ঞান—তাহা অব্যবহিত । আত্মা ও বৃত্তি এই দু’এর মাঝে ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধাদি অপর কোন কারণ বর্ত্তমান না থাকাতেই ইহা ব্যবধান-শূন্য । সেই বৃত্তিবিষয়ে জীবের যে অপরোক্ষজ্ঞান হয়, তাহা অব্যবহিত, অতএব তাহা সাক্ষাৎকার । নিদ্রার সহিত নিদ্রিত জীবের এইরূপ অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার হয় । সেই জন্তই নিদ্রাভঙ্গ বা জাগরণের অবস্থায় আমি স্মৃখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে । নিদ্রা অবিজ্ঞা-বৃত্তি । অবিজ্ঞা অন্তঃকরণের উপাদান, এই অবিজ্ঞাই সমষ্টিরূপ হইলে মায়া নামে অভিহিত । বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাস্তব বহিঃসত্তা নাই, উহা নিদ্রার স্থায় মায়া বা অবিজ্ঞারই বৃত্তি । স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর স্থায় বাহ্যবৎ প্রতীত হইয়া থাকে । বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও অবিজ্ঞা-বৃত্তি ; এই কারণে ইহার সাক্ষাৎকার জীব করিয়া থাকেন, এই সাক্ষাৎকারের অবস্থাই জাগ্রৎ অবস্থা ।

ইহা ‘বৃত্তি’স্বরূপ না হইয়া যথার্থ বাহ্যবস্ত হইলে, জীব ইহার সাক্ষাৎকার-কর্তা অর্থাৎ ‘সাক্ষী’ হইতেন না । জীবকেই প্রথম শ্লোকে ‘স্বাত্মা’ বলা হইয়াছে । দক্ষিণামূর্ত্তি ব্রহ্মের মায়িক মূর্ত্তি—সদাশিবেরই জ্ঞানোপদেশক রূপ ।

তিনিই ‘তত্ত্বমসি’ মহাবাক্যস্থ ‘তৎ’-পদার্থ এবং ‘তৎ’-পদার্থ। অবিদ্যাবশে ভেদ-জ্ঞান তাঁহাতেই প্রকাশিত হয়, এবং ভেদজ্ঞান-নিবৃত্তি তাঁহাতেই হয়। সদাশিব ব্রহ্মস্বরূপ, এই কারণে বিশ্ব তাঁহারই অষ্টমূর্ত্তি বলিয়া কথিত, ব্রহ্ম ভিন্ন অপর বস্তু না থাকাতেই এই উপদেশ আছে। দক্ষিণামূর্ত্তিধারী সদাশিব ত্রিভুবনের গুরু, যিনিই উপদেশক-পদে অধিষ্ঠিত হয়েন, দক্ষিণামূর্ত্তির স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা তাঁহাতেই হইয়া থাকে। এই যে দক্ষিণামূর্ত্তি নামে আখ্যাত সদাশিবের মায়িক রূপ,—ইহা যৌবনমণ্ডিত ও মনোহর, জ্ঞানমুদ্রা ধারা বিনা বাক্যোচ্চারণে অন্তর্যামিস্বরূপে বৃদ্ধ বশিষ্ঠাদি ঋষিগণকে বটমূলে ইনি জ্ঞানোপদেশ করিয়াছিলেন। সেই দক্ষিণামূর্ত্তি-দেবতা-আলম্বনে ভগবান্ শঙ্করাচার্য এই স্তব করিয়াছেন।

দক্ষিণামূর্ত্তি-স্তোত্র সমাপ্ত।

## অর্দ্ধনারীশ্বর-স্তোত্র। \*

চাম্পেয়গৌরার্কশরীরকায়ৈ কপূরগৌরার্কশরীরকায়।

ধম্মিল্লকায়ৈ চ † জটাধরায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—যিনি অর্দ্ধশরীরে চম্পক-কুম্ভের ত্রায় গৌরবর্ণা ও অর্দ্ধ-শরীরে কপূরবৎ শুভ্রবর্ণ, যাহার মস্তকে (একদেশে) বদ্ধ কবরী ও (অপর একদেশে) জটাজূট, তাঁহার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়ৈ’ ও ‘নমঃ শিবায়’ অর্থাৎ এই দুই শব্দে নমস্কার ॥ ১ ॥

কস্তূরিকাকুম্ভমচর্চিতায়ৈ, ‡ চিতারজঃপুঞ্জবিচর্চিতায়। ¶

কৃতস্মরায়ৈ বিকৃতস্মরায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—যিনি (অর্দ্ধশরীরে) মৃগনাভি ও কুম্ভে চর্চিতা, (অর্দ্ধ-শরীরে) চিতাভস্মপুঞ্জে চর্চিত, যাহার একাংশ কামদেবকে উজ্জীবিত করিয়াছেন,

\* অর্দ্ধনারীশ্বর-স্তোত্র ও হরগৌর্যষ্টক এই দুই নামের যে দুইটি স্তব দেখা যায়, তাহা প্রকৃতপক্ষে একটিমাত্র, স্তোত্রের নামভেদ, কয়েকটি স্থলে পাঠভেদ এবং শ্লোকবিন্যাসে পৌরুষাণ্ড্যভেদ আছে। এই স্তোত্রের হরগৌর্যষ্টকের পাঠ পাদটীকায় পাঠান্তররূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। অনতিপ্রয়োজনীয় বোধে বিন্যাসক্রমে ভেদ প্রদর্শিত হইল না। অতএব হরগৌর্যষ্টকের পৃথক্ সন্নিবেশ পরিত্যক্ত হইল।

† ধম্মিল্লবতৌ ইতি পাঠান্তর।

‡ ‘চন্দনলেপনায়ৈ’—পাঠান্তর।

¶ শ্রশানভস্মাবিলেপনায়—পাঠান্তর।



অপর অংশ কামদেবকে ভস্ম করিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়ৈ’, এবং ‘নমঃ শিবায়’ ॥ ২ ॥

বানং-কণং-কাঞ্চন-নূপুরায়ৈ, পাদাজরাজং-ফণিনূপুরায় । \*

হেমাঙ্গদায়ৈ ভূজগাঙ্গদায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—বানংকারনিকণযুক্ত কাঞ্চন-নূপুর ধাহার ( এক চরণে ), (অপর) চরণকমলে ভূজঙ্গনূপুর বিরাজমান, ধাহার ( এক বাহতে ) স্তবর্ণময় কেম্বর, ( অপর বাহতে ) ভূজঙ্গকেম্বর, তাঁহার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়ৈ’ এবং ‘নমঃ শিবায়’ ॥ ৩ ॥

বিশাল-নীলোৎপললোচনায়ৈ, বিকাশি † পঙ্কেরুহলোচনায় ।

সমেক্ষণায়ৈ ‡ বিষমেক্ষণায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—ধাহার এক নয়ন বিশাল নীলোৎপলতুলা ও সমসংস্থান, অপর নয়ন প্রফুল্ল ( শ্বেত ) কমলতুলা ও বিষমসংস্থান, তাঁহার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়ৈ’ ও ‘নমঃ শিবায়’ ॥ ৪ ॥

মন্দারমালাকলিতালকায়ৈ, কপালমালাঙ্কিতকঙ্করায় । †

দিব্যান্বরায়ৈ চ দিগম্বরায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—ধাহার (বামভাগের) অলকাবলী মন্দারমালা-ভূষিত, (দক্ষিণ-ভাগে) কঙ্করায় কপালমালা বিলম্বিত, ধাহার ( বামভাগে ) দিবা বস্ত্র এবং (দক্ষিণাঙ্গ) দিগম্বর, তাঁহার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়ৈ’ ও ‘নমঃ শিবায়’ ॥ ৫ ॥

অস্তোদর-শ্যামল-কুন্তলায়ৈ, তড়িৎপ্রভাতাত্রজটাদরায় । §

নিরীশ্বরায়ৈ নিখিলেশ্বরায়, ॥ নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—ধাহার কেশপাশ ( বামভাগে ) জলদকুণ্ড, ( দক্ষিণভাগে ) বিদ্যাদ্বর্ণ আতাত্র জটাজুট, সেই নিরীশ্বর ও নিখিলেশ্বরের উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়ৈ’ ও ‘নমঃ শিবায়’ ॥ ৬ ॥

\* বানং-কণং-কঙ্কনূপুরায়ৈ । বিভ্রাট্ফণাজঙ্গনূপুরায়—পাঠান্তর ।

† ‘প্রফুল্ল’—পাঠান্তর ।

‡ ‘ত্রিলোচনায়ৈ’—অদ্রুত পাঠান্তর ।

§ ‘মন্দারমালাপরিশোভিতায়ৈ কপালমালাপরিশোভিতায়’—পাঠান্তর ।

§ ‘বিভূতিভূষাজটাদরায়’—পাঠান্তর ।

॥ প্রপন্নভক্তে হৃদয়াশ্রায়—পাঠান্তর ।

প্রপঞ্চসৃষ্ট্যনুখলাশ্রুতায়ৈ, \* সমস্ত † সংহারকতাণ্ডবায় ।  
জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে, ‡ নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥৭॥

অনুবাদ :- বাঁহার রমণীমূলভ গৃহ নৃত্য জগৎসৃষ্টির অনুকূল এবং বাঁহার  
তাণ্ডব সমস্ত বিশ্বসংহারের হেতু, সেই জগজ্জননী ও জগজ্জনক উদ্দেশে ‘নমঃ  
শিবায়ৈ’ ও ‘নমঃ শিবায়’ ॥ ৭ ॥

প্রদীপ্তরত্নোজ্জ্বল-কুণ্ডলায়ৈ, স্মুরশ্মহাপন্নগ-কুণ্ডলায় । ‡  
শিবান্বিতায়ৈ চ শিবান্বিতায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৮ ॥

অনুবাদ :- বাঁহার (এক কর্ণের) কুণ্ডল প্রদীপ্তরত্নোজ্জ্বল, (অপর  
কর্ণের) কুণ্ডল মনোহর মহাসর্পে রচিত, বাঁহার একাংশ শিবের সহিত মিলিত এবং  
অপর অংশ শিবের সহিত মিলিত, তাঁহার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়ৈ’ এবং ‘নমঃ  
শিবায়’ ॥ ৮ ॥

এতৎ পঠেদষ্টকমিষ্টদং যো, ভক্ত্যা স মান্যো ভুবি দীর্ঘজীবী ।  
প্রাপ্নোতি সৌভাগ্যমনন্তকালং, ভূয়াৎ সদা তস্য সমস্তসিদ্ধিঃ ॥৯॥

ইতি অর্ধনারীশ্বরস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

অনুবাদ :- এই অষ্টাষ্টপ্রদ অষ্টক-স্তোত্র যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক পাঠ  
করে, সে ভূতলে মান্য হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করে এবং অনন্তকাল সৌভাগ্য  
প্রাপ্ত হয় এবং সর্বদা তাহার সমস্ত সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

অর্ধনারীশ্বরস্তোত্র সমাপ্ত ।

\* পাঠান্তরে স্রোকের তৃতীয় চরণ ।

† ‘ত্রৈলোক্য’—পাঠান্তর ।

‡ ‘কৃতস্মরণ্যে বিকৃতস্মরণ্য’—পাঠান্তর ।

¶ সদাশিবানাং পরিভূষণায়ৈ সদাশিবানাং পরিভূষণায়—পাঠান্তর ।

§ ‘ভবেৎ’ পাঠ সঙ্গত ।

# দ্বাদশলিঙ্গশিব-স্তোত্রম্

গণেশায় নমঃ ।

সৌরাষ্ট্রদেশে বহুধাবকাশে জ্যোতির্নয়ং চন্দ্রকলাবতংসম্ ।

ভক্তিপ্রদানায় কৃতাবতারং তং সোমনাথং শরণং প্রপদ্যে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—ভূনণ্ডের অনাবৃত অংশ সৌরাষ্ট্রদেশে ভক্তিপ্রদানার্থ অবতীর্ণ শশিকলাবতংস প্রসিদ্ধ জ্যোতির্নয় সোমনাথ শিবের শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ১ ॥

ত্রিশৈলশৃঙ্গে বিবিধ-প্রসঙ্গে শেষাদ্রিশৃঙ্গেহপি সদা বসন্তম্ ।

তমজ্জুনং মল্লিকপূর্ব্বমেনং নমামি সংসারসমুদ্রসেতুম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—বিবিধপ্রসঙ্গে ত্রিশৈলশৃঙ্গে এবং সদা শেষাদ্রি শৃঙ্গে অধিষ্ঠিত সেই যে মল্লিকাজ্জুন শিব, ভবসাগরসেতুস্বরূপ—ইঁহাকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

অবন্তিকায়াং বিহিতাবতারং মুক্তিপ্রদানায় চ সজ্জনানাম্ ।

অকালমৃত্যোঃ পরিরক্ষণার্থং বন্দে মহাকালমহং সুরেশম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—সজ্জনগণের অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা এবং মুক্তিপ্রদানের জন্য অবন্তীদেশে অবতীর্ণ দেবাদিদেব মহাকাল-শিবকে আমি বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

কাবেরিকানর্ঘদয়োঃ পবিত্রে সমাগমে সজ্জনতারণায় ।

সদৈব মাক্কাভূ-পুরে বসন্তমোক্ষারমীশং শিবমেকমীড়ে ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—কাবেরী ও নর্ঘদা নদীর পবিত্র সঙ্গমক্ষেত্রে মাক্কাভূপুরে সজ্জননিস্তারার্থ অবতীর্ণ অদ্বিতীয় ওঙ্কারেশ্বর শিবের স্তব করি ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বোত্তরে পারলিকাভিধানে সদাশিবং তং গিরিজাসমেতম্ ।

সুরাসুরারাধিতপাদপদ্মং ত্রীবৈতৃনাথং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে পারলিক-নামক স্থানে পার্শ্বতীসমস্থিত সেই সদাশিব—যিনি সুরাসুরার্চিতপাদপদ্ম ত্রীবৈতৃনাথ,—তঁহাকে সতত নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

আমর্দসংগ্ৰে নগরে চ রম্যে বিভূষিতাঙ্গং বিবিধৈশ্চ ভোগৈঃ ।  
সদ্ভুক্তিমুক্তিপ্রদমীশমেকং ত্রীনাগনাথং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—আমর্দনামক রমণীয় নগরে বিবিধভোগযুক্ত বিভূষিতদেহ  
সজ্জনের ভুক্তিমুক্তিপ্রদাতা ত্রীনাগনাথ নামক এক মহাদেবের শরণাপন্ন  
হইতেছি ॥ ৬ ॥

সানন্দমানন্দবনে বসন্তম্ আনন্দকন্দং হতপাপবৃন্দম্ ।  
বারাণসীনাথমনাথনাথং ত্রীবিশ্বনাথং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।**—আনন্দকাননে সর্বদা সানন্দে অবস্থিত, পাপরাশিবিনাশী,  
আনন্দমূল, অনাথনাথ বারাণসীনাথ ত্রীবিশ্বনাথের শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ৭ ॥

যো ডাকিনীশাকিনিকা-সমাজে নিষেব্যমাণঃ পিশিতাশনৈশ্চ ।  
সদৈব ভীমাдиপদপ্রসিদ্ধং তং শঙ্করং ভক্তহিতং নমামি ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ।**—যিনি ডাকিনী-শাকিনী-সমাজে এবং রাক্ষসগণ কর্তৃক সদা  
সেবিত হইয়া আসিতেছেন, ‘ভীম’ আদি পদপ্রসিদ্ধ ( ভীমেশ্বর ) ভক্তহিতকারী  
সেই শঙ্করকে নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

ত্রীতাম্রপর্ণীজলরাশিযোগে নিবধ্য সেতুং নিশি বিশ্বপত্নৈঃ ।  
ত্রীরামচন্দ্রেণ সমর্চিতং তং রামেশ্বরাত্ম্যং সততং নমামি ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ।**—ত্রীতাম্রপর্ণী-সাগরসঙ্গমক্ষেত্রে, সেতুবন্ধনান্তে রাত্রিকালে  
ত্রীরামচন্দ্র কর্তৃক পূজিত সেই রামেশ্বর শিবকে সতত নমস্কার  
করি ॥ ৯ ॥

সিংহাদ্রিশৃঙ্গেহপি তটে রমন্তং গোদাবরীতীরপবিত্রদেশে ।  
যদর্শনাৎ পাতকজাতনাশঃ প্রজায়তে ত্র্যম্বকমীশমীড়ে ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ।**—যাহার দর্শনমাত্রে পাপসমূহ বিনষ্ট হয়, গোদাবরীর  
পবিত্র তীরপ্রদেশে সিংহাদ্রিপার্শ্বতটে কমনীয় ( অথবা অকাম ) সেই  
ত্র্যম্বকেশ্বরের স্তব করি । [ রমং তম্ অরমং তম্—ইতি বা পদদ্বয়ম্, রমশব্দঃ  
কান্তবাচী কামবাচী চ, অরমম্ অকামম্, কামবৈরিণম্ অত্রার্থে অকারপ্রশ্নেবঃ ।  
প্রবন্ধভরত্ৰ ] ॥ ১০ ॥

হিমাद्रিপার্শ্বেহপি তটেহরমন্তং সম্পূজ্যমানং সততং মুনীন্দ্রেঃ ।  
সুরাসুরৈর্যক্ষ-মহোরগাঐঃ কেদারসংজ্ঞং শিবমেকমীড়ে ॥১১॥

**অনুবাদ** ।—হিমালয়পার্শ্বতটে, মুনীন্দ্রবৃন্দ, সুরাসুর, যক্ষ ও মহোরগাদি  
কর্তৃক পূজিত কামনাশন কেদারক নামক এক শিবকে স্তব করি ॥ ১১ ॥

এলাপুরীরম্যশিবালয়েহস্মিন্ সমুদ্রসন্তং ত্রিজগদ্বরেণ্যম্ ।  
বন্দে মহোদারতরস্বভাবং সদাশিবং তং ধিষণেশ্বরাত্ম্যম্ ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ** ।—এই এলাপুরীস্থ রম্য শিবালয়ে বিরাজমান, ত্রিজগদ্বরেণ্য,  
মহোদার-তর-স্বভাব—অর্থাৎ বাঁহার স্বরূপ তুলনায় সর্বশ্রেষ্ঠ মহামহিমপূর্ণ,—সেই  
প্রসিদ্ধ ধিষণেশ্বরনামক সদাশিবকে বন্দনা করি ॥ ১২ ॥

এতানি লিঙ্গানি সদৈব মর্ত্যাঃ প্রাতঃ পঠন্তোহমলমানসাস্চ ।  
তে পুত্রপৌত্রৈশ্চ ধনৈরুদারৈঃ সংকীৰ্ত্তিতাজঃ স্থখিনো ভবন্তি ॥১৩॥

ইতি পরমহংস-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ  
দ্বাদশলিঙ্গস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ** ।—যে সকল মানব প্রত্যহ প্রাতঃকালে নিঃস্বলমানসে এই  
সকল লিঙ্গস্তব পাঠ করে, তাহারা সংকীৰ্ত্তিতাজন হইয়া পুত্র, পৌত্র, ধনসমৃদ্ধি  
দ্বারা সুখী হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যাকৃত দ্বাদশলিঙ্গ-স্তোত্র সমাপ্ত ॥

# কালভৈরবায়কম

গণেশায় নমঃ ।

দেবরাজ-সেব্যমান-পাবনাজি-পঙ্কজং,

ব্যাল-যজ্ঞসূত্রমিন্দুশেখরং কৃপাকরম্ ।

নারদাদি-যোগিবৃন্দ-বন্দিতং দিগম্বরং,

কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—সুররাজ ইন্দ্র বাঁহার পাবন-পাদপদ্ম সেবা করেন, বাঁহার গলদেশে নাগযজ্ঞোপবীত লম্বমান আছে, ললাটে শশধর বিরাজ করিতেছেন, যিনি সর্বজীবের প্রতি কৃপা বিতরণ করিয়া থাকেন, নারদাদি যোগিগণ বাঁহার বন্দনা করেন, কাশীপুরীর অধীশ্বর সেই দিগম্বর কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ১ ॥

ভানু-কোটি-ভাস্বরং ভবাক্ষি-তারকং পরং,

নীলকণ্ঠমীপ্সিতার্থ-দায়কং ত্রিলোচনম্ ।

কাল-কালমম্বুজাক্ষমক্ষশূলমক্ষরং,

কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি কোটিন্থর্বোয় ছায় তেজস্বী, যিনি সংসারসমুদ্রের পরি-  
ত্ৰাণ-কর্তা ( বাঁহার সেবা করিলে আর পুনরায় সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়  
না ), যিনি পরব্রহ্মরূপী, বাঁহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ, যিনি স্বীয় সেবককে অভিলষিতার্থ  
প্রদান করেন, যিনি ত্রিনেত্র, কৃতাস্তেরও অন্তকশ্বরূপ, বাঁহার নেত্র পদ্মদলসদৃশ  
কিংবা চন্দ্র বাঁহার নয়নরূপে বিজ্ঞমান আছেন, বাঁহার করে অক্ষমালা  
ও শূল শোভা পাইতেছে, কাশীপুরীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে ভজনা  
করি ॥ ২ ॥

শূল-টঙ্ক-পাশ-দণ্ডপাণিমাди-কারণং,

শ্যাম-কায়মাди-দেবমক্ষরং নিরাময়ম্ ।

ভীম-বিক্রমং প্রভুং বিচিত্র-তাণ্ডব-প্রিয়ং,

কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—বাঁহার করে শূল, টঙ্ক (অস্ত্রবিশেষ), নরমুণ্ড ও দণ্ড  
বিভ্রমান, যিনি জগতের আদিকারণ, বাঁহার দেহ শ্যামবর্ণ, যিনি আদিদেব, যিনি  
ক্ষয়োদয়শূত্র, যিনি অবিনাশী, যিনি ভীষণ পরাক্রম প্রদর্শন করেন, যিনি জগতের  
অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি অদ্বুত নৃত্য করিতে ভালবাসেন, কাশীপুরীর অধীশ্বর সেই  
কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৩ ॥

ভুক্তিমুক্তিদায়কং প্রশস্তচারুবিগ্রহং,

ভক্তবৎসলং স্থিরং সমস্তলোকবিগ্রহম্ ।

নিকণ্ঠ-মনোজ্ঞ-হেম-কিঙ্কিণী-লসৎকটিং,

কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি স্বীয় ভক্তগণকে ইহকালে নানারূপ সুখভোগ করাইয়া  
অস্তিমসময়ে মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন, বাঁহার দেহ অতি প্রশস্ত ও মনোহর,  
যিনি আপন ভক্তবৃন্দকে প্রিয়জ্ঞান করেন, বাঁহার মুখে নিয়ত মন্দ মন্দ হাস্ত  
বিরাজিত আছে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বাঁহার শরীর, বাঁহার কটিদেশ শঙ্কায়মান কুজ  
ঘটিকায় সমাবৃত, কাশীপুরীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৪ ॥

ধর্ম্ম-সেতু-পালকং ত্বধর্ম্ম-মার্গ-নাশকং

কর্ম্ম-পাশ-মোচকং স্ত-শর্ম্ম-দায়কং বিভূম্ ।

স্বর্ণবর্ণকেশপাশশোভিতাঙ্গমণ্ডলং, \*

কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি ধর্ম্মের সেতু রক্ষা করেন এবং অধর্ম্মমার্গ দূর করিয়া  
দেন, যিনি ভক্তগণের কর্ম্মপাশ ছেদন করেন, যিনি সেবকগণকে অতুল সুখ প্রদান  
করেন, যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, বাঁহার স্বর্ণবর্ণ কেশ-পাশে

উত্তমাক্ষ-মণ্ডল সমলঙ্কৃত আছে, কাশীপুরীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৫ ॥

রত্ন-পাছুকা-প্রভাভিরাম-পাদ-যুগ্মকং,

নিত্যমদ্বিতীয়মিষ্টদৈবতং নিরঞ্জনম্ ।

মৃত্যু-দৰ্প-নাশনং করাল-দংষ্ট্র-মোক্ষণং, \*

কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ :- বাঁহার চরণদ্বয় রত্ন-পাছুকার প্রভা দ্বারা অতীব রমণীয় হইয়াছে, যিনি নিত্য ( অনন্তকালস্থায়ী ), যিনি অদ্বিতীয় এবং জীবকুলের ইষ্টদেব, যিনি সর্ববিষয়ে নির্লিপ্ত, যিনি কৃতান্তের দৰ্প হরণ করেন, যিনি স্বীয় ভক্তগণকে করালদংষ্ট্র কাল হইতে মুক্তি দেন, কাশীপুরীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৬ ॥

অট্টহাস-ভিন্ন-পদ্যজাণ্ড-কোশ-সন্তুতিং,

দৃষ্টি-পাত-নষ্ট-পাপ-জালমুগ্ধ-শাসনম্ ।

অষ্ট-সিদ্ধি-দায়কং কপালমালিকঙ্করং, †

কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ :- বাঁহার অত্যাচ্ছ হাশ্বে ব্রহ্মাণ্ডকোশসমূহ ভগ্ন হয়, বাঁহার দৃষ্টি-পাতমাত্রে পাতকরাশি দূরে পলায়ন করে, বাঁহার উগ্র শাসন সর্বত্র অপ্রতিহত, যিনি স্বীয় সেবককে অগ্নিমাди অষ্টসিদ্ধি প্রদান করেন, বাঁহার গলদেশে নরমুণ্ডের মালা বিরাজিত, কাশীপুরীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৭ ॥

ভূত-সংঘ-নায়কং বিশাল-কীর্ত্তি-দায়কং,

কাশি-বাসি-লোক-পুণ্য-পাপ-শোধকং বিভূম্ ।

নীতি-মার্গ-কোবিদং পুরাতনং জগৎ-পতিং,

কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ :- যিনি ভূতসকলের অধিনায়ক, যিনি আপন ভক্তগণকে অতুল কীর্ত্তি প্রদান করেন এবং যিনি কাশীবাসিগণের পাপপুণ্য শোধন করেন

\* 'হৃষণম্'—পাঠান্তর ।

† 'মালিকাধরং'—পাঠান্তর ।



(কাশীবাসীদিগের পাপপুণ্য নিরস্ত করিয়া তাহাদিগকে মোক্ষফল দান করিয়া থাকেন), যিনি জগতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি নীতিমার্গের বিশেষ অভিজ্ঞ, যিনি সকলের আদি এবং জগৎপতি, কাশীপুরীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৮ ॥

কালভৈরবাষ্টকং পঠন্তি যে মনোহরং,

জ্ঞান-মুক্তি-সাধনং বিচিত্র-পুণ্য-বর্দ্ধনম্ ।

শোক-মোহ-দৈত্য়-লোভ-কোপ-তাপ-নাশনং,

তে প্রয়াস্তি কালভৈরবাজি-সন্নিধিং ধ্রুবম্ ॥ ৯ ॥

কালভৈরবাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ ।**—যাহারা পরমা ভক্তি সহকারে এই কালভৈরবাষ্টক পাঠ করে, তাহাদিগের ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্চিত হয়, মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে, বিচিত্র পুণ্যরাশি প্রবৰ্দ্ধিত হয়, শোক, মোহ, দৈত্য়, লোভ ও উপপাতক বিনাশ পায় এবং তাহারা কালভৈরবের পাদপদ্ম-সন্নিধানে গমন করিতে পারে ॥ ৯ ॥

ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যাকৃত কালভৈরবাষ্টক সমাপ্ত ।

## শ্রীবিষ্ণুভূজঙ্গপ্রয়াত-স্তোত্রম্ ।

চিদংশং বিভূং নিশ্মলং নির্বিকল্পং

নিরীহং নিরাকারমোক্ষারগম্যম্ ।

গুণাতীতমব্যাক্তমেকং তুরীয়ং

পরং ব্রহ্ম যং বেদ তস্মৈ নমস্তে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—(যোগীগণ) যাহাকে মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য অথচ গুণাতীত, বিভূ (সর্বব্যাপক), নিশ্মল, নির্বিকল্প (প্রমাণরূপ শুদ্ধ চৈতন্য), নিরীহ (নিষ্ক্রিয়), নিরাকার, ওকারপ্রতিপাত্ত, অব্যাক্ত, অদ্বিতীয়, তুরীয় (জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তির অতীত) পরব্রহ্ম বলিয়া জানেন, সেই তোমাকে নমস্কার ।

**বিশেষ ব্যাখ্যা**—তুরীয় অর্থে জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তির অতীত বলা হইয়াছে, ইহার একটু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক, বহু স্তরের মধ্যে এইরূপ তুরীয় শব্দ আছে ।

দেহ ত্রিবিধ ;—কারণদেহ, সূক্ষ্মদেহ এবং স্থূলদেহ ; ইহাও সমষ্টি-ব্যষ্টি-ভেদে—অর্থাৎ মিলিত ও পৃথক্কৃতভাবে প্রথমতঃ দ্বিবিধ ;—সমষ্টিকারণ দেহ ও ব্যষ্টি-কারণ দেহ, সমষ্টি সূক্ষ্মদেহ ও ব্যষ্টি সূক্ষ্মদেহ ইত্যাদি । সমষ্টিকারণ দেহ—মায়া ; সমষ্টি-সূক্ষ্মদেহ—সমষ্টি পঞ্চপ্রাণাদি ; সমষ্টি স্থূলদেহ সমষ্টি স্থূলভূত । এই দেহত্রয়ের মধ্যে কারণদেহে সূক্ষ্ম ও স্থূল পদার্থের বিলয় হয় বলিয়া ইহাকে সুষুপ্তি বা এই দেহের অবস্থাবিশেষকে সুষুপ্তি বলা হয়, স্থূলভূতের বিলয় বলিয়া সমষ্টি পঞ্চপ্রাণাদির স্বপ্ন নাম প্রদত্ত হয়, আর স্থূলভূতসমূহের জাগ্রৎ সংজ্ঞা । এই যে দেহত্রয়, ইহা চৈতন্তেরই এক এক কল্পিত আশ্রয়, কারণদেহ যাহার কল্পিত আশ্রয়, সেই চৈতন্তের নাম জৈশ্বর ; সমষ্টি-সূক্ষ্ম-দেহ যাহার কল্পিত আশ্রয়, তাঁহার নাম ‘হিরণ্য-গর্ভ’, সমষ্টি-স্থূলভূত যাহার কল্পিত আশ্রয়, তাঁহার নাম ‘বৈশ্বানর’ । দর্পণে সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হয়েন, সূর্য্য বহুদূরস্থ সূর্য্য ও আকাশস্থিত হইলেও সূর্য্য-প্রতি-বিম্বকে ধারণ করায় দর্পণকে যেমন সূর্য্যের আশ্রয়রূপে কল্পনা করা যায়, সেইরূপ উক্ত দেহত্রয় সর্বাধিষ্ঠান সর্বব্যাপক ব্রহ্মের কল্পিত আশ্রয়, এই কল্পিত আশ্রয়ের শাস্ত্রকার-প্রদত্ত নাম ‘উপাধি’ । কল্পিত আশ্রয়ের সম্বন্ধ-কল্পনায় যে সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রৎসম্বন্ধ চৈতন্তে কল্পিত হইয়াছে, বস্তুতঃ যিনি সেই তিনের বাহিরে, কল্পনার সহিত বাস্তবের সম্বন্ধ না থাকায়, দর্পণ-বহিঃস্থ সূর্য্যের ন্যায় যিনি স্বয়ং তদতীত সমুচ্ছল চৈতন্ত, উপাধি-সম্বন্ধ-হীন, নামত্রয়ে তিনি পরিচ্ছিন্ন নহেন, এ জন্ত তিনি তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ । ব্যষ্টির পক্ষেও দেখ :—অবিজ্ঞা ব্যষ্টি-অজ্ঞান, তাহা একৈক জীবের কারণদেহ ; পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, বুদ্ধি এবং মন, অর্থাৎ বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণসমূহ, ব্যষ্টিভাবে একৈক জীবের সূক্ষ্মদেহ ; এবং স্থূলপঞ্চভূতোৎপন্ন মাতা-পিতৃজাত জরায়ুজ ও অণুজ অথবা অমোনিজ স্বেদজ উদ্ভিজ্জ, ব্যষ্টিভাবে—স্থূলদেহ । কারণদেহে সুষুপ্তি, সূক্ষ্মদেহে স্বপ্ন ও স্থূলদেহে জাগ্রৎ অবস্থা হয় । এই অবস্থাত্রয় প্রসিদ্ধ, জাগ্রতের দর্শন ও ব্যবহার স্বপ্নাবস্থায় বিলীন হয়, স্বপ্নের দর্শন ও ব্যবহার সুষুপ্তিতে লীন হয় । জাগ্রৎ অবস্থাপন্ন স্থূলদেহে অধিষ্ঠাতা চৈতন্ত জীব, ‘বিশ্ব’, স্বপ্নাবস্থাপন্ন সূক্ষ্মদেহের অধিষ্ঠাতা চৈতন্ত জীব, ‘তৈজস’ ও সুষুপ্তাবস্থাপন্ন কারণদেহের অধিষ্ঠাতা চৈতন্ত জীব ‘প্রাজ্ঞ’ নামে কথিত । এই সকল দেহ চৈতন্তের কল্পিত

অধিষ্ঠান, অর্থাৎ ইহাও উপাধিমাাত্র, এই করনা ত্যাগ করিলে এই তিন অবস্থা বা সংজ্ঞা চৈতন্ত্যে থাকে না, সুতরাং তিনি এই তিনের বাহিরে, তাই ‘তুরীয়’। জীবের দিক হইতে দেখিলেও যিনি তিনের বাহিরে ‘তুরীয়’, ঈশ্বরের দিক দিয়া দেখিলেও তিনি তিনের বাহিরে ‘তুরীয়’ অর্থাৎ চৈতন্ত্যের বাস্তব স্বরূপই ‘তুরীয়’। করনা হেতুক তাঁহার সংজ্ঞা-ভেদ। ইহা তুরীয় শব্দের অর্থ ॥ ১ ॥

বিশুদ্ধং শিবং শান্তমাত্মশূন্যং

জগজ্জীবনং জ্যোতিরানন্দরূপম্ ।

অদিগ্দেশকালব্যবচ্ছেদনীয়ং,

ত্রয়ী বক্তি যং বেদ তস্মৈ নমস্তে ॥ ২ ॥

অনুবাদ :- বিশুদ্ধ, মঙ্গলময়, শান্ত, আদি-অন্তহীন, জগতের জীবনস্বরূপ, জ্যোতির্শব্দ, ‘আনন্দবিগ্রহ, দিক্, দেশ ও কালের অপরিচ্ছেদ্য বলিয়া যিনি কীর্তিত হইয়াছেন, তাদৃশ তোমাকে নমস্কার ॥ ২ ॥

বিশেষ ব্যাখ্যা—সর্বদিক্ ও দেশ ব্যাপিয়া সর্বকালে তিনি বর্তমান,—এই জন্তই দিক্ দেশ ও কালের তিনি অপরিচ্ছেদ্য।

সূর্য্য পূর্বদিকে উদিত হইতেছেন, এইরূপে সূর্য্যকে এক বিশেষরূপ দিক্ উল্লেখ করিয়া নির্দেশ করা হয়—এই জন্ত তিনি দিক্পরিচ্ছেদ্য।

কাশীধাম উত্তরপশ্চিম দেশের একটি নগর,—সুতরাং দেশ উল্লেখ দ্বারা কাশী-ধামের নির্দেশ হওয়ায় কাশীধাম দেশপরিচ্ছেদ্য, রাজা যুধিষ্ঠির ষাপন্নযুগের শেষে বা কলির প্রথমে রাজ্য করিতেন, অতএব রাজা যুধিষ্ঠির কালপরিচ্ছেদ্য, যাহার পরিমাণ সর্বদিগ্‌ব্যাপী নহে,—তিনি দিক্পরিচ্ছেদ্য, যাহার স্থিতি সর্বদেশব্যাপক নহে, তিনি দেশপরিচ্ছেদ্য, যিনি উৎপত্তি বা বিনাশযুক্ত, তিনি কালপরিচ্ছেদ্য ॥ ২ ॥

মহাযোগপীঠে পরিভ্রাজমানে,

ধরণ্যাদিতত্ত্বাত্মকে শক্তিসুত্তে ।

গুণাহঙ্করে বহুবিস্বাক্ষমধ্যে,

সমাসীনমোক্ষর্গিকে হৃষ্টাকরাজে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :- পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্বাত্মক ও শক্তিসুত্ত বিভ্রাজমান মহাযোগপীঠগুণরূপ সূর্য্যামণ্ডলস্থ অর্দ্ধবহ্নিমণ্ডলে প্রণব-কর্ণিকায়ুক্ত অষ্টাকব, মঙ্গ-পদ্মে যিনি উপবিষ্ট ॥ ৩ ॥

সমানোদিতানেক-সূর্যেন্দুকোটি-

প্রভাপূরতুল্যদ্যুতিং দুনিরোক্যম্ ।

ন শীতং ন চোষ্ণং স্ববর্ণাবদাত-

প্রসন্নং সদানন্দসংবিৎস্বরূপম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—যাঁহার কান্তি এককালীন উদিত বহুকোটি সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রভাপূঞ্জের স্থায়, যাঁহার দিকে তেজের আধিক্য হেতু দৃষ্টিপাত করা যায় না, যিনি স্নিগ্ধও নহেন, উষ্ণও নহেন, কাঞ্চনবৎ যিনি স্বচ্ছ, যিনি নিরন্তর প্রসন্ন, সদানন্দপূর্ণ ও জ্ঞানময় ॥ ৪ ॥

স্নানাসাপুটং স্নন্দর-ক্রললাটং,

কিরীটোচিতাকুঞ্চিতস্নিগ্ধকেশম্ ।

স্ফুরৎ-পুণ্ডরীকাভিরামায়তাক্ষং,

সমুৎফুল্ল-রত্ন-প্রসূনাবতংসম্ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—যাঁহার নাসাপুট সুশোভন, ক্র ও ললাটদেশ মনোহর, আকুঞ্চিত মস্তক কেশকলাপ, কিরীটধারণে সদা শোভমান, যিনি বিকসিত পুণ্ডরীক-স্নন্দর, বিশাল-লোচন এবং প্রফুল্ল রত্নপুষ্পাভরণে যাঁহার কর্ণযুগল বিভূষিত ॥ ৫ ॥

লসৎ-কুণ্ডলামৃচ্চ-গণ্ডস্থলান্তং,

জবা-রাগ-চোরাধরং চারুহাসম্ ।

অলি-ব্যাঙ্কুলামোদি-মন্দারমালাং,

মহোরস্ফুরৎ-কৌস্তুভোদারহারম্ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—যাঁহার গণ্ডস্থলের প্রান্তদেশে উজ্জল কুণ্ডল সংলগ্ন, যাঁহার অধর-রাগ জবা-কুসুমের রক্তিমা অপহরণ করিয়াছে, যাঁহার হাস্য চিত্তরঞ্জন, যাঁহার গলদেশে বিলম্বিত স্নগন্ধি মন্দার-পুষ্পের মালা অলিকূলে আবৃত, যাঁহার বিশাল বক্ষঃপ্রদেশে দীপ্তিমান্ কৌস্তুভমণি ও অত্যাৎকষ্ট হার বিরাজমান ॥ ৬ ॥

স্বরত্নাঙ্গদৈরন্বিতং বাহুদৈগু-

শচতুর্ভিঃচলৎ-কঙ্কণালঙ্কৃত্যৈঃ ।

উদারোদরালঙ্কৃতং পীত-বস্ত্রং,

পদদ্বন্দ্ব-নিধূত-পদ্মাভিরামম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ।—যাঁহার চারিটি বাহুতে দিবা রত্নাঙ্গদ ও অগ্র অর্থাৎ প্রকোষ্ঠে চঞ্চল কঙ্কণ শোভা পাইতেছে, যাঁহার বিশাল উদয়দেশ শোভাময়, যাঁহার পরিধানে পীতবস্ত্র এবং যাঁহার চরণযুগলের শোভা পদ্মের সৌন্দর্য্যকেও বিড়ম্বিত করিতেছে ॥ ৭ ॥

স্বভক্তেষু সন্দর্শিতাকারমেবং,

সদা ভাবয়ন্ সন্নিরুদ্ধেন্দ্রিয়াশ্চ ।

ছুরাপং নরো যাতি সংসার-পারং,

পরস্মৈ পরেভ্যোহপি তস্মৈ নমস্তে ॥ ৮ ॥ (কুলকম্) ।

অনুবাদ ।—ভক্তবৃন্দের সমক্ষে তাঁহার সন্দর্শিত এই প্রকার রূপ—মানব, ইন্দ্রিয়-তুরঙ্গগণকে নিরুদ্ধ করিয়া সদা চিন্তা করিলে সংসারসমুদ্রের ভ্রলভ পরপারে গমন করে, সেই সর্ব্বপরাংপর তোমাকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

শ্রিয়া শাতকুন্ত-দ্যুতি-স্নিগ্ধ-কাস্ত্যা,

ধরণ্যা চ দুর্কী-দল-শ্যামলাঙ্গ্যা ।

কলত্রদ্বয়েনামুনা তোষিতায়,

ত্রিলোকী-গৃহস্থায় বিষ্ণে নমস্তে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ।—কনককাস্তিমতী কমলা ও দুর্কীদলশ্যামলাঙ্গী বসুন্ধরা এই ভার্য্যাৱয় যাঁহার প্রীতিবিধান করেন এবং ত্রৈলোকা-গৃহের যিনি গৃহস্থামী, হে বিষ্ণো ! সেই তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৯ ॥

শরীরং কলত্রং সূতং বন্ধুবর্গং,

বয়শ্চ ধনং সদ্য ভৃত্যং ভুবঞ্চ ।

সমস্তং পরিত্যজ্য হা কষ্টমেকো,

গমিষ্যামি দুঃখেন দূরং কিলাহম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ।—অহো ! কি কষ্ট ! শরীর, পুত্র, ভার্য্যা, বন্ধুবর্গ, বয়স্,

ধন, গৃহ, কিঙ্কর, পৃথিবী—এই সকল পরিহার পুরঃসর একাকী আমি কোন দূর-  
দেশে গমন করিব ॥ ১০ ॥

জরেয়ং পিশাচীৰ হা জীবতো মে,

বসামন্তি রক্তং চ মাংসং বলঞ্চ ।

অহো দেব সীদামি দীনানুকম্পিন্,

কিমদ্যপি হন্তু হৃদ্যোদাসিতব্যম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ :—হায় ! জীবিতাবস্থাতেই জরা-পিশাচী আসিয়া আমার  
বসা, শোণিত, মাংস ও শক্তি কবলিত করিতেছে । অহো ! হে দীনানুকম্পিন্ !  
আমি ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি । এখনও তুমি উদাসীন হইয়া থাকিবে !  
অর্থাৎ রূপাপ্রদর্শন পূর্বক আমাকে পরিত্রাণ কর ॥ ১১ ॥

কফব্যাহতোষ্ণোজ্ঞন-শ্বাসবেগ-

ব্যথা-বিস্ফুরৎ-সর্ব-মর্মান্ধিবন্ধাম্ ।

বিচিন্ত্যাহমন্ত্যামসংখ্যামবস্থাং,

বিভেমি প্রভো কিং করোমি প্রসীদ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ :—কফ-প্রতিকূট উষ্ণ তীব্র শ্বাসবেগে বেদনায় সকল মর্মান্ধুল  
ও অস্থিবন্ধন উৎকম্পিত, বাক্শক্তিহীন ( বা সংজ্ঞাহীন ) অস্তিম অবস্থা চিন্তা  
করিয়া আমি ভীত হইয়াছি । হে প্রভো ! আমি কি করি ? আমার প্রতি  
প্রসন্ন হও ॥ ১২ ॥

লপন্নচ্যুতানন্দ গোবিন্দ বিষ্ণো,

মুরারে হরে নাথ নারায়ণেতি ।

যথানুস্মরিষ্যামি ভক্ত্যা ভবন্তং,

তথা মে দয়াশীল দেব প্রসীদ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ :—আমি ভক্তিপূতভাবে ‘হে অচ্যুত, হে অনন্ত, হে গোবিন্দ,  
হে বিষ্ণো, হে মুরারে, হে নাথ, হে নারায়ণ’ এই সকল বাক্য উচ্চারণ সহকারে  
বাহ্যতে তোমাকে স্মরণ করিতে সমর্থ হই, হে কৃপাশীল দেব ! তুমি সেইরূপ  
প্রসন্নতা অবলম্বন কর ॥ ১৩ ॥

ভুজঙ্গ-প্রয়াতং পঠেদ্ যন্তু ভক্ত্যা,

সমাধায় চিত্তে ভবন্তু মুরারে ।

স মোহং বিহায়াশু যুগ্মং-প্রসাদাৎ,

সমাশ্রিত্য যোগং ব্রজত্যাচ্যুতং ত্বাম্ ॥ ১৪ ॥

বিষ্ণু-ভুজঙ্গ-প্রয়াতস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ ।**—হে মুরারে ! যে ব্যক্তি হৃদয়ে তোমাকে স্থাপন পূর্বক ভক্তি সহকারে এই ভুজঙ্গ-প্রয়াত-স্তোত্র পাঠ করে, সে ব্যক্তি তোমার প্রসাদে মোহপাশ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যোগাবলম্বন সহকারে অচিরে অচ্যুত-স্বরূপ—তোমাকে লাভ করিয়া পাকে ॥ ১৪ ॥

বিষ্ণু-ভুজঙ্গপ্রয়াতস্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## বিষ্ণুপাদাদিকেশান্ত-স্তোত্রম্ ।

লক্ষ্মীভর্তুভূজাগ্রে কৃত-বসতি সিতং যস্য রূপং বিশালং

নীলাদ্রেস্তম্ভশৃঙ্গস্থিতমিব রজনীনাথবিন্ধং বিভাতি ।

পায়াম্নঃ পাঞ্চজন্মঃ স দিতিস্ততকুলত্রাসনৈঃ পূরয়ন্ স্নৈ-

নিরানৈরনৌরদৌঘ-ধ্বনিপরিভবদৈরম্বরং কাম্বরাজঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—বাহার বিশাল শুভ্ররূপ ত্রীপতির ভূজাগ্রে অবস্থিত হইয়া নীলাচলের তুঙ্গ শৃঙ্গে অধিষ্ঠিত চন্দ্রমণ্ডলের ত্রায় শোভা পাইয়া থাকে, সেই শঙ্করাজ পাঞ্চজন্ম দৈত্যকুল-বিত্রাসন ঘনঘটা-গর্জনবিজয়ী স্বীয় নির্ঘোষে গগন-মণ্ডল পূর্ণ করতঃ আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

আহর্ষস্য স্বরূপং ক্ষণমুখমখিলং সূরয়ঃ কালমেতং

ধ্বাস্ত্রৈকান্তমস্তং যদপি চ পরমং সর্বধাম্নাং চ ধাম ।

চক্রং তরুক্রপাণের্দিতিজতনুগলদ্রক্তধারাক্তধারং

শশ্বন্নো বিশ্ববন্দ্যং বিতরতু বিপুলং শশ্ম ঘর্মাংশু-শোভম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—পণ্ডিতগণ ক্ষণ প্রভৃতি নিখিল কালকে বাহার স্বরূপ

বলিয়া থাকেন, এবং যিনি ধ্বাস্ত্রজালের একান্ত ধ্বংসকারী, সর্বভেজের পরম ভেজ, দৈত্যগণ-ভয়-বিগলিত কধিরধারায় রঞ্জিতধার,—চক্রপাণির সেই বিশ্ববন্দ্য চক্র আমাদিগকে বারংবার বিপুল সুখ প্রদান করুন ॥ ২ ॥

অব্যাহ্নির্ঘাতঘোরো হরিভুজপবনামর্শনাখাতমূর্তে-  
রশ্মান্ বিস্মেরনেত্র-ত্রিদশমুতি-বচঃসাধুকারৈঃ স্ততারঃ ।  
সর্বং সংহর্তুমিচ্ছোররিকুল-ভুবনং স্ফার-বিস্ফার-নাদঃ  
সংযৎ-কল্পান্তসিক্কো শরসলিলঘটাবামুচঃ কাম্মুকশ্চ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :—নারায়ণ-হস্তরূপ সমীরণের সঞ্চালনে ঘাহার মূর্তি টকার-মুখর, যিনি যুদ্ধরূপ প্রলয়সাগরে শরনিকররূপ বারিধারা-বর্ষণে মেঘতুলা, সেই কাম্মুক যেন নিখিল রিপুকুলস্থান-সংহারে অভিলাষী হইয়া নির্ঘাত-ঘোর, বহৎ হইতে বহত্তর ধ্বনি করিয়াছেন, বিস্ময়পূর্ণ-দৃষ্টি দেবগণের স্তববাক্যে ও সাধুবাদের সম্মেলনে উচ্চতঃ সেই ধ্বনি আমাদিগকে বক্ষা করুন ॥ ৩ ॥

জামূতশ্যামভাসা মুহুরপি ভগবদ্বাহ্না মোহয়ন্তী  
যুদ্ধেষুদ্বুরমানা ঝটিতি তটিদিবালক্ষ্যতে যশ্চ মূর্তিঃ ।  
সোহসিস্ত্রাসাকুলাক্ষ-ত্রিদশরিপুবপুঃ-শোণিতাস্বাদ-তৃপ্তে।  
নিত্যানন্দায় ভূয়ান্ মধুমথন-মনোনন্দনো নন্দকো নঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ :—ঘাহার মূর্তি ঘনশ্যামকান্তি নারায়ণবাহ্ন দ্বারা যুদ্ধস্থলে পুনঃ পুনঃ সঞ্চালিত হইয়া মোহপ্রদায়িনী সৌদামিনীর শ্রায় ক্ষণতরে পরিদৃষ্ট হইয়াছে, ভয়চকিতনেত্র দেবারিগণের শরীরশোণিতাস্বাদ-পরিতৃপ্ত, মধুস্বদনের জদয়ানন্দ-বিধায়ী সেই নন্দক নামক অসি, আমাদিগের নিত্য আনন্দের হেতু হউন ॥ ৪ ॥

কত্রাকারা মুরারেঃ করকমলতলেনানুরাগাদগৃহীতা  
সম্যগ্ভূতা স্থিতাগ্রে সপদি ন সহতে দর্শনং যা পরেষাম্ ।  
রাজন্তী দৈত্যজীবাসবমদগুদিতা লোহিতালেপনার্জা  
কামং দীপ্তাংসুকান্তা প্রদিশতু দয়িতেবাস্থ কৌমোদকো নঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ :—মুরারি, অমুরাগ সহকার নিজ করকমলতলে ঘাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি সম্যগ্ভূতা (স্থলীলা অথচ সুগঠিতা), অগ্রে অবস্থিত হইয়াও যিনি ক্ষণকালের জন্তও পরপুরুষ- (পুরুষাত্মক এবং শত্রু) দর্শন সহিতে পারেন না,



দৈত্যজীবন-সুরামদে আনন্দিতা (যে সুরা দৈত্যগণের জীবন, অথচ দৈত্যগণের  
প্রাণই যে সুরাস্থানীয়, তাহার পানজনিত মত্ততায় আনন্দিতা) লোহিতালেপনে  
(কুঙ্কমলেপনে অথচ শক্রগণের রক্তে লিপ্ত হইয়া) আর্জা, দীপ্তাংগকাস্তা (উজ্জল-  
বস্ত্রপরিধানা অথচ উজ্জল কিরণে সুশোভিতা), কমনীয়াকারা শোভমানা  
সুরারির দয়িতা-সদৃশী সেই কোমোদকী-নারী গদা আমাদিগের অভিলাষ পূর্ণ  
করুন ॥ ৫ ॥

যো বিশ্বপ্রাণভূতস্তনুরপি চ হরৈর্যানকেতুস্বরূপো  
বং সন্ধিতৈন্ত্যব সত্ঃ স্বয়মুরগবধুবর্গগর্ভাঃ পতন্তি ।  
চঞ্চলচোরা-ভুগু-ক্রটিত-কণি-বসা-রক্ত-পঙ্কাক্ষিতাস্রং  
বন্দে ছন্দোময়ং তং খগপতিমমল-স্বর্ণবর্ণং সুপর্ণম্ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি বিশ্বের প্রাণস্বরূপ এবং নারায়ণের দ্বিতীয় মূর্তিস্বরূপ  
হইয়াও তাঁহার রথের কেতুস্বরূপ, ষাঁহাকে চিন্তা করিবামাত্র ভুজঙ্গরমণীগণের গর্ভ  
সত্ত্বঃ স্বয়ং পতিত হয়, প্রচণ্ড-চঞ্চল-বিশাল-ভুগুঘাতে বিদীর্ণ ভুজঙ্গগণের বসারক্ত-  
পঙ্কে লাক্ষিতবদন নির্মল স্বর্ণবর্ণ সেই ছন্দোময় খগরাজ সুপর্ণকে বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

বিষ্ণোর্বিশ্বেশ্বরস্য প্রবরশয়নকৃৎ সর্বলোকৈকধর্তা  
সোহনন্তঃ সর্বভূতঃ পৃথুবিমলযশাঃ সর্ববেদৈশ্চ বেদ্যঃ ।  
পাতা বিশ্বস্য শশ্বৎ সকলসুররিপুধ্বংসনঃ পাপহন্তা  
সর্বজ্ঞঃ সর্বসাক্ষী সকলবিষভয়াৎ পাতু ভোগীশ্বরো নঃ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—বিষ্ণুর বিষ্ণুর উৎকৃষ্ট শয়নীয়-সম্পাদক, সর্বলোকের অদ্বি-  
তীয় ধারণকর্তা, সর্ববেদবেদ্য, বিশাল নির্মল কীর্তিসম্পন্ন, বিশ্বরক্ষক, বারংবার  
নিখিল সুরারিগণের বিনাশক, পাপহন্তা, সর্বজ্ঞ, সর্বসাক্ষী, সর্বস্বরূপ সেই ভুজঙ্গরাজ  
অনন্ত আমাদিগকে নিখিল বিষভয় হইতে রক্ষা করুন ॥ ৭ ॥

বাগ্-ভূ-গৌর্যাদি-ভেদৈর্বিদুরিহ মুনয়ো যাং যদীয়েশ্চ পুংসাং  
কারুণ্যাদ্রৈঃ কটাক্ষৈঃ স্কৃদপি পতিতৈঃ সম্পদঃ স্যুঃ সমগ্রাঃ ।  
কুন্দেন্দু-স্বচ্ছমন্দ-স্মিত-মধুর-মুখাস্তোরুহাং সুন্দরাক্ষীং  
বন্দে বন্দ্যামশেষৈরপি মুরতিহুরোমন্দিরামিন্দিরাং তাম্ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—মুনিগণ ষাঁহাকে বাগ্‌দেবী, ভূমি এবং গৌরী প্রভৃতি

মূর্ত্তিভেদ-সম্পন্ন। বলিয়া ইহ-জগতে অবগত আছেন, যদীয় করুণার্জি মহনীয় কটাক্ষ একবারমাত্র নিপতিত হইলোও পুরুষদিগের সমগ্র সম্পৎ লাভ হইয়া থাকে, কুন্দেন্দুসুন্দর মৃদুমন্দ ঈষৎ হাস্তে মনোহর-বদনকমলা, সুন্দরাজী, অশেষজন-বন্দনীয়। মুরারিবন্ধঃস্থলবাসিনী সেই ইন্দির। দেবীকে বন্দনা করি ॥ ৮ ॥

যা সূত্রে সত্যজালং সকলমপি সদা সম্বিধানেন পুংসো  
ধত্তে যা তত্ত্বযোগাচ্চরমচরমিদং ভূতয়ে ভূতজাতম্ ।  
ধাত্রীং স্হাত্রীং জনিত্রীং প্রকৃতিমবিকৃতিং বিশ্বশক্তিং বিধাত্রীং  
বিষ্ণোর্বিশ্বাত্মনস্তাং বিপুলগুণময়ীং প্রাণনাথাং প্রণৌমি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ :- যিনি পুরুষের ( পরমাত্মার ) সান্নিধ্য বশতঃ সদা নিখিল বস্তু প্রসব করেন, যিনি মহাদাদি তত্ত্বযোগে এই চরাচর ভূতসমূহকে ধারণ করেন, ধাত্রী বিশ্বাত্মা বিষ্ণুর বিপুলগুণময়ী প্রাণাধীশ্বরী সর্ববিধানদক্ষা মাতৃস্বরূপা চিরস্থিরা সেই বিশ্বশক্তি অবিকৃতপ্রকৃতিকে সম্পদের জন্ত স্তুত্ব করি ॥ ৯ ॥

যেভ্যোহসূয়ন্তিরুচ্চৈঃ সপদি পদমুরু ত্যজ্যতে দৈত্যবর্গৈ-  
র্ঘেভ্যো ধর্ভুং চ মুর্দ্ধা স্পৃহয়তি সততং সর্ববর্গীর্বাণবর্গঃ ।  
নিত্যং নিশ্চলয়েয়ুর্নিচিততরমমী ভক্তিনিঘ্নাত্মনাং নঃ  
পদ্মাক্ষস্যাজিহ্মু পদ্মদ্বয়তলনিলয়াঃ পাংসবঃ পাপপঙ্কম ॥ ১০ ॥

অনুবাদ :- দৈত্যবর্গ বাহাদিগের প্রতি অহুয়া হেতু অবিলম্বে নিজ নিজ স্বীয় উচ্চ মহৎ পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, সমস্ত দেবগণ মন্তকে ধারণ করিবার জন্ত যে সকলের প্রতি সদা স্পৃহা-সম্পন্ন, পুণ্ডরীকাক্ষের চরণকমলযুগলতল-নিলীন সেই রেণুরাজি ভক্তিপরতন্ত্রচেতা আমাদের অতিপূর্বসঞ্চিত পাপ-পঙ্ককে যেন নিত্য নিশ্চল করেন ॥ ১০ ॥

রেখা লেখাদিবন্দ্যাশ্চরণতলগতাশ্চক্রমংস্ত্রাদিরূপাঃ  
স্নিগ্ধাঃ সূক্ষ্মাঃ সূজাতা মৃদুললিততর-কৌম-সূত্রায়মাণাঃ ।  
দহ্যুর্নো মঙ্গলানি ভ্রমরপরজুঘা কোমলেনাক্ষিজায়াঃ  
কত্রেণাত্রেড্যমানাঃ কিসলয়-মুদুনা পাণিনা চক্রপাণেঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ :- কীরোদ-সম্ভবার অলিকুল-সেবিত কিশলয়-কোমল কমনীয়-কর-সংবাহনে পুনঃ পুনঃ স্পৃষ্ট, দেবাদি-বন্দনীয়, মৃদু-ললিত-কৌম-সূত্রসদৃশ সূক্ষ্ম,

শিখ, স্বজাত, চক্রপাণি-চরণস্থ কমনীয় চক্র-মংস্তাদি রেখা-সমূহ যেন আমাদিগকে মঙ্গল বিতরণ করেন ॥ ১১ ॥

যস্মাদাক্রামতো দ্বাং গরুড়-মণি-শিলা-কেতু-দণ্ডায়মানা-  
দাশ্চ্যাতন্তী বভাসে সুরসরিদমলা বৈজয়ন্তীব কান্তা ।  
ভূমিষ্ঠো যন্তুথান্যো ভুবনগৃহবৃহৎ-স্তম্ভশোভাং দধৌ নঃ  
পাতামেতো পয়োজোদরললিততলৌ পঙ্কজাক্ষ্ম পাদৌ ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ ।**—মরকতমণিময় ধ্বজদণ্ড সদৃশ যে চরণ স্বর্ণ আক্রমণে  
উখিত হইলে, তাহা হইতে নির্মলা সুরধুনী ক্ষরিত হইয়া কমনীয় বৈজয়ন্তীর  
(পতাকার) দ্বাং শোভা পাইয়াছিলেন, আর যে অপর চরণ ভূতলব্যাপী হইয়া  
ভুবনমণ্ডলরূপ গৃহের স্তম্ভবৎ শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পুণ্ডরীকাক্ষের কমল-  
গর্ভ-মনোহর-তল-সম্পন্ন সেই চরণদ্বয় আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১২ ॥

আক্রামদ্ভ্যাং ত্রিলোকীমসুরসুরপতী তৎক্ষণাদেব নীতো  
যাভ্যাং বৈরোচনীশ্চৌ যুগপদপি বিপৎ-সম্পদোরেকধাম ।  
তাভ্যাং তাস্মাদরাভ্যাং মুহুরহমজিতস্মাখিতাভ্যামুভাভ্যাং  
প্রাক্ষৈশ্বর্য্যপ্রদাভ্যাং প্রণতিমুপগতঃ পাদপঙ্কেরুহাভ্যাম্ ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ ।**—বাহারা ত্রৈলোক্য আক্রমণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অসুররাজ  
বলি এবং সুররাজ ইন্দ্রকে যুগপৎ (যথাক্রমে) বিপত্তি ও সম্পত্তির একাধিকারী  
করিয়াছিলেন, তান্ন-তল-মনোহর প্রভূত ঐশ্বর্য্যপ্রদ সর্বলোক-পূজিত সেই নারায়ণ-  
চরণকমলযুগলে আমি বারংবার প্রণাম করিতেছি ॥ ১৩ ॥

যেভ্যো বর্ণশ্চতুর্থশ্চরমত উদভূদাদিসর্গে প্রজানাং  
সাহস্রী চাপি সংখ্যা প্রকটমভিহিতা সর্ববেদেষু যেষাম্ ।  
ব্যাপ্তা \* বিশ্বস্তরা যৈরতিবিততনোর্বিশ্বমূর্ত্তেবিরাজৌ  
বিষ্ণোস্তেভ্যো মহদ্ব্যং সততমপি নমোহস্ত্যজি পঙ্কেরুহেভ্যঃ ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ ।**—প্রজাগণের আদিমষ্টিকালে, যে সমস্ত হইতে শেষে চতুর্থ  
বর্ণ উদ্ভূত, সর্ববেদে বাহাদিগের সহস্রসংখ্যা স্পষ্টভাবে কথিত, বাহারা ভূমণ্ডলকে

ব্যাগ্ৰ করিয়াছেন, অতি বিশালকায় বিশ্বমুর্তি বিরাজ পুরুষ বিশ্বব সেই মহৎ  
ঐচরণকমলনিকরের উদ্দেশে আমার সতত নমস্কার ॥ ১৪ ॥

বিষ্ণোঃ পাদদ্বয়াগ্রে বিমলনখরুচি \* ভ্রাজিতা রাজতে যা  
রাজীবস্তোব রম্যা হিমজল-কণিকালঙ্কতাগ্রা দলানী ।  
অস্মাকং বিশ্বয়ার্হাণ্যখিলজন-মনঃ-প্রার্থনীয়া হি সেয়ং  
দদাদাদানবদা ততিরতিরুচিরা মঙ্গলান্যঙ্গুলীনাম্ ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি ঐবিষ্ণুর চরণদ্বয়গলের অগ্রভাগে, নির্মল নখপ্রভায়  
উদ্ভাসিত হইয়া হিমজলকণিকা-ভূষিতাগ্র রমণীয় কমলদলনিকরবৎ শোভা  
পাইতেছেন ; অখিল-জন-মনঃ-প্রার্থনীয়, জগৎসৃষ্টির পূর্বে প্রকাশিত সেই  
নির্দোষ অঙ্গুরিজি আমাদিগের বিশ্বয়কর কল্যাণপরম্পরা যেন প্রদান  
করেন ॥ ১৫ ॥

যস্মাং দৃষ্টামলায়াং প্রতিকৃতিমমরাঃ সম্ভবন্ত্যানমন্তঃ  
সেন্দ্রাঃ সাস্ত্রীকৃতৈর্ঘ্যাস্ত্রপরস্বরকুলাশঙ্কয়াতঙ্কবন্তঃ ।  
সা সগ্ধঃ সাতিরেকাং সকল-সুখকরীং সম্পদং সাধয়েন্ন-  
শ্চঞ্চলচাৰ্ব্বংশুচক্রা চরণ-নলিনয়োশ্চক্রপাণেৰ্নথালী ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ ।**—ইন্দ্রসমন্বিত দেবগণ প্রণাম করিবার সময়ে, নির্মলতা হেতু  
যাহার ভিতরে নিজ নিজ প্রতিবিম্ব দর্শনে, অপর দেবতাগণের প্রাচুর্য্যব আশঙ্কা  
হওয়ায় প্রগাঢ় ভীষা সহ আতঙ্ক প্রাপ্ত হইলেন, মনোহর-কিরণাবলি-প্রসারিণী,  
চক্রপাণির পদকমলবিরাজিত সেই নখররাজি আমাদিগের সর্বসুখবিধায়িনী  
অত্যধিক সম্পদ অবিলম্বে সম্পন্ন করুন ॥ ১৬ ॥

পাদান্তোজস্ম-সেবা-সমবনতস্বর-ত্রাত-ভাস্বৎ-কিরীট-  
প্রত্যাশ্রোচ্চাবচাশ্ম-প্রবরকরগণৈশ্চিত্রিতং যদ্বিভাতি ।  
নত্ৰাঙ্গাণাং হরেনে। হরিদুপল-মহাকূর্ম্ম-সৌন্দর্য্য-হারি-  
চ্ছায়ং শ্রেয়ঃ-প্রদায়ি প্রপদযুগমিদং প্রাপয়েৎ পাপমন্তুম্ ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ ।**—চরণকমল-সেবার্থ প্রণত দেববৃন্দের উজ্জল কিরীট-নিবন্ধ  
বিবিধ উৎকৃষ্ট মণিমুখজালে বিবিধ বর্ণ ধারণ করতঃ যিনি শোভা পাইয়া থাকেন,

\* 'নখ-মণি' বাণীবিনাস মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ ।

মরকতমণিময় মহাকর্ষপৃষ্ঠের ভায় স্ত্রী স্ত্যাম সেই শ্রেয়ঃপ্রদ ত্রিহরি-প্রপদযুগল,  
নব্রকায় আমাদিগের যেন পাপসমূহ বিনাশ করেন ॥ ১৭ ॥

শ্রীমত্যৌ চারুবৃত্তে করপরিমলনানন্দ-হৃষ্টে রমায়াঃ  
সৌন্দর্যাঢ্যোন্দ্রনীলোপল-রচিত-মহাদণ্ডয়োঃ কান্তি-চোরে ।  
সূরীন্দ্রেঃ স্তূয়মাণে সুরকুল-সুখদে সূদিতারাতিসজ্জে  
জজ্জে নারায়ণীয়ে মুহুরপি জয়তামস্মদংহো হরন্ত্যৌ ॥ ১৮ ॥

**অনুবাদ ।**—উৎকৃষ্ট শ্রীসম্পন্ন, সুরবৃত্ত ( সুরগোল ) লক্ষ্মীকরকমল সম্পাদিত  
সংবাহন-সুখে রোমাঞ্চিত, ইন্দ্রনীল-মণিরচিত সুললিত মহাদণ্ডযুগলের কান্তিহরণকারী,  
সুরিশ্রেষ্ঠগণের স্তুতিভাজন, অরাতিসম্মুখবিজয়ী, সুরকুলসুখদায়ী নারায়ণজন্মা-  
যুগল, বারংবার আমাদিগের পাপহরণ করতঃ জয়যুক্ত হউন ॥ ১৮ ॥

সম্যক্ সাহং বিধাতুং সমমিব সততং জজ্জয়োঃ খিন্নয়োর্ঘ্যে  
ভার-ভূতোরুদণ্ডদ্বয়ীভরণকৃতোত্তমভাবং ভজেতে ।  
চিত্তাদর্শং নিধাতুং মহিতমিব সতাং তে সমুদগায়মাণে  
ব্রতাকারে বিধতাং হৃদি মুদমজিতস্থানিশং জানুনী নঃ ॥ ১৯ ॥

**অনুবাদ ।**—বাহারা ( উরুভারবহনে ) খিন্ন জন্মাযুগলের সতত সমভাবে  
সম্যক্ সহায়তা করিবার জন্যই যেন উরুদণ্ডযুগলভার বহন করিয়া স্তব্ধভাবে প্রাপ্ত  
হইয়াছেন, এবং বাহারা সজ্জনগণের প্রশংসনীয় মনোদর্পণ স্থাপনের সম্পূটক তুল্য,  
অজিতের (নারায়ণের) সেই ব্রতাকার জাহ্নবীর আমাদিগের হৃদয়ে সতত আনন্দবিধান  
করুন । [ মণিদর্পণ বড় আকারের কোটামধ্যে রাখিবার ব্যবস্থা ছিল । এখানে  
ভক্ত কবি, জন্মা ও উরুর মধ্যস্থিত জাহ্নবী ( হাঁটুর ) বর্ণনায় উৎপ্রেক্ষা করিয়া  
বলিলেন, প্রভুর ঐ যে স্ত্যাম জাহ্নবী, উহা জাহ্নবী নহে, বড় আকারের কোটা, উপরে  
তাহারাই ঢাকুনি দেখা যায় । ঐ কোটার ভিতরে একখানি উৎকৃষ্ট গোলাকৃতি  
মণিদর্পণ আছে ; সজ্জনগণের মনই সেই দর্পণ । ইহাই তৃতীয় চরণের ভাবার্থ ] ॥ ১৯ ॥

দেবো ভীতিং বিধাতুঃ সপদি বিদধতো কৈটভাখ্যং মধুক্ষা-  
প্যারোপ্যারুঢ়গর্ভাবধিজলধি যয়োঃ স্ত্যামিত্যেত্যৌ জঘান ।  
ব্রতাবন্যোন্মতুল্যো চতুরমুপচয়ং বিভ্রতাবভ্রনীলা-  
বুরু চারু হরন্ত্যৌ মুদমতিশয়িনীং মানসে নো বিধতাম্ ॥ ২০ ॥

**অনুবাদ ।**—সহসা ব্রহ্মার ভীতি-সম্পাদক, গর্ভিত আদি-দৈত্য মধু ও

কৈটভকে দেব নারায়ণ যথায় রাখিয়া জলধিমধ্যে নিহত করিয়াছিলেন, স্মৃন্ত  
(স্মৃগোল) পরম্পরতুলা উপযুক্ত উপচয়প্রাপ্ত শ্রীহরির সেই স্মচাক উরুযুগল  
আমাদিগের হৃদয়ে অধিকতর আনন্দবিধান করুন ॥ ২০ ॥

পীতেন দ্যোততে যচ্চতুর-পরিহিতেনাস্বরেণাত্যাদারং  
জাতালঙ্কার-যোগং জলমিব জলধেবাড়বাগ্নি-প্রভাভিঃ ।  
এতৎ পাতিত্যদারো জঘনমতিঘনাদেনসো মাননীয়ং  
সাতত্যেনৈব চেতো বিষয়মবতরৎ পাতু পীতাস্বরশ্চ ॥ ২১ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি, নিপুণভাবে পরিহিত পীতবর্ণ অশ্বর দ্বারা বাড়বাগ্নি-  
প্রভাভূষিত জলধিজলের ত্রায় অতি উত্তমরূপে শোভা পাইয়া থাকেন, পীতা-  
শ্বরের এই সেই মাননীয় জঘন আমাদিগের হৃদয়ে সতত উপস্থিত হইয়া পাতিতা-  
প্রদ অতি নিবিড় পাপরাশি হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২১ ॥

যস্মা দান্না ত্রিধানো জঘনকলিতয়া ভ্রাজতেহঙ্গং যথাক্কে-  
র্মধ্যস্থো মন্দরাদ্রিভূ জগপতি-মহাভোগ-সম্বন্ধ-মধ্যঃ ।  
কাঞ্চী সা কাঞ্চনাভা মণিবর-কিরণৈরুল্লসদ্ভিঃ প্রদীপ্তা  
কল্যাং কল্যাণদাত্রী মম মতিমনিশং কত্ররূপা করোতু ॥ ২২ ॥

**অনুবাদ ।**—যদীয় দাম অর্থাৎ গোছা জঘনদেশে ধারণ করায় ত্রিধানা  
নারায়ণের দেহ, নাগরাজের মহাভোগে আবদ্ধ-নিতম্ব কীরোদসমুদ্রমধ্যস্থ মন্দর-  
পর্বতের ত্রায় শোভা পাইয়া থাকেন, উল্লসিত মণিবরকিরণজালে উদ্দীপ্ত সেই  
কমনীয়কান্তি কাঞ্চনবর্ণা কাঞ্চী (কটিভূষণ) নিরন্তর কল্যাণদাত্রী হইয়া আমার  
বুদ্ধিকে নিরাময় করুন ॥ ২২ ॥

উন্নত্রং কত্রমুচ্চৈরুপচিতমুদভূদ্ যত্র পত্রৈর্বিচিত্রৈঃ  
পূর্বং গীর্ব্বাণ-পূজ্যং কমলজ-মধুপশ্যাম্পদং তৎ পয়োজম্ ।  
তস্মি \* মীলাশ্ম-নীলৈস্তরল-রুচিজলৈঃ পূরিতে কেলিবুদ্ধ্যা  
নাগীকাক্ষশ্চ নাভী-সরসি বসতু নশ্চিত্ত-হংসশ্চিরায় ॥ ২৩ ॥

**অনুবাদ ।**—সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় বিচিত্র-দলপূর্ণ, কমনীয়, উন্নত, চতুরানন-  
মধুকরের আসন, দেবগণ-পূজ্য সেই পদ্ম, যথায় উদ্ভূত হইয়াছিল, নীলকান্তমণির

\* যন্নিদং এই পাঠ বাণীবিলাস পুস্তকে আছে ।

ভ্রায় নীলবর্ণ মেখলা-মধ্যমণির কান্তি-সলিলে পরিপূর্ণ পুণ্ডরীকাক্ষের সেই নাভি-  
সরোবরে আমাদিগের চিত্তরূপী হংস, কেলিবোধে চিরতরে বাস করুক ॥ ২৩ ॥

পাতালং যস্য নালং বলয়মপি দিশাং পত্রপংক্তির্নগৈন্দ্রান্  
বিদ্বাংসঃ কেসরালীর্বিদুরিহ বিপুলাং কর্ণিকাং স্বর্ণশৈলম্ ।  
ভূয়াদ্ গায়ং স্বয়ম্ভূ-মধুকর-ভবনং ভূময়ং কামদং নো  
নালীকং নাভি-পদ্মাকর-ভবমুরু তন্মাগশয্যাস্থ শৌরেঃ ॥ ২৪ ॥

**অনুবাদ ।**—পাতালকে ঘাঁহার নাল বলিয়া, দিগ্‌মণ্ডলকে দলসমূহ বলিয়া, শ্রেষ্ঠ পর্বতদিগকে কেসরাবলি বলিয়া এবং সুমেরু পর্বতকে বিপুল কর্ণিকা বলিয়া জগতের পণ্ডিতগণ জ্ঞাত আছেন, বেদগানরত ব্রহ্মা যথায় গুঞ্জনপরায়ণ ভ্রমরবৎ নিবস্ন, ভুজঙ্গশয্যায় শয়ান নারায়ণের নাভিকমলসম্মত সেই ভূমণ্ডলরূপ মহৎপদ্য আমাদিগের অভীষ্টসাধন করুন ॥ ২৪ ॥

আদৌ কল্পস্য যস্মাৎ প্রভবতি বিততং বিশ্বমেতদ্বিকল্পৈঃ  
কল্পান্তে যস্য চান্তঃ প্রবিশতি সকলং স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ ।  
অত্যন্তাচিন্ত্যমূর্ত্তেশ্চিরতরমজিতস্যান্তরীক্ষ-স্বরূপে  
তস্মিন্নস্মাকমন্তঃকরণমতিমুদা ক্রীড়তাং ক্রোড়ভাগে ॥ ২৫ ॥

**অনুবাদ ।**—কল্পের প্রারম্ভে এই বিকল্পপূর্ণ বিশাল বিশ্ব ঘাঁহা হইতে উদ্ভূত হয়, আর কল্পান্তে সকল স্থাবর-জঙ্গম ঘাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, অত্যন্ত অচিন্ত্যমূর্ত্তি অজিতের ( নারায়ণের ) আকাশরূপ সেই ক্রোড়ভাগে ( উদরের একাংশে ) আমাদিগের অন্তঃকরণ অতি আনন্দ সহকারে চিরতরে ক্রীড়া করুক ॥ ২৫ ॥

কান্ত্যন্তঃ পূরপূর্ণে লসদসিত-বলী-ভঙ্গ-ভাস্বত্তরঙ্গে  
গম্ভীরাকারনাভী চতুরতর-মহাবর্ত্ত-শোভিন্যুদারে ।  
ক্রীড়স্থানক-হেমোদর-নহন-মহাবাড়বাগ্নিপ্রভাঢ্যে  
কামং দামোদরীয়োদরসলিলনিধৌ চিত্তমংশ্চিহ্নং নঃ ॥ ২৬ ॥

**অনুবাদ ।**—কান্তিসলিলে পরিপূর্ণ, ( মরকতমণির ভ্রায় ) মনোহর নীলবর্ণ ত্রিবলীতরঙ্গে শোভিত, গম্ভীরাকার অতিসুন্দর নাভিস্বরূপ বিশাল আবর্ত্তে বিরাজিত, সুবর্ণময় উদরবন্ধরূপ ( উদরবন্ধি নিবারণের জন্য দেশবিশেষে ব্যবহৃত

রজ্জু আকারে নির্মিত অলঙ্কার উদরবন্ধ নামে কথিত ) বাড়বানলপ্রভায় উদ্ভাসিত,  
সুচারুদর্শন, নারায়ণের উদর-রূপ-সমুদ্রে আমরাদিগের চিত্ত-মৎস্ত চিরকাল ক্রীড়া  
করুক ॥ ২৬ ॥

নাভী-নালীক-মূলাদধিক-পরিমলোন্মোহিতানাগলীনাং  
মালা নীলেব যাস্তী ক্ষুরতি রুচিমতী বক্তৃপদ্মোন্মুখী য়া ।  
রম্যা সা রোমরাজির্মহিতরুচিকরী মধ্যভাগস্ত বিষ্ণো-  
শ্চিত্তস্থা মা বিরংসীচ্চিরতরমুচিতাং সাধয়ন্তী শ্রিয়ং নঃ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ :- নাভিকমল হইতে অধিক পরিমল-লোভমুগ্ধ হইয়া মুখকমলা-  
ভিমুখে উখিত রুচির রূক্ষবর্ণ-ভ্রমরপঙ্ক্তির গ্রায় যিনি শোভা পাইতেছেন, জগৎ-  
পূজিত ( দেবঋষি )-গণের আকাজ্কিত নারায়ণ-মধ্যাঙ্গ বিরাজিত সেই রমণীয়  
রোমাবলি আমরাদিগের মনে অবস্থান করিয়া চিরতরকাল স্থায়ী উপযুক্ত ঐশ্বর্য্য-  
সম্পাদন কার্য্য হইতে যেন বিরত না হইয়েন । ভাবার্থ,—নারায়ণের নাভিস্থান হইতে  
বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত উখিত যে রোমাবলি, তাহাতে কবির উৎপ্রেক্ষা এই যে,  
নাভিপদ্মে স্থিত অলিপুঞ্জ মুখকমলের অধিক সুগন্ধে লুপ্ত হইয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে উপরে  
উঠিতেছে, রোমাবলি তাহারই রূপ ॥ ২৭ ॥

সংস্কারং কোস্তভাংশু-প্রসর-কিসলয়ৈ \* মু'ন্ধ-মুক্তাফলাঢ্যং †  
শ্রীবৎসোল্লাসি- ‡ ফুল-প্রতিনব-বনমালাক্ষি § রাজদুভুজাস্তম্ ।  
বক্ষঃ ¶ শ্রীবৃক্ষকান্তং ॥ মধুকর-নিকর-শ্যামলং শার্ঙ্গ'পাণেঃ  
সংসারাক্ষ-শ্রমার্ভৈরূপবনমিব যৎ সেব্যতে তৎ প্রপদ্যে ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ ।—নবপল্লব সদৃশ কোস্তভ-মণি-কিরণ-জালে আকীর্ণ, রমণীয়

### সংস্কৃত বিষমপদব্যাখ্যা ।—

\* কোস্তভাংশুপ্রসরাঃ কিসলয়ানীব । উপবনপক্ষে, প্রসরা ইব কিসলয়ানি ।

† মুক্তাফলানি মৌক্তিকহারঃ । উপবনপক্ষে, মুক্তা ইব ফলানি ।

‡ শ্রীবৎসঃ শ্রীহরৈর্বকোভূষণম্ । উপবনপক্ষে, শ্রীঃ শোভা, বৎসঃ পোশিবঃ অজাতদয়া  
ইতি যাবৎ ।

§ বনমালা অবাগ্নরবনশ্রেণী ইতুপবনপক্ষে ।

¶ ভুজাবিব অন্তৌ বামদক্ষিণপ্রান্তৌ ইতুপবনপক্ষে ।

। শ্রীবৃক্ষঃ অশ্বখঃ, লক্ষণয়া তৎপত্রগ্রহণং তৎসৎ কান্তং, অশ্বখপত্রঃ যথা—উর্দ্ধতো বিদ্যুতঃ অথঃ  
ক্রমকীর্ণক ভবদ্বিতি বক্ষঃপক্ষে ।



মুক্তাকল-সম্পন্ন (১) শ্রীবৎস-শোভিত (২) নব নব প্রফুল্ল বনমালা-অঙ্কিত  
(৩) ভূজাস্ত বিরাজিত (৪) শ্রীবৃক্ষকান্ত (৫) মধুকর-নিকর-শ্রামল, (৬) বে  
নারায়ণ-বক্ষঃস্থলকে সংসার-কান্তার-ভ্রমণ-শ্রমার্জগণ উপবনবৎ সেবা করেন, আমি  
তাঁহার প্রপন্ন হইতেছি ॥ ২৮ ॥

কান্তঃ বক্ষো নিতাস্তং বিদধদিব গলং কালিমা কালশত্রো-  
রিন্দোর্বিশ্বং যথাক্ষো মধুপ ইব তরোর্মঞ্জরীং রাজতে যঃ ।  
শ্রীমান্ নিত্যং বিধেয়াদবিরলমিলিতঃ কৌস্তভশ্রীপ্রতানৈঃ  
শ্রীবৎসঃ শ্রীপতেঃ স শ্রিয় ইব দদিতো বৎস উচৈঃ শ্রিয়ং নঃ ॥ ২৯ ॥

**অনুবাদ।**—নীলিমা যেমন মৃত্যুঞ্জয়ের কণ্ঠদেশকে বিশেষ শোভাবূক্ত  
করিয়াছে, কলঙ্ক যেমন চন্দ্রবিম্বকে অধিক শোভাসম্পন্ন করিয়াছে, ভ্রমর যেমন  
তরুকুসুমমঞ্জরীকে অধিক শোভাবূক্ত করে, যিনি কৌস্তভমণি-প্রভা-সমূহের সহিত  
নিরন্তর মিলিত থাকিয়া শ্রীপতির বক্ষঃস্থলকে সেইরূপ অধিকতর শোভাষিত করি-  
তেছেন, শ্রীর (সর্বশোভাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর) প্রিয় পুত্রতুল্য সেই শ্রীবৎস

### দুস্তোত্র পদের অর্থ।

(১) মুক্তাকল মুক্তারচিত হার ; উপবনপক্ষে, মুক্তার গায় স্বচ্ছ ও লোভনীয়  
লবলী দ্রাক্ষা প্রভৃতি ফল-সমূহ ।

(২) শ্রীবৎসচিহ্নযুক্ত, উপবন পক্ষে, শ্রী—শোভা, ও বৎস—অজাতদন্ত  
গো-শিশু ; শ্রীসম্পন্ন ও অজাতদন্ত গো-শিশু তথায় সোপানসে ছুটাছুটি করিতেছে ।

(৩) বক্ষঃস্থলে প্রফুল্ল-কুসুমগ্রাথিত অভিনব বনমালা দোহুল্যমান । উপবন-  
পক্ষে, মল্লিকাবন, যুধীবন, জাতিবন ইত্যাদি প্রফুল্ল কুসুমিত নব নব বনশ্রেণী  
যেন তথায় অঙ্কিত অর্থাৎ চিত্রিত রহিয়াছে ।

(৪) আজামূলযুক্ত ভূজযুগল, বক্ষঃস্থলকে যেন ক্রোড়ে করিয়া শোভা পাইতে-  
ছেন ; উপবনপক্ষে, ভূজসদৃশ যে পার্শ্ব-ভাগদ্বয়, তদ্বারা বিরাজিত ।

(৫) শ্রীবৃক্ষ,—অশ্বথ, অশ্বথপত্রের গায় উর্দ্ধাংশে বিস্তৃত ও নিম্নভাগ ক্রমশঃ  
ক্ষীণ, এইরূপ কমণীয় আকৃতিবিশিষ্ট । অথবা শ্রী—লক্ষ্মী, বৃক্ষকান্তা—লতা ; লক্ষ্মী-  
দেবী লতার গায় ধাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন । উপবনপক্ষে, শ্রীবৃক্ষ—  
অশ্বথ, বিষ প্রভৃতি বৃক্ষাবলির দ্বারা কমণীয় ।

(৬) ভ্রমরপংক্তির গায় কৃষ্ণবর্ণ । উপবনপক্ষে, ভ্রমরশ্রেণী দ্বারা  
কৃষ্ণবর্ণ ॥ ২৮ ॥

(মণিবিশেষ, মতান্তরে রোমাবন্ত, অশ্রুতে ভৃগুপদচিহ্ন) আমাদিগের উক্ত  
সম্পৎ সম্পাদন করুন ॥ ২৯ ॥

সন্তুয়াস্তোমি-মধ্যাং সপদি সহজয়া যঃ শ্রিয়া সন্নিধন্তে

নীলে নারায়ণোরঃস্থল-গগন-তলে হারতারোপসেব্যে ।

আশাঃ সর্বাঃ প্রকাশা বিদধদপি দধচ্চাত্ম-ভাসান্যতেজাং-

শ্চাশ্চর্য্যশ্চাকরো নো দ্যুমণিরিব মণিঃকৌস্তভঃ সোহস্ত ভূতৈঃ ॥ ৩০ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি সমুদ্রমধ্য হইতে (মহানকালে) উদ্ভূত হইয়া হার-  
স্বরূপ তারকামালা-মণ্ডিত নারায়ণ-বক্ষঃস্থলরূপ নীল নভস্তলে, সহজাতা লক্ষ্মীর  
সহিত আশ্রয় লাভ করিয়াছেন, যিনি স্বর্গের ত্রায় সর্বদিক্‌গুণ-প্রকাশক ও  
নিজ প্রভায় অশ্রু তেজকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন, সেই আশ্চর্য্যাকর কৌস্তভমণি  
আমাদিগের ঐশ্বর্য্যাজনক হউন ॥ ৩০ ॥

যা বায়ীবানুকূল্যাং সরতি মণিরুচা ভাসমানাসমানা

সাকং সাকম্পমংসে বসতি বিদধতা বাস্তুভদ্রং স্তুভদ্রম্ ।

সারং সারঙ্গসজ্জৈর্মুখরিতকুসুমা মেচকান্তা চ কান্তা

মালা মালালিতাস্মান্ন বিরমতু স্তথৈর্যোজয়ন্তী জয়ন্তী ॥ ৩১ ॥

**অনুবাদ ।**—বাহার সাম্য বা উপমা অন্যত্র নাই, অমুকূল বায়ু-বহনে  
চঞ্চলভাবে (নারায়ণের) স্বরূপে হারমণি-কিরণসহ উজ্জলমূর্তিতে যিনি  
অবস্থিত, যিনি বাস্তুভদ্র অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তকে পরম মঙ্গলাম্পদ করিয়া থাকেন,  
বাহার কুসুমচয় অলিকূলে মুখরিত ও বাহার স্বরূপ (অলিসজ্জ) নীলিমাপ্রাপ্ত,  
সেই লক্ষ্মী-লালিত জয়ন্তী অর্থাৎ বৈজয়ন্তী-নাম্নী কমনীয় মালা আমাদিগকে  
অবিলম্বে সুখী করিতে বিরত না হউন ॥ ৩১ ॥

### সংস্কৃত টীকা ।

[‘অসমানা’ অমুপমা বায়ো আনুকূল্যাং ‘সরতি’ বাতি সতি ‘সাকম্পং’  
আকম্পেন সহ বর্তমানং যথা শ্রাং তথা, ‘মণিরুচা’—হারমণিরুচা সাকং ভাসমানা  
যা, অংসে ত্রিককস্বরূপে বসতি, ‘সারঙ্গসজ্জৈঃ’ ভ্রমরসমূহৈঃ, মুখরিতকুসুমা  
‘মেচকান্তা’ শ্রামলস্বরূপা ‘কান্তা’ কমনীয়া চ, ‘বাস্তুভদ্রং’ বাস্তুর্বিষ্ণুঃ তত্র ভদ্রঃ  
সাধুঃ বাস্তুভদ্রঃ বাস্তুঃ শ্রেষ্ঠঃ উপাস্ত্বেন প্রশস্ততমো বা যশ্চ স বিষ্ণুভক্ত ইত্যর্থঃ,  
‘স্তুভদ্রং’ স্তমকলং বিদধতী, ‘মা’ লক্ষ্মীঃ তয়া ‘লালিতা’ আদরেণ পালিতা,

সা 'জয়ন্তী' বৈজয়ন্তীমালা 'অরং' শীত্ৰং অস্মান্ সূৰ্য্যধোজয়ন্তী ন বিরমতু ন  
নিবৃত্তা ভবতু ] ॥ ৩১ ॥

হারশ্যোরু-প্রভাভিঃ প্রতিনব-বনমালাংশুভিঃ প্রাংশুরূপৈঃ  
ত্রীভিশ্চাপ্যঙ্গদানাং কবলিতরুচি যম্মিকতাভিশ্চ ভাতি ।  
বাহুল্যেনৈব বন্ধাজলিপুটমজিতস্মাভিয়াচামহে তদ্  
বন্ধার্ভিঃ বাধতাং নো বহু-বিহতি-করোং বন্ধুরং বাহুল্যম্ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ :- হারের মহতী প্রভা, অভিনব বনমালার উচ্চদীপ্তি, কেশুরের  
আভা ও নিক-নামক স্বর্ণময় বন্ধোভূষণের দ্যুতি, যাহার শ্রাম কাস্তিকে গ্রাস  
করিয়াছে ; আমরা কৃতাজলিপুটে বহুলভাবে প্রার্থনা করি, নারায়ণের সেই  
সুন্দর বাহুল্য, বহু ব্যাঘাতদায়িনী আমাদিগের ভববন্ধনবাধাকে বিনষ্ট  
করুন ॥ ৩২ ॥

বিশ্ব-ত্রাণৈকদীক্ষাস্তদনুগুণ-গুণ ক্ষত্র-নির্মাণ-দক্ষাঃ  
কর্তারো দুর্নিরূপ-ক্ষুটগুণ-যশসাং কৰ্ম্মণামন্তুতানাম্ ।  
শাঙ্গং বাণং কৃপাণং ফলকমরিগদে পদ্ম-শাঙ্খৌ সহস্রং  
বিভ্রাণাঃ শস্ত্রজালং মম দধতু হরের্বাহবো মোহহানিম্ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ :- যাহারা বিশ্বরক্ষায় একমাত্র ত্রী, রক্ষাকার্য্যের অমুকুল  
গুণসম্পন্ন সেই ক্ষত্রিয়বর্ণের উৎপত্তি যথা হইতে হইয়াছে, অসংখ্যের সুপ্রকাশিত  
গুণকীর্ত্তির নিদান অদ্ভুত কৰ্ম্ম যাহারা করিয়াছেন, শাঙ্গধনু, বাণ, ( নন্দক )  
অসি, বর্ষ, ( সুদর্শন ) চক্র, ( কোমোদকী ) গদা, পদ্ম, ( পাঞ্চজন্য ) শঙ্খ  
প্রমুখ শস্ত্রসমূহধারী ত্রীহরির সহস্র বাহু আমার মোহ ধ্বংস করুন ॥ ৩৩ ॥

কণ্ঠাকল্লোদগৈতর্যঃ কনকময়-লসৎকুণ্ডলোথৈরুদারৈ-  
রুগোতৈঃ কৌস্তুভস্মাপ্যুরুভিরূপচিতশ্চিত্রবর্ণো বিভাতি ।  
কণ্ঠাল্লোষে রমায়াঃ কর-বলয়পদৈর্মুদ্রিতে ভদ্ররূপে  
বৈকুণ্ঠিয়েহত্র কণ্ঠে বসতু মম মতিঃ কুণ্ঠভাবং বিহায় ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ :- যিনি. কণ্ঠভূষণ হইতে উদ্গত সুশোভিত কনক-কুণ্ডলো-  
থিত উৎকৃষ্ট দ্যুতি দ্বারা, বিশেষতঃ কৌস্তুভমণির অত্যাশ্চর্য্য জ্যোতির্মণ্ডলে

সংবর্দ্ধিত হইয়া, বিচিত্র বর্ণে শোভা পাইতেছেন ; আলিঙ্গনের সময়ে লক্ষ্মী-কর-  
বলয়চিহ্নাঙ্কিত চাক্ষুর্ভি সেই নারায়ণ-কণ্ঠে আমার বুকি সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া  
অবস্থিত হউক ॥ ৩৪ ॥

পদ্মানন্দ-প্রদাতা পরিলসদরুণ-ত্রী-পরীতাগ্রভাগঃ

কালে কালে চ কন্মুপ্রবর-শশধরাপূরণে যঃ প্রবীণঃ ।

বক্ত্রাকাশাস্তরস্থস্তিরয়তি নিতরাং দন্ততারৌঘশোভাঃ

ত্রীভর্ভুদন্তবাসো-দ্যুমণিরঘতমো নাশনায়াত্বসৌ নঃ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ ।—যিনি পদ্মানন্দকারী ( পদ্মা—লক্ষ্মী, তাঁহার আনন্দ, সূর্য্য  
পক্ষে পদ্মপুষ্পের প্রফুল্লতা ), ধাঁহার অগ্রভাগ অরুণ-ত্রীশোভিত, ( ওষ্ঠ পক্ষে  
অগ্রভাগ-প্রান্ত ; অরুণ ত্রী, রক্ত আভা । সূর্য্যপক্ষে অগ্রভাগ সূর্য্যরথের  
সম্মুখভাগ, বা সূর্য্যোদয়ের পূর্বাবস্থা, অরুণ—সূর্য্যের সারথি, বা তৎপূর্ব্বোদিত  
সূর্য্যকিরণ, তদীয় ত্রী—তদীয় শোভা ) যিনি সময়ে সময়ে ( একপক্ষে বৃদ্ধ ও  
উৎসবসময়ে পক্ষান্তরে গুরুপক্ষের প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ) শঙ্করাজ-  
স্বরূপ চন্দ্রের আপূরণে ( ওষ্ঠপক্ষে, বাদনার্থ মুখবায়ুর দ্বারা আপূরণে, সূর্য্য-  
পক্ষে চন্দ্রের ক্ষীণ কলাকে পূর্ণ করিতে ) সুদক্ষ ; যিনি বদনাকাশাভাস্তরে  
অবস্থিত হইয়া দন্তপংক্তিস্বরূপ নক্ষত্রাবলীর শোভা হরণ করেন, ত্রীনাথের সেই  
ওষ্ঠাধররূপী সূর্য্য আমাদিগের পাপরূপ অন্ধকার বিনাশের কারণ হউন । এই  
শ্লোকের ভাবার্থ :—সূর্য্যের কার্য্য পদ্মপুষ্পকে প্রফুল্ল করা, তাঁহার সম্মুখভাগে  
থাকেন অরুণদেব,—উদয়ের পূর্বে সেই অরুণের দর্শন পাওয়া যায়, সূর্য্যকিরণ  
দ্বারাই চন্দ্রের কলা পূর্ণ হয়, চন্দ্রের যে অংশ পৃথিবীর ছায়ায় আবৃত থাকে,  
তাহা সূর্য্যকিরণলাভে বঞ্চিত হয়, যতটুকু ছায়ার বাহিরে থাকে, তাহাতেই সূর্য্য-  
কিরণপাত হয়, আর উজ্জলতা লাভ করে, তিথি অনুসারে গতিভেদহেতু, চন্দ্র-  
কলার আবরণে ন্যূনাধিক্য হয় । সূর্য্য আকাশমণ্ডলে যে স্থানে প্রকাশিত থাকেন,  
তথায় নক্ষত্রগ্রভা তিরোহিত হয়, এই সকল ভাব সূর্য্যের জ্ঞায় নারায়ণের ওষ্ঠা-  
ধরে আছে, তাই তাঁহাকে সূর্য্যরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । যথা—ওষ্ঠাধরের প্রান্ত-  
ভাগ অত্যন্ত অরুণবর্ণ, উহাই অরুণোদয়ের সহিত সমীকৃত, পাঞ্চজন্ত শঙ্খ ধবল-  
তার চন্দ্রতুল্য, মুখাভাস্তরস্থ বায়ুযোগে তাঁহাকেও পূর্ণ করিতে হয়, সেই পাঞ্চজন্ত  
শঙ্খের পূরণে ওষ্ঠাধর প্রত্যক্ষ হেতু, আর এই ওষ্ঠাধরই মুখবিকরে থাকিয়া দন্তা-  
বলীকে আবৃত রাখিয়াছে, ( বিবর আকাশ ব্যতীত কিছুই নহে ) ওস্তদন্তাবলী

ভার্য্যাপঙ্ক্তির জায় । এই রূপকে নারায়ণের ওষ্ঠাধরকে সূর্য্যরূপে বর্ণনা করিয়া  
তাহার নিকটে পাপাক্রকার ধ্বংসের প্রার্থনা বড়ই শোভন ॥ ৩৫ ॥

নিত্যং স্নেহাতিরেকান্নিজকমিতুরলং বিপ্রযোগাক্ষমা যা  
বক্তেন্দোরস্তুরালে কৃতবসতিরিবাভাতি নক্ষত্ররাজিঃ ।  
লক্ষ্মীকান্তস্ত কান্তাকৃতিরতিবিলসন্ মুক্তমুক্তাবলিশ্রী-  
দন্তালী সমুতং সা নতি-নুতি-নিরতানক্ষতান্ রক্ষতামঃ ॥ ৬৥

**অনুবাদ** ।—প্রেমের আতিশয্যে নিজ কান্তের ( চন্দ্রের ) দীর্ঘ বিচ্ছেদ  
সহ করিতে অসমর্থ হইয়াই যেন নারায়ণ-মুখচন্দ্রের অভ্যস্তরে সদা অবস্থিত নক্ষত্র-  
রাজির জায় বাহারা শোভা পাইয়া থাকেন, সুবিস্তৃত সুন্দর মুক্তা-পঙ্ক্তি-শোভনা  
লক্ষ্মীকান্তের সেই দশনপঙ্ক্তি সদা স্ততিনতিপরায়ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন,  
এবং যেন আমরা অক্ষত থাকি ॥ ৩৬ ॥

ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণ্যজিহ্মং মতিমপি কুরুষে দেব সম্ভাবয়ে ত্বাং  
শস্তো শক্র ত্রিলোকীমবসি কিমমরৈর্নারদাঘাঃ স্তথং বঃ ।  
ইথং সেবাবনত্রং সুর-মুনি-নিকরং বীক্ষ্য বিষেণাঃ প্রসন্ন-  
স্মাস্তেন্দোরাশ্রবন্তী বর বচন-সুধাহ্লাদয়েন্ মানসং নঃ ॥ ৩৭ ॥

**অনুবাদ** ।—“হে ব্রহ্মন্ ! বেদে অবক্র বুদ্ধি রাখিয়াছ ত ? হে দেব  
শস্তো ! আপনার সম্বন্ধনা করিতেছি । হে ইন্দ্র ! দেবগণ-সহযোগে ত্রৈলোক্য  
রক্ষায় রত আছ ত ? নারদাদি মুনিগণ ! তোমরা স্তথে আছ ত ?” সেবা  
বিনয় দেবতা ও মুনিগণকে অবলোকন করিয়া নারায়ণের প্রসন্ন মুখচন্দ্র-নিঃসৃত  
( পূর্ব্বোক্ত ) উৎকৃষ্ট বচনামৃত যেন আমাদিগের হৃদয়কে আপ্যায়িত  
করেন ॥ ৩৭ ॥

কর্ণস্থ-স্বর্ণ-কম্বোজ্জল-মকর-মহাকুণ্ডল-প্রোতদীপ্যন্  
মাণিক্যশ্রীপ্রতানৈঃ পরিমিলিতমলি-শ্যামলং কোমলং যৎ ।  
প্রোতৎসূর্য্যাংশুরাজন্-মরকত-মুকুরাকারচোরং মুরারে-  
গাঁঢ়ামাগামিনীং নঃ শময়তু বিপদং গণ্ডয়োর্মণ্ডলং তৎ ॥ ৩৮ ॥

**অনুবাদ** ।—নারায়ণের ভ্রমর-কৃষ্ণ কোমল গণ্ডমণ্ডল, কর্ণস্থিত সুবর্ণ-  
ময় উজ্জল কমণীয় মকরাকৃতি মহাকুণ্ডলনিবদ্ধ প্রদীপ্ত মাণিক্য-প্রতাপুঞ্জ

সম্মিলিত হইয়া, যিনি উদীয়মান সূর্য্যাকিরণোদ্ভাসিত মরু কতমণিদর্পণের আকার অণ-  
হরণ করিয়াছেন, তিনি আমাদিগের আগামিনী গাঢ় বিপদ শমিত করুন ॥ ৩৮ ॥

বক্ত্রাস্তোজে লসন্তং মুহুরধরমণিঃ পকবিস্বাভিরামঃ  
দৃষ্টা দংষ্টুঃ \* শুকশ্চ স্ফুটমবতরতন্তু গুদণ্ডায়তে যঃ ।  
ঘোণঃ শোণীকৃতঃ স † শ্রবণযুগলসংকুণ্ডলোঽশ্রমূ'রারেঃ  
প্রাণাখ্যস্যানিলশ্চ প্রসরণসরণিঃ প্রাণদানায় নঃ স্ম্যৎ ॥ ৩৯ ॥

**অনুবাদ।**—যিনি শ্রোত্রযুগল-বিরাজিত মণিকুণ্ডলকিরণপাতে অরুণ-  
বর্ণ হওয়াতে, (নারায়ণের) মুখকমলবিরাজিত পক-বিশ্ব-রমণীয় অধরমণি  
দর্শন করিয়া দংশনার্থ অবতীর্ণ শুক পক্ষীর তুণ্ড-দণ্ড অর্থাৎ চঞ্চুপুটের সাদৃশ্য  
স্পষ্টরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, নারায়ণের প্রাণানিলসঞ্চারণমার্গ নেই নাসিকা  
আমাদিগের প্রাণদানের হেতু হউন ॥ ৩৯ ॥

দিক্‌কালৌ বেদয়ন্তৌ জগতি মুহুরিমৌ সঞ্চরন্তৌ রবীন্দ্র  
ত্রৈলোক্যলোক-দীপাবভিদধতি যয়োরেব রূপং মুনীন্দ্রাঃ ।  
অস্মানজপ্রভে তে প্রচুরতরুপানির্ভরং প্রেক্ষমাণে  
পাতামাতাত্রশুক্রা সিতরুচিরুচিরে পদ্মনেত্রশ্চ নেত্রে ॥ ৪০ ॥

**অনুবাদ।**—ত্রৈলোক্যদর্শন দীপ, দিক্-কাল-পরিজ্ঞাপক সূর্য্য ও চন্দ্রকে  
যদীর রূপ বলিয়া মুনীন্দ্রগণ নির্দেশ করেন, পুণ্ডরীকাক্ষের আতাত্র-রুক্ষ-শুভ্রবর্ণে  
(প্রাস্তে আতাত্র, তারকার রুক্ষ এবং তৎপার্শ্বে শুভ্রবর্ণ) মনোহর সেই নয়নযুগল,  
প্রচুরতর রূপাপূর্ণভাবে দৃষ্টিপাত করতঃ আমাদিগকে ব্রহ্মা করুন ॥ ৪০ ॥

পাতাং পাতালপাতাং পতগপতিগতেভ্র যুগং ভুগ্নমধ্যং  
যেনেষচ্চালিতেন স্বপদনিয়মিতাঃ সাস্ত্রা দেবসজ্জাঃ ।  
নৃত্যল্লালটিরঙ্গৈ রজনিকরতনোরর্দ্ধখণ্ডাবদাতে  
কালব্যালদ্বয়ং বা বিলসতি সময়া বালিকা মাতরং ‡ নঃ ॥ ৪১ ॥

**অনুবাদ।**—বাহার ঈষৎ সঞ্চালনে অস্থির ও দেবগণ স্ব স্ব পদে স্থির

\* “দৃষ্টুঃ” এই পাঠ বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে আছে ।

† “শোণীকৃতাস্মা” এই পাঠঃ বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে আছে ।

‡ “মাতরং” পাঠ সঙ্গত ।

ধাকেন, যিনি চন্দ্রবিশ্বের অর্দ্ধখণ্ডাকার নির্মল ললাটরঞ্জে নৃত্যরত ( বলিয়াই যেন ) ভূগমধ্য, এবং যিনি কৃষ্ণস্পর্শবৃগলের ত্রায় অথবা মাতৃসমীপে বালিকার ত্রায় শোভা পাইতেছেন, গরুড়বাহন নারায়ণের সেই ক্রবৃগল আমাদিগকে পাতালপাত অর্থাৎ অধঃপাত হইতে রক্ষা করুন। আংশিক ভাবার্থঃ—অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নারায়ণ-ললাটে ভ্রমরকৃষ্ণ ধনুর্নাকৃতি ক্রবৃগলও ভ্রমরকৃষ্ণ, আকারে ও বর্ণে ললাটের সহিত ক্রবৃগলের সাদৃশ্য আছে, প্রভেদ এই ললাট, ক্ষুদ্র ক্রবৃগলকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাই ললাটকে মাতা ও ক্রকে বালিকা বলিয়া উৎপ্রেক্ষা করা হইয়াছে। গরুড় নাগলোকের অন্তকস্বরূপ ; পাতাল—নাগলোক ; এখানে ‘গরুড়-বাহনের ক্রবৃগল’ এইরূপ নির্দেশ করার তাহার যে পাতালের উপর অসীম প্রভাব, তাহা স্মৃতিত, অতএব পাতালপাত হইতে রক্ষা তাঁহার কার্য্য, আর কৃষ্ণ-ভূজঙ্গের সহিত তুলনা করার নাগলোকে ক্রবৃগলের গার্হস্থ্য স্মৃতিত, গৃহস্থানী গৃহ-দ্বার রুদ্ধ করিলে বাহিরের ব্যক্তি তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না, সেই রীতিতে অত্র ব্যক্তির পাতাল-পাতে বা পাতালপ্রবেশে বাধা দিতে ভূজঙ্গের অধিকার আছে, কারণ, সে পাতালবাসী ; অতএব এইরূপ প্রার্থনাবাক্যটি বড়ই শোভন হইয়াছে।

### বিশেষ স্মরণের সংস্কৃত টীকা।

মাতরং সময়া মাতুরন্তিকে বালিকা বা বিলসতীতি পদদ্বয়মত্রাপ্যশ্বেতি দেহলীদীপতায়। বা কার ইবার্থে, অত্র তদাবৃত্ত্য বিকল্পঃ সমুচ্চয়ো বার্থঃ স্বীকার্য্যঃ। ক্রবৃগমিত্যেকবচনানুরোধাৎ বালিকেত্যেকবচনং, প্রয়োগসাধুত্বায়, অত্র তদর্থো ন বিবক্ষিতঃ, কিন্তু বালিকাত্মেন বালিকাধরন্ত গ্রহণমথবা ক্রবৃগন্তৈবৈকবালিকারূপেণ গ্রহণম্। অত্র ‘বালিকামান্তরং নঃ’ ইতি যুক্তঃ পাঠঃ। অন্তার্থঃ—আলিকামং সেতুকামং অন্তরং অন্তরাআনং সময়া বা আসন্নাদেব পাতালপাতাৎ পাতালগতনাৎ পাতাদ্ রক্ষতু।

### এই পাঠান্তরের অনুবাদ।

আমাদিগের অন্তর সেতু কামনা করিতেছে, আমাদিগকে আগন্তর পাতাল-পতন হইতে (ক্রবৃগল) রক্ষা করুন। ভাবার্থ এই—তবসমুদ্রের সেতু কামনা যাহার আছে, সেই আমার অন্তরাআ সেতুলাভের পরিবর্তে অচিরেই পাতালে পতিত হইবে, অতএব তাহাকে রক্ষা করুন ॥ ৪১ ॥

লক্ষ্মাকারালকালি-স্ফুরদলিক-শশাঙ্কার্দ্ধসন্দর্শ-মীলন-  
নেত্রান্তোজ-প্রবোধোৎসুক-নিভৃততরালীনভৃঙ্গচ্ছটাভে ।  
লক্ষ্মীনাথস্ত লক্ষ্যীকৃত-বিবুধগণাপাঙ্গ-বাণাসনার্দ্ধ-  
চ্ছায়ে নো ভূরি-ভূতি-প্রসবকুশলতে ক্রলতে পালয়েতাম্ ॥৪২॥

অনুবাদ :- অলকাবলি ( ঝাঁপটা চুল ) যাহার কলঙ্ক আকারে প্রতীয়-  
মান, সেই ললাটস্বরূপ অর্দ্ধচন্দ্রদর্শনে মুদিত, নয়ন-কমলের প্রবোধসময়ের অপেক্ষার  
অতি নিশ্চলভাবে অবস্থিত ভ্রমরকুলের সাদৃশ্য যথায় বর্তমান, লক্ষ্যীকৃত-দেব-  
সংহতির অপাঙ্গ-চাপাঙ্গীসমাকৃতি \*, প্রভূত ঐশ্বর্য্য-সম্পাদন-কুশল, লক্ষ্মীকান্তের  
সেই ছই ক্রলতা আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৪২ ॥

রুক্ষ-স্ফারেস্কু-চাপচ্যুতশর-নিকর-ক্ষীণ-লক্ষ্মী-কটাক্ষ-  
প্রোৎফুল্লৎ-পদ্মমালা-বিলসিত-মহিত-স্ফাটিকৈশানলিঙ্গম্ ।  
ভূয়াদ্ ভূয়ো বিভূতৈ মম ভুবনপতেক্রলতাদ্বন্দ্বমধ্যা-  
দুখং তৎ পুণ্ড্রমূর্ধ্বং জনিমরণতমঃখণ্ডনং মণ্ডনঞ্চ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ :- কামদেবের ইক্ষুদণ্ড-চাপ-নিঃসৃত রুক্ষ-শরনিকরসম্পাতে  
ক্ষীণ ( হইলেও ) লক্ষ্মীদেবীর কটাক্ষরূপ প্রস্ফুটিত পদ্মমালার অর্পণে পুজিত,  
স্ফাটিক শিবলিঙ্গাকৃতি যে উর্দ্ধপুণ্ড্র ভুবনপতি নারায়ণের ক্রয়ুগলমধ্য হইতে উথিত  
হইয়াছে, তিনি আমার বহুতর বিভূতির নিমিত্ত অলঙ্কারস্বরূপ হউন, এবং আমার  
জন্মমরণ-ধ্বাস্ত বিনাশ করুন ।

[ এই উর্দ্ধপুণ্ড্র, ষ্ঠেতবর্ণ, মধ্যে লক্ষ্মীদেবীর রক্তবর্ণরেখাচিহ্ন আছে । মধ্যে  
স্থূল, উর্দ্ধে তদপেক্ষা ক্ষীণ । বিষ্ণুভক্ত কবি নিজেও এইরূপ তিলকধারণের প্রার্থনা  
করিতেছেন । বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, সেই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ ও পরবর্ত্তী শ্লোকের  
প্রথম চরণ দর্শনে বিবেচনা হয়,—এই পাদাদি কেশান্ত স্তোত্র, মহারাষ্ট্র দেশের  
সুপ্রসিদ্ধ পাণ্ডুরঙ্গ নামক বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শনে রচিত ; কারণ, সেই মূর্ত্তির মস্তকে একটি  
ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গ আছে । উর্দ্ধপুণ্ড্রের উর্দ্ধে অস্তিমস্থানে সেই শিবলিঙ্গ বলিয়া

\* অপাঙ্গ—নেত্রপ্রান্ত ও অনঙ্গ । দেবসংহতি—দেবগণ, নারায়ণের অপাঙ্গ লক্ষা, তাহার  
রূপাকটাক্ষের দেবতারা অধিকারী, সুতরাং নারায়ণের অর্দ্ধ সেই অপাঙ্গের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, এবং  
ক্রলতার আকৃতি ধনুকের অর্দ্ধাংশের স্থায় ;—ইহা এক অর্থ । অপর অর্থ, সমস্ত দেবগণই  
যাহার বাণের লক্ষা, সেই অনঙ্গদেবের মোহন ধনুর অর্দ্ধভাগের স্থায় ক্রলতার আকৃতি ।



উর্দ্ধপুণ্ড্রের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কথিত হইয়াছে। তদনুসারে প্রথমার্দ্ধের ভাবার্থ নিম্নলিখিতরূপ হইবে।—মদনশরাঘাতে ক্ষীণ শিবলিঙ্গ বিষ্ণুনস্তকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, উর্দ্ধপুণ্ড্রবিজ্ঞাসসময়ে লক্ষ্মীদেবীর দৃষ্টি পদ্মমালা আকারে তাহাতে নিপতিত এবং তাহাতেই তিনি অর্চিত হইয়াছেন। মদনশরাঘাতে ক্ষীণতাই শিবলিঙ্গের ক্ষুদ্রতার কারণ, এবং ঐ উর্দ্ধপুণ্ড্র হইতেই বিজ্ঞাসকারিণী লক্ষ্মীর কটাক্ষলাভে তিনি স্তম্ভ হইয়াছেন। ইহাই কবির উৎপ্রেক্ষা ] ৪৩ ॥

পীঠাভূতালকাস্তে \* কৃতমুকুট-মহাদেবলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠে  
লালাটে নাট্যরঙ্গে বিকটতরতটে কৈটভারেশ্চিরায়।  
প্রোদবাট্যেবাত্ততস্ত্রী-প্র কটপটকুটীং প্রস্ফুরন্তী স্ফুটাপ্রঃ  
পটীযং ভাবনাখ্যাং চটুলমতিনটী নাটিকাং নাটয়েন্নঃ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদঃ—যথায় অলকাগ্রভাগ পীঠস্বরূপ, ও মুকুটরূপী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত, কৈটভসুদনের সেই অতিসুন্দর ললাটতলস্বরূপ নাট্যরঙ্গক্ষেত্রে আশ্রয়-বিষয়ে অজ্ঞানরূপ পটগৃহ উদ্ঘাটন করিয়া সুব্যক্তাবয়বে আবির্ভূতা নিপুণা এই চঞ্চল বুদ্ধিরূপা নটী, ভাবনানায়ী ( ধ্যানরূপা ) নাটিকা আমাদের সমীপে অভিনয় করুন।

[ বিশেষ বক্তব্য, পূর্ব-শ্লোকের ত্রায় এ স্থানেও পাণ্ডুরঙ্গ-মূর্তির চিত্র পরিস্ফুট, মুকুটস্থানে শিবলিঙ্গ, কাজেই অলকাস্ত তাঁহার পীঠ, সপীঠ শিবলিঙ্গ ললাটেই প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় চরণে “নাট্যরঙ্গ” শব্দ “পাণ্ডুরঙ্গ” নামের স্মারক। ] ॥ ৪৪ ॥

মাল'লীবা'লিধান্নঃ কুবলয় কলিতা ত্রীপতেঃ কুন্তলালী  
কালিন্দ্যারুহ মূর্দ্ধে। গলতি হরশিরঃ-স্বধূ'নৌস্পর্কয়া নু।  
রাহুর্বা যাতি বক্ত্রং সকলশশিকলা-ভ্রান্তিলোলান্তরাভা  
লোকৈরালোক্যতে যা প্রদিশতু সততং সাখিলং মঙ্গলং নঃ॥৪৫॥

অনুবাদ।—ইহা কি ভ্রমরকুলের আভা—বহুমালাকারে সজ্জিত, ( ইহা কি ভ্রমরবাসস্থানের শ্রেণীবদ্ধভাবে বিভিন্ন সজ্জা বিজ্ঞাস ) কিংবা যমুনা, শিব-মস্তক ও গঙ্গার প্রতি স্পর্শ করিয়া ( নারায়ণের ) মস্তকে আরোহণ করিয়া তথা হইতে ক্ষরিত হইতেছেন, অথবা পূর্ণ শশধর ও শশিধর ভ্রমে ( ললাট দর্শনে

শশিখণ্ড ভ্রম) লুক্ক হইয়া রাহ মুখমণ্ডলের প্রতি ধাবিত হইতেছে—লোকে এই-  
রূপ (বিতর্ক সহ) ত্রীপতির যে কুবলয়শোভিত কেশপাশকে অবলোকন করে,  
তিনি আমাদিগকে সদা অখিল কল্যাণ প্রদান করুন ॥ ৪৫ ॥

স্বপ্নাকারাঃ প্রসুপ্তে ভগবতি বিবুধৈরপ্যদৃষ্টস্বরূপা

ব্যাণ্ডব্যোমান্তরালান্তরল-মণিরুচা রঞ্জিতাঃ স্পষ্টভাসঃ ।

দেহচ্ছায়াদগমাতা রিপু-বপুঃগুরু-প্লোষ-রোষাশ্বি-ধূমাঃ \*

কেশাঃ কেশিদ্ভিষো নো বিদধতু বিপুলক্লেশপাশপ্রণাশম্ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ :- যখন ভগবান্ প্রসুপ্ত থাকেন, তখন (প্রলয়াবস্থায়) দেবগণ ও  
ঋষাদিগকে দর্শন করিতে সমর্থ হইয়েন না, যাঁহারা আকাশমণ্ডলকে ব্যাপ্ত করিয়া  
অবস্থিত ; হারমধ্যমণি-প্রভায় রঞ্জিত স্পষ্টপ্রকাশ ও সুররিপুশরীররূপী অগুরুবন-  
দাহক রোষানলের ধূমস্বরূপ ; কেশিহস্তা নারায়ণের উদ্ধোখিত কলেবর-কাস্তি  
সদৃশ ( জলদকৃষ্ণ ) সেই কেশসমূহ আমাদিগের বিপুল ক্লেশবন্ধন বিনষ্ট করুন ॥ ৪৬ ॥

যত্র প্রত্যুপ-রত্ন-প্রবর-পরিলসদ্-ভূরি-রোচিস্প্রতান-

স্মৃর্ত্যাং মূর্তিমু'রারেছ'মণি-শত-চিতব্যোমবদ্ ভূনিরীক্ষ্যা ।

কুর্ব্বৎ পারে পয়োধি-জ্বলদকৃশ-শিখা-ভাস্বদৌর্বাশ্বিশঙ্কাং

শশ্বন্নঃ শশ্ম দিশ্যাৎ কলিকলুষতমঃপাটনং তৎ কিরীটম্ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ :- যদীয় উৎকৃষ্ট রত্ন-রাজি-নিঃসৃত প্রভামণ্ডলফুরণে, সুরারির  
মূর্তি শত-সূর্য্য-সমুদ্ভাসিত গগনতলের ত্রায় হৃদর্শ হইয়া থাকেন, সমুদ্রপারে  
প্রজ্বলিত বিপুল শিখাভাস্বর বাড়বানল-শঙ্কা-সম্পাদনকারী কলিকলুষাকার-  
বিধ্বংসী সেই ( সুরারি- ) কিরীট, আমাদিগকে সর্বদা সুখ প্রদান করুন ॥ ৪৭ ॥

ভাস্বা ভাস্বা যদন্তস্ত্রিভুবনগুরুরপ্যককোটিরনেকাঃ

গন্তুং নাস্তুং সমর্থো ভ্রমর ইব পুনর্নাভিনালীকনালাৎ ।

উন্মজ্জমূর্জিতস্ত্রিভুবনমবরং † নির্মমে তৎ সদৃক্ষং

দেহাস্তোধিঃ স দেয়াম্মিরবধিরমৃতং দৈত্যবিদ্বেষিণো নঃ ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ :- ত্রিভুবনগুরু উজ্জিতস্ত্রি ব্রহ্মাও যাঁহার অভ্যন্তরে বহু

\* 'ধূমাঃ' এই পাঠ বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে আছে ।

† 'সপরং' বাণীবিলাস মুদ্রিত পাঠ ।

কোটি বৎসর ভ্রমণ করিয়াও অস্ত প্রাপ্ত হয়েন নাই, তখন নাভিকমলনাল হইতে ভ্রমরবৎ উন্মথ হইয়া তাহার অম্লকরণে ক্ষুদ্র ত্রিভুবন নির্মাণ করেন, দৈত্যারি নারায়ণের সেই অবধিহীন দেহ-সমুদ্র আমাদিগকে অমৃত প্রদান করুন ॥ ৪৮ ॥

মৎস্যঃ কূৰ্মো বরাহো নরহরিণপতিৰ্বামনো জামদগ্ন্যঃ

কাকুৎস্থঃ কংসঘাতী মনসিজবিজয়ী যশ্চ কঙ্কিৰ্ভবিষ্মান্ ।

বিষ্ণোরংশাবতারো ভুবনহিতকরো ধৰ্ম্মসংস্থাপনার্থাঃ

পায়াস্ত্রমাং ত এতে গুরুতর-করুণাভারথিমাশয়া যে ॥ ৪৯ ॥

**অনুবাদ ।**—মৎস্য, কূৰ্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, জামদগ্ন্য-রাম, কাকুৎস্থ রাম, কংসঘাতী, মারজিৎ ( বুদ্ধ ) আর যিনি ভবিষ্যৎ অবতার কঙ্কি,—ইহারা বিষ্ণুর ভুবনহিতকর, ধৰ্ম্মসংস্থাপনার্থ অংশাবতার \* গুরুতর করুণাভারথি-চেতা এই সেই ইহারা আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৪৯ ॥

যস্মাদ্ বাচো নিবৃত্তাঃ সমমপি মনসা লক্ষণামীক্ষমাণাঃ

স্বার্থালাভাৎ পরার্থব্যপগম-কথন-শ্লাঘিনো বেদ-বাদাঃ ।

নিত্যানন্দং স্বসংবিম্লিরবধি বিমলস্বান্ত-সংক্রান্ত-বিশ্ব-

চ্ছায়াপত্যাপি নিত্যং স্তুথয়তি যমিনো যত্তদব্যান্ মহো নঃ ॥ ৫০ ॥

**অনুবাদ ।**—লক্ষণা পর্যালোচনা করত যাহা হইতে বাক্য নিবৃত্ত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে মনও ( নিবৃত্ত হইয়াছে ), বেদবাক্য স্বার্থকে লাভ না করাতে পরার্থ-নিবৃত্তিকথন দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠা রক্ষা করিয়াছেন ; যিনি নিববধি নিত্যানন্দ ও স্বপ্রকাশ,—নিৰ্ম্মল চিত্তে প্রতিকলিত বিশ্বস্বরূপ স্বকীয় ছায়াপাতে যিনি যম-পরায়ণদিগকে স্তম্ভী করিয়া থাকেন, সেই জ্যোতিঃ আমাদিগকে রক্ষা করুন ।

[ ছন্দ্রহ অংশের ভাবার্থ,—“যাহার আকার আছে বা গুণ বা কৰ্ম্ম আছে, কথা দ্বারা সেই বস্তুকে বুঝান যাইতে পারে,—ঘট পট পশু পক্ষী মানব—এ সকলেরই বিশেষ বিশেষ আকারাদি থাকায় সেই সব অম্লসন্ধান করিয়া কথায় তাহার লক্ষণ হয়,—লক্ষণ করিবার পূর্বে মনের দ্বারাও তাহাকে বুঝা যায়, আকাশের আকার না থাকিলেও শব্দগুণ ও অনাবরণতা এই সব লক্ষণ দ্বারা আকাশ বাক্য ও মনের আয়ত্তে থাকে,—কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশের ভাবা নাই, মনও তথায় পৌছিতে পারে না, তাই বেদ বলিয়াছেন, শরীর ব্রহ্ম নহে,

\* দশাবতারস্তোত্রে এতৎসম্বন্ধে কিছু কথিত হইয়াছে ।

ইন্দ্রিয় ব্রহ্ম নহে, মন ব্রহ্ম নহে, বুদ্ধি ব্রহ্ম নহে—সমস্ত জড় পদার্থ হইতে তিনি ভিন্ন, ইহাকেই “তন্ন” ‘তন্ন’ কঁরা বলে,—যাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ্য, ব্রহ্ম যে তাহা নহেন, এইটুকু বলিবার অধিকারেই বেদ প্রাধান্যিত, এমন কোন পদ কি বাক্য নাই—যাহার সাক্ষাৎ অর্থ ব্রহ্ম হইতে পারে। এইরূপ তিনি মনেরও গম্য নহেন” এই ভাবটাই শ্লোকের প্রথমার্ধে প্রকাশিত হইয়াছে ] ॥ ৫০ ॥

আপাদাদা চ শীর্ষাদ্ বপুর্নিদমনঘং বৈষ্ণবং যঃ স্মৃতিভে  
ধত্তে নিত্যং নিরস্তাখিলকলিকলুষে সন্ততাস্তঃপ্রমোদম্ ।  
জুহ্বজ্জিহ্বাকৃশানৌ হরিচরিত-হবিঃ-স্তোত্র-মন্ত্রানুপাঠৈ-  
স্তৎপাদাস্তোরুহাত্যাং সততমপি নমস্কুর্নহে নির্মলাভ্যাম্ ॥৫১॥

অনুবাদ ।—যিনি এই স্তোত্রমন্ত্র পাঠ করতঃ জিহ্বারূপ অনলে হরি-  
চরিতানুবাদস্বরূপ হব্য অর্পণ পূর্বক পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ত্রিবিধুর এই সততা-  
নন্দপ্রবাহজনক নির্মলমূর্তি, নিহত-নিখিল-কলি-কলুষ-শুদ্ধ নিজ চিত্তে ধারণ  
করেন, আমরা তদীয় নির্মল চরণকমলযুগলে সদা প্রণাম করি ॥ ৫১ ॥

মোদাৎ পাদাদি কেশস্ততিমিতি রচিতাং কীর্তয়িত্বা ত্রিধামঃ  
পাদাজ্জ-দ্বন্দ্বসেবা-সময়নতমতির্মস্তকে না নমেদ্যঃ ।  
উন্মুচ্যেবাত্মনেনো-~~প্রিয়কো~~কং পঞ্চতামেত্য ভানো-  
বিশ্বাস্তর্গোচরং স প্রবিশতি পরমানন্দমাত্মস্বরূপম্ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য  
শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য  
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ  
বিষ্ণুপাদাদি-কেশান্ত-স্তোত্রং  
সম্পূর্ণম্ ।

অনুবাদ ।—ত্রিধামা বিষ্ণুর পাদাদি কেশ পর্য্যন্ত বিষয় বিরচিত এই  
শ্রীচরণকমলযুগলসেবাসময়ে ভক্তিনন্দবুদ্ধি সহকারে কীর্তন করিয়া যে ব্যক্তি  
ভূমিতে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিবেন, তিনি স্বয়ং পাগরাশিময় বর্ষ উন্মোচন  
পূর্বক মৃত্যুর পরে স্বর্গ্যমণ্ডলাস্তবর্তী আত্মস্বরূপ পরমানন্দে প্রবিষ্ট হইবেন ॥ ৫২ ॥

ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য-বিরচিত বিষ্ণুপাদাদি-কেশান্ত-স্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## দশাবতার-স্তোত্র ।

চলল্লোলকল্লোলকল্লোলিনীন- \* স্ফুরন্নক্রচক্রাতিবক্ত্রাশ্বলীনঃ ।

হতো যেন মীনাবতারেণ শঙ্খঃ, স পায়াদপায়াজ্জগদ্বাহুদেবঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ :**—যিনি মৎস্বরূপে অবতীর্ণ হইয়া উত্তুঙ্গতরঙ্গমালাসকুল মকরকুন্তীরাদি-জলচরসমূহের মুখবাদানযুক্ত সমুদ্রজলমধ্যে প্রবেশপূর্বক শঙ্খ-সুরকে সংহার করিয়াছিলেন, সেই বসুদেবনন্দন এই জগৎকে বিপদ হইতে রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

ধরা নির্জরারাতি-ভারাদপারা-

দকূপারনীরাভুরাধঃপতন্তী ।

ধ্বতা কূর্মরূপেণ পৃষ্ঠোপরিষ্ঠাৎ,

স দেবো যুদে বোহিস্ত শেযাঙ্গশায়ী † ॥ ২ ॥

**অনুবাদ :**—বসুমতী অসুরগণের ভারে আক্রান্ত হইয়া সাগরজল-প্লাবনে অধোগামিনী হইলে, যিনি কূর্মরূপ পরিগ্রহ করিয়া সেই বসুমতীকে স্বীয় পৃষ্ঠোপরি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই অনন্তশয্যাশায়ী বসুদেবনন্দন নারায়ণ সকলের আনন্দবর্দ্ধন করুন ॥ ২ ॥

উদগ্রে রদাগ্রে সগোত্রাপি গোত্রা,

স্থিতা তস্মুষঃ কেতকাগ্রে ষড়্জ্যেঃ ।

তনোতি ত্রিয়ং স ত্রিয়ং নস্তনোতু,

প্রভুঃ শ্রীবরাহাবতারো মুরারিঃ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ :**—( বাহার ) উচ্চ দশনাগ্রে অবস্থিতা সপর্কতা পৃথিবী, কেতকীকুমুমাগ্রে অবস্থিত ষট্পদের শোভা বিস্তার করিয়াছিলেন, অর্থাৎ কেতক-কুমুমস্থ ষট্পদের স্তায় শোভা পাইয়াছিলেন, সেই শ্রীবরাহাবতার প্রভু মুরারি আমাদের ত্রী সম্পাদন করুন ॥ ৩ ॥

\* ‘কল্লোলিনীন’ ইতি পাঠান্তর

† শেযাঙ্গশায়ী—পাঠান্তর ।

উরোদারআরম্ভসংরক্ষিণো যো \*

রমাসম্ভ্রমভঙ্গুরাগৈর্নখাগ্রৈঃ ।

স্বভক্তাতিভক্ত্যাবিতক্ত্য-† সদারু-

ণ্যঘোষণং সদা বঃ স হিংস্রাম্‌সিংহঃ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ** ।—আদিবৈরী- ( হিরণ্যকশিপুৰ ) আঘাতে বিভক্ত দারুন্তে স্বভক্ত প্রহ্লাদের অতিভক্তিবলে প্রকাশিত হইয়া যিনি লক্ষ্মীদেবীর ভীতিপ্রদ অভঙ্গুরাগ্র প্রথর নখাঘাতে ( সেই আদিবৈরীর ) বক্ষঃস্থল বিদৌর্ণ করিয়া-  
ছিলেন, সেই নৃসিংহ তোমাদিগের পাপরাশি বিনাশ করুন ॥ ৪ ॥

ছলাদাকলয্য ত্রিলোকীং বলীনাং ‡

বলিং যো ববন্ধ ত্রিলোকী-বলীনাম্‌ § ।

তনুত্বং দধানাং তনুং সন্দধানো,

বিমোহং মনো বামনো বঃ স মূজ্যাৎ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি ত্রিলোকবিলয়স্থান ( ত্রিলোক্যা বলীনম্‌ অবলম্ব্যো যত্র তাম্‌ ) নিজ দেহ খৰ্জরূপে পরিণত করিয়া ( ত্রিপাদভূমি ) উপহারচ্ছলে ত্রৈলোক্য গ্রহণ করত বলিরাজাকে বন্ধন করিয়াছিলেন, সেই বামন তোমাদিগের মনকে মোহযুক্ত করুন ॥ ৫ ॥

হতক্ষত্রিয়াস্ক-প্রপান-প্রমত্ত-প্রনৃত্যৎ-পিশাচ-প্রগীত-প্রতাপঃ ।

ধরাকারি যেনাগ্রজন্মাগ্রহারং, বিহারং ক্রিয়ান্মানসে বঃ স রামঃ॥৬॥

**অনুবাদ** ।—যিনি সমগ্র পৃথিবীকে ব্রহ্মত্বা করিয়াছিলেন, নিহত ক্ষত্রিয়-  
গণের রুধিরপানমত্ত নৃত্যপরায়ণ পিশাচগণ বাহার প্রতাপ কীৰ্ত্তন করিয়াছিল,  
সেই পরশুরাম তোমাদিগের চিন্তে বিহার করুন ॥ ৬ ॥

নতগ্রীব-সুগ্রীব-সাম্রাজ্য-হেতুর্দশগ্রীবসন্তানসংহারকেতুঃ ।

ধনুর্ধেন ভগ্নং মহৎ কামহস্তঃ, স মে জানকীজানিরেনাংসি হস্ত ॥৭॥

**অনুবাদ** ।—যিনি নতশিরাঃ সুগ্রীবকে সাম্রাজ্য সমর্পণ করিয়াছিলেন,

\* ‘সংরক্ষিণোংসৌ’—পাঠান্তর ।

† তিব্যাক্তেন পাঠে ছন্দোভঙ্গ ।

‡ ‘বলীরান্‌’ ইতি পাঠান্তর ।

§ ত্রিলোকী বলীঃ ইতি পাঠান্তর ।

যিনি রাবণকুল-সংহারে ধূমকেতুস্বরূপ ও মদনমথনের মহাধনুর্ভঞ্জন করিয়াছিলেন,  
সেই জ্ঞানকীপতি শ্রীরাম আমার পাপরাশি বিনষ্ট করুন ॥ ৭ ॥

ঘনাদ্ গোধনং যেন গোবর্দ্ধনেন, ব্যরক্ষি প্রতাপেন গো-বর্দ্ধনেন ।  
হতারাতিচক্রী রণধ্বস্তচক্রী, পদধ্বস্তচক্রী স নঃ পাতু চক্রী ॥৮॥

**অনুবাদ ।**—যিনি গোপালরূপে স্বীয় প্রতাপে গোবর্দ্ধন-গিরি দ্বারা মেঘজালবর্ষণে গোধন রক্ষা করিয়াছিলেন, চক্রধর পৌণ্ড্রকবাসুদেবকে যিনি সমরে নিহত করিয়াছিলেন, সর্পাকৃতি অঘাসুরকে যিনি বিনষ্ট করিয়াছিলেন, পদাঘাতে যিনি শকট ভঙ্গ করিয়াছিলেন, সেই চক্রী আমাদের রক্ষা করুন । (এখানে শ্রীকৃষ্ণ অবতাররূপে কীর্তিত ।) অথবা যিনি গোপনন্দন বলরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় প্রধান তেজঃস্থান অর্থাৎ অবতারী শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় গিরি গোবর্দ্ধন দ্বারা মেঘজাল হইতে গোধন রক্ষা প্রভৃতি লীলা করিয়াছেন, সেই চক্রী (বলরামরূপী) নারায়ণ আমাদের রক্ষা করুন । (এইপ্রকার কষ্ট করনা করিতে হয়) ॥ ৮ ॥

ধরা-বদ্ধপদ্মাসন-স্বাষ্টিযষ্টিনিয়ম্যানিলং ন্যস্তনাসাগ্রদৃষ্টিঃ ।  
য আস্তে কলৌ যোগিনাং চক্রবর্তী, স বুদ্ধঃ প্রবুদ্ধোহস্ত নশ্চিত্তবর্তী ॥৯॥

**অনুবাদ ।**—যিনি ভূতলে পদ্মাসনে উপবেশন পূর্বক প্রাণসংযম ও নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপন করতঃ উপবিষ্ট ছিলেন এবং যোগিবৃন্দের অগ্রগণ্য হইয়া কলি-যুগে প্রোদ্ধূত হইয়াছিলেন, সেই তত্ত্ববোধপ্রাপ্ত বুদ্ধদেব, আমাদের চিত্তে অধিষ্ঠান করুন ॥ ৯ ॥

ছুরাচার-সংসারসংহারকারী, ভবত্যাগচারঃ কুপাণপ্রহারী ।  
মুরারির্দশাকারধারী হৃকঙ্কী, করোতু দ্বিষাং ধ্বংসনং বঃ সকঙ্কী ॥১০॥

ইতি দশাবতারস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ ।**—যিনি অশোণরি সমাক্রুত হইয়া স্বীয় করে খড়্গ ধারণ পূর্বক হৃকৃত্তগণপূর্ণ সংসার সংহার করিয়া থাকেন, দশরূপধারী মুরারি সেই বিত্ত-চরিত্র কঙ্কিরূপে তোমাদিগের ষড়্রিপু ক্ষয় করুন ॥ ১০ ॥

দশাবতার-স্তোত্র সমাপ্ত ।

## আৰ্ত্তত্ৰাণ-নারায়ণাষ্টাদশক ।

প্রহ্লাদ ! প্রভুরস্তি চেৎ তব হরিঃ সৰ্ব্বত্র,—মে দৰ্শয়,

স্তম্ভে চৈনমিতি ক্রবন্তুমশ্রুং তত্রাবিরাসীদ্ধরিঃ ।

বক্ষন্তস্য বিদারয়ম্মিজনৈকৈৰ্বাৎসল্যমাবেদয়-

মার্ত্তত্ৰাণপরায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—“হে প্রহ্লাদ ! তুমি বলিতেছ, হরি তোমার ঈশ্বর এবং সেই হরি সৰ্ব্বত্রই বিরাজিত আছেন, যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে এই স্তম্ভমধ্যেও তোমার হরিকে আশ্রয় দেখাও।” হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে এই কথা কহিলে তৎক্ষণাৎ শ্রীহরি স্তম্ভমধ্যে আবির্ভূত হইলেন এবং আশ্রয় স্বীয় তীক্ষ্ণ নখাগ্র দ্বারা দৈত্যপতির বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ এবং ( নিজভক্তের প্রতি ) বাৎসল্যভাব প্রদৰ্শন করত আৰ্ত্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই মদীয় আশ্রয় ॥ ১ ॥

শ্রীরামাব বিভীষণোহয়মধুনা হ্বার্ত্তো ভয়াদাগতঃ,

সুগ্রীবানয় পালয়েয়মধুনা পৌলস্ত্যমেবাগতম্ ।

এবং যোহভয়মশ্রু সৰ্ববিদিতং লঙ্কাধিপত্যং দদা-

বার্ত্তত্ৰাণপরায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—( একদা বিভীষণ দশাননসমীপে তিরস্কৃত হইয়া শ্রীরামের শরণগ্রহণ করিবেন, এইরূপ স্থির করিয়া রামচন্দ্রের সম্মুখানে উপস্থিত হইলে সুগ্রীব রামচন্দ্রকে বলিলেন, “শ্রীরাম ! বিভীষণ নিতান্ত আৰ্ত্ত ও ভীত হইয়া আপনার শরণগ্রহণমানসে এখানে সমাগত হইয়াছে। ইহাকে রক্ষা করুন।” ( তখন শ্রীরাম কহিলেন ) “সুগ্রীব ! তুমি সেই পুণ্ড্রানন্দনকে মৎসমীপে আনয়ন কর, আমি এখনই ইহার রক্ষা ব্যবস্থা করিতেছি।” এই প্রকারে রামচন্দ্র বিভীষণকে অভয়দানপূৰ্ব্বক লঙ্কারাজ্যের আধিপত্য প্রদান যে করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছে। আৰ্ত্তজনের রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ২ ॥



নক্রগ্রাস্তপদং সমুদ্রতকরং ব্রহ্মেশ দেবেশ মাং,

পাহীতি প্রচুরার্তরাব-করিণং দেবেশ শঙ্কীশ চ ।

মা শোচেতি ররক্ষ নক্রবদনাচ্চক্রশ্রিয়া তৎক্ষণা-

দার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :- গজকুস্তীরের সংগ্রামকালে যখন কুস্তীর গজরাজের পদে আক্রমণ করিয়াছিল, তখন গজ অনঙ্গোপায় হইয়া শুণ্ড উত্তোলন করত বলিয়াছিল, “হে ব্রহ্মেশ ! হে দেবেশ ! হে শঙ্কীশ ! হে দেব, হে ঈশ্বর ! আমাকে পরিত্রাণ কর ।” ( গজরাজের এই আর্ন্তনাদ শ্রবণ পূর্বক নারায়ণ উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ) “করিবর ! শোক করিও না ।” এই বলিয়া চক্রান্তপ্রভাবে কুস্তীরের মুখ হইতে গজরাজকে তৎক্ষণাৎ যিনি রক্ষা করেন, আর্ন্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার একমাত্র আশ্রয় ॥ ৩ ॥

হা কৃষ্ণাচ্যুত হা কৃপাজলনিধে হা পাণ্ডবানাং গতে,

কাসি কাসি স্নয়োধনাদবমতাং হা রক্ষ মাং দ্রৌপদীম্ ।

ইতু্যন্তোহক্ষয়বস্ত্ররক্ষিততনুং যোহরক্ষদাপদগতা-

মার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ :- ( যখন দুর্যোধনের আজ্ঞাক্রমে দ্রুপদশাসন, সভামধ্যে কৃষ্ণার বস্ত্রহরণ করিতেছিল, তখন দ্রুপদকুমারী নিরুপায় ভাবিয়া, ) “হা কৃষ্ণ, হা অচ্যুত, হা কৃপাজলনিধে, হা পাণ্ডবগতে ! তুমি কোথায় আছ, কোথায় আছ ? দুর্যোধন আমাকে অবমানিতা করিতেছে, এই অনাথা দ্রৌপদীকে রক্ষা কর” বলিলে দ্রৌপদীর এই সকল কাতরোক্তি শ্রবণে যিনি অক্ষয় বসন দ্বারা কৃষ্ণার তনুযষ্টি রক্ষিত করিয়া বিপন্ন দ্রুপদনন্দিনীকে রক্ষা করিয়াছিলেন, আর্ন্ত-ত্রাণপরায়ণ সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার গতি ॥ ৪ ॥

যৎপাদাজনখোদকং ত্রিজগতাং পাপৌঘবিধ্বংসনং,

যন্মামৃতপূরণঞ্চ পিবতাং সস্তাপসংহারকম্ ।

পাষাণচ্চ যদজ্জিতো নিজবধুরূপং মুনেরাপ্তবা-

নার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ :- বাহার চরণ-কমল-নখের জল ত্রিভুবনের পাপরাশি দূর

করে, বাহার নামসুধা পান করিলে নিখিল সস্তাপ বিদূরিত হয়, বাহার পাদস্পর্শে পাষণ্ড ( অহল্য ) মুনিবধূরূপ মানবীতমু লাভ করিয়াছিল, আৰ্ত্তজনের রক্ষা-কার্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ৫ ॥

যন্মামশ্রুতিমাত্রতোহপরিমিতং সংসারবারাং নিধিং,  
ত্যক্ত্বা গচ্ছতি দুৰ্জ্জনোহপি পরমং বিষ্ণোঃ পদং শাস্বতম্ ।  
তশ্চৈবাত্মতকারণস্য জগতাং নাথস্য দাসোহস্ম্যহ-  
মার্ত্তত্ৰাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—বাহার নাম শ্রবণ করিলে দুৰ্জন লোক ও আশু অপার সংসারসাগর পার হইয়া নিত্যাধাম বিষ্ণুর পরম-পদ লাভ করে, ( যিনি অদ্ভুত কার্য-সাধন করিতেছেন ), আমি সেই অদ্ভুতকারণ জগৎপতি জনার্দিনের দাস । আৰ্ত্তজনের রক্ষাকার্যে তৎপর সেই ভগবান্ নারায়ণ আমার আশ্রয় ॥ ৬ ॥

পিত্রা ভ্রাতরমুত্তমাক্ষগমিতং ভক্তোত্তমং স্বং ধ্রুবং,  
দৃষ্ট্বা তৎসমমারুৰুক্ষুমুদিতং মাত্রাবমানং শতম্ ।  
যোহদাং তং শরণাগতং তু তপসা হেমাদ্রিসিংহাসনং,  
হার্ত্তত্ৰাণপরায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—একদা ধ্রুব স্বীয় পিতার ক্রোড়ে আরোহণ করিবেন, এই বাসনার জনক-সন্নিধানে গমন করেন, তখন পিতা ধ্রুবকে অবহেলা করিয়া তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে অকোপরি তুলিয়া লইলেন এবং ধ্রুবের বিমাতা তাঁহাকে নানারূপ তিরস্কার করিয়াছিলেন । বালক ধ্রুব তাহাতে অবমানিত হইয়া কঠোর তপস্তা দ্বারা জনার্দিনের আরাধনা করেন । জনার্দিন তাহাতে প্রীত হইয়া ধ্রুবকে স্নমেকশিখরে সর্বোৎকৃষ্ট অক্ষয়স্থান প্রদান করেন । আৰ্ত্তজনের রক্ষাকার্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ৭ ॥

নাধীত-শ্রুতয়ো ন তত্ত্বমতয়ো ঘোষস্থিতা গোপিকা,  
জারিণ্যঃ কুলজাতিধৰ্ম্মবিমুখা অধ্যাত্মভাবং যযুঃ ।  
ভক্তির্যস্য দদাতি মুক্তিমতুলাং জারস্য যঃ সদ্গতি-  
হার্ত্তত্ৰাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—বেদাধ্যয়ন-বর্জিত ব্রজগোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের পরমতত্ত্ব না জানিয়াও জাতিকুল-ধৰ্ম্ম বিসর্জন পূর্বক যে জারভাবে সেবা করিয়াছিল, তাহাতেই

তাহারা অধ্যাত্মভাব লাভ করে। অতএব জারভাবেও যাহার প্রতি ভক্তি মুক্তি-  
দায়িনী এবং যিনি সঙ্জনগণের একমাত্র গতি, আর্জনের রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত  
সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ৮ ॥

ক্ষুভৃষার্ভসহস্রশিষ্যসহিতং দুর্বাসসং ক্ৰোভিতং,

দ্রৌপদ্যা ভয়ভক্তিয়ুক্তমনসা শাকং স্বহস্তার্পিতম্ ।

ভুক্ত্বাতর্পয়দাত্তরুত্তিমখিলামাবেদয়ন্ যঃ পুমা-

নার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ :- ভয় ও ভক্তিয়ুক্ত হৃদয়ে দ্রৌপদীর স্বহস্তার্পিত শাক-  
কণিকামাত্র ভক্ষণ করিয়া যিনি ক্ষুধাতৃষ্ণার্ভ বহু সহস্র শিষ্যসহ উপস্থিত কোপন-  
স্বভাব মহর্ষি দুর্বাসাকে ভোজন-তৃপ্তি প্রদান করত স্বীয় সর্ব্বাশ্রয়ভাব জ্ঞাপন করিয়া-  
ছিলেন, আর্ন্তত্রাণপরায়ণ সেই ভগবান্ নারায়ণ আমার আশ্রয়। আখ্যায়িকা  
এই ;—যখন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব কৃষ্ণার সহিত দ্বৈতবনে অবস্থিতি করিতে-  
ছিলেন, তখন ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর দশসহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে দুর্বাসা ঋষি দুর্ব্যোধনের  
প্রাৰ্থনায় একদা পাণ্ডবগণের আশ্রমে আতিথ্যপ্রার্থনা করত উপস্থিত হন। তখন  
দ্রৌপদীরও ভোজন শেষ হইয়া গিয়াছিল, ঐ দিবসে অতিথিসংকার করিতে  
পায়েন, এমন কোন বস্তুর সংগ্রহ নাই ; সুতরাং ব্রহ্মণ্যপভয়ে ভীত হইয়া পাণ্ডবগণ  
কৃষ্ণাসকাশে উপস্থিত হইলে, দ্রৌপদী আসন্ন-বিপদ্ব্যবস্থার অগ্ৰ উপায় নাই ভাবিয়া  
সেই সর্ব্ববিপদবারণ মধুসূদনের শরণাপন্ন হইলে, সেই বিপদমুক্তিকারক জনার্দ্রন  
ক্ৰপদকুমারীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ‘পাঞ্চালি ! তোমার গৃহে আহারীয়  
বস্তু যাহা কিছু থাকে, আমার হস্তে প্রদান কর ।’ তখন গৃহে আহারীয় কিছুই  
ছিল না, সূর্য্যদত্ত স্থালী খোঁত হইয়াছিল ; দ্রৌপদী সেই স্থালীমধ্যে কণিকামাত্র শাক  
পাইয়া তাহা ত্রীহরির করে প্রদান করিলেন। জনার্দ্রন সেই শাককণা ভক্ষণ  
করিবামাত্র সশিষ্য দুর্বাসার পরম পরিতোষ জন্মিল। তখন তিনি যুধিষ্ঠিরের  
আয়োজন নষ্ট হইল, পাণ্ডবগণ ক্রুদ্ধ হইবে এই ভয়েই প্রস্থান করিলেন ॥ ৯ ॥

যেনারক্ষি রঘুভ্রমেন জলধেষ্টীরে দশাস্থানুজ-

স্বায়াতঃ শরণং রঘুভ্রম বিভো ! রক্ষাতুরং মামিতি ।

পৌলস্ত্যেন নিরাকৃতোহথ সদসি ভাত্ৰা চ লক্ষাপুরে,

হ্যার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ :- রাবণ স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর বিভীষণকে লক্ষা-নগরীস্থ সভা

হইতে বিদূরিত করিলে, বিভীষণ সাগরতীরে রঘুনাথের শরণগ্রহণ করিয়া বলিলেন,  
(‘আমার ভ্রাতা আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন’), আমি বিপন্ন, আপনি আমাকে  
রক্ষা করুন।’ রামরূপধারী যিনি তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আর্তজনের  
রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১০ ॥

যেনাবাহি মহাহবে বসুমতী সংবর্তকালে মহা-

লীলাক্রোড়বপুর্ধ্বরেণ হরিণা নারায়ণেন স্রয়ম্ ।

যঃ পাপিঙ্গমসম্প্রবর্তমচিরাকৃত্য চ যোহগাং প্রিয়া-

মার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ :- যখন বসুমতী প্রলয়পয়োধি-সলিলে নিমগ্ন হইতেছিলেন, তখন  
জনার্দন লীলা-বরাহরূপ পরিগ্রহ করিয়া ধরণীকে বহন করিতেছিলেন এবং অচিরে  
আক্রমণকারী পাপিগণকে সংহার করিয়া প্রিয়া বসুমতীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।  
আর্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১১ ॥

যোদ্ধাসৌ ভুবনত্রয়ে মধুপতির্ভর্তা নরাণাং বলে,

রাধায়া অকরোজতে \* রতিমনঃপূর্ত্তিং সুরেন্দ্রানুজঃ ।

যো বা রক্ষতি দীনপাণ্ডুতনয়ান্ নাথেতি ভীতিং গতা-

মার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ :- যিনি ত্রিলোকীতলে অধিতীয় যোদ্ধা, যিনি মধুপুরীর ঈশ্বর,  
যিনি সুরেন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর, যিনি মানবগণের ভরণকর্ত্তা ও বলরামের অমুরক্ত,  
যিনি রাধিকার রতি-বাসনা পরিপূর্ণ করিয়াছেন এবং পাণ্ডবগণ ভীত হইয়া  
শরণাগত হইলে যিনি সেই দীনদশাপন্ন পাণ্ডুনন্দনদিগকে রক্ষা করেন, আর্ত-  
ব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১২ ॥

যঃ সান্দীপনি-দেশিকায় তনয়ং লোকাস্তুরাং সম্মতং,

চানীয় প্রতিপাণ্ডু পুত্রমরণাতুজ্জ্বল্যমার্ত্তয়ে ।

সন্তোষং জনয়ন্নমেয়মহিমা গুর্ব্বর্থসম্পাদনা-

মার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ :- যিনি ( গুরু সান্দীপনির ) পরলোকগত পুত্রকে ( পরলোক  
হইতে ) আনয়ন করিয়া, পুত্রমরণ-শোকাচ্ছন্ন গুরু সান্দীপনির হস্তে প্রদান করত

সন্তোষসাধন করেন, গুরুর কার্য্যসম্পাদন দ্বারা, অমিতমহিমসম্পন্ন আর্তত্ৰাণ-  
পরায়ণ সেই ভগবান্ নারায়ণ আমার আশ্রয়। আধ্যাত্মিক এই ;—শ্রীকৃষ্ণ  
সান্দীপনী ঋষির নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, পাঠশেষ হইলে পর মুনিশ্রেষ্ঠ  
গুরুদক্ষিণাক্রমে আপন মৃতপুত্র প্রার্থনা করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয়  
গুরুর মৃতপুত্র আনয়ন করিয়া তাঁহার সন্তোষসম্পাদন করেন ॥ ১৩ ॥

যন্মামস্মরণাদযৌঘরহিতো বিপ্রঃ পুরাজামিলঃ,  
প্রাগান্মুক্তিমশেষিতামনু চ যঃ পাপৌঘদাবার্ভিযুক্ত।  
সদ্যো ভাগবতোত্তমাত্মনি মতিং প্রাপাস্বরীষাভিধ-  
শ্চাৰ্ত্তত্ৰাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ :- পুরাকালে দাবানলসদৃশ পাপরাশিজনিত-পীড়া-ভোগ-যোগ্য  
বিপ্র অজামিল অন্তিমকালে বাঁহার নাম স্মরণে সমস্ত পাপবর্জিত হইয়া পরিণামে  
শান্ত মুক্তি প্রাপ্ত হইরাছিলেন, এবং অস্বরীষ, প্রধান ভগবদভক্তস্বরূপ আত্মাকে  
সদ্যঃ জানিতে পারিয়াছিলেন, আর্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্  
নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১৪ ॥

যোহরক্ষদ্বসনাদিনিত্যরহিতং বিপ্রং কুচেলাভিধং,  
দৈত্যাদীনজনৈক-পালন-পরঃ ত্রিশঙ্খচক্রোজ্জ্বলঃ।  
তজ্জীর্ণাস্বরমুষ্টিমাত্রপৃথুকানাদায় ভুক্ত্বা কৃণা-  
দাৰ্ত্তত্ৰাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ :- দীনজনের একমাত্র পালক ত্রিশঙ্খচক্রোজ্জ্বল যে দেব, সদা  
বসনাদিশূন্য কুচেলনামক এক ব্রাহ্মণকে তাহার জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড হইতে এক মুষ্টি চিপ-  
টক গ্রহণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া তৎকৃণাং দারিদ্র্য হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন,  
আর্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১৫ ॥

যৎকল্যাণগুণাভিরামমমলং মন্তানিশং শিক্তে,  
যস্মিন্ সৎ পততি প্রতিষ্ঠিতমিদং বিশ্বং বদত্যাগমঃ।  
যো যোগীন্দ্রমনঃসরোরুহতমঃপ্রধ্বংসকুণ্ডানুমা-  
দাৰ্ত্তত্ৰাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ :- বাঁহার নির্মল মঙ্গলময় গুণে রমণীয় শিক্তা, মননশীল

সাধক সতত করিয়া থাকেন, এই বিশ্ব ধাহাতে আবির্ভূত, প্রতিষ্ঠিত এবং লীন হয়, আগম ইহা বলেন, যিনি যোগিবৃন্দের মানসিক অজ্ঞানরূপ তিমির-সংহারে সাক্ষাৎ সূর্য্যস্বরূপ, আৰ্ত্তজনের রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১৬ ॥

কালিন্দীহৃদয়াভিরামপুলিনে পুণ্যে জগন্মঙ্গলে,  
চন্দ্রাস্তোজবটে পুটে পরিসরে ধাত্রা সমারাধিতে ।  
শ্রীরঙ্গে ভুজগেন্দ্রভোগশয়নে শেতে সদা যঃ পুমা-  
নার্ত্তদ্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ।**—যে পরমপুরুষ অতিমনোহর সর্বকল্যাণকর পবিত্র যমুনা-পুলিনপ্রদেশে কর্পূর শুভ্র-প্রলয়-সাগর জলজাত বটপত্রে, বিধাতৃ-সমারাধিত পবিত্র শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে এবং অনন্তশয্যায় সদা শয়ান, আৰ্ত্তজনের রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১৭ ॥

বাৎসল্যাদভয়প্রদানসময়াদার্ত্তাৰ্ত্তিনির্ব্বাপণা-  
দৌদার্য্যাদঘশোষণাদগণিতশ্রেয়ঃপদপ্রাপণাৎ ।  
সেব্যঃ শ্রীপতিরেব সর্ব্বজগতামেতে হি তৎসাক্ষিণঃ,  
প্রহ্লাদশ্চ বিভীষণশ্চ করিরাট্ট পাঞ্চাল্যহল্যাঙ্কবাঃ ॥ ১৮ ॥  
ইতি আৰ্ত্তদ্রাণাষ্টাদশক-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ।**—বাৎসল্য, অভয়-দান, দুঃখ-নিবারণ, ঔদার্য্য, পাপক্ষয়ন, এবং অসীম-মঙ্গলপদ-প্রদানের জন্য শ্রীপতিই সর্ব্বজগতের সেব্য । প্রহ্লাদ, বিভীষণ, গজরাজ, দ্রোপদী, অহল্যা এবং ঙ্গব ( যথাক্রমে বাৎসল্যাদির ) সাক্ষী । ( নারায়ণ প্রহ্লাদের প্রতি যে প্রকার বাৎসল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছে ; আর তিনি বিভীষণকে অভয়দান করিয়াছিলেন ; গজরাজ যখন কুন্তীরের সহিত সংগ্রামে আক্রান্ত হইয়াছিল, আৰ্ত্তদ্রাণপরায়ণ নারায়ণ সেই সময়ে সেই গজরাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন, দ্রুপদনন্দিনীর প্রতি অসীম উদারতা প্রকাশ করিয়াছিলেন । গৌতমপত্নী অহল্যা পতিশাপে পাবানী হইয়াছিলেন, নারায়ণ তাঁহার অধিল পাপ বিনাশ করেন ও ঙ্গবের প্রতি বরুণা করিয়া তাঁহাকে অভূতপদ প্রদান করিয়াছিলেন ) ॥ ১৮ ॥

ইতি আৰ্ত্তদ্রাণাষ্টাদশক-স্তোত্র সম্পূর্ণ ।

# নারায়ণ-গীতি-স্তোত্রম্ ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—হে নারায়ণ, নারায়ণ, গোবিন্দ, হরে, জয়, হে নারায়ণ, নারায়ণ, গোপাল, হরে, জয় ॥ ১ ॥

করুণাপারাবারা বরুণালয়গন্তীরাঃ \* ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—হে করুণাসাগর ! হে সাগর সদৃশ অতলস্পর্শ ! হে নারায়ণ নারায়ণ গোবিন্দ হরে জয়, হে নারায়ণ, নারায়ণ গোপাল, হরে, জয় ॥ ১ ॥

ঘননীরদসঙ্কশাঃ কৃতকলিকল্মষনাশাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—হে নিবিড়-জলদগ্ধামল, হে কলিকল্মষ-হারিন্ ! হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ২ ॥

\* বিশেষ বক্তব্য—“করুণাপারাবারা” ইত্যাদি স্থলে যে আকার আছে, তাহা মূল উচ্চারণের স্তোত্রিক। মাত্রা উচ্চারণকালবিশেষ; যিমাত্র “অ” কারের নাম “আ” কার; মূল ত্রিমাত্র, অর্থাৎ দীর্ঘ হইতেও দীর্ঘতর, কিন্তু তাহার অন্ত পৃথক্ রূপ নির্দেশ না থাকায় দীর্ঘতর দ্বারা তাহার লুচনা এ স্থলে করা হইয়াছে। অন্ত্যতর দূর হইতে আহ্বান-স্থলে মূল হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় মূলপদ “করুণাপারাবারা” ইত্যাদি বিসর্গহীন পাঠ হইলে, এই প্রকার উপপত্তি। কিন্তু যিনি অন্তরতম, তাঁহাকে মূলতরমুক্ত সন্ধান তেমন সম্ভব হয় না। অতএব ব্রহ্মসংস্কারে সন্ধানই সম্ভব, অর্থার্থক “আঃ” এই অব্যয় শব্দ ঐ সকল সন্ধান পদের অন্তে যোগ করিলে সবিসর্গ পাঠ হয়; যে স্থলে প্রথম পদে বিসর্গ লোপের সম্ভব হইয়াছে, সেখানে বিসর্গ নাই, যথা,—“করুণাপারাবারা।” ভক্ত কবি প্রত্যেক সন্ধান পদ উচ্চারণসময়ে তাহার অর্থ ও দৃষ্টান্ত স্মরণ করিতেছেন, ইহাই “আঃ” এই অব্যয় শব্দ দ্বারা বুঝা যায়। বাঙ্গালা দেশের উচ্চারণে সবিসর্গ পাঠে বিভ্রান্তির ছন্দেও দোষ হয় না, এই কারণে আমরা মূলে সবিসর্গ পাঠই প্রদান করিলাম। নির্বিসর্গ পাঠ বোধে মুদ্রিত স্তোত্রপুস্তকে আছে।

জলরুহদলনিভনেত্রা জগদারম্ভকসূত্রাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—হে পদ্মপলাশলোচন, হে জগৎসৃষ্টিরচনার মূল সূত্র, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ৩ ॥

যমুনাতীরবিহারী ধৃতকৌস্তভমণিহারীঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—হে যমুনাতীরবিহারিন্, হে কৌস্তভমণিহারভূষিত, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ৪ ॥

পীতাম্বরপরিধানাঃ সুরকল্যাণনিধানাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—হে পীতাম্বরপরিধান, হে দেবগণের মঙ্গলনিধান, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ৫ ॥

মঞ্জুলগুঞ্জাভূষা মায়ামানুষবেশাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—হে মনোহর গুঞ্জাকলভূষণভূষিত, হে নিজমায়ার মানুষ-রূপধারিন্, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ৬ ॥

মুরলীগানবিনোদা বেদশ্রুত- \* ভূ-পাদাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—হে মুরলীগানবিনোদ, হে বেদশ্রুত-ভূমি-পাদ (অর্থাৎ তোমার চরণ ইহাতে যে ভূমণ্ডল উৎপন্ন, তাহা বেদে কথিত আছে), হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ৭ ॥



বহিণবর্হাপীড়া নটনাট্যফণিক্রীড়াঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—হে ময়ূরপুচ্ছ-ভূষিত চূড়াধারিন্, হে কাণিয়-নাগ-শীর্ষে নট  
সদৃশ নৃত্যক্রীড়াপ্রদর্শক, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ৮ ॥

অঘবকবৃষ- \* কংসারে কেশব কৃষ্ণ মুরারে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ ।**—হে অবাস্তুর, বকাস্তুর, অগ্নিষ্টাস্তুর ও কংস রাজার বিনাশক,  
হে কেশব কৃষ্ণ মুরারে, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ৯ ॥

রাধাধর-মধু-রসিকা রজনী-কর-কুল-তিলকাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ ।**—হে রাধার অধর-মধু-রসে রসিক, হে চন্দ্রবংশের তিলক,  
হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ১০ ॥

গোবর্দ্ধনগিরিরমণা গোপীমানসহরণাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ ।**—হে গোবর্দ্ধনগিরির আনন্দপ্রদ, হে গোপীজন-মনোহরণ-  
কারিন্, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ১১ ॥

বারিজভূষাভরণা রাধারুক্ষিণিরমণাঃ †

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ ।**—হে কমলকুসুমভরণমণ্ডিত, হে রাধারমণ রুক্ষিণীরমণ  
হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ১২ ॥

\* “অঘবকবৃষ” এই মাত্রাভঙ্গযুক্ত পাঠ প্রচলিত আছে ।

† “রুক্ষিণিরমণাঃ” নামি ব্রহ্মঃ বৈদেহিবন্ধোরিতিবৎ । ( সং টীঃ )

হতযুষ্টি কচাগুরা মুনিজনমনোবিহারঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ** :—হে চাগুর-যুষ্টিক-বিনাশিন্, হে মুনিজনমানসবিহারিন্, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ১৩ ॥

অচলোদ্ধৃতচঞ্চকর ভক্তানুগ্রহতৎপর ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ** :—হে গিরি-উত্তোলন-ব্যগ্র-হস্ত, ভক্তানুগ্রহতৎপর, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ১৪ ॥

মাং মুরলীকর ধী-বর, পালয় পাহি ( \* ) শ্রীধর ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ** :—হে মুরলীধর, হে বুদ্ধিশীমস্তিনীর নাথক ( বুদ্ধির পরিচালক ), আমাকে পালন কর, হে শ্রীধর, আমাকে রক্ষা কর । হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ১৫ ॥

হাটকনিভপীতাম্বর অভয়ং কুরু মে মাধব ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ** :—হে সুবর্ণবর্ণ-পীতাম্বর, মাধব, আমার ভীতি দূর কর । হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ১৬ ॥

দশরথরাজকুমারা দানবমদসংহারঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ** :—হে দশরথরাজকুমার, হে দানবদর্পহারিন্, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ১৭ ॥

\* “পালয় শ্রীধর” সর্বোপ পাঠান্তর

সরযুতীরবিহার। সজ্জনঋষিমন্দারাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৮ ॥

**অনুবাদ ।**—হে সরযুতীরবিহারিন্, হে সজ্জন ও ঋষিগণের মন্দারতরু ( অর্থাৎ মন্দারতরুর ত্রায় আনন্দপ্রদ ), হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ১৮ ॥

বিশ্বামিত্রমথত্রা বিবিধসুরাসুরচিত্রাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৯ ॥

**অনুবাদ ।**—হে বিশ্বামিত্রযজ্ঞরক্ষক, হে বহুদেবাসুরের বিশ্বমোৎপাদক ( অর্থাৎ মারীচতাড়ন, তাড়কাবধ ও হরধমুর্ভঙ্গে দেবতা ও অসুরগণও বিশ্বয়াপন্ন হইয়াছিলেন ), হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ১৯ ॥

গৌতমপত্নীপূজন করুণাঘনাবলোকন ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২০ ॥

**অনুবাদ ।**—হে গৌতমপত্নী অহলার সম্মানদাতা, হে করুণাপূর্ণ-নিরীক্ষণ, হে নারায়ণ, নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ২০ ॥

ধ্বজবজ্রাকুশপাদা। ধরণিস্তাসহমোদাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২১ ॥

**অনুবাদ ।**—হে ধ্বজবজ্রাকুশচিহ্নিত-পাদপদ্ম, হে ধরিত্রীনন্দিনী জানকী সহযোগে আনন্দপ্রাপ্ত, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ২১ ॥

দশরথবাগ্ধ্বতিভারা দণ্ডকবনসঞ্চারাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২২ ॥

**অনুবাদ ।**—হে দশরথবাক্যরঞ্জে ধুরন্ধর, দণ্ডকারণ্যসঞ্চারিন্, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ২২ ॥

তালীবনদলনাট্য নটগুণবহুবিধনাট্যাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৩ ॥

**অনুবাদ।**—হে তালীবনদলনাট্য ( অর্থাৎ সপ্ততালতরুবিদারণসম্বন্ধ ),  
হে নটের স্থায় বিবিধ নাট্যকারিন্ ( অর্থাৎ অভিনেতা যেমন বিবিধ অভিনয় করে,  
তুমিও সেইরূপ স্বয়ং ব্রহ্ম হইয়া মনুষ্যবৎ শোক-দুঃখ-শক্রতা-মিত্রতার অভিনয়  
করিয়াছ ), হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ২৩ ॥

বালিবিনিগ্রহশৌর্য্য বরসুগ্রীবহিতার্থ্যাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৪ ॥

**অনুবাদ।**—হে বালিবিজয়বীর, হে সুগ্রীবহিতকর বরপ্রদ, আর্ঘ্য, হে  
নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ২৪ ॥

জলনিধিবন্ধনধীরা রাবণকণ্ঠবিদারাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৫ ॥

**অনুবাদ।**—হে সাগরবন্ধনবিচক্ষণ, হে রাবণ-কণ্ঠচ্ছেত্তা, হে নারায়ণ  
নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ২৫ ॥

জনকসুতাপ্রতিপাল জয় জয় সংসৃতিলীলাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৬ ॥

**অনুবাদ।**—হে জনকসুতার উদ্ধারকর্তা, হে সংসারলীলাময়, হে  
নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ২৬ ॥

সম্ভ্রমসীতাহারাঃ সাক্ষেতপুরবিহারাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৭ ॥

**অনুবাদ।**—হে অযোধ্যাপুরবিহারিন্, সম্ভ্রমে ও লোকাপবাদতয়ে  
সীতাপরিত্যাগিন্, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ২৭ ॥

পাতকরজনীচরহর, করুণালয় মামুদর ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৮ ॥

**অনুবাদ ।**—হে পাপনিশাচরবিনাশিন্, হে করুণাময়, আমাকে উদ্ধার কর, হে নারায়ণ নারায়ণ ... ইত্যাদি ॥ ২৮ ॥

নৈগমগানবিনোদা, রক্ষাশ্রিত \* প্রহ্লাদাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৯ ॥

**অনুবাদ ।**—হে নিগমগানে আনন্দসম্পন্ন ( লবকুশের রামায়ণ-গানে আনন্দিত, অথবা সামগানে আনন্দিত ), হে প্রহ্লাদ-রক্ষক, হে নারায়ণ নারায়ণ... ইত্যাদি ॥ ২৯ ॥

ভারতযতিবরশঙ্কর নামানৃতমখিলান্তর ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৩০ ॥

ইতি নারায়ণগীতি-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ ।**—হে নিখিল জগতের অন্তর্যামিন্, ( এই ) নামানৃত ভারতীয় যতিরাজ শঙ্করের ( উচ্চারিত ), অথবা ( এই ) নামানৃত ভারতীয় যতিরাজের মঙ্গল-প্রদ, হে নারায়ণ, নারায়ণ... ইত্যাদি ॥ ৩০ ॥

ইতি নারায়ণগীতি-স্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## কৃষ্ণাষ্টক ।

শ্রিয়াল্লিষ্টো বিষ্ণুঃ স্থিরচরগুরুর্বেদবিবম্বো,

ধিয়াং সাক্ষী শুদ্ধো হরিরস্বরহস্তাজনয়নঃ ।

গদী শঙ্খী চক্রী বিমলবনমালী স্থিররুচিঃ,

শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোহক্ষিবিষয়ঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—যিনি চরাচর সকলের গুরু, যিনি বেদপ্রতিপাঠ, যে বিষ্ণু সর্বদা লক্ষী কর্তৃক আলিঙ্গিত আছেন, যিনি বুদ্ধির সাক্ষী অর্থাৎ সকলের অন্তর্গামী, যিনি অস্বরগণের হস্তা, বাহার নয়ন পদ্মদলের গায় শোভমান, যিনি শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী, যিনি বিমল বনমালা ধারণ করেন, বাহার উজ্জ্বল দীপ্তি কখনও তিরোহিত হয় না, যিনি সকলের শরণ্য ও ত্রিভুবনের ঈশ্বর, সেই কৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ১ ॥

যতঃ সর্বং জাতং বিয়দানিলমুখ্যং জগদিদং,

স্থিতৌ নিঃশেষং যোহবতি নিজসুখাংশেন মধুহা ।

লয়ে সর্বং স্বস্মিন্ হরতি কলয়া যস্তু স বিভুঃ,

শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোহক্ষিবিষয়ঃ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—(সৃষ্টিকালে) বাহা হইতে আকাশ ও বায়ু প্রমুখ সমগ্র জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, স্থিতিকালে যিনি নিজসুখাংশ দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পালন করিতেছেন, যিনি মধুদৈতাকে বিনাশ করিয়াছেন, যিনি প্রলয়কালে বিশ্বাস্তনিহিত আত্মশক্তির সহিত আপনাতে সকল বিলীন করেন, যে বিষ্ণু সকলের শরণ্য ও ত্রিলোকের ঈশ্বর, সেই কৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ২ ॥

অসূনায়ম্যাদৌ যমনিয়মমুখ্যৈঃ স্করগৈ-

নিরুধ্যৈদং চিত্তং হৃদি বিলয়মানীয় সকলম্ ।

যমীড্যং পশুস্তি প্রবরমতয়ো মায়িনমসৌ,

শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোহক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—শ্রেষ্ঠমতি যুনিগণ প্রথমতঃ প্রাণসংযম করিয়া যমনিয়মাদি সাধনপূর্বক ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরোধ করত চিত্ত বিলয় করিয়া যে ত্রিলোকপূজ্য মায়াময় বিষ্ণুকে দর্শন করিতেন এবং যিনি সকলের শরণ্য ও ত্রিলোকের ঈশ্বর, সেই কৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৩ ॥

পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ যো যময়তি মহোং বেদ ন ধরা,  
 যমিত্যাণৌ বেদে। বদতি জগতামীশমমলম্ ।  
 নিয়ন্তারং ধ্যেয়ং মুনিষ্ণবনুণাং মোক্ষদমসৌ,  
 শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোহক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ**—পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া যিনি মহীমণ্ডল নিয়মিত করিয়া থাকেন, কিন্তু পৃথিবী ঐহাকে জানে না, ইত্যাদি মন্মের ‘যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্’ ইত্যাদি সন্দর্ভে শ্রুতি (বৃহদারণ্যক) ঐহায় মহাত্মা কীৰ্ত্তন করেন, যিনি জগতে অদ্বিতীয় অধীশ্বর বলিয়া কথিত আছেন, যিনি অমল অর্থাৎ সর্বপ্রকার দোষশূন্য, যিনি সকলের নিয়ন্তা, মুনিগণ, দেবগণ ও রাজগণ ঐহাকে নিয়ত ধ্যান করেন, যিনি সকলের মোক্ষদাতা, যিনি সকলের আশ্রয়, সেই ত্রিলোকপতি ভগবান্ কৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৪ ॥

মহেন্দ্রাদির্দেবো জয়তি দিতিজান্ যস্য বলতো,  
 ন কস্য স্বাতন্ত্র্যং কচিদপি কৃতৌ যৎকৃতিমূতে ।  
 কবিতাদের্গবং পরিহরতি যোহসৌ বিজয়িনঃ,  
 শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোহক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ**—ঐহায় বলেই মহেন্দ্রাদি দেবগণ দানবদিগকে জয় করিয়া থাকেন, ঐহার চেষ্টা ব্যতিরেকে কোন কালেও কোন কার্যে ঐহারও স্বাতন্ত্র্য নাই, ঐহার শক্তিসাহায্যে ভিন্ন জগতে কেহ কোন কার্যই স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয় না, যিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতবর্গের কবিতাদি-জনিত গর্ব হরণ করেন, যিনি জগতের আশ্রয় ও ত্রিভুবনের ঈশ্বর, সেই কৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৫ ॥

বিনা যস্য ধ্যানং ব্রজতি পশুতাং শূকরমুখাঃ  
 বিনা যস্য জ্ঞানং জনিমুতিভয়ং যাতি জনতা ।  
 বিনা যস্য স্মৃত্য কুমিশতজনিং যাতি স বিভুঃ,  
 শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোহক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ**—ঐহাকে ধ্যান না করিলে সকল লোক শূকরাদি পশু প্রাপ্ত হয়, ঐহার জ্ঞান ব্যতিরেকে লোক সকল কেবল জন্ম-মৃত্যুর বশীভূত হইয়া থাকে, ঐহাকে স্মরণ না করিলে প্রাণিগণ শত শত জন্ম কুমিষোনি প্রাপ্ত হয়, যিনি সকলের আশ্রয় ও ত্রিলোকের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, সেই কৃষ্ণ আমার নয়ন-গোচর হউন ॥ ৬ ॥

নরাতকোত্তরঃ শরণশরণো ভ্রান্তিহরণো,  
ঘনশ্যামো রামো ব্রজশিশুবয়শ্চোহর্জুনসখঃ ।  
স্বয়ম্ভূতানাং জনক উচিতাচারসুখদঃ,  
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোহক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি নরগণের ভীতি হরণ করেন, যিনি ব্রহ্মকে ব্রহ্মকণ্ড সম্পাদন করেন, যিনি জগতের ভ্রান্তি হরণ করেন, যিনি নবঘনের আশ্রয় শ্রামকলেবর, যিনি রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যিনি ব্রজবালকদিগের বয়শ্র, যিনি অর্জুনের সখা, যিনি নিজে (ইচ্ছাবশে) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথচ যিনি সকলের জনক, যিনি সদাচারীদিগকে যথোচিত সুখপ্রদান করিয়া থাকেন, যিনি সকলের আশ্রয় ও ত্রিলোকের ঈশ্বর, সেই কৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৭ ॥

যদা ধর্ম্মগ্লানির্ভবতি জগতাং ক্লোভনকর-  
স্তদা লোকস্বামা প্রকটিতবপুঃ সেতুধ্বজঃ ।  
সতাং ধাতা স্বচ্ছে। নিগমগুণগীতো ব্রজপতিঃ,  
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোহক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—যখন যখন ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়া জগৎকে বিগ্রস্ত করিয়াছে, তখনই যিনি জন্মগ্রহিত হইলেও লোকনাথরূপে আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মমর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, যিনি এই জগতে সম্পদার্থমাত্রের বিধানকর্তা, যিনি সর্ববিকার-শৃঙ্খল, নিগমাদি শাস্ত্রে ধাহার গুণগান বর্ণিত আছে, সকলের আশ্রয় ত্রিলোকেশ্বর সেই ব্রহ্মেশ্বর কৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৮ ॥

ইতি হরিরখিলাআরাধিতঃ শঙ্করেণ,  
ক্ৰতিবিশদগুণোহসৌ মাতৃমোক্ষার্থমাদ্যঃ ।  
যতিবরনিকটে শ্রীযুক্ত আবির্ভবভূব,  
স্বগুণরূপ উদারঃ শঙ্খচক্রাজ্জহন্তঃ ॥ ৯ ॥

ইতি কৃষ্ণাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ ।**—পরব্রাহ্মকবর শ্রীশঙ্করাচার্য মাতার মোক্ষের নিমিত্ত উক্ত প্রকারে নিখল জগতের আত্মা ক্রতিবর্ণিত গুণসম্পন্ন আদিপুরুষ হরির (স্বয়ং ধারা) আরাধনা করিলে, তিনি নিজগুণরূপ দেহধারণ পূর্বক শঙ্খ, চক্র, (গদা) পদ্ম হস্তে শ্রীযুক্ত উদাররূপে সেই যতিরাজের সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন ।

ইতি কৃষ্ণাষ্টক সম্পূর্ণ ।



## গোবিন্দাষ্টকম্

সত্যং জ্ঞানমনস্তং নিত্যমনাকাশং পরমাকাশং

গোষ্ঠপ্রাক্ষণরিক্ষণ- \* লোলমনায়াসং পরমায়াসম্ ।

মায়াকল্পিত-নানাকারমনাকারং ভুবনাকারং

ক্ষমা-মা-নাথমনাথং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ :- যিনি সত্য, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত ; যিনি নিত্য, অনাকাশ ( আকাশ নহেন ) ও পরমাকাশ ( পরমবোম ) ; যিনি গোষ্ঠপ্রাক্ষণে ধাবিত হইবার জন্ত চঞ্চল, কিন্তু আয়াসহীন এবং পরম আয়াস ( পরমশক্তিস্বরূপ ) ; যিনি স্বয়ং নিরাকার, কিন্তু মায়াশক্তিয়োগে অসংখ্য আকার সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ বিশ্বরূপ ; যিনি পৃথিবী ও লক্ষ্মীর নাথ ( লক্ষ্মী ও পৃথিবী উভয়েই বিষ্ণু-পত্নী ) ও স্বয়ং অনাথ ( বাঁহার নাথ কেহ নাই, যে হেতু তিনি সর্বেশ্বর ), সেই পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর ॥ ১ ॥

মৃৎস্রামৎসাঁহেতি যশোদাতাড়ন-শৈশব-সম্ভ্রাসং

ব্যাদিত-বক্ত্রালোকিত-লোকালোক-চতুর্দশ-লোকালিম্ ।

লোকত্রয়-পুর-মূলস্তম্ভং লোকালোকমনালোকং

লোকেশং পরমেশং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ :- “এখানে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছ” এই প্রকার যশোদাকৃত ভৎসনে শৈশবে যিনি সম্ভ্রান্ত হয়েন ও ( তিনি যে মৃত্তিকা ভক্ষণ করেন নাই, ইহা দেখাইবার জন্ত যশোদাবাক্যে ) মৃৎবাদান করিয়া ( তদ্বাধ্য ) লোকালোক পর্বতসহ চতুর্দশ ভুবনশ্রেণী প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যিনি ত্রৈলোক্য-রূপ প্রাসাদের মূলস্তম্ভ, লোকালোক অর্থাৎ সর্বলোকপ্রকাশক অথচ অনালোক ( অদৃশ্য ), সেই লোকনাথ পরমেশ্বর পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর ।

[ ব্যাদিতপদসাধনং যথা, ব্যাদা ইতি ব্যাদানার্থকং কৃতপ্রত্যয়নিপ্পন্নপদম্, ব্যাদা সম্ভ্রাত্যেতি ভারকাদিহাদিতচ্-প্রত্যয়েন ব্যাদিতমিতি সিদ্ধম্ ] ২ ॥

ত্রৈবিষ্টপরিপু-বীরস্বঃ ক্রিতিজ্বরস্বঃ ভবরোগস্বঃ

কৈবল্যঃ নবনীতাহারমনাহারঃ ভুবনাহারম্ ।

বৈমল্যস্ফুটচেতোবৃত্তি-বিশেষাভাসমনাভাসঃ

শৈবং কেবলশাস্ত্রং প্রণম্যত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :- যিনি স্বর্গবাসিগণের বৈরি বীরদিগকে নিহত করেন, যিনি ভূতার হরণ করেন, যিনি ভবরোগবিনাশী ও সাক্ষাৎ কৈবল্যস্বরূপ, যিনি নবনীতাহার ( ব্রজলীলায় নবনীত-ভোজন খাহার বিশেষ কার্গা ), অনাহার ( নিষ্ক্রিয়, নিরাকার চিন্মাত্রের আহার থাকিতে পারে না ) ও ভুবনাহার ( বিশ্বগ্রাসী ), নৈশ্ৰল্য ( বিশদ চিন্তাবৃত্তিবিশেষে ) যিনি প্রতিভাসিত হয়েন, অথচ খাহার আভাস ( মিথ্যাজ্ঞান ) নাই, সেই কেবল শাস্ত্র শিবময় পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর ॥ ৩ ॥

গোপালং প্রভুলীলা-বিগ্রহ-গোপালং গোকুলপালং ‡

গোপীখেলন-গোবর্দ্ধনধৃতি-লীলা-লালিত-গোপালম্ ।

গোভির্নিগদিত-গোবিন্দ-স্ফুট-নামানং বহুনামানং

গো-ধী-গোচর-দূরং প্রণম্যত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ।—( ভূতারহরণ দ্বারা ) যিনি গো অর্থাৎ পৃথিবীকে রক্ষা করিয়াছেন, প্রাতঃলীলায় যিনি গোপাল-বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন ( গোপাল-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ), যিনি গোকুলরক্ষক ( নন্দের পূর্বস্থান “গোকুল” ইহা গোকুলনগর, গোকুলপুর ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ ছিল, গোরক্ষক ও কুল-রক্ষক ইহা অর্থান্তর ), গোপীগণের সহিত ক্রীড়া ও গোবর্দ্ধন ধারণ প্রভৃতি লীলায় গোপালদিগকে ( গোপ ও গোপীগণকে ) গিনি লালন করিয়াছেন, খাহার “গোবিন্দ” এই প্রসিদ্ধ নাম স্মৃতি প্রভৃতি গোবৃন্দেরই কথিত, সেই গো, অর্থাৎ বাক্য এবং ধী ( বুদ্ধি ) গোচরের দূরস্থ পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর ।

[ বিশেষ কথা—বসুদেব, জন্মের পরেই ত্রীকুণ্ডকে যে নন্দালয়ে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, সেই নন্দালয় “গোকুলে” ছিল । “গোকুল”গ্রাম এখনও বর্তমান আছে, উহা বৃন্দাবনের অপর পারে । পুতনা-ভৃগাবর্জ-বধ, যমলাজুনভঙ্গ এই স্থানে হইয়াছিল ] ৪ ॥

“কুলগোপালং” ইহা বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ

গোপী-মণ্ডল-গোষ্ঠী-ভেদং ভেদাবস্থমভেদাভং

শব্দ-গোখুর-নিধুঁতৌদগতধূলী-ধূসর-সৌভাগ্যম্ ।

শ্রদ্ধা-ভক্তি-গৃহীতানন্দমচিন্ত্যং চিন্তিতসদ্রাবং

চিন্তামণিমহিমানং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ :- যাহার এক প্রকার নৃত্যসভা গোপীমণ্ডল দ্বারা সম্পন্ন হয়, ভেদাবস্থাতেও যিনি অভেদপ্রভ, অনবরত গোখুরক্ষেপ-সমুদগত-ধূলি-ধূসরতা যাহার সৌন্দর্য্যের সহিত সম্বন্ধ, শ্রদ্ধাভক্তিযোগে যাহার নিকট হইতে আনন্দ গ্রহণ করা যায়, যাহাকে চিন্তা করিলে সদ্ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহার গতিমাত্রী সাক্ষাৎ চিন্তামণি, সেই পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর ॥ ৫ ॥

জ্ঞান-ব্যাকুল-ঘোষদ্বন্দ্বমুপাদায়াগমুপারুঢ়ং

সম্প্রেপ্সন্তী \* রধ দিগ্‌বস্ত্রা দাতুমুপাকর্ষন্তং তাং ।

নিধুঁতদ্বয়-শোক-বিমোহং বুদ্ধং বুদ্ধেরন্তঃস্থং

সত্তামাত্রশরীরং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ :- যিনি জ্ঞানে আসক্ত রমণীগণের বস্ত্র লইয়া বৃক্ষারুঢ় হইয়াছিলেন, অনন্তর সেই রমণীগণ স্ব স্ব বস্ত্রপ্রাপ্তির অভিলাষিণী হইলে তৎপ্রদানার্থ সেই দিগ্‌বস্ত্রনা রমণীদিগকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সুখরূপাদি দ্বন্দ্ব এবং শোক-মোহ যিনি দূর করিয়া দেন বা যাহার নাই, যিনি স্বয়ং বুদ্ধ, অর্থাৎ জ্ঞানময় ও বুদ্ধির অন্তরে অবস্থিত, সেই সত্তামাত্রস্বরূপ পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর ॥ ৬ ॥

কান্তং কারণ-কারণমাদিমনাদিং কালঘনাতাসং

কালিন্দীগত-কালিয়শিরসি স্নৃত্যন্তং মুহুরত্যন্তম্ ।

কালং কালকলাতীতং কলিতাশেষং কলিদোষঘ্নং

কালত্রয়গতিহেতুং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ :- যিনি কারণ-কারণ, কমনীয়-কলেবর, (সকলের) আদি, অনাদি (তাহার পূর্ববর্তী আর কিছুই নাই) ও নীলমেঘবর্ণ; যিনি কালিন্দী-নিলয় কালিয় নাগের মস্তকে পুনঃ পুনঃ এবং স্নানরূপে অত্যন্ত নৃত্য করিয়াছেন, কাল যাহারই স্বরূপ, অর্থাৎ যিনি স্বয়ং কালসংখ্যানের অতীত, নিখিল প্রপঞ্চের

\* “বাদিন্দ্রস্তী” এই পাঠ বাণীবিলাস-মুদ্রিত পুস্তকে আছে ।

আশ্রয় ও কলিদোষহারী, সেই ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ত্রিকালে একমাত্র গতিদায়ক  
( অথবা কালত্রয়ের ব্যবস্থা-হেতু ) পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর ॥ ৭ ॥

বৃন্দাবন-ভূবি বৃন্দারকগণ-বৃন্দারাধিত-বন্দ্যাত্মাঃ  
কুন্দাভামলমন্দম্ভোর-সুধানন্দং সুমহানন্দম্ ।  
বন্দ্যাত্মশেষ-মহামুনি-মানসবন্দ্যানন্দ-পদদ্বন্দ্বং  
বন্দ্যাত্মশেষগুণাক্রিং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—বৃন্দা অর্থাৎ তুলসী দ্বারা বৃন্দারকগণের আরাধিত ও  
বন্দনীয়, বৃন্দাবনভূতগণে কুন্দকুসুমকান্তি স্বচ্ছ মন্দ হাশ্বে যিনি সুধাজনিও  
আনন্দ সম্পাদন করেন, গোপরাজ নন্দ যাহার জন্ত মহামহিমসম্পন্ন হইয়াছেন,  
বন্দনীয় নিখিল মুনিমানস যাহার চরণবৃগলবন্দনায় একাগ্র, অভিনন্দনীয়, সকল-  
গুণসাগর সেই পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর ॥ ৮ ॥

গোবিন্দাষ্টকমেতদধীতে গোবিন্দাপিতচেতা যো,  
গোবিন্দাচ্যুত মাধব বিষ্ণো গোকুলনায়ক কৃষ্ণোতি ।  
গোবিন্দাজিহ্ব-সরোজধ্যান-সুধাজল-ধৌত-সমস্তাঘো  
গোবিন্দং পরমানন্দামৃতমন্তস্বং স তমভ্যেতি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দ-  
ভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতঃ  
কৃতৌ গোবিন্দাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ ।**—যে ব্যক্তি “হে গোবিন্দ, অচ্যুত, মাধব, হে বিষ্ণো,  
গোকুলনায়ক, কৃষ্ণ,” এই বলিয়া গোবিন্দে চিত্ত অর্পণ পূর্বক এই গোবিন্দাষ্টক  
পাঠ করে, তাহার সমস্ত পাপ, গোবিন্দচরণকমলধ্যানরূপ সুধা-সলিলে ধৌত  
হইয়া যায়, সেই ব্যক্তি অন্তরে ( সদা ) অবস্থিত পরমানন্দামৃতস্বরূপ তৎপদার্থ  
গোবিন্দকে লাভ করে ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীভগবচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিত  
গোবিন্দাষ্টক সম্পূর্ণ ।

## জগন্নাথায়কম্

কদাচিত্ কালিন্দী-তট-বিপিন-সংগীত-কবরো

মুদাভীরী- \* নারী-বদন-কমলাস্বাদ-মধুপঃ ।

রমা-শম্ভু-ব্রহ্মামরপতি-গণেশার্চিত-পদো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়ন-পথ-গামী ভবতু মে ॥ ১ ॥

অনুবাদ :- যিনি কোন সময়ে যমুনাতীরবিপিনে উৎকৃষ্ট সঙ্গীত  
করিয়াছিলেন, সানন্দে গোপীগণের মুখকমল-আস্বাদ গ্রহণে যিনি মধুকর, যাঁহার  
চরণযুগল লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও গণেশের দ্বারা অর্চিত, সেই স্বামী জগন্নাথ  
যেন আমার নয়নপথে পতিত হইলেন ॥ ১ ॥

ভূজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপিচ্ছং কটিতটে

দুকূলং নেত্রান্তে সহচরকটাক্ষং চ বিদধৎ ।

সদা শ্রীমদ্বন্দ্যাবনবসতিলীলাপরিচয়ো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়ন-পথ-গামী ভবতু মে ॥ ২ ॥

অনুবাদ :- যিনি বামহস্তে বেণু, মস্তকে ময়ূরপিচ্ছ, কটিতটে দুকূল  
(ক্লেম বস্ত্র বা সূক্ষ্ম বস্ত্র), এবং নয়নপ্রান্তে সহচরবর্গের প্রতি কটাক্ষ লইয়া  
আছেন, সর্বদাই শ্রীমদ্বন্দ্যাবনবাসলীলায় যাঁহার পরিচয়, সেই স্বামী জগন্নাথ  
যেন আমার নয়নপথে পতিত হইলেন ॥ ২ ॥

মহাস্তোমধেষ্টীরে কনক-রুচিরে নীল-শিখরে

বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজ-বলভদ্রেণ বলিনা ।

সুভদ্রা-মধ্যস্থঃ সকল-সুর-সেবাবসরদো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়ন-পথ-গামী ভবতু মে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :- যিনি মহাসাগরতীরে স্বর্ণমনোহর নীলাচলশিখরে  
বলশালী ভ্রাতা বলভদ্র সহ, মধ্যস্থলে সুভদ্রাকে রাখিয়া প্রাসাদের অভ্যন্তরে

\* “মুদা গোপী” ইহা বাণীবিলাস পুস্তকে মুদ্রিত পাঠ।

বাস করতঃ সকল দেবতার সেবা করিবার অবসর প্রদান করিতেছেন, সেই স্বামী  
জগন্নাথ যেন আমার নয়নপথে পতিত হয়েন ॥ ৩ ॥

কৃপাপারাবারঃ সজলজলদশ্রেণিরুচিরো

রমা বাণী-সোম-স্মরদমল-পদ্মোদ্ভব-মুখৈঃ ।

সুরেন্দ্রেরারাধ্যঃ শ্রুতি-গণ-শিখোদগীত-চরিতো \*

জগন্নাথঃ স্বামী নয়ন-পথ-গামী ভবতু মে ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি কৃপাসিদ্ধ, সজলজলদাবলি-মনোহর, এবং লক্ষ্মী,  
সরস্বতী, সোম ( উমাসহার শিব, অথবা চন্দ্র ) এবং উজ্জল নির্মলমূর্তি পদ্মযোনি  
প্রভৃতি দেবপ্রধানগণের আরাধ্য, ষাঁহার চরিত্র বেদান্তবর্ণিত, সেই স্বামী জগন্নাথ  
যেন আমার নয়নপথে পতিত হয়েন ॥ ৪ ॥

রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিতভূদেবপটলৈঃ

স্তুতিপ্রাচুর্ভাবং প্রতিপদমৃপাকর্ষ্য সদয়ঃ ।

দয়াসিকুর্ব্বন্ধুঃ সকলজগতাং সিন্ধুসুতয়া

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি রথারোহণে গমন করিবার সময়ে পথে সমবেত  
ব্রাহ্মণমণ্ডলীর উচ্চারিত স্তোত্র প্রতিপদে শ্রবণ করিয়া সদয় হয়েন, অর্গাৎ  
গমনবিঘ্ন বিধ্বস্ত করেন, সেই লক্ষ্মী-সম্মিলিত দয়াসিদ্ধ সর্বজগৎকে স্বামী জগন্নাথ  
যেন আমার নয়নপথে পতিত হয়েন ॥ ৫ ॥

পরো বর্হাপীড়ঃ ‡ কুবলয়দলোৎফুল্লনয়নো

নিবাসো নীলাদ্রৌ নিহিতচরণোহনন্তশিরসি ।

রমানন্দো রাধাসরসবপুরালিঙ্গন-স্থথো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—যে পরাৎপর, বর্হাপীড় অর্থাৎ শেখররূপে ময়ূরপিচ্ছকে  
ধারণ করেন, ষাঁহার আনন্দোৎফুল্ল নয়ন পদ্মপলাশসদৃশ ; ষাঁহার নিবাস নীলা-  
চলে, এবং চরণযুগল অনন্তমন্তকে স্থাপিত ; যিনি রস ও আনন্দস্বরূপ ;

\* ‘শিখাগীতচরিতো’ পাঠান্তর ।

‡ ‘পর ব্রহ্মাপীড়ঃ’ ইতি বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ ।

রাধিকার সরস দেহ আলিঙ্গনেই ধাঁহার স্মৃতি ; সেই স্বামী জগন্নাথ যেন আমার  
নয়নপথে পতিত হয়েন ॥ ৬ ॥

ন বৈ প্রার্থ্যং রাজ্যং ন চ কনকতা-ভোগবিভবে  
ন যাচেহং রম্যাং নিখিলজনকাম্যাং বরবধূম্ ।  
সদা যাচে \* কালে প্রমথপতিনা গীতচরিতো  
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—রাজ্য আমার প্রার্থনীয় নহে, স্বর্ণনগ ভোগা বৈভবও  
প্রার্থনীয় নহে, আমি নিখিলজনস্পৃহীয়া রমণীয়া বরস্বতীও যাক্ষা করি না;  
শিবগীতচরিত স্বামী জগন্নাথ যেন সময়ে আমার নয়নপথে পতিত হয়েন, ইহাই  
সদা যাক্ষা করি ॥ ৭ ॥

হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে  
হর ত্বং পাপনাং বিততিমপরাং যাদবপতে ।  
অহো দীনানাথং নিহিতমচলং † পাতুমনিশং  
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যস্য  
শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ-শিষ্যস্য  
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ  
জগন্নাথাষ্টকং সম্পূর্ণম্ । ‡

**অনুবাদ ।**—হে দেবপ্রধান ! ( আমার ) আমার সংসার দ্রুত হরণ কর,  
হে যাদবপতে ! ( আমার ) পাপরাশি অত্যধিক ( হইলেও ) তাহা হরণ কর ;  
আহা ! আত্ম-সমর্পিত দীন ও অনাথ জনকে সতত রক্ষা করিবার জন্ত অচল  
ভাবে স্থিত, সেই স্বামী জগন্নাথ যেন আমার নয়ন-পথের পথিক হয়েন ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীভগবৎ-শঙ্করাচার্য্যকৃত জগন্নাথাষ্টক সম্পূর্ণ ।

\* “সদা কালে কালে” এই পাঠ বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে আছে ।

† “নিহিতমচলং” এই পাঠ বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে আছে ।

‡ এই জগন্নাথাষ্টক শ্রীচৈতন্যদেবকৃত ইহা বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ ।

# অচ্যুতাক্ষকম্ ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

অচ্যুতাক্ষ্যত হরে পরমাত্মন, রাম কৃষ্ণ পুরুষোত্তম বিষ্ণো ।

বাসুদেব ভগবন্নিরুদ্ধ, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ :- হে অচ্যুত ! তুমি অবায়, হে হরে ! তুমি পরমাত্মা, তুমিই রাম, তুমিই কৃষ্ণ, হে বিষ্ণো ! তুমিই সকল পুরুষের শ্রেষ্ঠ । হে বাসুদেব ! হে অনিরুদ্ধ ! হে শ্রীপতে ! তুমি মদীয় অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান কর ॥ ১ ॥

বিশ্বমঙ্গল বিভো জগদীশ, নন্দনন্দন নৃসিংহ নরেন্দ্র ।

মুক্তিদায়ক মুকুন্দ মুরারে, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ :- হে বিভো ! তুমি জগতের কল্যাণ-সাধন কর, হে জগদীশ ! হে নন্দনন্দন । হে নৃসিংহরূপিন্ । হে নরেন্দ্র ! তুমি ভক্তজনের মুক্তিবিধান কর । হে মুকুন্দ ! হে মুরারে ! হে শ্রীপতে ! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তি-বিধান করিয়া দেও ॥ ২ ॥

রামচন্দ্র রঘুনাথক দেব, দীননাথ দুরিতক্ষয়কারিন্ ।

যাদবেন্দ্র যদুভূষণ যজ্ঞ, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :- হে দেব ! তুমি রামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছ, (অতএব) তুমিই রঘুবংশের অধিনায়ক, তুমি দীনবাক্তির আশ্রয়, তুমি ভক্তবৃন্দের দ্রুত ক্ষয় কর, তুমি যাদবগণের-ইন্দ্রস্বরূপ, যদুবংশের অলঙ্কার এবং তুমি যজ্ঞরূপ ধারণ করিয়াছ । হে শ্রীপতে ! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান কর ॥ ৩ ॥

দেবকীতনয় দুঃখদবাগ্নে, রাধিকারমণ রম্য-স্বমূর্ত্তে ।

দুঃখমোচন দয়ার্ণব নাথ, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ :- হে দেব ! তুমি দেবকীর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছ, তুমি মানবগণের দুঃখকাননের অগ্নিস্বরূপ । হে রাধিকারমণ ! তোমার মূর্ত্তি অতি



মনোহর । হে নাথ ! তুমি সকলের দুঃখমোচন কর, তুমি কৃপাসাগর । হে  
শ্রীপতে ! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান কর ॥ ৪ ॥

গোপিকা বদনচন্দ্রচকোর, নিত্য নিগুণ নিরঞ্জন জিহ্বা ।  
পূর্ণরূপ জয় শঙ্কর শর্কর, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ :- হে দেব ! তুমি গোপিকা-মুখশশধরের চকোরস্বরূপ ।  
তুমি ত্রিগুণাতীত, নিত্য, নিরঞ্জন ; তুমি জয়শীল, পূর্ণব্রহ্ম ; তুমি সকলের  
কল্যাণবিধান কর ; তুমি সংহারকর্তা, তোমার জয় হউক, হে শ্রীপতে !  
তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান করিয়া দাও ॥ ৫ ॥

গোকুলেশ গিরিধারণ-ধীর, যামুনাচ্ছতটখেলন বীর ।  
নারদাদিমুনিবন্দিতপাদ, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ :- হে দেব ! তুমি গোকুলের অধিপতি, গোবর্দ্ধন পর্বত ধারণ  
করিয়া ও অচলভাবে বিরাজিত ছিলে, তুমি যমুনার নিম্নল তটভূমে ক্রীড়া করিয়া  
থাক এবং তুমিই জগতের অদ্বিতীয় বীর । নারদাদি মুনিবৃন্দ সর্বদা তোমার পাদ-  
পদ্ম সেবা করিতেছেন । হে শ্রীপতে ! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তি কর ॥ ৬ ॥

দ্বারকাধিপ দুরূহ গুণাক্ষে, প্রাণনাথ পরিপূর্ণ ভবारे ।  
জ্ঞানগম্য গুণসাগর ভূমন্, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ :- হে দেব ! তুমি দ্বারকাপুরীর অধিনায়ক, তুমি তর্কপথে  
অজয়ের, তুমি গুণের সাগর, তুমি প্রাণনাথ ও পূর্বব্রহ্মস্বরূপ, তুমি মানবের সংসার  
বিনাশ কর । হে ভূমন্ ! তুমি একমাত্র জ্ঞানের গোচর এবং তুমি ত্রিগুণনদীর  
তিরোধানস্থান, হে শ্রীপতে, তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান কর ॥ ৭ ॥

দুষ্টনির্দমন দেব দয়ালো, পদ্মনাভ ধরণীধর ধীমন্ ।  
রাবণাস্তক রমেশ মুরারে, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ :- হে দেব ! তুমি দুষ্টগণের নিঃশেষদলন কর, তুমি অতিশয়  
কৃপালু, হে পদ্মনাভ ! তুমি অনন্তরূপে বসুমতী ধারণ করিয়াছ, তুমি সর্ববুদ্ধির  
আধার, তুমি রাবণের সংহারসাধন করিয়াছ, হে রমেশ ! হে মুরারে ! হে  
শ্রীপতে ! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান কর ॥ ৮ ॥

অচ্যুতাক্ষকমিদং রমণীয়ং নির্মিতং ভবভয়ং বিনিহন্তুম্ ।

যঃ পঠেদ্ বিষয় বৃত্তি-নিবৃত্তি-জন্ম-দুঃখমখিলং স জহাতি ॥৯॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যস্য

শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ-শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতাব-

চ্যুতাক্ষকস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

অনুবাদ :- ( ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ) · সংসারদুঃখসংহারার্থ পরম রমণীয় এই অচ্যুতাক্ষকস্তোত্র প্রণয়ন করিয়াছেন । যিনি এই স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি বিষয়-ভোগবাসনায় নিবৃত্ত হইয়া অখিল জন্মদুঃখ পরিহারে সমর্থ হইবেন ॥ ৯ ॥

ইতি অচ্যুতাক্ষকস্তোত্র সমাপ্ত ।

## অন্যবিধ অচ্যুতাক্ষক । \*

অচ্যুতং কেশবং রাম-নারায়ণং

কৃষ্ণ-দামোদরং বাসুদেবং হরিম্ ।

শ্রীধরং মাধবং গোপিকাবল্লভং

জানকী-নায়কং রামচন্দ্রং ভজে ॥ ১ ॥

অনুবাদ :- ( যিনি ) অচ্যুত, কেশব, রাম, নারায়ণ, কৃষ্ণ, দামোদর, বাসুদেব হরি ; ( যিনি ) শ্রীধর, মাধব, গোপিকাবল্লভ, জানকীনায়ক, শ্রীরামচন্দ্র ; ( তাঁহাকে ) ভজনা করি ॥ ১ ॥

অচ্যুতং কেশবং সত্যভামা-ধবং

মাধবং শ্রীধরং রাধিকারাধিতম্ ।

ইন্দিরামন্দিরং চেতসা স্তব্ধরং

দেবকীনন্দনং নন্দজং সন্দধে ॥ ২ ॥

অনুবাদ :- যিনি কখনই চ্যুত হইবেন না,—যিনি ক (ব্রহ্মা), ঈশ (শিব)

\* অন্তিম স্তোকে ‘কর্ষু’ বিবর্তনম্’ পাঠ বহু দেশে প্রচলিত, তাহা হইলে এই অচ্যুতাক্ষক বিবর্তনরচিত, শঙ্করাচার্য্যরচিত নহে, শ্রীবিষ্ণু নাম-প্রাচুর্য্য দর্শনে এ বিবর্তন শচীনন্দন বিবর্তন, ইহাই মনে হয় । কিন্তু শঙ্কররচিতরূপে প্রসিদ্ধ বিধায় ইহা এই স্থানে সন্নিবেশিত হইল ।

এবং ব ( বায়ু-বরুণ-স্বরূপ ), যিনি সত্যভামা-পতি, মধুবংশে বাঁহার জন্ম, অত্যন্ত ঐশ্বর্য্য বাঁহাতে বর্ত্তমান, রাধিকা বাঁহাকে আরাধনা করিয়াছেন, লক্ষ্মী-নিকেতন, সেই দেবকীগর্ভজাত সুন্দর নন্দ-নন্দনকে হৃদয়ে মিলিত করি ॥ ২ ॥

বিষ্ণুবে জিষ্ণুবে শঙ্খিনে চক্রিণে  
রুদ্রিণী-রাগিণে জানকী-জানয়ে ।  
বল্লবী-বল্লভায়ার্চিতায়াত্মনে  
কংস-বিন্ধংসিনে বংশিনে তে নমঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :—( যিনি ) বিষ্ণু, জিষ্ণু, শঙ্খ-চক্র-ধারী, রুদ্রিণীর অমুরক, জানকীপতি, গোপীবল্লভ ; ( যিনি ) অর্চিত ( সর্বলোকপূজিত ), আত্মা ( পর-মাত্মা ), সেই কংসবিন্ধংসী মুরলীধর তোমাকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণ গোবিন্দ হে রাম-নারায়ণ  
শ্রীপতে বাসুদেবাজিত শ্রীনিধে ।  
অচ্যুতানন্ত হে মাধবাধোক্ৰজ  
দ্বারকা-নায়ক দ্রৌপদী-রক্ষক ॥ ৪ ॥

অনুবাদ :—হে কৃষ্ণ, গোবিন্দ, হে রাম-নারায়ণ, হে শ্রীপতে, বাসুদেব, হে অজিত, হে শ্রীনিধে, হে অচ্যুত, অনন্ত, মাধব, অধোক্ৰজ, হে দ্বারকানায়ক, তুমিই দ্রৌপদীকে ( কোরব-সভায় লজ্জা হইতে ) রক্ষা করিয়াছিলে ॥ ৪ ॥

রাক্ষসকোভিতঃ সীতয়া শোভিতো  
দণ্ডকারণ্য-ভূ-পুণ্যতা-কারণম্ ।  
লক্ষ্মণেনাস্মিতো বানরৈঃ সেবিতো-  
হগস্ত্যসংপূজিতো রাঘবঃ পাতু মাম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ :—যিনি রঘুবংশে জন্মগ্রহণ করত সীতাবিবাহের পর সীতা ও লক্ষ্মণসহ দণ্ডকারণ্যভূমিকে পবিত্র করিয়াছিলেন, রাক্ষসকৃত ক্রোভ প্রাপ্ত হইয়া বানরগণের সেবায় সীতাসহ শোভা প্রাপ্ত হইয়া, অগস্ত্য-সম্পূজিত তিনি আমাকে রক্ষা করুন ।

[ এই শ্লোকে সংক্ষেপে সমগ্র রামায়ণকথা বর্ণিত হইয়াছে । ‘রাক্ষসকোভিত’ ইহাতে অবতার-হেতুও সূচিত, এ জন্ত প্রথমেই এই বিশেষণ, তৎপরেই ‘সীতয়া

শোভিতঃ' থাকায় রাক্ষসকোভের পরেই যে সীতা উদ্ধার, ইহা স্মৃতিত,—স্মৃতরাং 'রাক্ষসকোভিতঃ' পদের পুনরাবৃত্তি ও দ্বিবিধ অর্থ গৃহীত হইয়াছে। দণ্ডকারণ্য হইতে সীতা-বিচ্ছেদ হওয়ার পরে দণ্ডকারণ্যগমন উল্লেখের পর 'লক্ষ্মণেনাশ্রিতঃ' আছে, ইহাতেই সীতাহরণ স্মৃতিত। 'দণ্ডকারণ্য-ভূপুণ্যতা-কারণ্য' এই বিশেষণের পূর্বে 'সীতরা শোভিতঃ' থাকায় তৎপূর্বে সীতা-বিবাহ-প্রসঙ্গ স্মৃতিত, এই কারণে ঐ পদেরও আবৃত্তি দুইবার করিয়া অর্থদ্বয় গৃহীত। স্মৃতি হইতে লীলাসমাপ্তি পর্যন্ত রামবধ থাকায় উহা শেষাংশে। আর 'অগস্ত্য-সংপূজিতঃ' উত্তরকাণ্ডের অগস্ত্য-সংবর্ধনা অভিযুক্ত। তদ্বারা রাজ্যাভিষেক স্মৃতিত হইয়াছে ] ॥ ৫ ॥

ধেনুকানিষ্টহানিষ্টকৃদ্ ধ্বিণাম্

কেশিহা কংসহৃদ্ বংশিকানাদকঃ ।

পূতনাকোপকঃ সূরজা-খেলনো

বালগোপালকঃ পাতু মাং সর্বদা ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—যিনি পূতনা-বৈরী, ধেনুক ও অরিষ্ট অনুরের হস্তা, যিনি কেনী দৈত্যকে হনন করিয়াছেন, যিনি শক্রগণের অনর্থসম্পাদনে দক্ষ, সেই যমুনাবিহারী বংশীবদন বালগোপাল সর্বদা আমাকে রক্ষা করুন। [ এই স্থলে বিশেষ কথা এই যে, ধেনুকানুরবধ বলরাম করিলেও ত্রীকৃষ্ণ-প্রেরণায় তাহা হওয়ার ত্রীকৃষ্ণকে ধেনুকানুরহস্তা বলা হইয়াছে, ত্রীমদভাগবতেও আছে “হবা রাসভদৈত্যেণ তথকুংষ্ট বলাশ্রিতঃ ।” ১০।২৬।১০। এই রাসভ দৈত্যই ধেনুকানুর। ভাগবত ১০।১০।১৫ অধ্যায় ষষ্ঠ্য। ত্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা এই স্লোকে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে ] ॥ ৬ ॥

বিদ্যুদ্যুতোতবৎ-প্রক্ষুরদ্-বাসসঃ

প্রাবৃড়ন্তোদবৎ প্রোল্লসদ্-বিগ্রহম্ ।

বন্যয়া মালয়া শোভিতোরঃস্থলং

লোহিতাজিহ্বাং বারিজাক্ষং ভজে ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।**—বাহার পরিধানবস্ত্র বিদ্যুৎপ্রকাশবৎ উজ্জ্বল, বাহার শরীর বর্ষাকালীন জলধরের দ্যায় বিরাজমান, বন-মালা-শোভিত-বক্ষঃস্থল অরুণ-চরণ-স্থল সেই পুণ্ডরীকাক্ষকে ভজনা করি ॥ ৭ ॥

কুঞ্চিতৈঃ কুস্তলৈর্ভ্রাজমানাননং  
 রত্নমৌলিং লসৎকুণ্ডলং গণ্ডয়োঃ ।  
 হার-কেয়ুরকং কঙ্কণপ্রোজ্জ্বলং  
 কিঙ্কিনীমঞ্জুলং শ্যামলং তং ভজে ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ** ।—কুঞ্চিত কুস্তলজালে ধাঁহার মুখমণ্ডলশোভাসম্পন্ন, ধাঁহার রত্ন-  
 ময় কিরীট ও গণ্ডযুগলে কুণ্ডল দোড়ল্যমান, ( যিনি ) হার ও কেয়ুর ধারণে  
 ( ভক্তগণের ) সুখ-সম্পাদক, কঙ্কণে ভূষিত কিঙ্কিনী-শোভিত সেই শ্যামকে  
 ভজনা করি ॥ ৮ ॥

অচ্যুতশ্রাফটকং যঃ পঠেদিষ্টদং  
 প্রেমতঃ প্রত্যহং পুরুষঃ সম্পূর্ণম্ ।  
 ব্রহ্মতঃ স্তন্দরং বেণুবিষমস্তরং \*  
 তস্য বশো হরির্জজায়তে সত্বরম্ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দ-  
 ভগবৎপূজ্যপাদ-শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ  
 কৃতাবচ্যুতশ্রাফটকং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ** ।—স্থলিত ব্রহ্মে নিবদ্ধ জগদীশ্বরবোধক অভীষ্টপ্রদ এই  
 অচ্যুতশ্রাফটক যে পুরুষ প্রত্যহ প্রেম পূর্বক সাগ্রহে পাঠ করিবে, হরি তাহার  
 সত্বর বশীভূত হইবেন ॥ ৯ ॥

শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্য-রচিত অচ্যুতশ্রাফটক সমাপ্ত ।

# সঙ্কটনাশনলক্ষ্মীনৃসিংহ-স্তোত্রম্ ।

( অথবা করাবলম্ব-স্তোত্র )

ত্রীগণেশায় নমঃ ।

ত্রীমৎপয়োনিধি-নিকেতন-চক্রপাণে,

ভোগীন্দ্র-ভোগমণি-রঞ্জিত-পুণ্যমূর্তে ।

যোগীশ শাস্বত শরণ্য ভবাক্ষিপোত,

লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—হে ত্রীপতে ! কীরোদসমুদ্র তোমার অবস্থান । হে চক্র-পাণে ! নাগরাজ অনন্তের ফণাস্থিত মণিসমূহে তোমার পুণ্যমূর্তি সুরঞ্জিত, তুমি যোগিবৃন্দের ঈশ্বর, তুমি সনাতন, শরণ্য, তুমিই সংসার-সমুদ্রপারের পৌতস্বরূপ । হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব ! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ১ ॥

ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রমরুদককিরীটকোটি-

সজ্জাট্টিতাজ্জি-কমলামলকাস্তিকাস্ত ।

লক্ষ্মীলসৎকুচ-সরোরুহরাজহংস,

লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—হে বিভো ! ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মরুদগণ ও আদিত্য ইহার। নিরন্তর স্বদীয় পাদপদ্মে প্রণতি করেন, তাঁহাদিগের মৌলিস্থিত মুকুটে তোমার পাদোজ সংঘটিত হইতেছে বলিয়া তোমার পাদপদ্মের নির্মলকান্তি অতি মনোহর হইয়াছে । তুমি কমলার কুচকমলে রাজহংস । হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব ! তুমি আমাকে করাবলম্বন দাও ॥ ২ ॥

সংসারঘোরগহনে চরতো মুরারে,

\* মারোত্র-ভীকর-মৃগপ্রবরাদিতস্ত ।

অর্ভস্ত মৎসরনিদাঘনিপীড়িতস্ত,

লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—হে মুরারে ! আমি সংসাররূপ ঘোরতর বনে পরিত্রাণ

করিতেছি, কামরূপ উগ্র ও ভীষণ মৃগরাজ সর্বদা আমাকে পীড়ন করিতেছে, আমি  
মাংসখ্যরূপ গ্রীষ্মপীড়নে পীড়িত, অতএব আর্তি। হে সলস্কীক নৃসিংহদেব!  
আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৩ ॥

সংসার-কূপমতিঘোরমগাধমূলং,

সংপ্রাপ্য দুঃখশত-সর্পসমাকুলশ্চ ।

দীনশ্চ দেব কৃপণা \* পদমাগতশ্চ,

লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—হে দেব ! আমি অতি ভীষণ অতলস্পর্শ ভবকূপে নিমগ্ন  
রহিয়াছি, শত শত দুঃখরূপ ভূজঙ্গ আমাকে নিয়ত বাকুল করিতেছে, আমি অতি  
দীন এবং কদর্য্য আপদে পতিত। হে সলস্কীক নৃসিংহদেব ! কৃপা করিয়া  
আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৪ ॥

সংসার-মাগরবিশালকরালকাল-

নক্র গ্রহগ্রসননিগ্রহবিগ্রহশ্চ ।

ব্যগ্রশ্চ রাগরসনোন্নি-নিপীড়িতশ্চ,

লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—হে দেব ! ভবমাগরে বিশাল করাল কালরূপ কুণ্ডীরের  
আক্রমণ ও গ্রাসে আমার দেহ নিপীড়িত, কাম ও লোভরূপ উন্নিজালে তাড়িত  
হইয়া আমি ( উদ্ধারলাভের জন্য ) বাকুল, হে সলস্কীক নৃসিংহদেব ! আমাকে  
করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৫ ॥

সংসার-বৃক্ষমঘবীজমনস্তকশ্চ-

শাখাশতং করণপত্রমনঙ্গপুষ্পম্ ।

আরুহ্য দুঃখফলিতং পততো দয়ালো,

লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—হে কৃপালো ! পাপসমূহ বাহার বীজ, অনন্ত কৰ্ম বাহার  
শত শত শাখা, ইজিরগ্রাম বাহার পত্র এবং স্বয়ং অনন্ত বাহার কুসুম এবং দুঃখ

ধাহার ফল, আমি সেই সংসাররূপে আকৃষ্ট হইয়া এখন পতিত হইতেছি, হে  
সলম্বীক নৃসিংহদেব ! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৬ ॥

সংসার-সর্পবনবন্তু-ভয়োগ্রতীত্ৰ-

দংষ্ট্রাকরালবিষদঙ্কবিনষ্টমূর্তেঃ ।

নাগারিবাহন সূধাকিনিবাস শৌরে,

লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।**—হে গরুড়বাহন ! সংসাররূপ ভূজঙ্গ বদন-ব্যাধান করিয়া  
আমাকে দংশন করিয়াছে, তাহার করাল দশনের উগ্রতর বিধে আমার সর্বাঙ্গ  
দঙ্ক হওরাতে আমি বিনষ্ট হইতেছি। হে সূধাসাগরশারিন্ ! হে শৌরে ! হে  
সলম্বীক নৃসিংহদেব ! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর। ভাবার্থ,—গরুড়  
সর্পভোজী, এবং সূধা বিববিনাশক, এই দুই-ই ধাহার আয়ত, সর্প-ভয়ে ও বিব-  
দাহে তাঁহার রূপাভিকাই করণীয়, তাহাই করা হইয়াছে ॥ ৭ ॥

সংসার-দাবদহনাতুর-ভীকরোরু-

জ্বালাবলীভিরভিদঙ্কতনুরুহস্য ।

ত্বৎপাদপদ্যসরসীশরণাগতস্য,

লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ।**—হে দেব ! আমি সংসাররূপ দাবানলে কাতর হইয়াছি,  
সেই দাবানলের ভরস্করী মহতী শিখাবলী মদীয় গাত্ররোমসকল দঙ্ক করিতেছে,  
আমি আপনার পাদদ্বয়কমলসরোবরে আশ্রয় লইলাম। হে সলম্বীক নৃসিংহদেব !  
আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৮ ॥

সংসার-জ্বালপতিতস্য জগন্নিবাস,

সর্বৈন্দ্রিয়ার্থ-বড়িশার্ত্ত \* ঝষোপমস্য ।

প্রোৎখণ্ডিতপ্রতত † তালুকমস্তকস্য

লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ।**—হে জগন্নিবাস ! আমি সংসারজ্বালে বীনবৎ পতিত হইয়াছি,  
ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকল বড়িশের দ্বায় আমাকে বিদ্ধ করিয়া বিদ্বৃত তালুপ্রদেশ খণ্ড



খণ্ড করিয়া মন্তক পর্থাস্ত বিদারণে উত্তত । হে সলস্মীক নৃসিংহদেব ! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৯ ॥

সংসার-ভীকরকরীন্দ্র-করাভিঘাত-

নিষ্পিষ্টমর্গ্যবপুষঃ সকলার্ত্তিনাশ ।

প্রাণপ্রয়াণভবভীতিসমাকুলশ্চ,

লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ :- হে সর্ষহঃখহারিন্ ! সংসাররূপ ভীষণ গজেন্দ্র স্বীয় শুণ্ডাভি-  
ঘাতে আমার দেহের মর্গ্যস্থল নিষ্পেষণ করিতেছে, হে সর্ষার্ত্তিহারিন্ ! আমি  
প্রাণপ্রয়াণভয়ে অতীব ব্যাকুল হইয়াছি । হে সলস্মীক নৃসিংহদেব ! আমাকে  
করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ১০ ॥

অক্ষস্য মে হতবিবেক-মহাধনশ্চ,

চৌরৈঃ প্রভো বলিভিরিদ্ৰিয়নামধৈর্যৈঃ ।

মোহাক্ষকূপকুহরে বিনিপাতিতস্য,

লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ :- হে প্রভো ! আমি অক্ষ, ইন্দ্ৰিয়-নামক বলী চোরগণ মদীয়  
বিবেকরূপ মহাধন হরণ করিয়া মোহাক্ষকূপের গভীর-বিবরে আমাকে নিপাতিত  
করিয়াছে । হে সলস্মীক নৃসিংহদেব ! আমাকে করাবলম্বন প্রদান  
কর ॥ ১১ ॥

লক্ষ্মীপতে কমলনাভ সুরেশ বিষ্ণো,

বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণ মধুসূদন পুঙ্করাক্ষ ।

ব্রহ্মণ্য কেশব জনার্দন বাসুদেব,

দেবেশ দেহি কৃপণস্য করাবলম্বম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ :- হে লক্ষ্মীপতে ! হে পদ্মনাভ ! হে বিষ্ণু ! হে বৈকুণ্ঠ !  
হে কৃষ্ণ ! হে মধুসূদন ! হে কমললোচন ! হে দেবপ্রধান ব্রহ্মরূপিন্ । হে  
কেশব ! হে জনার্দন ! হে বাসুদেব ! হে দেবেশ ! এ দীনকে করাবলম্বন  
প্রদান কর ॥ ১২ ॥

যন্মায়য়োজিতবপুঃপ্রচুরপ্রবাহ-

মগ্নার্থমাত্রনিবহোরু করা বলম্বম্ ।

লক্ষ্মীনৃসিংহচরণাজমধুতেন,

স্তোত্রং কৃতং সুখকরং ভুবি শঙ্করেণ ॥ ১৩ ॥

ইতি সঙ্কটনাশনলক্ষ্মীনৃসিংহস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ ।**—এই ভূমণ্ডল-সুখকর করা বলম্ব স্তোত্র, যাহার মায়াবলে সম্পাদিত অনাদি সুপ্রচুর জন্মপ্রবাহে নিগম্য জীৱগণের যত প্রকার বিষয় আছে, তৎসর্কাপেক্ষা মহত্ব-পূর্ণ অথবা সর্কাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সেই লক্ষ্মীনৃসিংহচরণকমলে ভ্রমরস্বরূপ শঙ্করাচার্য্য তাহা রচনা করিলেন ।

—( আংশিক ভাবার্থ এই—মূলে যে অর্থ শব্দ আছে, তাহার অর্থ বিষয় ; শব্দ স্পর্শ রূপ ব্রহ্ম শব্দ, এই পাঁচটি বিষয় । এতদ্বাধ্য এই স্তব শব্দস্বরূপ, অপর যত কিছু শব্দাদি বিষয় আছে, এই স্তব-শব্দ তৎসর্কাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । কারণ, ইহা দ্বারা পরম সুখলাভ করা যায় ) ॥ ১৩ ॥

সঙ্কটনাশন-লক্ষ্মীনৃসিংহ-স্তোত্র সমাপ্ত ।

## লক্ষ্মীনৃসিংহ-পঞ্চরত্নম্ ।

ত্বৎপ্রভুজীবপ্রিয়মিচ্ছসি চেম্বরহরিপূজাং কুরু সততং

প্রতিবিন্মালঙ্কৃতিধ্বিতিকুশলো বিশালঙ্কৃতিমাতনুতে ।

চেতোভ্রম্র ভ্রমসি বৃথা ভবমরুভুমৌ বিরসায়াং

ভজ ভজ লক্ষ্মীনরসিংহানঘপদসরসিজমকরন্দম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—( হে চিত্ত ) যদি তুমি নিজ প্রভু জীবের প্রিয়সাধন করিতে ইচ্ছা কর তো সতত নরহরি-পূজা কর, ( দর্পণাদিস্থিত মুখাদি ) প্রতিবিম্বে অলঙ্কার-ধারণ-কার্য্যে কুশল হইতে হইলে বিশ্বকে অলঙ্কৃত করিতে হয় । তাই বলি, হে চিত্তভ্রমর ! নীরস সংসার-মরুভূমিতে বৃথা ভ্রমণ করিতেছ, লক্ষ্মীনৃসিংহদেবের নির্মল চরণকমল-মকরন্দ পুনঃ পুনঃ সেবন কর ॥ ১ ॥

শুভ্রো রজতপ্রতিভা জাতা কটকদ্যার্থসমর্থ্য চেদ্  
 দুঃখময়ী তে সংসৃতিরেষা নিবৃতিদানে নিপুণা স্মাৎ ।  
 চেতোভ্রঙ্গ ! ভ্রমসি বৃথা ভবমরুভূমৌ বিরসায়াং  
 ভজ ভজ লক্ষ্মীনরসিংহানঘপদসরসিজমকরন্দম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—শুভ্রিতে রজতবুদ্ধি হইলে ( ঐ রজত ) যদি বলয় প্রভৃতি  
 অলঙ্কারের উপযুক্ত হয়, তবেই এই দুঃখময় সংসার সুখপ্রদানে সমর্থ হইবে ।  
 অর্থাৎ ভ্রমক্লিষ্ট রজতে যেমন অলঙ্কারাদি গঠন হয় না, মিথ্যা ক্লিষ্ট সংসারেও  
 সেইরূপ সুখের কারণ হইতে পারে না, ( তাই বলি ) হে চিত্তভ্রমর, নীরস  
 সংসারমরুভূমিতে বৃথা ভ্রমণ করিতেছ, শ্রীলক্ষ্মীসিংহদেবের নির্মল চরণকমল-  
 মকরন্দ পুনঃ পুনঃ সেবন কর ॥ ২ ॥

আকৃতিসাম্যাচ্ছাল্লিকুশ্মে স্থলনলিনত্বভ্রমমকরো-  
 গন্ধরসাবিহ কিমু বিদ্যেতে বিফলং ভ্রাম্যসি ভূশবিরসহেষ্মিন্ ।  
 চেতোভ্রঙ্গ ! ভ্রমসি বৃথা ভবমরুভূমৌ বিরসায়াং  
 ভজ ভজ লক্ষ্মীনরসিংহানঘপদসরসিজমকরন্দম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—হে চিত্তভ্রমর, আকার-সাদৃশ্যে তুমি শিমুলফুলে স্থলপদ্ম-ভ্রম  
 করিয়াছ, ইহাতে ( স্থলপদ্মের ) গন্ধরস আছে কি ? এই গন্ধরসহীন শিমুলফুলে  
 বৃথা ভ্রমণ করিতেছ । তাই বলি, হে চিত্তভ্রমর, নীরস সংসার-মরুভূমিতে বৃথা  
 ভ্রমণ করিতেছ, শ্রীলক্ষ্মীসিংহদেবের নির্মল চরণকমল-মকরন্দ পুনঃ পুনঃ সেবন  
 কর ॥ ৩ ॥

অক্চন্দন-বনিতাদীন্ বিষয়ান্ সুখদান্ মত্বা তত্র বিহরসে  
 গন্ধফলীসদৃশা ননু তেহমী ভোগানন্তরদুঃখকৃতঃ স্য্যঃ ।  
 চেতোভ্রঙ্গ ! ভ্রমসি বৃথা ভবমরুভূমৌ বিরসায়াং  
 ভজ ভজ লক্ষ্মীনরসিংহানঘপদসরসিজমকরন্দম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—( হে চিত্ত ) অক্চন্দন-বনিতাদি বিষয়-সমূহকে সুখজনক মনে  
 করিয়া তাহাতে বিহার করিতেছ, ওহে ( জান না ) তাহারা যে চম্পক-কলিকার  
 তুল্য, ভোগানন্তর দুঃখকরই হইয়া থাকে, অর্থাৎ মধুলোভে স্বাদগ্রহণের পরেই  
 মধু না পাওয়াতে বিশেষতর তিক্তাস্বাদ চম্পককলিকা যেমন দুঃখ হেতু হয়,

সুখলোভে ভোগ করিবার পরেই সুখের পরিবর্তে সংসারও সেইরূপ চঃখকর হইয়া থাকে । ( তাই বলি ) হে চিত্তভ্রমর, নীরস সংসার-মরুভূমিতে বৃথা ভ্রমণ করিতেছ, শ্রীলক্ষ্মীসিংহদেবের নির্মল চরণকমল-মকরন্দ পুনঃ পুনঃ সেবন কর ॥ ৪ ॥

তব হিতমেকং বচনং বক্ষ্যে শৃণু সুখকামো যদি সততং  
স্বপ্নে দৃষ্টং সকলং হি যুযা জাগ্রতি চ স্মর তদ্বদিতি ।  
চেতোভ্রম ! ভ্রমসি বৃথা ভবমরুভূমৌ বিরসায়াং  
ভজ ভজ লক্ষ্মীনরসিংহানঘপদসরসিজমকরন্দম্ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীগোবিন্দভগবৎ-  
পূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ  
লক্ষ্মীনৃসিংহপঞ্চরত্নং সম্পূর্ণম্ ।

অনুবাদ ।—হে চিত্তভ্রম, যদি সदा সুখাভিলাষী হইয়া থাক তো, তোমাকে একটি হিতকথা বলিব, শুন । যেমন স্বপ্ন-দৃষ্ট সকল বস্তুই জাগ্রদবস্থায় মিথ্যা বলিয়া স্বরণ করিয়া থাক, জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট বস্তুও সেইরূপ মিথ্যা স্বরণ করিবে । ( তাই বলি ) হে চিত্তভ্রমর, নীরস সংসার-মরুভূমিতে বৃথা ভ্রমণ করিতেছ, শ্রীলক্ষ্মীসিংহদেবের নির্মল চরণকমল-মকরন্দ পুনঃ পুনঃ সেবন কর ॥ ৫ ॥  
লক্ষ্মীনৃসিংহ-পঞ্চরত্ন সম্পূর্ণ ।

## হরিস্তুতিঃ ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

স্তোম্যে ভক্ত্যা বিষ্ণুমনাদিং জগদাদিং,  
যস্মিন্নৈতৎ সংসৃতিচক্রং ভ্রমতীর্থম্ ।  
যস্মিন্ দৃষ্টে নশ্যতি তৎ সংসৃতিচক্রং,  
তৎ সংসারধ্বাস্ত্রবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১ ॥

অনুবাদ ।—বাহ্য আদি নাই, বিনি জগতের আদি, বাহ্যকে আশ্রয় করিয়া এই সংসারচক্র নিরন্তর এইরূপে ভ্রমণ করিতেছে, যে হরিকে দর্শন করিলে সংসারচক্র বিনাশ পায়, আমি সেই সংসাররূপ অন্ধকারনাশী হরিকে জ্ঞাব করি ॥ ১ ॥

যস্মৈকাংশাদিত্থমশেষং জগদেতৎ,

প্রাচুর্ভূতং যেন পিনাকং পুনরিত্থম্ ।

যেন ব্যাপ্তং যেন বিবৃদ্ধং সুখদুঃখং,

তং সংসারধ্বাস্তুবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—এই অশেষজগৎ যাহার একাংশ হইতে এইরূপ ভাবে প্রাচুর্ভূত হইয়াছে, যিনি এই জগৎকে পুনরায় এইরূপ ভাবে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন, যিনি জগতের সুখদুঃখ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত অর্থাৎ যাহার সান্নিধ্যবশতই জীব সুখ-দুঃখাদি বোধ করিতে পারে, আমি সেই সংসাররূপ অন্ধকারবিনাশী হরিকে স্তুব করি ॥ ২ ॥

সর্বজ্ঞো যো যশ্চ হি সর্বঃ সকলো যো,

যশ্চানন্দোহনন্তগুণো যোহগুণধামা ।

যশ্চাব্যক্তো ব্যস্তসমস্তং সদসদ্য-

স্তং সংসারধ্বাস্তুবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—যিনি সর্বজ্ঞ, যিনি সর্বময় হইয়াও কলাযুক্ত অর্থাৎ অংশ-বিভক্তরূপে প্রতীয়মান হয়েন, যিনি আনন্দস্বরূপ, যাহার গুণের অন্ত নাই অথচ ধাম অর্থাৎ প্রকাশসম্বাদি গুণশূন্য, যিনি অব্যক্তভাবে সর্বত্র বিদ্যমান আছেন, যিনি সদস্য সমুদয় পদার্থ-স্বরূপ, যিনি এই বিশ্বস্থ পদার্থের পূর্ণসমষ্টি হইয়াও অংশে বিভক্তবৎ প্রতীয়মান, আমি সেই সংসাররূপ অন্ধকারবিনাশী হরিকে স্তুব করি ॥ ৩ ॥

যস্মাদন্যন্ নাস্ত্যপি নৈবং পরমার্থং

দৃশ্যাদন্যো নির্বিষয়জ্ঞানময়ত্বাৎ ।

জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়বিহীনোহপি সদাজ্ঞ-

স্তং সংসারধ্বাস্তুবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—এই ব্রহ্মাণ্ডে যাহা ভিন্ন কোন পদার্থ বা পরমার্থ আর নাই, যিনি নির্বিষয় ও জ্ঞানময় বলিয়া দৃশ্য হইতে ভিন্ন, যিনি জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয়বিহীন হইয়াও সর্বদা জ্ঞানময়, আমি সেই সংসাররূপ অন্ধকারবিনাশী হরিকে স্তুব করি ॥ ৪ ॥

আচার্যোভ্যো লক্ষ্যসূক্ষ্মাচ্যুততত্ত্বাদ্-

বৈরাগ্যোণাভ্যাসবলাচ্চ দ্রুতিমাচ্যোৎ \* ।

ভক্ত্যেকাগ্রাধ্যানপরা যং বিদুরীশং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—আচার্যগণের নিকট যন্ত্র অচ্যুততত্ত্ব জানিলে এবং বৈরাগ্য ও অভ্যাসবশতঃ দৃঢ়ভক্তিসহকারে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিলে, ব্রহ্মবিদগণ যাহাকে জৈশ্বর বলিয়া জানেন, সেই সংসাররূপ অন্ধকারবিনাশী হরিকে স্তব করি ॥ ৫ ॥

প্রাণানায়ম্যোমিতি চিত্তং হৃদি রুদ্ধ্বা,

নান্যং স্মৃত্বা তং পুনরত্রৈব বিলাপ্য ।

ক্ষীণে চিত্তে ভাদৃশিরস্মীতি বিদুরীশং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—প্রাণায়াম করিয়া প্রণবযোগে হৃদয়ে চিত্তবৃত্তিনিরোধ পূর্বক অন্তঃস্বরূপ পরিভ্যাগ করিয়া হৃদয়ে বিলীন করিলে যখন চিত্তবৃত্তি সকল ক্ষীণ হইয়া থাকে, তখন যাহাকে ‘জ্ঞানজ্যোতিঃ’স্বরূপে ‘আমি’ (আমি) এই ভাব জানা যায়, সংসার-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৬ ॥

যং ব্রহ্মাখ্যং দেবমনন্তং পরিপূর্ণং,

হৃৎস্থং ভক্তৈর্লভ্যমজং সূক্ষ্মমতর্ক্যম্ ।

ধ্যাত্বাত্মস্থং ব্রহ্মবিদো যং বিদুরীশং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি ব্রহ্মনামে অভিহিত, যাহা হইতে অন্ত দেব নাই, যিনি পরিপূর্ণ, যন্ত্র, ভক্তগণের হৃদয়ে বিরাজমানস্বরূপে লভ্য, যাহার জন্ম নাই, যিনি যন্ত্র (স্থূল-দর্শীর অতি অজ্ঞেয়) এবং অতর্কনীয়, ব্রহ্মবিদগণ যাহাকে আত্মস্থ করিয়া ধ্যান করত জৈশ্বর বলিয়া জানেন, সংসার-অন্ধকার-নাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৭ ॥

মাত্রাতীতং স্বাত্মবিকাশাত্মবিবোধং,

জ্ঞেয়াতীতং জ্ঞানময়ং হৃদ্যপলভ্যম্ । \*

ভাবগ্রাহ্যানন্দমনন্তং চ বিদূর্যং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি মাত্রাতীত অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বিষয়ের অতীত, যিনি স্বপ্রকাশমান, যিনি আপনিই আপনাকে জানেন, যিনি জ্ঞেয় হইতে অতীত জ্ঞানময় ও হৃদয়ে অনুভবনীয়, যাহাকে কেবল সত্তা দ্বারাই গ্রহণ করা যায়, যিনি আনন্দময় এবং যাহাকে যোগিগণ অদ্বিতীয় বলিয়া জানেন, সংসার-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৮ ॥

যদ্ যদ্ বেদ্যং বস্তু সতত্বং বিষয়াখ্যং,

তত্তদব্রহ্মৈবেতি বিদিত্বা তদহং চ ।

ধ্যায়ন্ত্যেবং যং সনকাঢ়া মুনয়োহজং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ ।**—জ্ঞানের বিষয়ীভূত বিষয়-নামক ( ব্যাবহারিক ) বাস্তব পদার্থ বাহা বাহা, সেই সমুদয় বস্তুই ব্রহ্ম, ইহা জানিয়া আমিও সেই ব্রহ্মপদার্থ, এইরূপে সনকাদি মুনিগণ যাহাকে ধ্যান করিয়া থাকেন এবং যিনি জন্মরহিত, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৯ ॥

যদ্যদ্ বেদ্যং তত্তদহং নেতি বিহায়,

স্বাত্মজ্যোতির্জ্ঞানময়ানন্দমবাপ্য ।

তন্নিজজ্যোত্যাভির্ভো যং বিদুরীশং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ ।**—যে যে জ্ঞেয় বস্তু আছে, সেইরূপে তাহার কিছুই আমি নহি, এই প্রকারে তাহা ত্যাগ করিয়া আত্মজ্যোতিঃস্বরূপ জ্ঞানময় আনন্দ লাভ করত যাহাতে ‘আমি’ এই ভাবে যে জীবকে জানেন, সংসাররূপ-অন্ধকার-নাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১০ ॥

হিত্বা হিত্বা দৃশ্যমশেষং সবিকল্পং,

মত্বা শিষ্ঠং ভাদৃশিমাত্রং গগনাত্মম্ ।

ত্যাক্ত্বা দেহং যং প্রবিশন্ত্যচ্যুতভক্তা-

স্তুং সংসারধ্বাস্তুবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ ।**—নাম রূপাদি বিকল্পযুক্ত দৃশ্য পদার্থ সকল তন্ন তন্নরূপে পরিত্যাগ পূর্বক বিবেচনা করিলে যিনি একমাত্র অবশিষ্ট জ্ঞানজ্যোতির্মাত্র এবং আকাশবৎ থাকেন, অচ্যুতভক্তগণ দেহত্যাগান্তে যাহাতে প্রবেশ করেন, সংসার-অন্ধকার-নাশী সেই হরিকে স্তুব করি ॥ ১১ ॥

সর্বত্রান্তে সর্বশরীরৌ ন চ সর্বং,

সর্বং বেত্ত্যেবেহ ন যং বেত্তি চ সর্বং ।

সর্বত্রান্তুর্ধামিতয়েত্বং যময়ন্ য-

স্তুং সংসারধ্বাস্তুবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ ।**—ব্রহ্মাণ্ডের সর্বস্থানে জীবদেহে বর্তমান থাকিলেও যিনি সেই সকল হইতে স্বতন্ত্র, যিনি সকল জানিলেও সকলে যাহাকে জানিতে পারে না, এই প্রকারে যিনি অন্তর্ধামিরূপে সর্বহৃদয়ে বিস্তৃত থাকিয়া সকলকে পরিচালনা করিতেছেন, সংসাররূপ-অন্ধকার-নাশী সেই হরিকে স্তুব করি ॥ ১২ ॥

সর্বং দৃষ্ট্বা স্বাত্মনি যুক্ত্য। জগদেতদ্-

দৃষ্ট্বাত্মানং চৈবমজং সর্বজনেষু ।

সর্বাত্মৈকোহস্মীতি বিদূর্যং জনহংস্হং,

তং সংসারধ্বাস্তুবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ ।**—স্বীয় আত্মাতে সকল জগৎ দর্শন করিয়া ও সর্ব-জীবে জন্ম-রহিত আত্মাকে দর্শন করিয়া সর্বহৃদয়েই অধিষ্ঠিত যাহাকে ‘এক আমিই সর্বাত্মা’ এই ভাবে (তত্ত্বজ্ঞান) জানিয়া থাকেন, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী, সেই-হরিকে স্তুব করি ॥ ১৩ ॥



সর্বত্রৈকঃ পশ্যতি জিহ্বত্যথ ভুঙ্তে,

স্পৃষ্টা শ্রোতা বোধতি \* চেত্যাহরিমং যম্ ।

সাক্ষী চাস্তে কর্তৃষু পশ্যমিতি চান্দ্রে,

তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ ।—একই পুরুষ সর্বত্র দর্শন করিতেছেন, আভাণ করিতেছেন, ভোজন করিতেছেন, স্পর্শ করিতেছেন, শ্রবণ করিতেছেন ও বুঝিতেছেন, উপ-নিষদে কোথাও এইরূপে বাঁহার স্বরূপ কথিত হইয়াছে এবং বাঁহাকে কর্তৃষু দ্রষ্টা ও সাক্ষিরূপে অগ্ৰচ বলা হইয়াছে, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১৪ ॥

পশ্যন্ শৃণ্বন্নত্র বিজানন্ রসয়ন্ সন্,

জিহ্বন্ বিভ্রদেহমিমং জীবতয়েথম্ ।

ইত্যাত্মানং যং বিদুরীশং বিষয়জ্ঞং,

তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ।—যিনি একমাত্র এই জগতে দর্শনকর্তা, শ্রবণকর্তা, জ্ঞানকর্তা, রসাস্বাদনকর্তা, ভ্রাণকর্তা এই তাবে জীবরূপে যিনি এই দেহ ধারণ করিয়া বর্তমান আছেন, এইরূপে যে ঈশ্বরকে বিষয়ের জ্ঞাতা আত্মা বলিয়া (বেদান্তের অগ্ৰ স্থান হইতে) জানা যায়, সংসাররূপ অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১৫ ॥

জাগ্রদৃষ্টি স্থূলপদার্থানথ মায়াং,

দৃষ্টা স্বপ্নেহথাপি সুষুপ্তৌ স্খনিদ্রাম্ ।

ইত্যাত্মানং বীক্ষ্য মুদাস্তে চ তুরীয়ে,

তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ ।—যিনি জাগরণকালে স্থূলপদার্থ দর্শন করেন, স্বপ্নাবস্থায় মায়া দর্শন করেন, সুষুপ্তিকালে স্খনিদ্রা ভোগ করেন, এইরূপে যিনি বিভিন্ন-বহাদর্শী আপনাকে দর্শন করিয়া সানন্দে তুরীয়ভাবে অবস্থিত, সংসারান্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১৬ ॥

\* ‘বুধ্যতি’ এই পাঠ বহু স্থলে দেখা যায় ।

পশ্যন্ শুদ্ধোহপ্যক্ষর একো গুণভেদা-

মানাকারান্ স্ফটিকবদ্ভাতি বিচিত্রঃ ।

ভিন্নচ্ছিন্নচায়মজঃ কস্মিনলৈর্ঘ-

স্তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ ।**—যেমন এক স্ফটিকমণি বিবিধ বর্ণের সান্নিধ্যবশতঃ নানারূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ যে অদ্বিতীয়, শুদ্ধ ও শাস্ত্র জ্ঞানময় পুরুষ গুণভেদে নানাপ্রকারে প্রকাশ পাইতেছেন, যিনি অজন্মা হইয়াও নিগূঢ় থাকিয়া কস্ম-কলাহুসারে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রহুতাশৌ রবিচন্দ্রা-

বিম্ভো বায়ুর্যজ্ঞ ইতীথং পরিকল্প্য ।

একং সস্তং যং বহুধাহুর্মতিভেদা-

স্তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৮ ॥

**অনুবাদ ।**—এক এবং অবিনাশী হইলেও বুদ্ধিভেদবশতঃ লোকে ঐহাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র, বায়ু, যজ্ঞ ইত্যাদি কল্পনা করিয়া বহু প্রকার স্বরূপসম্পন্ন বলিয়া থাকে, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১৮ ॥

সত্যং জ্ঞানং শুদ্ধমনস্তং ব্যতিরিক্তং,

শাস্তং গূঢ়ং নিষ্কলমানন্দমনন্তম্ ।

ইত্যাহাদৌ যং বরুণোহসৌ ভৃগবেহজং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৯ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি সত্য, শুদ্ধ, জ্ঞানময়, অনন্ত, সকলের অতিরিক্ত, শাস্ত, গূঢ়, নিষ্কল, আনন্দময় এবং আত্মা হইতে অভিন্ন ইত্যাদিরূপে বরুণ পূর্বে ভৃগুকে যে অজ অর্থাৎ সনাতন ব্রহ্মের উপদেশ করিয়াছেন, সংসারান্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে আমি স্তব করি ॥ ১৯ ॥

কোশানেতান্ পঞ্চ রসাদীনতিহায়,

ব্রহ্মাস্মীতি স্বাত্মনি নিশ্চত্য দৃশিস্থঃ ।

পিত্রাদিষ্টো বেদ ভৃগুর্য়ং যজুরন্তে,

তং সংসারধ্বাস্তুবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২০ ॥

**অনুবাদ ।**—যজুর্বেদের উপনিষদভাগে কথিত আছে, বরুণতনয় ভৃগু পুরোক্ত প্রকারে পিতৃকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া, আমি অন্নময়াদি পঞ্চকোষের অতীত এবং রসাদিয় অতিরিক্ত পরব্রহ্ম, এইরূপে জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া নিজ আত্মাতেই ঈহাকে জানিয়াছেন, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশক সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২০ ॥

যেনাবিষ্টো যস্য চ শক্ত্য। যদধীনঃ

ক্ষেত্রজোহয়ং কারয়িতা জন্তুযু কৰ্ত্তুঃ ।

কৰ্ত্তা ভোক্তাত্মাত্ৰ হি চিচ্ছক্ত্যধিরূঢ়-

স্তং সংসারধ্বাস্তুবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২১ ॥

**অনুবাদ ।**—ঈহার আবেশে, ঈহার শক্তিবলে, যদীয় অধীন জীব, প্রাণিমধ্যে কৰ্ত্তার প্রযোজক, এবং স্বয়ং কৰ্ত্তা ও চিৎশক্তিসংস্থিত হইয়া আত্মা ও ভোক্তা, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২১ ॥

সৃষ্টা সৰ্ব্বং স্বাত্মতয়ৈবেত্খমতৰ্ক্যং,

ব্যাপ্যাধাস্তুঃ ক্লৃৎস্মিদং সৃষ্টমশেষম্ ।

সচ্চ ত্যচ্চাত্মং পরমাত্মা স য এক-

স্তং সংসারধ্বাস্তুবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২২ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি সকল সৃষ্টি করিয়াছেন ও সকলের আত্মস্বরূপে বিস্ত-  
মান, যিনি সৰ্ব্বব্যাপী অথচ সকলের অতৰ্ক্য ; যিনি সৎ, ত্যৎ, অর্থাৎ অসৎ  
বস্তু, পরমাত্মা ও অবিভীয়া পুরুষ, সংসার-অন্ধকার-নাশী সেই হরিকে স্তব  
করি ॥ ২২ ॥

বেদান্তৈশ্চাধ্যাত্মিকশাস্ত্রৈশ্চ পুরাণৈঃ,

শাস্ত্রৈশ্চাত্মৈঃ সাত্ত্বত- \* তন্ত্রৈশ্চ যমীশম্ ।

দৃষ্টাধাস্তশ্চেতসি বুদ্ধা বিবিশুৰ্যং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৩ ॥

**অনুবাদ ।**—বেদান্ত-শাস্ত্র, আধ্যাত্মিক শাস্ত্র, পুরাণশাস্ত্র, আগমাদি অপর শাস্ত্র এবং ভক্তিশাস্ত্র দ্বারা যে ঈশ্বরকে শ্রবণ-মননাদি-যোগে অন্তরে দর্শন করিয়া বাঁহাতে (যোগিগণ) প্রবেশ করিয়াছেন, সেই সংসার-অন্ধকার-বিনাশী হরিকে স্তব করি ॥ ২৩ ॥

শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানশমাতৈর্যতমানৈ-

জ্ঞাতুং শক্যো দেব ইহৈবাস্ত য ঈশঃ ।

দুর্বিজ্ঞেয়ো জন্মশতৈশ্চাপি বিনা তৈ-

স্তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৪ ॥

**অনুবাদ ।**—যে স্বপ্রকাশ ঈশ্বর শ্রদ্ধা, ভক্তি, ধ্যান ও শমদমাদিসাধন দ্বারা বিশেষ যত্ন সহকারে ইহজন্মে শীঘ্র পরিজ্ঞাত হইবেন, শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রভৃতি ব্যতিরেকে শত শত জন্মেও বাঁহাকে জানা যাইতে পারে না, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৪ ॥

যস্মাতর্ক্যং স্বাস্ত্রবিভূতেঃ পরতত্ত্বং †

সর্বং খল্বিত্যত্র নিরুক্তং শ্রুতিবিস্তিঃ ।

তজ্জাদিত্বাদকিতরঙ্গাভমভিন্নং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৫ ॥

**অনুবাদ ।**—বাঁহার স্বাস্ত্রবিভূতির পরম তত্ত্ব অতর্ক্য এবং শ্রুতিবিৎ মুনিগণ “সর্বং খল্বিত্যত্র” এইরূপে নির্ণয় করিয়াছেন, সমুদয় পদার্থ তজ্জাত, তৎ-পালিত ও তল্লীন বলিয়া সাগর ও তদীয় তরঙ্গের স্থায় বাঁহা হইতে অভিন্ন, সংসার-অন্ধকারবিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৫ ॥

\* ‘সাত্ত্বত’ পাঠান্তর ।

† ‘পরদার্থঃ’ পাঠও আছে ।

দৃষ্ট। গীতাস্বকরতত্ত্বং বিধিনাজং

ভক্ত্যা গুৰ্ব্যালভ্য হৃদিস্থং দৃশিমাাত্রম্ ।

ধ্যাত্বা তস্মিন্নস্ম্যহমিত্যত্র বিদূৰ্যং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৬ ॥

**অনুবাদ।**—গীতাতে যথাবিধি অকরতত্ত্ব দর্শন (জ্ঞান অর্থাৎ শ্রবণপূর্বক) মহাতত্ত্ববোধে শুদ্ধ হৃদয়স্থিত জ্ঞান মাত্র উপলব্ধি অর্থাৎ মনন ও ধ্যান করিয়া ঋহাকে ‘অহমস্মি’ আমিই ইনি এই ভাবে (মুনিগণ) জ্ঞাত করেন, সংসাররূপ অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৬ ॥

ক্ষেত্রজত্বং প্রাপ্য বিভুঃ পঞ্চমুখৈর্হো,

ভুঙ্ক্তেহ্জজ্ঞস্রং ভোগ্যপদার্থান্ প্রকৃতিস্থঃ ।

ক্ষেত্রে ক্ষেত্রেহপ্সিন্দুবদেকো বহুধাস্তে,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৭ ॥

**অনুবাদ।**—প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া যে বিভু জীবাশ্রিতাব প্রাপ্তিপূর্বক পঞ্চমুখে (পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে) অনবরত ভোগ্য পদার্থসকল ভোগ করিতেছেন, আর যেমন একই চন্দ্র জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া অনেকব্য প্রতীয়মান হইলে, সেইরূপ যিনি এক হইয়াও নানাদেহে বিদ্যমান থাকায় বহুরূপে প্রতীয়মান হইলে, সংসার-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৭ ॥

ভুক্ত্যালোভ্য ব্যাসবচাংস্তত্র হি লভ্যঃ,

ক্ষেত্রক্ষেত্রজাস্তবিন্দ্ৰিঃ পুরুষাখ্যঃ ।

যোহহং সোহসৌ সোহস্ম্যহমেবেতি বিদূৰ্যং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৮ ॥

**অনুবাদ।**—ইহাতেই (গীতাতেই) ব্যাসদেবের বাক্যসমূহ যুক্তি দ্বারা আলোচনা করিয়া ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের (দেহত্বের এবং জীবের) ভেদতত্ত্ব ব্যক্তিগণ অহংরূপে যে পুরুষনামক ক্ষেত্রজকে জানিতে পারেন, তিনি ইনি, আমিই তিনি, এইরূপে ঋহাকে জানা যায়, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৮ ॥

একীকৃত্যানেকশরীরস্থমিমং জ্ঞং,

যং বিজ্ঞায়েহৈব স এবাশু ভবন্তি ।

যস্মিঁল্লীনা নেহ পুনর্জন্ম লভন্তে,

তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৯ ॥

**অনুবাদ ।**—অনেকশরীরস্থ যে আত্মাকে এক বলিয়া জানিতে পারিলে ইহকালেই আত্মস্বরূপ (ব্রহ্মস্বরূপ) হওয়া যায়, (অন্তে) ধাহাতে লীন হওয়াতে পুনর্জন্ম জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৯ ॥

দ্বৈন্দ্বৈকত্বং যচ্চ মধুব্রাহ্মণবাক্যৈঃ,

কৃতা শক্ৰোপাসনমাসাং বিভূত্যা ।

যোহসৌ সোহহং সোহস্ম্যহমেবেতি বিভূষণং,

তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩০ ॥

**অনুবাদ ।**—(বৃহদারণ্যক উপনিষৎ দ্বিতীয় অধ্যায়স্থ) মধুব্রাহ্মণের বচনানুসারে জীবাশ্মা ও পরমাশ্মার ঐক্যনিশ্চয়পূর্বক ‘ইন্দ্রো মাসাভিঃ’ ইত্যাদি প্রকারে বিভূতি (দশশত অশ্ব) সহ ইন্দ্রের উপাসনা অর্থাৎ স্বরূপাবধারণ করত যিনি তিনি, তিনি আমি, তিনি আমিই, এইরূপে ধাহাকে জ্ঞাত হওয়া যায়, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ • ॥

যোহহং দেহে চেষ্টয়িতাস্তঃকরণস্থঃ,

সূর্য্যে চাসৌ তাপয়িতা সোহস্ম্যহমেব ।

ইত্যাত্মৈকে্যোপাসনয়া যং বিভুরীশং,

তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩১ ॥

**অনুবাদ ।**—যে আমি অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দেহে চেষ্টা উৎপাদন করি, যিনি সূর্য্যে অধিষ্ঠিত হইয়া তাপ প্রদান করাইতেছেন, সেই আমিই সেই আত্মা ইত্যাদি (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ) বাক্য-বোধিত একাত্মভাবে উপাসনা দ্বারা যে ঈশ্বরকে জানা যায় সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩১ ॥

বিজ্ঞানাংশো যন্ত সতঃ শক্ত্যধিরূঢ়ো,

বুদ্ধিবোধাত্মকঃ \* বহিবোধ্য পদার্থান্ ।

নৈবাস্তঃস্থঃ বোধতি † যং বোধয়িতারং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিস্মীড়ে ॥ ৩২ ॥

**অনুবাদ ।**—যে সং অর্থাৎ সত্যবস্তুরঃশক্তিসমাপ্তিত বিজ্ঞানাংশ, বুদ্ধি-  
রূপে বাহ্য-বোধ্য পদার্থসকলের বোধ জন্মায়, কিন্তু সেই বুদ্ধি যে আস্তঃস্থ  
বোধয়িতা পুরুষকে জানাইতে পারে না, সংসাররূপ-অন্ধকারবিনাশী সেই হরিকে  
স্তব করি ॥ ৩২ ॥

কোহয়ং দেহে দেব ইতীথং স্তুবিচার্য্য,

জ্ঞাতা শ্রোতানন্দয়িতা চৈষ হি দেবঃ ।

ইত্যালোচ্য জ্ঞাংশ ইহাস্মীতি বিদূর্যং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিস্মীড়ে ॥ ৩৩ ॥

**অনুবাদ ।**—এই দেহে কোন্ দেব আছেন? এইরূপ বিচারে  
যিনি জ্ঞাতা, শ্রোতা ও আনন্দয়িতা, তিনি এই দেহে অধিষ্ঠিত দেব, এইরূপ  
আলোচনা দ্বারা আমিই সেই পরমাত্মা দেব, এই প্রকারে বাহ্যকে জানা  
যায়, সংসাররূপ-অন্ধকারবিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৩ ॥

কো হেবাশ্বাদাত্মনি ন স্তাদয়মেঘ,

হেবানন্দঃ প্রাণিতি চাপানিতি চেতি ।

ইত্যস্তিৎ বক্তৃপপত্ত্যা শ্রুতিরেষা,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিস্মীড়ে ॥ ৩৪ ॥

**অনুবাদ ।**—( আনন্দময় আত্মা ) ইনি না থাকিলে, কে শ্বাস-প্রশ্বাস-  
কার্য্য করিতে পারিত, আনন্দময় আত্মা আছেন বলিয়াই জীব শ্বাসপ্রশ্বাসকার্য্য  
করিতে সমর্থ হইয়াছে । ইত্যাদিরূপে উপপত্তি প্রদর্শন করিয়া শ্রুতি বাহ্য  
অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে  
স্তব করি ॥ ৩৪ ॥

\* 'বুদ্ধিবোধাত্মক' এই পাঠও দৃষ্ট হয় ।

† 'বুধতি' পাঠ্যদৃষ্ট হয় ।

প্রাণো বাহং বাক্শ্রবণাদীনি মনো বা,

বুদ্ধির্বাহং ব্যস্ত উতাহোহপি সমস্তঃ ।

ইত্যালোচ্য জ্ঞপ্তিরিহাস্মীতি বিদূৰ্ঘং,

তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩৫ ॥

**অনুবাদ ।**—আমি প্রাণ, আমি বাকা, আমি শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়, আমি মন, আমি বুদ্ধি অথবা এই প্রাণাদি পৃথকরূপে ও সমস্তরূপে আমিই বিদ্যমান আছি, এইরূপে আলোচনা করিলে যাহাকে “আমি ফলস্বরূপ” এইরূপ জানা যায়, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৫ ॥

নাহং প্রাণো নৈব শরীরং ন মনোহং,

নাহং বুদ্ধির্নাহমহঙ্কারধিয়ৌ চ ।

যোহত্র জ্ঞাতঃ সোহস্ম্যহমেতি বিদূৰ্ঘং,

তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩৬ ॥

**অনুবাদ ।**—আমি প্রাণ নহি, শরীর নহি, মন নহি, বুদ্ধি নহি, অহঙ্কার নহি, চিত্তবৃত্তি নহি, (যেহেতু, ঐ প্রাণাদি ভৌতিক পদার্থও দৃশ্য সাবয়ব ঘটাদির গ্রাম উপচয়পচয়শালী। বিশেষতঃ আমার প্রাণ ও আমার শরীর ইত্যাদি জ্ঞান হয়।) যিনি (দৃশ্যাদি-ধর্মরহিত, প্রাণাদির সাক্ষী) জ্ঞানময়, তিনিই আমি, এইরূপে যাহাকে জানা যায়, সংসার-অন্ধকার-বিনাশকারী সেই হরিকে আমি স্তব করি ॥ ৩৬ ॥

সত্তামাত্রং কেবলবিজ্ঞানমজং সৎ,

সূক্ষ্মং নিত্যং তত্ত্বমসীত্যাত্মহুতায় ।

সান্নামন্তে প্রাহ পিতা যং বিভূমাত্মং,

তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩৭ ॥

**অনুবাদ ।**—“সত্তামাত্র অদ্বিতীয়, জ্ঞানময়, উৎপত্তিরহিত, সংস্বরূপ, স্থায় ও নিত্য, তিনিই তুমি”—“তৎ ত্বমসি—” এইরূপে সামবেদের অন্তর্ভাগে (ছান্দোগ্য উপনিষদে) পিতা (উদ্ধালক) নিজ পুত্রকে (শ্বেতকেতুকে) যে সর্বকারণ বিভূবিশয়ে উপদেশ করিয়াছেন, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৭ ॥



মূর্ত্তামূর্ত্তে পূৰ্ব্বমপোহ্যাত সমাধৌ,

দৃশ্যং সৰ্ব্বং নেতি চ নেতীতি বিহায় ।

চৈতন্যাংশে স্বাত্মনি সন্তুষ্ট বিদূৰ্যং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩৮ ॥

**অনুবাদঃ**—( আত্মতত্ত্বানুসন্ধানকারী যোগিগণ ) অগ্রে মূর্ত্তামূর্ত্ত সকল পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া সমাধিকালেও দৃশ্য পদার্থসকলকে নেতি নেতি বাক্যে নিরাস পূৰ্ব্বক অবশিষ্ট চৈতন্যস্বরূপ স্বীয় আত্মায় সদাস্থিত বলিয়া বাঁহাকে জানিয়াছেন, সংসার-রূপ অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৮ ॥

ওতং প্রোতং যত্র চ সৰ্ব্বং গগনাস্তং,

যৌহস্থলানগ্নাদিষু সিদ্ধৌহঙ্করসংজ্ঞঃ ।

জ্ঞাতাতৌহন্তৌ নেতু্যপলভ্যো ন চ বেদ্য-

স্তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩৯ ॥

**অনুবাদঃ**—বাঁহাতে ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত সৰ্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত আছে, যিনি “স্থূল নহেন বা সূক্ষ্ম নহেন”—“অস্থূলম্ অনগ্নু”—ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে সিদ্ধ আছেন, যিনি অঙ্করসংজ্ঞক অর্থাৎ কোন কালেও বাঁহার ক্ষয়োদয় নাই, যিনি ভিন্ন আর কেহ জ্ঞাতা নহেন, বাঁহাকে এই ভাবেই কেবল বুঝিতে হয়, ( প্রকারান্তরে ) যিনি জ্ঞেয় নহেন, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৯ ॥

তাবৎ সৰ্ব্বং সত্যমিবাভাতি যদেতদ্-

যাবৎ সৌহস্মীত্যাত্মনি যৌ জ্ঞো ন হি দৃষ্টঃ ।

দৃষ্টে তস্মিন্ সৰ্ব্বমসত্যং ভবতীদং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪০ ॥

**অনুবাদঃ**—যাবৎ,—আমিই সেই পরমাত্মা, এইরূপে যে পরমাত্মার পরমার্থদর্শন না হয়, তাবৎ—সকল পদার্থই সত্য বলিয়া বোধ হইতে থাকে । যে পরমাত্মরূপী হরির দর্শনে সমস্তই অসত্য বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে, সংসার-রূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৪০ ॥

রাগামুক্তং লোহযুতং হেম যথাগ্নৌ,

যোগাক্টাঙ্গৈরুচ্ছলিতজ্ঞানময়াগ্নৌ ।

দধ্বান্নানং জ্ঞং পরিশিষ্টঞ্চ বিদূর্যং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪১ ॥

**অনুবাদ ।**—যেমন লোহযুক্ত স্বর্ণকে অগ্নিতে দহন করিলে সেই লোহ ভস্মীভূত হইয়া কেবল স্বর্ণমাত্র অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ অষ্টাঙ্গ-যোগ-সাধন দ্বারা সমুচ্ছলিত জ্ঞানগ্নিতে রাগরজিত আপনাকে দহন করিলে (রাগ—বিশ্বরসমূহ বিনষ্ট হয়) কেবল একমাত্র যে জ্ঞানস্বরূপ অবশিষ্ট থাকেন, বলিয়া (জ্ঞানীরা) অবগত হইলেন, সংসাররূপ অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তুব করি ॥ ৪১ ॥

যং বিজ্ঞানজ্যোতিষমাগ্নং সুবিভাতং,

হৃৎকেন্দ্রগ্ন্যেকসমীড়্যং তড়িদাভম্ ।

ভক্ত্যারাদ্যেহৈব বিশস্ত্যাত্মনি সন্তং,

তং সংসার-ধ্বাস্ত-বিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪২ ॥

**অনুবাদ ।**—যে আত্ম বিজ্ঞানজ্যোতিঃ হৃদয়মধ্যে সুপ্রকাশ, যিনি চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নির তেজোদাতা, যিনি বিদ্যুতের দ্বারা তেজোময়, যাহাকে ভক্তিপূর্বক আরাধনা করিলে আত্মস্থিত যাহাতে ইহলোকেই প্রবেশ করা যায়, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তুব করি ॥ ৪২ ॥

পায়াস্তত্ত্বং স্বাত্মনি সন্তং পুরুষং যো,

ভক্ত্যা স্তৌতীত্যগ্নিরসং বিষ্ণুরিমং মাম্ ।

ইত্যাত্মানং স্বাত্মনি সংহত্য সর্দৈক-

স্তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪৩ ॥

**অনুবাদ ।**—যাহার পুরুষকে “আমি তত্ত্ব আগ্নিরস্বরূপ, এই আমাকে বিষ্ণু রক্ষা করুন” যিনি তত্ত্বরূপে, এইপ্রকার স্তুব করেন, অথচ নিজ আত্মাতে সর্বদা লীন করিয়া সদা একরূপে স্থিত, সংসাররূপ-অন্ধকারবিনাশী সেই হরিকে স্তুব করি ॥ ৪৩ ॥

ইথং স্তোত্রং ভক্তজনেভ্যং ভবভীতি-

ধ্বাস্তার্ক্যভং ভগবৎপাদীয়মিদং যঃ ।

বিষ্ণোলোকং বক্তি \* শৃণোতি ব্রজতি জ্ঞো,

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং স্বাত্মনি চাপ্নোতি মনুষ্যঃ † ॥ ৪৪ ॥

ইতি হরিস্তুতিঃ ।

**অনুবাদ**।—যে মানব উক্তপ্রকার ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্য-প্রণীত ভগবদ্ভক্তজনের পূজ্য, সংসারভরুপ অন্ধকারের ভাস্করস্বরূপ এই স্তব উচ্চারণ করেন অথবা শ্রবণ করেন, তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করেন এবং সেই জ্ঞাতা আত্মাতেই জ্ঞান ও জ্ঞেয়কে প্রাপ্ত করেন ॥ ৪৪ ॥

হরিস্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## শ্রীরামভূজঙ্গপ্রয়াত-স্তোত্রম্ ।

ত্রীগণেশায় নমঃ ।

বিশুদ্ধং পরং সচ্চিদানন্দরূপং

গুণাধারমাধারহীনং বরেণ্যম্ ।

মহাস্তং বিভাস্তং গুহাস্তং গুণাস্তং

সুখাস্তং স্বয়ং ধাম রামং প্রপদ্যে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ**।—যিনি নিখিল গুণের আধার অথচ গুণাতীত, যিনি কদর-গুহায় অধিষ্ঠিত অথচ নিরাধার, বিষয়-স্বখের পরপারে স্থিত, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সেই স্বপ্রকাশ সর্বকারণ বিশুদ্ধ জ্যোতীরূপ শ্রীরামের প্রণম হইতেছি ॥ ১ ॥

\* 'পঠতি' পাঠান্তর, কিন্তু হ্রস্বভঙ্গ ।

† এই শ্লোকটি বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে নাই ।

শিবং নিত্যমেকং বিভুং তারকাখ্যং

সুখাকারমাকারশূন্যং সুমান্বম্ ।

মহেশং কলেশং সুরেশং পরেশং

নরেশং নিরীশং মহীশং প্রপদ্যে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি মঙ্গলময়, অদ্বিতীয় বিভু, বাহার নাম তারকব্রহ্ম, যিনি নিরাকার, নিত্যসুখস্বরূপ, সৰ্ব্বকলার ( অগ্নির দশ কলা, সূর্য্যের দ্বাদশ কলা, চন্দ্রের ষোড়শ কলা, এবং সৃষ্ট্যাদি পঞ্চাশং কলার ) অধীশ্বর ও জগন্নাথ, বাহার প্রভু কেহ নাই, যিনি মহেশ্বর, সুরেশ্বর ও পরমেশ্বর, সেই নরনাথ ভূপালের প্রণয় হইতেছি ॥ ২ ॥

যদাবর্ণয়ং কর্ণমূলেহস্তকালে

শিবো রাম রামেতি রামেতি কাশ্যাম্ ।

তদেকং পরং তারকব্রহ্মরূপং

ভজেহং ভজেহং ভজেহং ভজেহম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—শিব কানীতে মৃত্যুকালে জীবের কর্ণমূলে যে ‘রাম রাম রাম’ এই বর্ণ প্রদান করেন, তারকব্রহ্মরূপ সেই এক সৰ্ব্বপ্রধান বস্তুকে আমি ভজনা করি, আমি ভজনা করি, আমি ভজনা করি, আমি ভজনা করি । ( আনন্দের আতিশয্যে ও একান্ত নিশ্চয়ভোতনের জন্য পুনঃ পুনঃ কীর্তন হইয়াছে ) ॥ ৩ ॥

মহারত্নপীঠে শুভে কল্পমূলে

সুখাসীনমাদিত্যকোটিপ্রকাশম্ ।

সদা জ্ঞানকলিননগোপেতমেকং

সদা রামচন্দ্রং ভজেহং ভজেহম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—শুভ কল্পবৃক্ষমূলে মহারত্নময় পীঠে সুখে আসীন, সত্তত জ্ঞানকী এবং লক্ষণ-সমবিত, কোটিসূর্য্যসমভেজা, অদ্বিতীয় রামচন্দ্রকে আমি ভজনা করি, আমি সৰ্ব্বদা ভজনা করি ॥ ৪ ॥

কুণ্ঠদ্রুমঞ্জীর-পাদারবিন্দং  
 লসম্মেখলা-চারু-পীতাম্বরাত্যম্ ।  
 মহারত্ন-হারোল্লসৎ-কৌস্তভাঙ্গং  
 নদচ্ছব্রীমঞ্জরীলোলমালম্ ॥ ৫ ॥

অম্মুবাদ ।—বাঁহার চরণকমলে রত্ন-নূপুর বাজিতেছে, সুশোভিত-কটি-  
 হার-মনোহর পীতাম্বর বাঁহার পরিধানে আছে, বক্ষঃস্থলে মহারত্নহার-শোভিত  
 কৌস্তভমণি বিরাজমান, বাঁহার দোহল্যমান মালায় কুমুমমঞ্জরী, শুভ্রনরত ব্রহ্মী  
 শোভিত ॥ ৫ ॥

ললিতমুকুট-স্মের-শোণাধরাভং  
 সমুদ্র-পতঙ্গেন্দু-কোটিপ্রকাশম্ ।  
 নমদ্রব্ধ-রুদ্রাদি-কোটিীর-রত্ন-  
 স্মরৎ-কান্তি-নীরাজনারাধিতাজ্জিম্ ॥ ৬ ॥

অম্মুবাদ ।—বাঁহার অরুণ অধরের আভা, জ্যোৎস্না সদৃশ ঈষৎ হাস্ত-  
 শোভিত হইয়া বিরাজমান, বাঁহার জ্যোতি উদীয়মান কোটিহৃদ্য ও চক্রেয় ভায়,  
 বাঁহার চরণযুগল প্রণত ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রমুখ দেবগণের কিরীটরত্ন-নিঃসৃত কিরণজাল-  
 নীরাজনায় আরাধিত হইতেছে ॥ ৬ ॥

পূরঃ প্রাঞ্জলীনাঞ্জনৈয়াদিভক্তা-  
 স্ব-চিন্মুদ্রৈয়া ভদ্রৈয়া বোধয়ন্তম্ ।  
 তজ্জৈহং তজ্জৈহং সদা রামচন্দ্রং  
 তদন্ত্যং ন মন্ত্যে ন মন্ত্যে ন মন্ত্যে ॥ ৭ ॥

অম্মুবাদ ।—যিনি সম্মুখে কৃতাজলিপুটে অবস্থিত অজ্ঞানানন্দন প্রভৃতি  
 ভক্তবৃন্দকে কল্যাণদায়িনী স্বীয়জানমুজা দ্বারা জ্ঞানোপদেশ-প্রদানে তৎপর, আমি  
 সেই রামচন্দ্রকে সদা ভজনা করি, সদা ভজনা করি । আমি তাঁহা ব্যতীত  
 কাহাকেও মনে আনিতে চাহি না, মনে আনিতে চাহি না, মনে আনিতে  
 চাহি না ॥ ৭ ॥

যদা মৎসমীপং কৃতান্তঃ সমেত্য  
প্রচণ্ড-প্রকোপৈর্ভট্টৈর্ভীষয়েন্মাম্ ।

তদাবিক্ররোষি ত্বদীয়ং স্বরূপং

সদাপংপ্রণাশং স-কোদণ্ডবাণম্ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—যখন আমার কাছে কৃতান্ত আসিয়া প্রচণ্ড ক্রোধযুক্ত নিজ শ্লোদ্ধগণ দ্বারা আমাকে ভয় দেখাইবে, তখন সদা-বিপত্তি-ভঞ্জন ধনুর্ধারী তোমার মূর্তি ( নিশ্চয়ই আমার সমক্ষে ) প্রাহত করিবে ॥ ৮ ॥

নিজে মানসে মন্দিরে সম্মিথেহি

প্রসীদ প্রসীদ প্রভো রামচন্দ্র ।

স-সৌমিত্রিণা কৈকয়ী-নন্দনেন

স্বশক্ত্যানুভক্ত্যা চ সংসেব্যমান ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ ।**—হে প্রভো, রামচন্দ্র ! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও ; লক্ষ্মণসহ কৈকেয়ীনন্দন নিজ শক্তি আর অনুগত ভক্তিসহকারে তোমার সেবা করিতেছেন, এইরূপে আমার মানসমন্দিরে উপস্থিত হও ॥ ৯ ॥

স্বভক্তাগ্রগণ্যঃ কপীশৈর্মহীশৈ-

রনীকৈরনৈকৈশ্চ রাম প্রসীদ ।

নমস্তে নমোহস্তীশ রাম প্রসীদ

প্রশাদি প্রশাদি প্রকাশং প্রভো মাম্ ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ ।**—নিজভক্তাগ্রগণ্য কপিরাজ-সমূহ, ভূপালসমূহ এবং বহুসৈন্ত-সমবিত হে রাম ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও ; হে ঈশ্বর ! তোমার প্রতি ( আমার ) পুনঃ পুনঃ নমস্কার ( অর্পিত ) হউক । হে রাম, প্রসন্ন হও, হে প্রভো, আমাকে প্রকাশরূপে উপদেশ প্রদান কর, উপদেশ প্রদান কর ॥ ১০ ॥

ত্বমেবাসি দৈবং পরং মে যদেকং

স্বচৈতন্যমেতৎ ত্বদগ্নয় মন্যে ।

যতোহত্বদমেয়ং বিয়দ্-বায়ু-তেজো-

জলোর্ব্যাদিকার্য্যকরঞ্চাচরঞ্চ ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ ।**—বাহ্য হইতে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী প্রভৃতি

অপরিমিত চরাচরকার্য উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি এক নিত্য চৈতন্যস্বরূপ, সেই তুমিই আমার পরম দেবতা হইতেছ, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তোমা ভিন্ন মনে করি না ॥ ১১ ॥

নমঃ সচ্চিদানন্দরূপায় তস্মৈ

নমো দেবদেবায় রামায় তুভ্যম্ ।

নমো জানকী-জীবিতেশায় তুভ্যং

নমঃ পুণ্ডরীকায়তাকায় তুভ্যম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ :- সেই সচ্চিদানন্দরূপকে নমস্কার, হে দেবদেব রাম, তুমিই সেই, তোমাকে নমস্কার, জানকী-জীবিতেশ্বর, তোমাকে নমস্কার, হে পুণ্ডরীক-বিশাললোচন, তোমাকে নমস্কার ॥ ১২ ॥

নমো ভক্তিযুক্তানুরক্তায় তুভ্যং

নমঃ পুণ্যপুঞ্জৈকলভ্যায় তুভ্যম্ ।

নমো বেদবেদ্যায় চাত্যায় পুংসে

নমঃ স্তন্দরায়েন্দিরাবল্লভায় ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ :- নিজ ভক্তগণের প্রতি অহরহ তোমাকে নমস্কার, একমাত্র পুণ্যপুঞ্জলভ্য তোমাকে নমস্কার, বেদবেদ্য আত্ম পুরুষ (তোমাকে) নমস্কার, স্তন্দরমূর্তি (ঐবল্লভ) তোমাকে (নমস্কার) ॥ ১৩ ॥

নমো বিশ্বকর্ত্রে নমো বিশ্বহর্ত্রে

নমো বিশ্বভোক্ত্রে নমো বিশ্বমাত্রে ।

নমো বিশ্বনেত্রে নমো বিশ্বজ্ঞেত্রে

নমো বিশ্বপিত্রে নমো বিশ্বধাত্রে ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ :- বিশ্বকর্তাকে নমস্কার, বিশ্বহর্তাকে নমস্কার, বিশ্বভোক্তাকে নমস্কার, বিশ্বমাতাকে নমস্কার, বিশ্বনেতাকে নমস্কার, বিশ্বজ্ঞেতাকে নমস্কার, বিশ্বপিতাকে নমস্কার, বিশ্বধাতাকে নমস্কার ॥ ১৪ ॥

নমস্তে নমস্তে সমস্তপ্রপঞ্চ-  
 প্রভোগ-প্রয়োগ-প্রমাণ-প্রবীণ ।  
 মদীয়ং মনস্ত্বং-পদদ্বন্দ্বসেবাং  
 বিধাতুং প্রবৃত্তং স্ফুটচৈতন্যসিদ্ধৈ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ :- হে সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চের অব্যাহত ভোগ, প্রয়োগ এবং  
 ষাণ্মার্থ-নির্ণয়ে প্রবীণ, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি । আমার মন স্ফুটচৈতন্য  
 অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্ত তোমার চরণযুগল সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

শিলাপি ত্বদজিহ্বা ক্ষমাসজ্জিরেণু-  
 প্রসাদাঙ্কি চৈতন্যমাধত্ত্ব রাম ।  
 নরস্ত্বং পদদ্বন্দ্ব-সেবাবিধানাং  
 স্ফুটচৈতন্যমেতীতি কিং চিত্রমত্র ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ :- হে রাম ! তোমার চরণসঙ্গত পাখিব রেণুর প্রসাদে  
 শিলাও চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়াছিল । মাতৃষ তোমার চরণযুগল সেবা করিলে যে  
 স্ফুটচৈতন্য লাভ করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ॥ ১৬ ॥

পবিত্রং চরিত্রং বিচিত্রং ত্বদীয়ং  
 নরো যে স্মরন্ত্যস্মহং রামচন্দ্র ।  
 ভবন্তুং ভবান্তুং ভরন্তুং ভজন্তো  
 লভন্তে কৃতান্তুং ন পশ্যন্ত্যতোহন্তে ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ :- হে রামচন্দ্র ! যাহারা জগৎপালক তোমাকে ভজনা করত  
 প্রত্যহ তোমার পবিত্র বিচিত্র চরিত্র স্মরণ করে, তাহারা সংসারের পারপ্রাপ্ত  
 হইয়া থাকে, অতএব অন্তে আর কৃতান্তদর্শন করে না ॥ ১৭ ॥

স পুণ্যঃ স গণ্যঃ শরণ্যো মমায়ং  
 নরো বেদ যো দেব-চূড়ামণিঃ হাম্ ।  
 সদাকারমেকং চিদানন্দরূপং  
 মনোবাগগম্যং পরং ধাম রাম ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ :- হে রাম, তুমি দেব-চূড়ামণি, নিত্যসুখি, বাক্য-মনের অতীত,



চিদানন্দস্বরূপ, পরমজ্যোতিঃ, যে মানব তোমাকে 'ইনি আমার শরণ্য' ইহা  
উপলব্ধি করেন, তিনি গুণ্যবান্ এবং তিনি গণনীয় ॥ ১৮ ॥

প্রচণ্ড-প্রতাপ-প্রভাবাভিভূত-

প্রভুতারিবীর প্রভো রামচন্দ্র ।

বলং তে কথং বর্ণ্যতেহতীববাল্যে

যতোহখণ্ডি চণ্ডীশকোদণ্ড-দণ্ডম্ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ ।—হে প্রভো রামচন্দ্র, তোমার প্রচণ্ড প্রতাপ-প্রভাবে অগণিত  
অস্রাতি বীরগণ অভিভূত হইয়াছে, তোমার এই অতীব বল কিরূপে বর্ণনা করিব,  
যে হেতু তুমি অল্পবয়সে হরধনুর্ভঙ্গ করিয়াছিলে ॥ ১৯ ॥

দশগ্রীবমুগ্রং সপুত্রং সমিত্রং

সরিদুর্গ-মধ্যস্থ-রক্ষো-গণেশম্ ।

ভবন্তুং বিনা রাম বীরো নরো বা-

সুরো বামরো বা জয়েৎ কস্ত্রিলোক্যাম্ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ ।—হে রাম ! সাগর-হর্গমধ্যস্থ রাক্ষসবৃন্দের অধিপতি সপুত্র  
সমিত্র উগ্র দশগ্রীবকে জয় করিতে ত্রৈলোক্যমণ্ডলে তোমা ব্যতীত কোন্  
সুরাসুর-মানব-বীর সমর্থ ? ॥ ২০ ॥

সদারাম রামেতি নামামৃতং তে

সদারামানন্দ-নিষ্যন্দ-কন্দম্ ।

পিবন্তুং নমন্তুং স্তুদন্তুং ইসন্তুং

হনুমন্তুমস্তুর্ভজে তং নিতাস্তম্ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ ।—হে রাম, সজ্জনের আরামপ্রদ আনন্দ-প্রসবণের মূল  
উৎস তোমার 'রাম' এই নামামৃত বিনি সদা পান করিতেছেন, তোমার প্রশংসা  
করিতেছেন, শুভ্র দশনগুপ্তি বাহির করিয়া হস্ত নিমিত্তে, সেই  
হনুমানকে আমি অন্তরে একান্ত ভজনা করি ॥ ২১ ॥

সদারাম রামেতি নামামৃতং তে  
সদারামমানন্দ-নিষ্যন্দ-কন্দম্ ।  
পিবন্নম্বহং নম্বহং নৈব মৃত্যো-  
বিভেমি প্রসাদাদসাদান্তবৈব ॥ ২২ ॥

**অনুবাদ ।**—হে রাম ! সজ্জনগণের সতত আরামপ্রদ আনন্দ-প্রস্রবণের মূল উৎস তোমার ‘রাম’ এই নামামৃত আমি প্রতিদিন পান করত তোমারই অব্যাহত প্রসাদে মৃত্যুকেও ভয় করি না ॥ ২২ ॥

অ-সীতা-সমেতৈরকোদণ্ড-ভুষৈ-  
রসৌমিত্রি-বন্দ্যৈরচণ্ড-প্রতাপৈঃ ।  
অলঙ্কেশ-কালৈরসুগ্রীব-মিত্রৈ-  
ররামাভিধৈরৈরলং দৈবতৈর্নঃ ॥ ২৩ ॥

**অনুবাদ ।**—( হে রাম ) ষীহারী সীতা-সমন্বিত নহেন, কোদণ্ডভূষণ ষীহাদের নাই, ষীহারী সৌমিত্রির বন্দনীয় নহেন, ষীহারী প্রচণ্ড-প্রতাপশালী নহেন, লঙ্কেশ্বরের মৃত্যু ষীহারী করিতে পারেন নাই, সুগ্রীব ষীহাদের মিত্র নহেন, রাম ষীহাদের নাম নহে, এমন দেবতায় আমাদের প্রয়োজন নাই ॥ ২৩ ॥

অ-বীরাসনস্থৈর-চিন্মুদ্রিকাট্যৈ-  
রভক্তাঙ্গনেয়াদিতত্ত্বপ্রকাশৈঃ ।  
অমন্দারমূলৈরমন্দারমালৈ-  
ররামাভিধৈরৈরলং দৈবতৈর্নঃ ॥ ২৪ ॥

**অনুবাদ ।**—ষীহারী বীরাসনে আসীন নহেন, জ্ঞানময়ী মুদ্রা ষীহাদের হস্তে নাই, অজ্ঞানানন্দন প্রকৃতি ভক্ত-সমক্ষে ষীহারী তত্ত্বপ্রকাশ করেন নাই, মন্দারমূলে ষীহাদের স্থিতি নহে, মন্দারমালা ষীহাদের নাই, রাম ষীহাদের নাম নহে, এইরূপ দেবতায় আমাদের প্রয়োজন নাই ॥ ২৪ ॥

অ-সিদ্ধু-প্রকোটৈর-বন্দ্যপ্রতাপৈ-

র-বন্ধু-প্রযাগৈর-মন্দ-স্মিতাট্যেঃ ।

অ-দণ্ড-প্রবাসৈর-খণ্ডপ্রবোধৈ-

র-রামাভিধৈরৈরলং দৈবতৈনঃ ॥ ২৫ ॥

**অনুবাদ।**—সমুদ্রের প্রতি যাহারা ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারেন নাই, যাহাদের প্রতাপ বন্দনীয় হয় নাই, যাহাদিগের বন্ধুবিচ্ছেদ হয় নাই, যাহাদিগের মুখে যুহুমন জীবৎ হাশু নাই, দণ্ডকারণে যাহারা প্রবাস করেন নাই, যাহারা আত্মবিস্মৃত নহেন, রাম যাহাদিগের নাম নহে, এইরূপ দেবতায় যাহাদিগের প্রয়োজন নাই ॥ ২৫ ॥

হরে রাম সীতাপতে রাবণারে

খরারে মুরারেহসুরারে পরোতি ।

লপন্তুং নয়ন্তুং সদাকালমেবং

সমালোকয়ালোকয়াশেষবন্ধো ॥ ২৬ ॥

**অনুবাদ।**—হে হরে, হে রাম, হে সীতাপতে, হে রাবণারে, হে খরবিনাশন, হে মুরারে, হে অসুররিপো, হে পরাংপর, এইরূপ কথায় সকলকাল যাপন করিতে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে হে অখিলবন্ধো, অবলোকন কর, অবলোকন কর ॥ ২৬ ॥

নমস্তে স্মিত্রা-সুপুত্রাভিবন্দ্য

নমস্তে সদা কৈকয়ী-নন্দনেভ্য ।

নমস্তে সদা বানরাধীশবন্দ্য

নমস্তে নমস্তে সদা রামচন্দ্র ॥ ২৭ ॥

**অনুবাদ।**—হে স্মিত্রা-তনয়ের অভিবাদনীয়, তোমাকে নমস্কার, হে কৈকেয়ী-নন্দনের স্তবপাত্র, সর্বদা তোমাকে নমস্কার, হে বানরগতি সূত্রীবেশ বন্দনীয়, তোমাকে নিরন্তর নমস্কার, হে রামচন্দ্র, সতত তোমার নমস্কার, তোমার নমস্কার ॥ ২৭ ॥

প্রসীদ প্রসীদ প্রচণ্ডপ্রতাপ  
 প্রসীদ প্রসীদ প্রচণ্ডারিকাল ।  
 প্রসীদ প্রসীদ প্রপন্নানুকম্পিন্  
 প্রসীদ প্রসীদ প্রভো রামচন্দ্র ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ :- হে প্রচণ্ড-প্রতাপ, প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও ; হে প্রচণ্ড-শঙ্কর  
 কৃতান্ত, প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও ; হে প্রপন্নজনে সদা অনুকম্পাপন্নায়ণ, প্রসন্ন হও,  
 প্রসন্ন হও ; হে প্রভো রামচন্দ্র, প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও ॥ ২৮ ॥

ভুজঙ্গপ্রয়াতং পরং বেদসারং  
 মুদা রামচন্দ্রস্য ভক্ত্যা চ নিত্যম্ ।  
 পঠন্ সন্ততং চিস্তয়ন্ স্বাস্তুরঙ্গে  
 স এব স্বয়ং রামচন্দ্রঃ স ধন্যঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য  
 শ্রীগোবিন্দভগবৎ-পূজ্যপাদ-শিষ্যস্য  
 শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ  
 শ্রীরামভুজঙ্গপ্রয়াত-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

অনুবাদ :- ( যে ব্যক্তি ) ভুজঙ্গপ্রয়াতছন্দে নির্মিত রামচন্দ্রের বেদ-সার  
 পরম স্তব সানন্দে ভক্তি সহকারে পাঠ করেন এবং অন্তঃকরণে সদা চিন্তা করেন,  
 তিনি ধন্য এবং তিনিই স্বয়ং রামচন্দ্র ॥ ২৯ ॥

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-কৃত শ্রীরাম-ভুজঙ্গপ্রয়াত-স্তোত্র সম্পূর্ণ :

## পাণ্ডুরঙ্গাষ্টকম্ ।

মহাযোগপীঠে তটে ভীমরথ্যা,

বরং পুণ্ডরীকায় দাতুং মুনীন্দ্রেঃ ।

সমাগত্য তিষ্ঠন্তুমানন্দকন্দং,

পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—[ পুণ্ডরীক নামে এক সাধক ভীমরথী নদীতটে মহাযোগপীঠে ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন, নারায়ণ পুণ্ডরীককে বরপ্রদানার্থ সেই স্থানে শিরোদেশে শিবলিঙ্গ ধারণ পূর্বক আবির্ভূত হইয়া পাণ্ডুরঙ্গনামক কটিতটন্তুহস্ত স্তম্ভায় মূর্তিতে অবস্থান করিতেছেন । শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য দিগ্বিজয়কালে সেই ভীমরথী-তীরে উপস্থিত হইয়া উক্ত পাণ্ডুরঙ্গের স্তব করেন । ] যিনি পুণ্ডরীককে বরপ্রদানের নিমিত্ত মুনীগণের সহিত আগমন করিয়া ভীমরথীতীরে মহাযোগপীঠে বিত্তমান আছেন, সেই আনন্দকন্দস্বরূপ পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গকে ভজনা করি ॥ ১ ॥

তড়িদ্वाससं नीलमेघावभासं,

रमामन्दिरं सुन्दरं चिप्रकाशम् ।

वरस्त्रिभुङ्ककायाः समन्तस्तुपादः,

परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् ॥ २ ॥

**অনুবাদ ।**—বাঁহার পরিধেয়বস্ত্র বিহ্যংপুঞ্জের স্তায় সমুজ্জ্বল, বাঁহার দেহ নবজলধরের স্তায় নীলবর্ণ, যিনি লক্ষ্মীর আবাসস্থান, বাঁহার কলেবর অতি সুন্দর, বাঁহাকে দর্শন করিলে জ্ঞানের উদয় হয়, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, যিনি ইষ্টকোপরি পাদবিত্তাস করিয়া বিত্তমান আছেন, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ২ ॥

प्रमाणं भवाक्रेरिदं सावकायं,

नितम्बः कराभ्यां धृतो येन तस्मात् ।

विधातुर्वसतैः धृतो नाभिकोषः,

परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् ॥ ३ ॥

**অনুবাদ ।**—আমার ভক্তগণের পক্ষে ভবসাগরের পরিমাণ ( গভীরতা )

এইমাত্র ( কটিদেশ পর্য্যন্ত ), ইহা জ্ঞাপনের জন্ত ( যে ভবসাগর অন্তের পক্ষে হৃদয়, তাহা আমার ভক্তগণের পক্ষে অনায়াসে পার হইবার যোগ্য—মাত্র কোমর-জল, ইহা দেখাইবার জন্ত ) হুই হাত যিনি নিজ কটিদেশে স্থাপন করিয়াছেন, এবং যিনি ব্রহ্মার বসতির নিমিত্ত নাভিকোষ ধারণ করিয়াছেন, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গ-নামক নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ৩ ॥

স্মরৎ-কৌস্তভালঙ্কতং কণ্ঠদেশে,

শ্রিয়া জুষ্ঠ-কেয়ূরকং শ্রীনিবাসম্ ।

শিবং শান্তমীড়্যং বরং লোকপালং,

পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—ঐহার কণ্ঠদেশে সমুজ্জ্বল কৌস্তভমণি অলঙ্কাররূপে শোভা পাইতেছে, লক্ষ্মী ঐহার কেয়ূরযুগল সর্বদা সেবা করেন, যিনি লক্ষ্মীর আবাসস্থান-স্বরূপ, যিনি সর্বমঙ্গলপ্রদ, যিনি সর্বদা শান্তিপরায়ণ, যিনি সকলের ভৃত্য, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, যিনি সকল লোক পালন করেন, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গ-নামক নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ৪ ॥

শরচ্চন্দ্র-বিন্ধ্যাননং চারু-হাসং,

লসৎ-কুণ্ডলাক্রান্ত-গণ্ড-স্থলান্তম্ ।

জবারাগবিন্ধ্যধরং কঞ্জনেত্রং,

পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—ঐহার বদন শরৎকালীন চন্দ্রের তায় অতিশয় শোভমান, ঐহার বদনে অতি মনোহর হাস প্রকাশ পায়, ঐহার গণ্ডপ্রান্তভাগ কুণ্ডল-মণ্ডিত, ঐহার অধর জবা-পুষ্পের তায় লোহিতবর্ণ, ঐহার নয়নযুগল পদ্মের তায়, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গ নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ৫ ॥

কিরীটোজ্জ্বলংসর্বদিক্প্রান্তভাগং,

স্মরৈরর্চিতং দিব্যরত্নৈরনর্ঘ্যৈঃ ।

ত্রিভঙ্গাকৃতিং বহুমাল্যাবতংসং,

পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—ঐহার মৌলিহিত কিরীটের উজ্জ্বল প্রত্যয় সমস্ত দিকন্ত আলোকিত হইয়াছে, দেবগণ ঐহাকে অমূল্য দিব্যরত্ন দ্বারা অর্চনা করেন, যিনি

জিহ্বাকারে বিস্তমান আছেন, যিনি ময়ূরপুচ্ছ ও মালা দ্বারা বিভূষিত হইয়া থাকেন, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ৬ ॥

বিভুং বেণুনাদং চরন্তং তুরন্তং,

স্বয়ং লীলয়া গোপবেশং দধানম্ ।

গবাং বৃন্দকানন্দদং চারুহাসং,

পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদঃ—যিনি জগতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি সর্বদা বেণুবাদন করিয়া বিচরণ করেন, যিনি সকলের ছন্দ্রাপ্য ও অন্তহীন, যিনি স্বয়ং লীলাপ্রকাশ করিয়া গোপবেশ ধারণ করিয়াছেন, যিনি গো-গণের আনন্দবর্দ্ধন করেন, সেই সুচারু হাস্যবদন পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ৭ ॥

অজং রুক্ষিণী-প্রাণসঞ্জীবনং তং,

পরং ধাম কৈবল্যমেকং তুরীয়ম্ ।

প্রসন্নং প্রপন্নার্তিহং দেবদেবং,

পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদঃ—যিনি অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, যিনি রুক্ষিণীর প্রাণ-সঞ্জীবক, যিনি পরম ধাম অর্থাৎ বাঁহাতে লীন হইলে আর পতন হয় না, যিনি সাক্ষাৎ মোক্ষস্বরূপ, যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাদ্বিতয়ের অতীত, যিনি প্রসন্ন হইলে শরণাগত ব্যক্তির ক্রেশ নিবারিত হয়, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ৮ ॥

স্তবং পাণ্ডুরঙ্গস্য বৈ পুণ্যদং যে,

পঠন্ত্যেকচিত্তেন ভক্ত্যা চ নিত্যম্ ।

ভবান্তোনিধিঃ তেহপি তীর্থাস্তকালে,

হরৈরালয়ং শাস্তং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমৎশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ শ্রীপাণ্ডুরঙ্গাষ্টক-

স্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

অনুবাদঃ—বাঁহারা প্রতিদিন নিয়তচিত্ত হইয়া ভক্তিপূর্বক মহাপুণ্যগ্রন্থ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণের স্তব করেন, তাঁহারা অন্তকালে এই ভবসাগর হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পরমধাম বিষ্ণুলোকে গমন করেন ॥ ৯ ॥

পাণ্ডুরঙ্গস্তব সম্পূর্ণ ।

# ভগবান্‌নামসপূজা

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

হৃদস্তোজে কৃষ্ণঃ সজলজলদশ্চামলতনুঃ,  
সরোজাক্ষঃ অশ্বী মুকুটকটকাভরণবান্ ।  
শরজ্জ্বালা-নাথ-প্রতিম-বদনঃ শ্রীমুরলিকাং,  
বহন্‌ ধ্যেয়ো গোপীগণপরিবৃতঃ কুঙ্কমচিতঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—যে কৃষ্ণ জলপূর্ণ মেঘের স্তায় শ্রামকলেবর, ঘাঁহার নয়নযুগল পদ্মদৃশ, যিনি মুকুট, মালা, কেয়ুর ও বলয়াদি বিভূষণ ধারণ করিয়াছেন, ঘাঁহার বদন শরৎকালীন চন্দ্রের স্তায় শোভমান, যিনি মুরলীবাদনে তৎপর আছেন, সেই গোপীগণ-পরিবৃত কুঙ্কমাঙ্কিতদেহ হরিকে হৃদয়কমলে ধ্যান করি ॥ ১ ॥

পয়োহস্তোদধৌপান্মম হৃদয়মায়াহি ভগব-  
ন্মণিত্রাতভ্রাজৎ \* কনকবরপীঠং ভজ হরে ।  
সুচিহ্নো তে পাদৌ যদুকুলজ ! নেনেজ্‌মি স্তজলৈ-  
গৃহাণেদং দূর্ব্বাফলজলবদর্ঘ্যং মুররিপো ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—হে ভগবন্‌! ক্ষীরোদসাগরের দ্বীপ হইতে আসিয়া আমার হৃদয়ে আগমন কর । হে হরে ! তথায় মণি-খচিত কনকময় পীঠে আসন গ্রহণ কর । হে যদুকুলজ ! তোমার সুচিহ্নিত পাদযুগল স্তনির্ম্মল জল দ্বারা আমি ধৌত করিতেছি অর্থাৎ পাণ্ড প্রদান করিতেছি । হে মুরারে ! আমি তোমাকে দূর্ব্বাদল, ফল ও জলসম্বিত অর্থাৎ প্রদান করিতেছি, তাহা গ্রহণ কর ॥ ২ ॥

ত্বমাচামোপেন্দ্র ! ত্রিদশসরিদন্তোহতি-শিশিরং,  
ভজস্বেমং পঞ্চামৃতফলরসাপ্লাবমঘহন্‌ † ।  
দ্ব্যনুগাঃ কালিন্দ্যা অপি কনককুণ্ডস্থিতমিদং,  
জলং তেন স্নানং কুরু কুরু কুরুষাচমনকম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—হে উপেন্দ্র ! আমি তোমাকে স্নানীতল পঞ্চামৃত-অচমনীয়-

\* জাহ্নবিতি পরশ্মৈপদ প্রয়োগ কথঞ্চিৎ বোধনীয় । ‘ত্রাতৈরাজৎ’ বিত্তক পাঠ ।

† ‘পঞ্চামৃতরচিতমাপ্লাব’—পাঠান্তর ।



করিতেছি, আমার সকল ছরিত ধ্বংস হউক এবং আমি যে নৃত্য, গীত ও স্তব  
করিতেছি, তাহাতে তোমার প্রীতি হউক, ইহাই প্রার্থনা। আমি তোমার  
দাস, আমার কৃত কৰ্ম্মচ্ছিন্ন পূর্ণ কর, অর্থাৎ আমার কৰ্ম্ম অচ্ছিন্ন হউক—ক্ৰটি-  
শূন্য হউক, হে ভগবন্ ! তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৯ ॥

সদা সেব্যঃ কৃষ্ণঃ স-জল-ঘন নীলঃ করতলে,  
দধানো দধ্যন্নং তদনু নবনীতং মুরলিকাম্ ।  
কদাচিৎ কান্তানাং কুচ-কলস-পত্রালি-রচনা-  
সমাসক্তঃ স্নিগ্ধৈঃ সহশিশুবিহারং বিরচয়ন্ ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ।**—যিনি করতলে দধ্যন্ন, তৎপরে নবনীত ও বংশী ধারণ  
করিয়াছেন, যিনি প্রিয়বয়স্কদিগের সহিত বালাক্রীড়া করিয়া কখন কখন কামিনী-  
গণের কুচকলসোপরি পত্রাবলি-রচনায় সমাসক্ত, সেই কৃষ্ণ সদা সকলের  
সেবা ॥ ১০ ॥

মণিকর্ণীচ্ছয়া জাতমিদং মানসপূজনম্ ।  
যঃ কুব্বীতোষসি প্রাজ্ঞস্তস্য কৃষ্ণঃ প্রসীদতি ॥ ১১ ॥ \*

ইতি ভগবান্মানসপূজনং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ।**—এই মানসপূজা মণিকর্ণীর ইচ্ছায় উদ্ভূত। যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি  
প্রত্যুৎসাহে উক্তরূপে বিষ্ণুর মানসপূজা করে, নারায়ণ তাহার প্রতি প্রসন্ন  
হন ॥ ১১ ॥

ভগবান্মানসপূজা সম্পূর্ণ ।

# কনকধারা-স্তোত্রম্ ।

ত্রিপুরবে নমঃ ।

অঙ্গং হরেঃ পুলক-ভূষণমাশ্রয়ন্তী  
ভৃঙ্গাঙ্গনেব মুকুলাভরণং তমালম্ ।  
অঙ্গীকৃতাখিল-বিভূতিরপাঙ্গলীলা  
মাঙ্গল্যদাস্তু মম মঙ্গলদেবতায়াঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ** —মুকুলাবৃত-তমালতরু-আশ্রিতা ভ্রমরীর জায় যাহা, পুলক-ভূষিত-নারায়ণ-অঙ্গে নিবদ্ধ, অখিল বিভূতির আধার মঙ্গলদেবতা লক্ষ্মীর সেই অপাঙ্গলীলা আমার মঙ্গলদাত্রী হউন ॥ ১ ॥

মুগ্ধা মুহূৰ্বিদধতী বদনে মুরারেঃ,  
প্রেমত্রপাপ্রণিহিতানি গতাগতানি ।  
মালা দৃশোর্মধুকরীব মহোৎপলে যা,  
সা মে শ্রিয়ং দিশতু সাগর-সম্ভবায়াঃ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ** ।—কমলে মধুকরীর জায় যিনি মুরারিবদনে প্রেম ও লজ্জার প্রেরণায় বারংবার গতায়াত করিতেছেন, ক্ষীরোদতনয়ার সেই মুগ্ধ দৃষ্টিধারা আমার সম্পৎপ্রদা হউন ॥ ২ ॥

বিশ্বামরেন্দ্র-পদ-বিভ্রম-দান-দক্ষ-  
মানন্দ-হেতুরধিকং মুররিদ্বিষোহপি ।  
ঈষন্নিষীদতু ময়ি ক্ষণমীক্ষণাঙ্ক-  
মিন্দীবরোদর-সহোদরমিন্দিরায়্যাঃ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি ইজিতমাত্রে সর্বদেবরাজ-ইন্দ্র-পদ প্রদান করিতে সমর্থ, যিনি স্বয়ং বৈকুণ্ঠনাথেরও অধিক আনন্দহেতু, ইন্দ্রিদেবীর সেই নীল-কমল-গর্ভ-স্থলর অঙ্গদ্বিটি আমাতে ঈষৎ নিপতিত হউন ॥ ৩ ॥

আমীলিতাক্ষমধিগম্য মুদা মুকুন্দ-  
 মানন্দ-কন্দমনিমেঘমনঙ্গতন্ত্রম্ ।  
 আকেকর-স্থিত-কনীনিক-পক্ষ্ম-নেত্রং,  
 ভূতৈ্য ভবেন্মম ভুজঙ্গশয়াঙ্গনায়াঃ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—আনন্দে অর্ক-নিমীলিত নয়ন, আনন্দ-মূল, মদনাবেশ-মুগ্ধ  
 নারায়ণকে লাভ করিয়া যিনি নিমেষশূন্য হইয়াছেন, বাহার তারা বক্রভাবে  
 অবস্থিত, শেখশাশি-দয়িতার সেই পক্ষ্মল নয়ন আমার যেন ঐশ্বর্য্যসম্পাদন  
 করেন ॥ ৪ ॥

বাহ্যস্তরে মধুজিতঃ শ্রিতকৌস্তুভে যা,  
 হারাবলীব হরি-নীলময়ী বিভাতি ।  
 কামপ্রদা ভগবতোহপি কটাক্ষমালা,  
 কল্যাণমাবহতু মে কমলালয়ায়াঃ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি কৌস্তভমণি-মণ্ডিত মধুসুদন-বক্ষঃস্থলে, তাঁহারই  
 কাল রংএ রঞ্জিত হারাবলীর স্তায় শোভা পাইয়া থাকেন, ভগবানেরও মদন-  
 সম্পাদিনী কমলালয়ার সেই কটাক্ষমালা আমার কল্যাণবহা হউন ॥ ৫ ॥

কালান্দ্রুদালি-ললিতোরসি কৈটভারে-  
 ধারাদরে স্ফুরতি যা তড়িদঙ্গনেব । \*  
 মাতুঃ সমস্তজগতাং মহনীয়-মূর্ত্তি-  
 ভদ্রাণি মে দিশতু ভার্গবনন্দনায়াঃ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি জলধরমধ্যে সৌদামিনী-কমলিনীর স্তায়, কালান্দ্রুদ-  
 রমণীর নারায়ণ-বক্ষঃস্থলে বিরাজ করেন, সমস্ত জগজ্জননী ভার্গবতনয়া লক্ষ্মীর  
 সেই অর্হণীর মূর্ত্তি আমার মঙ্গলবিধান করুন ॥ ৬ ॥

প্রাপ্তং পদং প্রথমতঃ খলু যৎ-প্রভাবা-  
ম্মাঙ্গল্যভাজি মধুমাধিনি মন্মথেন ।

ময্যাপতেতদিহ মম্বরমীক্ষণাঙ্কং,

মন্দালসং চ মকরালয়কণ্ঠকায়াঃ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—ধাঁহার প্রভাবে পঞ্চশর, মঙ্গলালয় মধুসুদনে প্রথমতঃ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, বারিধি-তনয়ার সেই মন্দালস অর্কদৃষ্টি মম্বরভাবে (স্থিরভাবে) ইহজীবনে আমাতে নিপতিত হয় । (প্রণয়ীর প্রতি দৃষ্টি চঞ্চল, পুত্রের প্রতি দৃষ্টি স্থির,—কবি স্বয়ং পুত্রভাবে মাতৃদৃষ্টির প্রার্থী) ॥ ৭ ॥

দগাদয়ানুপবনো দ্রবিণানুধারা-

মস্মিন্ন কিঞ্চন বিহঙ্গশিশৌ বিষম্লে ।

ভুঙ্কর্ম্মমপনীয় চিরায় দূরং

নারায়ণ-প্রণয়িনী নয়নানু-বাহঃ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—করুণারূপ অমুকুল পবন-মিলিত, হরিপ্রিয়া-দৃষ্টিপাতরূপী মেঘ, চিরসঞ্চিত ভুঙ্কর্ম্মতাপ দূরে অপনীত করিয়া বিহঙ্গ-(চাতক) শিশুরূপী যেন এই বিষম অকিঞ্চনকে ধন-জলধারা প্রদান করেন ॥ ৮ ॥

ইচ্ছা বিশিষ্টমতয়োহপি যয়া দয়ার্জ-

দৃষ্ট্যা ত্রিবিষ্টপপদং সুলভং লভন্তে ।

দৃষ্টিঃ প্রহৃষ্টকমলোদরদীপ্তিরিচ্ছাং,

পুষ্টিং কৃষীচ্ছ মম পুঙ্করবিষ্টরায়াঃ ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ ।**—বিশিষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণও ধাঁহার প্রীতিপাত্র হইয়াই তদীয় করুণার্জ দৃষ্টিপ্রভাবে অনায়াসে স্বর্গপদ লাভ করেন, সেই পদ্মাসনা লম্বীর প্রফুল্লকমলগর্ভ-কমনীয়া দৃষ্টি আমার অভিলষিত পুষ্টি সম্পাদন করুন ॥ ৯ ॥

গীর্দেবতেতি গরুড়ধ্বজসুন্দরীতি,

শাকন্তুরীতি শশিশেখরবল্লভেতি ।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কেলিষু সংস্থিতায়ৈ,

তস্মৈ নমস্তিভুনৈকগুণোত্তমায়ৈ ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ ।**—বিনি সৃষ্টিলীলার বাগদেবতা (ব্রাহ্মী শক্তি) এইরূপে,

স্থিতিলীলায় গরুড়ধ্বজমূর্ত্যৌ অর্থাৎ বৈষ্ণবী শক্তি, এইরূপে বা শাক্তরী এই-  
রূপে, এবং প্রলয়লীলায় শশিশেখরবল্লভা অর্থাৎ কৃষ্ণাণী এইরূপে  
অবস্থিতা, ত্রিভুবনৈকগুরু নারায়ণের সেই তরুণীকে (লক্ষ্মীকে) প্রণাম  
করি ॥ ১০ ॥

শ্রুতৈ নমোহস্ত শুভকর্মফলপ্রসূতৈ,  
রতৈ নমোহস্ত রমণীয়গুণার্ণবায়ৈ ।  
শক্ত্যৈ নমোহস্ত শতপত্রনিকেতনায়ৈ,  
পুষ্ক্যৈ নমোহস্ত পুরুষোত্তমবল্লভায়ৈ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ।—যিনি শুভকর্মফলপ্রসবিনী শ্রুতিস্বরূপা, তাঁহাকে নমস্কার ;  
যিনি রমণীয়-গুণ-সাগরায়মাণারূপা, তাঁহাকে নমস্কার ; যিনি কমল-  
বাসিনী শক্তিরূপা, তাঁহাকে নমস্কার ; যিনি পুরুষোত্তমদয়িতা পুষ্টিরূপা, তাঁহাকে  
নমস্কার ॥ ১১ ॥

নমোহস্ত নালীক-নিভাননায়ৈ,  
নমোহস্ত দুষ্কোদধি-জন্ম-ভূতৈ ।  
নমোহস্ত সোমামৃতসোদরায়ৈ,  
নমোহস্ত নারায়ণবল্লভায়ৈ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ।—(সেই) কমলাননাকে নমস্কার, ক্ষীরোদসম্ভবাকে নমস্কার,  
চন্দ্র ও অমৃতের সহোদরাকে নমস্কার, নারায়ণবল্লভাকে নমস্কার ॥ ১২ ॥

সম্পৎ-করাণি সকলেন্দ্রিয়-নন্দনানি,  
সাম্রাজ্য-দান-বিভবানি সরোরুহাঙ্কি ।  
ত্বদ্বন্দনানি ছুরিতাহরগোচরানি  
মামেব, মাতরনিশং কলয়ন্তু মাশ্বে ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ ।—হে কমলনয়নে, মাশ্বে, তোমায় বন্দনা সম্পত্তিসম্পাদক,  
সর্বকাম্যের আনন্দদায়ক, সাম্রাজ্যদানে সমর্থ এবং পাপ-অপনয়নে সকল-উত্তম-  
সম্পন্ন ; মাতঃ, ঐ সকল বন্দনা সর্বদা যেন (কর্তৃরূপে) আমাকেই আশ্রয়  
করে ॥ ১৩ ॥

যৎকটাক্ষসমুপাসনা-বিধিঃ,

সেবকশ্চ সকলার্থসম্পদঃ ।

সন্তুনোতি বচনাঙ্গমানসৈ-

স্ত্রাং মুরারিহৃদয়েশ্বরীং তজে ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ।**—যাঁহার কটাক্ষলাভের জন্য উপাসনাবিধি সেবকের সর্ব-  
বিধ অর্থসম্পদ সম্পাদন করিয়া থাকে, নারায়ণ-হৃদয়েশ্বরী সেই তোমাকে কাম-  
মনোবাক্যে ভজনা করি ॥ ১৪ ॥

সরসিজ-নিলয়ে সরোজ-হস্তে,

ধবলতমাংশুক-গন্ধ-মাল্য-শোভে ।

ভগবতি হরি-বল্লভে মনোজে,

ত্রিভুবন-ভূতিকরি প্রসীদ মহম্ ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ।**—হে কমলবাসিনি, হে কমলধারিণি, অতি শুভ্রগন্ধমাল্য-  
বস্ত্রশোভিতে, ভগবতি, ত্রিলোকেশ্বর্য্যবিধায়িনি, মনোরমে, শ্রীহরিবল্লভে, আমার  
প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ১৫ ॥

দিগ্ঘস্তিভিঃ কনক-কুন্তুমুখাবশ্লষ্ট-

স্বর্বাহিনী-বিমল-চারু-জল-প্লুতান্ধীম্ ।

প্রাতর্নমামি জগতাং জননীমশেষ-

লোকাধিনাথগৃহিণীমমৃতাক্ষিপুত্রীম্ ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ।**—দিগ্গজগণ, স্বর্ণকুন্তুমুখবিগলিত নির্মল স্বর্ণগজা-রমণীয়-  
সলিলে ঘাঁহা অতিষেকক্রিয়া সম্পাদন করে, অশেষলোকনাথগৃহিণী সুখা-  
সিদ্ধনন্দিনী সেই ত্রিজগজ্জননীকে প্রভাতে নমস্কার করি ॥ ১৬ ॥

কমলে কমলাক্ষবল্লভে ত্বং করুণাপূরতরঙ্গিতৈরপাটৈঃ ।

অবলোকয় মামকিঞ্চনানাং প্রথমং পাত্রমকৃত্রিমং দয়ায়াঃ ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ।**—হে পুণ্ডরীকাক্ষদয়িত্তে, কমলে, আমি অকিঞ্চনগণের  
প্রধান এবং দয়ার অকৃত্রিম পাত্র, করুণাপ্রবাহতরঙ্গিত অপাঙ্গে তুমি আমার  
প্রতি দৃষ্টিপাত কর ॥ ১৭ ॥

স্তবন্তি যে স্ততিভিন্নমীভিন্নম্বহং

ত্রয়ীময়ীং ত্রিভুবনমাতরং রমাম্ ।

গুণাধিক। গুরুতরভাগ্যভাগিনো \*

ভবন্তি তে ভুবি বুদ্ধভাবিতাশয়াঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎ-

পূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ

কনকধারাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

অনুবাদ।—যাঁহারা ত্রয়ীময়ী ত্রিভুবনজননী রমাকে এই সকল স্ততি-  
পত্রে প্রত্যহ স্তব করেন, ভূতলে তাঁহারা গুণাধিক এবং গুরুতর ভাগ্যের অধি-  
কারী হয়েন এবং তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্য বোঝা ব্যক্তিরও  
চিন্তা করিতে হয় ॥ ১৮ ॥

শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য পূজ্যপাদ ভগবান্ গোবিন্দের শিষ্য

শ্রীমৎশঙ্কর-ভগবানের রচনাতে কনকধারাস্তোত্র সমাপ্ত ।

## ত্রিপুরসুন্দরী-স্তোত্র ।

শ্রীগণেশায় নমঃ

কদম্ববনচারিণীং মুনি-কদম্ব-কাদম্বিনীং

নিতম্বজিতভূধরাং সুরনিতম্বিনী-সেবিতাম্ ।

নবাস্মুরুহ-লোচনামভিনবাস্মুদশ্যামলাং

ত্রিলোচন-কুটুম্বিনীং ত্রিপুর-সুন্দরীমাশ্রয়ে ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—যিনি কদম্ববনমধ্যে সর্বদা বিচরণ করেন, যিনি মুনিগণের  
হৃদয়াকাশে মেঘমালাস্বরূপা, যাঁহার নিতম্ব পর্কতকে জয় করিয়াছে, সুর-  
নিতম্বিনীগণ যাঁহার সেবা করেন, যাঁহার নয়নযুগল নবোৎপন্ন কমলের তায় স্ফুট,  
যিনি নবীন-নীরদের তায় শ্রামবর্ণা এবং যিনি ত্রিলোচনের গৃহিণী, সেই ত্রিপুর-  
সুন্দরীর ( ভক্তি সহকারে ) আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥ ১ ॥

\* 'ভাগিনো' পাঠ বাগ্‌বিলাস-মুদ্রিত পুস্তকে আছে ।

কদম্ব-বন-বাসিনীঃ কনক-বল্লকী-ধারিণীঃ,  
মহাই-মণি-হারিণীঃ মুখ-সমুল্লসদ্-বারুণীম্ ।  
দয়া-বিভব-কারিণীঃ বিশদ-লোচনীঃ চারিণীঃ,  
ত্রিলোচনকুটুম্বিনীঃ ত্রিপুরসুন্দরীমাত্রয়ে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি কদম্ববনে বাস করেন, যিনি কনকবীণা ধারণ করি-  
তেছেন, যিনি মহামূল্য মণিসমূহের হার পরিধান করিয়াছেন, ষাঁহার মুখ-  
কমলে বারুণী উল্লসিত থাকে, যিনি দয়াবিভবকারিণী বিশদলোচনী অর্থাৎ  
নির্মল-জ্ঞানদায়িনী এবং সুন্দরগমনা ত্রিলোচনের গেহিনী, সেই ত্রিপুরসুন্দরীর  
আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥ ২ ॥

কদম্ব-বন-শালয়া কুচ ভরোল্লসন্মালয়া,  
কুচোপমিত-শৈলয়া গুরু-কৃপা-লসদ্-বেলয়া ।  
মদারুণ-কপোলয়া মধুর-গীত-বাচালয়া,  
কয়াপি ঘনশীলয়া কবচিতা বয়ং লীলয়া ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি কদম্ববনে গৃহ স্থাপন করিয়াছেন, ষাঁহার স্তনযুগলে  
মণিময় হার বিরাজমান আছে, ষাঁহার কুচযুগল গিরিবরের ত্রায়, ষাঁহার মহতী  
কৃপা সর্বকালে বিরাজমান, ষাঁহার কপোলদেশ মদভরে আরক্ত, যিনি সর্বদা  
মধুর গীতধ্বনি করিতেছেন, যিনি নবজলধরের ত্রায় নীলবর্ণা, সেই প্রকার দেহ  
লীলাবশে আমরাদিগের রক্ষাকবচ হইয়াছেন ॥ ৩ ॥

কদম্ববনমধ্যগাং কনক-মণ্ডলোপস্থিতাং,  
ষড়শুরুহবাসিনীং সততসিদ্ধিসৌদামিনীম্ ।  
বিড়ম্বিত-জবারুচিং বিকচ-চন্দ্রচূড়ামণিং,  
ত্রিলোচনকুটুম্বিনীং ত্রিপুরসুন্দরীমাত্রয়ে ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি কদম্ববনমধ্যবর্তিনী, যিনি সুবর্ণমণ্ডলোপরি উপবিষ্টা  
আছেন, যিনি মূল্যধারাদি ষট্চক্রপথে বাস করেন, যিনি সর্বদা সিদ্ধিবিকাশে  
সৌদামিনীতুল্যা, ষাঁহার দেহকান্তি জবাপুষ্পের শোভা তিরস্কৃত করিয়াছে,  
ষাঁহার চূড়াতে পূর্ণচক্র মণিস্বরূপে বিজ্ঞমান রহিয়াছে, যিনি ত্রিলোচনের কুটুম্বিনী,  
আমি সেই ত্রিপুরসুন্দরীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥ ৪ ॥



কুচাঞ্চিত-বিপঞ্চিকাং কুটিল-কুস্তলালঙ্কতাং,  
 কুশেশয়-নিবাসিনীং কুটিলচিত্ত-বিদ্বেষিণীম্ ।  
 মদারুণ-বিলোচনাং মনসিজারি-সন্মোহিনীং,  
 মতঙ্গ-মুনি-কন্যাকাং মধুরভাষিণীমাশ্রয়ে ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি কুচোপরি বীণা রাখিয়া থাকেন, যিনি কুটিল কুস্তলে অলঙ্কতা, যিনি কমলাসনা, যিনি কুটিলহৃদয় লোকদিগের ঘেব করেন, বাহার লোচনযুগল সর্বদা মদবশে আরক্ত, যিনি মদনাস্তক মহাদেবকেও মোহিত করিয়াছেন, যিনি মতঙ্গমুনির কন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, আমি সেই মধুরভাষিণীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥ ৫ ॥

স্মরেৎ প্রথমপুষ্পিণীং রুধিরবিন্দু-নীলান্বরাং,  
 গৃহীত-মধুপাত্রিকাং মধুবিঘূর্ণ-নেত্রাঞ্চলাম্ ।  
 ঘন-স্তন-ভরোম্বতাং গলিত-কুস্তলাং \* শ্যামলাং,  
 ত্রিলোচন-কুটুম্বিনীং ত্রিপুরসুন্দরীমাশ্রয়ে ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—বাঁহাকে প্রথমপুষ্পিণী বলিয়া স্মরণ করা বিহিত, বাঁহার নীলান্বরে রুধিরবিন্দু বিরাজিত আছে, যিনি মধুপাত্র ধারণ করিয়াছেন, মধুপানে বাঁহার লোচন সর্বদা ঘূর্ণমান এবং স্তনদ্বয় অতি ঘন ও উন্নত, বাঁহার কেশপাশ আলুলায়িত, যিনি শ্যামবর্ণা ও ত্রিলোচনের কুটুম্বিনী, সেই ত্রিপুরসুন্দরীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥ ৬ ॥

সকুঙ্কম-বিলেপনামলকচুশ্বি-কস্তুরিকাং,  
 সমন্দ হসিতেক্ষণাং সশর-চাপ-পাশাঙ্কুশাম্ ।  
 অশেষ-জন-মোহিনীমরুণ-মাল্যভূষান্বরাং,  
 জবাকুসুমভাস্তরাং জপবিধৌ স্মরাম্যম্বিকাম্ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—বাঁহার অঙ্গে কুঙ্কমাদি বিলেপন রহিয়াছে, বাঁহার অলকপ্রাপ্ত কস্তুরচূর্ণে সজ্জিত, যিনি মন্দ হাস্তসহকারে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, যিনি চারি হস্তে বাণ, ধনু, পাশ ও অঙ্কুশ ধারণ করিয়াছেন, যিনি জগতের সকল জনকে মোহিত করেন, যিনি রক্তমালা, রক্তবর্ণ অলঙ্কার ও রক্তবসনে বিভূষিতা, বাঁহার

\* ‘কুস্তলা’ এই স্থলে ‘কুলিকা’ পাঠও আছে ।

দেহকাস্তি জ্বাপুষ্পের ত্রায় অতিশয় সমুজ্জ্বল, সেই জগজ্জননীকে জপকার্যে আমি স্মরণ করি ॥ ৭ ॥

পুরন্দর-পুরস্কিকাং চিকুর-বন্ধ সৈরিস্কিকাং  
পিতামহ-পতিব্রতাং পটুপটীর-চর্চারতাম্ ।  
মুকুন্দরমণীং মনোলসদলঙ্ ক্রিয়াকারিণীং,  
ভজামি ভুবনাস্বিকাং সুরবধূটিকাচেটিকাম্ ॥ ৮ ॥

ইতি ত্রিপুরসুন্দরীস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

অনুবাদ :- যিনি পুরন্দরপুরের পুরস্কীপূরুপা (ইন্দ্রাণী), যিনি কেশবন্ধনে সৈরিস্কী, যিনি ব্রহ্মার পতিব্রতা শক্তি (ব্রহ্মাণী), যিনি মণিময় ভূষণ ধারণ করেন, যিনি উত্তম চন্দনে অমূল্যগুণা, যিনি মুকুন্দের রমণীরূপা (বৈষ্ণবী), যিনি নিখিল ভুবনের জননী এবং সুরবধূগণ ষাঁহার দাসীকার্যে নিরত আছেন, তাঁহাকে সেবা করি ॥৮॥  
ত্রিপুরসুন্দরীস্তোত্র সমাপ্ত ।

## ললিতাপঞ্চরত্ন-স্তোত্রম্ ।

প্রাতঃ স্মরামি ললিতা-বদনারবিন্দং,  
বিশ্বাধরং পৃথুল-মৌক্তিক-শোভি-নাসম্ ।  
আকর্ণ-দীর্ঘ-নয়নং মণি-কুণ্ডলাঢ্যং,  
মন্দ-স্মিতং মৃগমদোজ্জ্বল-ভাল-দেশম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ :- ওষ্ঠাধর বিশ্বকল সদৃশ, সুরহং মুক্তামণ্ডিত নাসা, ললাটে মৃগনাভির তিলক ও ( কর্ণে ) মণিকুণ্ডলযুক্ত, ঈষদ্বাস্ত্র-শোভিত ললিতা-দেবীর ( ত্রিপুরসুন্দরীর ) মুখকমল আমি প্রভাতে স্মরণ করি ॥ ১ ॥

প্রাতঃভজামি ললিতা-ভুজ-কল্প-বল্লীং,  
রত্নাঙ্গুলীয়-লসদঙ্গুলি-পল্লবাঢ্যাম্ ।  
মাণিক্য-হেম-বলয়াক্রদ-শোভমানাং,  
পুণ্ড্র-ক্ষু-চাপ-কুসুমেষু-স্বর্গীর্দধানাম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ :- রত্নময় অঙ্গুরীয়যোগে রঞ্জিত অঙ্গুলিপল্লবসম্পন্ন, মাণিকা

ও স্বর্ণময় বলয় ও কেয়ূরে বিরাজিত, গুণ্ড নামক (পুড়ি আক) ইকুদণ্ড,  
পুষ্পবাণ ধনুঃ, পাশ ও অঙ্কুশের ধারণস্থান ললিতাদেবীর বাহু-কল্প-লতাকে  
প্রাতঃকালে ভজনা করি ॥ ২ ॥

প্রাতর্নমামি ললিতা-চরণারবিন্দং,

ভক্তেষ্টদান-নিরতং ভব-সিন্ধু-পোতম্ ।

পদ্মাসনাদি-স্বরনায়ক-পূজনীয়ং,

পদ্মাকুশ-ধ্বজ-সুদর্শনলাঙ্ঘনাঢ্যম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—ভক্তবৃন্দের বাঞ্ছিতদানে নিরত, সংসারসমুদ্রের পোতস্বরূপ,  
পদ্ম, অঙ্কুশ, ধ্বজ ও সুদর্শনচিহ্নে অঙ্কিত, ব্রহ্মপ্রমুখ দেবশ্রেষ্ঠগণের পূজনীয়  
ললিতাদেবীর চরণকমলে আমি প্রভাতে প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

প্রাতঃ \* স্তবে পরশিবাং ললিতাং ভবানীং,

ত্রয়াস্তবেদ্য-বিভবাং করুণানবদ্যাম্ ।

বিশ্বস্য সৃষ্টি-বিলয়-স্থিতি-হেতুভূতাং

বিদ্যেশ্বরীং নিগম-বাক্যনসাদিদূরাম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—বেদান্ত-বিজ্ঞেয়-বিতৃতি, করুণাগুণে প্রশংসিতা, শাস্ত্র, বাক্য  
ও মনের অগোচর, জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্রী, সর্ববিজ্ঞার ঈশ্বরী, পরমশিবা  
ভবানী ললিতাদেবীকে আমি প্রভাতসময়ে স্তব করি ॥ ৪ ॥

প্রাতর্বদামি ললিতে তব পুণ্যনাম,

কামেশ্বরীতি কমলেতি মহেশ্বরীতি ।

শ্রীশাস্ত্রবীতি জগতাং জননী পরেতি,

বাগ্‌দেবতেতি বচসা ত্রিপুৱেশ্বরীতি ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—হে ললিতে ! আমি প্রভাতকালে তোমার কামেশ্বরী,  
কমলা, মহেশ্বরী, শ্রীশাস্ত্রবী, জগজ্জননী, পরা, বাগ্‌দেবী ও ত্রিপুৱেশ্বরী, এই সমস্ত  
নাম বাক্‌-ইন্দ্রিয়-যোগে, উচ্চারণ করিতেছি ॥ ৫ ॥

যঃ শ্লোকপঞ্চকমিদং ললিতান্বিকায়াঃ,

সৌভাগ্যদং সুললিতং পঠতি প্রভাতে ।

তস্মৈ দদাতি ললিতা ঋটিতি প্রসন্না,

বিদ্যাং শ্রিয়ং বিমলসৌখ্যমনন্তকীর্ত্তিম্ ॥ ৬ ॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীভগবৎ-গোবিন্দ-

পূজ্যপাদ-শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ

শ্রীললিতাপঞ্চরত্নস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ ।**—যে ব্যক্তি প্রভাতে জননী ললিতাদেবীর এই মনোহর পঞ্চশ্লোকগ্রন্থিত সৌভাগ্য-প্রদ স্তব পাঠ করে, ললিতাদেবী অচিরে প্রসন্না হইয়া তাহাকে বিদ্যা, শ্রী, বিমল আনন্দ ও অনন্ত কীর্ত্তি প্রদান করেন ॥ ৬ ॥

ললিতাপঞ্চরত্ন-স্তোত্র সমাপ্ত ।

## মীনাক্ষী-পঞ্চরত্ন-স্তোত্রম্ ।

উগ্ধভানু-সহস্র-কোটিসদৃশীং কেয়ূর-হারোজ্জ্বলাং,

বিশ্বোষ্ঠীং স্মিত-দন্তপঙ্ক্তি-রুচিরাং পীতাম্বরালঙ্কৃতাম্ ।

বিষ্ণু-ব্রহ্ম-সুরেন্দ্র-সেবিতপদাং সত্বস্বরূপাং শিবাং,

মীনাক্ষীং প্রণতোহস্মি সন্ততমহং কারুণ্যাবারাং নিধিম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—ঐহার কান্তি যুগপৎপ্রদিত কোটিসহস্র সূর্য্যের স্থায়, কেয়ূর ও হারে যিনি বিভূষিত, ঐহার ওষ্ঠ বিষকল সদৃশ লোহিতবর্ণ, যিনি ঈষদ্ হাস্তসমন্বিত দন্তরাজিতে রমণীয়া, যিনি পীতাম্বরে শোভিত, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও দেবরাজ ঐহার পদসেবা করেন, যিনি তত্ত্বরূপা (ব্রহ্মস্বরূপা) ও কল্যাণময়ী, আমি সেই করুণা-বারিষি মীনাক্ষীদেবীকে সতত প্রণাম করি ॥ ১ ॥

মুক্তাহার-লসৎ-কিরীট-রুচিরাং পূর্ণেন্দু-বক্তু-প্রভাং,

শিঞ্জম্ পুর-কিক্বিণী-মণিধরাং পদ্মপ্রভা-ভাস্বরাম্ ।

সর্ব্বাভীষ্ট-ফলপ্রদাং গিরিসুতাং \* বাণী-রমা-সেবিতাং,

মীনাঙ্কীং প্রণতোহস্মি সন্ততমহং কারুণ্য-বারাং নিধিম্ ॥২॥

অনুবাদ :- যিনি মুক্তাহার ও উজ্জল কিরীটে সুশোভিতা, ষাঁহার বদন-শোভা পূর্ণচন্দ্রের সদৃশ, চরণধৃত মণিময় নূপুর ও কিক্বিণী রুণু রুণু ধ্বনি করিতেছে এবং উজ্জল লাবণ্য কমলতুলা ; লক্ষ্মী-সরস্বতী-সেবিতা সর্ব্বাভীষ্টফলদায়িনী সেই করুণাবারিধি পার্শ্বতী মীনাঙ্কী দেবীকে সর্ব্বদা প্রণাম করি ॥ ২ ॥

ত্রীবিধ্যাং শিব-বামভাগ-নিলয়াং ত্রীঙ্কার-মস্ত্রোজ্জ্বলাং,

ত্রীচক্রাঙ্কিত-বিন্দু-মধ্য-বসতিং ত্রীমং-সভা-নায়কীম্ ।

ত্রীমং-মগ্ন খ-বিঘ্নরাজ-জননীং ত্রীমজ্জগন্মোহিনীং,

মীনাঙ্কীং প্রণতোহস্মি সন্ততমহং কারুণ্য-বারাং নিধিম্ ॥৩॥

অনুবাদ :- যিনি ত্রীবিধ্যারূপা, শিবের বামভাগে ষাঁহার অবস্থান, যিনি ত্রীং-মস্ত্রে সমুদ্ভাসিত অর্থাৎ ত্রীং ষাঁহার বীজমন্ত্র, ত্রীচক্রাস্তর্গত বিন্দুমধ্যে যিনি অধিষ্ঠিতা, ত্রীমং সভানায়ক মহেশ্বরের মহাশক্তি এবং ত্রীমং কার্ত্তিকেশ্বর ও বিঘ্নেশ্বর গণপতির জননী, সেই বিশ্ববিমোহিনী করুণাবারিধি ত্রীমতী মীনাঙ্কী দেবীকে আমি সতত প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

ত্রীমং-সুন্দর-নায়কীং ভয়-হরাং জ্ঞান-প্রদাং নিশ্চলাং,

শ্যামাভাং কমলাসনার্চিত-পদাং নারায়ণস্থানুজাম্ ।

বীণা-বেণু-মৃদঙ্গ-বাণ-রসিকাং নানাবিধাডম্বিকাং,

মীনাঙ্কীং প্রণতোহস্মি সন্ততমহং কারুণ্য-বারাং নিধিম্ ॥৪॥

অনুবাদ :- যিনি ত্রীমং সুন্দরেশ্বর শিবের পত্নী, ভয়হারিণী, জ্ঞানপ্রদা,

\* বিশেষ কথা,—এখানে ‘গিরিসুতাং’ পদটি লক্ষ্য করিতে হইবে। গিরিসুতা-বাণী-রমা-সেবিতাং পাঠ হইলে পরবর্ত্তী মীনাঙ্কী-স্তোত্রের সহিত একার্থ হয়, নতুবা কিঞ্চিৎ বিরোধ হয়। সেই স্তোত্রে কথিত আছে, ‘তিনি পার্শ্বতী-পূজিতা এবং মলয়ধ্বজের কণ্ঠা’ এই যে আপাত-বিরোধ, তাহার মীমাংসা এই যে, কুমারী অবস্থায় পার্শ্বতী আত্মাশক্তির পূজা করেন, তখন তিনি অংশরূপা ছিলেন, শিববিবাহান্তে তিনি পূর্ণত্ব লাভ করেন, তখন পূর্ণ আত্মাশক্তি মীনাঙ্কী ও পার্শ্বতী একই হওয়ায় এখানে তাঁহাকে গিরিসুতা অর্থাৎ পার্শ্বতী বলা হইয়াছে।

নির্মলা ও শ্রীকৃষ্ণভগিনী, ব্রহ্মা বাঁহার পাদপদ্ম পূজা করেন, 'যিনি শ্রামকান্তি,  
বীণা-বেণু-মৃদঙ্গবাণপ্রিয়া, বিবিধ কৰ্ম্মপ্রবর্তিকা করুণাবারিধি সেই মীনাঙ্কী-  
দেবীকে আমি সৰ্ব্বদা প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

নানাযোগি-মুনীন্দ্র-হৃদয়বসতিং নানার্থসিদ্ধিপ্রদাং,  
নানাপুষ্পবিরাজিতাজ্জি-যুগলাং নারায়ণেনার্চিতাম্ ।

নাদ-ব্রহ্মময়ীং পরাং পরতরাং নানার্থ-তত্ত্বাত্মিকাং,  
মীনাঙ্কীং প্রণতোহস্মি সন্তুতমহং কারুণ্য-বারাং নিধিম্ ॥৫॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীগোবিন্দ-ভগবৎ-  
পূজ্যপাদ-শিষ্যস্তা শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ  
মীনাঙ্কীপঞ্চরত্নস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

অনুবাদ ।—বহু যোগী ও মুনি প্রবরগণের হৃদয়-মন্দিরে বাঁহার অবস্থান,  
যিনি নানাপ্রকার অর্থসিদ্ধিপ্রদাত্রী, বাঁহার পদযুগলে নানারূপ পুষ্প বিরাজিত,  
নারায়ণ-পূজিতা নাদ-ব্রহ্মময়ী, পরাংপরতরা নানা পদার্থতত্ত্বস্বরূপা করুণা-বারিধি  
সেই মীনাঙ্কী দেবীকে আমি সৰ্ব্বদা প্রণাম করি ॥ ৫ ॥  
মীনাঙ্কীপঞ্চরত্ন স্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## মীনাঙ্কী-স্তোত্রম্ । \*

শ্রীবিদ্যে শিব-বামভাগ-নিলয়ে শ্রীরাজরাজার্চিতৈ  
শ্রীনাথাদি-গুরুস্বরূপ-বিভবে চিন্তামণিপীঠিকে ।  
শ্রী-বাণী-গিরিজা-নুতাজ্জি-কমলে শ্রীশাস্ত্রবি শ্রীশিবে  
মধ্যাহ্নে মলয়ধ্বজাধিপ-স্তুতে মাং পাহি মীনাস্বিকে ॥ ১ ॥

অনুবাদ ।—হে শ্রীবিদ্যে, শিবের বামভাগে তোমার স্থান ; হে কুবের-  
পূজিতে, তোমারই বিভূতি শ্রীনাথাদি গুরুস্বরূপ ; চিন্তামণিপীঠে তুমি অধিষ্ঠিতা ;

\* ত্রিপুরসুন্দরী আত্মাশক্তি, তাঁহার তিন অংশ ;—লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং কুমারী পার্বতী ।  
স্বয়ং ত্রিপুরসুন্দরীই গোড়মগধাধিপতি মলয়ধ্বজ-রাজের দুহিতা রাজরাজেশ্বরীরূপে অবতীর্ণা  
হয়েন ; তাঁহার বৌগিক নাম মীনাঙ্কী, সংক্ষিপ্ত নাম মীন । স্বয়ং পরব্রহ্ম সুন্দরেশ্বর শিবরূপে  
অবতীর্ণ হইয়া মীনাঙ্কীকে বিবাহ করেন । এই যে আত্মাশক্তি, ও পরব্রহ্মের লীলা, ইহার বিবৃত  
বিবরণ মীনাঙ্কী-মাহাত্ম্যে আছে । দাক্ষিণাত্যদেশে মাধুরা সহরে মীনাঙ্কী দেবীর মন্দির  
আছে । পার্বতী শিবপরিণীতা হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েন ; সেই ভবানীমূর্তিও ত্রিপুর-  
সুন্দরীর লীলা-মূর্তি ।

লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং পার্কতী তোমার চরণ-কমলের স্তব করিয়াছেন। হে শ্রীশান্তিবি, হে শ্রীশিবে, হে রাজা মনস্বত্বের তনয়রূপে অবতীর্ণা 'মীনাস্বিকে', অর্থাৎ জননি মীনাক্ষি, মধ্যাহ্নকালে আমাকে রক্ষা কর ॥ ১ ॥

**অনুবাদ্যক বাখ্যা।**—এই স্তোত্রমধ্যে প্রত্যেক শ্লোকেই কর্ণপদ ও ক্রিয়াপদ ব্যতীত প্রায় সমস্ত পদই সংস্কৃতরূপে প্রযুক্ত, শেষ শ্লোকে কেবল অসংস্কৃত বহু পদ আছে, সংস্কৃত পদের অর্থানুসারে বাক্য-বিশ্লেষণ, ভাষা-সরসতার জ্ঞান অনুবাদে করা হইয়াছে, সর্বত্র সংস্কৃতরূপে ব্যবহৃত হয় নাই।

মধ্যাহ্নকালে রক্ষার অর্থ, আহারশুদ্ধি সম্পাদন কর। আহারের কাল মধ্যাহ্ন,—এই সময়ে আত্মশক্তির রূপাকটাক্ষপাত না হইলে আহারশুদ্ধি-লাভ অসম্ভব। আহারশুদ্ধি না থাকিলে সর্বশুদ্ধি হয় না, অশুদ্ধ আহারে পাতিত্য পর্য্যন্ত হয়। শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই যে ভোজনাপেক্ষী, সেই ভোজন যদি আত্মশক্তির রূপায় সর্বশুদ্ধির অমূলক হয়, তাহা হইলে ধ্যান-ধারণাদি সকলই সূচাক সম্পন্ন হয়। এই কারণে মধ্যাহ্নে রক্ষার প্রার্থনা হইয়াছে ॥ ১ ॥

চক্রস্বেচ্ছপলে চরাচর-জগন্মাথে জগৎপূজিতে

আর্তালীবরদে নতাভয়করে বক্ষোজ-ভারান্বিতে ।

বিদ্যে বেদকলাপ-মৌলি-বিদ্বিতে বিদ্যুল্লতাবিগ্রহে

মাতঃ পূর্ণ-সুধারসাদ্র-হৃদয়ে মাং পাহি মীনাস্বিকে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—হে শ্রীচক্রস্থিতে, তুমি স্থিরা, চরাচর জগতের তুমিই অধীশ্বরী, তুমি বিশ্বপূজিতা, হে আর্তজনে বরদায়িনি, প্রণত-জন-ভয়হারিণি, হে স্তনভারবিনম্রে বিদ্যে, শ্রুতি-সমূহের শিরোভাগ (উপনিষৎ শাস্ত্র) কেবল তোমাকে জ্ঞাত আছেন, তোমার মূর্তি বিদ্যুল্লতা-সদৃশ, হে পূর্ণ-সুধা-রসাদ্র-হৃদয়ে মাতঃ মীনাস্বিকে, আমাকে রক্ষা কর ॥ ২ ॥

**বিশেষ্য কথ্য।**—অঙ্কিত শ্রীচক্রবিদ্যা বাহুপূজার যজ্ঞ, অন্তর্ধানে শ্রীচক্র পৃথক্, মূলধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত স্থানে বিস্তৃত। মূলে বক্ষোজভারান্বিতে আর অনুবাদে স্তনভারবিনম্রে আছে, এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, স্তবের মধ্যে এই বিশেষণ কি জ্ঞাত? ইহার উত্তর এই যে, ত্রিজগজ্জননীর সকল সন্তানের পানোপযোগী স্তন্য সেই স্তন্যগুলে আছে, এই মাতৃভাবটা মনে আনিবার জ্ঞানই স্তনভারের কথা এই স্থানে এবং অন্তর্ভুক্ত আছে ॥ ২ ॥

কোটীরাঙ্গদ-রত্ন-কুণ্ডলধরে কোদণ্ড-বাণাঙ্কিতে  
কোকাকার-কুচদ্বয়োপরি-লসৎ-প্রালম্ব-হারাঙ্কিতে ।  
শিঞ্জম্পুর-পাদ-সারস মণি-শ্রী-পাছুকালক্লতে  
মদারিদ্র্য-ভূজঙ্গ-গারুড়-খগে মাং পাহি মীনাঙ্কিকে ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—হে কীরীট-কেয়ুর-রত্ন-কুণ্ডলভূষণে, ধনুর্কাণ-ধারিণি, তোমার চক্রবাক-মৃগলাকৃতি স্তন-মৃগলের উপর ‘প্রালম্ব’ (কণ্ঠদেশ হইতে সরলভাবে লম্বিত) হার শোভা পাইতেছে, নৃপুর-ধ্বনি-যুক্ত-চরণকমল-বিস্তৃত মণিময় শ্রীপাদকার দ্বারা তুমি অলঙ্কৃত এবং আমার দারিদ্র্য-ভূজঙ্গ-বিনাশে তুমি গারুড়-বংশজাতা পক্ষিনী সদৃশী, (তাই) হে মীনাঙ্কিকে, আমাকে রক্ষা কর ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মেশাচ্যুত-গীষমান-চরিতে প্রেতাসনাস্থস্থিতে  
পাশোদকুশ-চাপ-বাণ-কলিতে বালেন্দু-চূড়াঙ্কিতে ।  
বালে বাল-কুরঙ্গ-লোল-নয়নে বালার্ককোট্যঙ্জুলে  
মুদ্রারাধিত-দেবতে ‡ মুনি-মূর্ত্তে † মাং পাহি মীনাঙ্কিকে ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—(জননি!) ব্রহ্মা, শিব এবং বিষ্ণু তোমার চরিতাবলী গান করিয়া থাকেন, তুমি শবাসনে আসীনা, পাশ, উর্দ্ধীকৃত অকুশ, ধনুঃ ও বাণ, তোমার হস্তে বর্তমান, নবীন শশিখণ্ড তোমার শিরোভাগে শোভমান, হে বালে, তোমার নয়ন কুরঙ্গ-শাবকনয়নবৎ চঞ্চল, উদীয়মান কোটি দিবাকরের স্থায় তোমার উজ্জ্বল জ্যোতিঃ আর তুমি মুদ্রা দ্বারা আরাধিতা দেবতা; হে মুনিগণস্তুতে মীনাঙ্কিকে, আমাকে রক্ষা কর ॥ ৪ ॥

**বিশেষ কথা ।**—ত্রিপুরার ভেদত্রয় তত্ত্বশাস্ত্রে আছে;—বাল্য, ভৈরবী ও সুন্দরী। এই স্ততি-পদ্যে তাঁহাকে ‘বাল্য’ নামে সম্বোধন করা হইয়াছে। মুনিমূর্ত্তে পাঠ হইলে তাহার অর্থ—হে কাত্যায়নি, অপর লীলায় কাত্যায়নির কল্পরূপে পরিচিতা কাত্যায়নী—আত্মশক্তি মীনাক্ষী ॥ ৪ ॥



গন্ধর্ব্বামর-যক্ষ-পন্নগ-নুতে গঙ্গাধরালিঙ্গিতে  
 গায়ত্রী গরুড়াসনে কমলক্ষে স্তম্ভামলে স্তম্ভিতে ।  
 খাতীতে খলদারু-পাবকশিখে খণ্ডোতকোট্যঙ্কুলে  
 মন্ত্রারাধিত-দেবতে মুনিবুতে মাং পাহি মীনাস্বিকে ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পন্নগ তোমাকে স্তব করিয়া থাকে, তুমি  
 গঙ্গাধরের আলিঙ্গনে অবস্থিত। অর্থাৎ রুদ্রাণী, তুমিই গায়ত্রী অর্থাৎ ব্রহ্মাণী,  
 তুমিই গরুড়াসনা ক্ষীরোদসমুদ্রা অর্থাৎ বৈষ্ণবী, তুমিই স্তম্ভিতা শ্রামা, তুমি  
 ইন্দ্ৰিয়ের অতীতা ( বা গগনমণ্ডলের অতীতা ), তুমিই খলস্বরূপ দারুচয়ের পক্ষে  
 বহ্নিশিখা-স্বরূপা, কোটিখণ্ডোতবৎ সমুজ্জ্বলা ও মন্ত্র সহযোগে আরাধিতা দেবতা ;  
 হে মুনিগণ-স্বতে মীনাস্বিকে, আমাকে রক্ষা কর ॥ ৫ ॥

নাদে নারদ-তুঙ্গুরাঢ়বিনুতে নাদান্তনাদাত্মিকে  
 নিত্যে নীললতাত্মিকে নিরূপমে নীবারশূকোপমে ।  
 কাস্তে কামকলে কদম্ব-নিলয়ে কামেশ্বরাক্ষ-স্থিতে  
 মদবিদ্রে মদভীষ্ট-কল্প-লতিকে মাং পাহি মীনাস্বিকে ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—হে নিত্যে ! নারদ, তুঙ্গুর প্রভৃতি ( নাদজগণ ) নাদমধ্যে  
 তোমাকে স্তব করিয়া থাকেন, তুমি নাদান্ত অর্থাৎ বিন্দু এবং নাদস্বরূপা, হে  
 নীললতারূপিণি ! অর্থাৎ তারারূপিণি ! তোমার উপমা নাই, তুমি নীবার-শূকের  
 জায় হুন্না, তুমি কমলীয়া কামকলা ( কামশক্তি রতিদেবী ), কদম্ববনে তোমার  
 আলয়, তুমি কামেশ্বর শিব-অঙ্গে অবস্থিত, তুমি আমার বিদ্যা এবং আমার অতীষ্ট-  
 দানে কল্পলতা, ( তাই প্রার্থনা ) হে মীনাস্বিকে, আমাকে রক্ষা কর ॥ ৬ ॥

**বিশেষ কথা ।**—নাদ ধ্বনিবিশেষ, স্বর, রাগ এবং সঙ্গীত নাদ ব্যতীত  
 হইতেই পারে না । সঙ্গীতদামোদরে উক্ত আছে—“আকাশগ্নিমরুজ্জাতো  
 নাভের্কঃ সমুচ্চয়ন্ । মুখেভিবাঙ্কিমায়তি যঃ স নাদ ইতীরিতঃ ॥ ন নাদেন  
 বিনা গীতং ন নাদেন বিনা স্বরঃ । ন নাদেন বিনা রাগস্তস্মাদাশ্রয়কং জগৎ ॥”  
 অর্থাৎ শরীরাত্মকস্বরূহ আকাশ, অগ্নি ও বায়ুযোগে এই নাদ উৎপন্ন, নাতি হইতে  
 ইহার আয়ত্ত, মুখে অভিব্যক্ত, এইরূপ ধ্বনিই নাদনামে অভিহিত । নাদ ব্যতীত  
 গীত, স্বর ও রাগ হয় না। অতএব জগৎ নাদময় ।

দেবর্ষি নারদ ও তুঙ্গুর-গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সঙ্গীতজগণ নাদের সাধক । এই নাদ

বহু বীজমন্ত্রের উপাত্ত্য অবয়বরূপে কথিত, ইহার চিহ্ন অর্কচক্র, ইহার পরই বিন্দু যোজিত হয়। সপ্তম ব্রহ্ম হইতে শক্তি, শক্তি হইতে নাদ, নাদ হইতে বিন্দুর উৎপত্তি, ইহা তন্ত্রশাস্ত্রে কথিত, এই নাদ অমুচ্চাৰ্য্য বর্ণ, বিন্দুযোগে অমুস্বারবৎ উচ্চারণীয়।

জগৎ দ্বিবিধ ;—কুন্ড ও বৃহৎ। কুন্ড জগৎ মানব-দেহ। কুন্ড জগতে নাদের উদ্ভব এবং তাহার স্বরূপ ও মহিমা সঙ্গীতদামোদরে কথিত। বৃহৎ জগৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড : ইহার মূলে যে নাদের সঙ্কল আছে, তাহা তন্ত্রশাস্ত্রে কথিত আছে :—

“সচ্চিদানন্দবিভবাং সকলাং পরমেশ্বরাং।

আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদস্ততো বিন্দুসমুদ্ভবঃ ॥”

ব্রহ্ম হইতে শক্তি, শক্তি হইতে নাদ, নাদ হইতে বিন্দু। এই বিন্দু হইতে বর্ণক্রমে জগৎসৃষ্টি কথিত হইয়াছে। জগৎ যে নাদসমুদ্ভূত, তাহা বেদসম্মত। ব্রহ্মসূত্র দেবতাধিকরণ ১।৩।২৮ শারীরক ভাষ্যে এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত আছে। সেই নাদ ও বিন্দু বীজমন্ত্রে অভিযাক্ত, নাদ অমুচ্চাৰ্য্য, বিন্দুযোগে অমুস্বারবৎ উচ্চাৰ্য্য। শক্তিসমুদ্ভূত প্রথম নাদ ও নাদপরবর্তী প্রথম বিন্দুর যোগে মন্ত্রসকল দেবতাব প্রাপ্ত হয়েন, দেবী মীনাক্ষী সেই নাদবিন্দুস্বরূপা ॥ ৬ ॥

বীণা-নাদ-নিমীলিতাঙ্গ-নয়নে বিস্রস্ত-চুলী-ভরে

তাম্বূলারুণ-পল্লবধর-যুতে তাড়ক-# হারান্বিতে।

শ্রামে চন্দ্র-কলাবতংস-কলিতে কস্তুরিকা-ফালিতে

পূর্ণে পূর্ণ-কলাভিরাম-বদনে মাং পাহি মীনাক্ষিকে ॥ ৭ ॥

অমুবাদ ।—হে শ্রামে ! বীণানাদ-শ্রবণস্থখে তোমার অর্কনয়ন নিমীলিত, কেশপাশ বিস্রস্ত, তোমার অধরপল্লব তাম্বূলরাগে রঞ্জিত, ( কর্ণে ) তাড়ক, ( কণ্ঠে ) হার, শিরোদেশে চন্দ্রকলা, ললাটে মৃগনাভি-তিলক ; হে পূর্ণচন্দ্রবদনে ! পূর্ণে ! মীনাক্ষিকে ! আমাকে রক্ষা কর ॥ ৭ ॥

বিশেষ অঙ্কণ ।—ত্রিপুরসুন্দরীর মূলবর্ণ উদীয়মান স্বর্ধাসদৃশ, লীলা-মূর্ত্তির বর্ণ বিবিধ, শ্রামবর্ণ অন্ততম, তাই ‘শ্রামে’ সম্বোধন। তাড়ক কর্ণভূষণ এখন নারীমণ্ডলীতে প্রচলিত নাই ; ইহার নাম “কাণ-তড়কা”, প্রতিমার সাজে এই অলঙ্কার এখনও ব্যবহৃত হয় ॥ ৭ ॥

\* “তাড়ক” পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে দৃষ্ট হয়।

শব্দব্রহ্মময়ী চরাচরময়ী জ্যোতির্ময়ী বাঙ্ময়ী  
 নিত্যানন্দময়ী নিরঞ্জনময়ী তত্ত্বময়ী চিন্ময়ী ।  
 তদ্বাতীতময়ী পরাৎপরময়ী মায়াময়ী শ্রীময়ী  
 সর্বৈশ্বর্য্যময়ী সদাশিবময়ী মাং পাহি মীনাস্বিকে ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীগৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দ-  
 ভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ  
 মীনাক্ষীস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ ।**—মাতঃ মীনাক্ষি ! তুমি শব্দব্রহ্মময়ী-স্বাবর ও জঙ্গম বাহা  
 কিছু, সে সমস্তই তোমা হইতে অতিরিক্ত নহে, তুমি জ্যোতির্ময়ী, তুমি বাঙ্ময়ী,  
 তুমি নিরঞ্জন, নিত্যানন্দ, “তত্ত্বঃ”-পদার্থ, তুমিই চিন্ময়ী, চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতীত  
 তত্ত্বও তুমি, তুমিই মায়াময়ী এবং শ্রীময়ী, তুমিই সর্বৈশ্বর্য্যরূপা ও সদাশিবস্বরূপা  
 (অতএব বিষ্ণুদি সর্ববিষয় রক্ষা করিবার শক্তি তোমারই আছে, তাই প্রার্থনা  
 করিতেছি) আমাকে রক্ষা কর ।

**বিশেষ্য কথা ।**—মূলে “তুমি” কথা নাই, কিন্তু অর্থে তাহার যোজনা  
 আবশ্যক ; সংস্কৃতে একবার “ত্বং” অধ্যাহারেই তাহা সম্পন্ন হয়, কিন্তু অনুবাদে  
 তাহাতে ছত্রহতা হইবে মনে করিয়া বহুবার “তুমি” শব্দ ব্যবহার করিতে হইয়াছে ।  
 মূলের “ময়ী” অনেক, তাহার ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া অনুবাদে কিছু কমাইয়াছি ॥৮॥

ইতি মীনাক্ষী-স্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## ভ্রমরাষ্টক-স্তোত্রম্ ।

চঞ্চল্যারুণ-লোচনাঙ্কিত-কৃপা-চন্দ্রাঙ্কি-ঃ চূড়ামণিঃ

চারুশ্বেত-মুখাং চরাচরজগৎ-সংরক্ষণীং তৎপদাম্ ।

চঞ্চলম্পক-নাসিকাগ্র-বিলসন্মুক্তামণী-রঞ্জিতাং

শ্রীশৈল-স্থল-বাসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—যাঁহার আরক্ত নয়নে চঞ্চলতা দ্বারা কৃপা অভিযাক্ত, অর্ধচন্দ্র  
যাঁহার চূড়ামণি, দোহলামান চম্পকাকৃতি স্বর্ণভূষণভূষিত নাসিকার অগ্রভাগ  
দিবামুক্তা-বিরাজিত হইয়া যাঁহার প্রীতিবর্ধন করিতেছে, সেই শ্বেত-চারু-বদনা,  
চরাচরজগৎ-পালিনী, তৎপদপ্রতিপত্তা অর্থাৎ ঈশ্বরস্বরূপা শ্রীশৈলবাসিনী ভগবতী  
শ্রীমাতাকে ভাবনা করি ॥ ১ ॥

কস্তুরী-তিলকাঙ্কিতেন্দু-বিলসৎ-প্রোদ্-ভাস-ভাল-স্থলোঃ

কর্পূর-দ্রব-মিশ্র-চূর্ণ-খদিরামোদোল্লসদ্-বীটিকাম্ ।

লোলাপাঙ্গ-তরঙ্গিতৈরধিকৃপা-সারৈর্নতানন্দিনীং

শ্রীশৈল-স্থল-বাসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—যাঁহার কস্তুরীতিলকযোগে শোভমান শশিকলা-সমুদ্ভাসিত  
স্বভাবসুন্দর ললাট, মুখে কর্পূরদ্রবসংযুক্ত স-চূর্ণ খদির-মুরতি তাৎপূল, করুণা-  
পূরিত অচল অপাঙ্গভঙ্গী দ্বারা প্রণত জনগণের আনন্দবিধায়িনী সেই শ্রীশৈলবাসিনী  
ভগবতী মাতাকে ভাবনা করি ॥ ২ ॥

রাজমন্ত-মরাল মন্দগমনাং রাজীব-পত্রেষ্কণাং

রাজীব-প্রভবাদি দেব-মুকুটৈরজ্যৎ- ৭ পদান্তোরুহাম্ ।

রাজীবায়তমণ্ড- ঞ্চ মণ্ডিত-কুচাং রাজাধিরাজেশ্বরীং

শ্রীশৈল-স্থল-বাসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—যাঁহার স্তম্ভায় ধীরগমন মন্তমরালগমনতুল্য, নয়ন পদ্মপলাশ-  
সদৃশ, পাদপদ্ম পদ্মবোনিপ্রমুখ দেবতাগণের মুকুটনিচয়ে রঞ্জিত এবং স্তনবৃন্দ

\* 'কৃপা-চন্দ্রাঙ্কি' পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে আছে ।

† 'রাজৎ' পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে আছে ।

‡ রাজীবায়তমন্ম ইতি পাঠান্তর ।

প্রকল্পকমলবৎ আয়ত ও মধুরগুচ্ছে ভূষিত, সেই ত্রিশৈলস্থলবাসিনী ত্রীমাতা ভগবতী রাজরাজেশ্বরীকে ভাবনা করি ॥ ৩ ॥

ষট্-তারাত্ গণ-দীপিকাং শিব-সতীং ষড়্-বৈরি-বর্গাপহাং,  
ষট্-চক্রাস্তর-সংস্থিতাং বরসুধাং ষড়্-যোগিনী-বেষ্টিতাম্ ।  
ষট্-চক্রাঙ্কিত-পাদুকাঙ্কিত-পদাং ষড়্-ভাবগাং ষোড়শীং  
ত্রিশৈল-স্থল-বাসিনীং ভগবতীং ত্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি ষট্‌তারাত্ ও গণদীপিকা নামে কথিত, যিনি মহাদেবের সহধর্ম্মিণী, যিনি কামাদি ষড়্‌রিপুকে সংহার করেন, (জীবশরীরস্থিত) ষট্‌চক্রাভ্যন্তরে ঐহার অধিষ্ঠান, যিনি পরমামৃতরূপিনী, (ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী, সাকিনী, শাকিনী, ও হাকিনী) এই ছয়টি যোগিনী ঐহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, (ষোড়শদল চক্র, অষ্টদল চক্র, চতুর্দশার চক্র, বহির্দশার চক্র, অন্তর্দশার চক্র এবং অষ্টার চক্র) এই ষট্‌চক্রস্থিত পাদুকাতে ঐহার পদব্রজ বিস্তৃমান, যিনি ষড়্‌ভাবের (জন্ম, বিজ্ঞানতা, বৃদ্ধি, হ্রাস, পরিবর্তন ও ধ্বংস এই ছয় অবস্থার) অধিষ্ঠাত্রী, এবং যিনি ষোড়শীরূপা, সেই ত্রিশৈলবাসিনী ভগবতী ত্রীমাতাকে আমি ভাবনা করি ॥ ৪ ॥

**বিশেষ্য কথা ।**—ষট্‌তারাত্—ছয়টি তার অর্থাৎ প্রণব ঐহার মন্ত্রমূর্ত্তিতে বিস্তৃমান, তিনি ষট্‌তারাত্ । তন্ত্রশাস্ত্রে এ বিষয়ে প্রমাণ, যথা—

ত্রিপর্য্য বাগ্‌ভবাত্তেষ্ণ চৈশ্বরী তারমন্ত্রধৈঃ ।

আন্তর্ভূতৈর্ভিত্তমানা স্তন্যরী ষড়্‌বিধা ভবেৎ ॥

ত্রিপুরস্বন্দরীর বীজমন্ত্রপূর্ণ এই তান্ত্রিক বচনের ব্যাখ্যা করিব না, কেবল ‘ষট্‌’ আর ‘তার’ এই দুইটি পদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য প্রমাণ উদ্ধৃত হইল ।

**গণ দীপিকা ।**—গণ এবং কূট একার্থক শব্দ ; ত্রিপুরস্বন্দরীমন্ত্র ত্রিকূট, ‘দীপনী’ বিজ্ঞা প্রত্যেক কূটেরই আছে । মন্ত্রসমূহের দীপ্তি সম্পাদন করেন বলিয় এই বিজ্ঞার নাম ‘দীপনী,’ মন্ত্রের বীর্ষ্যই দীপ্তি । তন্ত্রশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ;—

‘এবা তু দীপনী বিজ্ঞা অজপা প্রাণরূপিনী

দীপনেনৈব যুক্তাঃ সর্ব্বে মজ্জা বীর্ষ্যবস্তো ভবন্তি ।’ ত্রিকূটমন্ত্রের পূর্বে উচ্চারণীয় পঞ্চাক্ষর প্রভৃতি মন্ত্র দীপনী বিজ্ঞা । মন্ত্রগণের দীপ্তিবিধায়িনী বলিয়া দীপনাই গণদীপিকা নামে গৃহীত হইয়াছে ।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যে সকল মঠ স্থাপন করেন, তৎসমুদায়ের বৈশিষ্ট্য—চন্দ্র-মৌলীশ্বর শিব এবং ত্রীচক্র। ত্রীচক্রে ত্রিপুরসুন্দরীর পূজা হয়। ললিতা-পঞ্চরত্ন, সারদা-ভূজঙ্গপ্রয়াত-স্তোত্র, ভ্রমারাস্তম্ভক, মীনাক্ষী-স্তোত্র, মীনাক্ষী-পঞ্চরত্ন সমস্তই ত্রিপুরসুন্দরীর স্তব; এতদ্ভিন্ন ‘আনন্দলহরী’ এতদ্বিষয়ে সৰ্ব্বপ্রধান স্তব। ত্রিপুরসুন্দরী,—ত্রীবিজা, রাজরাজেশ্বরী, বোড়নী ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ। আর একটি নাম বাঙ্গালায় বর্তমানে প্রসিদ্ধ না হইলেও শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। সেই নামটি হইতেছে—‘ললিতা’। ললিতা-ত্রিশতী-ভাষ্য ভগবান্ আচার্য্যেরই রচিত। প্রথমোক্ত পাঁচখানি ক্ষুদ্র স্তোত্র-গ্রন্থে সেই ভাষ্যোক্ত বিবরণের সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ, ধ্যান, মন্ত্ররহস্ত ও চক্রের সূচনা আছে। সেই সূচনা বা সূত্রের যে ব্যাখ্যা হইতে পারে, তাহার স্পষ্ট আভাস আনন্দলহরী বা সৌন্দর্যালহরীমূলে আছে।

জীবের যে বড় ভাব বা ছয় অবস্থা—জন্ম, বিত্তমানতা প্রভৃতি, তাহা শক্তির অধিষ্ঠানেই সামর্থ্যযুক্ত, চেতন জীবকে সেই অচেতন অবস্থা যেন অধীন করিয়া রাখে, ইহা কি কম সামর্থ্যের কথা। ৪।

‘ষট্-চক্রাস্তর-সংস্থিতাং’ মূল পঙ্ক্তির দ্বিতীয়পাদস্থ বাক্যের অনুবাদ—‘(জীব-শরীরস্থিত) ষট্-চক্রাস্তর-বাহার অধিষ্ঠান’ এই ষট্-চক্রের নাম মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূরক, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। শরীরাস্তর-বায়ুগ্রন্থি এবং বায়ুর উৎপত্তিস্থিতিস্থান আছে, নির্গম ও প্রবেশের জন্য বিভিন্ন নাড়ী আছে, উৎপত্তিস্থান গুহ্যদেশস্থ মূলাধার, তাহার পর ক্রমে লিঙ্গমূল, নাভিমণ্ডল, হৃদয়, কণ্ঠ এবং ক্রমশঃ,—স্বাধিষ্ঠান প্রভৃতি পাঁচটি চক্রের স্থান; চক্রসমূহ বায়ুগ্রন্থি বা বায়ুর আবর্ত, বায়ুর মধোই সূক্ষ্ম তেজ থাকায় শাস্ত্রে ঐ সকল চক্রের বর্ণ-নির্দেশ আছে। আত্মশক্তি ঐ সকল চক্রে আছেন, কারণ, জগতে যে কিছু শক্তি দেখা যায়, তাহার মূলপ্রস্রবণ আত্মশক্তি। বায়ু যে আবর্ত-কৃত-সন্নিবেশ-বলে দেহকে জীবিত রাখিয়াছে, সেই বল বা শক্তির মূল শক্তি সেখানে আছেন, তিনিই মাতা আত্মশক্তি। এই সূক্ষ্মতত্ত্বের মূল বিবৃতি আনন্দলহরী ৯ শ্লোকের পাদটীকায় দ্রষ্টব্য। এই পঙ্ক্তির ৩য় পাদে আর একটি ষট্-চক্র শব্দ আছে, অনুবাদে বেট্টনীরমধ্যে তাহার উল্লেখ আছে, সেগুলি কি এবং কোথায়, তাহা এই স্থানে বলিতেছি :—ত্রীচক্রের উল্লেখ স্তবমধ্যে অনেক স্থানে আছে, সেই ত্রীচক্র বহিঃপূজার বস্তু, তাহার অঙ্কনপ্রণালী আনন্দলহরীতে সংক্ষেপে উপদিষ্ট হইয়াছে, এখানেও তাহাই নামমাত্রে জ্ঞাপিত। সেই বস্ত্রে বাহিরে বোড়শদল-পদ্ম আর অভ্যন্তরে অষ্টদলপদ্ম ও মধ্যে উর্দ্ধ ও অধোমুখ ৯টি ত্রিকোণ রেখার

৪৩টি কোণ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে মধ্যস্থ কোণ বাদ দিয়া অপর ৪২ কোণই চতুর্দশার চক্র ইত্যাদিরূপে সংগৃহীত;—মধ্য কোণ ও বিন্দু, মহাশক্তির স্থান, অত্র ৪২ স্থানে তাঁহার পাচকাশক্তি। আনন্দলহরী ১:১ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য। ৪।

শ্রীনাথাদৃত-পালিত-ত্রিভুবনাং শ্রীচক্রসঞ্চারিণীং  
জ্ঞানাসক্ত-মনোজ-যৌবন-লসদ্-গন্ধর্ব্বকন্যাক্ষিতাম্ । \*  
দীনানামতিবেল-ভাগ্য-জননীং দিব্যাম্বরালঙ্কতাং  
শ্রীশৈল-স্থল-বাসিনাং ভগবতীং শ্রীগাতরং ভাবয়ে ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—শ্রীশব্দযোগে ‘নাথ’সমূহস্বরূপ স্থানে যিনি আদৃত,  
(সংহারপ্রাপ্ত) ত্রিভুবনকে যিনি (মূর্ত্তিপ্রদান করিয়া) পালন করেন, শ্রীচক্রে  
ঐহার সঞ্চার, জ্ঞান-রত কামদেব এবং যুবতী গন্ধর্ব্বকন্যাগণ ঐহার অর্চনা  
করেন, যিনি দরিদ্রগণেরও অত্যন্ত সৌভাগ্য-সম্পাদন করেন, দিবা-বসনভূষণ-  
সজ্জিতা সেই শ্রীশৈলস্থলবাসিনী ভগবতী শ্রীমাতাকে ভাবনা করি ॥ ৫ ॥

**বিশেষ্য কথা।**—ত্রিপুরসুন্দরীর আন্তর্য্যপীঠস্থানে চারিটি পীঠের পারি-  
ভাষিক নাম,—কামগিরি, জালন্ধর, পূর্ণগিরি এবং উড্ডীমানপীঠ। এই চারিটি  
পীঠই চারি নাথস্বরূপ—মিত্রীশনাথ, ষষ্ঠীশনাথ, উড্ডীশনাথ, শ্রীচর্য্যানাথ।  
নাথস্বরূপ এই পীঠচতুষ্টয়ে ‘শ্রী’ শব্দযোগে পাছকা-নমস্কার-বাক্য উচ্চারণ ও  
স্মরণ করিতে হয়, ইহাই আদর। যথা—কামগির্যালয়ে মিত্রীশনাথাকে  
কামেশ্বরী-কৃদ্রাশক্তি-শ্রীপাছকাট্যে নমঃ ইত্যাদি। এই পীঠস্থাসপ্রসঙ্গ ‘শ্রী’  
‘নাথ’ ও ‘আদৃত’ এই তিনটি পদ দ্বারা সংক্ষেপে উপদিষ্ট। নাথ শব্দ দ্বারা নাথ-  
চতুষ্টয়স্বরূপ পীঠচতুষ্টয়, শ্রী শব্দ দ্বারা শ্রীপাছকা ও আদৃত শব্দ দ্বারা তাঁহার  
প্রতি নমস্কার জ্ঞাপিত হইয়াছে। (‘শ্রী’ ইত্যাকারক-শব্দঃ, তেন করণেন  
নাথেষু নাথাত্মকেষু আদৃত্য সংকৃতা,—শ্রীশব্দমুচ্চার্য্য পাছকাশব্দোপাদানাৎ  
সংকারবিশেষমুচনং, তথা নম ইত্যনেনাপি। উত্তরপদেন কস্মধারয়সমাঙ্গাৎ, আদৃত্যে-  
ত্যত্র পুংবদ্যবঃ ইতি সংস্কৃতটীকা।)

**পালিত-ত্রিভুবনা।**—ইহার অনুবাদ—ভুবনকে যিনি পালন করেন,  
কিন্তু বেটনৌচ্চিমধ্যে ‘সংহারপ্রাপ্ত’ ও ‘মূর্ত্তিপ্রদান করিয়া’ এই দুইটি শব্দ যোজিত  
হইয়াছে। ঐরূপ স্থলেই ‘পালনই’ প্রকৃত পালন, কোন মৃত্যুমুখ-প্রবিষ্ট মুচ্ছাপন্ন

কঙ্কালসার অনাধিশিষ্টকে যদি প্রকৃতিস্থ করিয়া তাহার পোষণ করা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ পালন,—প্রমাণে এইরূপ পালনের কথাই আছে, তাই সংক্ষিপ্ত স্তোত্রের বাক্যানুবাদে মৰ্ম্মকথা প্রকাশের জন্ত ঐ পদদ্বয়ের যোজনা করা হইয়াছে।  
প্রমাণ এই—

“লয়ে ত্রিলোক্যামপি পূরণত্বাৎ

প্রায়োহ্ষিকায়ান্ত্রিপুৰেতি নাম।” প্রপঞ্চসার। (তত্ত্বসার)

প্রলয় হইলেও ত্রিলোকীর পূরণ যিনি করেন, প্রলয়ে যাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত, তাহার যোজনা এবং তৎপরে পোষণ, ইহাই প্রকৃত পূরণ। ত্রি + (ত্রিভুবন) পূরা (পূরণকর্ত্রী)

কামদেব ইহার মন্ত্রসাধনা করিয়া সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দর হইলেন। সাধনা জ্ঞান বাতীত হয় না, তাই ‘জ্ঞানাসক্ত মনোজ’ মূলে আছে। প্রমাণ—

“এতানুপাত্ত দেবেশি কামঃ সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ।”

তত্ত্বসারধৃত জ্ঞানার্ণব।

গন্ধৰ্ব্বকন্ঠাগণ দেবীর সাধনপ্রভাবে যোগিনী হইয়াছেন। এই যোগিনী-পূজা ত্রিবিদ্যাপূজাপদ্ধতিতে উল্লিখিত আছে।

ত্রিচক্রদেবীকে পূজা যিনি করিবেন, তিনি অচিরে সৌভাগ্য ও অগ্নিাদি অষ্ট-সিদ্ধির আধিপত্য লাভ করেন। যথা :—

“চক্রেহস্মিন্ পূজয়েদ্ যো হি স সৌভাগ্যমবাগ্নুয়াৎ।

অগ্নিমাণ্ডলসিদ্ধীনামধিপো জাগতেহচিরাৎ ॥”

তত্ত্বসারধৃত স্বচ্ছন্দভৈরববচন ॥ ৫ ॥

লাবণ্যাধিক-ভূষিতাঙ্গ-লতিকাং লাক্ষা-লসদ্রাগিণীং

সেবায়াত-সমস্ত-দেব-বনিতা-সীমন্ত-ভূষান্বিতাম্।

ভাবোল্লাসবশীকৃতপ্রিয়তমাং ভণ্ডাস্বরচ্ছেদিনীং

ত্রিশৈল-স্থল-বাসিনীং ভগবতীং ত্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ৬ ॥

অনুবাদঃ—ঐহার অঙ্গলতিকা অসামান্ত লাবণ্যে বিমণ্ডিত, সেবার্ধ সমাগত সমস্ত দেববনিতাগণের সীমন্তভূষণে রঞ্জিত হওয়াতে ঐহার চরণস্থ লাক্ষ্যরাগ অধিকতর উজ্জ্বল, ভাবাবেশে প্রিয়তম মহাদেবকে যিনি একান্ত বশীভূত করিয়াছেন, সেই ভণ্ডাস্বরবিমর্দিনী ত্রিশৈলস্থলবাসিনী ভগবতী ত্রীমাতাকে ভাবনা করি ॥ ৬ ॥



ধন্যঃ সোম-বিভাবনীয়-চরিতাং ধারাধর-শ্যামলাং

মুন্নারাধন-মেধিনীং সুষুবতীং মুক্তি-প্রদান-ব্রতাম্ ।

কন্যা-পূজন-সুপ্রসন্ন-হৃদয়াং কাঞ্চী-লসম্মধ্যমাং

শ্রীশৈল-স্থল-বাসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি ধন্য, যাহার চরিত্র সোম-বিভাবনীয়, যিনি মেঘসদৃশ শ্রামকান্তি, মুনিগণের আরাধনা-সামর্থ্যের বৃদ্ধিদায়িনী, পূর্ণসুবতী ও মুক্তিদান-পরায়ণা ; কুমারী পূজা করিলে যাহার হৃদয় প্রসন্ন হয়, যাহার মধ্যভাগ কাঞ্চী-ভূষণশোভিত, সেই শ্রীশৈল-স্থল-বাসিনী ভগবতী শ্রীমাতাকে ভাবনা করি ॥ ৭ ॥

**বিশেষ কথা ।**—ধন্য শ্রাঘা, সকলেই যাহার উৎকর্ষ ধ্যাপন করে, তিনিই শ্রাঘা । ‘সোমবিভাবনীয়’ কথাটির নানা অর্থ ( ১ ) সোম চন্দ্র, চন্দ্রবৎ নির্মল, ( ২ ) চন্দ্রের পোয়, ( ৩ ) সোমস্থানে অর্থাৎ ইড়া নাড়ীতে যাহার ধ্যান করিতে হয়, ইড়া নাড়ী শক্তিরূপা, ( ৪ ) সোমযোগে যাহার ভাবনা করিতে হয়, ( ৫ ) সোম উমাসহস্র শিব যে আত্মশক্তির চরিত্র ধ্যান করিয়া থাকেন । মূল্যের ‘ধারাধরশ্যামলা’ আর অনুবাদের মেঘবৎ শ্রামকান্তি ত্রিপুরসুন্দরীর স্বরূপের বর্ণ নহে, কিন্তু কালী প্রভৃতি মূর্তিও তাঁহারই, তাই তিনি মেঘবৎ শ্রামকান্তি, আত্মশক্তি ত্রিপুরসুন্দরী ধ্যানমগ্নে যে বর্ণে এবং রূপে বর্ণিত হউন না, কিন্তু সেই রূপই তাঁহার একমাত্র নহে, তিনি নানারূপধারিণী, এই কারণে পরবর্তী শ্লোকে তাঁহাকে ‘কপূর-বর্ণ-স্থিতা’ বলা হইয়াছে । তাঁহার সর্বস্বতী প্রভৃতি মূর্তি কপূরবৎ শুভ্র । তবে ঐ পদের আর একটি ব্যাখ্যাও হইতে পারে, কপূরবর্ণ সদাশিব তত্পরিস্থিতা বলিয়া তাঁহাকে ‘কপূর-বর্ণ-স্থিতা’ বলা হইয়াছে । তবে এই অর্থটি কষ্টকল্পিত । সুষুবতী পূর্ণসুবতী,—অনাদি সৃষ্টিপ্রবাহে মাতা হইয়াও—বহুকাল-স্থায়িনী হইয়াও—কালধর্ম্ম জরা তাঁহার নিকট আসিতে পারে না, এইরূপ কাল-বিজয়শক্তি এই বিশেষণ দ্বারা জ্ঞাপিত । ত্রিপুরসুন্দরীধ্যানে, অনর্ঘরত্নঘটিত কাঞ্চী-যুক্তনিতম্বিনীং থাকাতে এ স্থানেও ‘কাঞ্চীলসম্মধ্যমা’ বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

কপূরাগুরু-কুকুমাঙ্কিত-কুচাং কপূর-বর্ণ-স্থিতাং,

কৃষ্ণোৎকৃষ্ণ-স্কৃষ্ণ-কর্ম্ম-দহনাং কামেশ্বরীং কামিনীম্ ।

কামাঞ্চীং করুণা-রসাদ্র-হৃদয়াং কল্লাস্তুর-স্থায়িনীং,

শ্রীশৈল-স্থল-বাসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—যাহার তনুধর্ম্ম কপূর, অগুরু ও কুকুমে লিপ্ত, যিনি

কপূরবর্ণস্থিতা, কৃষ্ট ( বিপ্রকৃষ্ট শক্তি ), উৎকৃষ্ট ( প্রারক ) এবং স্নকৃষ্ট ( সন্নিহিত ক্রিয়মাণ ) ত্রিবিধকর্ম ধাহার রূপায় দত্ত হইয়া যায়, যিনি কামেশ্বরী এবং কামিনী-শক্তি, যিনি কামাক্ষী, ধাহার হৃদয় করুণারসে আর্দ্র, কল্লাস্ত্রোও ধাহার স্থিতি অব্যাহত, সেই শ্রীশৈল-স্থল-বাসিনী ভগবতী শ্রীমাতাকে ভাবনা করি ॥ ৮ ॥

**বিশেষ কথা।**—কপূর, অশুরু ও কুঙ্কুম, বিহিত পূজার উপকরণ-মধ্যে বিশেষ আদরণীয়, ইহা প্রথম বাক্য দ্বারা প্রকাশিত। কপূরবর্ণস্থিতা অর্থাৎ শুভ্রবর্ণ আশ্রয় করিয়া যিনি অবস্থিতা, অর্থাৎ শুভ্রবর্ণা। প্রারক কর্মের দাহ অর্থাৎ নাশ জগদম্বার আরাধনা দ্বারা হয়, ইহা কেহ কেহ বলেন। কেহ কেহ বলেন, দাহ শব্দের অর্থ নাশ নহে, ব্যর্থতাবিধান। প্রারক কর্ম হইতেও যে স্মৃৎ-হুঃখ, তাহা জগদম্বার রূপা হইলে মানুষকে বিচলিত করিতে পারে না, ইহাই তাহার ব্যর্থতা। যে কাম লোকের চিত্তকে বিপথে পরিচালিত করে, তাহাকে স্ননিয়ন্ত্রিত ও সংপথের সহায় করিবার বিধান ত্রিপুরসুন্দরীই করিয়া দেন, এই জন্ত তিনি কামেশ্বরী, কামের যে শক্তি বিশ্ববিজয়িনী, তাহার মূল তিনি, এই জন্তই তিনি কামিনী। শিবকোপানলে ভস্মীভূত কাম তাঁহারই রূপা-কটাক্ষে পুনর্জীবিত হয়, এই কারণে তিনি কামাক্ষী ॥ ৮ ॥

গায়ত্রীং গরুড়-ধ্বজাং গগনগাং গান্ধর্ব-গান-প্রিয়াং  
গম্ভীর্যং গজগামিনীং গিরিসুতাং গন্ধাক্ততালকুতাম্ ।  
গঙ্গা-গৌতম-গর্গ-সম্মুতপদাং গাং গৌতমীং গোমতীং  
শ্রীশৈল-স্থল-বাসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ৯ ॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীগোবিন্দ-ভগবৎ-  
পূজ্যপাদ-শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ  
ভ্রমরান্ব্যাক্তকস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

**অনুবাদ।**—যিনি গায়ত্রীম্বরূপা ( ব্রাহ্মীশক্তি ), গরুড়ধ্বজা ( বৈষ্ণবী-শক্তি ), যিনি শৃঙ্গারিণী ও গন্ধর্বকৃত গানে প্রীতিমতী, ধাহার মূর্তি গম্ভীর, গতি গজেশ্বরের ত্রায়, যিনি পর্বতরাজের কন্যা ( শৈবীশক্তি ) ও চন্দ্রনাক্ষত্রে বিমণ্ডিতা, গঙ্গা, গৌতম ও গর্গ ধাহার চরণ বন্দনা করেন এবং যিনি বসুমতী, গোদাবরী ও গোমতীরূপিণী, আমি সেই শ্রীশৈলস্থলবাসিনী ভগবতী শ্রীমাতাকে ভাবনা করি ॥ ৯ ॥

**বিশেষ কথ্য।**—ভ্রমরাষ্টক নামের কারণ সূদৃশরূপে নির্ণয় করা যায় না, তবে বোধ হয়, শঙ্করাচার্য্য আপনাকে বা নিজচিন্তাকে ভ্রমররূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তৎপ্রযুক্ত অষ্টক বা মাতৃ-অষ্টক স্তোত্র বলিয়া ইহা ভ্রমরাষ্টক নামে খ্যাত।

ভ্রমর যেমন মধুলুক, সংসারী জীব বা তদীয় মন সেইরূপ বিষয়বস্তু-লুক, তাই তাহার ‘ভ্রমর’ আখ্যা অসঙ্গত নহে। ‘ভ্রমরাষ্টক’ নামটি বহু পুস্তকসম্মত। ‘ভ্রমরাষ্টক’ নামও আছে। বহুমতীর পূর্বমুদ্রিত পুস্তকে এই স্তোত্রটি ভ্রমরাষ্টক-স্তোত্র নামে প্রকাশিত হইয়াছিল ॥ ৯ ॥

ভ্রমরাষ্টক সমাপ্ত।

## শারদাভূজঙ্গ-প্রয়াতায়ক-স্তোত্র

সুবক্ষোজকুস্তাং সুধাপূর্ণকুস্তাং,

প্রসাদাবলম্ব্যং প্রপুণ্যাবলম্ব্যাম্।

সদাশ্চেন্দ্রবিন্ধ্যাং সদানোষ্ঠবিন্ধ্যাং,

ভজে শারদাস্বামিজম্ভ্রং মদম্ব্যাম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—যিনি রমণীয় কুচকলসদ্বয়ে বিরাজমানা, ষাঁহার হস্তে সুধা-পূরিত কুস্ত শোভা পায়, যিনি প্রসন্নভাবেই সদা অবস্থিতা, ষাঁহাকে অবলম্বন করিলে পরম পুণ্যলাভ হয়, ষাঁহার উত্তম মুখমণ্ডল শশাঙ্কবিধের স্তায় শোভা পাইতেছে এবং ষাঁহার বরদানস্ফুরিত ওষ্ঠপুট পকবিষবৎ সূদৃশ, আমার জননীকৃপা সেই জগজ্জননী শারদাকে নিরন্তর ভজনা করি ॥ ১ ॥

কটাক্ষে দয়াদ্রীং করে জ্ঞানমুদ্রাং,

কলাভির্বিনিদ্রাং কলাপৈঃ স্তভদ্রাম্।

পুরজীং বিনিদ্রাং পুরস্কৃতভদ্রাং,

ভজে শারদাস্বামিজম্ভ্রং মদম্ব্যাম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—যিনি কটাক্ষে দয়াদ্রী, অর্থাৎ, যিনি কৃপাকটাক্ষে দর্শন করিতেছেন, ষাঁহার হস্তে জ্ঞানমুদ্রা, যিনি (নিরন্তর) নৃত্যগীতাদি চক্ৰবর্তী

কলা-বিভাগ জাগরিত ( ব্যাপ্ত ) রহিয়াছেন, যিনি বিমুক্ত স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা পুরন্দরী,  
যিনি আলস্তবিহীন ও তুচ্ছভ্রা-নাম্রী নদী বাহার পুরোভাগে অবস্থিতা, আমার  
জননীরূপিণী জগন্মাতা সেই শারদাকে আমি নিরন্তর ভজনা করি ॥ ২ ॥

ললামাক্ষ-ফালাং \* লসদ্-গান-লোলাং,

স্বভক্তৈকপালাং যশঃশ্রীকপোলাম্ ।

করে ত্বক্ষমালাং কনৎ-† প্রতুলীলাং,

ভজে শারদাস্বামজ্যস্রং মদস্বাম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—বাহার ললাট কস্তুরী-তিলকে অঙ্কিত, উত্তম সঙ্গীতে যিনি  
আকৃষ্টা হইলেন, যিনি স্বীয় ভক্তবৃন্দের একমাত্র রক্ষাকর্ত্রী, বাহার ( স্বচ্ছ ) কপোল-  
স্থল মূর্ত্তিমতী যশঃশ্রী, বাহার হস্তে অক্ষমালা, বাহার প্রাচীন লীলাবলি সমুজ্জ্বল,  
আমার জননীরূপিণী জগন্মাতা সেই শারদাকে নিরন্তর ভজনা করি ॥ ৩ ॥

সুসীমন্তবেগীং দৃশা নির্জিজ্ঞৈতীগীং,

রগৎকীরবাগীং নমদ্বজ্রপাণিম্ ।

সুধামসুরাস্রাং মুদা চিস্ত্যবেগীং,

ভজে শারদাস্বামজ্যস্রং মদস্বাম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—বাহার সীমন্ত-বেগী মনোরম, বাহার নয়নশোভায় মৃগী পরা-  
জিত, শুক-পক্ষিকুলের মুখে বাহার কথা ধ্বনিত হইতেছে, বজ্রধারী দেবেস্র বাহাকে  
প্রণাম করেন, বাহার বদন অমৃতে পরিপূর্ণ, ভক্তবৃন্দ বাহার বেগীকে হর্ষসহকারে  
ধ্যান করে, আমার জননী জগন্মাতা সেই শারদাকে নিরন্তর ভজনা করি ॥ ৪ ॥

**বিশেষত্ব কথা ।**—‘মুদা চিস্ত্যবেগীং’ ইহার অনুবাদে বেগী শব্দেই ব্যবহৃত  
হইয়াছে, দেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-ধ্যানের বিধি থাকায় বেগীধ্যান অসঙ্গত নহে ।

অথবা “অচিস্ত্য বেগীং” এইরূপ পদচ্ছেদ হইবে, বেগী শব্দের অর্থ নদীর ধারা  
বা প্রবাহ । যে পবিত্র প্রবাহ মানবের চিন্তার অতীত, তিনি সেই মন্মাকিনী-  
প্রবাহরূপা এবং আনন্দময়ী ।

\* ‘ললামাক্ষফালাং’—পাঠান্তর ।

† ‘কনৎ’—পাঠান্তর ।

সুশাস্তাং সুদেহাং দৃগন্তে কচাস্তাং,

লসৎসল্লতান্ধীমনস্তামচিস্ত্যাম্ ।

স্মরৎ-তাপসৈঃ সঙ্গপূর্বস্থিতাস্তাং, \*

ভজে শারদাস্বামজত্ৰং মদস্বাম্ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি সুশাস্ত-প্রকৃতি, বাহার কলেবর কমনীয়, বাহার নেত্রপ্রাস্ত কেশাস্তম্পর্শী, অলকদাম-সংলগ্ন বাহার সত্যস্বরূপ, অঙ্গবলী শোভাসম্পন্ন, বাহার অন্ত নাই, যিনি স্মরণপরায়ণ তাপসগণেরও অচিস্তনীয়, সৃষ্টির পূর্বেও যিনি স্বরূপে অবস্থিতা, আমার জননীরূপিণী জগন্মাতা সেই শারদাকে নিরন্তর ভজনা করি ॥ ৫ ॥

কুরঙ্গে তুরঙ্গে মৃগেন্দ্রে খগেন্দ্রে,

মরালে মদেভে মহোক্ষেহধিরুঢ়াম্ ।

মহত্যাং নবম্যাং সদাসামরূপাং,

ভজে শারদাস্বামজত্ৰং মদস্বাম্ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি ( বায়ুরূপে ) মৃগে, ( সূর্য্যরূপে ) অশ্বে, ( ছর্গারূপে ) সিংহে, ( বিষ্ণুরূপে ) গরুড়ে, ( ব্রহ্মারূপে ) হংসে, ( ইন্দ্ররূপে ) মত্তহস্তীতে এবং শিবরূপে মহাবৃষে আরোহণ করেন, অথচ যিনি অরূপা ( নিরাকারা ) এবং মহা-নবমীতে নিত্য আসীনা, আমার জননীরূপিণী জগন্মাতা সেই শারদাকে নিরন্তর ভজনা করি ॥ ৬ ॥

জ্বলৎকাস্তিভঙ্গিঃ জগন্মোহনান্ধীং,

ভজে মানসাস্তোজসুভ্রাস্তভূঙ্গীম্ ।

নিজস্তোত্রসঙ্গীতনৃত্যপ্রভান্ধীং,

ভজে শারদাস্বামজত্ৰং মদস্বাম্ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—বাহার কাস্তি-লহরী উজ্জ্বল, দেহবাষ্টি বাহার বিশ্বপ্রপঞ্চকে বিমোহিত করে, যিনি মানসকমলচারিণী ভূঙ্গরূপিণী, নিজস্বতি, সঙ্গীত ও নৃত্য বাহার প্রকাশের অঙ্গ, আমার জননী বিশ্বমাতা সেই শারদাকে নিরন্তর ভজনা করি ॥ ৭ ॥

\* সঙ্গঃ, মেলনঃ অঙ্গসংহানিঃ,—মায়াসম্বন্ধ ইতি বাবৎ তেন সৃষ্টিকপলক্যাতে । সর্গ ইতি পাঠ্যপটোৎপন্নঃ । ( সংস্কৃতটীকা )

ভবাস্তোজনেত্রাজসংপূজ্যমানাং,

লসন্মন্দহাসপ্রভাবস্তু চিহ্নাম্ ।

চলচ্ছলাচারুতটিককর্ণাং,

ভজে শারদাস্বামজস্রং মদস্বাম্ ॥ ৮ ॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীগোবিন্দ-ভগবৎ-

পূজ্যপাদ-শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ

শ্রীশারদাভূজঙ্গপ্রয়াতটিকং সম্পূর্ণম্ ।

অনুবাদঃ—মহেশ্বর, পদ্মপলাশলোচন হরি ও ব্রহ্মা ষাঁহার অর্চনা করেন, ষাঁহার বদনমণ্ডল মৃদু মৃদু হাস্যচ্ছটায় সদা লঙ্কিত, সৌদামিনী-রমণীয় তটিক-ভূষণ ষাঁহার কর্ণে দোহলায়মান, আমার জননীরূপা বিশ্বজননী সেই শারদাকে নিরন্তর ভজনা করি ॥ ৮ ॥

শারদাভূজঙ্গপ্রয়াতটিক-স্তোত্র সমাপ্ত ।

## অষ্টাষ্টকম্

চেটী-ভবন্-নিখিল-খেটী-কদম্ব-তরু-বাটীষু নাকি-পটলী-

কোটীর-চাক্রতর-কোটী-মণী-কিরণ-কোটী-করশ্চিত-পদা ।

পাটীর-গন্ধ-কুচ-শাটী কবিত্ব-পরিপাটীমগাধিপত্নতা

ঘোটী-কুলাদধিক-ধাটী মুদার-মুখ-বীটী-রসেন তনুতান্ ॥ ১ ॥

সংস্কৃত-বিশ্বম-পদ-ব্যাখ্যা ।—চেটী—দাসী । খেটী—খেচরী  
সুরললনা ইত্যর্থঃ । নাকিপটলী—দেবসমূহঃ । কোটীরঃ—কিরীটম্ । কোটী—  
অগ্রম্, উৎকর্ষো বা । দ্বিতীয়কোটিশব্দঃ শতলক্ষসংখ্যাবাচকঃ । করশ্চিতং—  
খচিতম্ । পাটীরশব্দকনম্ । ধাটী—শক্রসমুখগমনম্ স্বরিতং প্রতিবন্ধিনং—  
প্রত্যাগমনমিতি বাবৎ । বীটী—তাম্বূলম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদঃ—যে কদম্ব-বৃক্ষবাটিকার নিখিল খেচরললনা (দেবাদি-  
ব্রহ্মণী) দাসীরূপে নিযুক্তা, তথায় অমরবৃন্দ-কিরীট-নিচয়ের কমলীরাপ্রভাগস্থিত

অসংখ্য মণিকিরণে ষাঁহার চরণ খচিত, ষাঁহার স্তনাচ্ছাদনবস্ত্র চন্দন-গন্ধযুক্ত, সেই গিরিরাজনন্দিনী নিজ-মুখ-(চকিত) তাম্বূল-রস-প্রসাদ প্রদান দ্বারা (সম্ভরতার) বড়বাকুলের অপেক্ষা অধিক প্রতিপক্ষ-আক্রমণ-সমর্থ (মদীয়) কবিত্বশক্তি সম্পাদন করুন, অর্থাৎ তাঁহার প্রসাদে আমি যেন দ্রুত কবিতা-রচনায় সমর্থ হই, এবং সেই দ্রুত রচনায় আমার তুল্য কেহ না থাকে ॥ ১ ॥

কূলাতিগামি-ভয়-তূলা-বলি-জ্বলন-কীলা নিজ-স্তুতি-বিধা  
কোলাহল-ক্ষপিত-কালামরী-কুশল-কীলাল-পোষণনভাঃ ।  
শূলা কুচে জলদনীলা কচে কলিত-লীলা কদম্ব-বিপিনে  
শূলায়ুধ-প্রগতি-শীলা বিভাভু হৃদি শৈলাধিরাজ-তনয়া ॥ ২ ॥

সংস্কৃত বিষম-পদ-ব্যাখ্যা ।—কুলেতি ।—‘কূলাতিগামি’ দ্রুতরং ভয়মেব তূলাবলিঃ তুলরাশিঃ ; তত্র জ্বলনকীলা অগ্নিশিখাস্বরূপা । নিজস্তুতীত্যাदि । স্তুতি-পরায়ণ-স্বরললনা-কুশলরূপ-সলিলবর্ষণে নভোমাসতুল্যা । নভা ইতি শ্রাবণ-মাস-নাম ॥ ২ ॥

অনুবাদ ।—যিনি অপার-ভয় (সংসার-সাগর-ভীতি) স্বরূপ-তুলরাশির দাহে অগ্নিশিখা, যিনি নিজস্তুতি-কোলাহলে কালঘাপনকারিণী অমররমণীগণের কল্যাণবারিবর্ষণে শ্রাবণমাসতুল্যা, পীনস্তনী, ঘননীলকুস্তলা, কদম্ববন-বিহারিণী, শঙ্করপ্রীতিপরায়ণা সেই গিরিরাজনন্দিনী (আমার) হৃদয়ে বিরাজমানা হউন ॥২॥

যত্রাশয়ো লগতি তত্রাগজা বসতু কুত্রাপি নিস্তল-শুকা  
মূত্রাম-কাল-মুখ-সত্রাশন-প্রকর-সুত্রাণকারি-চরণা ।  
ছত্রানিলাতিরয়-পত্রাভিরাম-গুণ-মিত্রামরী-সম-বধুঃ  
কুত্রাসদৃশ্যনি-বিচিত্রাকৃতিঃ সুরিত-পুত্রাদি-দান-নিপুণা ॥৩॥

সংস্কৃত বিষম-পদ-ব্যাখ্যা ।—শুকং—বহুশব্দ । মূত্রামা—ইন্দ্রঃ, কালঃ—যমঃ । সত্রাশনাঃ—দেবাঃ । সুত্রাণং—সুত্রেণ শোভনং বা ব্রহ্মণশ্চ । ছত্রম্—আতপত্রম্ । অনিলাতিরয়ঃ—অনিলবদ্ বেগাতিশয়ঃ পত্রং বাহনং তেষু অতিরাম-গুণাঃ অমরীসমাঃ বধো মিত্রাণি যন্তাঃ । অথবা ছত্রবৃত্তা অতিবেগ-বিধিবাহন-শোভিতা যোগিত্তো যন্তাঃ সহচর্যাঃ । অমর্যাঃ—দেব্যাঃ, সমাঃ—সর্বাঃ বধাঃ ইতি

\* “কুত্রাসদৃশ্যনি”—এই পাঠ বোধে মুদ্রিত পুস্তকে আছে ।

বা বহুব্রীহো পদার্থঃ। কুত্র—পৰ্বতঃ তন্ত্ৰ অসদৃশ্ অমুপমো যো মণিঃ ভষ্মিচ্ছিত্রা  
আকৃতিৰ্ভূতা, ইতি বহুব্রীহিঃ সা চাসৌ বিচিত্রাকৃতিশ্চেতি বা কৰ্ম্মধারয়ঃ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—বাহার ত্রীচরণ, ইন্দ্র যম প্রমুখ দেবগণের সুরক্ষণ করিয়া  
থাকেন, অমরীসদৃশী যদীয় সহচরী ডাকিনী-যোগিনীগণ, ছত্রধারণে, বায়ুবেগ-সদৃশ  
গমনে এবং বাহনচালনে পরম গুণ-সম্পন্ন ; অথবা ছত্রযুক্তা, বায়ুবেগগামি-  
বাহনা, রূপ ও অভিরামগুণসম্পন্ন ; যিনি গিরিরাজের অতুলনীয় রত্নস্বরূপা ও  
অপরূপরূপশালিনী অথবা নানাবর্ণা, সুন্দর পুত্রাদিদানদক্ষা, সেই পার্কর্তী আমার  
মনোমত স্থানে অধিষ্ঠিতা হউন ॥ ৩ ॥

দ্বৈপায়ন-প্রভৃতি-শাপায়ুধ-ত্রিদিব-সোপান-ধূলি-চরণা  
পাপাপহ-স্বমনু-জাপানুলীন-জন-তাপাপনোদ-নিপুণা ।  
নীপালয়া সুরভি-ধূপালকা ছরিত-কূপাহুদধয়তু মাং  
রূপাধিকা শিখরি-ভূপাল-বংশ-মণি দীপায়িকা ভগবতী ॥ ৪ ॥

**সংস্কৃত-বিশ্বম-পদ-ব্যাখ্যা।**—‘শাপায়ুধাঃ’—ঋষয়ঃ । ‘ত্রিদিব—  
সোপানং’ স্বর্গারোহণসাধনং ‘ধূলিঃ’ রেণুর্ঘ্রয়োঃ তৌ ‘চরণৌ’ দ্বৈপায়নপ্রভৃতিষু ঋষিষু  
যন্তাঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—দ্বৈপায়ন প্রভৃতি ঋষিগণের দেবিত যদীয় চরণের ধূলি  
স্বর্গারোহণের সোপান ; যিনি পাপবিনাশন নিজমন্ত্ররূপে নিরত জনগণের ত্রিতাপ-  
নাশে নিপুণা, কদম্ববননিলায়া ধূপ-সুরভি-অলক-বিরাজিতা রূপাতিশয়শালিনী, সেই  
গিরিরাজকুলের রত্নদীপসদৃশী ভগবতী আমাকে ছরিত-কূপ হইতে উদ্ধার  
করুন ॥ ৪ ॥

যালীভিরাত্মতনুতালী-সকৃৎ-প্রিয়-কপালীষু খেলতি ভয়-  
ব্যালী-নকুল্যাসিত-চুলীভরা চরণধূলীলষন্-মুনিবরা । \*  
বালীভূতি অবসি তালীদলং বহতি যালীক-শোভি-তিলক।  
সালীকরোতু মম কালী মনঃ স্বপদ-নালীক-সেবন-বিধৌ ॥ ৫ ॥

**সংস্কৃত-বিশ্বম-পদ-ব্যাখ্যা।**—আয়নন্তরী যুধী বা তালী  
করতলসংযোগঃ তয়া সকৃৎ প্রিয়স্য কপালীষু বর্পরখণ্ডেযু আলীতিঃ সখীতিঃ সহ  
বা খেলতি । এতেন বাল্যলীলা স্মৃতিত। ভয়ব্যালী নকুলী, ভয়নাশিনীত্যর্থঃ ।

‘লসমুনিবরা’ পাঠান্তর ।



বাণীভূতি—ভূষণবতি, তালীদলং—তালপত্রম্ । অলীকং—ললাটম্ । অলীকরোতু—ভ্রমরীকরোতু । নালীকং পদ্মম্ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি আপনার ক্ষুদ্র করতলতালীর সঙ্কট প্রীতিসংযোগ-প্রাপ্ত খর্পরথণ্ডে সখীগণসহ খেলা করেন, ( অথচ ভক্তগণের ) ভগ্নস্বরূপভূজগী-বিনাশে যিনি নকুলী, মুনিগণ যাহার পদধূলির অভিলাষী, যাহার ( শৈশবে ) অদীর্ঘ কেশপাশ ভ্রমরকৃষ্ণ, অলঙ্কৃত কর্ণে তালীপত্র দোহুলায়মান, ললাট-পট্টে তিলক শোভিত, সেই কালী আমার মনকে নিজ চরণকমল-সেবন-কার্যে ভ্রমর সদৃশ করুন ॥ ৫ ॥

শৃঙ্খাক রে বপুষি কঙ্কাল-ঃ রক্ত-পুষি কঙ্কাদি-পক্ষিবিষয়ে  
ত্বঙ্কামনাময়সি কিস্কারং হৃদয়-পক্ষারিমেহি গিরিজাম্ ।  
শঙ্কা-শিলা-নিশিত-টঙ্কায়মান-পদ-সং কাশমান-স্মনো-  
বক্ষারি-মান-ততিমঙ্কানুপেত-শশি-সঙ্কশিবক্ত-কমলাম্ ॥ ৬ ॥

**সংস্কৃত-বিষয়-পদ-ব্যাখ্যা ।**—শৃঙ্, কাক, রে ইতি ছেদঃ । শৃঙ্ নীচঃ, কাকঃ অতিধৃষ্টঃ, সম্বোধনপদদ্বয়ম্ ; তচ্চ স্বং প্রতি বা সংসারিণং প্রপন্নং প্রতি বা প্রযুক্তম্ । রে ইতি নীচ-সম্বোধন-ছোতকমব্যয়-পদম্ । কঙ্কাদি-পক্ষি-ভক্ষ্য-হস্তিরক্তযুক্তে বপুষি কথং ত্বং কামনাম্ অয়সি প্রাপ্নৌষীতি তদর্থঃ । শঙ্কা-ভয়ং শিলেব । টঙ্কঃ পাষণভেদি শব্দম্ । তৎস্বরূপে পদে সঙ্কাসমানাঃ বিরাজমানাঃ স্মনসো দেবাঃ । সকলভয়-বিনাশনঘদীয়-চরণ-শরণ-দেবানাং স্তবধ্বনিবহলা সিংহ-নাদযুক্তা বা .মান-ততি-মহিমাবলিঃ পূজাপর্যায়ো বা যন্ত্রাস্তামকলঙ্কচক্রমুখীং অস্তঃপাপনাশিনীং গিরিজাং প্রপত্ত্বশ্চেতি কেষাকিৎ পদানাং কৃত্যদ্যয়ানাং প্রতিশব্দা-খ্যানম্ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—রে ( আমার ) অতিধৃষ্ট নীচ ( মন ), অস্থি ও রক্তযুক্ত কঙ্ক-প্রভৃতি পক্ষিগণের লোভনীর দেহে কি কারণে অল্পরাগযুক্ত হইতেছে ? ভীতিপাষণচ্ছেদনে, শানিত টঙ্কতুলা, বদীর চরণসমীপে বিরাজিত দেববৃন্দ-বঠবন্ধারে যাহার মান বিস্তৃত, সেই অকলঙ্কশিবদনা অস্তরের পাপনাশিনী গিরিজার আশ্রয় গ্রহণ কর ॥ ৬ ॥

কন্ধ্যা \* বতীব সম-বিড়ম্বা গলেন নবতুস্মাত-বীণ-সবিধা  
শম্বাহুলেয়-শশি-ভ্রাম-মুখ-সম্বাধিত-স্তন-ভরা ।  
অম্বা কুরঙ্গমদজম্বাল-রোচিরিহ লম্বালকা দিশতু মে  
বিস্বাধরা বিনত-শম্বায়ুধাদি-নিকরম্বা কদম্ব-বিপিনে ॥ ৭ ॥

সংস্কৃতবিশ্বম-পদ-ব্যাখ্যা ।—গলেন—কঠেন, কন্ধ্যো—শম্বে,  
অতীব সমঃ বিড়ম্বঃ অম্বুকরণং সংস্থানং বা যন্তাঃ, কন্ধ্যুঃ যন্তাঃ কঠদেশমাশ্রিত্য  
অম্বুকরণমতিসাম্যেন কনোতি ইতি ভাবঃ । তুস্মশোভিতা বীণা যন্ত ইতি শিবপক্ষে ।  
যন্তেতি স্থানপক্ষে । তুস্মাতবীণঃ শিবঃ স সবিধঃ সমীপবর্তী যন্তাঃ, অথবা তুস্মাতবীণঃ  
সবিধঃ সমীপস্থানং যন্তাঃ । বাহুলেয়ঃ কার্ত্তিকেষুঃ । মে মহং মম বা শং দিশতু ।  
কুরঙ্গমদঃ—কন্তুরিকা । জম্বালঃ পক্ষঃ পক্ষতাপন্ন-কন্তুরিকা-চর্চিতা ইত্যর্থঃ ।  
শম্বাঃ—বজ্রম্ । শম্বায়ুধ—ইন্দ্রঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ।—যাঁহার গলদেশের সুসদৃশ গঠন শম্বে বর্তমান, নবতুস্ম-  
বিরাজিত বীণাধারী শিব যাঁহার সমীপে অবস্থিত, ( অথবা যাঁহার সমীপস্থানই  
ঐরূপ বীণাশোভিত ), যাঁহার স্তনমণ্ডল কার্ত্তিকেষুর শশিবিম্বকমনীয় ষড়্‌বদনচূষণে  
ব্যথাপ্রাপ্ত, স্মৃষ্ট মৃগনাভি-রচিততিলকালঙ্কতা, কদম্ববনে প্রণতইন্দ্রাদি-দেবগণ-  
পরিবৃত্তা দেই জননী লম্বিতালকা, বিস্বাধরা আমার কলাগদাঙ্গিনী হউন ॥ ৭ ॥

ইন্দান-কীর-মণিবন্ধা ভবে হৃদয়বন্ধাবতীব রসিকা  
সন্ধাবতী ভুবন-সন্ধারণেহপ্যমৃত-সিদ্ধাবুদার-নিলয়া ।  
গন্ধানুভান-মুহুরন্ধালি-বীত-কচ-বন্ধা সমর্পয়তু মে  
শঙ্কাম ভানুমপিসন্ধানমাশুপদ-সন্ধানমপ্যগস্ততা ॥ ৮ ॥  
ইতি শ্রীভগবচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিতম্ অষ্টাষ্টকং সমাপ্তম্ ।

সংস্কৃতবিশ্বম-পদ-ব্যাখ্যা ।—ইন্দানেতি । কীরাঃ—কান্দীর-  
প্রদেশঃ—মণিবন্ধঃ—মণিবন্ধপাতস্থানং তন্নাম্ প্রসিদ্ধম্ । ইন্দানাঃ প্রভাবন্তঃ কীরাঃ  
কান্দীরপ্রদেশঃ মণিবন্ধঃ মণিবন্ধপাতস্থানং চ যয়া যন্তা বা কান্দীরপ্রদেশে মণিবন্ধ-  
নাম্নি তৎপাতস্থানে চ সতীকপায়া দেব্যা অজবিশেষপতনে একপক্ষাশংসীঠাস্তর্গ-  
তম্ ইতি ভেদাৎ মহিমোজ্জলম্ । ‘সন্ধাবতী’ স্থিতিমতী সততবুদ্ধা ইত্যর্থঃ ।  
গন্ধানুভানেতি । গন্ধানুভবেন বারংবারং অকীভূতৈরলিকুলৈঃ যন্তাঃ কবরীবন্ধঃ

ব্যাপ্ত ইত্যর্থঃ । সন্ধানমাশ্রিত্য ।—সন্ধ্যা—সন্ধ্যা তত্র যে নমস্তি তে সন্ধানমাঃ  
তৈরাণ্ডপদসন্ধানং পদস্বরূপং পদমেলনং বা যন্ত এবভূতং ধামস্বরূপং ভাস্কমপি  
প্রাপন্নতু ; সূর্য্যদ্বারেণ হি সন্তুগব্রহ্মোপাসকা মুচ্যন্তে ইতি শ্রুত্যর্থোহিত্রাহ্মসঙ্কেতঃ ।  
ভাস্কমপি ইত্যপিকারঃ শ্রমিত্যি কল্যাণমিত্যেনাশ্রুতি, সন্ধানমপি ইত্যপিকারঃ  
ভাস্কমিত্যেনেন, অপিকারো চার্থে । ঐহিকং কল্যাণঞ্চ প্রাপন্নতু মোক্ষার্থং সূর্য্যঞ্চ  
প্রাপন্নতু, উভয়োঃ কালভেদদ্ব্যোতনর্থমিদমপিকারদ্বয়ম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ।—যিনি কাশ্মীরপ্রদেশকে ( কণ্ঠপীঠ করিয়া সারদারূপে )  
ও মণিবন্ধ-নামক স্থানকে ( মণিবন্ধপীঠ করিয়া গায়ত্রীরূপে ) উজ্জল করিয়াছেন,  
যিনি হৃদয়বদ্ধ শিবের অতীব অমুরক্তা, ভুবনধারণে সতত যুক্তা এবং সুধাসিদ্ধ-  
মধ্যে মহানিলয়ে অবস্থিতা ; বাহার কবরীবন্ধকে গন্ধাহুতবে ( পুষ্পভ্রমে ) বারংবার  
মুগ্ধ অলিকুল আবৃত করিতেছে, সেই নগনন্দিনী, আমাকে ( ঐহিক ) মঙ্গলও  
অর্পণ করুন এবং সন্ধ্যাসময়ে প্রণতগণের সংস্মরণীয়-পদ সূর্য্যকে ( অন্তে ) প্রবেশ-  
স্থানরূপে অর্পণ করুন ॥ ৮ ॥

ইতি শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত অষ্টাষ্টক সমাপ্ত ।

## ভবাশ্রয়ক-স্তোত্রম্ ।

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন দাতা,  
ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্তা ,  
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমাস্তে,  
তদেকা গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ভবানি ॥ ১ ॥

অনুবাদ ।—আমার পিতা নাই, মাতা নাই, বন্ধু নাই, দাতা নাই, পুত্র  
নাই, পুত্রী নাই, ভৃত্য নাই, ভর্তা নাই, জায়া নাই, বিদ্যা নাই, বৃত্তিও নাই ; তাই  
হে ভবানি ! আমার একমাত্র তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ১ ॥

ভবাক্রাবপারে মহাহুঃখ-ভীরুঃ,

পপাত \* প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ ।

কুসংসারপাশ-প্রবন্ধঃ সদাহং,

গতিস্বং গতিস্বং গতিস্বং ভবানি ॥ ২ ॥

অনুবাদ ।—আমি অতীব কাগার্ত, প্রলুব্ধ, নিরন্তর কুসংসারজালে সংবদ্ধ, মহাহুঃখে ভীরু ; (কিন্তু) প্রমত্ত হইয়া অপার ভবসাগরে (জানি না কতকাল) পতিত হইয়াছি । (এখন) হে ভবানি ! (আমার) তুমিই গতি, তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ২ ॥

ন জানামি দানং ন চ ধ্যান-যোগং,

ন জানামি তত্ত্বং ন চ স্তোত্র-মন্ত্রম্ ।

ন জানামি পূজাং ন চ শ্রাসযোগং,

গতিস্বং গতিস্বং গতিস্বং ভবানি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ।—আমি দান (অর্পণবিধি বা শুদ্ধি) জানি না, ধ্যানযোগ জানি না, তত্ত্ব জানি না, স্তোত্রমন্ত্র জানি না, অর্চনা জানি না, শ্রাসযোগও অবগত নহি ; হে ভবানি ! (আমার) তুমিই গতি, তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ৩ ॥

ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং,

ন জানামি মুক্তিং লয়ং বা কদাচিৎ ।

ন জানামি ভক্তিং ত্রতং বাপি মাত-

র্মমৈকা গতিস্বং গতিস্বং ভবানি † ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ।—আমি কোন কালেই পুণ্য অবগত নহি, তীর্থ অবগত নহি, মুক্তি অবগত নহি, লয়যোগ অবগত নহি, ভক্তি অবগত নহি, ত্রতও অবগত নহি । হে ভবানি ! আমার একমাত্র তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ৪ ॥

কুকর্মা কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ,

কুলাচার-হীনঃ কদাচার-লীনঃ ।

কুদৃষ্টিঃ কুবাক্য-প্রবন্ধঃ সদাহং,

মমৈকা গতিস্বং গতিস্বং ভবানি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ।—আমি কুকর্মে লিপ্ত, কুসংসর্গী, কুমতি, কুভৃত্য, কুলাচার-

\* ‘প্রপাত’ পাঠ কচিং দেখা যায়।

† ‘গতিস্বং গতিস্বং মমৈকা ভবানি’ এই পাঠান্তর পরবর্তী শ্লোকগুলিতে আছে।

বর্জিত, কদাচারপরাগণ, কুদৃষ্টিযুক্ত ও কুবাক্যরচনার নিরত । হে ভবানি !  
আমার একমাত্র তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ৫ ॥

প্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশং,

দিনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিৎ ।

ন জানামি চান্যং সদাহং শরণ্যে,

মমৈকা গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ভবানি ॥ ৬ ॥

অশ্লুবাদ ।—হে শরণ্যে ! হর, হরি, ব্রহ্মা, দেবেজ, দিবাকর, নিশাকর  
বা অত্র কাহাকেও আমি কদাচ অবগত নহি । হে ভবানি ! আমার একমাত্র  
তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ৬ ॥

বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে,

জলে চানলে পর্বতে শত্রুগণে ।

অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি,

মমৈকা গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ভবানি ॥ ৭ ॥

অশ্লুবাদ ।—হে শরণ্যে ! কি বিবাদক্ষেত্রে, কি বিষাদসময়ে, কি  
প্রমাদে, কি বিদেশে, কি জলগর্ভে, কি অগ্নিতে, কি পর্বতে, কি অগ্নিমধ্যে, কি  
অরণ্যে, সর্বত্র সর্বদা তুমি আমার রক্ষাবিধান কর । হে ভবানি ! আমার  
একমাত্র তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ৭ ॥

অনাথো দরিদ্রো জরারোগ-যুক্তো,

মহাক্ষীণ-দীনঃ সদা-জাদ্যবস্তুঃ ।

বিপত্তৌ প্রবিষ্টঃ প্রণষ্টঃ সদাহং,

মমৈকা গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ভবানি ॥ ৮ ॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দ-ভগবৎ-পূজ্যপাদ-  
শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ ভবান্যষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

অশ্লুবাদ ।—আমি অনাথ, দরিদ্র, জরারোগী, অতিক্ষীণ ও দীন ;  
আমার মুখ সদা জড়তাপূর্ণ ; আমি নিরন্তর বিপদে নিপতিত হইয়া প্রণষ্ট অবস্থায়  
আছি । হে ভবানি ! আমার একমাত্র তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ৮ ॥

ইতি শঙ্করাচার্য্যকৃত ভবান্যষ্টকস্তোত্রং সম্পূর্ণ ।

## ভবানীভূজঙ্গ-স্তোত্রম্

ষড়াধার-পঙ্কেরুহান্তবিরাজৎ-

স্বষ্মান্তরালেহতিতেজোলসন্তীম্ \* ।

সুধামণ্ডলং দ্রাবয়ন্তীং পিবন্তীং,

সুধামূর্ত্তিমীড়ে চিদানন্দরূপাম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি মূলধারাদি ষট্চক্রস্থিত পদ্মমধ্যে শোভমানা স্বষ্মা-নারী  
নাড়ীর অন্তরালে বিপুলতেজে সমুদ্ভাসিতা, যিনি সহস্রদলকমলগত সুধামণ্ডল  
দ্রাবিত করিয়া সেই সুধাপানে নিরত আছেন, সেই সুধাময় মূর্ত্তিধারিণী চিদানন্দরূপা †  
( ব্রহ্মময়ী ) ভবানীকে স্তব করি ॥ ১ ॥

জ্বলৎ-কোটি-বালার্ক-ভাসারুণাঙ্গীং,

সুলাবণ্য-শৃঙ্গার-শোভাভিরামাম্ ।

মহাপদ্ম-কিঞ্জল্ক-মধ্যে বিরাজৎ-

ত্রিকোণে নিষগ্নাং ভজে শ্রীভবানীম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—নবোদিত কোটি সূর্য্যের গ্রায় উজ্জল-আভাষ যাহার  
অঙ্গসমূহ অরুণ-বর্ণ, অপূর্ণ লাবণ্য ও বেশ-বিশ্বাস-শোভায় যিনি পরমরমণীয়া,  
মূলধারমহাপদ্মে ত্রিকোণমণ্ডলে যিনি বিরাজমানা, সেই দেবী শ্রীভবানীকে আমি  
ভজনা করি ॥ ২ ॥

কৃণৎ-কিঙ্কিণী-নৃপুরোদ্ভাসি-রত্ন-

প্রভালীড়-লাক্ষাদ্র'-পাদাঙ্গ-যুগ্মম্ ।

অজেশাচ্যুতাত্মৈঃ স্তরৈঃ সেব্যমানং,

মহাদেবি মন্যুর্দ্ধি তে ভাবয়ামি ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—হে মহাদেবি ! শকাগমান কিঙ্কিণী ও নৃপুরে বিরাজিত রত্ন-  
প্রভায় রঞ্জিত ও লাক্ষারস-সিক্ত এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি সুরবৃন্দ-সেবিত  
তোমার চরণকমলবৃন্দ মদীর মতকে ধ্যান করি ॥ ৩ ॥

\* 'তেজোলসন্তীম্' বাণিকিলাস বৃত্তিত পাঠ।

† চিদানন্দরূপা—ব্রহ্মানন্দ বা জ্ঞানানন্দকেই চিদানন্দ বলে। একমাত্র জ্ঞানময় ব্রহ্মই  
ঐ আনন্দ।

সুশোণাশ্চরাবদ্ধ-নীবী-বিরাজন্-

মহারত্ন-কাঞ্চী-কলাপং নিতম্বম্ ।

স্মুরদক্ষিণাবর্তনাভিঃ চ তিশ্রো

বলীরম্ব তে রোমরাজিঃ ভজেহহম্ ॥ ৪ ॥ \*

**অনুবাদ :**—হে জননি ! তোমার সুরক্ত হৃকূল-সংবৃত কটিদেশে বিরাজিত মহারত্নময় কাঞ্চীকলাপে (চক্রহার) শোভিত নিতম্বদেশ, দক্ষিণাবর্ত-বিরাজিত নাভি, ত্রিবিধ এবং রোমাবলিকে ভজনা করি ॥ ৪ ॥

লসদ্বৃন্তমুত্তুঙ্গ-মাণিক্য-কুন্তো-

পমশ্রি স্তনদ্বন্দ্বমম্বাস্থজাক্ষি ।

ভজে দুগ্ধপূর্ণাভিরামং তবেদং,

মহাহার-দীপ্তং সদা প্রস্নুতাস্তম্ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ :**—হে কমল-নয়নে জননি, (আমি তোমার তনয়) তোমার সুরক্ত, উচ্চ ও রত্নময় ঘটদৃশ ত্রীসম্পন্ন উৎকৃষ্ট হার-বিরাজিত (সস্তানবাৎসল্যে) দুগ্ধস্রাবী অকুরন্ত দুগ্ধের আধার ঐ স্তনযুগল ভজনা করি ॥ ৫ ॥

শিরীষ-প্রসূনোল্লসদ-বাহুদগৈ-

জ্বলদ-বাণ-কোদণ্ড-পাশাক্ষুশৈশ্চ ।

চলৎ-কঙ্কণোদার-কেয়ূর-ভূষো-

জ্বলন্তিলসন্তীং ভজে শ্রীভবানীম্ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ :**—তাম্র ধনুর্কাণ, পাশ ও অকুশ-যুক্ত, চঞ্চল কঙ্কণে ও দিব্য কেয়ূরভূষণে উজ্জল, শিরীষ-কুমুম-কোমল বাহুলতা-চতুর্ভুজ দ্বারা শোভমানা শ্রীভবানীকে ভজনা করি ॥ ৬ ॥

শরৎ-পূর্ণচন্দ্র-প্রভা-পূর্ণ-বিশ্বা-

ধর-স্মের-বক্তারবিন্দাং সুশাস্তাম্ ।

সুরভাবলী-হার-তাটঙ্ক-শোভাং,

মহাসুপ্রসম্মাং ভজে শ্রীভবানীম্ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ :**—বাহার সহস্র বিধাধর-যুক্ত মুখারবিন্দ শরৎকালীন-পূর্ণচন্দ্র

\* 'বলীরম্ব রোমাবলিঃ তে ভজেহহম্' শুদ্ধপাঠ ।

সদৃশ সৌন্দর্য্যে বিমণ্ডিত, যিনি পরমা শাস্তির আশ্রয়, দিব্যরত্নরাজিখচিত হার  
ও তাটকবিভূষণে যিনি শোভমানা এবং অতীব সুপ্রসন্না, সেই শ্রীভবানীদেবীকে  
ভজনা করি ॥ ৭ ॥

সুনাশাপুটং সুন্দর-ক্র-ললাটং,

তর্বোষ্ঠপ্রিয়ং দান-দক্ষং কটাক্ষম্ ।

ললাটে লসদগন্ধ-কন্তুরিভূষণং,

স্মুরচ্ছ্রীমুখান্তোজমীড়েহহমস্ম ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ।—হে মাতঃ ! তোমার অতীব রমণীয় নাশাপুট, সুন্দর ক্র,  
ললাট, ওষ্ঠের শ্রী, অতীষ্টদানে সুদক্ষ কটাক্ষ এবং চন্দন ও কন্তুরিকা-ভূষিত  
ললাটদেশ-সমুদ্ভাসিত শ্রীমুখকমলের স্তব করি ॥ ৮ ॥

চলৎ-কুস্তলাস্তভ্রমদ্-ভৃঙ্গ-বৃন্দং

ঘন-স্নিগ্ধ-ধন্মিল্ল ভূষোজ্জ্বলং তে ।

স্মুরমৌলি-মাণিক্য বন্ধেন্দুরেখা-

বিলাসোল্লসদ্বিব্যমূর্দ্ধানমীড়ে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ।—( জননি ) সৌরভলোভ-বিভ্রান্ত ভ্রমরকূলে অন্তঃশোভিত  
চঞ্চল কুস্তলে বিরাজিত, মসৃণ-বেণী-অলঙ্কারে সমুদ্ভাসিত, কিরীটস্থিত উজ্জ্বল  
মাণিক্যসংসৃষ্ট শশিকলা-বিলাসোল্লসিত তোমার ঐ দিব্য মস্তকপ্রদেশের স্তব  
করি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীভবানি স্বরূপং তবেদং,

প্রপঞ্চাৎ পরং চাতিসূক্ষ্মং প্রসন্নম্ ।

স্মুরত্বম্ ডিম্বম্ মে হৃৎসরোজে,

সদা বাহ্যয়ং সর্ববতেজোময়ং চ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ।—হে জননি ভবানি ! স্বদীয় এই স্বরূপ—বিশ্বপ্রপঞ্চের  
অতীত, অতীব হৃৎসর, প্রসন্ন, পঞ্চাশদ্বর্ণময় ও নিরন্তর অসীম তেজো-  
রাশিতে সমুদ্ভাসিত ; আমি তোমার বালক, আমার হৃদয়পদ্মে ইহা স্মৃতিত  
হউক ॥ ১০ ॥



গণেশাভিমুখ্যাখিলৈঃ শক্তিঃ স্বন্দৈ-

বৃত্তাং বৈ ক্ষুদ্রাচ্চৈবোন্নসস্তীম্ ।

পর্যং রাজরাজেশ্বরী ত্রৈপুরি স্থাং,

শিবাক্ষোপরিস্থাং শিবাং ভাবয়ামি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ :- হে রাজরাজেশ্বরী ত্রৈপুরি-দেবি ! তুমি গণেশাভিমুখী নিখিল শক্তিসমূহে পরিবৃত্তা, সমুজ্জ্বল 'ত্রৈচক্র' নামে প্রসিদ্ধ চক্ররাজে বিরাজমানা, ও মহেশ্বরের অঙ্কদেশে অবস্থিতা পরমা শিবা, তোমাকে আমি ধ্যান করি ॥ ১১ ॥

ত্বমর্কস্থমিন্দুস্তমগ্নিস্তমাপ-

স্তমাকাশভূ-বায়বস্ত্বং মহত্ত্বম্ ।

ত্বদন্তো ন কশ্চিৎ প্রপঞ্চোহস্তি সর্বং,

ত্বমানন্দসংবিৎ সদা স্থাৎ \* ভজেহহম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ :- তুমিই সূর্য্য, তুমিই চন্দ্র, তুমিই বহ্নি, তুমিই জল, তুমিই আকাশ, তুমিই ভূ, তুমিই অনিল এবং তুমিই মহত্ত্ব, তুমি অখিলরূপিনী, তুমি ভিন্ন কোন-রূপ প্রপঞ্চ নাই, তুমি আনন্দরূপিনী ও চিৎস্বরূপা, তোমাকে আমি ভজনা করি ॥ ১২ ॥

শ্রুতীনাংগম্যে স্তবেদাগমস্তা

মহিন্মো ন জানন্তি পারং তবান্ধ ।

স্তুতিং কৰ্ত্তৃমিচ্ছামি তে ত্বং ভবানি,

কমশ্বেদমত্রে প্রমুগ্ধঃ কিলাহম্ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ :- মাতঃ ! তুমি শ্রুতিসমূহের অজ্ঞেয়, বেদ ও আগমে অভিজ্ঞ- (মুনি)গণ তোমার মহিমার সীমা অবগত নহেন, হে ভবানি, আমি মূঢ়মতি, আমি যে তোমার স্তুতিবাদে অভিলাষী হইয়াছি, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা কর ॥ ১৩ ॥

গুরুস্ত্বং শিবস্ত্বং চ শাস্ত্রৈশ্চৈব,

ত্বমেবাসি মাতা পিতা চ ত্বমেব ।

ত্বমেবাসি বিগ্ধা ত্বমেবাসি বন্ধু-

গতিমে' মতির্দেবি সর্বং ত্বমেব ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ :- দেবি ! তুমি গুরু, তুমি শিব, তুমিই শক্তি, তুমিই জননী,

\* 'স্বরূপাং'—পাঠও দৃষ্ট হয় ।

তুমিই জনক, তুমিই বিজ্ঞা, তুমিই বন্ধু, আমার গতি ও মতিও তুমি, তুমিই  
( আমার ) সব ॥ ১৪ ॥

শরণ্যে বরণ্যে স্বকারণ্যমূর্তে,

হিরণ্যোদরাটৌরগম্যে স্থপুণ্যে ।

ভবারণ্যভীতেশ্চ মাং পাহি ভদ্রে,

নমস্তে নমস্তে নমস্তে ভবানি ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ।—হে শরণ্যে ! হে বরণ্যে ! হে পরমকরণ্যময়মূর্তে ! হিরণ্য-  
গর্ভাদি কেহই তোমাকে বুঝিতে সমর্থ নহেন । হে স্থপবিত্ররূপে, হে মঙ্গলময়ি !  
সংসারারণ্য-সম্ভ্রাস হইতে আমাকে রক্ষা কর, হে ভবানি ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ  
( তিনবার ) নমস্কার করি ॥ ১৫ ॥

ইতীমাং মহাশ্রীভবানীভূজঙ্গ-

স্তুতিং যঃ পঠেদভ্যক্তিকৃত্যুস্তশ্চ তস্মৈ ।

স্বকীয়ং পদং শাস্বতং বেদসারং,

ত্রিয়ং চাষ্টসিদ্ধিং ভবানী দদাতি ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ ।—যে ব্যক্তি ভক্তি-সম্বিত হইয়া এই মহাশ্রীযুক্ত ভবানীভূজঙ্গ  
স্তোত্র পাঠ করে, দেবী ভবানী তাহাকে বেদসারভূত নিজ নিত্যপদ, অষ্টসিদ্ধি-  
যুক্ত শ্রী প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

ভবানী ভবানী ভবানী ত্রিবার-

মুদারং মুদা সর্বদা যে জপন্তি ।

ন শোকো ন মোহো ন পাপং ন ভীতিঃ,

কদাচিৎ কথঞ্চিৎ কুতশ্চিচ্ছঙ্কনানাম্ ॥ ১৭ ॥

ইতি পদ্মহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগে বিম্ব-ভগবৎ-

পূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতঃ কৃতৌ

শ্রীভবানীভূজঙ্গস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

অনুবাদ ।—বাহার্য নিরন্তর আনন্দ সহকারে ‘ভবানী, ভবানী, ভবানী’  
এই নাম বারত্ৰয় উদারভাবে জপ করে, কখনও কোনও স্থানে তাহাদিগকে কিছু-  
মাত্র শোক প্রাপ্ত হইতে হয় না, তাহাদিগের মোহ বিস্তমান থাকে না, পাপ  
থাকিতে পারে না এবং তাহাদিগের ভীতিও বিস্তমান থাকে না ॥ ১৭ ॥

ভবানীভূজঙ্গ-স্তোত্র সম্পূর্ণ ।

# অন্নপূর্ণা-স্তোত্রম্ ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্য্যরত্নাকরী  
নির্দুতখিলদোষ- \* পাবনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী ।  
প্রালেয়াচল-বংশ-পাবন-করী কাশীপুরাধীশ্বরী,  
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাম্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ১ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি নিরন্তর সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন, হস্তে বর 'ও  
অভয়-মুদ্রা ধারণ করিতেছেন, দাঁহার শরীর সৌন্দর্য্যরত্নাকর যিনি, (ভক্তবৃন্দের সকল  
পাপ ধ্বংস করিয়া তাহাদিগকে পবিত্র করিয়া থাকেন, যিনি সাক্ষাৎ মাহেশ্বরীশক্তি,  
যিনি ( জগদ্বারা ) হিমাচলের বংশ পবিত্র করিয়াছেন, সেই তুমিই কাশীপুরী  
অধীশ্বরী মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা, আমাকে কৰুণা করিয়া ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ১ ॥

**বিশ্বম-পদ-ব্যাখ্যা**—বরাভয়করী—ভরাভয়ে করে যন্তাঃ সা, স্বাক্ষাদি-  
ত্যাদি স্তোত্রণ বৈকল্পিকভীবিধানাৎ, বরাভয়করী, অথবা বরা অভয়করী চেতি  
চ্ছেদঃ, বরা সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠা অভয়করী ভক্তানাং ভয়কারিণী । অশব্দাদেঃ কৃৎঃ শীলার্থে  
টপ্রত্যয়ন সিদ্ধম্ । চিত্তাদ্ ভী । এবমন্তত্র ।

সৌন্দর্য্যরত্নাকরী—সৌন্দর্য্যস্ত রত্নাকরঃ সাগরঃ,—রত্নাকর ইত্যনেন সৌন্দর্য্যো  
রত্নত্বমর্থাদারোপিতম্ । স চ দেব্যাঃ কায়ঃ, তন্ত্বেয়মিত্যাণ্ প্রত্যয়াৎ স্ত্রীত্বে  
ভী । সৌন্দর্য্যরত্নাকরঃ খলু দেব্যাঃ শরীরং তৎসম্বন্ধিনী তদধিষ্ঠাত্রী চিক্রুপা  
দেবতা । অতএব আত্মা দেহীভূত্যাতে । অণ্ প্রত্যয়ঃ বিনা রত্নাকরীতি  
প্রয়োগো নোপপত্ততে । এবং বধাশ্রুতার্থাদীকারে অন্তত্ৰাপি যত্র পদসাধুতা ন  
ভবতি তত্র তৎ সাধুত্বোপপাদনায়েদৃশো মে প্রযত্ন ইতি বোধ্যম্ ।

নানা-রত্ন-বিচিত্র-ভূষণ-করী হেমাম্বরাদেশ্বরী  
মুক্তা-হার-বিলম্ব মান-বিলসদ-বক্ষোজ-কুন্তাস্তরী ।  
কাশ্মীরাগুরু-বাসিতা রুচিকরী † কাশীপুরাধীশ্বরী,  
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাম্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ২ ॥

**পাদ** ।—যিনি নানা প্রকার বিচিত্র রত্ন দ্বারা স্বীয় অঙ্গ ভূষিত

\* 'দোষ' পাঠান্তর ।

† 'কাশ্মীরাগুরুবাসিতারুচিরে' এই পাঠ বাসীবিলাস পুস্তকে আছে ।

করিয়াছেন, স্বর্ণময় বসন সদা ধাহার প্রিয়, ধাহার উচপীন কুচকুন্তে মুক্তাহার  
বিলম্বিত, এবং যিনি অন্তর্ধ্যামিনী, কুঙ্কুম ও অশুরু-সৌরভে আমোদিনী ও দীপ্তি-  
কারিণী সেই তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা, তুমি করুণা করিয়া  
আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ২ ॥

**বিশ্বম-পদ-ব্যাখ্যা**—নানা.. করী,—নানারত্নবিচিত্রাণি ভূষণানি কঙ্কণ-  
কেয়ূরাदीনি করে যন্তাঃ সা, অথবা নানরত্নবিচিত্রভূষণসম্পাদিনী, স্বস্ত বা ভক্তানাং  
বেতি শেষঃ ।

হেমাশ্বরাড়শ্বরী—হেমাশ্বরাড়শ্বরীমুরাগিনী, আশ্বনঃ হেমাশ্বরাড়শ্বরমিচ্ছতি ইতি  
ক্যচি হেমাশ্বরাড়শ্বরীমুরাগাতোঃ কর্ত্তরি কিপি হেমাশ্বরাড়শ্বরীরিতি তেন চ পদেন  
পরপদস্ত বিশেষণেন চেতি কর্ম্মধারয়ঃ । সমাসপূর্বপদত্বাদ্ বিভক্তিলোপঃ ।

মুক্তা...বক্কোজকুন্তাস্তরী—মুক্তেত্যাদি বক্কোজকুন্তা ইত্যন্তমুত্তরপদম্, আন্ত-  
রীতি পৃথগনমস্তপদম্ । মুক্তাহারস্ত বিলম্বো লম্বনং যরোস্তৌ—মানবিলসন্তৌ,  
মানেন পরিমাণেন পরিণাহতুজত্বরূপেণ বিলসন্তৌ বিরাজমানৌ বক্কোজকুন্তৌ  
কুচকলসৌ যন্তাঃ সা, আন্তরী অন্তরম্ অন্তরাশ্চা তন্ত্বেয়ম্, বর্টার্থঃ স্বামিত্বম্,  
অন্তর্ধ্যামিনীত্যর্থঃ । কাশ্মীরং কুঙ্কুমম্ ।

যোগানন্দকরী রিপুক্ষয়করী ধর্ম্মার্থনিষ্ঠাকরী,  
চন্দ্রার্কানলভাসমান-লহরী ত্রৈলোক্যরক্ষাকরী ।  
সবৈশ্বর্য্যসমস্তবাহিতকরী \* কাশীপুরাধীশ্বরী  
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ**—যিনি যোগানন্দবিধায়িনী, শত্রুধ্বংসকরী, ধর্ম্মার্থপূরণকারিণী,  
চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির আভা ধাহার ( প্রভা-সমুদ্ভেদ ) ছোট বড় তরঙ্গমাত্র, ত্রিভুবনের  
রক্ষাকর্ত্ত্রী, ভক্তবৃন্দের বাহিতকরী ও ঐশ্বর্য্যদাত্রী, সেই তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী  
মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা কৃপা করিয়া আমাকে ভিক্ষা দাও ॥ ৩ ॥

**বিশ্বম-পদ-ব্যাখ্যা**—চন্দ্রার্কানল-ভাসমান-লহরী,—চন্দ্রার্কানলভা অস-  
মানা উজ্জ্বলতা নিকৃপমা বা লহর্য্যো যন্তাঃ, তেন দেব্যাঃ প্রভা-সমুদ্ভেদং ব্যঞ্জিতম্ ।  
চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিপ্রভাঃ খলু—প্রভা-সমুদ্ভেদরূপায়াঃ যন্তাঃ বিবিধাকারতরঙ্গবৎ ক্ষুদ্রাংশ-  
ভূতাঃ । ইতি ভাবঃ ।

কৈলাসাচল-কন্দরালয়-করী গৌরী উমা শঙ্করী,  
কৌমারী নিগমার্থ-গোচর-করী \* ওঙ্কার-বীজাকরী ।  
মোক্ষদ্বার-কপাট † পাটন-করী কাশীপুরাধীশ্বরী,  
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী ‡ মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি কৈলাস-পর্বতের কন্দরমধ্যে বাস করেন, যিনি গৌরী, উমা ও শঙ্করী এবং কৌমারীরূপা, যিনি উপযুক্ত সাধককে শাস্ত্রপ্রতিপাত্ত অতীন্দ্রিয় বিষয়েরও প্রত্যক্ষদ্রষ্টা করেন, প্রণব ধাঁহার বীজ, যিনি ব্রহ্মশক্তি, এবং মোক্ষধামের দ্বারস্থ কবাট যিনি উদ্বাটন করেন, সেই তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা, আমাকে করুণা করিয়া ভিক্ষা দাও ॥ ৪ ॥

**বিশ্বম-পদ-ব্যাখ্যা**—নিগমার্থগোচরকরী,—নিগমার্থগোচরঃ নিগমার্থ-বিষয়ঃ শাস্ত্রৈকগম্যো বিষয়ো মোক্ষঃ তং কৰোতি সাধয়তি ভাস্কনামিতি শেষঃ । অথবা নিগমার্থাঃ । সৰ্ব্বশাস্ত্রপ্রতিপাত্তানি গোচরাঃ প্রত্যক্ষরূপা যেষাম্—তথা-বিধান্, অতীন্দ্রিয়দর্শিনঃ কৰোতি যা সার্বজ্ঞ্যসম্পাদিকৈতার্থঃ ।

ওঙ্কারবীজাকরী,—ওঙ্কারবীজেত্যেকমাকরীতাপরং পদম্ । ওঙ্কারঃ প্রণবো বীজং সাধনমন্তো যন্তাঃ সা, আকরী,—অক্ষরং ব্রহ্ম তস্যৈয়ম্, ব্রহ্মশক্তিরিত্যর্থঃ । অক্ষরীতিচ্ছেদো বা, অক্ষরো-মৃত্যুঞ্জয়ঃ তন্ত পত্নী পুংযোগে ভীবিধানাৎ । মোক্ষদ্বার-কপাটপাটনকরী, মোক্ষদ্বারস্ত যৎ কপাটং রোধককাষ্ঠফলকতুল্যম্ অজ্ঞানমিতি যাবৎ তন্ত পাটনকরী ভেদনকরী বিষটিকা ইত্যর্থঃ ।

দৃশ্যাদৃশ্য-বিভূতি-বাহন-করী ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী,  
লীলা-নাটক-সূত্র-খেলন-করী বিজ্ঞান-দীপাকরী ।  
ত্রিবিংশেশমনঃপ্রসাদনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,  
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি দৃশ্যাদৃশ্য সম্পৎসম্পাদিনী, ব্রহ্মাণ্ড ধাঁহার জঠরমধ্যে নিহিত আছে, যিনি বিজ্ঞানরূপা, যিনি সংসারলীলা-নাটকভিনয়ে সূত্রধাররূপা ও যিনি বিজ্ঞানদীপকে অজ্বরিত করেন, ত্রিবিংশনাথ-হৃদয়-প্রসন্নতাবিধায়িনী সেই

\* ‘ওঙ্কারবীজাকরী’ পাঠ—বাস্তবিলাস পুস্তকে আছে ।

† ‘কপাট’ হলে ‘কবাট’—পাঠান্তর ।

‡ ‘ভেদনকরী’—পাঠান্তর ।

তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী এবং মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৫ ॥

**বিশ্বমপদ-ব্যাখ্যা**—দৃশ্যাদৃশ্যবিভূতিবাহনকরী,—দৃশ্য ইহ ভূমণ্ডলে লভ্যাঃ অদৃশ্য মনুষ্যদর্শনাভীতাঃ স্বর্গাদৌ লভ্যাঃ বা বিভূতয়ঃ তাঙ্গাং বাহনং প্রাপণং তৎকর্ত্ত্বী তৎসাধিনী । ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী,—ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডমুদরয়তি উদরং কৰোতি ইতি গিজন্তনামধাতোঃ কৰ্ম্মণোহণ্ ইতি অণ্ প্রত্যয়েন স্ত্রীত্বাৎ সিদ্ধম্ । ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডমেব তস্মা উদরতুল্যম্, উদরং যথা দেহৈশ্ত্রকদেশঃ তথা ব্রহ্মাণ্ডমপি তস্তাস্তথা । উদরং যথা ভুক্তবস্তূনাং স্থানং ব্রহ্মাণ্ডমপি কালস্বরূপয়া তয়া ভুক্তানাং সৰ্কেষামেব স্থানম্ । যুতানাং সৰ্কেষামেব জীবানাং তত্রৈব স্থিতেঃ । অথবা ব্রহ্মাণ্ডম্ উদরবৎ উদরসম্বন্ধম্ উদরস্থমিতি যাবৎ কৰোতি সম্পাদয়তি,—ব্রহ্মাণ্ডমেব তদ্রস্থমিতি ভাবঃ । গিচি মতোলু'কি পূৰ্ব্ববৎ সাধনীয়ম্ । লীলানাটকস্থত্ৰখেলনকরী—লীলৈব নাটকং তস্মা স্থত্ৰম্ আরম্ভঃ তেন খেলনং কৰোতি,—লীলানাটকস্থ স্থত্ৰধারণস্বরূপা প্রথমপ্রবর্ত্তিনীতি তাৎপর্য্যম্ । বিজ্ঞানদীপম্ অঙ্কুরয়তি অঙ্কুরবন্তং কৰোতি—বীজরূপেণ স্থিতং অব্যক্তভাবেন স্থিতং তম্ অঙ্কুরবন্তং কৰোতি । অজ্ঞানজবনিকাৱতো হি জ্ঞানদীপঃ, যয়া অজ্ঞানাপসারণাৎ প্রকাশ্যতে ইতি তদাশয়ঃ ।

উর্ব্বী সৰ্ব্বজনেশ্বরী জয়করী \* মাতাম্পূর্ণেশ্বরী, †  
বেণী- ‡ নীল-সনানকুন্তল-হরী নিত্যান্নদানেশ্বরী ।  
সৰ্বানন্দকরী দশাশুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,  
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি মহীৰূপা, জনসমূহের ঈশ্বরী, সাকারভাবে পরিমাণ-কারীদিগের নিকট যিনি পূর্ণা নহেন, কিন্তু—শিবসীমন্তিনী শিবজায়া, নীলবর্ণ উৎকৃষ্ট বাহার কুন্তলসকল বেণীরূপে শোভা পাইতেছে, যিনি বিকুতুল্য পালন-পরায়ণা, স্ততরাং অন্নদানে অব্যাহত সামর্থ্য প্রদর্শন করিতেছেন, মহাদেবের আনন্দবিধায়িনী বাল্যাদি দশ দশা ও মঙ্গল উভয়দাত্রী সেই তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা ; করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৬ ॥

**বিশ্বমপদ-ব্যাখ্যা**—উর্ব্বী মহতী পৃথিবীরূপা বা “মহীশ্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি ইত্যুক্তেঃ ।

\* ‘জয়করী’ হলে ‘ভগবতী’—পাঠান্তর ।

† ‘মাতা কৃপাসাগরী’—পাঠান্তর ।

‡ ‘নারী’—পাঠান্তর আছে ।

মাতাম্পূর্ণেশ্বরীতি প্রথমচরণস্থবাক্যে মাতাং ন পূর্ণেশ্বরী ইতি, মাতাং ন পূর্ণে অশ্বরী ইতি বা ছেদঃ, তত্র প্রথমকল্পার্থস্ত মাতাং [মা-ধাতোঃ শত্ৰুপ্রত্যয়ঃ ততঃ বষ্ঠা বহুবচনম্] সাকারত্বেন পরিচ্ছিন্নতাং মন্যাদিকারিণাং (পক্ষে) ন পূর্ণা অব্যাপকত্বাৎ, ঈশ্বরী ঈশ্বরস্ত শিবস্ত জায়া, অয়ং ভাবঃ বা বস্তুতঃ অপরিচ্ছিন্না পূর্ণা চিন্মাত্রস্বরূপা সৈব পরিমাণং কুর্ক্সতাম্ ইয়দাকারবতীরম্ ইতি ধারয়তাং সমীপে ন পূর্ণা, কিন্তু, শিবপত্নীত্বেনৈব ঋগুপা প্রতীয়াতে, যে যথা মাং প্রপত্ত্বন্তে তাংস্তথৈব ভজামাহম্ ইতি গীতোক্তেঃ, অত্র পুংযোগে ভী। অত্র ঔণাদিক বরট্ প্রত্যয়েন তৎসিদ্ধিঃ। দ্বিতীয়কল্পার্থশ্চ—হে পূর্ণে যা ত্বং মাতাং পরিচ্ছিন্নতাং পক্ষে ন অশ্বরী ন ব্যাপিকা সাকারত্বাৎ, অশ্বরীতি অশুঙ্ক্ ব্যাপ্তৌ ইত্যশ্বধাতোর্কন্-প্রত্যয়ে স্ত্রিয়াং রূপম্ এবং চ ন চতুর্থচরণান্তিমভাগেন পৌনরুক্ত্যম্।

বেণী-নীল-সমান-কুস্তল-হরী নিত্যানন্দানেশ্বরী,—নীলং নীলীবৃক্ষঃ তৎসমানাঃ তৎসবর্ণাঃ, যথা নীলাঃ কৃষ্ণবর্ণাঃ সমানাঃ অন্তোন্তসদৃশাঃ গম্ভীরাদিশুণেন পরস্পরং তুল্যাঃ মানেন পরিমাণবিশেষণে দৈর্ঘ্যেণেতি যাবৎ সহ বর্তমানা ইতি বা, মানঃ পূজা প্রশংসা তেন সহ বর্তমানা উৎকৃষ্টত্বেন সর্করাদৃতা ইতি কল্পান্তরঃ কুস্তলা ইতি কৰ্ম্মধারয়ঃ, বেণীভূতা নীলসমানকুস্তলা যন্তাঃ সা চাসৌ হরী-নিত্যানন্দানেশ্বরী চেতি বিশেষণকৰ্ম্মধারয়ঃ, হরিঃ বিষ্ণুঃ তদ্ব্যচরন্তীতি কৰ্ত্ত্বরূপমানাচারে কাঙি হরীম্ ধাতোঃ কৰ্ত্তরি ক্রিপি হরীতি সিদ্ধম্। পালনং বিষ্ণুকার্য্যং তৎকরণেন হরিতুল্যাচরণমুক্তম্ অতএব নিত্যম্ অনন্দানে ঈশ্বরী। অব্যাহতসামর্থ্যা, স্বাতন্ত্র্যেণ তৎ সাধয়িত্বীত্যর্থঃ, হরীচাসৌ নিত্যানন্দানেশ্বরী চেতি বিশেষণে কৰ্ম্মধারয়ঃ।

দশাশুভানি, দশাশ্চ শুভানি চ তৎকর্ত্ত্বী বাল্যাদিক্রুপাঃ, অবস্থাঃ কলা-কাষ্ঠাদিক্রুপেণ পরিণামপ্রদায়িনীতি সপ্তশতীকৃত্তেঃ বাল্যাদিকৰ্ত্ত্ব্যং দেব্যাঃ সিদ্ধম্।

আদি-কান্ত-সমস্তবর্ণন-করী শঙ্কুপ্রিয়া শাকরী \*

কাশ্মীরত্রিপুরেশ্বরী ত্রিনয়ন-বিশ্বেশ্বরী † শৰ্বরী।

সাক্ষাশ্লোককরী সদা শুভকরী ‡ কা

ভিক্ষাং দেহি রূপাবলম্বনকরী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥ ৭ ॥

৩-৬-১২।—যিনি (কুলকুণ্ডলিনীরূপে) অকারাদি ককারান্ত পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ প্রকাশ করেন, যিনি শঙ্কুদয়িতা মাহেশ্বরী, যিনি কাশ্মীরেশ্বরী

\* ‘শঙ্কোত্তমাবাকরী’—পাঠান্তর।

† ‘নিত্যাহরী’ এই পাঠও দৃষ্ট হয়।

‡ ‘কামাকাকরী জনোদয়করী’ পাঠান্তর।

সারদা ও ত্রিপুরেশ্বরী, যিনি নয়নত্রয়-শক্তি দ্বারা বিশ্বের অধীশ্বরী এবং সংহারকারিণী ; সাক্ষাৎ মোক্ষবিধায়িনী, সতত শুভকারিণী, সেই তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা ; করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৭ ॥

**বিশ্বমপদ-ব্যাখ্যা**—আদি-কাস্ত-সমস্ত-বর্ণন-করী,—অকারাদি ককা-  
রান্তাঃ সমস্তবর্ণাঃ তেষামাখ্যানং বর্ণনং পরাদিভাবেন প্রকাশঃ, তৎকারিণী ; বর্ণশব্দস্ত  
নিজন্তু বর্ণনমিত্যেকপদম্ । কুণ্ডলিনীরূপা হি দেবী বর্ণান্ প্রকাশয়তি, তদ্বক্তৃ  
প্রপঞ্চসারে—‘অবৈবত্যানুশ্রোত্রমার্গস্ত্রাবিষদাকরম্ । অপ্যব্যক্তং প্রলপতি যদা সা  
কুণ্ডলী তদা । মূলাধারে বিষণতি সুষুমাং বেষ্টতে মুহুঃ ।’ ইতি । এতদ্বিবরণং  
পদার্থাদর্শে, “সূক্ষ্মা কুণ্ডলিনী মধ্যো জ্যোতির্মাঃত্রাস্বরূপিণী । আশ্রোত্রবিষয়া  
তস্মাদুদগচ্ছত্যর্কগামিনী । স্বয়ংপ্রকাশা পশুন্তী সুষুম্নামাশ্রিতা ভবেৎ । সৈব  
হৃৎপঙ্কজং প্রাপ্য মধ্যমা নাদরূপিণী । অন্তঃ সংজন্মমাত্রা স্তাদবিভক্তোর্কগামিনী ।  
সৈবোরঃকণ্ঠতালুস্থা শিরোম্রাণরদস্থিতা । জিহ্বামূলোষ্ঠনির্কূত-সর্ববর্ণপরিগ্রহা ।  
শব্দপ্রপঞ্চজননী শ্রোত্রগ্রাহা তু বৈশ্বরী ।” ত্রিনয়নী-বিশ্বেশ্বরী ত্রয়াণাং নয়নানাং  
সমাহারঃ ত্রিনয়নী, তয়া বিশ্বস্ত ঈষ্টে (ঔগাদিকো বস্ট) সোমস্বর্ঘ্যাক্ষিরূপনয়নত্রয়েণ  
সর্বাতিশায়িনী বিশ্বনিয়ন্ত্রীতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

দেবী সর্ব-বিচিত্র-রত্ন-খচিতা দাক্ষায়ণী সুন্দরী,  
বামা স্বাদু-পয়োধরা প্রিয়করী সৌভাগ্য-মাহেশ্বরী ।  
ভক্তাভীষ্টকরী সদা শুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,  
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ** :—যিনি সর্বপ্রকার বিচিত্র রত্নে অলঙ্কৃত, যিনি সুন্দরী  
দাক্ষায়ণী, যিনি বামা, মধুর গুণশালিনী, সদাপ্রীতিদায়িনী এবং সৌভাগ্য-মাহেশ্বরী,  
অর্থাৎ সকলকে সৌভাগ্য প্রদান করিয়া মাহেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধা, ভক্ত-সাধারণের  
অভীষ্টপ্রদায়িনী, সদা কল্যাণ-সম্পাদিনী, সেই তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী এবং  
মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা ; করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৮ ॥

চন্দ্রার্কানল-কোটি-কোটি-সদৃশী চন্দ্রাংশু-বিশ্বাধরী,  
চন্দ্রার্কায়ি-সমান-কুণ্ডল-ধরী চন্দ্রার্ক-বর্ণেশ্বরী ।  
মালাপুষ্পক-পাশসাক্ষধরী কাশীপুরাধীশ্বরী,  
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ** :—যিনি কোটি কোটি চন্দ্র, স্বর্ঘ্য ও বহির জ্বা



সমুজ্জলপ্রভাশালিনী, জ্যোৎস্নাচূষিত বিশ্বফলের ত্রায় যাহার ( স্মিত-শোভিত ) অধর, যাহার চন্দ্র, সূর্য্য ও অনলের ত্রায় ভাস্বর কুণ্ডলযুগল, যিনি মালা অক্ষপুস্তক পাশধারিণী অঙ্কুশ-সমন্বিতা ও গিরিবৎসলা, সেই তুমি কালীর অধীশ্বরী, ঈশ্বরী মাতা অন্নপূর্ণা ; আমাকে কৃপা করিয়া ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৯ ॥

**বিন্ধ্যনাথ-ব্যাখ্যা**—চন্দ্রাংশুবিদ্যধরী,—চন্দ্রাংশুবিদ্যম্ চন্দ্রাংশবো যস্মিন্ তৎ চন্দ্রাংশুচ্ছুরিতমিত্যর্থঃ, বিদ্যং বিশ্বফলং, তৎ অধরয়তি অধরং কয়োতি ইতি নামধাতোঃ কর্ম্মণোহপি স্ত্রীত্বে চন্দ্রাংশুবিদ্যধরীতি । সদা মন্দস্মিতোদ্ভাসিতঃ খলু দেব্যা অধরশ্চন্দ্রাংশুচ্ছুরিতবিশ্বফলসদৃশ ইতি ভাবঃ ।

চন্দ্রার্কবর্ণা ঈশ্বরীতি শ্লেদঃ যন্তা বর্ণঃ চন্দ্রবৎ স্নিগ্ধঃ সূর্য্যবদীপ্রশ্চ,—ঈশ্বরী অষ্টৈশ্বর্য্যবতী । চতুর্থচরণে অন্নপূর্ণেশ্বরীত্যত্র ঈশ্বরীপদং জগৎসৃষ্টাদিকস্ত্রীবাচকম্, ইত্যর্থভেদান্নাস্ত পৌনরুক্ত্যম্ । ভক্তিবাহন্যাত্মোতকতয়া পুনরুক্তিরত্র ন দোষায়েতি বা সর্ব্বত্র সমাধানম্ ।

অথবা চন্দ্রশ্চন্দ্রনাড়ী—ইড়া, সূর্য্যঃ সূর্য্যানাড়ী—পিঙ্গলা, বর্ণেশ্বরী বর্ণাভি-  
বাজ্ঞনসমর্থ্যা সূর্য্যানাড়ী । ‘সূর্য্যং বেষ্টতে মুহঃ’ ইত্যুক্তেঃ । নাড়ীত্রয়রূপা ।  
ইড়া পিঙ্গলা ত্বে সূর্য্য চ নাড়ীত্বাক্তেঃ । মালা-পুস্তক-পাশ-সাক্ষুশ-ধরী—মালা-পুস্তক-  
পাশা চাসৌ সাক্ষুশা চেতীতি বিশেষণে কর্ম্মধারয়ঃ । অত্র চ মালা-পুস্তক-পাশা  
অস্তাঃ সন্তীতি অর্শ আদিভাদচ্ মালা-পুস্তকসহিতঃ পাশো যন্তাম্ ইতি মধ্যপদ-  
লোপী বা বহুব্রীহিঃ । সাক্ষুশা অঙ্কুশেন সহ বর্ত্তমানা । ততো মালা-পুস্তক-পাশ-  
সাক্ষুশা চাসৌ ধরীশ্চেতি সমাসঃ ।

ধরং পর্কতম্ ইচ্ছতি, ইতি ধরশব্দাৎ কাচি কৰ্ত্তরি কিপি রূপম্ । হিমালয়-  
হৃহিত্বেন কৈলাসাবস্থিত্যা বা ইষ্টপর্কতা ইত্যর্থঃ সা চাসৌ কালীপুরাধীশ্বরী চেতি  
সমাসঃ ॥ ৯ ॥

ক্ষত্রভ্রাণকরী মহাভয়করী মাতা কৃপাসাগরী,

সর্ব্বানন্দকরী \* সদাশিবকরী বিশ্বেশ্বরী শ্রীধরী † ।

দক্ষাক্রন্দকরী নিরাময়করী কালীপুরাধীশ্বরী,

ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥ ১০ ॥

**অম্ভুবাদ** ।—যিনি ক্ষত্রিয়কুল পরিভ্রাণ করিয়াছেন, উৎসবে অভয় প্রদান করেন, যিনি মুর্ত্তিমতী করুণা এবং সুখান্বরূপা, শিবের আনন্দবিধায়িনী, সতত

\* ‘সাক্ষাৎকরী’ এই পাঠও আছে ।

† ‘বিশ্বেশ্বর-শ্রীধরী’ পাঠান্তর ।

শিবসম্পাদনৌ বিশ্বেশ্বরী ; যিনি লক্ষ্মীরূপা, দক্ষদুঃখবিধায়িনী ও নিরাময়করী, সেই তুমি কাশীপুরের অধীশ্বরী মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা ; করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ১০ ॥

। **বিশ্বমহাদেব-ব্যাখ্যা**।—মহাভয়করী,—মহন্ত উৎসবন্ত অভয়করী উৎসব-ভয়ভয়নিবারণী, শক্রগাং মহতীং ভীতিং জনয়ন্তী ইতি বা, মহৎ অব্যাহতম্ অভয়ং কুর্কতী ভক্তানাম্ ইতি কল্পান্তরম্ ।

কৃপাসাগরী, সাগরশ্রেয়ং ইতি সাগরী শক্তির্গম্যতে, কৃপা সাগরী সাগরশক্তি-রিব যন্তাং, সাগরশক্তির্থা নিরবধিঃ তথা যন্তাং কৃপা নিরবধিঃ, সাগরী সাগরসম্ভবা স্নুধা ইত্যর্থঃ, কৃপৈব সাগরী যন্তাং ইতি বা, অথবা কৃপাসাগরীতি চ পৃথক্ পদদ্বয়ং, কৃপা মূর্ত্তিমতী করুণা, “যা দেবী সর্বভূতেষু দয়াক্রপেণ সংস্থিতা” ইত্যুক্তেঃ । সাগরী স্নুধারূপা চ “স্নুধা ত্বমক্ষরে নিত্যো” ইত্যুক্তেঃ । ঈশ্বরী ঈশ্বরন্ত পত্নী লক্ষ্মীঃ, হে মাতঃ লক্ষ্মীঈশ্বন্তো নাতিরিচ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে ।

জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্শ্বতি ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ**।—হে অন্নপূর্ণে ! তুমি নিয়ত পূর্ণরূপে বিরাজিতা আছ, তুমি মহাদেবের প্রাণতুলা প্রিয়পত্নী । হে পার্শ্বতি ! তুমি জ্ঞান ও বৈরাগ্য-সিদ্ধির জন্তু ভিক্ষা দান কর অর্থাৎ আমি যেন সংসারের অনুরাগ ত্যাগ করিয়া জ্ঞান ও বৈরাগ্য উপার্জন পূর্বক মোক্ষ লাভ করিতে পারি, আমার এই বাসনা পূর্ণ কর ॥ ১১ ॥

মাতা চ পার্শ্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ ।

বাক্ষবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্ ॥ ১২ ॥

ইতি অন্নপূর্ণা-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ**।—পার্শ্বতী দেবী আমার মাতা, দেবাদিদেব মহাদেব পিতা, শিবভক্তবৃন্দ আমার বাক্ষব এবং ত্রিলোকই আমার স্বদেশ ॥ ১২ ॥

অন্নপূর্ণা-স্তোত্র সম্পূর্ণ ।

# আনন্দলহরী-স্তোত্রম্ ।

ত্রীগণেশায় নমঃ ।

ভবানি স্তোতুং হাং প্রভবতি চতুর্ভিন্ বদনৈঃ,  
প্রজানাগীশো ন ত্রিপুরমথনঃ পঞ্চভিরপি ।  
ন ষড়্ভিঃ সেনানীর্দশশতমুখৈরপ্যহিপতি-  
স্তদান্বেষাং কেষাং কথয় কথমস্মিন্নবসরঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ :- ভবানি ! প্রজাপতি ব্রহ্মা চতুর্মুখে, ত্রিপুরবিজয়ী  
(পঞ্চানন) পঞ্চমুখে দেবসেনাপতি (ষড়ানন) ষণ্মুখে এবং ফণিপতি অনন্ত  
সহস্রমুখেও তোমার স্তব করিতে যখন সমর্থ নহেন, তখন বল, অন্ত কাহার এ  
বিষয়ে সম্ভব হইতে পারে ॥ ১ ॥

স্বত-কীর-দ্রাক্ষা-মধু-মধুরিমা কৈরপি পদৈ-  
বিশিষ্যানাখ্যেয়ো ভবতি রসনামাত্রবিষয়ঃ ।  
তথা তে সৌন্দর্য্যং পরমশিবদৃঙ্মাত্রবিষয়ঃ,  
কথঙ্কারং ক্রমঃ সকলনিগমাগোচরগুণে ॥ ২ ॥

অনুবাদ :- স্বত, কীর, দ্রাক্ষা ও মধু ইহাদিগের মাধুর্য্য যেরূপ কোন  
কথা দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, উহা কেবল রসনামাত্রেরই বিষয় অর্থাৎ স্বতাদির  
আশ্বাদ কেবল জিহ্বাতেই অনুভূত হয়, কোনরূপ বাক্যপ্রয়োগ করিয়া তাহা  
অপরকে বুঝাইতে পারা যায় না, তরূপ তোমার সৌন্দর্য্য কেবল পরমশিবের  
দৃষ্টিগোচর, হে সর্ব্বশাস্ত্রের অগোচর-গুণ-সম্পন্ন ! (তাহা) আমরা বাক্য দ্বারা  
কিভাবে প্রকাশ করি ॥ ২ ॥

মুখে তে তাম্বূলং নয়নযুগলে কঙ্কলকলা,  
ললাটে কাশ্মীরং বিলসতি গলে সৌন্দর্য্যকলিতা ।  
স্মুরংকাঞ্চী শাটী পৃথুকটিতটে হাটকময়ী,  
ভজামস্ত্রাং গৌরীং নগপতি-কিশোরীমবিরতম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :- মাতঃ ! তোমার মুখে তাম্বূল, নয়নদ্বয়ে কঙ্কল, ললাটে

কুসুমবিন্দু, গলে মোক্তিক-হার, বিপুল নিতম্বে কাঞ্চনময়ী সমুজ্জল কাঞ্চী  
(চক্রহার) ও কতিদেশে বিচিত্র শাটী সুশোভিত আছে ; তুমি পর্বত-রাজকুমারী  
গৌরী, আমরা তোমাকে অবিরত সেবা করি ॥ ৩ ॥

বৈরাগ্যমহার-দ্রুম-কুসুম-হার-স্তন-তটী,  
নদদ-বীণা-নাদ-শ্রবণ-বিলসৎ-কুণ্ডল-গুণা ।  
নতাস্তী মাতঙ্গী-রুচির-গতি-ভঙ্গী ভগবতী,  
সতী শস্তোরস্তোরুহ-চটুল-চক্ষুর্বিজয়তে ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—বাঁহার স্তনদ্বয়োপরি মন্দারপুষ্পের হার শোভা পাইতেছে,  
ঝঙ্কারিণী বীণার ঝঙ্কার বাঁহার শ্রবণযুগলে দোহলায়মান কুণ্ডলদ্বয়ের গুণস্বরূপে  
প্রতীয়মান হইতেছে, অর্থাৎ ক্রোড়স্থ মধুরনাদিনী বীণা কর্ণাঙ্কদেশাবধি সংশ্লিষ্ট  
ধাকাতে ঐ মধুর ঝঙ্কার যেন কুণ্ডল হইতেই উথিত হইতেছে এইরূপ মনে  
হয়, বাঁহার অঙ্গসকল সম্রত, করিণীর গ্রায় বাঁহার গতিভঙ্গী অতি মনোহর,  
কমলচাকুলোচনা শিবের সেই সতী বিজয়যুক্তা হইয়া আছেন ॥ ৪ ॥

নবীনার্ক-ব্রাজমণি-কনক-ভূষা-পরিকরৈ-  
র্বৃতাঙ্গী সারঙ্গী-রুচির-নয়নাঙ্গীকৃত-শিবা ।  
তড়িৎপীতা পীতাম্বর-ললিত-মঞ্জীর-সুভগা,  
মমাপর্ণা পূর্ণা নিরবধি স্তথৈবরস্তু স্মুখী ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—নবোদিত সূর্য্যপ্রভার গ্রায় সমুজ্জল মণিখচিত্ত বিবিধ  
কাঞ্চনবিতুষণে বাঁহার অঙ্গসকল পরিবৃত, হরিণীনয়নসদৃশ নয়নের দৃষ্টিপাতে শিবকে  
যিনি আপনার জন করিয়া লইয়াছেন, যিনি সৌদামিনীর গ্রায় পীতবর্ণা এবং  
পীতাম্বর ও মনোহর নুপুরে শোভিতা, নিরবধি স্তথৈবপূর্ণা সেই অপর্ণা আমার  
প্রতি স্মুখী (প্রসন্না) হউন ॥ ৫ ॥

হিমাশ্রেঃ সম্ভূতা স্তললিত-করৈঃ পল্লবযুতা,  
সুপুঙ্গা মুক্তাভিভ্রমর-কলিতা চালক-ভরৈঃ ।  
কৃতস্থাপুস্থানা কুচ-ভর-নতা সৃষ্টি-সরসা,  
রুজাং হস্তী গম্ভী বিলসতি চিদানন্দলতিকা ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—হিমালয় পর্বত হইতে উৎপন্ন এই অঙ্গম চিদানন্দলতা

অপূৰ্ণ শোভা ধারণ করিয়াছেন, মনোহরকরচতুষ্টয় ইহার পল্লব, মুক্তাগম্ভ  
ইহার কুসুম, অলকাবলি ভ্রমরনিকর, স্থাণু (দেবী পক্ষে—শিব; লতাপক্ষে—  
শাখাহীন বৃক্ষ) আশ্রয়ে ইহার অবস্থিতি, কুচভারে ইহার নম্রভাব সম্পাদিত, স্নমধুর  
বচনই ইহার (মধুর ফল)-রস, ইনি রোগহারিণী। (দেবী পক্ষে রোগ ভবরোগ,  
লতা পক্ষে ব্যাধি) ॥ ৬ ॥

স-পর্ণামাকীর্ণাং কতিপয়গুণৈঃ সাদরমিহ,  
শ্রয়ন্ত্যন্তো বল্লীং মম তু মতিরেবং বিলসতি ।  
অ-পর্ণৈকা সেব্যা জগতি সকলৈর্যৎ-পরিবৃতঃ,  
পুরাণোহপি স্থাণুঃ ফলতি কিল কৈবল্য-পদবীম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ :- অপরাপর লোকে, সপর্ণা (পত্রে মণ্ডিতা,) কতিপয় গুণ-  
শালিনী লতার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আমার কিম্ব মত এই যে, জগতে এক-  
মাত্র অপর্ণারই সেবা করা সকলেরই উচিত, (তৎপ্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত)  
বাহার আলিঙ্গনে পুরাতন স্থাণুও মোক্ষফল প্রসব করিতেছেন। (পুরাতন  
স্থাণু জীর্ণ শাখাহীন বৃক্ষ, অথচ জগতের আদ্য শিব) ॥ ৭ ॥

বিধাত্রী ধৰ্ম্মাণাং হুমসি সকলান্নায়জননী,  
হুমর্থানাং মূলং ধনদ-নমনীয়াঙ্গি-কমলে ।  
হুমাдиঃ কামানাং জননি কৃতকন্দর্পবিজয়ে,  
সতাং মুক্তেৰ্বীজং হুমসি পরমব্রহ্মমহিবী ॥ ৮ ॥

অনুবাদ :- মাতঃ ! তুমিই সকল ধর্ম্মের বিধানকর্ত্রী, (কারণ) তুমিই  
বেদ ও তত্ত্বসমূহের জননী-স্বরূপা ; তুমিই অর্থের মূল কারণ, (কারণ) ধনপতি  
কুবেরও তোমার পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকেন। জননি ! তুমিই কামনা সকলের  
আদি, (কারণ) কন্দর্পবিজয়—কন্দর্পের পুনর্জীবন, তোমার দ্বারাই সম্পাদিত, তুমিই  
সাধুব্রহ্মের মুক্তিপ্রাপ্তির আদি কারণ, (কারণ) তুমিই পরব্রহ্মের মহিবী ॥ ৮ ॥

প্রভূতা ভক্তিস্তে যদিপি ন মমালোলমনস-  
স্তয়া তু শ্রীমত্যা সদয়মবলোক্যোহহমধুনা ।  
পর্যোদঃ পানীয়ং দিশতি মধুরং চাতকমুখে,  
কৃপং শঙ্কে কৈর্ব্বা বিধিতিরনুনীতা মম মতিঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ :- জননি ! আমি চকলমতি, তোমার প্রতি বহিঃ আমার

প্রচুর ভক্তি না থাকুক, তথাপি ( মা ! ) আমার প্রতি তোমার সদয়-দৃষ্টিপাত করিতে হইবে, চাতক জলদের প্রতি কোনরূপ ভক্তি প্রকাশ করে না, তথাপি জলধর চাতকগণের বদনে সুমধুর জলবর্ষণ করিয়া থাকে। কোন্ কৰ্ম্মফলে আমার বুদ্ধি এভাবে চালিত হইল, এই শঙ্কা আমি বিশেষভাবে করিতেছি ॥ ৯ ॥

কৃপাপাক্ষালোকং বিতর তরসা সাধুচরিতে,  
ন তে যুক্তোপেক্ষা ময়ি শরণ-দীক্ষামুপগতে ।  
নচেদিচ্ছং দদ্যাদনুপদমহো কল্পলতিকা,  
বিশেষঃ সামান্যৈঃ কথমিতরবল্লীপরিকরৈঃ ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ।**—হে সাধুচরিতে! তুমি আমার প্রতি শীঘ্র করুণা-কটাক্ষ নিক্ষেপ কর, আমি তোমার শরণাগত, আমার প্রতি উপেক্ষা করা তোমার উচিত নহে। কল্পলতিকা যদি ত্বরায় অভিলষিত প্রদান না করে, তাহা হইলে সাধারণ লতার সহিত কল্পলতার কি প্রভেদ রহিল? ॥ ১০ ॥

মহাস্তং বিশ্বাসং তব চরণপঙ্কেরুহযুগে,  
নিধায়ান্যমৈকান্তিতমিহ ময়া দৈবতমুমে ।  
তথাপি ত্বচ্চেতো যদি ময়ি ন জায়েত সদয়ং,  
নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামি শরণম্ ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ।**—হে উমে! আমি তোমার শ্রীপাদপদ্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করিয়াই অত্ৰ দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করি নাই। মাতঃ! তথাপি যদি মৎপ্রতি তোমার চিত্তে করুণা না জন্মে, হে গণেশজননি, তাহা হইলে অবলম্বন-শূন্য আমি কাহার শরণাপন্ন হইব? ॥ ১১ ॥

অয়ঃ স্পর্শে লগ্নং সপদি লভতে হৈমপদবীং  
যথা রথ্যা-পাথঃ শুচি ভবতি গন্ধৌঘ-মিলিতম্ ।  
তথা তত্ত্বং-পাপৈরতিমলিনমস্তম্মম যদি,  
ত্বয়ি প্রেম্নাসক্তং কথমিব ন জায়েত বিমলম্ ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ।**—স্পর্শমণিতে সংলগ্ন হইলে লৌহ যেরূপ আগু স্বর্ণের প্রাপ্ত হয়, যেমন রথ্যা-জলও গন্ধাপ্রবাহে মিলিত হইলে আগু বিত্ত্ব হইয়া থাকে, আমার অন্তর্গত রাশি রাশি পাপসম্বন্ধেও যদি আমার আসক্তকরণ তোমার প্রতি

ভক্তির সহিত সমাসক্ত হয়, তাহা হইলে সেই পাপাসক্ত অন্তঃকরণও সেইরূপ  
বিস্তৃত হইবে না কেন ? ॥ ১২ ॥

ত্বদশ্মাদিচ্ছাবিষয়ফললাভে ন নিয়ম-  
স্বমর্থানামিচ্ছাধিকমপি সমর্থ্য বিতরণে ।  
ইতি প্রাহঃ প্রাঞ্চঃ কমলভবনাঢ্যাস্থয়ি মন-  
স্বদাসক্তং নক্তং দিবমুচিতমীশানি কুরু তৎ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ ।—দেবি ! তোমা ভিন্ন অস্ত্র দেবগণের নিকট হইতে অভি-  
লষিত বস্তু যে প্রাপ্ত হওয়া যাইবেই, এমন নিয়ম নাই, (অধিক ফলপ্রাপ্তি দূরের কথা)  
আর তুমি ইচ্ছার অতিরিক্ত অর্থদানেও সমর্থ্য,—পদ্মযোনি প্রভৃতি প্রাচীন দেবগণ  
এইরূপ বলিয়াছেন। অতএব হে ঈশানি ! যাহাতে আমার চিত্ত রাত্রিদিন  
তোমাতে সমাসক্ত থাকে, সেই উচিত কার্য্য কর ॥ ১৩ ॥

স্বরূমানা-রত্ন-স্ফটিকময়-ভিত্তি-প্রতিফল-  
ত্বদাকারং চঞ্চলচক্ষুধর-বিলাসৌঘ-শিখরম্ ।  
মুকুন্দ-ব্রহ্মেশ্বর-প্রভৃতি-পরিবারং বিজয়তে,  
তবাগারং রম্যং ত্রিভুবনমহারাজগৃহিণি ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ ।—জননি ! যিনি ত্রিভুবনের অধিতীয় অধীশ্বর, তুমি তাঁহার  
গৃহিণী । তোমার আলয়-ভিত্তি সমুজ্জল মণি ও স্ফটিকাদি রত্নরাজিতে পরিনির্মিত,  
তাহাতে তোমার আকার সর্বদা প্রতিফলিত হইয়া থাকে । চঞ্চল চক্রেপ্রতিবিম্ব-  
মণ্ডিত জলপ্রবাহ তোমার আলয়ের শিখরদেশে প্রবাহিত হইতেছে এবং ব্রহ্মা,  
বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি অমরবৃন্দ যথায় পরিজনরূপে অবস্থিত, তোমার সেই রমণীয়  
ভবন সর্বোৎকৃষ্ট ॥ ১৪ ॥

নিবাসঃ কৈলাসে বিধিশতমখাঢ্যঃ স্তুতিকরাঃ,  
কুটুম্বং ত্রৈলোক্যং কৃতকরপুটঃ সিদ্ধিনিকরঃ ।  
মহেশঃ প্রাণেশস্তদবনি-ধরাধীশ-তনয়ে,  
ন তে সৌভাগ্যস্য কচিদপি মনাগন্তি তুলনা ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ।—হে মাতঃ ! কৈলাসপর্বতে তোমার বসতি, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র  
প্রভৃতি দেবগণ তোমার স্তুতিপাঠক, ত্রিলোক তোমার কুটুম্ব, অগ্নিমান্দি

অষ্টসিকি নিরত তোমার নিকট কৃতাজলিপুটে বিজ্ঞমান, মহেশ্বর তোমার পতি,  
যিনি ধরাধরসমূহের অধীশ্বর, সেই হিমালয় তোমার পিতা । সুতরাং তোমার  
সৌভাগ্যের ঈশ্বর তুলনাও কোথাও নাই ॥ ১৫ ॥

বৃষো বৃদ্ধো যানং বিষমশনমাশা নিবসনং,  
শ্মশানং ক্রীড়াভূভূজগনিবহো ভূষণবিধিঃ ।  
সমগ্রা সামগ্রী জগতি বিদিতৈব স্মররিপো-  
র্যদেতশ্চৈশ্বর্য্যং তব জননি সৌভাগ্যমহিমা ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ ।**—বৃদ্ধ বৃষ, বাহন ; হলাহল আহারীয় দ্রব্য ; দিগ্‌মণ্ডল বস্ত্র ;  
শ্মশান ক্রীড়াভূমি ; ভূজগগণ ভূষণ ; ইহাই স্মররি-শিবের সমগ্র সম্পত্তি সকলেরই  
পরিজ্ঞাত ; তবে যে তাঁহার ঐশ্বর্য্য, ( তিনি যে সকলের ঈশ্বর ) ইহা তোমারই  
সৌভাগ্যের মহিমা ॥ ১৬ ॥

অশেষ-ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়-বিধি-নৈসর্গিক-মতিঃ,  
শ্মশানেশ্বাসীনঃ কৃতভসিতলেপঃ পশুপতিঃ ।  
দধৌ কণ্ঠে হলাহলমখিলভূগোলকুপয়া,  
ভবত্যাঃ সঙ্গত্যাঃ ফলমিতি চ কল্যাণি কলয়ে ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ ।**—হে কল্যাণকারিণি ! পশুপতি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়-  
কার্য্যই স্বভাবতঃ নিরত আছেন, নিরন্তর শ্মশানে থাকেন, সর্ব্বদে ভস্মলেপন  
অর্থাৎ মরণ, মরণ স্থান ও মরণ-চিহ্নই তাঁহার প্রিয়, তাঁহার দয়া কি থাকিতে পারে ;  
( তথাপি ) তিনি যে অনন্ত জগতের প্রতি করুণা করিয়া স্বীয় কণ্ঠে হলাহল ধারণ  
করিয়াছেন, মাতঃ ! ইহা তোমারই সহবাসের ফল ॥ ১৭ ॥

ত্বদীয়ং সৌন্দর্য্যং নিরতিশয়মালোক্য পরয়া,  
ভিষ্যেবাসীদ্-গঙ্গা জলময়তনুঃ শৈলতনয়ে ।  
তদেতস্তাস্তাম্যদ্-বদনকমলং বীক্ষ্য কুপয়া,  
প্রতিষ্ঠামাতেনে নিজশিরসি বাসেন গিরিশঃ ॥ ১৮ ॥

**অনুবাদ ।**—হে গিরিনন্দিনি ! তোমার অমূল্য সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াই  
গঙ্গাদেবী ভয়েই জলময় ( বস্মাক্ত ) কলেবরা হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মুখপদ্ম  
ম্লান দেখিয়া গিরিশদেব দয়াবশে তাঁহাকে স্বীয় মস্তকে স্থান দান  
দ্বারা গৌরব করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥



বিশাল-ক্রীত-দ্রবয়ুগমদাকীর্ণ-ঘুম্ভ-  
 প্রসূন-ব্যামিশ্রং ভগবতি তবাভ্যঙ্গ-সলিলম্ ।  
 সমাদায় অষ্টা চলিত-পদ-পাংশুম্বিজকরৈঃ,  
 সমাধত্তে সৃষ্টিং বিবুধ-পূর-পঙ্কেরুহ-দৃশাম্ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ :- প্রভূত চন্দনদ্রব, যুগনাভিযুক্ত কুসুম ও কুসুম-মিশ্রিত  
 তোমার অভ্যঙ্গ-জল ও তোমার গমন-চঞ্চল চরণ-রেণু নিজ করচতুর্ভুজে সংগ্রহ  
 করিয়া সৃষ্টিকর্তা ( তুমি ) সুরপুরভূষণ কমলনয়নাদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১৯ ॥

বসন্তে সানন্দে কুসুমিত-লতাভিঃ পরিস্রতে,  
 স্ফুরন্মানাপদ্যে সরসি কলহংসালি-সুভগে ।  
 সখীভিঃ খেলন্তীং মলয়-পবনান্দোলিত-জলে,  
 স্মরেদ্ যস্তাং তস্য জ্বরজনিত-পীড়াপসরতি ॥ ২০ ॥

ইতি আনন্দলহরী-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

অনুবাদ :- তুমি বিবিধ-কমল-শোভিত, কলহংস ও ভ্রমরকুলের সঞ্চারে  
 সুদৃশ্য, মলয়-পবন-চঞ্চল-সলিল-সরোবরে সখীগণ সহ ক্রীড়া-নিরত তোমাকে  
 যে স্মরণ করে, তাহার জ্বরজনিত পীড়া বিদূরিত হয় ॥ ২০ ॥

ইতি আনন্দ-লহরী-স্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## দেব্যপরাধক্ষমাপণস্তোত্রম্ ।

ন মন্ত্ৰং নো যন্ত্ৰং তদপি চ ন জানে স্তুতিমহো,  
 ন চাহ্বানং ধ্যানং তদপি চ ন জানে স্তুতিকথাঃ ।  
 ন জানে মুদ্রাং তে তদপি চ ন জানে বিলপনং,  
 পরং জানে মাতস্তদনুসরণং ক্লেশহরণম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ :- হে মাতঃ ! আমি তোমার মন্ত্ৰ জানি না, প্রসিদ্ধ যন্ত্ৰও  
 জানি না, স্তোত্র জানি না, আবাহন জানি না, ধ্যান জানি না, তোমার অর্চনাতে  
 যে সকল মুদ্রার বিধি আছে, তাহা আমি জানি না, তোমার স্তবে যে বাক্য

প্রয়োগ করিতে হয়, তাহাও জানি না এবং তোমার নিকট যে কোন দৈমন্ত প্রকাশ করিয়া জানাইব, তাহাতেও আমার ক্ষমতা নাই। হে জননি! আমি এইমাত্র জানি যে, তোমার অহুসরণই নিখিল ক্লেশবিনাশক ॥ ১ ॥

বিধেরজ্ঞানেন দ্রবিণবিরহেণালসতয়া,  
বিধেয়াশক্যত্বান্তব চরণযোৰ্য্য চ্যুতিরভুং ।  
তদেতৎ ক্ষন্তব্যং জননি সকলোদ্ধারিণি শিবে,  
কুপুল্লো জায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—হে মাতঃ! কি প্রকারে তোমার চরণের পূজা করিতে হয়, সে বিধি জানি না, আমার অর্থ নাই এবং নিরন্তর আলস্তের বশীভূত আছি, সুতরাং কর্তব্যাহুষ্ঠানে স্বীয় অসামর্থ্য বশতঃ তোমার পাদপদ্মে আমার যে সকল ক্রটি ঘটিয়াছে, হে সকলজনোদ্ধারিণি কল্যাণময়ি জননি! আমার সে সকল ক্রটি,—সে সকল অপরাধ তুমি ক্ষমা কর। জননি! কুসন্তান হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু মাতা কুত্রাপিও কু হন না ॥ ২ ॥

পৃথিব্যাং পুত্রান্তে জননি বহবঃ সন্তি সরলাঃ,  
পরং তেষাং মধ্যেহবিরল-তরলোহহং তব স্ততঃ ।  
মদীয়োহয়ং ত্যাগঃ সমুচিতমিদং নো তব শিবে,  
কুপুল্লো জায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—হে জননি! বহুধাতলে তোমার অনেক পুত্র আছে, তাহারা সকলেই সরল, কিন্তু আমি তোমার সন্তানগণের মধ্যে নিরন্তর চাঞ্চল্য-যুক্ত, হে শিবে! তাই বলিয়া আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত নহে। হে মাতঃ! কুপুত্র হইতে পারে, কিন্তু কোন স্থলেও কুমাতা হয়েন না ॥ ৩ ॥

জগন্মাতৰ্ম্মাতস্তব চরণসেবা ন রচিতা,  
ন বা দত্তং দেবি দ্রবিণমতিভূয়স্তব ময়া ।  
তথাপি ত্বং স্নেহং ময়ি নিরুপমং যৎ প্রকুরুষে,  
কুপুল্লো জায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—হে জগজ্জননি! হে মাতঃ! আমি কদাচ তোমার

চরণদ্বয়ের সেবা করি নাই, দেবি! তোমাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করি নাই,  
তথাপি তুমি মৎপ্রতি অসীম স্নেহ করিতেছ, (জননি! অতএব জানিলাম)  
কুপুত্র হইয়া থাকে, কিন্তু কদাচ কুমাতা হন না ॥ ৪ ॥

পরিত্যক্তা দেবা বিবিধবিধিসেবাকুলতয়া,  
ময়া পঞ্চাশীতেরধিকমুপনীতে চ বয়সি ।  
ইদানীং মে মাতস্তব যদি কৃপা নাপি ভবিতা,  
নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামি শরণম্ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—আমার বয়স পঞ্চাশীতি বৎসরের অধিক হইয়াছে, বিবিধ  
বিধিগালনে অক্ষমতাপ্রযুক্ত, (বিবিধ বিধিসেবা) দেবগণকে ত্যাগ করিতে বাধ্য  
হইয়াছি, হে লম্বোদরজননি! এখন যদি তুমি মৎপ্রতি করুণা বিতরণ না কর,  
তাহা হইলে নিরাশ্রয় আমি আর কাহার শরণাগত হইব? ॥ ৫ ॥

শ্বপাকো জল্লাকো ভবতি মধুপাকোপমগিরা,  
নিরাতঙ্কো রক্ষো বিহরতি চিরং কোটিকনকৈঃ ।  
তবাপর্ণে কর্ণে বিশতি মনুবর্ণে ফলমিদং,  
জনঃ কো জানীতে জননি জপনীয়ং জপবিধৌ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—শ্বপাক অর্থাৎ মূর্থ (ক্রকভাবী) চণ্ডাল, মধুর বচনবিজ্ঞাসে  
বাগ্মী হইয়া থাকে, নিধন ব্যক্তি বহুকোটিস্বর্ণ লইয়া বিহার করিয়া থাকে । হে  
অপর্ণে! তোমার মন্ত্রবর্ণ শ্রবণপুটে প্রবেশ করিলেই এইরূপ ফল হয়, কিন্তু  
বিধিপূর্বক তোমার মন্ত্রজপ করিলে যে ফল হয়, তাহা কে জানিতে  
পারে? ॥ ৬ ॥

চিত্তাভ্যালেপো গরলমশনং দিকৃপটধরো,  
জটাধারী কণ্ঠে ভুজগপতিহারী পশুপতিঃ ।  
কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীশৈকপদবীং,  
ভবানি ত্বং-পানিগ্রহণ-পরিপাটী-ফলমিদম্ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—অঙ্গে চিত্তাভ্যাস লেপন, খাদ্য বিষ, বস্ত্র দিগ্‌মণ্ডল, অর্থাৎ  
উলঙ্গ, মাথায় জটা, ভুজের হার, কণ্ঠে বাহন, নরকপাল হস্তে, ভূতশ্রেষ্ঠ ভূতা,  
এমন যিনি, তিনিও যে একমাত্র জগদীশ্বরপদ লাভ করিয়াছেন, হে ভবানি,

তাহা তোমারই পাণিগ্রহণের ফল, অর্থাৎ তোমাকে বিবাহ করিয়াই সেই হত  
দরিদ্র শিবের এই অসামান্য ঐশ্বর্য্য ॥ ৭ ॥

ন মোক্ষস্রাকাক্ষা নব-বিভব-বাঞ্ছাপি ন চ মে,  
ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি স্তখেচ্ছাপি ন পুনঃ ।  
অতস্ত্বাং সংযাচে জননি জননং যাতু মম বৈ,  
মৃড়ানী রুদ্রাণী শিব শিব ভবানীতি জপতঃ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—হে মাতঃ ! মুক্তি ইচ্ছা নাই, অলঙ্ক-সম্পত্তি-লাভেও ইচ্ছা  
নাই, আমার জ্ঞান হউক, এরূপ ইচ্ছাও রাখি না । হে চন্দ্রাননে ! আমি  
সুখভোগ করিব, এরূপ আকাঙ্ক্ষাও আমার অন্তঃকরণে উদ্ভিত হয় না । জননি !  
আমি তোমার নিকট এইমাত্র প্রার্থনা করি যে, নিরন্তর মৃড়ানী, রুদ্রাণী,  
শিব শিব ও ভবানী এই প্রকার জপ করিয়াই যেন আমার জীবন-যাপন হয় ॥ ৮ ॥

নারাধিতাসি বিধিনা বিবিধোপচারৈঃ,  
কিং \* রুক্ষ চিস্তনপরৈর্ন কৃতং বচোভিঃ ।  
শ্রামে ত্বমেব যদি কিঞ্চন ময্যনাথে,  
ধৎসে কৃপামুচিতমশ্ব পরং তবৈব ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ ।**—হে মাতঃ ! আমি তোমাকে বিবিধোপচারে যথাবিধি  
অর্চনা ত করিই নাই, (অধিকন্তু) রুক্ষ ও বিষয়ভাবনা প্রকাশক বাক্য  
দ্বারা তোমার কি (অপ্রিয়) করি নাই ? হে কালি ! অনাথ আমি, আমার  
প্রতি যদি তুমিই কিঞ্চিৎ কৃপা কর, মা, তাহাই তোমার পক্ষে উচিত, (আর  
কেহ কি এরূপ অধমের প্রতি কৃপা করেন ?) ॥ ৯ ॥

আপৎস্ব মগ্নঃ স্মরণং ত্বদীয়ং, কেরোমি দুর্গে করুণার্ণবেশি ।

নৈতচ্ছঠং মম ভাবয়েথাঃ, ক্ষুধাতৃষার্তা জননীং স্মরন্তি ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ ।**—হে কৃপাসাগরেশ্বরী ! হে দুর্গতিনাশিনি ! আমি অধুনা  
আপদে নিমগ্ন হইয়া তোমাকে স্মরণ করিতেছি । মাতঃ ! ইহা আমার শঠতা  
মনে করিও না । কারণ, সন্তান বখন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়, তখন মাতাকেই  
স্মরণ করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

জগদস্ব বিচিত্রমত্র কিং, পরিপূর্ণা করুণাস্তি চেন্ময়ি ।

অপরাধশতৈঃ পরাবৃতং, ন হি মাতা সমুপেক্ষতে স্তুতম্ ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ ।**—হে জগন্মাতা ! তুমি যে আমার প্রতি সম্পূর্ণ করুণা করিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে । যদি শিশু মাতার নিকট শত অপরাধ করিয়াও তৎসমীপে উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও মাতা সেই পুত্রকে উপেক্ষা করিতে পারেন না ॥ ১১ ॥

মৎসমঃ পাতকী নাস্তি পাপস্বী ত্বৎসমা ন হি ।

এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি যথা যোগ্যং তথা কুরু ॥ ১২ ॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-গোবিন্দ-ভগবৎ-পূজ্যপাদ-

শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতঃ কৃতৌ দেব্যপরাধ-

ক্ষমাপণ-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

**অনুবাদ ।**—হে জননি ! আমার তুল্য পাতকী আর নাই এবং তোমার জ্ঞায় পাপহারিণীও আর দৃষ্ট হয় না, ইহা বিবেচনা করিয়া তুমি যাহা উচিত বোধ কর, তাহাই কর ॥ ১২ ॥

দেব্যপরাধক্ষমাপণস্তোত্র সম্পূর্ণ ।

# ଆନନ୍ଦଲହରୀ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଲହରୀ

ଶ୍ରୀମଦଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ-କୃତ-ଟୀକୟା

ତଥା

ଶ୍ରୀମଲ୍ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରକୃତ-ଟୀକୟା ଚ ସମେତା

# মহিশূররাক্ষসীয়- প্রথম-যুদ্রাপকপণ্ডিতস্য পীঠিকা ।

ইয়ং খলু দেবীস্তুতিঃ শ্লোকশতীমিতা সমগ্গাগমরহস্তগৰ্ভিতা সৌন্দর্যালহরী  
আনন্দলহরীতি চ প্রথতে । কো হু এতস্তা রচয়িতা কিমভিধান ইতি নাষ্টাপি  
নিশ্চেতুং পারয়ামঃ, যতঃ প্রাক্তনা অপি ব্যাখ্যাতারঃ বিষয়েহস্মিন্ সন্ধিহানা এব  
স্তুতিমেতাং ব্যাচকুঃ । তথা চ ভিণ্ডিমাখ্যায়াং সৌন্দর্যালহরীব্যাখ্যায়াম্ আদৌ—

স্তোত্রমেতদ্বদন্ত্যেকৈ শিবেন পরিভাষিতম্ ।

তশ্চৈবাংশাবতারেণ শঙ্করেণেতি কেচন ॥

কেচিৎপদস্ত্যাগ্গশঙ্কৈললিতায়ামহোজসঃ ।

দশনেভ্যঃ সমুদ্ভূতমিতি নানাবিধশ্রুতিঃ ॥ ইতি ॥

সুধাবিগ্ধোতিনীনামিকায়াম্ তু টীকায়াম্ ক্ষত্রবংশশিখামণেঃ দ্রুমিড়দেশাধিপতেঃ  
দ্রুমিড়াভিধানস্ত বেদবতীসহধর্মচারিণীকস্ত নৃপস্ত স্তুতঃ প্রবরসেনো নাম্না স্তন-  
ক্করঃ স্তুতিমেতাং চকারেত্যভ্যধায়ি । যথা—

অথ পূর্বজন্মসমরোপাসনাহ্লাদিতমত্যা ভগবত্যাঃ স্তুত্য়ামৃতপান-সমুপ্লাসিতচিত্ত-  
বৃন্তিঃ প্রবরসেনাভিধঃ স্তোত্ররাজং রচরাঞ্চকার —

আসীৎ প্রবরসেনাখ্যঃ ক্ষত্রবংশশিখামণিঃ ।

যস্ত বাল্যং চ বার্কিক্যং বিনা ঘোবনবৃদ্ধতা ॥

দ্রুমিড়ো নাম তস্ত্রাসীদ্দ্রুমিড়েষু পিতা নৃপঃ ।

তস্ত্রামাতাঃ শুকো বিদ্বান্ যো ধর্মনিরতো দ্বিজঃ ॥

তদধীনমতিঃ মোহখ পুত্রোৎপত্তৌ সমুৎসুকঃ ।

কৃষ্ণা শুভানি কৰ্ম্মাণি বেদোক্তানি পরস্তপঃ ॥

তস্ত্র ভাৰ্য্যা বেদবতী পরমামিতলোচনা ।

পুত্রং প্রবরসেনাখ্যং প্রাপ হস্তযুগাঙ্ঘ্রিকে ॥

সিংহে লগ্নে নবমচরমং দেবতাদেশিকেক্ষত্রং

ষাতে সূর্য্যে মিথুনভবনং বোধনে মীনষাতে ।

শুক্রে কুম্ভং তপনতনয়ে গোপতৌ নাগভুক্তে

জাতৌ রাজ্যং বিজয়মকুটৌ বেদমার্যার্থবেদী ॥

কিঞ্চিদ্ধাত্বা শুকো বিপ্রঃ কুজান্মৃগগতাদয়ম্ ।  
 ভবিষ্যত্যরিহীনো হি কুশলং তন্তু কিং ভবেৎ ॥  
 প্রোবাচ দ্রমিড়ং সোহধ তে স্মৃতো যদি জীবতি ।  
 নৃপাসনাচ্ছ্যুতং নুনং ভবিষ্যতি কুলং তব ।  
 ইত্যুক্তঃ স নৃপঃ পুত্রং তত্যাঙ্গ গিরিমূৰ্দ্ধনি ।  
 অন্তুং তমাগতো ব্যাঘ্রস্তদা তত্র ন দৃষ্টবান্ ॥  
 মত্বা তং রত্নসংঘাতমাদায় গতবাস্থিলম্ ।  
 পূৰ্ব্বজন্মশ্রয়ং বিপ্রঃ কুলীন ইতি বিশ্রুতঃ ॥  
 গঙ্গাসাগরয়োস্তীরে কামরাজং চিরং ভজন্ ।  
 কদাচিৎ সলিলে গাঙ্গে মৃতো হি শ্রুপতদ্বৃধঃ ॥  
 স এব বেদবতাস্ত জাতোহরং দ্রমিড়ান্মৃপঃ ।  
 স বুদ্ধা পূৰ্বকৰ্ম্মাণি যোগিকানি পরন্তপঃ ॥  
 আধারমাদৌ সন্মার চতুর্দলসমস্নিতম্ ।

\* \* \* \* \*

তদানীং তন্তু বদনকুহরাস্তারতী শিবা ।  
 সমুদগতা তদ্বিষয়া বিচিত্রপদশোভিতা ॥  
 ক্লিন্নাস্ত পশুসংতুষ্টা গৌরী দর্শনমাগতা ।  
 স্নেহাদ্রিমনসা তোকমাদায় পরমেশ্বরী ॥  
 দদৌ \* \* \* ।  
 পাদয়োঃ পতিতস্তস্যা মুকুটাগ্রেণ দংশ্পশন্ ॥  
 অস্ত দত্বা বরান্দেবী জগাম বনিতোত্তমা ।  
 বিলোপরি স্থিতস্তন্তু জিজ্ঞাসুঃ পুংসো যুনিঃ ॥  
 ধাত্বা বহুবিধৈর্যোগৈঃ \* \* \* ।

\* \* \* যন্ত সঙ্কায়োনিয়মায় বৈ ॥

মত্বা বিনষ্টা অভবন্ কিমেতদिति চাকুলঃ ।  
 দ্রষ্টুং তদা স্তোত্রকৃতং বিচিন্ধন্ প্রযযৌ বনে ॥  
 বিলম্বারে স্থিতং দিব্যং মুক্তামণি-বিভূষিতম্ ।  
 কিরীট-রত্ন-সংঘাত-সমুন্নসিত-কাননম্ ॥  
 দদর্শ মুনিবর্ষ্যস্তং প্রণিপত্য পুরঃ স্থিতম্ ।  
 তদা মজ্জান্ বুঝোধাথ গতোহরং নিয়মায় বৈ ॥



তদানীং মৃগয়াং জগ্মুঃ স্মিতান্ত্র মানবাঃ ।

হয়মারোপ্য নৃপতিং তে রাষ্ট্রং পুনরাগতাঃ ॥

\* \* ধন্য কন্যা রূপবতী শুভা ।

তস্তাঃ পুত্রোহহমঘিচ্ছন্ স্ততিব্যাখ্যাং করোমি তাম্ ।

সুধাবিশ্ণোতিনীং নামা পিত্রা সম্যক্ প্রবোধিতঃ ॥ ইতি ॥

লক্ষ্মীধরস্ত শঙ্করভগবৎপাদকৃতামিমাং স্ততিমভিদধে । পরস্ত সৌহপি শৈশব  
এব শঙ্করাচার্য্যকৃতেয়ং স্ততিরিত্যনুমুতে । যতন্তেন পঞ্চসপ্ততিতমশ্চ পঞ্চশ্চ  
ব্যাখ্যারাম্ “দ্রবিড়শিশুঃ দ্রবিড়-জাতিসমুদ্ভবঃ বালঃ এতৎস্তোত্রকর্তা” ইতি  
ব্যাখ্যাতম্ ।

মোভাগ্যবন্ধিনী-নামকটীকাকর্তাহপি “দ্রবিড়শিশুঃ মল্লকণঃ” ইতি বিবৃথয়েব-  
মাখ্যারিকামাহ—

অত্রেয়ঃ চিরন্তনাখ্যারিকা—ভগবতঃ শঙ্করাবতারশ্চ পিতা সন্ততং পরমেশ্বরী-  
ভক্তঃ গ্রামাঘহিঃ পরমেশ্বর্য্য। আয়তনং গহ্বা হুৎনে পরমেশ্বরীং সংস্রাপ্য পূজাং  
বিধায় নমস্কৃত্য অবশিষ্টং কিঞ্চিদুৎসং সঙ্কে গতায় সুনবে শঙ্করাচার্য্যায় প্রযচ্ছতি ।  
বালকশ্চ মনসি প্রত্যাহং পরমেশ্বরী স্বয়ং পিবতি পীতশেষং মহ্যং পিতা দদাতীতি  
মতির্জাগর্তি । কদাচিদ্গ্রামান্তরং গচ্ছন্ পিতা বালকশ্চ মাতরং প্রত্যুক্তা  
গতঃ প্রত্যাহং মদাগমনং যাবত্তাবত্তরা হুৎনে স্রপনীয়া ভগবতী পূজনীয়া  
সমাগতি । সা তথা কুর্বাণা কদাচিং জীধশ্রীণী জাতা । গৃহে কোহপি  
নাস্তি । তদা পুত্রং প্রেষিতবতী । হুৎনে ভগবতীং সংস্রাপ্য পূজাং  
বিধায়গচ্ছতি । বালকো গহ্বা পূজাং বিধায় হুৎসং পুরো নিধায় পরমেশ্বরীদং  
পিবতি পদিতবান্ । যদা বিলম্বো জাতঃ ভগবতী চ ন পিবতি তদা রোদিতু-  
মারম্ভবান্ । তদা পরমেশ্বরী দয়য়া আবিভূষ্য হুৎসং পীতবতী । পুনঃ পাত্রং  
স্নিক্তং বিলোক্য সর্কং ত্বয়া পীতং মদর্থে ন হ্যপিতং কিমপীতি রোদিতুং প্রবৃত্তঃ ।  
ততো বিহস্ত বালকমহে সমারোপ্য স্তম্ভং দত্তবতী জগদম্বিকা । স্তম্ভপানেন সর্কা  
বিষ্টাঃ তদানীমেব পুরতঃ-সুর্ভিকা জাতাঃ । কবরয়েব গৃহং গতঃ । এতস্মিন্নস্তরে  
পিতা সমাগতঃ । বালকশ্চাকৃতিং বাগ্‌বিজুস্তিতং চালোক্য সাস্চর্য্যোহভূৎ । স্বপ্নে  
আগত্য পরমেশ্বর্য্যুক্তবতী—“অনেন লোকোদ্ধারো ভবিষ্যতি, ত্বয়া চিন্তা ন  
কার্যা, মম বালকোহয়মিতি” । ইতি ॥

অস্তে তু ডিণ্ডিমাদিব্যাখ্যাকর্তারঃ “পুরা কাঞ্চিকানগরে স্বকার্য্যাসক্ত্যা  
পিত্রোর্গতবতোঃ কশ্চন সংবন্ধনামধেয়ঃ স্তনকয়ঃ ষণ্মাসবয়াঃ পরম্ অব অধেত্যা-

ক্রোশনপ্রবীণঃ স্তম্ভপিপাসয়া পার্শ্বত্যা করুণয়া দত্তং স্তম্ভমাশ্রাণ্ড অতিশৈশব এব  
কবিরভূদিতি গাথাহ্নুসংধেয়া” ইতি বিলিখন্তঃ সৌন্দর্যালহরীকর্তুরন্তমেব  
দ্রমিলশিশুমত্র বিবক্ষিতং মন্তস্তে । যথা তথা বাহুতং । স্ততিরিয়ং সুললিত-  
পদশুভমধুরা গূঢ়তরাগমার্থগভীরা দেবীঃ শক্তিমুপাসীনৈরবশ্যং হৃদয়ে নিধেয়েতাত্ত্র  
তু ন কস্তচিচ্ছিন্নয়ঃ ।

সন্তি চাত্মাঃ স্ততেঃ ভূয়শ্চষ্টীকাঃ তাস্ম চ লক্ষ্মীধরবিরচিতৈতব গূঢ়তমানাগ-  
মার্থাংশদগ্নিতুমলমিতি সৈবাস্মাভিরিহ নিবেশিতা, অস্তাং চ ব্যাখ্যায়ামস্তে ব্যাখ্যাতা  
স্বস্ত গজপতিবীরপ্রতাপরুদ্রাশ্রিততাং সরস্বতীবিলাসাত্তনেকস্মৃতিনিবন্ধন-লক্ষ্মী-  
ধরাত্তনেকসাহিত্যানিবন্ধননির্মাতৃতাং চ স্বয়মেব প্রাচীকশং । তেন প্রতীমঃ প্রতাপ-  
রুদ্রযশোভূষণাভিধানলঙ্কারনিবন্ধস্ত সরস্বতী-বিলাসাত্তিধানধর্মশাস্ত্রনিবন্ধনস্ত চ কর্তা  
বিজ্ঞানাথ এব লক্ষ্মীধরোহসাবিতি । সম্ভাবাতে চ লক্ষ্মীধর ইতি চাত্ম স্বর্ষটপুরুষ-  
নামসমানং নামকস্মিণি পিত্রা সংকেতিতং নাম । বিজ্ঞানাথ ইতি চ ঈনাথ ইতিবৎ  
পূর্ণাভিষেকানুবন্ধি অভিধানমিতি । যত্বেপি সরস্বতীবিলাসঃ প্রতাপরুদ্রনৃপতি-  
বিরচিত ইত্যেব তন্নিবন্ধাস্তে দৃশ্যতে । যথা—

“ইতি বরগজপতিগোড়েশ্বরনবকোটি-কর্ণাটককলুবুরি ( শুধরগারী ) গেখর-  
জমুনাপুরাধীশ্বরহৃদয়নসাহিস্তত-ত্রাণশরণ-রক্ষণ-ঈহ গাঁবরপুত্র-পরমপবিত্রচরিত-রাজাধি-  
রাজ-পরমেশ্বরঈপ্রতাপরুদ্রদেবমহারাজ-বিরচিত-স্মৃতি-সংগ্রহে সরস্বতীবিলাসে”  
ইতি । তথাহপি স্বাশ্রয়রাজযশোমুখ্যতয়ে স্বকৃতগ্রন্থং প্রতাপরুদ্রকৃতত্বেন ব্যালি-  
খদগ্রন্থকার ইতি নিশ্চীয়তে । প্রসিদ্ধং হি আশ্রিতবিবৃধেঃ স্বকৃতপ্রবন্ধানাং  
রাজার্ণবম্ । প্রতাপরুদ্রদেবশ্চ ইতঃ প্রাক্ ষষ্ঠস্ত বর্ষশতকস্তাদিত্যাগে উষিতবান্ ইতি  
লক্ষ্মীধরস্তাপি স এব কাল ইত্মারীয়েতে ইত্যলম্ ।

## দ্বিতীয়-যুগ্মপণপ্রবর্তকস্ত সমালোচনম্

অত্র ক্রমঃ । শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুভক্তস্য দক্ষিণ-দেশাধিরাজ-শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবস্ত  
গৌড়েশ্বর-হুশন-সাহেন যুদ্ধং সন্ধিচ্চ কাদাচিত্তকো জাত ইতি পুরাবৃত্তম্ । অত্র  
গৌড়েশ্বরেত্যাদি বিশেষণং যদি হুশনসাহি-পদার্থস্ত শ্রীং তদা লক্ষ্মীধরোহয়ং সার্ক-  
চতুঃশতী-বৎসরেভ্যঃ প্রাক্ পঞ্চশততম-বৎসরাদবাক্ চ জাত ইতি নিশ্চীয়তে ।  
তৎকালশ্চেব সমুল্লিখিতপ্রতাপরুদ্রীয়ত্বেন নিঃসংশয়ং নিরূপণাৎ । অথ কচ্চিদ-  
পরঃ প্রতাপরুদ্রো ভবেৎ তদ্বার্তাদিকং বিশেষতো যুগ্যম্ । তত্র চ জমুনা-পুরাধীশ্বর  
ইত্যোতাবস্মাত্ৰং হুশনসাহিবিশেষণং তদ্বিবরণমপ্যাসুসঙ্কাতবাৎ ভবতি । যদি  
কৃততন্নিশ্চয়ঃ পীঠিকাকৃৎ শ্রীং, প্রতাপরুদ্রদেবশ্চ ইতঃ ( ১৮৮০ খৃঃ বৎসরাৎ )  
প্রাক্ ষষ্ঠস্ত বর্ষশতকশ্রাদিভাগ উদিতবানিতি বদন্তুপাদেয়বচনঃ শ্রীমদ্ভগবতঃ  
গৌড়দেশপ্রসিদ্ধা আনন্দলহরীরচনায়া জনশ্রুতিশ্চেতম্—শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্যঃ  
শক্তিং ন মেনে, একদা চ স্নানার্থং গচ্ছন্ মধ্যো-মার্গমা-বন্ধো মায়াপঙ্কেস্তমাজ্জীৎ ।  
যদাচ বিফলোত্তরণপ্রযত্নো যাবদাকুলনয়নমিতস্ততো ত্রপাতয়ৎ তাবদেকামবলম্বিত-  
যষ্টিং জরতী মণ্যশ্রুৎ । সা চ দৃষ্টমাত্রা ব্যথিতোবাচ, উত্তিষ্ঠ বৎস উত্তিষ্ঠ, মা তাব-  
দিতোহধিকং নিমাকীরিতি আচার্য্যোণোকুং মাতঃ সাম্প্রতং মে শক্তির্নাস্ত্যাপানস্ত ।  
তদা জরত্যা প্রতু্যক্তং বৎস শ্রুয়তে ত্বয়া শক্তিরেব নাদীক্রিয়তে । আচার্য্যাবধোণ  
তদা তামেব শক্তিং মন্তমানস্তুষ্টাব । সাকমেব তয়া জরত্যা মায়াপঙ্কমপ্যাস্তহিতম্ ।  
সৈব স্তুতিমানন্দহেতুত্বেনানন্দলহরীতি ভণ্যতে । যথা ভবতু শ্রীশঙ্করাচার্য্য এবাস্ত  
রচয়িত্তেত্যত্র ঐতদ্দেশীয়ানাং প্রাগং বিহ্বানৈকমতামেব । ইতি শুভম্

## আনন্দলহরী বা সৌন্দর্যল-রী ।

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং,  
ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি ।  
অতস্ত্বামারাধ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিভিরপি \*  
প্রণন্তুং স্তোতুং বা কথমকৃতপুণ্যঃ প্রভবতি ॥ ১ ॥

### লক্ষ্মীধর-কৃত-ব্যাখ্যান-প্রারম্ভঃ ।

বন্ধামহে মহীয়াংসমংসলম্বিজটাভরম্ ।  
যংকঙ্কণ-ঝণংকাররবঃ শব্দানুশাসনম্ ॥  
শেষাশেষোক্তিভূষাঃ কণচরণচণগ্রন্থসৌগন্ধ্য-জিহ্বাঃ  
ভট্টোক্তি-প্রৌঢ়ি-সীতা গুরুগুরুতরগীর্জিত্তত্ত্বদ্বিজ্জুস্তাঃ ।  
নিঃশব্দাঃ শব্দরোক্তৌ পশুপতিমতনির্বাহকাঃ সাংখ্যাসংখ্যাঃ  
যন্ত ত্রিলোললক্ষ্মীধর-বিবুধমণেভাস্তি বাচাং নিগুস্তাঃ ॥  
সোহং লক্ষ্মীধরঃ প্রাহ টীকাং লক্ষ্মীধরাতিধাম্ ।  
এনাং সমাহিতস্বাস্তাঃ সেবস্তাং সততং বুধাঃ ॥  
স্তাদেব মেহলসতয়া মতিমান্দ্যতো বা  
দোষঃ কচিৎ কচিদথাপি ন কাহপি শব্দা ।  
নৈসর্গিকী খলু গুণীকরণপ্রবীণা  
শক্তিঃ সদা বিজয়তে ভূবি সজ্জনানাম্ ॥

ইহ খলু শব্দরত্নগবৎপূজ্যপাদাঃ সমরমততত্ত্ববেদিনঃ সমরাখ্যাং চন্দ্রকলাং  
ম্লোকশতেন প্রস্তবন্তি—

শিবঃ সর্বমঙ্গলোপেতঃ সদাশিবতত্ত্বম্ । বশ কাস্তৌ ইত্যান্নাকাতোঃ শিবশব্দো  
নিঃসঙ্গঃ । যথোক্তম্—

হিসিধাতোঃ সিংহশব্দো বশকাস্তৌ শিবঃ শ্বতঃ ।

বর্ণব্যত্যয়তঃ সিদ্ধৌ পশুকঃ কস্তপো বধা ॥

বিরিকাদিতিরসীতি লক্ষ্মীধরসম্বতঃ পাঠঃ ।

ইতি । বশ কাস্তো, ইত্যয়ং ধাতুঃ তুদাদিঃ অদাদিচ্চ সংগৃহীতঃ । তুদাদেবশতে: দীপ্তিরর্থঃ ; কাস্তিদীপ্তিঃ । অদাদেবষ্টিরিত্যি কামনা অর্থঃ । ইচ্ছাশক্ত্যাশ্রয়ত্বাৎ জৈবরশ্ম শিবত্বম্ । বশতি প্রকাশতে স্বয়ংপ্রকাশ ইতি । যদ্বা স্বস্মিন্ প্রপঞ্চঃ প্রকাশয়তীতি, শিবঃ । যদ্বা—শীঙ্ স্বপ্নে ইত্যাদ্যাদ্ধাতোঃ শিবশব্দো নিষ্পন্নঃ । স্বপ্নং বাতি ক্রিপতীতি শিবঃ, জাড্যরহিতঃ, অবিজ্ঞানিশূন্যঃ ইত্যর্থঃ । যদ্বা স্বপ্নম্ অবিজ্ঞানং বাতি গচ্ছতীতি শিবঃ, সাদাখ্যকলাসংবলিত ইতি যাবৎ । তত্শ্চৈব শিবশব্দ-বাচ্যত্বং বক্ষ্যতে । তাদৃশঃ শিবঃ শক্ত্যা জগন্নির্মাণশক্ত্যা যুক্তঃ অবচ্ছিন্নঃ—অবিজ্ঞান-চ্ছিন্নচৈতন্ত্যশ্চৈব ব্রহ্মণঃ জগন্নির্মাণশক্তত্বাৎ—যদি চেৎ, ভবতি শক্তঃ সমর্থঃ প্রভবিতুং প্রপঞ্চং নির্মাতুম্ । ন চেদেবং, শক্ত্যা যুক্তো ন চেদিত্যর্থঃ । দীব্যতীতি দেবঃ পূর্বোক্তঃ সদাশিবঃ । ন থলু নিষেধসম্ভাবনারাম্ । স্পন্দিতুমপি চলিতুমপি কুশলঃ সমর্থঃ । নিরাকারশ্চ বিভোরাকাশতুল্যশ্চ স্পন্দনাযোগাৎ ইতি হৃদগতোহর্থঃ ।

বাচ্যার্থস্ত—শিবশব্দন্তোঃ জাগ্রাপতিগ্ৰাহ্যেন জাগর্যা শক্ত্যা যুক্তশ্চেৎ প্রপঞ্চ-রূপসম্পাদনং নির্মাণত্বং শব্দোতি, তদা বিযুক্তশ্চেৎ ন শব্দোতীতি ।

আগমরহস্যার্থস্ত—শিবশব্দেন নবযোনিচক্রমধ্যে চতুর্ধোত্তাশ্রয়কর্মক্ৰমুচ্যতে । শক্তি-শব্দেন অবশিষ্টঃ পঞ্চযোত্তাশ্রয়কর্মক্ৰমুচ্যতে । এবং অর্কদ্বয়মিলিতং নব-যোত্তাশ্রয়কং চক্রং ভবতি । এতস্মাচ্চক্রাদেব জগৎপত্তিস্থিতিলয়া ভবন্তীতি পুরস্তান্নিবেদয়িষ্যতে । উক্তং চ—

চতুর্ভিঃ শিবচক্রৈচ্চ শক্তিচক্রৈচ্চ পঞ্চভিঃ ।

শিবশক্ত্যাশ্রয়কং জ্ঞেয়ং ত্রীচক্রং শিবয়োর্বপুঃ ॥

ইতি । শিবশব্দন্তোর্মেলনং ষড়্বিংশং সর্বতত্ত্বাতীতং তত্ত্বাস্তরমিতি পুরস্তা-নিবেদয়িষ্যতে । তস্মাৎমেলনাদেব জগৎপত্তিস্থিতিলয়াঃ, ন কেবলাদেব ইতি চ বক্ষ্যতে । যথোক্তং বামকেশ্বরমহাত্ম্যে চতুঃশত্যাম্—

পরোহপি শক্তিরহিতঃ শক্ত্যা যুক্তো ভবেদ্বদি ।

সৃষ্টিস্থিতিলয়ান্ কর্তুমশক্তঃ শক্ত এব হি ॥

ইতি । এতচ্চ “চতুর্ভিঃ ত্রীকর্থেঃ” \* ইত্যাদিলোকব্যাবধানাবসরে নিগূণ-তত্ত্বরূপপাদয়িষ্যামঃ ।

অতঃ তস্মাৎক্ষেতোঃ স্বাঃ ভগবতীং আরাধ্যাং, আরাধয়িতুং পূজয়িতুং হরি-হরবিরিঞ্চাদিভিঃ, হরিবিক্ৰঃ, হরোঃ রুদ্রঃ, বিরিঞ্চো ব্রহ্মা, আদিশব্দেন ইত্যাদয়ঃ সংগৃহ্যন্তে । তে চ অধিকারপুরুষাঃ প্রপঞ্চান্তঃপাতিনঃ । তৈর্নামদ্বাধ্যত্বং প্রপঞ্চ-

জনয়িত্বাঃ ভগবত্যাঃ যুক্তমেবেত্যুক্তম্ “অতঃস্বামারাধ্যাম্” ইতি, ন তু আরোপ-  
স্তিতিরिति ধ্যায়ম্। যথা—নিগমা বা আদিশব্দেন সংগৃহ্যন্তে, নিগমসেবাচ্চাৎ  
ভগবত্যাঃ। তদন্তরত্র “শ্রুতীনাং মূর্খানাঃ” \* ইত্যাদৌ ক্ষোধ্যতে। বিরিক-  
শব্দঃ অকারান্তঃ। অপিশব্দঃ কথংকথার্থমুপস্থারোতি। প্রগন্তং নমস্কর্তুম্। প্রশব্দঃ  
কাষ্মিকং বাচিকং মানসিকং ত্রিবিধং নমস্কারমাহ। স্তোতুং বা, কেবলং স্তুতিমাত্রমপি  
কর্তুং বেতি। অকৃতপুণ্যঃ—পূর্বজন্মার্জিতপুণ্যানিচয়ঃ কৃতপুণ্যঃ, তদন্তঃ অকৃত-  
পুণ্যঃ। প্রভবতি ঈষ্টে শক্তঃ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে ভগবতি, শিবো দেবঃ শক্ত্যা যুক্তো ভবতি যদি, তদা  
প্রভবিতুং শক্তঃ। এবং ন চেৎ, স্পন্দিতুমপি কুশলো ন খলু। অতঃ হরিহরবিরিকাদি-  
ভিরপি আরাধ্যাং স্বাম্ অকৃতপুণ্যঃ প্রগন্তং স্তোতুং বা কথং প্রভবতি ॥ ১ ॥

**সম্বীকৃতকৃত ব্যাখ্যার মর্থানুবাদ।**—শিব নির্বিশেষ  
ব্রহ্ম, নিরাকার, সর্বব্যাপক, তিনি শক্তি অর্থাৎ মায়াযুক্ত হইয়া ঈশ্বর—  
সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্তা হইলেন, নতুবা শক্তিরহিত হইলে তিনি স্পন্দনেও  
অসমর্থ; [ আকাশতুল্য নিরাকার সর্বব্যাপকের স্পন্দনাদি ক্রিয়া হইতে পারে  
না। ] এই অংশের আগমসম্মত অর্থ এই,—

শিব—উর্দ্ধমুখ চারিটি ত্রিকোণ রেখা,—শক্তি অধোমুখ পাঁচটি ত্রিকোণ রেখা-  
সহ মিলিত হইলে অর্থাৎ শিব-শক্তিময় ত্রীচক্র হইলে, তাহা হইতে সৃষ্টিস্থিতি-  
সংহারকার্য্য সম্পন্ন হয়। (কেবল শিব হইতে হয় না, ইহার ব্যাখ্যা ১১  
শ্লোকে বিস্তৃতভাবে হইবে।) কেবল শিব স্পন্দনেও অশক্ত। (হে ভগবতি)  
অতএব তোমাকে কাষ্মিক, বাচিক ও মানসিক নমস্কার করিতে অথবা স্তব করিতে  
প্রাক্তন পুণ্যহীন (মাদৃশ) ব্যক্তির সামর্থ্য কিরূপে হইতে পারে?

**অচ্যুতানন্দ-টীকা।**—ওঁ নমঃ শিবায়। নহা পিত্রোঃ পদাভ্যোজং  
ব্যাখ্যানং ক্রিয়তে ময়া। আনন্দলহরীস্তোত্রস্ত্রাচ্যুতানন্দশর্মা ॥ কদাচিত্তভগবতা  
শঙ্করাচার্য্যেণ শঙ্করমূর্তিনাপি বিবিধশাস্ত্রানুশীলনতয়া ‘সর্বং বৈ পরং ব্রহ্মেতি’  
মতমাপ্রিত্য হরৈরন্তদেবং ন জান ইত্যমুশাসতা প্রত্যক্ষীভূতয়া শক্ত্যানুগৃহীতেন তস্তা  
এব প্রাধান্তমন্তবতা স্তোত্রমারকম্। শিব ইতি। শিবো ব্রহ্মস্বরূপঃ যদি ইচ্ছাজ্ঞান-  
ক্রিয়াশক্ত্যা যুক্তো ভবতি, তদা প্রভবিতুং অধিকর্তুং শক্তঃ; ন চেদেবং স্পন্দিতুং  
চলিতুমপি ন সমর্থঃ। অতো হেতোহাং প্রগন্তং স্তোতুং বা অকৃতপুণ্যো জনঃ কথং  
প্রভবতি? প্রাক্তনপুণ্যং বিনা স্তুতিনত্যাদিকং ন সম্পত্তত ইত্যর্থঃ। স্বাং কিস্তু তাম্?

হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিভিঃ সেব্যাম্। বস্তুতস্ত্ব সৃষ্টাদীনাং শক্তিঃ কারণম্। তদ্বক্তং  
 গীতায়াম্,—“অজোহপি সন্নব্যায়াত্মা দেবানামীষরোহপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়  
 সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥” সারদায়ামপি,—“সচ্চিদানন্দবিভবাং সকলাং পরমেশ্বরীং।  
 আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদ্বিন্দুসমুদ্ভবঃ ॥” তত্র সকলাদিতি কলাযুক্তশক্তিমত  
 ইত্যর্থঃ। বানকেশ্বরতন্ত্রেহপি,—“পরোহপি শক্তিরহিতঃ শক্তঃ কৰ্ত্তুং ন কিঞ্চন।  
 শক্তস্ত্ব পরমেশানি শক্ত্যা যুক্তো ভবেদ্যদি ॥” অত্র মন্ত্রমপ্যুচ্চরতি। শিবো  
 হকারঃ যদি শক্ত্যা সংকারেণ যুক্তো ভবতি তদা প্রভবিতুং সমস্ততত্ত্বাণামাদি-  
 র্ভবিতুং শক্তঃ। হংসমন্ত্রঃ সোহহঙ্ক। অথবা শিবঃ কাদিক্রকারপর্য্যন্তবর্ণসমূহঃ।  
 শক্তিঃ ষোড়শস্বরঃ। তয়া যুক্তো যদি ভবতি তদা বেদাদিকং স্পষ্টীকৰ্ত্তুং  
 শক্তো ভবতি; নচেৎ স্পন্দিতুং উচ্চারণবিষয়ীভবিতুমপি ন কুশলঃ।  
 তদ্বক্তং সারদায়াম্,—“বিনা স্বরৈস্ত্ব নাগ্ৰেষাং জায়তে ব্যক্তিরঞ্জসা। শিব-  
 শক্তিময়ান্ত্রাদ্বর্ণা প্রোক্তা মনীষিভিঃ ॥” ব্যাখ্যানঞ্চ—শিবশব্দ ইকারণে যুক্তশ্চেৎ  
 ঙ্গেশ্বরবাচকঃ, অত্থা শব ইতি শব্দচ্ছলঃ। তন্ত্বে দৃষ্টং যথা,—“সংকারেণ বহির্ঘাতি  
 হংকারেণ বিশেৎ পুনঃ। হংসো হংস ইমং মন্ত্রং জীবো জপতি সৰ্ব্বদা ॥” অথবা  
 ত্বাং কিস্তূতাম্? প্রণবাদিবেদমজ্জৈরারাদ্যাম্। প্রণবস্ত্ব হরিহরবিরিঞ্চিবাচকৈঃ  
 অকার-উকার-মকারবাচকৈঃ। তথা চ গোরক্ষসংহিতায়াম্,—“অকারো হরি-  
 রিত্যাহরুকারো হর উচ্যতে। মকারো ব্রহ্মণঃ সংজ্ঞা জায়তে প্রণবস্ত্ব তৈঃ ॥ ১ ॥

**অম্বুবাদ।**—হে মাতঃ! শিব যদি শক্তিযুক্ত হয়েন, তাহা হইলেই  
 তিনি প্রভাবশালী হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে  
 সমর্থ হয়েন; অত্থা তিনি স্বয়ং স্পন্দিত হইতেও সমর্থ হয়েন না। এই হেতু  
 জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারাদি করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং  
 অত্যান্ত দেবতা সকলেই তোমার আরাধনা করিয়া থাকেন; ঈদৃশী অবস্থায়  
 মাদৃশ অকৃতপুণ্য ব্যক্তি কিরূপে তোমাকে প্রণাম করিতে অথবা তোমার স্তব  
 করিতে সমর্থ হইবে? ১ ॥

**তাৎপর্য্য।**—পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বিবিধ  
 শাস্ত্রাঙ্কুশীলন দ্বারা “সমস্তই পরমব্রহ্ম” এইরূপ মতের বশবর্ত্তী হইয়া একমাত্র  
 ব্রহ্মেরই আরাধনা করিতেন; ‘হরি (ব্রহ্ম) ভিন্ন দেবতা জানি না’ এরূপ  
 উপদেশও দিয়াছিলেন। শক্তি মানিতেন না। পরে প্রত্যাক্রূপে শক্তির  
 প্রভাব অনুভব করিয়া শক্তিলাভ-প্রত্যাশায় শক্তিকে প্রসঙ্গ করিবার নিমিত্ত  
 এই আনন্দলহরী স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু ব্রহ্মশক্তি-স্বীকার শারীরক ভাষা থাকায় তাহার সহিত ও আচার্য্যের দিগ্‌বিজয়কালে শক্তিপূজার শ্রোত ব্যবস্থা-প্রবর্তন, ত্রীচক্রস্থাপন প্রভৃতির সহিত এই প্রবাদেব সঙ্গতি রক্ষা করিতে হইলে, বলিতে হয়, শারীরক ভাষা-রচনাতির পূর্বে শঙ্করাচার্য্যের ঐরূপ ভাব ছিল ও ফলতঃ পঞ্চোপাসকগণ উপাশ্রে যেরূপ দৃষ্টি করিবেন, তৎশিক্ষাপ্রদর্শন ভগবান্ শঙ্কর করিয়া গিয়াছেন, নানা দেবতাকৃত স্ততির গায় দেবীস্তুতিও অনেক আছে, আনন্দলহরী তন্মধ্যে অগ্রতম। এই আনন্দলহরীর মাধবাচার্য্য-সম্বৃত নাম ‘সৌন্দর্যালহরী’।

অথবা শিবশব্দে ককারাদি বাঞ্জনবর্ণ। শক্তিশব্দে অকারাদি স্বরবর্ণ। শিব যদি শক্তিসূক্ত হইবে, অর্থাৎ বাঞ্জনবর্ণ যদি স্বরবর্ণের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলেই বেদ প্রভৃতি ব্যক্ত করিতে পারে; অতথা (স্বরবর্ণ-যুক্ত না হইলে) বাঞ্জনবর্ণ স্পন্দিত অর্থাৎ উচ্চারিতই হয় না। অথবা শিবশব্দে ইকার যোগ না থাকিলে শব্দ হয়, শবে ইকার যুক্ত থাকিলে ঈশ্বরবাচক হইয়া থাকে। কিংবা শিবশব্দে হং, শক্তি শব্দে সঃ। শিব শক্তিসূক্ত হইলে অর্থাৎ হংসঃ এই বর্ণদ্বয় একত্র মিলিত হইলে তদ্ব্যোক্ত প্রধান মন্ত্র হইয়া থাকে। জীব নিখাসপ্রস্থান দ্বারা সর্বদা এই মন্ত্র জপ করিতেছে। নিখাস আকর্ষণে হং, নিখাস-পরিত্যাগে সঃ উচ্চারিত হয়। ইহার নাম অজপা মন্ত্র। অথবা হে মাতঃ! তুমি ‘ওঁ’ প্রভৃতি বেদবাক্য দ্বারা আরাধ্য। প্রণব হরি-হর-বিরিঞ্চি-বাচক অর্থাৎ অকার-উকার-মকার-বাচক। প্রণবে যেরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এই তিন দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেইরূপ ঐ তিন দেবতাতেও ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি, এই শক্তিত্রয় অবস্থিত রহিয়াছেন। অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি ব্রহ্মাতে অবস্থিতি করত সৃষ্টি করিতেছেন; জ্ঞানশক্তি বিষ্ণুতে অধিষ্ঠান-পূর্বক পালনে প্রবৃত্ত হইতেছেন; ইচ্ছাশক্তি মহেশ্বরে অধিষ্ঠান করিয়া সংহার করিতেছেন; ব্রহ্মাবিষ্ণু-মহেশ্বরের সামর্থ্যের তুমিই মূল ॥ ১ ॥

তনুয়াংসং পাংশুং তব চরণপঙ্কেরুহভবং,

বিরিঞ্চিঃ সঞ্চিন্বন্ বিরচয়তি লোকানবিকলম্।

বহত্যেনং শৌরিঃ কথমপি সহস্রেন শিরসাং,

হরঃ সংকুটেনং \* ভজতি ভসিতোদ্ধূলনবিবিধম্ ॥২॥

সঙ্গীত-টীকা।—তনুয়াংসং অতিসূক্ষ্মং পাংশুং রজঃকণং তব ভবত্যাং দেব্যাং চরণপঙ্কেরুহভবং চরণৌ পঙ্কেরুহে ইব তাত্যাং ভবং বিরিঞ্চিঃ

\* সংকুটেনমিতি কচিং পাঠঃ।



ব্রহ্মা—বিরিঞ্চিশক ইকারান্তঃ, “বিরিঞ্চিশ্চ বিরিঞ্চনঃ” ইতি অমরকোষে অভি-  
ধানাৎ, ( সঞ্চিন্ ) সংপাদয়ন্, ভাণ্ডীকুর্বনিত্যর্থঃ, বিরচয়তি বিবিধান্ করোতি,  
লোকান্ লোক্যন্ত ইতি লোকাঃ স্বাবরজ্জন্মাশ্রয়প্রপঞ্চঃ ইত্যর্থঃ তান্ । যদ্বা  
উর্দ্ধলোকাঃ সপ্ত ভূবাদয়ঃ, অধোলোকাঃ সপ্ত অতলাদয়ঃ, এবং চতুর্দশলোকান্ ।  
অবিকলং পন্নস্পরাসংকীর্ণং যথা ভবতি তথা । যদ্বা—যাবৎপ্রলয়মেবাং বৈকল্যং  
যথা ন ভবতি তথা, বহতি প্রাপয়তি রক্ষতি, এনং পাংশুকণং চতুর্দশ-  
লোকাশ্রয়তয়া অবস্থিতম্ । শোরিঃ শূরশ্চ যদোরপতাং শোরিঃ বলভদ্রঃ, তেন  
শেষো লক্ষ্যতে, শেষাবতারত্বাৎ বলভদ্রশ্চ । যদ্বা—শৃণোতি হিনস্তি দশতীতি শোরিঃ  
সর্পরাজঃ, শেষ ইতি যাবৎ । যদ্বা—শোরিঃ বিষ্ণুঃ । তথোক্তং চতুঃশত্যাং—

শিশুমারান্না বিষ্ণুঃ সপ্তলোকানধঃ স্থিতান্ ।

দধে শেষতয়া লোকান্ ভূবাদীনুর্দ্ধতঃ স্থিতান্ ॥

ইতি । শেষপক্ষেপি শেষ এব বিষ্ণুঃ, রক্ষণে বিষ্ণোরৈবাধিকারাৎ । কথ-  
মপি কথংচিৎ সহস্রেন শিরসাম্ । হরঃ অন্তকালে প্রপঞ্চং হরতীতি হরঃ  
সংস্কৃত সম্যক্ মদয়িত্বা এনং চতুর্দশভূবনাশ্রয়তয়া অবস্থিতং পাদরজঃকণং,  
ভজতি সেবতে, উপদিহতীত্যর্থঃ । ভসিতোদ্ধূলনবিধিং ভসিতেন বহুকূলনং  
উপদেহনং অঙ্গরাগকরণং, তশ্চ বিধিঃ অনুষ্ঠানং, তং তথোক্তম্ ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে ভগবতি, বিরিঞ্চিঃ তব চরণপঙ্কেহুভবং তনীয়াসং  
পাংশুং সংচিন্ লোকান্ অবিকলং বিরচয়তি । হে ভগবতি, শোরিরেনং শিরসাং  
সহস্রেন কথমপি বহতি । হে ভগবতি, এনং সংস্কৃত হরঃ ভসিতোদ্ধূলনবিধিং  
ভজতি ।

অন্য ভাবঃ—ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরানাং প্রপঞ্চবিষয়সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্তৃত্বং ভগবত্যাঃ  
পদাভ্যবেণুমহিমাগতমিতি ॥ ২ ॥

লক্ষ্মীধর-টীকার মৰ্ম্মানুবাদ ।—পরমাণু হইতে ভূবাদি লোক-  
সৃষ্টি, উহা প্রসিদ্ধই আছে,—হে মাতঃ, সে পরমাণু তোমারই চরণরজঃকণা । ব্রহ্মা  
তাহাই সঞ্চয় করিয়া অব্যাহতভাবে চতুর্দশ লোক সৃষ্টি করিয়াছেন, বিষ্ণু  
অনন্তরূপে সহস্র মস্তক দ্বারা—লোকরূপে পরিণত সেই পাদপদ্মেরেণু কোন  
প্রকারে রক্ষা করিতেছেন । আর হর অন্তকালে তাহাকে চূর্ণ করিয়া তদ্বারা  
ভিন্ন মাধিবার কার্য্য সম্পন্ন করেন ॥ ২ ॥

অন্যতানন্দ-কৃত-টীকা ।—দেব্যান্চরণেরেণুনাং মহিমানমাহ তনীয়াসং-  
সমিতি । হে মাতস্তব পাদপদ্মভবম্ অন্ততরং পাংশুং ধূলিং ব্রহ্মা রাশীকুর্কন্

স্বচ্ছন্দং লোকান্ সৃজতি । তব মহিমা তনীয়সোহপি বহলীকরণসামর্থ্যমিতি  
ভাবঃ । এনং চরণরেণুং জগৎস্বেন সম্পন্নমপরিমেয়পরাক্রমোহপি নারায়ণঃ  
অনন্তরূপেণ কষ্টমৃষ্টা সহশ্রেণ শিরসাং বহতি । তনীয়সোহপি এবমুতং  
গরীয়স্বমিতি ভাবঃ । হর এনং অন্তকালে স্বতেজসা দধ্বং সংক্ষুদা চূর্ণীকৃত্য  
বিভূতিস্বরূপবিধিং ভস্মলেপনবিধিং ভজতি । তদাত্মকত্বাৎ ভস্মনি পুনস্তনীয়স্বমিতি  
ভাবঃ । তব পাদরেণবঃ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ানাং হেতব ইতি তাৎপর্যার্থঃ ।  
অত্র ভূতশুদ্ধিবীজাত্ম্যাকরন্তি ; তনীয়াংসং-শব্দাৎ যংকারঃ । চরণশব্দাদ্রেকঃ ।  
পাংশুশব্দাৎ বিন্দুঃ । অবিকলং-শব্দাৎ লঙ্কারঃ । ভবং-শব্দাৎ বঙ্কারঃ । এতেন  
যং রং লং বং ইতি ভূতশুদ্ধিবীজচতুষ্টয়ম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—জননি ! ব্রহ্মা তোমার পাদপদ্মস্থিত অল্পমাত্র ধূলি সংগ্রহ  
করিয়া ( অর্থাৎ পরমাণু লইয়া ) তদ্বারা এই জগৎপ্রপঞ্চ নির্মাণ করিয়াছেন ।  
পরে বিষ্ণু অনন্তরূপে সহস্র মস্তক দ্বারা স্বদীয় ( পাদপদ্ম-পরাগবিনির্মিত ) সেই  
জগৎ ধারণ করিতেছেন । প্রলয়কালে হর স্বীয় তেজোদ্বারা এই জগৎ ( দধ্ব ও  
ভস্মাবশিষ্ট ) বিচূর্ণিত করিয়া নিজ অঙ্গে সেই ভস্ম লেপন করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

**তাৎপর্য্য ।**—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভগবতীর স্বরূপমাত্র চরণরেণুই সৃষ্টি,  
স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ । এই শ্লোক দ্বারা টীকাকার অচ্যুতানন্দ ভূতশুদ্ধির  
বীজচতুষ্টয় উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—তনীয়াংসং শব্দে যং, চরণশব্দে রং, পাংশুশব্দে  
বিন্দু, অবিকলং শব্দে লং, ভবং শব্দে বং । ইহা দ্বারা যং রং লং বং এই  
বীজচতুষ্টয় উদ্ধৃত হইল ॥ ২ ॥

অবিজ্ঞানামন্তস্তিমির-মিহিরোদীপ-নগরী, \*

জড়ানাং চৈতন্য-স্তবক-মকরন্দ-স্রুতি-শিরা । †

দরিদ্রাণাং চিস্তামণিগুণনিকা জন্মজলধৌ,

নিমগ্নানাং দংষ্ট্রী । মুররিপুবরাহস্য ভবতী ‡ ॥ ৩ ॥

**লক্ষ্মীধর-টীকা ।**—তমেব পাংশুং প্রস্তোতি—এবঃ পাংশুঃ অবিজ্ঞানাং  
অবিজ্ঞাবিষ্টচিত্তানাং অজ্ঞানিনামিত্যর্থঃ, ন তু অবিজ্ঞমানবিজ্ঞানাম্, অবিজ্ঞানাঃ ভাবরূপ-  
ত্বাৎ । অর্শ-আদিভ্যাং অচ্-প্রত্যয়ঃ । অবিজ্ঞাবস্তঃ অবিজ্ঞা ইতি । যদ্বা—অবিজ্ঞাবিষ্টচিত্তা  
অপি উপচায়েণ অবিজ্ঞা ইতি । তেবাং অন্তস্তিমিরমিহিরদীপনগরী—অন্তস্তিমিরং

\* মিহিরদীপনগরীতি লক্ষ্মীধরসম্মতঃ পাঠঃ ।

† করীতি লক্ষ্মীধরসম্মতঃ পাঠঃ ।

‡ ভবতি ইতি লক্ষ্মীধরসম্মতঃ পাঠঃ ।

অজ্ঞানান্। অজ্ঞানস্ত তিমিরহারোপণম্ আবরকস্থসাম্যাৎ—যথা বাহুপদার্থ-  
নাবৃণোতি তমঃ, তথা আস্তরপদার্থম্ আস্থানম্ আবৃণোতি অবিজ্ঞা। তস্ত তিমিরস্ত  
মিহির-দ্বীপনগরী, মিহিরস্ত সূর্য্যস্ত দ্বীপঃ সমুদ্রমধো উদয়প্রদেশঃ, তত্র নগরীপত্তনঃ  
বাসগৃহমিতি যাবৎ। জড়ানাং মন্দানাং হর্মেধসাং, চৈতন্ত্বস্তবকমকরন্দক্ষতিবরী  
চেতনৈব চৈতন্ত্বম্, স্বার্থে স্বাঞ, চেতনা নাম আত্মগতপদার্থপ্রবোধকারিণী চিত্ত-  
বিস্তাররূপা কাচন শক্তিঃ, তদেব স্তবকঃ কল্পবৃক্ষশৃঙ্খলঃ তস্ত মকরন্দঃ পুষ্পরসঃ,  
তস্ত ক্ষতিঃ শবণং নিশ্চন্দঃ তস্ত বরী প্রবাহঃ। দরিদ্রাণাং দীনানাং চিস্তামণিশুণ-  
মিকা চিস্তামণেঃ রত্নবিশেষস্ত গুণনিকা গুণনা আশ্রয়েড়নং, সমূহ ইতি যাবৎ।  
জন্মজলধৌ জন্মৈব সংসার এব জলধিঃ সমুদ্রঃ—সংসারে সমুদ্রহারোপণং অপারত্ব-  
সাম্যাৎ—তত্র নিমগ্নানাং নিতরাম্ উন্মজ্জনরাহিত্যেন মগ্নানাং দংষ্ট্রা—স্পষ্টম্—  
মুররিপু-বরাহস্ত, মুরো নাম দৈত্যাঃ, তস্ত রিপুঃ বিষ্ণুঃ অয়ং মুররিপুশব্দঃ বিশেষণ-  
বাচ্যপি বিশেষ্যঃ বিষ্ণুমেব কথয়তি, শব্দস্বভাবাৎ; ন চাত্ত পক্ষজাদিপদবৎ শক্তি-  
সংকোচঃ, দ্রব্যবাচকত্বাদস্তেতি—স এব বরাহঃ তস্ত বরাহঃ অবতারবিশেষঃ, তস্ত  
তথোক্তস্ত ভবতি বর্ততে।

অত্রেখং পদযোজন—হে ভগবতি, তব পাদাঙ্করেণুঃ এষঃ অবিজ্ঞানাং অস্তিত্তিমির-  
মিহিরদ্বীপনগরী, জড়ানাং চৈতন্ত্বস্তবকমকরন্দক্ষতিবরী, দরিদ্রাণাং চিস্তামণি-  
শুণমিকা, জন্মজলধৌ নিমগ্নানাং মুররিপুবরাহস্ত দংষ্ট্রা ভবতি।

অত্র পরিণামালঙ্কারঃ, আরোপ্যমাণস্ত আরোপণবিষয়াশ্রয়তয়া স্থিতেঃ। তথাচ  
মত্বকহৃত্রম্—“আরোপ্যমাণস্ত প্রকৃতোপযোগিত্বে ‘রণামঃ’ ইতি। অস্ত্যর্থঃ  
—আরোপ্যমাণস্ত প্রকৃতোপযোগিত্বং আরোপবিষয়াশ্রয়তয়া স্থিতিনিবন্ধনমেবেতি  
ফলাভিপ্রায়েণোক্তমিতি। যদ্বা—উল্লেখালঙ্কারঃ, নগর্যাাদিরূপেণ পাংসোকল্লেনানাৎ।  
রূপকং বা ভবতু—প্রকৃতোপযোগো ন বিবক্ষ্যত ইতি ॥ ৩ ॥

লঙ্কারী-অনুবাদ।—ভগবতি! আপনার চরণরেণু অবিজ্ঞাগ্রস্ত মানব-  
গণের আন্তরিক অন্ধকারের পক্ষে সূর্য্যোদয়-দ্বীপনগরী তুল্য, অজ্ঞদিগের চৈতন্ত্ব-  
কল্পবৃক্ষের কুশুম-মকরন্দক্ষরণ নিবারণস্বরূপ, দরিদ্রগণের চিস্তামণিহারস্বরূপ এবং  
সংসারসাগরনিমগ্নদিগের পক্ষে বরাহরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর দস্তস্বরূপ হইতেছেন।  
ভাবার্থ এই যে, বেদে আছে, সূর্য্য জল হইতে উৎখিত হইলেন, কবি তদনুসারে  
কল্পনা করিলেন, সমুদ্রই এক তেজোময় দ্বীপের নগরীতে সূর্য্যের রথ, সে নগরীতে  
অন্ধকারের একেবারেই সম্পর্ক নাই। ভগবতীর চরণরেণুও সেইরূপ, সেই রেণু-  
সংবদ্ধ যথায় ঘটে, তথায় অস্তরের অন্ধকার—অজ্ঞান থাকিতেই পারে না ॥ ৩ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—ভক্তেষু কল্পামাহ অবিজ্ঞা ইতি ।  
অবিজ্ঞানামজ্ঞানিনাং যদন্তিমিরং অহঙ্কাররূপং তত্র রবিপ্রকাশনগরী  
ষাদশাদিত্যোদয়স্থলরূপা নগরীত্যাঃ ত্রীভগবতী । ভগবত্যা অমুকম্পা  
চেৎ মূর্খোহপি প্রসন্নচেতা ভবতীত্যাঃ । মিহিরোদীপনকরীতি কচিৎ পাঠঃ ।  
তত্র রবিপ্রকাশনকরী ত্বমিত্যাঃ । জড়ানাং কর্তব্যাকর্তব্যবিমূঢ়ানাং  
নানাজাতীয়জ্ঞানরূপং যৎ পুষ্পগুচ্ছং তত্র মকরলক্ষ্যশিরা । অন্তঃ-  
প্রবোধমধুষ্রবাণাং সম্পাদয়িত্রী ত্বং, জড়ানামপি বিশিষ্টজ্ঞানদাত্রী ত্বম্ ইত্যর্থঃ ।  
দরিদ্রাণাং চিন্তামণিঃ অভীষ্টফলদো মণিঃ বিশেষঃ । তস্মৈ গুণনিকা গুণস্বরূপা ত্বং  
দরিদ্রাণাং সম্বন্ধে দানশক্তিরূপা ত্বং যয়া দারিদ্র্যভঞ্জনং ভবতি সা ত্বমিত্যাঃ । তথা  
সংসারসমুদ্রমগ্নানাং পৃথিব্যুদ্ধারকস্ত বরাহরূপস্ত বিশ্লেষদিস্তরূপা ভবতী । বিষয়-  
ব্যাপারিণামপি মোক্ষদাত্রীত্যাঃ । অত্র প্রকাশক-বোধক-দারিদ্র্যবিদারণ-সংসার-  
তারণ-বীজাভ্যুদয়শক্তি । চৈতন্ত্যশব্দাদৈকারঃ । জড়ানাং শব্দাবিন্দুঃ । মিহির-  
শব্দাৎ হকাররেফো । নগরীশব্দাদীকারঃ । অবিজ্ঞানাং শব্দাবিন্দুঃ । এতেন ঐং  
হ্রীং ইতি বীজদ্বয়ং প্রকাশকং বোধকঞ্চ । বরাহশব্দাৎ বকাররেফো । জলধৌ-  
শব্দাদৌকারঃ । নিমগ্নানাং শব্দাৎ বিন্দুঃ । অবিজ্ঞানাং শব্দাৎ বকারম্ । তিমির-  
শব্দাদ্রেফঃ । ভবতীশব্দাদীকারঃ । দংষ্ট্রাশব্দাবিন্দুঃ । এতেন ত্রৌং ত্রীং ইতি  
বীজদ্বয়ং দারিদ্র্যদারণং সংসারতারণঞ্চ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—মাতঃ ! অজ্ঞানতমসচ্ছন্ন ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণস্থ অহঙ্কার-  
রূপ গাঢ় অন্ধকার দূর করিতে তুমি ষাদশাদিত্যের উদয়-নগরীস্বরূপা, নির্বোধ-  
দিগের জ্ঞান-কুসুম-স্তবক-মকরলক্ষ্য-রূপে তুমিই শিরা-স্বরূপা, অর্থাৎ তুমি নির্বোধ  
ব্যক্তিদিগকেও বিশিষ্ট জ্ঞান প্রদান করিখা থাক । তুমি দরিদ্র জনগণের অভীষ্ট-  
ফলপ্রদ চিন্তামণিশক্তি এবং সংসারসাগরনিমগ্নগণের উদ্ধারে বরাহরূপী বিষ্ণুর দংষ্ট্রা-  
স্বরূপ,—অর্থাৎ উদ্ধারকর্ত্রী ॥ ৩ ॥

**তাৎপর্য।**—এই শ্লোক দ্বারা অচ্যুতানন্দ টীকাকার প্রকাশক, বোধক,  
দারিদ্র্যনাশক ও সংসারতারক, এই বীজচতুষ্টয় উদ্ধৃত করিতেছেন ; চৈতন্ত্য শব্দে  
ঐকার, জড়ানাং শব্দে বিন্দু, মিহির শব্দে হ্কার ও রেফ, নগরী শব্দে ঙ্কার,  
অবিজ্ঞানাং শব্দে বিন্দু । ইহা দ্বারা ঐং হ্রীং এই প্রকাশক ও বোধক বীজদ্বয় উদ্ধৃত  
হইল । বরাহ শব্দে বকার ও রেফ, জলধৌ শব্দে ঔকার, নিমগ্নানাং শব্দে বিন্দু,  
অবিজ্ঞানাং শব্দে বকার, তিমির শব্দে রেফ, ভবতী শব্দে ঙ্কার, দংষ্ট্রা শব্দে বিন্দু ।  
ইহা দ্বারা ত্রৌং ত্রীং এই বীজদ্বয় উদ্ধৃত হইল । উক্ত বীজদ্বয় দারিদ্র্যনাশক ও  
সংসারতারক ॥ ৩ ॥

হৃদন্তঃ পানিভ্যামভয়বরদো দৈবতগণ-

স্ত্রুমেকা নৈবাসি প্রকটিতবরাভীত্যভিনয়া ।

ভয়াং ত্রাতুং দাতুং ফলমপি চ বাঞ্ছাসমধিকং,

শরণ্যে লোকানাং তব হি চরণাবেব নিপুণো ॥ ৪ ॥

**লক্ষ্মীশ্রু-তীক্য।**—ঋং ভবত্যাঃ সকাশাং অন্তঃ ইতরঃ পানিভ্যাং হস্তাভ্যাং অভয়বরদঃ অভয়ং ভয়রাহিত্যং, ভয়াজাগমিতি ষাবৎ, বরঃ ইষ্টার্থঃ, তৌ দদাতীতি অভয়বরদঃ, একেন হস্তেন অভয়দঃ, অন্তেন বরদ ইত্যর্থঃ। দৈবতগণঃ দেবতা এব দৈবতানি, বিনয়াদিত্যাং স্বার্থে অণ্, “স্বার্থিকাঃ প্রতায়্যাঃ প্রকৃতিতো লিঙ্গবচনান্তি বস্তুস্তে”, যথা চেতনৈব চৈতন্তমিতি। তেষাং গণঃ ইন্দ্রাদিয়ঃ আদিত্যাদয়শ্চ গণদেবতাঃ। ঋং ভবতী একা মুখা, একসংখ্যাসংখ্যয়া বা, নৈবাসি ন ভবন্তেব। প্রকটিতঃ প্রকাশিতঃ, “হস্তাভ্যাং” ইতি শেষঃ, বরঃ ইষ্টার্থঃ, অক্লীতিঃ অভয়ং ভয়াং ত্রাণং, তয়োরাভিনয়ঃ অভিবাঞ্ছনং যন্তাঃ সা তথোক্তা। হস্তাভ্যাম্ অভয়বরপ্রদানং সৰ্ব-দৈবতসাধারণমিতি সৰ্ব্বেষাম্ অসাধারণম্ অভয়বরপ্রদানপ্রকারমাহ—ভয়াং ত্রাতুং সংসারাদ্রক্ষিতুং দাতুং ফলং বাঞ্ছিতার্থানুরূপম্, অপি চঃ সমুচ্চয়ে, বাঞ্ছাসমধিকং বাঞ্ছায়াঃ কামনায়াঃ সমাগধিকং কামিতার্থাদধিকমিত্যর্থঃ। শরণ্যে শরণার্থে লোকানাং চতুর্দশভূবনানাম্। তব ভবত্যাঃ।, হিশ্রুঃ ইত্যার্থে, ইতি সংচিন্ত্য-ত্যর্থঃ। চরণৌ পাদৌ। এবকারঃ অবধারণে নিপুণো সমর্থো।

**অত্রৈখং পদযোজন।**—হে ভগবতি ! লোকানাং শরণ্যে ! হৃদন্তো দৈবতগণঃ পানিভ্যামভয়বরদঃ। একা ঋং পানিভ্যাং প্রকটিতবরাভীত্যভিনয়া নৈবাসি, হি ইতি সংচিন্ত্য তব চরণাবেব ভয়াং ত্রাতুং বাঞ্ছাসমধিকং ফলমপি চ দাতুং নিপুণো।

**অয়ং ভাবঃ**—হস্তাভ্যামভয়বরদানং সৰ্বসাধারণমিতি কৃত্বা তচ্চরণাবেব তাদৃশাভয়বরপ্রদানে স্বয়মেব ব্যাপৃতো। অতন্তব ন কৰ্তব্যং হস্তাভ্যাম্ অভয়বর-প্রদানং, প্রয়োজনাভাবাৎ, সৰ্বসাধারণ্যপ্রসঙ্গাৎ, লৌকিকশরণ্যস্বব্যাবাহিত্যেভ্য-পদেশ ইতি।

**অত্র ব্যতিশেকালঙ্কারঃ স্পষ্টঃ।** বাক্যালঙ্কারঃ কাব্যলিঙ্গালঙ্কারোহপি স্পষ্টঃ। তয়োরাভিভাবেন সঙ্করঃ ॥ ৪ ॥

**লক্ষ্মী-অনুবাদ।**—মা, হস্তযুগল দ্বারা বর ও অভয়দানের অভিনয়-প্রকাশ একা তুমিই যে কর, তাহা নহে,—তোমা ব্যতীত, দেবতারা হস্তযুগল

দ্বারা বর ও অভয়মুদ্রা ধারণ করিয়া থাকেন, হে শরণ্যে, এই চিন্তা করিয়া লোক-সমূহকে ভয় হইতে রক্ষা, এ আকাঙ্ক্ষার অতিরিক্ত ফলদান করিতে তোমার চরণযুগলই নিরত হইয়াছেন। (অপর দেবতা হইতে ইহাই আপনার বিশেষত্ব) ॥৪॥

ভগবত্যা অত্রদেবতাভ্যোহনাধারণ্যামাহ হৃদগ্র ইত্যাদি। হে লোকানাং শরণ্যে লোকানাং রক্ষিত্বি। তথাচ,—শরণং গৃহরক্ষিত্রোন্নিত্যমরঃ। হৃদগ্রো দৈবতগণঃ দৈবতসমূহঃ পাণিভ্যাং যৈব অভিনয়ং কৃৎবা বরাভয়মুদ্রাং ধৃৎবা বরঞ্চ অভয়ঞ্চ দদাতি। একা হং তথা ন করোমি। কিন্তুত্বা? প্রকটিতবরাভীত্যভিনয়া প্রকটিতং ক্ষুটং বরাভীতিমুদ্রারহিতং বরাভীত্যাভিনয়ং বরাভীতিদানং যন্তাঃ। হি যন্তাং ভয়াং ত্রাতুং বাহ্যাসমধিকঞ্চ ইষ্টতোহপ্যধিকং ফলঞ্চ দাতুং তব চরণৌ এব নিপুণৌ। অন্তেষাং হস্তকৃত্যং যন্তসাধ্যং, শ্রীমত্যা অযত্নেন চরণাভ্যামেব সম্পাদ্যত ইতি ধ্বনিঃ। অত্র বালামন্ত্রমপ্যুদ্বারস্তি। দৈবতশব্দাদৈকারঃ। পাণিভ্যাং-শব্দাদ্-বিস্মুঃ। এতেন ঐ°। লোকানাং-শব্দাং ককারলকারানুস্বারাঃ। বরাভীত্যভিনয়েতিশব্দাদৌকারঃ। এতেন ক্লী°। সমধিকশব্দাং সকারঃ। চরণৌ-শব্দাদৌকারঃ হৃদগ্রঃ-শব্দাদ্‌বিসর্গঃ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—হে লোকশরণ্যে, হস্তযুগলে অভয়মুদ্রা ও বরমুদ্রা প্রদর্শনাভিনয় তোমা ব্যতীত অপর দেবতাগণ করিয়া থাকেন। কেবল এক তুমিই সমপ্রত্যক্ষীকৃত বর ও অভয়দান করায় অত্র দেবতার বর ও অভয় মুদ্রার অভিনয়-কারিণী নহ। যে হেতু তোমার চরণযুগলই ভয় হইতে রক্ষা এবং কামনার অধিক ফল দান করিতে স্মদক্ষ ॥ ৪° ॥

**তাৎপর্য।**—এ স্থলে টীকাকার অচ্যুতানন্দ বালামন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছেন। —দৈবতশব্দে ঐকার, পাণিভ্যাং শব্দে বিস্মুঃ। ইহা দ্বারা ঐ° এই বীজ উদ্ধৃত হইল। লোকানাং শব্দে ককার, লকার ও অনুস্বার। ‘বরাভীত্যভিনয়া’ শব্দে ঙ্কার। ইহা দ্বারা ক্লী° এই বীজ উদ্ধৃত হইল। সমধিক শব্দে সকার, চরণৌ শব্দে ওকার, ‘হৃদগ্রঃ’ শব্দে বিসর্গ। ইহা দ্বারা সৌঃ এই বীজ উদ্ধৃত হইল অর্থাৎ ‘ঐ° ক্লী° সৌঃ’ এই বীজত্রয় যোগ করিয়া ত্রিপুরাবালার মন্ত্র উদ্ধৃত হইল ॥ ৪ ॥

হরিস্বামীরাধ্য প্রণতজনসৌভাগ্যজননীং,  
পুরা নারী ভূত্বা পুররিপুমপি ক্রোভমনয়ৎ।  
স্মরোহপি ত্বাং নত্বা রতিনয়নলেহেন বপুষা,  
মুনীনামপ্যস্তুঃ প্রভবতি হি মোহায় মহতাম্ ॥ ৫ ॥

**সঙ্গীত-টীকা।**—হরিঃ বিষ্ণুঃ, ত্বাং ভবতীং, চক্ররপিনীং

বিজ্ঞাক্রপিনীং চ, আরাধ্য পূজয়িত্বা জপিত্বা ধ্যাত্বা চ । অতএব ত্রিপুরসুন্দরী-  
প্রস্তাবভেদেষু একস্ত প্রস্তাবস্ত ঋষিঃ বিষ্ণুঃ । ঋষিণাম বেদস্থিতৌ মন্ত্রৌ যেন দৃষ্টে  
স ইতি । অত এবাহঃ “দর্শনাদৃষিঃ” ইতি । ইয়ং পঞ্চদশাক্ষরী বিজ্ঞা ঋগেদে আয়াতা  
“চত্বার ঙ্গে বিভ্রতি ক্ষেময়ন্তঃ” \* ইত্যাদৌ । ন চ অত্র ঙ্গে কারত্ৰয়ং, হুল্লৈখাত্রয়শ্চৈব  
শ্রুতত্বাৎ, ইতি বাচ্যম্ । ষোড়শকলাত্মকস্ত্রীবীজস্ত গুরুসম্প্রদায়বশাদ্বিজ্ঞেয়স্ত  
স্থিতত্বাৎ চতুর্গামীংকারাণাং সিদ্ধেঃ মূলবিজ্ঞায়াঃ বেদস্থিতত্বং সিদ্ধম্ ।

অত্র কেচিত্তু কুলসময়াচারানভিজ্ঞাঃ “চত্বার ঙ্গে বিভ্রতি ক্ষেময়ন্তঃ” + ইত্যাদি  
শ্রুতিবোধিতাশ্চত্বার ঙ্গে কারাঃ ঙ্গে কারেণ সাক্ষিঃ হুল্লৈখাত্রয়মিত্যাহঃ । তন্ন,  
ঙ্গে কারস্ত্র ঙ্গে কারত্বোক্তেরযুক্তত্বাৎ, মূলবিজ্ঞায়াঃ ষোড়শবর্ণাত্মকত্বাৎ—ষোড়শ-বর্ণাত্ম-  
কত্বং চ ষোড়শানিত্যাশ্রুতিভূতত্বাৎ মূলবিজ্ঞায়াঃ । এতচ্চ “চতুঃষষ্ট্যা তন্ত্ৰৈঃ” ‡  
ইতি “শিবঃ শক্তিঃ কামঃ” § ইতি চ শ্লোকদ্বয়ব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপপাদয়ি-  
ষ্যামঃ । কিঞ্চাশ্চ মন্ত্ৰস্ত বেদমূলত্বং সংজ্ঞানানুবাকেন ॥ “ইয়ং বাবসরা” ॥ ইত্যনু-  
বাকেন চ প্রতিপাদ্যত ইতি বক্ষ্যতে ।

প্রকৃতমমুসরামঃ—প্রণতজনসৌভাগ্যজননীং, প্রকর্ষণে নতাঃ প্রণতাঃ কায়িক-  
বাচিকমানসিকনমস্কারবন্তঃ জনাঃ ভক্তগোকাঃ, তেষাং সৌভাগ্যস্ত জননী প্রসবিত্রী,  
ত্বাং পুরা পূর্বে নারী কাস্তা ভূত্বা নারীরূপং ধ্বত্বা পুররিপুং ত্রিপুরাস্তকক্—অপিশকৌ  
জিতেন্দ্রিয়ত্বং সম্ভাবয়তি—ক্ষোভং মনোবিকারং অনয়ং নয়তিস্ম । “গতিবুদ্ধি”  
ইত্যাদি-হৃত্ত্বেন দ্বিকম্বকত্বম্ । অরোহপি মন্থথোহপি । অপিশকঃ পূর্বোক্ত-বিষ্ণুধর্ম্যং  
সমুচ্চিনেত্বিতি—যথা বিষ্ণুর্ভবনমন্ত্রস্ত ঋষিঃ, এবং অরোহপি । ত্বাং ভবতীং নত্বা শরণ-  
মুপগম্য, ত্রীচক্রং সমাগভার্চ্য, তন্মূলবিজ্ঞাং সমাগভাশ্চ, তৎপ্রভাবাপন্নসত্ত্বঃ রতিনয়ন-  
লেখেন, রতেঃ স্বপত্ন্যাঃ নয়নাভ্যাং লেহেন লেহনোহেণ, রতিনয়নৈক-দৃশ্তেনে-  
ত্যাৰ্থঃ । যদ্বা—রতির্নাম অতিসুন্দরী, তস্তাঃ নয়নপেয়েন ইত্যতিসৌন্দর্য্যং কাম-  
দেহশ্চেতি । বপুষা দেহেন । মুনীনাং জিতেন্দ্রিয়াণাম্ । অপিশকঃ সম্ভাবনায়াম্ ।  
অস্তঃ অন্তরঙ্গে চিত্তবৃত্তৌ । প্রভবতি সমর্থঃ । হি প্রসিকৌ । মোহায় শব্দাদি-  
বিষয়বাহোৎপাদনায় । মহতাং মহাম্মনাম্ ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! প্রণতজনসৌভাগ্যজননীং ত্বাং হরিরারাধ্য  
পুরা নারী ভূত্বা পুররিপুমপি ক্ষোভমনয়ং । অরোহপি ত্বাং নত্বা রতিনয়নলেখেন  
বপুষা মহতাং মুনীনামপ্যস্তমোহায় প্রভবতি হি ।



পুরা কিল নারায়ণঃ জীৱরূপধারী কনকস্বামিনং প্রলোভ্য অবধীৎ । তাদৃশং  
জীৱরূপং শঙ্কুনা প্রার্থিতঃ সন্ তস্মৈ দর্শয়িত্বা তং ব্যামোহয়ামাসেতি কথা অহুসক্কেয়া ।  
মন্মথোহপি সকলমুনিমনঃসংক্ৰোভং কুর্বাণঃ প্রবর্ততে । এতচ্চ বামকেশ্বর-মহাত্মে  
চতুঃশতাং নিরূপিতম্—

এতামেব পুরাহরাধ্য বিজ্ঞাং ত্রৈলোক্যমোহিনীম্ ।

ত্রৈলোকাং মোহয়ামাস কাগারিং ভগবান্ হরিঃ ॥

কামদেবোহপি দেবেশীং দেবীং ত্রিপুরসুন্দরীম্ ।

সমারাধ্যাভবল্লোকে সর্বসৌভাগ্যসুন্দরঃ ॥

ইতি । অতশ্চ যত্র যত্র রতিমূলকং মনঃসংক্ৰোভকরণং ভবতি তদ্ভগবতী-প্রসাদ-  
লভ্যমিতি বক্তুং কবেয়মারম্ভঃ ॥ ৫ ॥

**সম্মতী-মৰ্ম্মানুবাদ।**—বিষ্ণু প্রণতজন-সৌভাগ্যপ্রদায়িনী তোমাকে  
(ঐচ্ছকরূপিনী ও বিজ্ঞারূপিনীকে) আরাধনা (পূজা, জপ ও ধ্যান) করিয়া, নারীরূপে  
ত্রিপুরারিকেও মনোবিকারযুক্ত করিয়াছিলেন, কামদেবও তোমাকে প্রণাম করিয়া  
রতিনয়নলেহনীয় (কোমল) শরীরের দ্বারা মুনিদিগেরও মনঃক্ৰোভসম্পাদনে  
সমর্থ হইয়াছেন । ( বিষ্ণু এবং কাম ঐবিজ্ঞার দুইটি পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রের স্বধি,  
বিষ্ণুদৃষ্টমন্ত্রের বিবরণ ঋগ্বেদে আছে, তাহার উল্লেখ টীকাতে এবং পাদটীকায়  
স্থাননির্দেশ করা আছে ) ॥ ৫ ॥

যত্বপি পূৰ্ব্বস্মিন্ শ্লোকে ভগবতী-প্রসাদাসাদিতং মন্মথস্ত প্রাগল্ভ্যমুক্তং, তথাহপি  
মন্মথস্ত অনঙ্গবিজ্ঞায়াং মন্মথ-প্রস্তারস্ত ঋষিত্বাং তদায়ত্তমতিপ্রাগল্ভ্যমাহ ।

**অচ্যুতানন্দ-কৃত টীকা।**—সৰ্বত্র শ্রীমত্যাশ্চরণারাধনস্ত কারণ-  
তামাহ হরিশ্চামিত্যাदि । পুরা হরিনারায়ণঃ প্রণতজনসৌভাগ্যজননীং প্রণতানাং  
সৌভাগ্যকরীং স্বামারাধ্য নারী ভূত্বা মোহিনীরূপমাস্থায় পুরস্মিণুমপি যস্ত যোগ-  
বলেন ত্রিপুরং দম্বং অর্থাৎ তং মহাবোগীজ্রমপি ক্রোভং অনয়ং অহৈর্হৃদ্যং প্রাপয়ং ।  
স তু ভবদৃগ্গোচর ইতি তস্মিন্ কদাচিদেতৎ কার্য্যং সম্ভাব্যতে । অপি তু  
অরো যঃ কান্মু'কৈঃ স্মরণীয়তাং প্রাপ্তঃ সোহপি ত্রাং নহা রতিনয়নলেহেন  
বপুৰ্বা ত্রিগাশ্চকুঃপ্রীতিকরেণ দেহেন অর্থাৎ জীবন্তেন শরীরেণাপি মহতাং  
মুনিনাং মননশীলানাং পরাশরপ্রভৃতীনাংপি অন্তর্মোহায় মনসোহহৈর্হৃদ্যায়  
প্রভবতি । যদ্বা হে প্রণতজনসৌভাগ্যজননি ! ত্রিমিতি চতুর্থবীজাস্বককাম-  
কলারূপাং ধ্যায়া পুরস্মিণুমপি ক্রোভমনয়ং । শ্রীমত্যাঃ পূজায়াঃ প্রথমতঃ দ্বারদেশে  
রতিকামদেবো পূজ্যবিতি তাৎপর্য্যার্থঃ । সাধ্যাসিদ্ধাসনবিজ্ঞামপ্যুদ্বরন্তি । হরিশদাং



কাংসে কো, জননীং-শব্দাং ঙ্কারাঙ্কস্বারো । এতেন হ্রী । স্বরঃ কামবীজম্ ।  
লেহেন-শব্দাং লেকারঃ । বপুঃ-শব্দাং বকারঃ । মুনীনাং- শব্দাবিন্দুঃ । এতেন  
হ্রী ক্রী ত্রেং ॥ ৫ ॥

**অম্বুবাদ ।**—মাতঃ ! তুমি প্রণত-জনগণসম্বন্ধে সোভাগ্যসম্পৎ-প্রদাত্রী ।  
বিক্রু তোমার আরাধনা করত পূর্বকালে নারীরূপ ধারণ করিয়া ত্রিপুরারি মহা-  
দেবকেও বিকোভিত করিয়াছিলেন । তোমার চরণরেণুবলে মদন রতি-নয়নের  
অন্বাদনীয় স্বীয় শরীর দ্বারা মহাত্মা মুনিদিগেরও অন্তঃকরণ মোহাভিভূত করিতে  
সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

**তাৎপর্য্য ।**—অথবা হে প্রণত-জন-সোভাগ্যজননি ! নারায়ণ তোমাকে  
ঈং এই চতুর্থবীজাত্মিকা কামকলারূপা ধ্যান করিয়া স্বয়ং নারীরূপ ধারণ পূর্বক  
দেবদেব মহাদেবকেও বিক্লুব করিয়াছিলেন । এই শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধের তাৎপর্য্য  
এই যে, ভগবতা ত্রিপুরাদেবীর পূজার সময় প্রথমতঃ দ্বারদেশে রতি ও কামদেবের  
পূজা করিতে হইবে । এই হলে সাধাসিদ্ধাসন-বিদ্যা উদ্ধৃত হইতেছে । যথা—  
হরি শব্দে হকার ও রেফ, জননীং শব্দে ঙ্কার ও অম্বুস্বার । ইহা দ্বারা হ্রীং এই  
বীজ উদ্ধৃত হইল । স্বরশব্দে ক্রীং, লেহেন শব্দে লেকার, বপুঃ শব্দে বকার,  
মুনীনাং শব্দে বিন্দু । ইহা দ্বারা হ্রীং ক্রীং ত্রেং এই বীজত্রয় উদ্ধৃত হইল ॥ ৫ ॥

ধনুঃ পোপ্পং মোব্বৌ মধুকরময়ী পঞ্চ বিশিখা

বসন্তঃ সামন্তো মলয়মরুদায়োধনরথঃ ।

তথাপ্যেকঃ সর্ব্বং হিমাগিরিস্থতে কামপি কৃপা-

মপাক্ষাতে লব্ধ্বা জগদিদমনস্তো বিজয়তে ॥ ৬ ॥

**লক্ষ্মীধন-টীকা ।**—অত্র পঞ্চ বস্ত্রদোরধাহারঃ । উভয়াধাহারঃ  
সকলকবিসময়সিদ্ধঃ । রঘুবংশে—“বাগর্থ্যবিব সংপৃক্তৌ” ইত্যত্র বৌ সংপৃক্তৌ তো  
বন্দে ইতি । তথা “যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাম্” \* ইত্যাদৌ য উৎপৎ-  
স্ততে তং প্রত্যোষ যত্ন ইতি । ধনুঃ আয়োজনসাধনং চাপঃ পোপ্পং পুষ্পময়ম্ ।  
পুষ্পাণামতিমূলক্কাং স্পর্শসহজাং নমনাকর্ষণাদি—চাপকার্য্যানর্হমিতি তাৎপর্য্যম্ ।  
মোব্বৌ শিজিনী মধুকরময়ী মধুকরৈঃ ভ্রমরৈঃ প্রচুরা, ভ্রমরপঙ্ক্তি-নির্মিতার্থঃ ।  
পরস্পরাসম্বন্ধানাং শিজিনীষং ন সঙ্গচ্ছত ইতি তাৎপর্য্যম্ । পঞ্চ পঞ্চসংখ্যা-  
সংখ্যয়াঃ বিশিখাঃ বাণাঃ । পঞ্চানাং বিক্ষেপণে তুর্কীভাব এব শরণমিতি তাৎপর্য্যম্ ।

কিঞ্চ—“পঞ্চবিংশতিঃ ইত্যেনে তদ্বিশিষ্টানাং গ্রন্থানাংকল্পপ্রসিদ্ধেঃ বিশিষ্ট-  
কার্যাকারিত্বাভাব ইতি তাৎপর্যম্ । বসন্তঃ কালবিশেষঃ, “বসন্তো মধুমাখবো”  
ইত্যভিধানাৎ । সামন্তঃ সচিবঃ । তস্ত কালান্বকত্বাৎ সচিব্যাকারিত্বং ন সঙ্গচ্ছত  
ইতি তাৎপর্যম্ । মলয়মকুৎ দক্ষিণানিলঃ আয়োজনরথঃ আয়োজনস্ত যুদ্ধস্ত  
সাধনং শ্রবনঃ । মলয়মকুতো মলয়ে স্থিতত্বাৎ ন সার্কত্রিকত্বম্, সার্কত্রিকত্বেহপি ন  
সৰ্বদা সন্তাবঃ, সৰ্বদা সন্তাবেহপি নীরুপহাদ্রথকার্যাকারিত্বাভাবঃ ইতি তাৎপর্যম্ ।  
তথাহপি উক্তপ্রকারে সার্কজনীনে সিদ্ধেহপি একঃ অসহায়শূরঃ সৰ্বং সকলং  
প্রপঞ্চম্ । হিমগিরিস্থিতে, হিমপ্রধানো গিরিঃ হিমগিরিঃ, শাকপাৰ্শ্ববাদিত্বাৎ সাধুঃ.  
তস্ত স্তুতা নন্দিনী, তস্তাঃ সমৃদ্ধিঃ । কাম্ অনিবাচ্যাম্ । অপিশকঃ সন্তাবনায়াম্ ।  
কৃপাং অমুকম্পাম্ । অপাক্ৰাৎ কটাক্ৰাৎ তে তব লক্। প্রাপ্য । জগৎ জগন্মান্বকং  
লোকং—স্বাবরাশ্বকস্তাপ্রসক্তেঃ । ইদং পরিদৃষ্টমানম্ । অনজঃ অজরহিতঃ । অত্র  
সাধকস্তাপি দৌৰ্বল্যং সূচিতম্ । হস্তাভাবাদেব চাপাকর্ষণশরসন্ধানে অপ্যাসস্তা-  
বিত্তে । পাদাভাবাচ্চ রথাদৌ স্থিতিরপ্যাসস্তাবিতা । বক্রনয়নাস্তাভাবাৎ বয়স্তেন  
মধুনা সার্কং সন্তাষণসম্মিলনীকণসহাসনাদয়ঃ অসস্তাব্যা ইতি তাৎপর্যম্ । বিজয়তে  
“বিপরাজ্যং জেঃ” ইত্যাম্মনেপদম্ ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে হিমগিরিস্থিতে ! যন্তানজস্ত ধনুঃ পোম্পাং, মোবী  
নধুকরময়ী, বিশিষ্টাঃ পঞ্চ, সামন্তো বসন্তঃ, আয়োজনরথঃ মলয়মকুৎ, তথাহপি  
সৌহনজঃ একঃ তে অপাক্ৰাৎ কামপি কৃপাং লক্। সৰ্বমিদং জগৎ বিজয়তে ।

অত্র বিভাবনাগ্কারঃ, বিজয়সাধনাতাবেহপি বিজয়োৎপত্তেঃ । “কার্যেনে বিনা  
কার্যোৎপত্তিবিভাবনা” ইতি লক্ষণম্ ॥ ৬ ॥

সম্মিলনীকণসহাসনাদয়ঃ—যাহার পুষ্পময় ধনু,  
ভ্রমর-নির্মিত জ্যা ( ছিলা ), বাণ পাঁচটি মাত্র, সচিব ( মন্ত্রী ) বসন্ত, যুদ্ধের বল  
মলয়পবন,—অর্থাৎ এ সমস্তই অকিঞ্চিংকর, দৃঢ়ধনুই যুদ্ধোপযুক্ত, কোমল ধনু  
নহে, জ্যা ছিলাও খুব দৃঢ় হওয়া আবশ্যক, ভ্রমরের ছিলা দৃঢ় মাত্র পরস্পর জোড়  
ত নাই, পাঁচটি বাণে কি বুদ্ধ করা যায়, অসংখ্যবাণ আবশ্যক, বসন্ত কালমাত্র—  
জড় পদার্থ সে কি মন্ত্রী হইতে পারে ? আর ফুরুরে হাওয়া কি রথ হইতে পারে,  
এই সব খেলা-ধরের উপকরণ লইয়াও অনজ ( যাহার হস্তপদাদি নাই ) তোমার  
( আরাধনা-কলে ) কৃপাকটাক লাভ করিয়া সমস্ত-লোকবিজয়ী ॥ ৬ ॥

অ-তানন্দকৃত-টীকা ।—ঈমত্যা অমুকম্পয়া অবোপ্যোহপি মহৎ  
কর্ম সাধয়তীত্যাহ ধনুরিত্যাदि । হে হিমগিরিস্থিতে ! তে অপাক্ৰাৎ নয়নকোপাৎ

কামপি অনির্বচনীয়ং রূপাং লব্ধ্বা অনঙ্গোহপি অনঙ্গত্বেহপি কন্দ্রযোগ্যতাং সৃচিতা ।  
 একোহসহায়ো জগদ্বিজয়তে চরাচরং বশীকরোতি । জগদ্বশীকরণে সামগ্রীষাড্-  
 গুণাং দর্শয়িতুমাং—পুষ্পরচিতং ধনুঃ অতি কোমলং, গুণঃ ভ্রমরসমূহঃ চঞ্চলঃ,  
 পঞ্চ বাণা নাথিকাঃ, বসন্ত-ঋতুঃ সারথিঃ, স অনিয়তঃ, মলয়বাঘবৃদ্ধরথঃ স মন্দগামী ।  
 এতেন সর্ব্ব এব যুদ্ধাযোগাঃ । অত্র কন্দর্পবীজমপ্যুদ্রুস্তি । কামপি-শব্দাৎ  
 ককারঃ । মলয়-শব্দাৎ লকারঃ । মোবর্ষী-শব্দাদীকারঃ । পৌষ্প-শব্দাবিন্দুঃ ।  
 এতেন ক্রীং ॥ ৬ ॥

অনুবাদঃ—হে হিমগিরিসুতে ! মদন স্বয়ং অনঙ্গ, অর্থাৎ অঙ্গহীন ।  
 তাঁহার ধনু পুষ্পময়, মোবর্ষী ( ধনুকের গুণ ) মধুকরময়ী, পুষ্পময় পাঁচটিমাত্র বাণ,  
 বসন্ত-ঋতু সারথি এবং মন্দগামী মলয়পর্ব্বন যুদ্ধরথ ; মদন এতাদৃশ অবস্থাপন্ন হইয়াও  
 তোমার অনির্বচনীয় রূপা-কটাক্ষ লাভ করিয়া একাকীই সমুদায় জগৎ জয়  
 করিতেছেন ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য ।—এ স্থানে টীকাকার কামবীজ উদ্ধার করিতেছেন ।—  
 কামপি শব্দে ককার, মলয় শব্দে লকার, মোবর্ষী শব্দে ঈকার, পৌষ্প শব্দে বিন্দু ।  
 ইহা দ্বারা ক্রীং এই বীজ উদ্ধৃত হইল । কামদেব ত্রিপুরসুন্দরীর উপাসক, ইহা  
 তন্ত্রশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৬ ॥

কণৎকাঞ্চীদামা করিকলভকুস্তস্তনভরা, \*

পরিষ্কীণা মধ্যে পরিণতশরচ্ছবদনা ।

ধনুর্বাণান্ পাশং শৃণিমপি দধানা করতলৈঃ,

পুস্তাদাস্তাং নঃ পুরমথিতুরাহোপুরুষিকা ॥ ৭ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা ।—“সুধাসিদ্ধোর্মধ্যে” ইত্যন্তরঙ্গোকোপযোগিতয়া  
 সময়িনাং চতুর্বিধৈক্যানুসন্ধানমহিমা মণিপূরে ভগবত্যা বাদ্যং সুরতি রূপং  
 তাদৃশং প্রস্তোতি । কণৎকাঞ্চীদামা শিঞ্জয়নিমেধনা । করিকলভকুস্তস্তনভা  
 করিকলভকুস্ততুল্যভাঃ স্তনভ্যামীষন্নম্রমধোতার্থঃ । পরিষ্কীণা কৃশা মধ্যে  
 অবলগ্নে, তন্মুদোতার্থঃ । পরিণতশরচ্ছবদনা পরিণতঃ সম্পূর্ণকলঃ শরদি  
 শরৎকালে চন্দ্র ইন্দুঃ তদ্বদনং যন্তাঃ সা । ধনুঃ চাপং, বাণান্ পুষ্পময়ান্,  
 পাশং দাম, শৃণি অঙ্কুশম্ । অগ্নিশব্দঃ উক্তমেব সমুচ্চিনোতি । দধানা বিজ্রতী  
 করতলৈঃ চতুর্ভিঃ হস্তাভুজৈঃ । পুস্তাৎ হৃদয়কমলে, মণিপূয়ান্নির্গতোতি শেষঃ ।

\* করিকলভকুস্তস্তনভা ইতি লক্ষ্মীধরসম্বৃতঃ পাঠঃ ।

আস্তাম্ উপবিশতু । নঃ অন্নাকম্ । পুরমধিতুঃ ত্রিপুরাস্তকশ্চ । যথা—পুরাণি ত্রীণি  
বর্ণাণি ত্রিপুরাবীজানি মধুতি, মধিহা নবনীতং করোতি রুদ্রযামলে, যঃ স  
রুদ্রঃ পুরমধিতেত্যাচ্যতে । আহোপুরুষিকা অহোশব্দ আশ্চর্য্যবাচী ; পুরুষশব্দশ্চ  
প্রত্যগাশ্ববাচিনঃ অহংশব্দবাচ্যত্বং লক্ষ্যতে ; অতঃ আহো অহস্তাবঃ আহো-  
পুরুষিকা, অহঙ্কার ইতি যাবৎ । রুদ্রস্তাহঙ্কাররূপিত্বং ভগবত্যাঃ “শিবঃ শক্ত্যা” \*  
ইত্যাদি শ্লোকব্যাখ্যানে প্রপঞ্চিতম্ ; প্রপঞ্চয়িষ্যতে চ ॥

অত্রেখং পদযোজনা—কণৎকাঞ্চীদামা করিকলভকুস্তস্তননতা মধ্যো পরিকীর্ণা  
পরিণতশরচ্ছত্রবদনা ধনুঃ বাণান্ পাশং শূনিমপি করতলৈঃ দধানা পুরমধিতুরাহো-  
পুরুষিকা নঃ পুরস্তাদাস্তাম্ ।

অত্র যদ্বক্তব্যম্ তত্ত্ব “তবাজ্জাচক্রস্থম্” † ইত্যাদি শ্লোকষট্‌কব্যাখ্যানান্তে  
নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যতে । তত্ত্বত এবাবধারণ্যম্ ॥ ৭ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মৰ্ম্মানুবাদ ।**—( ‘সুধাসিদ্ধো-  
ম’ধো’ ইত্যাদি পরবর্ত্তী শ্লোকের উপযোগী সময়চারীদিগের আবশ্যক মণিপুরচক্র-  
বাসিনীর ধ্যান এই শ্লোকে কথিত হইতেছে ) মণিমেখলা-শিজিতা করিকলভ-  
কুস্তসদৃশ স্তনভারে জ্বয়ং নয়া, কীর্ণমধ্যা শারদপূর্ণচন্দ্রসদৃশবদনা, চারিকরকমলে  
ধনুঃ বাণ পাশ ও অঙ্কুশ ধারণ করিয়া অবস্থিতা, পুরমথনকর্ত্তা রুদ্রের গৰ্ব্বগরিমা-  
রূপিণী দেবী আমাদিগের চন্দ্রকমলে ( মণিপুর হইতে নিঃসৃত হইয়া )  
আবির্ভূতা হউন ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।**—অশ্রা ধ্যানমাহ কণদিতি । পুরমধিতুঃ  
শিবশ্চ আহোপুরুষিকা অহঙ্কাররূপা নোহন্নাকং পুরস্তাদগ্রতঃ আস্তাং  
প্রত্যক্ষীভবতু । সা কিস্তূতা ? কণৎ শকারমানং কাঞ্চীদাম যশ্চাঃ । পুনঃ করি-  
করভকুস্তস্তনভরা প্রকৃষ্টকরিশাবকশ্চ কুস্ত ইব স্তনয়োভরো যশ্চাঃ । করীব করভঃ  
করিকরভঃ ইতি ব্যুৎপত্তিঃ । মধ্যো কীর্ণা । পূর্ণশরচ্ছত্র হব বদনং যশ্চাঃ ।  
করতলৈঃ ধনুর্বাণান্ পাশম্ অঙ্কুশমপি দধানা । অত্র বশিনীবীজমুদ্বরন্তি । বাণ-  
শব্দাৎ বকারঃ । করতলশব্দাৎ লকারঃ । পুরমথনশব্দাহকারঃ । আস্তাঃ শব্দাদ্  
বিপ্লুঃ । এতেন ব্রুং ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—বীহার কটিদেশে শকারমান কাঞ্চীদাম, বীহার স্তনমণ্ডল  
হস্তিশাবক-কুস্তের সদৃশ, বীহার মধ্যদেশ কীর্ণতর, বীহার বদনমণ্ডল শরৎকালীন  
পূর্ণশশধরের তুল্য, যিনি করতলচতুষ্টয়ে ধনু, বাণ, পাশ, অঙ্কুশ ধারণ করিয়া

আছেন, ভগবান্ ভূতনাথের অহঙ্কারস্বরূপা এই প্রকার মূর্তিতে দেবী আমার  
সম্মুখে আবির্ভূতা হউন ॥ ৭ ॥

**তাহপর্য্য।**—এ স্থলে টীকাকার বশিনীবীজ উদ্ধৃত করিতেছেন। যথা—  
বাণ শব্দে বকার, করতল শব্দে লকার, পুরমধন শব্দে উকার, আন্তাং শব্দে বিম্বু।  
ইহা ঘায়া ব্লুং এই বীজ উদ্ধৃত হইল ॥ ৭ ॥

সুধাসিন্ধোর্মধ্যে সুরবিটপিবাটীপরিবৃতে,  
মণিদ্বীপে নীপোপবনবতি চিস্তামণিগৃহে।  
শিবাকারে মঞ্চে পরমশিবপর্য্যাক্কনিলয়াং,  
ভজন্তি ত্বাং ধন্যাঃ কতিচন চিদানন্দলহরীম্ ॥ ৮ ॥

**সম্বন্ধীধনরূপ-টীকা।**—সুধাসিন্ধোঃ অমৃতসমুদ্রস্ত মধ্যে সুরবিটপি-  
বাটীপরিবৃতে সুরবিটপিনাং করবৃক্ষাণাং বাটীভিঃ ঝল্লাভিঃ পরিবৃতে মণিদ্বীপে মণিময়ে  
অন্তরীপে নীপোপবনবতি নীপৈঃ কদম্বৈঃ উপবনবতি, চিস্তামণিগৃহে চিস্তামণি-  
বিরচিত্তে মন্দিরে শিবাকারে শিবাঙ্কে শক্তিরূপে \* ত্রিকোণে ইতি যাবৎ, মঞ্চে  
ধট্টয়াং পরমশিবপর্য্যাক্কনিলয়াং পরমশিব এব পর্য্যাক্কঃ তন্নং, তত্র নিলয়ঃ অবস্থিতি-  
যন্তাঃ তাং ভজন্তি সেবন্তে ত্বাং ভবতীং ধন্যাঃ ত্বংপ্রসাদবশাৎ কৃতার্থাঃ কতিচন  
বিরলাঃ চিদানন্দলহরীং চিং জ্ঞানং, তদাকারঃ আনন্দঃ নিরতিশয়সুখং, তন্তু  
লহরীং উৎসেকরূপাম্।

অত্র ইথং পদযোজনা।—হে ভগবতি! সুধাসিন্ধোঃ মধ্যে সুরবিটপিবাটীপরি-  
বৃতে মণিদ্বীপে নীপোপবনবতি চিস্তামণিগৃহে শিবাকারে মঞ্চে পরমশিবপর্য্যাক্কনিলয়াং  
ত্বাং চিদানন্দলহরীং কতিচন ধন্যাঃ ভজন্তি।

অত্রৈদমহুসঙ্কেয়ম্—ভগবৎপাদাচার্যাঃ সময়মতপারদৃশানঃ সময়চারপ্রবণাঃ সময়-  
রূপাঃ ভগবতীং স্তুবন্তি। সময়চারো নাম আন্তরপূজারতিঃ। কুলাচারো নাম  
বাহ্যরতিরিত্তি রহস্তম্। এতচ্চ “তবাধারে মূলে সহ সময়য়া” + ইত্যাদি শ্লোক-  
ব্যাখ্যানাবসরে নিগুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ। ঐচ্ছকস্ত বিরচক্রমিতি নামান্তরমন্তি।  
বিরচক্রং তু বিরংপূজ্যত্বাৎ। বিরংপূজ্যত্বং দ্বিবিধম্;—দহরাকাশজং বাহ্যাকাশজং  
চেতি। বাহ্যাকাশজং নাম বাহ্যাকাশাবকাশে পীঠাদৌ ভূর্জগত্রুপট্টপট্টহেম-  
রজতাদিগট্টতলে লিখিত্বা সমারাধনম্। এতদেব কৌলপূজ্যত্বাৎ বৃদ্ধাঃ। তদন্তরত্র  
ক্ষোধ্যতে। দহরাকাশজং নাম হৃদয়াকাশাবকাশে চক্রস্ত পূজনম্। ইদমেব

সময়পূজ্যেত্যাহঃ সময়িনঃ । এতদপ্যুক্তরত্র কোথ্যতে । তত্র নবযোনিষধঃস্থিত-  
শিবাশ্বকযোনিচতুষ্টোপরি উৰ্দ্ধস্থিতশক্ত্যাশ্বকযোনিপঞ্চকাদধঃপ্রদেশস্ত বৈন্দব-  
স্থানস্ত নাম সুধাসিদ্ধুরিতি ।

বিন্দুস্থানং সুধাসিদ্ধুঃ পঞ্চযোন্তঃ সুরক্রমাঃ ।  
তত্রৈব নীপশ্রেণী চ তন্মধ্যে মণিমণ্ডপম্ ॥  
তত্র চিন্তামণিকৃতং দেব্যা মন্দিরমুত্তমম্ ।  
শিবাশ্বকে মহামঞ্চে মহেশানোপবর্হণে ॥  
অতিরম্যতরে তত্র কশিপশ্চ সদাশিবঃ ।  
ভূতকাশ্চ চতুস্পাদা মহেন্দ্রশ্চ পতদ্রুহঃ ॥  
তত্রাস্তে পরমেশানি মহাত্ত্রিপুরসুন্দরী ।  
শিবাকর্মণ্ডলং ভিদ্ধা দ্রাবয়ন্তীন্দুমণ্ডলম্ ॥  
তদ্বৎসামৃতশুন্দি পরমানন্দনন্দিতা ।  
কুলযোষিৎ কুলং ত্যক্ত্ৱা পরং বর্ষণমেতা সা ॥

ইতি ভৈরবধামলে বামকেশ্বরমহাত্ম্যে বহুরূপাষ্টকবিজ্ঞায়াং কথিতম্ । “দেব্যা  
মন্দিরমুত্তমম্” ইত্যস্তার্থঃ—দেবীমন্দিরং ত্রয়শ্চদ্বারিংশত্রিকোণাশ্বকং ত্রীচক্রমুচ্যতে ।  
অত উক্তং—“শিবাকারে মঞ্চে” ইতি । ত্রিকোণাশ্বক-ত্রীচক্রস্ত বৈন্দবস্থানং  
প্রত্যঙ্গদ্বাং, বৈন্দবস্থানস্ত প্রধানদ্বাং, প্রধানে গুণস্তান্তর্ভাবাং তদন্তর্ভাব উক্ত  
ইতি ব্রহ্মম্ । “ভূতকাঃ” ইত্যস্তার্থঃ—ভূতকাঃ ভূত্যাঃ ক্রহিগহরিক্রদ্রেশ্বরঃ ।  
এতচ্চ “গতাস্তে মঞ্চঃ ক্রহিগ \* ইত্যাদিল্লোকব্যাখ্যানাবসরে বক্ষ্যতে । শিবাক-  
র্মণ্ডলং ভিদ্ধা” ইত্যস্তায়মর্থঃ—শিবা নাম শক্তিঃ কুণ্ডলিনী অর্কমণ্ডলং স্বংকমলো-  
পরি-স্থিতং ব্রহ্মদ্বারং পিধায় সহস্রকমলাস্তঃস্থিতমিন্দুমণ্ডলং দশতি দ্রাবয়তি । অতএব  
কুলযোষিৎ কুণ্ডলিনীশক্তিঃ কুলং কুলমার্গং সুসূত্রমার্গং ত্যক্ত্ৱা তত্রৈবেন্দুমণ্ডলে  
আহ্বায় পরং বর্ষণং উৎকৃষ্টবর্ষণং দ্বিসপ্ততিসহস্রনাড়ীষু প্রবর্ষণং ক্রমোতি শেষঃ ।  
সা কুণ্ডলিনী পুনঃ স্বস্থানমেতা স্বাধিষ্ঠানং প্রাপ্য স্থপিতীতি তাৎপর্যম্ । শিবা-  
দীনাং মঞ্চোপধানত্বপতদ্রুহদ্বাবস্থাপরত্বং কামরূপদ্বাদেবানাং অত্যন্তাসন্নসেবার্থং  
বটতে । ইমমেবার্থং সংক্ষেপেণোক্তবান্ সদাশিবঃ—

সুধাকৌ নন্দনোত্তানে রত্নমণ্ডপমধ্যগাম্ ।

বালাকর্মণ্ডলাভাসাং চতুর্বাহাং ত্রিলোচনাম্ ॥

পাশাকুশশরাংশাপং ধারয়ন্তীং শিবাং শ্রিয়ম্ ।

ধ্যায়া চ হৃদগতং চক্রং ব্রতস্থঃ পরমেশ্বরীম্ ॥

পূর্বোক্তধ্যানযোগেন সঞ্চিন্ত্য জপমাচরেৎ ॥

ইতি । অনেন “কণৎকাঞ্চীদামা” ইতি “সুধাসিন্ধোর্মধ্যে” ইতি শ্লোকদ্বয়-  
মেকীকৃত্য ব্যাখ্যাতমিত্যবগন্তব্যম্ ॥ ৮ ॥

**লক্ষ্মীধররূপ-টীকান্নুবাদ** ।—(সময়াচার—যোগমার্গ,  
অন্তর্যোগরতি—তাহাতে অমুণ্ঠেয়, আর কুলাচার বাহ্যপূজারতি, যন্ত্র অঙ্কন  
করিয়া তাহাতে পূজা করিতে হয়, এই শ্লোকে তদুভয়পূজারই প্রণালী বর্ণিত) যন্ত্রের  
প্রসিদ্ধ নাম ত্রীচক্র, ইহার নামান্তর বিয়চ্চক্র, সময়াচারিগণের বিয়চ্চক্র হৃদয়াকাশে  
কল্পিত, কোলদিগের বিয়চ্চক্র বহিরাকাশে রচিত । সুধাসিন্ধু ত্রীচক্রের বিন্দুস্থান,  
তাহার পঞ্চ ত্রিকোণ রেখা সুরতরু-পঞ্চক, উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণরেখা-চতুষ্টিয়, কদম্ব-  
উপবন, বিন্দুস্থানমধ্যে মণিদ্বীপ, ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ কোণযুক্ত বিয়চ্চক্র (ত্রীচক্র) চিন্তামণি-  
গহ । শিবা অর্থাৎ শক্তি তৎস্বরূপ ত্রিকোণ মধ্যে পরম শিব শয্যায় (ব্রহ্মা বিষ্ণু,  
রুদ্র এবং ঈশ্বর, এই পাদচতুষ্টিয়যুক্ত পর্য্যঙ্ক—সদাশিব পিকদান,—ইন্দ্র, মহেশ্বর  
শয্যার আন্তরণ, এইরূপ শয্যায়) চিদানন্দলহরী (নিত্যজ্ঞান ও নিত্যানন্দরূপা  
তোমাকে কয়েকটি ধনুপুরুষ ভজনা (অন্তর্যোগ বা বাহ্যে আরাধনা) করিয়া  
ধাকেন । (রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব মহেশ্বর—শিবেরই বিবিধ রূপ ॥ ৮ ॥

**অচ্যুতানন্দরূপ-টীকা** ।—ত্রীমত্যাঃ পীঠমাহ স্মধেতি । কতিচন  
ধত্তা জনাঃ চিদানন্দলহরীং পরাং ব্রহ্মস্বরূপাং ত্বাং ভজন্তি । তথাচ শ্রুতিঃ—“নিত্যং  
বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি ।” কুত্র ? শিবাকারে মধ্যে । ত্বাং কিস্তুতাম্ । পরম-  
শিবপর্য্যঙ্কনিলয়াম্ । তদুক্তং যামলে,—“ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ ।  
এতে পঞ্চ মহাপ্রেরতাঃ সিংহাসনপরিস্থিতিঃ । এতে দেবাসনস্তাধাঃ শিবাঃ পঞ্চ  
ব্যবস্থিতাঃ ।” তত্র চতুর্ভিঃ শিবৈশ্বর্য্যং বিধায় পরমশিবং সদাশিবং প্রচ্ছদীকৃত্য  
তত্রস্থামিত্যর্থঃ । অথবা শিবো হকারঃ তদাকারঃ ওকারঃ গজকুস্তাকৃতিত্বাৎ ।  
এতেন ওকাররূপে মধ্যে পরমশিবো বিন্দুঃ বিন্দোঃ পর্য্যঙ্কং আসনস্থানং নাদঃ স এব  
নিলয়ো যন্তাঃ । এতেন প্রণবস্থাং পরমশিবসংযুক্তামিত্যর্থঃ । অতএব চিদানন্দ-  
লহরীতি বিশেষণং সম্প্রাপ্ততে । যতঃ শিবশক্তিসমায়োগাদানন্দোৎপত্তির্ভবতি ।  
অথবা শিবাকারে হকারাবয়বে হকারার্দ্ধে মধ্যে ইত্যর্থঃ । পরশিবপর্য্যঙ্কনিলয়াং  
বিন্দুস্থানরূপাং কামকলারূপামিত্যর্থঃ । পীঠস্থানমাহ । সুধাসিন্ধোর্মধ্যে অমৃতার্ণ-  
বস্তাপ্রসিদ্ধত্বাৎ কুলামৃতং কারণমিতি শিবসংকেতঃ । কল্পরূপবাটিকারূপে মণিময়দ্বীপে

কদম্বোপবনযুক্তে চিস্তামণিরচিত-মণ্ডপে । এতেন আধারাদেয়ক্রমেণ বট্পীঠানন্তরং  
পরমশিবপর্যায়নিলয়াং দেবীং ধ্যারেৎ । অত্র কামেশ্বরীবীজং প্রেতবীজ-  
কোদ্ধরন্তি । কতিচনশব্দাৎ ককারঃ । লহরীং-শব্দাৎ লকার-ঈকারানুস্বারাঃ ।  
এতেন ক্লীং ইতি কামেশ্বরী । শিবশব্দেন হকারঃ । সুধাসিক্তোঃ-শব্দাৎ সকার-  
ঔকার-বিসর্গাঃ । এতেন হ্ৰস্বোঃ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—মাতঃ ! সুধাসিক্ত-মধ্যস্থিত কল্পবৃক্ষবাটিকা-পরিবৃত মণিময়-  
দ্বীপে কদম্ববৃক্ষসমূহ-সুশোভিত উপবনমধ্যে চিস্তামণিগৃহে শিবদেয়, ক্রতু ও ঈশ্বর  
অ—বিষ্ণু, ক—ব্রহ্মা, এই চারি দেবতা বাহার চতুষ্কোণে পাদ-(পায়) স্বরূপে বর্ত-  
মান, এইরূপ মঞ্চ উপরি পরমশিবদেয় পর্যায়কলকে উপবিষ্টা চিদানন্দলহরী-  
স্বরূপা তোমাকে কোন কোন ধন্য ব্যক্তি ভজনা করেন ॥ ৮ ॥

**তাৎপর্য ।**—এ স্থলে সুধাসিক্ত, কল্পবৃক্ষবাটিকা, মণিদেয়-দ্বীপ, নীলগোপ-  
বন, চিস্তামণিগৃহ ও শিবদেয় মঞ্চ এই বট্পীঠের ধ্যান হইতেছে । অথবা এ স্থলে  
শিবশব্দে হকার, তদাকার অর্থাৎ গজকুস্তাকৃতি প্রযুক্ত ওকার । ইহা দ্বারা  
ওকাররূপ পর্যায়কে বিন্দুরূপ পরমশিবের সহিত নাদরূপা দেবীর অবস্থিতি বুঝিতে  
হইবে । ইহার তাৎপর্য এই যে, দেবী প্রণবস্থিতা ও পরমশিবসংযুক্তা । কিংবা  
শিবাকার অর্থাৎ হকারাক্ররূপ-মঞ্চ কামকলাস্বরূপা । টীকাকার এই স্থলে  
কামেশ্বরীবীজ ও প্রেতবীজ উদ্ধার করিতেছেন । কতিচন শব্দে ককার, লহরীং  
শব্দে লকার, ঈকার ও অনুস্বার । ইহা দ্বারা ক্লীং এই কামেশ্বরী-বীজ উদ্ধৃত  
হইল । শিবশব্দে হকার ; সুধাসিক্তোঃ শব্দে সকার, ঔকার ও বিসর্গ । ইহা  
দ্বারা হ্ৰস্বোঃ এই প্রেতবীজ উদ্ধৃত হইল ॥ ৮ ॥

মহীং মূলাধারে কৰ্মপি মণিপূরে হৃতবহং,

স্থিতং স্বাধিষ্ঠানে হৃদি মরুতমাকাশমুপরি ।

মনোহপি ক্রমধ্যে সকলমপি ভিত্তা কুলপথং,

সহস্রারে পদ্যে সহ রহসি পত্যা বিহরহসি \* ॥ ৯ ॥

**লক্ষ্মীশঙ্করকৃত-টীকা ।**—মহীং পৃথিবীতত্ত্বং মূলাধারে মূলে ওদহানে  
সর্গাধারভূতং চক্রং মূলাধারভূতমিতি, তন্মিন্ মূলাধারে ।

সর্গাধার্য্য মহী বস্যাং মূলাধারভূতয়া স্থিতা ।

তদভাবে তু দেহস্ত পাতঃ স্তাদ্ভগমোহপি বা ॥

† বিহরসে ইতি কচিং পাঠঃ ।



ইতি রুদ্রগ্রহস্তে । পৃথিবীতস্বাশ্বকশ্চ মূলাধারশ্চাভাবে দেহ উৰ্দ্ধং বা গচ্ছেৎ,  
অথো বা পতেদিত্যর্থঃ । কন্ম উদকতত্ত্বম্ । অপিশবঃ স্বাধিষ্ঠানোক্তবহ্নিং সমুচ্চি-  
নোতি । মণিপূরচক্রে । যত্র স্থিতা ভগবতী মণিভিঃ তৎপ্রদেশং পূরয়তি, স  
দেশো মণিপূরঃ । সময়িনাম্ আস্তরপূজাবসরে তৃতীয়কমলে নানাবিধমণিগণাচিত-  
ভূষণার্পণং দেব্যাঃ কৰ্ত্তব্যমিতি রহস্যম্ । হৃতবহং অগ্নিতত্ত্বম্ । স্থিতং প্রতিষ্ঠিতং ।  
স্বাধিষ্ঠানে স্বাধিষ্ঠাননামকে চক্রে । কুণ্ডলিতাঃ ভগবত্যাঃ স্বল্পমধিষ্ঠায় গ্রহিৎ কৃষা  
অবস্থানং স্বাধিষ্ঠানম্ । যথোক্তং যোগদীপিকারাম্ :—

রুদ্রগ্রহির্দ্বয়ং শক্রেঃ স্বাধিষ্ঠানগ্রসীমনি । ইতি । যত্ৰপি আধারচক্রস্তোপরি  
স্বাধিষ্ঠানং বর্ণনীয়ং, তথাহপি আকাশাদিতস্বোৎপত্তিক্রমমবলম্ব্য ব্যাংক্রমেণ মণিপূর-  
চক্রবর্ণনং কৃতমিত্যানুসন্ধেয়ম্ । এতচ্চ “তবাজ্জাচক্রস্থম্” \* ইত্যাদিলোকষট্-  
ক-ব্যাখ্যানাবসরে সমাপ্তপবর্ণয়িষ্যতে । হৃদি হৃদয়াকাশে অনাহতনামনি চক্রে । অনা-  
হতনাদস্থানত্বাৎ অনাহতং নামাস্ত । মরুতং মরুততত্ত্বম্ । আকাশং আকাশতত্ত্বম্ ।  
উপরি পূৰ্ব্বোক্তানামুপরি বিমুক্তচক্রে । শুদ্ধক্ষটিকসঙ্কাশত্বাৎ বিমুক্তির্নামাস্ত । মনঃ  
মনস্তত্ত্বম্ । অপিশবঃ উক্তসমুচ্চয়ার্থঃ । ক্রমধো ক্রবোরস্তরালে আজ্জাচক্রে ।  
অত্র আঙ্, ঈষদর্থঃ, জ্ঞা জ্ঞানম্, ঈষৎ জ্ঞানং যত্র জায়তে সাধকানাং ভগবতী-  
বিষয়ম্ । ব্রহ্মগ্রহিভেদনাতিবাগ্ৰতয়া ভগবত্যাঃ আজ্জাচক্রে ক্ষণমাত্রাবস্থানাং  
সাধকানাং তড়িল্পেথারূপেণ অবভাসনাং আজ্জাচক্রং নামাস্ত । স্থিতমিতি লিঙ্গব্যা-  
য়েন সৰ্বত্রানুঘজাতে । সকলং সৰ্ব্বম্ । অপি সমুচ্চয়ে ভিত্ত্বা কুলপথং সুসুম্যামার্গম্ ।  
সহস্রারে সহস্রদলে পদ্মে কমলে সহ মিলিত্বা রহসি একান্তে পত্যা সদাশিবেন  
বিহরসে (সি) ক্রৌড়সে (সি) ।

অত্রেথং পদযোজনা—হে ভগবতি ! মূলাধারে মহীং, কং মণিপূরে হৃতবহ-  
মপি, স্বাধিষ্ঠানে হৃতবহ-মেব, হৃদি মরুতং, আকাশমুপরি, মনোপি ক্রমধো আকাশ-  
মপি—স্থিতমিতি বিভক্তিব্যাত্যয়েন সৰ্বত্রানুঘজাতে—সকলং কুলপথমপি ভিত্ত্বা  
সহস্রারে পদ্মে রহসি পত্যা সহ বিহরসে ( সি ) ॥

অত্রেদমনুসন্ধেয়ম্—মূলাধারস্বাধিষ্ঠানমণিপূরানাহত-বিমুক্তাজ্জাশ্বকানি ষট্-  
চক্রাণি । এতানি পৃথিব্যাগ্নিজলপবনাকাশ-মনস্তস্বাশ্বকানি । তানি তস্বানি তেষু  
চক্রেষু তন্মাত্রতয়াহবস্থিতানি । তন্মাত্রান্ত গন্ধরূপরসস্পর্শশব্দাকাশাঃ । আজ্জাচক্র-  
স্থিতেন মনস্তবেন একাদশেশ্চিয়গণঃ সংগৃহীতঃ । এবমেকবিংশতিতস্বানি প্রতি-  
পাদিতানি । পত্যা সহ রহসি সহস্রপত্রে বিহরসে ইত্যানেন তস্বচতুর্ষ্টয়ং স্থচিতম্ ।

তচ্চ মায়াশুদ্ধবিজ্ঞানমহেশ্বরসদাশিবাত্মকং তদ্বচতুষ্টয়ম্। এবং মিলিতা পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি মায়াপৰ্য্যন্তানি মায়ায়া যুক্তত্বাৎ প্রাকৃতানি। মায়া মহেশ্বরেণ সংযুক্তা সতী তস্মৈ জীবভাবমাপদয়তি। স জীবঃ প্রাকৃত এব। শুদ্ধবিজ্ঞা তু সদাশিবেন যুক্তা সতী সাদাখ্যা কলেতি ব্যবহ্রিয়তে। অতো ভগবতী চতুর্বিংশতিতত্ত্বাত্তিক্রান্তা সদাশিবেন পঞ্চবিংশেন সাক্ষিং বিহরমাণা ষড়্‌বিংশতত্বমাপন্ন। পরমায়েতি গীয়তে। এতদ্রুতং ভবতি—সাদাখ্যা কলা পঞ্চবিংশেন সদাশিবেন মিলিতা ষড়্‌বিংশা ভবতি, মেলনশ্চ তত্ত্বাস্তরত্বাৎ। ন চোভয়োর্মেলনমুভয়াত্মকম্। তস্মৈ তাদাত্মাকপত্বাৎ তত্ত্বাস্তরমেবেতি রহস্তম্। যতুঃ ক্রতিবাক্যং “পঞ্চবিংশ আত্মা ভবতি” \* ইতি ততুঃ সদাশিবতত্ত্বপ্রতিপাদনপরং, ন মেলনপরমিতি ধ্যেয়ম্।

নহু ( কথং ) বৈন্দবস্থানং ত্রীচক্রশ্চ মধ্যস্থিতং, শিবচক্রাণাং চতুর্গামুপরি শক্তিচক্রাণাং পঞ্চানামধস্তাদবস্থিতত্বাৎ। সহস্রারপদ্যশ্চ তু শিরঃস্থিতত্বাৎ সর্বেষামুপরি বর্তমানত্বাৎ, তস্মৈ বৈন্দবস্থানত্বং নোপপত্ত্ব ইতি চেৎ—

নিশম্যতাং ভাগবতমতরহস্তম্—

চতুর্ভিঃ শিবচক্রৈশ্চ শক্তিচক্রৈশ্চ পঞ্চভিঃ।

শিবশক্তিময়ং জ্যেষ্ঠং ত্রীচক্রং শিবয়োর্বপুঃ ॥

ইত্যাদৌ শক্তিচক্রাণি ত্রিকোণাষ্টকোণদশারদ্বিতয়চতুর্দশ-কোণাত্মকানি পঞ্চ-চক্রাণি। শিবচক্রাণি তু অষ্টদলবোড়শদলমেখলাত্রিতয়ভূপূরত্রয়াত্মকানীতি। অতঃ শক্তিচক্রাণাং বাহ্যতঃ শিবচক্রাণি। শিবশ্চ শক্তিবাহুত্বাযোগাৎ তানি শিবচক্রাণি বিন্দুরূপেণাকৃষ্য শক্তিচক্রাস্তরে স্থাপিতানি। অতএব বিন্দুঃ শিবচক্র-চতুষ্টয়াত্মকঃ শক্তিচক্রেষু পঞ্চস্থ বায়ুদানঃ সমাপ্ত ইতি শিবশক্ত্যোরৈক্যমিতি কেচিৎ।

অস্ত্রে তু—বিন্দুত্রিকোণয়োরৈক্যাং, অষ্টকোণাষ্টদলাষুজয়োঃ, দশারযুগ্মবোড়শ-দলাষুজয়োঃ চতুর্দশারভূপূরয়োরৈক্যম্। অনেন প্রকারেণ শিবশক্ত্যোরৈক্য-মিত্যাহঃ। অত্র বিন্দুশব্দেন শিবচক্রচতুষ্টয়প্রতিনিধিভূতো বর্তুলাকারো লক্ষ্যতে, ন তু চতুর্কোণমধ্যবর্তী বিন্দুঃ। স তু সহস্রকমলাস্তর্গতঃ আধারস্বাধিষ্ঠানদশদল-প্রকৃতিভূতঃ শিবশক্তিমেলনাবিষ্টতমুঃসাদাখ্যাৎ ষড়্‌বিংশং তত্ত্বম্। তেন সহ নাদ-বিন্দুকলানাং ঐক্যাং নাস্তি, তস্মৈ নাদবিন্দুকলাতীতত্বাৎ। এতচ্চ পুরস্তাৎ প্রপ-ঞ্চয়িত্যে। অতএব সহস্রকমলাস্তর্গতচন্দ্রমণ্ডলমধ্যবর্তী সুধাসিন্ধুরেব ভগবত্যা বিহরণ-স্থানমিতি “সহস্রারে পদ্মে সহ রহসি পত্যা বিহরসে” ইতি “সুধাসিন্ধোর্মধ্যে”

ইতি শ্লোকব্যাখ্যৈক এবার্থ ইতি রহস্যম্ । ইমমেবার্থঃ তৈরবধায়মলে চন্দ্রজ্ঞান-  
বিজ্ঞায়ঃ শিব আহ পার্বতীম্ :—

চতুর্ভিঃ শিবচক্রেণ শক্তিচক্রেণ পঞ্চভিঃ ।  
নবচক্রেণ সংসিদ্ধং ত্রীচক্রং শিবম্বোর্বপুঃ ॥  
ত্রিকোণমষ্টকোণং চ দশকোণদ্বয়ং তথা ।  
চতুর্দশারং চৈতানি শক্তিচক্রানি পঞ্চ চ ॥  
বিন্দুচাষ্টদশং পদ্যং পদ্যং ষোড়শপত্রকম্ ।  
চতুরস্রং চ চত্বারি শিবচক্রাণ্যমুক্রমাং ॥  
ত্রিকোণে বৈন্দবং শ্লিষ্টম্ অষ্টারেহষ্টদশাধুক্রম্ ।  
দশারয়োঃ ষোড়শারং ভূগৃহং ভুবনাশ্রকে ॥  
শৈবানামপি শাক্তানাম্ চক্রাণাং চ পরম্পরম্ ।  
অবিনাভাবসম্বন্ধং যো জানাতি স চক্রবিৎ ॥  
ত্রিকোণমষ্টকোণং চ দশকোণদ্বয়ং তথা ।  
মহুকোণং চতুকোণং কোণচক্রানি ষট্ ক্রমাং ॥  
মূলাধারং তথা স্বাধিষ্ঠানং চ মণিপূরকম্ ।  
অনাহতং বিগুহ্যাত্ম্যাজ্ঞাচক্রং বিহুবুধাঃ ॥  
তবাধারস্বরূপানি কোণচক্রানি পার্শ্বতি ।  
ত্রিকোণরূপিণী শক্তিবিদুরূপঃ শিবঃ স্মৃতঃ ॥  
অবিনাভাবাবসম্বন্ধস্তস্মাদ্বিন্দুত্রিকোণয়োঃ ॥

ইতি । ইতঃ পূর্বম্—

অধোমুখং চতুকোণং শিবচক্রাঙ্কং বিহুঃ ॥

ইত্যমুসারেণ “অধোমুখানি চত্বারি ত্রিকোণানি শিবাঙ্ককানি” ইত্যুক্তিঃ “শিব-  
চক্রানি বাহ্যানি তজ্জপোণাবস্থিতানি” ইত্যেবংপরেতি ধ্যেয়ম্ ।

যথা—কৌলমতামুসারেণ অধোমুখানি চত্বারি ত্রিকোণানি শিবাঙ্ককানি, উর্ধ্ব-  
মুখানি পঞ্চ ত্রিকোণানি শক্ত্যাঙ্ককানি । কৌলমতে সংহারক্রমেণ লেখনে নবত্রি-  
কোণাঙ্ককম্ ত্রীচক্রম্ । এতৎসর্বং “চতুর্ভিঃ ত্রীকঠৈঃ” \* ইত্যাদিশ্লোকব্যাখ্যানাবসরে  
বক্তব্যমপি “সহস্রারে পদ্যে সহ রহসি পত্যা বিহরসে” ইত্যত্রাবশ্যং বক্তব্যম্  
উভয়োপযোগিতয়া অত্রৈব কিঞ্চিৎ কথিতম্ । বিস্তরস্ত তত্রৈবাবধাৰ্য্যঃ ॥ ৯ ॥

অন্যতানন্দকৃত-টীকা ।—মহীমিত্যাदि । হে দেবি ! স্ব সৰল

কুলপথং ভিহা অর্থাৎ কুণ্ডলিনীরূপেণ সহস্রারে পদ্যে রহসি নির্জনে অর্থাৎ অকুল-  
স্থানে নাদেনৈকীভূত্ব পত্যা বিন্দুরূপেণ বিহরসি আনন্দামৃতমুৎপাদয়সীত্যর্থঃ ।  
অমৃতান্নাবনং পরলোকে স্পষ্টীকরিত্যতি । তৎ কিং কুলপথমিত্যাহ—মহীং মূলাধার  
ইত্যাদি । মহীং পৃথ্বীং, কং জলং, হতবহং অগ্নিং, মরুতং বায়ুং, উপরিশবন্ত  
সাপেক্ষত্বাৎ হৃদরোপরি কণ্ঠচ্ছদে আকাশং, ক্রমধ্যে মনঃ এতদেব সকলং কুলপথং  
ভিহত্যধরঃ । তথা হি,—মূলং স্বাধিষ্ঠানসংজ্ঞং মণিপূরমনাহতম্ । বিণ্ডুকমাজ্জা-  
চক্রঞ্চ শুদমেট্রক্রমাদ্ভিহঃ । অন্তত্ৰ,—শুদে লিঙ্গে তথা নাভৌ বকঃকণ্ঠে ক্রবো-  
রপি । মহী বহির্জলং বায়ুঃ খং মনশ্চ ক্রমাদিশেৎ । এতৎ কুলপথং বিজ্ঞাদকুলঞ্চ  
ততঃ পরম্ । ষট্চক্রাণোব ভূভুবঃ স্বঃ মহঃ জনস্তপঃ সত্যং সজ্জাঃ । তথাচ,—  
ত্র্যক্ষাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে । অত্র স্বাধিষ্ঠান-মণিপূরয়োর্ব্যতি-  
ক্রমেণাধরঃ মহাকৃতক্রমাস্থরোদাৎ । অত্র স্বাধিষ্ঠানানন্তরং মণিপূরমিতি । অত্র  
মেদিনীবীজমপ্যুদরস্তি । মহীং-শব্দে মকারাস্থস্বারো, কুলপথশব্দে উকারলকারো ।  
এতেন মূং ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ ।**—হে দেবি ! তুমি কুলকুণ্ডলিনীস্বরূপা হইয়া মূলাধারচক্রস্থিত  
মহীমণ্ডল, স্বাধিষ্ঠানচক্রস্থিত জলমণ্ডল, মণিপূরচক্রস্থিত অগ্নিমণ্ডল, অনাহতচক্রস্থিত  
বায়ুমণ্ডল, বিণ্ডুকচক্রস্থিত আকাশমণ্ডল এবং ক্রমধ্যে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রস্থিত মনস্তত্ত্ব  
এই সমস্ত কুলপথ ( ষট্চক্র ) ভেদ করিয়া গমন করত, সহস্রারপদ্যে পতির  
সহিত একান্তে বিহার করিয়া থাক ॥ ৯ ॥ \*

**তাৎপর্য ।**—এই শরীরে মূলাধার ভুলোক, স্বাধিষ্ঠান ভুবলোক, মণি-  
পূর স্বলোক, অনাহতচক্র মহলোক, বিণ্ডুকচক্র জনলোক, আজ্ঞাচক্র তপোলোক  
ও সহস্রার সত্যলোক বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । ত্র্যক্ষাণ্ডে যে সমুদয় ঘটনা  
হইতেছে, এই দেহেও সেই সমুদয় ঘটনা হইয়া থাকে । এ স্থলে টীকাকার মেদিনী-  
বীজ উদ্ধার করিতেছেন ।—মহীং-শব্দে মকার ও অমৃতস্বর, কুলপথ-শব্দে উকার ও  
লকার । ইহা দ্বারা মূং এই বীজ উদ্ধৃত হইল ।

\* পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত এই স্থলে ষট্চক্রের বিবরণ কথিত হইতেছে । জীব-  
গণের দেহস্থ মেরুদণ্ডের বামদিকে ইড়া ও দক্ষিণভাগে পিঙ্গলা এবং মেরুদণ্ডের মধ্যস্থলে  
সুসুম্নানারী নাড়ী । সুসুম্না নাড়ী চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নিরূপে বহুবর্ণধারিণী এবং  
বিকসিত সুভ্রূ-কুসুম-সদৃশী । এই সুসুম্না নাড়ীতেই ষট্চক্র অবস্থিত । ইড়ানাড়ী  
তত্ত্ববর্ণা, চন্দ্রবর্ণা ও অমৃতময়ী ; পিঙ্গলা-নাড়ী রক্তবর্ণা, সূর্য্যবর্ণা ও বিবসাবিণী ।  
সুসুম্না-নাড়ী মূলাধার-পদ্যের মধ্য হইতে সহস্রদল-কমলে অবস্থিত অধোমুখ শিব-  
লিঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত । এই সুসুম্নার মধ্যভাগে যে ছিন্ন আছে, তদ্ব্যবস্থা দিয়া বজ্রাখ্যা

সুধাধারামাসারৈশ্চরণযুগলান্তবিগলিতৈঃ,

প্রপঞ্চং সিঞ্চন্তী পুনরপি রসান্নায়মহসা \* ।

অবাপ্য স্বাং ভূমিং ভুজগনিভমধ্যুষ্টবলয়ং

স্বমাত্মানং কৃত্বা স্বাপাষ কুলকুণ্ডে কুহরিণি ॥ ১০ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-ভীক।—সুধায়া অমৃতস্ত ধারাগামাসারৈঃ সম্পাদিতৈঃ ।

অত্রাসারশব্দ এব ধারাসম্পাতবচন ইতি ধারালব্ধসাহচর্যাৎ আসারশব্দঃ সম্পাতমাত্র-  
পন্ন ইতি ন পৌনরুক্ত্যাম্ । যদা সুধায়া আধারভূতা আসারা ধারাসম্পাতাঃ, তৈঃ  
চরণযুগলান্তবিগলিতৈঃ চরণযুগলস্ত পাদারবিন্দদ্বিতয়স্ত অস্তবিগলিতৈঃ মধ্যপ্রদে-  
শাৎ অবন্তিঃ, প্রপঞ্চং দ্বিসপ্ততিসহস্রসংখ্যাকনাভীমার্গং সিঞ্চন্তী সেক্তী পুনরপি  
সেচনানন্তরমপি রসান্নায়মহসঃ চন্দ্রসকাশাৎ । রসান্নায়মহঃশব্দো যামলেশু কলানিধৌ

নাড়ী মেদুদেশ হইতে মস্তক পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আছে । বজ্রানাড়ীর মধ্যভাগে  
চিজ্রিণী-নাড়ী আর একটি নাড়ী বিরাজিতা আছে ; এই নাড়ী লুতাতন্ত্রর জায় স্থান ও  
কুলকুণ্ডলিনী দ্বারা প্রদীপ্তা । সুবুদ্রা-নাড়ীতে যে ছয়টি কমল অঙ্কিত আছে, চিজ্রিণী  
নাড়ী মধ্যগত ছিন্নপথযোগে সেই পদ্মসমূহকে ভেদ করত শোভা পাইতেছে । বিগত জ্ঞান  
ব্যতীত চিজ্রিণী নাড়ীর বিবর জ্ঞাত হওয়ার অল্প উপায় নাই । এই চিজ্রিণী নাড়ীর  
মধ্যভাগে ব্রহ্মনাড়ী বিরাজ করিতেছে ; উহা মূলধারপদ্ম হইবার মুখবিবর হইতে  
মস্তকোপরিস্থিত সহস্রদলকমল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ । এই ব্রহ্মনাড়ী বিদ্যারূপতাবৎ  
সমুদ্ভাসিতা, মুনিগণের হৃদয়ে যজ্ঞসূত্রের জায় প্রকাশমানা, অত্যন্ত সূক্ষ্মরূপা, বিগত  
অন্তঃকরণ-গম্যা, নিত্যসুখস্বরূপিণী এবং বিমলজ্ঞানস্বভাব-বিশিষ্টা । এই নাড়ীর  
মুখেই ব্রহ্মদ্বার ( মূলধারপদ্ম ) বিস্তারিত রহিয়াছে । ঐ স্থান হইতে নিরন্তর অমৃতধারা  
প্রাবিত হইতেছে, স্তবধা ঐ স্থান অতীব রমণীয়, ঐ স্থানই পদ্মের প্রস্থিৎরূপ ।  
যোগিগণ ঐ দ্বারকেই সুবুদ্রা নাড়ীর মুখরূপে কীর্তন করেন ।

গুহের উর্দ্ধে এবং লিঙ্গের অধোভাগে, অর্থাৎ গুহ ও লিঙ্গ এই উভয়ের ঠিক  
মধ্যস্থলে আধারকমল সংস্থিত । সুবুদ্রা নাড়ীর মুখদেশেই ঐ পদ্ম মিলিত রহিয়াছে ।  
ঐ পদ্ম কুলকুণ্ডলিনী প্রভৃতির আধার, এই হেতুই উহাকে মূলধারপদ্ম কহে । এই  
পদ্ম শোণিতবর্ণ, চতুর্দলবিশিষ্ট এবং অধোমুখে বিকসিত । উক্ত দলচতুষ্টয়ে ক্রমান্বয়ে  
ব শ ব স চারিটি বর্ণ বিস্তৃত আছে ; ঐ চারিটি বর্ণ তপ্তস্বর্ণবৎ সমুদ্ভাসিত । মূলধার-  
পদ্মের মধ্যস্থলে পরমদীপ্তমান চতুষ্কোণ ধরাচক্র বিরাজিত রহিয়াছে, উহা শূলপাঠক  
দ্বারা পরিবৃত, পীতবর্ণ এবং বিদ্যুতের জায় কোমলাঙ্গ । এই চক্রের মধ্যভাগে  
পৃথ্বীবীজ লং শোভা পাইতেছে । উপরিকথিত পৃথ্বীচক্রান্তর্গত ধরাবীজ চতুর্ভুজ,  
নানারূপ ভূষণে বিভূষিত ও ঐরাবতারূঢ় । ঐ বীজের কোড়দেশে নবীনার্কসদৃশ  
লোহিতবর্ণ শিঙরূপী সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা বিস্তারিত আছেন । এই পৃথ্বীচক্রের মধ্যে  
জাকিনীনায়া এক দেবী বিরাজিতা রহিয়াছেন । তিনি মনোরম বাহচতুষ্টয়ে অলঙ্কৃত,  
রক্তবর্ণ-নেত্রবতী, যুগপৎ সমুদিত দাদশার্কবৎ তেজঃপুঞ্জশালিনী এবং শুদ্ধবুদ্ধি ব্যক্তির

প্রসিদ্ধঃ—রহস্যসুধায়া আরাগ্নো গুণানামাধিক্যমিতি বাবৎ, তদাশ্রয়ঃ মহঃ  
কান্তির্বিষয়ঃ সঃ ব্রহ্মান্নামহা ইতি ব্যুৎপত্তেঃ। অবাণ্য প্রাপ্য স্বাং স্বকীর্যং ভূমিঃ  
আধারচক্রং ভূজগনিভং সর্গসদৃশং অধ্যুষ্টবলয়ং অধিষ্ঠিতকুণ্ডলনাবিশেষঃ স্বং নিজঃ  
আশ্রয়ঃ কৃষ্ণা ধূম্রা স্বরূপমবলম্ব্য উষিত্বা স্বপিষি নিদ্রাসি কুলকুণ্ডে কুঃ পৃথিবী-  
তবং লীলতে যত্র তৎকুলং আধারচক্রম্। লক্ষণয়া সুব্রহ্মার্ম্যঃ কুলমিত্যুচ্যতে।  
অতএব কোলাঃ কুলপূজকাঃ আধারসেবকা ইতি কোলত্বং তেষামিতি রহস্যম্।  
এতদ্ব্তরত্র প্রক্ষোধ্যতে। কুলমার্গস্ত সুব্রহ্মায়া মূলে যৎ কুণ্ডং কমলকন্দমধ্যস্থিত-  
ছিদ্রতুল্যং ছিদ্রং যন্ত কুণ্ডস্ত তত্তথোক্তম্। আধারকন্দমধ্যস্থিতসুখিরমধো  
বিসতন্তনিভা তত্র কুণ্ডলিনী শক্তিঃ বর্তত ইতি তাৎপর্যম্।

অত্রেখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! চরণযুগলান্তর্বিগলিতৈঃ সুধাধারাসাটৈঃ  
প্রপঞ্চং সিঞ্চন্তী ব্রহ্মান্নামহসঃ সকাশাৎ স্বাং ভূমিঃ পুনরপ্যাবাপ্য ভূজগনিভমধ্যুষ্ট-  
বলয়ং স্বমাশ্রয়ং কৃষ্ণা কুহরিণি কুলকুণ্ডে স্বপিষি।

জ্ঞানদাত্রী। বজ্রাখ্যা নাড়ীর মুখপ্রদেশে মূলধারকমলের কর্ণিকাভ্যন্তরে বিদ্যুদাভ  
ত্রৈপুৰনামক একটি ত্রিকোণযুক্ত বিরাজমান রহিয়াছে; কন্দর্পনামা বায়ু ঐ যন্ত্রের  
অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন এবং ঐ যন্ত্রের মধ্যে জীবাত্মা অবস্থিত আছেন।—  
তিনি সমুদ্ভাসিত এবং রক্তবর্ণ জবাপুষ্পাপেক্ষাও লোহিতবর্ণ। লিঙ্গরূপী শঙ্কু ত্রিকোণ-  
যন্ত্রের মধ্যে অধোবদনে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি জ্বলন্ত স্বর্ণবৎ কোমল,  
নবপল্লববর্ণ, শারদীর পূর্ণশশধরবৎ সমুজ্জ্বল কান্তিমান, কান্দীবাসরত, বিলাসী এবং নদীর  
আবর্তবৎ বর্ত্তলাকার। উক্ত স্বরস্কুলিঙ্গের উর্দ্ধভাগে মৃণালতন্তুবৎ অতিসূক্ষ্ম জগদ্রোহিনী  
কুলকুণ্ডলিনী অধিষ্ঠিতা আছেন। তিনি নিজ বদনব্যানান পূর্বক ব্রহ্মদ্বারের মুখদেশে  
আবৃত করিয়া রহিয়াছেন। তিনি শব্দের আবর্তের স্তায় বেঠনবেষ্টিতা এবং নবীন  
চণলামালা-সদৃশী। তিনি সুপ্ত ভূজকবৎ সার্বভৌমবেঠনে পরিবেষ্টিতা হইয়া স্বরস্কু-  
লিঙ্গের যন্তকোপরি শয়ান রহিয়াছেন। এই তেজোময়ী কুলকুণ্ডলিনী মূলধারপদ্মে  
অধিষ্ঠান পূর্বক কোমলকাব্যরূপ প্রবন্ধ-রচনার ভেদাভেদক্রমে দ্বারা মস্ত জয়রংগস্তির  
কৃষ্ণনের স্তায় সতত অব্যক্ত মধুর নিনাদ করিতেছেন এবং ইনিই স্বাসোজ্জ্বলবিবর্ত্তন  
দ্বারা জীবগণের প্রাণরক্ষা করিয়া মূলধারপদ্মের গহ্বরমধ্যে অতীব দীপ্তিশালিনী হইয়া  
বিরাজ করিতেছেন। পূর্বোক্ত কুলকুণ্ডলিনীর মধ্যে পরমজ্ঞানদায়িনী, অতিসূক্ষ্মা,  
নিত্যানন্দরূপিণী, তড়িত-বাশির স্তায় দেদীপ্যমানা, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি অবস্থিতি  
করিতেছেন। তাঁহার সমুদ্ভাসিত দীপ্তিতে ব্রহ্মাণ্ডাদি কটাহ সমুদ্ভাসিত হইতেছে।  
তিনিই নিত্যজ্ঞানের উদয়স্বরূপিণী পরমেশ্বরীরূপে জয়যুক্তা হইতেছেন।

লিঙ্গের মূলদেশে অর্থাৎ সুব্রহ্মার মধ্যে চিত্রিণীনাদী যে নাড়ী বিস্তারিত আছে,  
তাহাতে সিন্ধুর স্তায় রক্তবর্ণ, বজ্রলম্বুস্ত একটি পদ্ম সুশোভিত আছে। ঐ  
পদ্ম বিদ্যুতের স্তায় সমুজ্জ্বল, ঐ বজ্রলম্বুস্ত বজ্র ম ব ব ল এই ছয়টি বর্ণ-  
সম্বিত। ইহাকেই স্বাধিষ্ঠানপদ্ম বলে। এই স্বাধিষ্ঠানকমলেবঃমধ্যে অর্ঘ্যচন্দ্রাকৃতি  
শুদ্ধবর্ণ বক্রগচ্ছক এবং চক্রমধ্যে নির্মল শারদীর চন্দ্রমাবৎ শুভ্র মকরবাহন বক্রগবীজ  
'বং' সংস্থিত আছে। ঐ বক্রগবীজের কোড়দেশে নীলবর্ণ, মনোহর ত্রীমল্লয়, পীতবাসা,

অত্বেদবহুগকোরন—শিরঃস্থিতং চক্ৰমণ্ডলং সৰ্বমঙ্গলশাস্তিসিদ্ধম্ । তত্ত্ব লময়িনাং  
মতে ঐচ্ছিকমেব চক্ৰমণ্ডলম্, বোধশকলাঙ্কবাৎ । ঐবিভায়াঃ প্রাচীনাভিযোক্ত-  
দিনে কলাবুদ্ধিকরয়োঃ বক্ষ্যমাণবাৎ, চক্ৰমণ্ডলমেতদেব । বাহ্যস্থিতমপি চক্ৰ-  
মণ্ডলং ঐচ্ছিকমেবেতি স্তম্ভগোদয়বাখ্যানে নিদর্শিতম্ । তত্ত্ব মহারহস্যম্ । অতঃ-  
শিরঃস্থিতসহস্রদলকমলাত্তর্গত-ঐচ্ছিকাকশশিবিস্বরথ্যাহিতায়া ভগবত্যাশ্চর্যকমল-  
নির্গেজনজলৈঃ স্ফুটাময়ৈঃ সাধকস্ত সকলশরীরং সংপ্রাপ্য পুনঃ ভূজরূপেণ আধার-  
কুণ্ডং প্রবিষ্ট স্তম্ভান্নামবষ্টভ্য সা ভগবতী স্বপিতীতি । যথোক্তং বামকেশ্বর-মহাত্ম্যে—

নবযৌবনবিশিষ্ট, শ্রীবৎস ও কোমলভালকৃত, চতুর্ভূজ, দেবদেব নারায়ণ বিরাজমান  
রহিয়াছেন এবং ঐ বরুণচক্রে নীলেশ্বরী বর তুলা কান্তিমতী, নানা অস্ত্রধারিণী, দিব্য  
বস্ত্র ও ভূষণে বিভূষিতা, উন্নতচিহ্না যাকিণী-নারী শক্তি বিস্তারমানা আছেন । স্বাধিষ্ঠা-  
নাথ্য পদ্মের উর্দ্ধভাগে নাভিমূলে দশদলযুক্ত মণিপূরসংজ্ঞক একটি পদ্ম বিরাজমান  
রহিয়াছে । উহা গাঢ় মেঘবৎ নীলবর্ণ এবং ঐ পদ্মের শতদলে ক্রমাগত অমৃতস্রাবযুক্ত  
ও নীলকমলবৎ দীপ্তিশালী উচলিত বদন পক্ষ এই কয়েকটি বর্ণ বিস্তারমান  
আছে ; ঐ পদ্মে অগ্নির ত্রিকোণমণ্ডল আছে, উহা অরুণবর্ণ এবং প্রাতঃকালীন  
ভাস্করবৎ প্রভাবিশিষ্ট । এই ত্রিকোণের বাহ্যে তিনটি দ্বার আছে । এই ত্রিকোণ-  
মণ্ডলে বহুবীজ 'র' বিস্তারমান রহিয়াছে ; উক্ত বহুবীজকে মেঘাধিরাজ, নবোদিত  
সূর্যাসন্নিক্ত ও চতুর্ভূজযুক্ত ধ্যান করিবে । ঐ বীজের কোড়দেশে বিস্তৃত সিন্দূরবৎ  
অরুণবর্ণ, ভাস্করবিশিষ্ট, স্তম্ভসংহতা, বুদ্ধরূপী, ত্রিলোচন, জীবগণের ইষ্টপ্রদ, ক্রমমূর্তি  
মহাকাল অবস্থিতি করিতেছেন ; ইহার হস্তে বর ও অভয়মূর্ত্তা বিরাজ করিতেছে ।  
এই মণিপূরায় পদ্মস্থ ত্রিকোণে সর্বমঙ্গলদায়িনী চতুর্ভূজা লাকিনী শক্তি অধিষ্ঠিতা  
রহিয়াছেন । ইনি শ্রামা, পীতবস্ত্রধারিণী, বিবিধ বেশভূষায় বিভূষিতা (তন্তুকাঞ্চনবর্ণা)  
এবং সতত প্রকৃষ্ণচিহ্না ।

মণিপূর-সংজ্ঞক নাভিপদ্মের উর্দ্ধভাগে স্তম্ভমূলে বহুক-পুষ্পবৎ সমুজ্জ্বল অনাহতাত্ম্য  
ষাদশদল পদ্ম বিস্তারমান আছে । এই পদ্মের ষাদশ দলে কইতে ঠ এই ষাদশটি বর্ণ  
বিস্তৃত রহিয়াছে, এই বর্ণ সিন্দূরের স্তায় অরুণবর্ণ । এই পদ্মের মধ্যে ধূস্রবর্ণ বটুকোণ-  
বিশিষ্ট বায়ুমণ্ডল আছে ; ঐ বটুকোণাভ্যন্তরে বং-কারাঙ্কক বায়ুবীজ চিহ্ন করিবে । ঐ  
বীজ ধূস্রবর্ণ, বায়ুবিশিষ্ট, চতুর্ভূজ, কুকসারাকৃত ও সর্বশ্রেষ্ঠ । ঐ বীজের মধ্যে কল্পাম্বর,  
নির্মল, খেতবর্ণ ঈশান নামক শিবের চিহ্ন করিতে হয় । এই অনাহতপদ্মে বিমল  
তড়িতের স্তায় পীতবর্ণা, কল্যাণজননী, ত্রিনেত্রা, কাকিনীনারী শক্তি অধিষ্ঠিতা  
আছেন । তিনি চতুর্ভূজা, আনন্দোদগতা, বিবিধ ভূষণে সমলঙ্কৃত এবং অস্থিমাণ্ড-  
ধারিণী ; তদীয় হস্তচতুষ্টয়ে পাশ, কপাল, বর ও অভয়মূর্ত্তা বিস্তারমান আছে, তাঁহার স্তম্ভ  
সতত স্তম্ভাস্রমে আর্দ্রীকৃত । এই অনাহত-পদ্মের কর্ণিকামধ্যে তড়িত-কোটিসদৃশ  
কোমলাঙ্গ ত্রিকোণ বিস্তারমান আছে । ইহার শক্তি কর্ণিকামধ্যে শোভিত হইতেছে ।  
সেই শক্তিমধ্যে বাণ-নামক শিবলিঙ্গ শোভা পাইতেছেন । তদীয় শিরোদেশে অর্চক  
যাকিণী বিভূষিত । এই অনাহত-পদ্ম বায়ুশূন্য দীপশিখার স্তায় জীবাত্মা দ্বারা স্তম্ভো-  
দ্ভিত । আদিত্যমণ্ডল দ্বারা অভ্যন্তর সমুদীপ্ত হওয়ার ইহার কেশর সকল স্তম্ভোদ্ভিত  
হইতেছে ।



ভূজাংকারূপেণ মূলধারং সমাপ্রিতা ।

শক্তিঃ কুণ্ডলিনী নাম বিসতন্তুনিভাশুভা ॥

আশুভা ক্ষণপ্রভা বিদ্যাপ্রিতা ইত্যর্থঃ ।

মূলকন্দং ফণাগ্রেণ দষ্ট্ৰী কমলকন্দবৎ ।

মুধেন পুচ্ছং সংগৃহ্য ব্রহ্মরজ্জ্বং সমাপ্রিতা ॥

পদ্মাসনগতঃ স্বস্থো গুদমাকুক্ষ্য সাধকঃ ।

বায়ুর্মূৰ্দ্ধগতিং কুৰ্ব্বন্ কুন্তকাবিষ্টমানসঃ ॥

বাযুবাতিবশাদগ্নিঃ স্বাধিষ্ঠানগতো জলন্ ।

জলনাশাতপবনাঘাতৈরুগ্নিদ্রিতোহহিরাট্ ॥

রুদ্রগ্রস্থিং ততো ভিত্ত্বা বিষ্ণুগ্রস্থিং ভিনত্যতঃ ।

ব্রহ্মগ্রস্থিং চ ভিত্ত্বৈব কমলানি ভিনত্তি ষট্ ॥

সহস্রকমলে শক্তিঃ শিবেন সহ মোদতে ।

সা চাবস্থা পরা জ্ঞেয়া সৈব নির্কৃতি কারণম্ ॥ ইতি ।

কণ্ঠপ্রদেশে বিগুহ্ব-সংজ্ঞক বোড়শদলসংযুক্ত পদ্ম সুশোভিত আছে । উহা পূম্ববর্ণ এবং উহার বোড়শদলে ক্রমান্বয়ে রক্তবর্ণ অকারাদি বোড়শ স্বর বিস্তারিত রহিয়াছে । এই পদ্মে পূর্ণ-শশধরবৎ বৃত্তাকার গগনমণ্ডল বিরাজিত আছে । হিমচ্ছায়াতুল্য শুক্ল গজোপরি আকট, শ্বেতবর্ণ, পাশ, অক্লশ, অভয় ও বরধারী হংসবীজের কোড়দেশে সদাশিব বাস করিতেছেন । তিনি গিরিজার সহিত অভিন্নদেহ অর্থাৎ অর্দ্ধনারীশ্বররূপী, শুক্লবর্ণ, ত্রিনেত্র, পঞ্চানন, দশহস্ত এবং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবধারী । এই বিগুহ্বপদ্মে পীতবর্ণা শাকিনী-নারী শক্তি অধিষ্ঠিতা আছেন ; তিনি অমৃতার্ণব হইতেও বিগুহ্বা ও চতুর্ভুজা এবং তাঁহার হস্তচতুর্থে শর, শরাসন, পদ্ম ও অক্লশ বিস্তারিত আছে । ঐ পদ্মের কর্ণিকামধ্যে নিকলক বিগুহ্ব চন্দ্রমণ্ডল বিরাজিত রহিয়াছে ।

জয়ুগলের মধ্যস্থলে আজ্ঞা-চক্র, উহা দ্বিদলযুক্ত পদ্ম ; উহা চন্দ্রবৎ শুভ্র, দুইটি দলে হ ক এই দুইটি বর্ণ । এই আজ্ঞানামক পদ্মের মধ্যে বিভ্রামুজা, কপাল, ডমরু ও জপমালা-ধারিনী, চতুর্ভুজা, বিমলমানসা, বড়াননা, হাকিনীনায়ী শক্তি বিরাজিতা । উক্ত পদ্মের মধ্যভাগে স্কন্ধরূপী মন অবস্থিত এবং যোনিরূপিনী কর্ণিকাতে ইতরাখ্য শিবস্থান আছে । এই স্থানে বিদ্যামালার জ্ঞান সমুদ্ভাসিত শক্তিস্থান এবং ব্রহ্মনাড়ী প্রকাশক প্রণবের চিন্তা করিবে । বোগী ব্যক্তির একান্তমনে প্রথমে হাকিনীশক্তি, পরে মন, তদনন্তর কর্ণিকাতে ইতরাখ্য শিবস্থান, শেষে প্রণব চিন্তা করিবেন । এই আজ্ঞাকমলের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ পরমশক্তিস্থানমধ্যে ভ্রুর ঈষৎ উর্দ্ধভাগে বিগুহ্ব জ্ঞান ও জ্ঞেয়স্বরূপ অন্তরাখ্য অধিষ্ঠিত আছেন, ঐ ওঙ্কারের উর্দ্ধে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজিত এবং তাহার উর্দ্ধে বিন্দুরূপী মকার সুশোভিত আছে ; ঐ মকারের আদিভাগে বলরামের সদৃশ শ্বেতবর্ণ চন্দ্রতুল্য নাদ শোভা পাইতেছে । আজ্ঞাসংজ্ঞক দ্বিদলকমলে বায়ুর লয়স্থান জানিবে । ঐ স্থানোপরি অর্দ্ধচন্দ্রবিশিষ্ট বায়ুবীজ আছে । এই বায়ুবীজের উপরি শক্তি, বর ও অভয়প্রদ, শুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশক শিববিকু-ব্রহ্মাঙ্কক ত্রিকোণ বিস্তারিত ।



ঋতিরপি ভগবত্যাঃ চরণাঙ্কুজসুধাধারাসারৈঃ প্রপঞ্চসেবনং প্রতিপাদয়তি ।

তথা হি—

লোকস্ত দ্বারমর্চিমং পবিত্রম্ ।

জ্যোতিষদ্ব্যজ্ঞমানং মহেশ্বং ।

অমৃতস্ত ধারা বহুধা দোহমানম্ ।

চরণং নো লোকে স্মৃদিতান্ দধাতু ॥ \*

অন্তার্থঃ—লোকস্ত স্বনিবাসস্থানস্ত সাধুজ্যস্ত বা সার্ষ্ট্যাদেবী ব্রহ্মলোকাদেবী দ্বারং, তৎপ্রাপকমিত্যর্থঃ । অর্চিমং অর্চীংষি ময়ুধাঃ অস্ত সন্তীতি অর্চিমং, অর্চিমদি-  
ত্যর্থঃ । ছান্দসঃ সকারলোপঃ । ময়ুধাঃ কিরণাঃ । পবিত্রং স্বয়ম তিগুহম্, অস্তগুহি-  
হেতুশ্চ । “জ্যোতিষদ্ব্যজ্ঞমানং মহেশ্বং” ইত্যাম্রোড়নং অর্চিমং স্তব্যার্থম্ । যদ্বা—

ত্রিখণ্ডঃ মাতৃকাচক্রং সোমস্বর্ধ্যানলাম্বকম্ । ইতি বক্ষ্যতে । “অর্চিমং”  
ইত্যনেন আধেয়াষ্টর্চীংষ্যষ্টোত্তরশতং কথ্যাস্তে । “জ্যোতিষং” ইত্যনেন ঐন্দ্রবানি  
ষট্‌ত্রিংশত্তরশতং জ্যোতীংষি নির্দিষ্টাস্তে । “মহেশ্বং” ইত্যনেন ভানবীগানি ষোড়-  
শোত্তরশতং মহাংসি কিরণাঃ সংগৃহ্যন্তে । এতচ্চ “ক্ষিতৌ ষট্‌পঞ্চাশৎ” † ইতি

আজ্ঞানামক চক্রের উপরিদেশে শঙ্খিনী নাড়ীর মস্তকে যে শূভ্রাকার স্থান আছে,  
সেই স্থানে বিসর্গ-শক্তি আছে, ঐ শক্তির নিম্নপ্রদেশে প্রকাশমান সহস্রদলপদ্ম স্রশো-  
ভিত রহিয়াছে । উহা পূর্ণচন্দ্রবৎ স্বেতবর্ণ, অধোমুখে বিকসিত, মনোহর এবং উহার  
কেশর সকল প্রাতঃকালীন সূর্য্যবৎ দীপ্তিমান । এই পদ্ম অকারাদি পঞ্চাশদ-  
বর্ণাঙ্ক ও নিতানন্দস্বরূপ । এই সহস্রদল-কমলের মধ্যে নিহলক চন্দ্রমা প্রকাশিত  
আছেন ; উহার জ্যোৎস্নারাশি পরম শোভা সম্পাদন করিতেছে । উহার মধ্যে  
বিদ্যুতের জ্বালা ত্রিকোণ-বস্ত্র এবং তন্মধ্যে দেবগণের গুরুস্বরূপ পরম গোপনীর শূভ্রস্থান  
চিহ্ন করিলে । ঐ শূভ্রস্থান পরম আনন্দ-ভোগের মূল, অত্যন্ত স্নান ও পূর্ণচন্দ্রের জ্বালা  
দীপ্তিমান । গগনরূপী পরমাত্মস্বরূপ পরমশিব এই স্থলে বিরাজিত আছেন । তিনি  
পরমানন্দস্বরূপ ও জীবগণের মোহতিমির-ধ্বংসের একমাত্র হেতু । নিখিল স্রুতের  
আজ্ঞাস্বরূপ সর্বোত্তম সেই পরমশিব ঐ সহস্রার-কমলে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক নিরন্তর বিমল-  
মতি যোগিগণকে অমৃতধারা প্রদান করত আত্মজ্ঞানবিষয়ক উপদেশ দিতেছেন । শিব-  
পরায়ণ ব্যক্তিরা এই সহস্রার-পদ্মকে শিবস্থান বলিয়া কীর্ত্তন করেন । বৈকবেরা  
উহাকে পরমপুরুষ হরির স্থান, কোন কোন ব্যক্তি হরের পদ, দেবীর চরণপদ্ম-ভক্তেরা  
শক্তিস্থান এবং অপর কতিপয় ঋষি উহাকে প্রকৃতিপুরুষের নির্মল স্থান বলিয়া কীর্ত্তন  
করিয়া থাকেন । সহস্রদলকমলাভ্যন্তরে অমা-নাগী ষোড়শী চন্দ্রকলা বিদ্যমান আছে ।  
ঐ কলা প্রভাতকালীন ভাস্করের জ্বালা প্রদীপ্তা, নির্মলা, পদ্মতন্তুর শতাংশের একাংশের  
জ্বালা স্নান ও পরম শ্রেষ্ঠা ; উহা তড়িতের জ্বালা কোমলা, নিত্য প্রকাশমানা ও অধো-  
বুখী । উক্ত চন্দ্রকলা হইতে নিরন্তর অমৃতধারা বিগলিত হইতেছে । পূর্ব্বোক্ত স্নান

শ্লোকব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুৎপাদয়িষ্যামঃ। অমৃতশ্রু ধারাঃ সুধাপ্রবাহান্  
বহুধা বহুপ্রকারেণ বিসপ্ততিসহস্রনাড়ীমার্গেণ দোহমানং কিরং, চক্রমণ্ডলগতসুধা-  
ধারাপ্রবাহাং অনির্গেজনপবিত্রিতান্ বর্ষদিতার্থঃ। তচ্চরণং, চরণশব্দো নপুংসকঃ,  
“পদব্রিচ্চরণোহস্ত্রিয়াম্” ইত্যমরঃ। নঃ অন্মান্ সাধকান্ লোকে প্রপঞ্চে সুধিতান্  
তৃপ্তান্, যথা—সজ্জাতবুদ্ধিপ্রকাশান্ সুধিয়ঃ, কৃষা দধাতু পুষ্কাতু।

নব্বয়ং মন্ত্রঃ অপাষাষিষ্টিষু ষাজ্যাত্বেনাম্নাতঃ। মন্ত্রাণাং সমবেতার্থপ্রকাশন-  
লীলস্বাং, “চরণায় স্বাহা” ইতি চতুর্থ্যর্থোপহিতশব্দশ্চেব দেবতাস্বাং, এতদ্ব্যাখ্যানং  
ন সংগচ্ছত ইতি চেৎ—

উচ্যতে—অত্রাহঃ ভগবৎপাদাঃ—

সিদ্ধমগ্নং পরিত্যজ্য ভিক্ষামটতি দুর্মতিঃ।

ইতি। অয়মামশয়ঃ—বেদশ্রু সাকর্ষকত্বাসিদ্ধেঃ ফলদানসমর্থত্বেন সর্ববিষয়ভিত্তিমতঃ  
বুদ্ধব্যবহারাবসিতশক্তিকং “লোকশ্রু দ্বারম্” ইত্যাদিবিশেষণবিশিষ্টত্বাহং ভগবত্যা-  
শ্চরণমেব “চরণায় স্বাহা” ইত্যত্র চরণশব্দেনাভিধীয়ত ইতি ॥ ১০ ॥

পূর্বশ্লোকে ইন্দুমণ্ডলাক্ষকং ত্রীচক্রমিত্যুক্তম্। তদেব ত্রীচক্রমুপদিশতি—

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—কুণ্ডলিষ্ঠা আরোহণমুক্তা। অবরোহণ-  
মাহ সুধাধারাসারৈরিত্যাदि। হে দেবি! পুনরপি রসাম্মারমহসা ষট্চক্রেতেজসা  
উপলক্ষিতা সতী অর্থাভ্যুতৈনৈব পথা স্বাং ভূমিং নিজবসতিস্থানং মূলাধারং অবাণ্য।  
তথা চ শ্রুতিঃ,—“পার্ধিবাপষ্টৈজসবারবা-নভসনামানি ষট্চক্রাণি শাস্তবান্নায়মি”তি।  
স্বং আত্মানং অশরীরং ভূজগনিভং সর্পাকারং অধাষ্টবলয়ং সার্কিত্রিবলয়ং কৃষা কুলকুণ্ডে  
আধারপদ্মাধস্তিকোণে অপিবি নিদ্রাসি। কুলকুণ্ডে কিম্বৃত্তে? কুহরিণি সচ্ছিন্নে।  
এতেন কুণ্ডলিষ্ঠাঃ সর্পাকৃতিস্বাং কুলকুণ্ডলশ্রু সর্পশয়নযোগাতা স্মৃতিত। কিং  
কুর্কতী? আজ্ঞাচক্রস্থিতচরণযুগলাস্তর্কিবগলিতৈঃ অমৃতবৃষ্টিসম্পাতৈঃ প্রপঞ্চে

অমাকলার মধ্যস্থলে নির্কীর্ণ-সংজ্ঞক একটি কলা বিরাজিতা আছে। ঐ কলা কেশাগ্রের  
সহস্রাংশের একাংশবৎ সূক্ষ্মা, দ্বাদশাদিত্যের স্তার দীপ্তিমতী, চন্দ্রকলাকারা, জীবগণের  
জানলাভের একমাত্র কারণ, ইষ্টদেবতাস্বরূপা ও মাহাত্ম্যবতী। ইহাকেই মহাকুণ্ডলিনী  
বলে; এই কলা ধ্যান করিলেই তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধান হয়। ঐ নির্কীর্ণকলার মধ্যে  
পরমনির্কীর্ণশক্তি অবস্থিত। তিনি কোটিভাস্করবৎ দীপ্তিমতী, ত্রিভুবনের জননী,  
কেশাগ্র হইতে সূক্ষ্মা, পরম শুভা, জীবকুলের জীবনধরুণা, নিরন্তর শিবসঙ্গম হেতু  
প্রণয়গর্তা। ঐ নির্কীর্ণশক্তির মধ্যস্থলে নির্বল, নিত্যানন্দ-স্বরূপ, পরম আনন্দানন্দ,  
যোগিজনগম্য এক শিবস্থান আছে। কোন কোন ব্যক্তি উহাকে ব্রহ্মপদ, কোন কোন  
ব্যক্তি বৈকুণ্ঠ-পদ, কোন কোন স্ত্রী হংসাখ্যপদ এবং কোন কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি মোক্ষ-  
পদের দ্বারস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

ষট্চক্রাঙ্কং দেহং সিঞ্চন্তী । তথা চ—শ্রীমত্যাশ্চতুশ্চরণং বর্ণয়তি । শুক্লরক্ত-  
মিশ্রনির্কীর্ণসংজ্ঞাঃ সঙ্করজন্তুমোহিতীতগুণপ্রধানম্ । তত্র শুক্লরক্তয়োরাঙ্গাচক্রং স্থানং  
মিশ্রশ্চ হংকমলং নির্কীর্ণশ্চ সহস্রারম্ । তদুক্তং ভগবতা দত্তাত্রেয়েণ ;—ক্রমধাগৌ  
বিধিহরী তব রক্ত-শুক্লৌ, পাদৌ রজোহমলগুণৌ খলু সেব্যমানৌ । সৃষ্টিস্থিতি  
বিতলুতে হৃদয়ে তৃতীয়মজ্জিৎ ভজন্ হরতি বিশ্বমুদগ্রবীৰ্য্যঃ । তূৰ্য্যং তবাজ্জি-  
কমলং নিরুপাধিবোধং, সাক্ষামৃতং শিবপদে সততং নমামি ॥ শ্লোকদ্বয়েন শ্রীমত্যাঃ  
কুণ্ডলিতাঃ রোহাবরোহৌ লিখিতৌ । তথা চ গৌতমীয়ে,—“মূলপদ্মে কুণ্ডলিনী  
বাবলিদ্ভাষিতা প্রভো । তাবৎ কিঞ্চিন্ন সিধ্যত মন্ত্র-যন্ত্রাচ্চনাদিকম্ ।” শ্রীমাধ-  
বাচার্য্যপাদাঃ,—“প্রাণিনাং দেহমধ্যে চ সংস্থিতানন্দরূপিনী । আধারশক্তিঃ সা  
জ্ঞেয়া ভগাদিধাতুনির্মিতা । তন্মধ্যে কমলং ধ্যানেন্দাদিশারং বিকস্বরম্ । যোনি-  
স্তৎকর্ণিকামধ্যে কুলমাতৃময়ী স্থিতা । বামকোষ্ঠাদিড়া নাড়ী তস্তাং গচ্ছতি চক্রমাঃ ।  
দক্ষিণে পিঙ্গলা নাড়ী তস্তাং গচ্ছতি ভাস্করঃ । উৰ্দ্ধকোষ্ঠাং সুষুমাখ্যা ধৃতূর-  
কুসুমাকৃতিঃ । তন্মধ্যে চিত্রিনী ধোয়া পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিনী ॥ তদ্বর্ণব্রহ্মপদবী বিসতস্ত-  
তনীয়সী । মধ্যমেৰুগতা নিত্যং সুষুমা ব্রহ্মরজ্জকম্ । যোনৌ ভ্রমতি রক্তাভো বিন্দুঃ  
কন্দৰ্পসংজ্ঞকঃ । তন্মাচ্ছিধা সমুদ্ভূতা স্থিরবিছাল্লতাসমা । তদুর্দ্ধে কুণ্ডলীশক্তিঃ স্বয়ম্ভু-  
মুখবোধিনী । মূলাজকর্ণিকামধ্যে ধরণ্যা মধ্যসঙ্গতম্ । ধ্যানেল্লিঙ্গমধোবক্তুং লোহিতং  
বন্ধুজীববৎ ॥” শারদায়াস্ত,—“আধারকন্দমধ্যস্থং ত্রিকোণমতিসুন্দরম্ । জ্যোতিষাং  
মন্দিরং দিব্যং প্রাহুয়াগমবেদিনঃ । অত্র বিছাল্লতাকারা কুণ্ডলী পরদেবতা । পরি-  
ফুরতি সর্বাঙ্গা সুষুপ্তভূজগাকৃতিঃ ॥” গৌতমীয়ে,—“গুদমেদ্রাস্তরে শক্তিং ক্রমাতাঞ্চ  
প্রবৰ্দ্ধয়েৎ । লিঙ্গভেদক্রমেণৈব বিন্দুচক্রঞ্চ প্রাপয়েৎ । শঙ্কুনা তাং পরাং শক্তি-  
মেকীভাবং বিচিস্তয়েৎ । তত্রোখিতামৃতং যত্তদ্রজ্জতলাকারসোপমম্ । পায়য়িত্বা চ তাং  
শক্তিং কৃষ্ণাখ্যাং যোগসিদ্ধিদাম্ । ষট্চক্রদেবতাস্তত্র সন্তপ্যামৃত ধারয়ান্ । আনয়েন্তেন  
মার্গেণ মূলধারং ততঃ স্তম্বীঃ ॥” অত্র বিমলাবীজমুপাঙ্করন্তি ।—অবাণ্যশকাং  
মকারঃ । যুগলশকাং লকারঃ । ভূমিং-শকাদুকারাভুস্বারৌ । এতেন স্ ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ ।**—হে দেবি ! তুমি কুলপথ দ্বারা ষট্চক্রভেদ পূর্বক \*  
সহস্রারে গমন করিয়া যখন পরমশিবের সহিত সংমিলিতা হও, তখন তোমার পাদ-  
পদ্মযুগলের প্রান্ত হইতে বিগলিত অমৃতধারাবর্ষণ দ্বারা সমুদায় চক্র ও চক্রস্থ দেবতা-  
গণকে পুনরুজ্জীবিত ও সন্তপিত করিতে করিতে পুনর্বার তুমি সেই কুলপথ

\* পাঠকবর্গের বোধসৌকর্য্যার্থ এই স্থলে ষট্চক্র-ভেদের প্রণালী সংক্ষেপে বিবৃত  
হইতেছে । ষট্চক্র ভেদ করত কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে উপাশিত করিয়া পদ্মশিবের

দ্বারা ই মূলধারে প্রত্যাগমন করত আপনাকে সার্বত্রিকবলয়াকৃতি সর্পরূপিনী করিয়া  
মূলধারস্থিত স্বয়ম্ভুলিঙ্গে নিদ্রিত হইয়া থাক ॥ ১০ ॥

**তাৎপর্য্য।**—এ স্থলে ঢীকাকার বিমলাবীজ উদ্ধৃত করিয়াছেন।—অবাণ্য-  
শব্দে মকার, যুগলশব্দে লকার, ভূমিঃ শব্দে উকার ও অমুস্বার। ইহা দ্বারা মূঃ  
এই বীজ উদ্ধৃত হইল ॥ ১০ ॥

চতুর্ভিঃ শ্রীকণ্ঠঃ শিবযুবতিভিঃ পঞ্চভিরপি,  
প্রতিমাভিঃ শস্তোর্বভিরপি মূলপ্রকৃতিভিঃ ।

\* ত্রয়শ্চ দ্বারিংশদ্বয়দলকলাণ্ড-ত্রিবলয়-

ত্রিরেখাভিঃ সার্বং তব ভবনকোণাঃ পরিণতাঃ ॥১১॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-ঢীক।**—চতুর্ভিঃ চতুঃসংখ্যাসংখ্যেয়ৈঃ শ্রীকণ্ঠঃ—  
শৃণোতি হিনস্তীতি শ্রীঃ বিষং কণ্ঠে যন্তাসৌ শ্রীকণ্ঠঃ হরঃ । তে কোণা অপি শ্রীকণ্ঠাঃ ।  
তাদাত্ম্যাং তদ্ব্যপদেশঃ । অতএব বহুবচনসিদ্ধিঃ । শ্রীকণ্ঠাশ্রয়ৈকরিত্যর্থঃ । শিবযুব-  
তিভিঃ শক্তিভিঃ পূর্ববহুবচনসিদ্ধিঃ । শক্ত্যাশ্রয়ৈকরিত্যর্থঃ । পঞ্চভিঃ । অপি-  
শব্দে ভেদে । প্রতিমাভিঃ প্রকর্ষণে প্রতিমাভিঃ—প্রকর্ষন্ত শিবশক্তিচক্রমধ্যে  
বৈন্দবস্থানস্ত বিদ্যমানত্বাৎ । এতচ্চ সময়মতেন সৃষ্টিক্রমেণ পঞ্চচক্রেলেখনে জ্ঞেয়ম্ ।

সহিত মিলিত করিতে হইলে প্রথমতঃ বায়ুবীজ (যং) উচ্চারণ পূর্বক বামনাসিকা দ্বারা  
আকর্ষণ করত মূলধারস্থিত কম্পবায়ু উদ্দীপিত করিয়া, পরে বহুবীজ (বং) উচ্চারণ  
পূর্বক বক্ষিণনাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করত কুণ্ডলিনীর চতুর্দিকস্থিত অগ্নি প্রজ্বালিত  
করিতে হইবে । তৎপরে বহিঃ সমুদীপিত হইলে কুলকুণ্ডলিনী তাহার উত্তাপ দ্বারা  
এবং হুঁ এই বীজ উচ্চারণ দ্বারা জাগরিত হইয়া উঠিবেন । পরে হংসঃ এই মন্ত্র উচ্চারণ  
পূর্বক মূলধার সঙ্কোচিত করিয়া তাঁহাকে উত্থাপিত করিতে হইবে । পূর্বে যিনি  
সার্বত্রিকবলয়াকারে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেঠন পূর্বক ফণা দ্বারা ব্রহ্মমার্গ রোধ করিয়া নিদ্রিতা  
ছিলেন, এক্ষণে তিনি ব্রহ্মবিবরে প্রবেশ পূর্বক উত্থিত হইতে আরম্ভ করিবেন এবং  
আত্মা কুণ্ডলিনীর সহিত একীভূত হইয়া থাকিবেন । এই সমুদায় ব্যাপার ভাবনা  
দ্বারা সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হইলে কুলকুণ্ডলিনী প্রকৃতপ্রস্তাবে উত্থিত হইতে থাকিবেন,  
তখন সাধক স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারিবেন ।

বখন কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইয়া উদ্ভগমনে উদ্যুতী হইবেন, সে সময় মূলধারস্থিত  
সমুদায় দেবতা ও বর্ণাদি সমুদায় তাঁহার শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে । মহীমণ্ডল লয়প্রাপ্ত  
হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লং-বীজে পরিণত হইবে । কুণ্ডলিনী মূলধার পরিত্যাগ  
করিবামাত্র শূন্য মূলধারপদ্য অধোমুখ ও মুদ্রিত হইয়া বাইবে । সমুদায় চক্রই  
অধোমুখ ও মুদ্রিত অবস্থায় আছে । কুণ্ডলিনী চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া বখন যে পদ্যে গমন

কৌলমতেন সংহারক্রমেণ নবযোনিচক্রলেখনে উৰ্দ্ধাধোমুখতয়া অবস্থিতে: প্রতিব্রহ্ম-  
জ্ঞেয়ম্। তেনোভয়ং পৃথক্ পৃথক্ স্থিতমিত্যর্থঃ। শস্তো: ইতি পঞ্চমী। শব্দ-  
শব্দেন চত্বার: ত্রীকণ্ঠা: উচ্যন্তে। নবভি: নবসংখ্যা:। অপিশব্দো বক্ষ্যমাণ-  
বাহুল্যং সমুচ্চিনোতি। মূলপ্রকৃতিভি: প্রপঞ্চস্ত মূলকারিণে:। অতএব তেষাং  
যোনিশব্দেন ব্যবহার:। নবযোনয়ো নবধাত্বাশ্রয়কা:। তথা চোক্তম্ কামি-  
কায়াম্:—

স্বগম্ভ্র্যাসমেদোহস্থিধাতব: শক্তিমূলকা:।

গজ্ঞাশুক(ক্ল)প্রাণজীবধাতব: শিবমূলকা:॥

নবধাতুরয়ং দেহো নবযোনিসমুদ্ভব:।\*

দশমী যোনিরেকৈব + পরা শক্তিস্তদীশ্বরী ॥

ইতি দশমী যোনি: বৈলবস্থানম্। তদীশ্বরী তস্ত দেহস্তোত্যর্থ:।

করবেন, তখন সেই পদ্মই উৰ্দ্ধমুখ ও বিকসিত হইয়া উঠিবে, সুতরাং সমুদায় পদ্মই  
ভাবনার সময় উৰ্দ্ধমুখ ও বিকসিত হয়। অতঃপর কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠানচক্রে উপনীতা  
হইবামাত্র তৎকালে উহা উৰ্দ্ধমুখ ও বিকসিত হইবে। তৎকালে চক্রস্থিত সমুদায়  
দেবতা ও বর্ণকুণ্ডলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে। লং এই পৃথ্বীবীজ জলমণ্ডলে  
লয়প্রাপ্ত হইলে জলও বং-বীজে পরিণত হইয়া কুলকুণ্ডলিনীর শরীরে অবস্থান করিতে  
থাকিবে।

অনন্তর কুলকুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠানচক্র পরিত্যাগ পূর্বক মণিপূরে উপস্থিত হইবেন।  
সেই সময় চক্রস্থিত সমুদায় দেবতা ও বর্ণাদি কুণ্ডলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে এবং  
বংবীজ বহ্নিমণ্ডলে লীন হইয়া যাইবে, বহ্নিও বং-বীজে পরিণত হইয়া কুণ্ডলিনীর  
শরীরে লীন থাকিবে। এই চক্রকে ব্রহ্মগ্রন্থি বলে। ইহা ভেদ করিতে প্রথমতঃ  
সাধকের কিঞ্চিৎ কষ্ট হয়। ইহা প্রথম ভেদ হইবার সময় সাধক ক্লেশ হইয়া পড়েন  
এবং সাধকের উদরাময় যোগ জন্মে।

অনন্তর কুলকুণ্ডলিনী মণিপূর পরিত্যাগ পূর্বক অনাহতচক্রে উপনীত হইবেন।  
তৎকালে চক্রস্থিত সমুদায় দেবতা ও বর্ণাদি কুণ্ডলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে!  
বং-বীজ বায়ুমণ্ডলে লীন হইয়া যাইবে এবং বায়ুও বংবীজে পরিণত হইয়া কুলকুণ্ডলিনীর  
শরীরে লীন থাকিবে। এই চক্রের নাম বিষ্ণুগ্রন্থি, ইহা ভেদ করাও সাধকের কষ্টসাধ্য।

অতঃপর কুলকুণ্ডলিনী অনাহতচক্র পরিত্যাগ করত বিগ্নচক্রে উপস্থিত হইবেন।  
তৎকালে চক্রস্থিত সমুদায় দেবতা ও বর্ণাদি কুণ্ডলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে  
এবং বং এই বায়ুবীজ আকাশমণ্ডলে লীন হইয়া যাইবে। আকাশও হং এই বীজে  
পরিণত হইবে।

\* “জীবধাতুর্নাম জীবাধিষ্ঠানজ্ঞাৎ ওজোধাতুরেব জীবধাতুরিত্যুচ্যতে। তদ্বৎ  
বাগ্ভটেন—রসাদিশুকাক্ষানাং ধাতুনাং প্রসাদশ্রেষ্ঠো জীবাধারত্বতো ধাতু: ওজ ইতি”  
ইত্যয়মধিকো ব্যাখ্যানরূপ: পাঠ: তৎ-পুস্তকে দৃষ্টতে।

† “দশমো ধাতুরেকৈব” ইতি পাঠান্তরম্।

এবং পিণ্ডাণ্ডমুৎপন্নং তদ্বদব্রহ্মাণ্ডমুদভো ।

পঞ্চ ভূতানি শাক্তানি মায়াদীনী শিবস্ত তু ॥

মায়া চ শুদ্ধবিদ্যা চ মহেশ্বরসদাশিবৌ ।

পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি তত্রৈবাস্তত্ত্ববন্তি তে ॥

একাদশেন্দ্রিয়াণি শকাদিতন্মাত্রাঃ তচ্ছব্দেন পরামৃণন্তে ।

শিবশক্ত্যাশ্রকং বিদ্ধি জগদেতচ্চরাচরম্ ।

চরং পিণ্ডাস্তং, অচরং ব্রহ্মাণ্ডং ইত্যর্থঃ ।

কেচিত্তু একপঞ্চাশত্তত্ত্বাচ্ছাঃ । তথাহি—

পঞ্চ ভূতানি তন্মাত্রপঞ্চকং চেন্দ্রিয়াণি চ ।

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঠৈশ্চ তথা কশ্মেন্দ্রিয়াণি চ ॥

ভূগাদিধাতবঃ সপ্ত পঞ্চ প্রাণাদিবাযবঃ ।

মনশ্চাহংকৃতিঃ খ্যাতিগুণাঃ প্রকৃতিপুরুষৌ ॥

রাগো বিদ্ভা কলা চৈব নিয়তিঃ কাল এব চ ।

মায়া চ শুদ্ধবিদ্যা চ মহেশ্বরসদাশিবৌ ॥

শক্তিঞ্চ শিবতত্ত্বং চ তত্ত্বানি ক্রমশো বিদুঃ ॥

অনন্তর কুণ্ডলিনী যখন আজ্ঞাচক্রে উপনীত হইবেন, তখন চক্রস্থ দেবতা সকল ও বর্ণাদি তাঁহার শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে। পরে হং আকাশবীজ মনশ্চক্রে লয় পাইবে। মনও কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন হইয়া যাইবে। এই আজ্ঞাচক্রেই ব্রহ্মপ্রস্থি বলে। ইহা ভেদ করিলেই কুণ্ডলিনী স্বয়ং উদ্ভিত হইয়া পরমশিব সংমিলিতা হয়েন।

পরে কুণ্ডলিনী বিন্দলপদ্ম ভেদ করত যেমন উদ্ভিত হইতে থাকিবেন, অমনি ক্রমে নিরালম্বপুরী, প্রণব, নাদ ও বিষ্ণু প্রভৃতি তাঁহার শরীরে লয় প্রাপ্ত হইবে। তৎপরে তিনি পরমশিবে সংমিলিত ও একীভূত হইলে তাঁহার সামরশ্চ-সমুত অমৃত দ্বারা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীর প্রাবিত হইতে থাকিবে। এই সময় সাধক সমুদায় জগৎ বিন্মত হইয়া একমাত্র অনির্কচনীর আনন্দরসে মগ্ন হইয়া থাকেন।

এইরূপে কুলকুণ্ডলিনী পরমশিবের সহিত সামরশ্চ সঙ্যোগ করিয়া পুনর্বার স্বস্থানে প্রত্যাগমনে প্রবৃত্তা হইবেন, তিনি প্রত্যাগমনকালে যে যে চক্রে উপনীত হইবেন, সেই সেই চক্রের যে যে দেবতা প্রভৃতি যে ভাবে তাঁহার শরীরে লয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার বিপরীতভাবে তাঁহারা সৃষ্ট হইতে থাকিবেন। কুণ্ডলিনীশক্তি বিষ্ণু, নাদ, প্রণব, নিরালম্বপুরী প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া যখন আজ্ঞাচক্রে উপস্থিতা হইবেন, তখন শরীর হইতে চক্রস্থ দেবতা প্রভৃতি সমুদয় সৃষ্ট হইয়া বধ্যস্থানে অবস্থিতি করিতে থাকিবেন এবং তৎকালে মন হইতে হং এই আকাশবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে।

অনন্তর কুণ্ডলিনী ক্রমশঃ সৃষ্টি করিতে করিতে বিগুহচক্রে উপনীতা হইবেন। এই স্থানে তাঁহার শরীর হইতে অর্জনারীষর শিব, শাকিনীশক্তি ও বর্ণ প্রভৃতি

ইতি । এতাত্ত্বিকপঞ্চাশত্ত্বানি বায়ব্যসংহিতাদিশৈব-পুরাণেষু সৰ্কেষু প্রতি-  
 পাদিতানি । অন্ত্যর্থঃ—পঞ্চ ভূতানি পৃথিব্যপ্তেজোবায়ুকাশাশ্মকানি  
 কার্যাকারণরূপেণাবস্থিতানি । গন্ধাদিতম্মাত্রপঞ্চকং পৃথিব্যাदीनाः कारण-  
 ভূतम् । জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রহৃৎকৃষ্ণজিহ্বাজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি । কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াণি  
 বাক্পাণিপাদপায়ুপস্থাশ্মকানি । ধাতবঃ ত্বগমৃগ্‌মাংসমেদোহিমজ্জাশুক্ৰাণি ।  
 বায়বঃ প্রাণাপানবানোদানসমানাঃ । মনঃ মননাস্থিকা শক্তিঃ । অহঙ্কৃতিঃ অহ-  
 কাবজানিকা শক্তিঃ । খ্যাতিঃ জ্ঞানম্ । গুণাঃ সম্বরজন্তুমাংসি । প্রকৃতিঃ মূল-  
 প্রকৃতিঃ । পুরুষো জীবঃ । রাগঃ ইচ্ছা । বিত্তা জনিতবিকল্পজ্ঞানম্ । কলাঃ  
 ষষ্ট্যন্তরিত্রিশতসংখ্যাকাঃ । নিয়তিঃ নিয়ামিকা শক্তিঃ । কালঃ সংহরণশক্তিঃ ।  
 মায়া ঐন্দ্রজালিকাদিজ্ঞানম্\* । শুদ্ধবিত্তা মোচকজ্ঞানম্ । মহেশ্বরঃ রজোগুণা-  
 বিষ্টঃ সৃষ্টিকর্তা । নদাশিবঃ সৃষ্টিস্থিতিকর্তা । শক্তিঃ মহেশ্বরসদাশিবয়োঃ রক্ষণ-  
 সর্জনশক্তিঃ । চকারাং কালাশ্মিকা । সংহারিণী শক্তিঃ । শিবতত্ত্বং শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-  
 স্বরূপম্ । এতেষু সৰ্কেষু তত্ত্বেষু কতিচন তত্ত্বানি কুত্রচিদন্তর্ভবন্তি । ত্বগাদিসপ্ত-  
 ধাতবঃ ভূতেষুভবন্তি । প্রাণাদিবায়বঃ বায়বস্তুভবন্তি । অতো ভূতেষেব

আবির্ভূত হইতে থাকিবে । হং-বীজ হইতে আকাশের সৃষ্টি হইবে এবং আকাশ  
 হইতে যং এই বায়ুবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে । এইরূপে  
 কুণ্ডলিনী বিগুহ্যচক্রে দেবতা প্রভৃতি সৃষ্টিপূর্বক যথাহানে স্থাপিত করিয়া অনাহত-  
 চক্রে উপস্থিত হইবেন । এই সময় চক্রস্থ দেবতাসকল ও বর্ণাদি তাঁহার শরীর হইতে  
 আবির্ভূত হইয়া যথাহানে অবস্থান করিবে । যং-বীজ হইতে বায়ুর সৃষ্টি হইবে ।  
 বায়ু হইতে যং এই বহুবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে ।

অতঃপর কুলকুণ্ডলিনী মণিপূরে প্রতিগমন করিবেন । তৎকালে তাঁহার শরীর  
 হইতে চক্রস্থ দেবতাসকল ও বর্ণাদি প্রাহুভূত হইয়া যথাহানে অবস্থান করিবে । পরে  
 যং-বীজ হইতে তেজ এবং তেজ হইতে বং এই বহুবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর  
 শরীরে লীন থাকিবে । তৎপরে কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠানচক্রে উপনীতা হইলে তাঁহার  
 শরীর হইতে চক্রস্থিত দেবতা-সকল ও বর্ণাদি সৃষ্ট হইয়া যথাহানে অবস্থিতি করিবে  
 এবং বং-বীজ হইতে জল ও জল হইতে লং এই পৃথিবীবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর  
 শরীরে লীন থাকিবে ।

অনন্তর কুণ্ডলিনী মূলাগারে উপনীতা হইলে তাঁহার শরীর হইতে চক্রস্থিত  
 দেবতাসকল ও বর্ণ প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়া যথাহানে অবস্থান করিবে এবং লং এই বীজ  
 হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইবে । অতঃপর কুলকুণ্ডলিনী সার্বভৌমলয়াকারে স্বরস্কলিত  
 বেঠন করিয়া মুখ দ্বারা ব্রহ্মদ্বার অবরোধপূর্বক নিদ্রিতা হইয়া থাকিবে । তৎকালে  
 জীবাশ্মাও পুনর্বার প্রাণিজালে পতিত হইয়া যথাহানে অবস্থান করিবেন ।

\* "কাত্তজ্ঞানং" ইতি চ পাঠঃ ।

† "কালস্ত সংহারিণী—" ইতি পাঠান্তরম্ ।



ভেষামস্তর্ভাবঃ । অহঙ্কারস্ত মনস্তর্ভাবঃ । ধ্যাতেবিষ্ঠারামস্তর্ভাবঃ । শুণানঃ  
প্রকৃতাবস্তর্ভাবঃ । প্রকৃতেস্ত শক্তাবস্তর্ভাবঃ । পুরুষস্ত মহেশ্বরেস্তর্ভাবঃ । কলারিঃ  
শুদ্ধবিষ্ঠারামস্তর্ভাবঃ । নিয়তেস্ত শক্তাবেবাস্তর্ভাবঃ । কালস্ত মহেশ্বরে  
সদাশিবে চাস্তর্ভাবঃ । শক্তেস্ত শুদ্ধবিষ্ঠারামস্তর্ভাবঃ । শিবত্বস্ত সদাশিব-  
ত্বেষ্টর্ভাবঃ । ইতি তদানি পঞ্চবিংশতিরেব—পঞ্চভূতানি তদ্ব্যত্রপঞ্চকং পঞ্চ  
জ্ঞানোজ্জিয়াণি পঞ্চ কর্মোজ্জিয়াণি মনস্তত্ত্বং, মায়াবিশুদ্ধবিষ্ঠামহেশ্বরসদাশিবাশ্রয়কানি  
চচারি । এতানি পঞ্চবিংশতিতদানি সর্বসম্মতানি ; শ্রুত্যানুগৃহীতত্বাৎ । তথা চ  
শ্রুতিঃ—“পঞ্চবিংশ আত্মা ভবতি” \* ইতি । অতশ্চ ষট্‌ত্রিংশতদ্বানীত্যাদিতত্ত্ব-  
বিকল্পঃ শ্রুত্যানুসারেণ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বপর ইত্যনুসন্ধেয়ম্ । অতশ্চ সর্বতত্ত্বাতীতং  
শিবশক্তিসম্পূটম্ । তদ্বাদেব জগদ্বৎপত্তিঃ । তদ্বক্তৃম্ সুভগোদয়ে—

পরোহপি শক্তিরহিতঃ শক্তঃ কর্তুং ন কিঞ্চন ।

শক্তঃ স্ত্রাং পরমেশানি শক্ত্যা যুক্তো ভবেদ্যদি ॥

ইতি । অত্র বহু বক্তব্যমস্তি । তত্ত্ব সুভগোদয়ব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপ-  
পাদিতমস্মাভিরিতি অলমতিবিস্তরেণ । প্রকৃতমনুসরামঃ ।

চতুশ্চত্বারিংশৎ এতৎসংখ্যাভিঃ বহুদলকলাশ্রিত্রিবলয়ত্রিরেখাভিঃ । বসবোহষ্টৌ,  
তেন বহুশব্দেন অষ্টসংখ্যা লক্ষ্যতে । বহুদলং অষ্টদলম্ । কলাশ্রং—কলাঃ ষোড়শ ।  
তেন কলাশব্দেন ষোড়শসংখ্যা লক্ষ্যতে । অশ্রশব্দেন দলং লক্ষ্যতে । অতঃ  
কলাশ্রং ষোড়শদলমিত্যর্থঃ । ত্রিবলয়ং ত্রয়াণাং বলয়ানাং সমাহারঃ ত্রিবলয়ঃ,  
ত্রিমেখলমিত্যর্থঃ । ত্রিরেখাঃ প্রাকারবলয়াকাররেখাঃ, ভূপুরত্রয়মিত্যর্থঃ । এতচ্চ  
ভূপুরত্রয়ং চতুর্দিকু দ্বারযুক্তম্ । তথা চোক্তম্—

বিন্দুত্রিকোণবহুকোণদশারযুগ্মম্বশ্রনাগদলসংযুতষোড়শারম্ ।

বৃত্তিত্রিভূপুরযুতং পরিতশ্চতুর্দাঃ ঐচক্রমেতদ্বদিতং পরদেবতায়্যাঃ ॥

ইতি । শ্রুতিরপি—

সতত্বাহট্টারগমং তা । সংহার্যং নগরং তব ॥ †

ইতি । অস্তার্থঃ—সতত্বা, চতুর্দারমিত্যর্থঃ ছান্দসো বর্ণলোপশ্চ । অট্টারগমং  
অট্টারৈঃ প্রাকারবলয়ৈঃ ত্রিভিঃ অগমং দুর্গমম্ । তা তানীমানি ভূতানি । ভগ-  
বতি ! তব নগরং পুরং ঐচক্রাশ্রকং সংহার্যং সংহারকমিত্যর্থঃ । পৃথিব্যাদি-  
মহেশ্বরাত্তানি তদানি তত্রৈব লীয়ন্ত ইতি তাৎপর্যম্ ।



কেচিদেবং ব্যাচকতে—সংহার্যং সংহারক্রমেণ লেখনীয়মিতি । তন্ন, কোলমত  
এব সংহারক্রমেণ চক্রস্ত লেখনীয়মিতি । প্রকৃতমহুসরামঃ—

তাভিঃ সার্কিং সহ তব ভবত্যাঃ শরণকোণাঃ শরণং গৃহং বৈন্দবং মন্দিরং, তচ্চ  
কোণাশ্চেতি দ্বন্দ্বসমাসঃ । ততঃ কোণাশ্চতুশ্চছারিংশদিত্যর্থঃ ।

নহু বিন্দুত্রিকোণেত্যাদিক্রমেণ ত্রিকোণবিন্দুভ্যাং যোগে ষট্চছারিংশংকোণাঃ  
বিন্দুপরিভ্যাগে পঞ্চচছারিংশংকোণা ইতি চেৎ—

সত্যং, প্রস্তারবশাৎ ত্রিকোণস্যধঃস্থিতং কোণদ্বয়মষ্টকোণে অন্তর্গতম্ । ততশ্চ  
কোণাঃ ত্রিচছারিংশদেবেতি ।

শরণেন সার্কিং কোণা ইতি দ্বন্দ্বসমাসগত্যা ব্যাখ্যাতম্ । যদ্বা—ত্রয়শ্চছারিংশ-  
দিতি পাঠান্তরম্ । তত্র স্পষ্ট এবার্থঃ । পরিণতাঃ পরিণামং প্রাপ্তাঃ । অন্নমর্থঃ—  
ত্রিকোণাষ্টকোণদশকোণ-ষুগল-চতুর্দশকোণাশ্চক্ৰাণি । অষ্টদলষোড়শ-  
দলমেখলাত্রয়ভূপূরত্রয়াশ্চক্ৰাণি চছারি শিবচক্ৰাণি । ত্রিকোণে বহুদলং বহুকোণে  
ষোড়শদলং দশারযুগ্মে মেখলাত্রিতরং ভুবনাশ্রকে ভূগৃহং অন্তর্ভূতমিতি পরিণত-  
মিত্যুচ্যতে । এতচ্চ পূর্বমেব প্রতিপাদিতম্ ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! চতুর্ভিঃ শ্রীকর্ত্তৈঃ শস্তোঃ সকাশাৎ  
প্রতিপাতিঃ পঞ্চভিঃ শিবযুবতিভিঃ নবভিরপি মূলপ্রকৃতিভিঃ তব শরণকোণাঃ বহু-  
দলকলাশ্রজিবলয়ত্রিরেখাভিঃ সার্কিং পরিণতাঃ সন্তুঃ চতুশ্চছারিংশদিতি ।

অত্রৈদমহুসঙ্কেয়ম্—অগ্নিন্ চক্রে অষ্টাবিংশতিমর্শ্মস্থানানি । সঙ্কেয়স্ত চতুর্বিংশতিঃ ।  
নহু মর্শ্মাণি চতুর্বিংশতিরেব, কথং অষ্টাবিংশতিঃ ?

ত্রিরেখাসঙ্কমস্থানং সঙ্কিত্যভিধীয়তে ।

ত্রিরেখাসঙ্কমস্থানং মর্শ্ম মর্শ্মবিদো বিদুঃ ॥

ইতি ।

উচ্যতে—অষ্টদলষোড়শদলমেখলাত্রয়ভূপূরত্রয়াণাং শিবচক্ৰাণাং ত্রিরেখাসঙ্কম-  
স্থানাতাবেহপি বাচনিকৌ মর্শ্মসংজ্ঞা । যথোক্তং চক্ৰজ্ঞানবিজ্ঞায়াম্—

মহাশ্রজিদশারাষ্টকোণবৃত্তচতুষ্টয়ম্ ।

অষ্টাবিংশতিমর্শ্মাণি চতুর্বিংশতিসঙ্কেয়ঃ ॥

ইতি । অন্ত্যর্থঃ—চতুর্দশকোণে দশারযুগ্মে অষ্টকোণে চ ত্রিরেখাসঙ্কম-  
স্থানগণনারাং চতুর্বিংশতিমর্শ্মস্থানানি বৃত্তচতুষ্টয়েন শিবচক্ৰাশ্রকেন সার্কিং অষ্টা-  
বিংশতিরिति ।

এতৎসর্বং চক্ৰলেখনাপরিজ্ঞানে জাতুং হুঃশকমিতি চক্ৰলেখনপ্রকারো

নিরূপ্যতে । স চ দ্বিপ্রকারঃ, সৃষ্টিক্রমেণ সংহারক্রমেণ চেতি । সংহারক্রমেণ লেখনং কৌলমার্গ এব । তথাহপি নবযোনিপরিজ্ঞানার্থং স প্রকারো নিরূপ্যতে ।

সংহারক্রমেণ তাবৎ—পুরতো বৃত্তমালিখ্য, বৃত্তমধ্যে নব রেখাঃ লিখিত্বা, পশ্চিমরেখাপ্রান্তাভ্যাং ত্রিকোণমুৎপাদ্য, স্বাপেক্ষয়া ষষ্ঠ্যা রেখয়া যোজয়েৎ । এবং প্রাগ্বেথাপ্রান্তাভ্যাং ত্রিকোণমুৎপাদ্য স্বাপেক্ষয়া সপ্তম্যা রেখয়া যোজয়েৎ । পশ্চিম-দ্বিতীয়রেখাপ্রান্তাভ্যাং ত্রিকোণমুৎপাদ্য স্বাপেক্ষয়া অষ্টম্যা যোজয়েৎ । প্রাগ্‌দ্বিতীয়-রেখাপ্রান্তাভ্যাং ত্রিকোণমুৎপাদ্য স্বাপেক্ষয়া অষ্টম্যা যোজয়েৎ । ততঃ প্রাক্‌পশ্চিম-তৃতীয়রেখাপ্রান্তাভ্যাং ষট্‌কোণ \* মালিখেৎ । ষট্‌কোণমধ্যস্থিতহ্রস্বরেখাত্রিতয়ে পশ্চিমরেখাপ্রান্তাভ্যাং ত্রিকোণমুৎপাদ্য স্বাপেক্ষয়া পঞ্চম্যা যোজয়েৎ । এবং প্রাগ্‌বেথাপ্রান্তাভ্যাং ত্রিকোণমুৎপাদ্য স্বাপেক্ষয়া পঞ্চম্যা যোজয়েৎ । মধ্যস্থিতাতি-হ্রস্বরেখাপ্রান্তাভ্যাং ত্রিকোণমুৎপাদ্য স্বাপেক্ষয়া তৃতীয়রেখয়া যোজয়েৎ । এবং চতুর্বিংশতিমর্শ্মাণি, চতুর্বিংশতিসঙ্করঃ, নবযোনিচক্রম্ । এতৎ কৌলমতরহস্তম্ ।

সৃষ্টিক্রমস্ত সময়মার্গঃ । স চ নিরূপ্যতে—আদৌ ত্রিকোণমালিখ্য, মধ্যে বিন্দুং নিষ্কিপ্য, বিন্দোরূপরি ত্রিকোণং ভিহ্য ত্রিকোণান্তরং প্রাগ্‌গ্রং বিলিখ্য, প্রথম-ত্রিকোণাগ্রাং ত্রিকোণান্তরং পশ্চিমাভিমুখং বিলিখেৎ । এবং অষ্টকোণচক্রমুৎপন্নম্ । এতন্মাদেব দশারমুৎপাদয়েৎ । তদ্বথা—অষ্টকোণপ্রাক্‌পশ্চিমরেখাপ্রান্তাভ্যাং ষট্‌কোণমুৎপাদ্য বিদিগ্‌গতমর্শ্মস্থানেভ্যঃ চতুর্ভ্যঃ চতুরঙ্গিত্রিকোণামুৎপাদ্য অষ্টকোণগতযোনেরূপরি দক্ষিণোত্তরায়তরেখা ঈশানায়িকোণত্রিকোণেযু যোজয়েৎ । এবং পশ্চিমতো যোজয়েৎ । দশারং ভবতি । এতন্মাদেব দশারাং পুনঃ দশারান্তরং উক্তরীত্যা উৎপাদয়েৎ । এতন্মাদেব দশারাচ্চ চতুর্দশারমুৎপাদয়েৎ । তদ্বথা—প্রথমদশারপূর্বপশ্চিমরেখাপ্রান্তাভ্যাং ষট্‌কোণমুৎপাদয়েৎ । ষট্‌কোণগতমর্শ্মস্থানেভ্যঃ চতুর্ভ্যঃ ত্রিকোণচতুষ্কমুৎপাদয়েৎ । ততঃ উপরিস্থিতমর্শ্মচতুষ্টিয়াং দশারন্তারেন ত্রিকোণচতুষ্কমুৎপাদ্য প্রাক্‌পশ্চিমরেখা মেলয়েৎ । এবং ত্রয়শ্চষাংরিংশৎ-কোণাঃ, চতুর্বিংশতিসঙ্করঃ, চতুর্বিংশতিমর্শ্মাণি ইতি । এতৎ সময়মতরহস্তম্ । অগ্নিন্ চক্রে ত্রিকোণবৃদ্ধিমুখং লেখনীয়ম্ । কৌলচক্রে ত্রিকোণমধ্যাগতো বিন্দুঃ । সময়চক্রে চতুষ্কোণমধ্যাগতো † বিন্দুঃ । কৌলচক্রে কোণসংখ্যা নাস্তি, নবত্রিকোণাশ্রক্‌ষাৎ । নবানাং ত্রিকোণানাং মেলনে মর্শ্মসঙ্কর এবোৎপত্তস্ত ইতি মহত্‌রহস্তম্ ।

\* “দুৎপাদ্য বৃত্তেন যোজয়েৎ” ইতি কচিং পুস্তকে ।

† “ষট্‌কোণ” ইতি কচিং পাঠঃ ।

উত্তরচক্রসাধারণমতঃ উর্দ্ধম্—অষ্টদলপদ্মঃ, ততঃ ষোড়শদলপদ্মঃ, ততঃ মেঘলাত্রিতয়ম্, ততঃ চতুর্দারবৃত্তঃ ভূপুরত্রিতয়ম্। ইতি ত্রীচক্রোদ্ধারো বিজ্ঞাতব্যঃ।

অত্র মেরুপ্রস্তারকৈলাসপ্রস্তারভূপ্রস্তারাঃ ত্রয়ঃ সম্ভবন্তি। মেরুপ্রস্তারো নাম,— নিত্যাবোড়শতাদাখ্যাম্। কৈলাসপ্রস্তারো নাম,—মাতৃকাতাদাখ্যাম্। ভূপ্রস্তারো নাম—বশিষ্ঠাদিতাদাখ্যাম্। এতৎসৰ্বং “চতুঃষষ্ট্যা তত্রৈঃ” \* ইত্যাদিন্লোক-ব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ।

অত্র রুদ্রধামলে বিশেষ উক্তঃ—

পুশ্নরো নাম মুনয়ঃ সৰ্ব্বে চক্রসমাশ্রয়াঃ।  
সেবমানাশ্চক্রবিজ্ঞাং দেবগন্ধৰ্ব্বপূজিতাম্ ॥  
অগ্নীষোমাশ্রকং চক্রমগ্নীষোমময়ং জগৎ।  
অগ্নাবস্তবভৌ ভানুগ্নীষোমময়ং স্বতম্ ॥  
ত্রিখণ্ডং মাতৃকাচক্রং সোমসূর্য্যানলাশ্রকম্।  
ত্রিকোণং বৈন্দবং সৌম্যমষ্টকোণং চ মিশ্রকম্ ॥  
চক্রং চক্রময়ং চৈব দশারদ্বিতয়ং তথা।  
চতুর্দশারং বহুস্ত চতুঃচক্রং চ ভানুমৎ ॥  
এতৎপ্রসাদাদিজ্ঞাত্বা বসবোষ্টৌ মরুদগণাঃ।  
যে যে সমৃদ্ধা লোকেহস্মিন্ ত্রিপুরাচক্রসেবকাঃ ॥  
পুরত্রয়ং চ চক্রস্ত সোমসূর্য্যানলাশ্রকম্।  
মহালক্ষ্ম্যাঃ পুরং চক্রং তত্রৈবাস্তে সদাশিবঃ ॥

ইতি। ইমমেবার্থং শ্রুতিরপ্যাহ তৈত্তিরীয়কে অরুণোপনিষৎ—“ইমা মুকং ভুবনা সীষধেম” ইত্যারভ্য “ঋষিভিরদাং পুশ্নিভিঃ” † ইত্যস্তা। অরুণোপ-নিষয়াম—অরুণায়াঃ ভগবত্যাঃ প্রতিপাদিকা উপনিষৎ। “ভদ্রং কর্ণেভিঃ ইত্যারভ্য “তপস্বী পুণো ভবতি” ‡ ইত্যস্তা অরুণোপনিষৎ অরুণামেব প্রতি-পাদয়তি। ইমমর্থং দৃষ্টবান্ অরুণকেতুঃ ঋষিঃ। শ্রুতার্থস্তাবৎ :—

ইমা মুকং ভুবনা সীষধেম ॥

অন্তার্থঃ—পুশ্নরো নাম মুনয়ঃ পরম্পরং সঙ্গিরস্তে। ইমাং চক্রবিজ্ঞাম্। মুকং বিতর্কে। ভুবনা ভুবনানি। সীষধেম অবগচ্ছাম। চক্রবিজ্ঞামুপাশ্রিত্যেব

ভূবনাত্তবতিষ্ঠন্ত ইতি বিতর্কয়াম ইত্যর্থঃ । যদ্বা—ইমাং চক্রবিজ্ঞাং ভূবনা ভূবনাশ্চতয়া  
সীষধেম । সু কং পৃচ্ছাম্যম্ । “সু পৃচ্ছায়াং বিতর্কে চ” ইত্যমরঃ \* ॥

ইন্দ্রশ্চ বিদ্যে চ দেবাঃ ।

অন্ত বাক্যার্থঃ স্পষ্ট এব । চক্রবিজ্ঞামুপাশ্রিত্যেব আসত ইতি শেষঃ ।

যজ্ঞং চ নন্তুং চ প্রজাং চ । আদিতৈরিদ্রঃ সহ সীষধাতু ।

অন্তার্থঃ—যজ্ঞমগ্নিষ্টোমাদিকং নঃ অস্মাকং তদ্বৎ তদুৎ শরীরাক্ষং পত্নীমিতি যাবৎ  
প্রজাং সন্তানম্ । চকারাং সর্বাঃ সম্পদঃ । আদিতৈঃ মরুদৃগণৈঃ ইন্দ্রঃ সহ  
চক্রবিজ্ঞোপাসনাং প্রাপ্তপন্নৈশ্বর্যাঃ ইন্দ্রশ্চক্রবিজ্ঞামস্মাকং উপদিষ্টা সীষধাতু  
সম্পাদিতবান্ । প্রাপ্তকালে লোট ।

আদিতৈরিদ্রঃ সগণো মরুদ্ভিঃ । অস্মাকং ভূত্ববিতা তনুনাম্ ॥

মজ্জদ্বয়স্বার্থঃ—তনুনাং পুত্রমিত্রকলত্রাদীনাং অবিতা রক্ষকঃ ভূতু ভবতীত্যর্থঃ ।  
ইন্দ্র এবাস্মাকং যোগক্ষেমসম্পাদক ইতি ভাবঃ ।

আপ্লবন্স প্রপ্লবন্স ।

প্লবন্সশ্চক্রবিজ্ঞাং প্রস্তুবন্তি । আপাদমস্তকং প্লবনং অমৃতনিমগ্নসেচনং  
কুরু । প্রকর্ষণে প্লবনং দ্বিসপ্ততিসহস্রনাড়ীমার্গেষু আসেচনং কুরু ।

আণ্ডী ভব জ মা মুহঃ ।

আণ্ডী—পিণ্ডাণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডং চ, দ্বিপ্রত্যয়ান্তঃ—ভব, পিণ্ডাণ্ডরূপেণাস্মদীয়েন  
ব্রহ্মাণ্ডরূপেণ বাহেন ভবদীয়েন প্রাপ্লুহি, ভবৎসামুজাং দেহীত্যর্থঃ । অজ অব-  
গচ্ছ । মুহর্মানবগচ্ছ, অমুগহাণেত্যর্থঃ । “অজ গতৌ” ইতি ধাতোঃ অকারলোপ-  
স্থানসঃ ।

সুখাদীনুঃ খনিধনাম্ ।

অন্তার্থঃ—সুখমতি আদয়তীতি সুখাদী সুখসম্পাদকঃ ইন্দুঃ চন্দ্রঃ বৈন্দবহান-  
গতঃ । খনিধনাং—খং বৈন্দবহানমেব নিতরাং ধনং যন্তাঃ সা তাম্ । যদ্বা—সুখাদীং  
সুখপ্রথমাং সুখাশ্চিকাম্ । হুঃখস্ত নিধনং নাশো যজ্রেতি হুঃখনিধনাং, অবিজ্ঞাত-  
হুঃখগন্ধামিত্যর্থঃ । যদ্বা—সুখাদীং শোভনেন খেন ইন্দ্রিয়েণ মনসা আদীং আভ্যাং,  
আভ্যাং—আভ্যেত্যর্থঃ । হুঃখনিধনাং হুঃখানাং হুঃখৈরিদ্রাণাং চক্ৰাদীনাং অগোচরামিতি ।

\* সু পৃচ্ছাম্যম্ । ভূবনাত্তয়া কং পৃষ্ট্বা অবগচ্ছাম ইত্যর্থঃ ।

“সু পৃচ্ছায়াং বিতর্কে চ” ইত্যমরঃ—ইতি কার্বেটনগরমুদ্রিতকোশে ।

প্রতিমুঞ্চয় স্বাং পুরম্ ।

স্বাং ভগবতীং পুরং দেহং প্রতিমুঞ্চয় অধিতিষ্ঠ ।

মরীচয়ঃ স্বায়ংভূবাঃ ।

অন্তার্থঃ—স্বাং ভগবত্যাঃ সকাশাং ভবা উৎপন্নঃ মরীচয়ো মমুখাঃ । সর্বাণি ভূবনানি আবৃত্য বর্তন্ত ইতি বাক্যশেষঃ । সূর্যচন্দ্রাদীনাং প্রকাশকস্বাং স্বায়ংভূবমরীচিপ্রসাদাদেবেতি উক্তরত্ন বক্ষ্যতে ।

যে শরীরান্যাকল্পয়ন্ ।

অন্তার্থঃ—যে মমুখাঃ ষষ্ঠ্যুত্তরত্রিশতসংখ্যাকাঃ শরীরানি কালাত্মকানি ষষ্ঠ্যুত্তরত্রিশতসংখ্যাকানি দিনানি, তাত্তেব সংবৎসরঃ, সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ \* ইতি ক্রমতঃ ।

তে তে দেহং কল্পয়ন্ত ।

তে মরীচয়ঃ তে তব ভগবত্যাঃ দেহং কল্পয়ন্ত দেহমাশ্রয়ন্ত ।

দেহশব্দেন দেহাবয়বচরণমুচ্যতে । ভবচ্চরণোৎপন্ন ইত্যর্থঃ ।

মা চ তে খ্যা স্য তীরিষং ।

তে তব খ্যা খ্যাতিঃ জ্ঞানং মা চ তীরিষং অস্মান্ ন জহাতু, ভবদ্বিষয়জ্ঞানম্ অস্মাকং সদা সিধ্যতিত্যর্থঃ ।

ইতঃ পরং পুণ্যশ্চক্রবিজ্ঞানস্থানে ত্বয়মাণাঃ পরম্পরং সঙ্গিরন্তে—

উত্তিষ্ঠত মা স্বপ্ত । অগ্নিমিচ্ছস্বঃ ভারতাঃ ।

রাজঃ সোমশ্চ তৃপ্তাসঃ । সূর্যোণ সমুজ্জ্বলসঃ ॥

অচোরমর্থঃ—হে ভারতাঃ ভাগ্যং ভাক্ষপায়াং জ্যোতীক্ষপায়াং চক্রবিজ্ঞানামিতি স্বাং, রতাঃ উপাসনারতাঃ । যদা—ভারত্যাঃ সমস্তত্যাঃ ত্রীবিজ্ঞায়াঃ উপাসকাঃ । সামান্তবিহিতপ্রত্যয়স্ত বিশেষবাচিহ্নাং ভারতা ইতি । উত্তিষ্ঠত উপাসনোপক্রমং কুরুত । মা স্বপ্ত অপ্রমত্তা ভবত । অগ্নিমিচ্ছস্বঃ স্বাধিষ্ঠানগতাগ্নিঃ প্রজলয়ত । রাজশ্চন্দ্রশ্চ । উমরা সহিতঃ সোমঃ । চন্দ্রমণ্ডলান্তর্গত-বৈশ্বদেবানগতস্তাং দেব্যাঃ, চন্দ্রশ্চ সোমশ্চবাক্যাদ্ব্যসিদ্ধিঃ । তস্ত চন্দ্রশ্চ নিম্নানৈঃ তৃপ্তাসঃ তৃপ্তাঃ । সূর্যোণ অনাহতচক্রবিজ্ঞানচক্রয়োর্মধ্যে স্থিতেন সূর্যোণ সমুজ্জ্বল, অগ্নিচন্দ্রয়োর্মধ্যবর্তিনা ইত্যর্থঃ । যদা—সূর্যোণ সমুজ্জ্বল রাজা তৃপ্তাস ইত্যর্থঃ । কীদৃশাঃ ? উবসঃ প্লুটমায়া-মরুৎকেশাঃ । যদা—উবসঃ উবঃকালে ধ্যানরতাঃ, তস্মিন্ কালে ভগবতীনিদিধ্যাসনাদেবীহিতস্তাং ।

ইতঃ পরং পূজাসামগ্রীমুপদিশন্তি পুণ্যঃ—

যুবা সুবাসাঃ ।

যুবা দৃঢ়াঙ্গঃ স্বহঃ । সুবাসাঃ শুভবজ্রঃ । ইদং শুভাভরণ-শুভমালাদীনামুপ-  
লক্ষকম্ । এবংবিধঃ সন্ পূজনেদিতি শেষঃ ।

ঐচ্ছিকশ্চ স্বরূপং তাবদাহঃ—

অষ্টাচক্ৰা নবদ্বারা ।

অষ্টকোণ-দশকোণ-দ্বিতয়-চতুর্দশকোণ-অষ্টপত্র-ষোড়শপত্র-ত্রিবেলম-ত্রিমেখা স্ব-  
কানি অষ্টাচক্ৰাণি যন্তাঃ সা অষ্টাচক্ৰা । অতএব নবদ্বারা নবানি দ্বারাণি ত্রিকোণ-  
রূপাণি যন্তাঃ সা নবদ্বারা ।

দেবানাং পূৰ্ণযোধ্যা ।

দেবানামিজাদীনাম্ পূজাভ্যেন সম্বন্ধিনী পৃঃ ঐবিজ্ঞানগরম্ । যথা—দীবাঈতি  
দেবাঃ পঞ্চবিংশতিত্বানি, তেষাং পূৰ্ণাধিষ্ঠানম্ । যথা—সূৰ্য্যচন্দ্রাদীনাম্ পৃঃ,  
সোমসূৰ্য্যানলশ্বকবাং ঐচ্ছিকশ্চ । তন্ত্ৰ পুরঃপ্রদক্ষিণরূপদ্বাং পূৰিতোকবচন-  
সিদ্ধিরিতি পোয়ম্ । অযোধ্যা অসাধ্যা, মন্দভাগানামিতি শেষঃ ।

তন্ত্ৰাং হিরণ্ময়ঃ কোশঃ । স্বর্গো লোকো জ্যোতিষাহবৃতঃ ।

অন্ত্যর্থঃ ।—তন্ত্ৰাং পুরি ঐচ্ছিকমধ্যে হিরণ্ময়ঃ কোশঃ, সহস্রদলকমলকোশ  
ইত্যর্থঃ, বৈষ্ণবস্থানে সহস্রদলকমলকোশস্ত্ৰ বিত্তমানদ্বাং । তন্ত্ৰ কোশস্ত  
জ্যোতিষা স্বর্গো লোকঃ আবৃতঃ । জ্যোতির্লোকঃ স্বর্গলোক ইত্যর্থঃ ।

অথ পুণ্যঃ চক্ৰবিদ্যোপাসনায়াঃ ফলমাহঃ—

যো বৈ তাং ব্রহ্মণো বেদ । অমৃতেনাবৃত্তাং পুরীম্ ।

তন্মৈ ব্রহ্ম চ ব্রহ্মা চ । আয়ুঃ কীর্ত্তিং প্রজাং দদুঃ ।

অগ্ৰমর্থঃ ।—ব্রহ্মণঃ ব্রহ্মস্বরূপায়াঃ ভগবত্যাঃ তাং পূৰ্ব্বোক্তাং অমৃতেন আবৃত্তাং  
চক্ৰমণ্ডলগলংগীযুধধারাবৃত্তাং পুরীং ঐচ্ছিকরূপাং ত্রিপুরায়াঃ পুরং যো বেদ  
জ্ঞানপূৰ্ব্বকমৰ্চনং কৰোতি তন্মৈ বিদুষে অৰ্চকায়, ব্রহ্ম চ ব্রহ্মস্বরূপা ভগবতী,  
ব্রহ্মা চ ব্রহ্মস্বরূপো ভগবান্ । চকারদ্বয়ং উভয়োর্মেলনং সমুচ্চিনোতি, মিলিত-  
য়োরেব বৈষ্ণবস্থানে সহস্রারে সুধাসিন্ধুমধ্যে মণিদীপে চিন্তামণিগৃহে নিবাগাং ।  
এতৌ উভৌ আয়ুঃ কীর্ত্তিং বশঃ প্রজাং সম্ভানং দদুঃ দত্তাতাং ইত্যর্থঃ ।  
“ব্যাত্যয়ো বহুলম্” ইতি বচনব্যাত্যয়ঃ ।

শিবশক্ত্যাঃ তৈব নিবাসমাতঃ—

বিভ্রাজমানাঃ হরিনীম্ । যশসা সংপন্নীভূতাম্ ।

পুরং হিরণ্যমীং ব্রহ্মা । বিবেশাপরাজিতা ।

অচোয়মর্থঃ।—বিভ্রাজমানাঃ—অনন্তকোটিসংখ্যাককিরণৈরিত্তি শেষঃ—  
প্রকাশমানাম্ । হরিনীং হিরণ্যবর্ণাং, “হিরণ্যবর্ণাং হরিনীম্ \* ইতি শ্রুতে: ।  
যশসা কীর্ত্ত্য সম্যক্ পরিভূতাম্, যে যে লোকে কীর্ত্তিমন্তঃ তে সর্ব্বে ভগবতী-  
প্রসাদসমাসাদিতকীর্ত্তিমন্ত ইত্যর্থঃ । তাং বৈন্দবীং পুরং চিস্তামণিগৃহং ব্রহ্মা  
সদাশিবঃ, “ব্রহ্মা শিবো মে অন্ত সদাশিবোম্ ।” † ইতি শ্রুতে: পুষ্টিব্রহ্মশব-  
দসদাশিবশব্দয়োঃ এক এবার্থঃ প্রতীতঃ । বিবেশ অপরাজিতা সাদাখ্যা চক্রকলা  
বিবেশ । বাক্যদ্বয়েন উভয়োঃ প্রবেশভেদপ্রতিপাদনং “বৈন্দবে চিস্তামণিগৃহে  
সদাশিবঃ সর্ম্মদা সন্নহিতঃ ; অপরাজিতা কুণ্ডলিনীশক্তিঃ ষট্চক্রাণি তিস্রা ভূয়ো  
ভূয়ঃ প্রবিশতি” ইতীমমর্থং জ্ঞাপয়িতুম্ ।

শিবশক্ত্যাঃ তস্মিন্ চক্রে অবস্থিতিপ্রকারমাতঃ—

পরাত্তেত্যজ্যাময়ী । পরাত্তেত্যানাশকী ।

অন্তার্থঃ ।—পরাত্ত্ অধোমুখী চক্ররূপিনী । শিবশক্ত্যোর্ম্মধ্যে শক্তিঃ অজ্যাময়ী  
জ্যানিরহিতা নাশরহিতা নিত্যা দুঃখরহিতা আনন্দময়ী বা ইত্যর্থঃ । এতি  
বর্ত্ততে । যদ্বা—অজ্যাময়ী, জ্যা ভূমিঃ, তেন পঞ্চভূতানি লক্ষ্যন্তে, তন্ময়ী ন  
ভবতীত্যজ্যাময়ী, মনস্তত্ত্বাদিময়ী, শিবচক্রাঙ্কচতুর্থোত্তাঙ্কিকৈতি বাবৎ, শিব-  
যোনীনাং বৈন্দবস্থানাদধঃ অবাঙ্ মুখতয়া অবস্থানাৎ । অনাশকী নাশরহিতা শক্তি-  
চক্রাঙ্কপঞ্চযোত্তাঙ্কিকা । পরাত্ত্ অধোমুখী এতি, শক্তিযোনীনামপি শিবযোন্ত-  
পেক্ষয়া অবাঙ্ মুখতয়াৎ । এবং শিবযোনি-শক্তিযোত্তোঃ পরস্পরমবাঙ্ মুখতঃ চক্র-  
লেখনক্রমাদবগম্যতে ।

বিদ্বষঃ ফলমাতঃ—

ইহ চামুত্র চার্ঘেতি । বিদ্বান্ দেবাস্থরাশুভয়ান্ ।

দীব্যস্তীতি দেবাঃ একাদশৈজিয়াণি । অশুরাঃ অসবঃ প্রাণাঃ প্রাণাদিপঞ্চ-  
বায়বঃ তান্ রাস্তি আদদত ইতি পঞ্চতন্মাত্রা † উচ্যন্তে । উভয়ান্ উভয়ত্র দেবা-  
শুরেণু অধিতান্ মায়াশুদ্ধবিদ্যামহেশ্বরসদাশিবান্ । যো বিদ্বান্ পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব-  
জাতং বিদিত্বা শিবশক্তি-সংপুটাস্থকং পঞ্চবিংশতিতত্ত্ববিলক্ষণং ষড়্ বিংশতত্ত্ব-  
মন্ত বেত্তি স বিদ্বান্ ইহ চ ইহ লোকে পূজাতারতমাবশাৎ অমুত্র চ পরলোকে

\* ঐহিক্তে ।

† তৈঃ, উঃ ৪২১

‡ “মহাদেবঃ” ইত্যধিকপাঠঃ কচিৎ দৃশ্যতে ।

সার্টি-সালোক্য-সানীপা-সাক্ষ্য-সায়ুজ্যাদিকর। পঞ্চবিধয়া মুক্ত্যা অয়েতি বুধ্যতে ।  
সার্টিয়াদিস্বরূপং সপ্রপঞ্চং পুরস্তাৎ ( ১০০ শ্লোকব্যাখ্যানে ) প্রপঞ্চয়িষ্যতে ।

অথ ( শ্রুতয়ঃ ) দেবাসুরোভয়জ্ঞানোপায়মাছঃ—

যৎ কুমারী মন্ত্রয়তে যথোষিদ্ যৎ পতিব্রতা ।

অরিষ্টং যৎকিঞ্চ ক্রিয়তে । অগ্নিস্তদহুবোধতি ।

অয়মর্থঃ ।—কুণ্ডলিনীশক্তেরবহ্নাত্মকং বিদ্যতে যদগ্নিন্ চক্রে কুমারী কুমারা-  
বহ্নামাপন্ন। প্রথমং সুপ্তোখিতা মন্ত্রয়তে মন্ত্রস্বরং করোতি—কুণ্ডলিনীঃ সর্বাঙ্গকহ্নাৎ ।  
সর্বো হি সুপ্তোখানে মন্ত্রস্বরং করোতি, তদ্বদিত্যর্থঃ যদ্ যোষিৎ যদগ্নিন্ চক্রে কুল-  
যোষিৎ বিষ্ণুগ্রন্থিপর্ধ্যন্তং গহ্বা, রাতীতি শেষঃ ।

কুলযোষিৎ কুলং ত্যক্ত্বা রাতি বিষ্ণোঃ প্রভেদনে ।

ইতি সনৎকুমারবচনাৎ । যৎ যদগ্নিন্ চক্রে পতিব্রতা পত্যা সদাশিবেন সাক্ষং  
সহস্রবলকমলে বিহরমাণা । বিষ্টং শুভাভাবং, “বিষ্টং ক্লেমে শুভাভাবে” ইত্যতি-  
ধানাৎ, তদন্তদরিষ্টং শুভং, অমৃতাস্বাদমিত্যর্থঃ, যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে তৎ স্বাধিষ্ঠান-  
গতোহগ্নিঃ অহুবোধতি সহায়ং করোতি । অতশ্চ অভ্যাসবশাৎ বায়ুনা অগ্নিং প্রজালা  
অগ্নিশিখানুবিক্রবিলীনচক্রমণ্ডলগলংপীযুষধারামুভবে । পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাতীতা পরমে-  
শ্বরী ইতি জ্ঞাতুং সূক্ষমমিত্যুপদেশঃ ।

চক্রবিষ্টোপাসনং বর্ণিনাম্ আশ্রমিণাং জ্ঞানিনামজ্ঞানিনাং চ কলদায়ক-  
মিত্যাভিসন্ধারাহঃ ( শ্রুতয়ঃ )—অশৃতাসঃ শৃতাসশ্চ । যজ্ঞানো যেহপায়জনঃ ।

স্বর্ঘস্তো নাপেক্ষন্তে ।

অয়মর্থঃ ।—অশৃতাসঃ অপকাঃ অকপিতান্তঃকরণকন্মবা ইত্যর্থঃ । শৃতাসশ্চ  
পক্ষাশ্চ—“আজ্ঞসেরমুক্” ইত্যমুগাগমঃ কপিতান্তঃকরণকন্মবা ইত্যর্থঃ । যজ্ঞানঃ  
যজনশীলাঃ ত্রৈবর্ণিকাঃ আশ্রমিণশ্চ । অযজ্ঞানঃ অযজ্ঞানঃ বাগরহিতাঃ শূদ্রাদয়ঃ ।  
“তস্মাচ্ছ্রো যজ্ঞেহনবরূপঃ” \* ইতি শ্রুতিঃ ত্রৈবর্ণিকৈকনিয়তাদিকারবজ্ঞশক-  
বাচ্যাগ্নিষ্টোমাদিপর। চক্রবিষ্টোপাসনে শূদ্রাণামপি অধিকারচোদনাৎ,  
নিষাদহপতিবৎ বৈদিকে কৰ্ম্মণ্যধিকারসিদ্ধেঃ ন কাচিৎ কৃতিঃ । যন্তঃ, ইন্ গতো,  
চক্রবিষ্টামবগচ্ছন্তঃ স্বঃ স্বর্গং নাপেক্ষন্তে ।

চক্রবিষ্টোপাসনাব্যতিরেকেণ দেবতাস্তরোপাসনারামনিষ্টমাছঃ—

ইজ্রমগ্নিং চ যে বিহুঃ সিকতা ইব সংযজ্জি ।

রশ্মিজিঃ সমুদীরিতাঃ অশ্মালোকাদমুদ্রাচ্চ ।



অরমর্থঃ ।—সূরাসূরমুখ্যাবন্দিতচরণারবিন্দায়াঃ সৰ্বভূতাস্তৃণামিণ্যাঃ সৰ্ব-  
ব্যাপিভ্যাঃ জগদ্বপত্তি-স্থিতিগগহেতোশ্চক্রবিভায়া অগ্ন্যেহেন ইন্দ্রমগ্নিঃ, চকারাৎ  
যমাদিলোকপালান্ পৃথিবাদিনদাশিবাস্তত্বানি চ উপাশ্রয়েন যে বিহুঃ তে  
সিকতা ইব বালুককণা ইব সংযন্তি, পরস্পরং বিরলাঃ ভ্রষ্টা ভবেয়ুরিত্যর্থঃ ।  
কিঞ্চ রশ্মিভিঃ যমপাশৈঃ, উত্তরপ্রবন্ধে “অপেত-বীত” ইত্যাদৌ প্রতিপাদিতৈঃ,  
সমুদীরিতাঃ সংযতা বদ্ধা ভবেয়ুঃ ইত্যর্থঃ । কিঞ্চ, অম্মাল্লোকাৎ অমুম্মাল্লোকাচ্চ ভ্রষ্টা  
ভবেয়ুরিত শেবঃ । অতএব ক্রত্যন্তরম্—অক্ষং তমঃ প্রবিশন্তি যেহবিষ্টামুপাসতে । \*

অরমর্থঃ ।—অবিষ্টাং বিষ্টাবিরুদ্ধাং জ্ঞানমার্গবিরুদ্ধাম্ ইন্দ্রাদিসেবাং “বাচং  
ধেয়ুপাসীত”† ইত্যেবমধ্যারোপিতসেবাং চ যে কুর্কতে তে অবিষ্টাংসঃ অক্ষং তমঃ  
প্রবিশন্তি অক্ষতামিষং প্রবিশন্তীত্যর্থঃ । চকারঃ প্রকরণসমাপ্তিদ্যোতকঃ ।

‘ঋষিভিরদাং পুশ্চিভিঃ ।’ পুশ্চিনামভিঃ ঋষিভিঃ এতৎসৰ্বমদাং, অদায়ি । কৰ্ম্মণি  
লুঙ্ ; ছান্দসঃ কৰ্ম্মণি প্রত্যয়লোপঃ, কর্তৃপ্রত্যয়ব্যত্যয়শ্চ । ঋষিভিঃ পুশ্চিভিরেব-  
মুক্তমিত্যর্থঃ । যদ্বা পুশ্চিভিঃ সহিত ঋষিসম্বৎসরমদাং, বাচমিতি শেবঃ, উক্ত-  
বানিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

লক্ষ্মীধর-টীকার মৰ্ম্মানুবাদ ।—চক্রবিষ্টা কোলমতে এবং  
সময়াচারমতে এই স্থলে উপদিষ্ট । কোলমতে সংহারক্রমে এবং সময়াচারমতে  
সৃষ্টিক্রমে । সংহারক্রমে চক্রলেখনরীতিতে,—প্রথমে বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া নব-রেখা  
অঙ্কিত করিতে হইবে । তৎপরে পশ্চাদ্বর্ত্তি-রেখাগুলির প্রান্তভাগ হইতে ত্রিকোণ  
উৎপন্ন করিবে ইত্যাদি ক্রম । সৃষ্টিক্রমের বিশেষত্ব এই যে, প্রথমে ত্রিকোণ অঙ্কিত  
করিয়া মধ্যে বিন্দু, বিন্দুর উপরে ত্রিকোণ ভেদ করিয়া অপর ত্রিকোণ এইরূপ  
ক্রমে চলিবে । ত্রীকণ্ঠ শব্দে উক্তমুখা ত্রিকোণ রেখা এবং শিববুভতিশব্দে  
অধোমুখী ত্রিকোণ-রেখা । গৃহ ( বিন্দুস্থল ) ও কোণ—এতদ্ব্যয়ের সমষ্টি সংখ্যা—  
চতুশ্চত্বারিংশ (৪৪) ; ত্রীচক্রের ( ত্রিবিষ্টাভ্যয়ের ) চিত্রদর্শন কর্তব্য । স্বধিষ্ঠানচক্র  
অধিষ্ঠান এবং মণিপূরচক্র জলস্থান, ইহা লক্ষ্মীধরের বাখ্যায় আছে । তদ্ব্যতীত  
৯।১০।১১ শ্লোকের মৰ্ম্ম অত্রস্থ অনুবাদ সাহায্যে জ্ঞাতব্য ; চক্রবিষ্টার প্রমাণ ক্রতি-  
সমূহ সঙ্কত লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার দ্রষ্টব্য । ৯।১০।১১ ।

অ-ত্যানন্দকৃত-টীকা ।—অথ বাহুপূজার্থং ত্রিমত্যা যত্রমাহ—  
চতুরিতি । হেমাঠৈশ্চতুর্ভিঃ ত্রীকণ্ঠৈঃ উক্তমুখীভিঃ, পঞ্চভিঃ শিববুভতিভিরধোমুখীভিঃ  
ইত্যেবংপ্রকারেণ প্রতিপাদিতবিত্ত্বকর্ম্মমুখাধোমুখভেদেন ভেদিতাভিঃ শঙ্কোর্বিন্দু-

রূপস্ত মূলপ্রকৃতিভিরাধারভূতাভিস্তব ভবনকোণাঃ পরিণতাঃ নিম্নগাঃ । তে কতি-  
 সংখ্যাঃ ইত্যাহ—ত্রয়শ্চত্বারিংশদিতি সংখ্যাঃ । ন হি কেবলং কোণমাত্রৈণ  
 চক্র-নিম্পত্তির্ভবতীত্যাহ—বহুদল(অষ্টদল)-কলাজ-(ষোড়শদলাজ)-ত্রিবলয়ৈঃ(ত্রিবৃত্তৈঃ)-  
 ভূপূরৈঃ ত্রিভিঃ সার্কং নিম্নগাদিত্যধরঃ । এতেনাদৌ বিন্দুঃ ততস্ত্রিকোণং ততোহষ্ট-  
 কোণং ততো দশকোণদ্বয়ং ততশ্চতুর্দশকোণম্ । তত্র প্রথমত্রিকোণস্ত অষ্টকোণে  
 কোণদ্বয়প্রবেশাৎ এককোণতয়া ত্রয়শ্চত্বারিংশংকোণাঃ । ততো বৃত্তাষ্টদলং বৃত্ত-  
 ষোড়শদলং তত্র ত্রিবৃত্তং ভূপূরত্রয়মিতি ত্রীচক্রম্ । ততোহস্তত্রাপি স্তোত্রোপ-  
 দেশেন যদ্বোদ্ধারঃ ।—শ্রীমত্রিকোণবহিরষ্টককোণবাহু-দিকোণযুক্তপরচতুর্দশকোণ-  
 যুক্তম্ । বৃত্তাষ্টষোড়শদলানলবৃত্তরেখং শ্রীমচ্চতুর্দশমিতি প্রণমামি চক্রম্ ॥ অত্র  
 বিন্দুশব্দাভাবেষপি শব্দশব্দাদেব বিন্দুর্লভাতে । উর্দ্ধমুখস্ত বহ্যাস্থকতয়া শব্দো-  
 স্তদাস্থকতয়া ত্রীকণ্ডসংজ্ঞা । অধোমুখস্ত শব্দাস্থকতয়া যুবতিসংজ্ঞা ।  
 তদুক্তং সঙ্কেতপদ্ধতৌ,—পঞ্চশক্তিচতুর্বাহিসংযোগাচ্চক্রসম্ভবঃ । নির্মাণস্ত  
 শুক্লমুখাৎ । অত্রাপ্যকর্ণাবীজমুদ্বারস্তি । কলাজশব্দাজ্জকারঃ । শব্দোঃ-শব্দাৎ  
 শকারঃ । রেখা-শব্দাদ্রেফঃ । প্রকৃতিশব্দাদীকারঃ । সার্কংশব্দাবিন্দুঃ এতেন  
 জজ্ঞীং ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ।—জননি ! চারিটি উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ ও পাঁচটি অধোমুখ  
 ত্রিকোণ, এই নয়টি মূল প্রকৃতি (তাহার বহির্ভাগে ক্রমে) অষ্টদল পদ্ম,  
 ষোড়শদল পদ্ম ত্রিবৃত্ত ভূপূরত্রয় রেখা সহ,—তোমার ভবনের (ত্রীচক্রের)  
 ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ (৩৩) কোণে \* পরিণত হইয়া থাকে । অর্গাৎ বহির্ভাগে বৃত্ত  
 অষ্টদল, তাহার বহির্দেশে বৃত্ত ষোড়শদল, তাহার বহির্দেশে তিনটি  
 বৃত্ত এবং তাহার বহির্ভাগে তিনটি ভূপূর অঙ্কিত করিলে ত্রীচক্র নিম্নগ  
 হর † ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য ।—টীকাকার এ স্থলে অকর্ণাবীজ উদ্ধৃত করিতেছেন ।  
 কলাজ শব্দে জকার, শব্দোঃ শব্দে শকার, রেখা শব্দে রেফ, প্রকৃতি  
 শব্দে ইকার ও সার্কং শব্দে বিন্দু । ইহা দ্বারা জজ্ঞীং এই বীজ উদ্ধৃত  
 হইল ॥ ১১ ॥

\* অগ্রে বিন্দু, পরে ত্রিকোণ, তৎপর অষ্টকোণ, অনন্তর দশকোণদ্বয় এবং তৎপর  
 চতুর্দশকোণ অঙ্কিত করিলে ত্রিচত্বারিংশৎ কোণ হইবে ।

† ১১ শ্লোকে ‘ত্রয়শ্চত্বা’ স্থলে ‘চতুশ্চত্বা’ ‘কলাজ’ স্থলে ‘কলাত্র’ ‘ভবন’ স্থলে  
 ‘শরণ’ পাঠ—লক্ষ্মীধরের উল্লিখিত ।

ত্বদীয়ং সৌন্দর্য্যং তুহিনীগিরিকণ্ঠে তুলয়িতুং,  
 কবীন্দ্রাঃ কল্পন্তে কথমপি বিরিক্খিপ্রভৃতয়ঃ ।  
 যদালোকো(কো)ংসুখ্যাদমরললনা যাস্তি মনসা,  
 তপোভিহুস্ত্রাপামপি গিরিশসায়ুজ্যপদবীম্ ॥ ১২ ॥

**সঙ্গীতরস-টীকা।**—ত্বদীয়ং তব সম্বন্ধি স্বদেহগতমিত্যর্থঃ ।  
 সৌন্দর্য্যং লাবণ্যম্ । তুহিনীগিরিকণ্ঠে তুহিনপ্রধানো গিরিঃ হিমাদ্রিঃ, তস্ত কণ্ঠা  
 পুত্রো, তস্তাঃ সম্বন্ধিঃ । তুলয়িতুং তুলয়া সমীকর্তুম্ । কবীন্দ্রাঃ বিদ্বচ্ছ্রেষ্ঠাঃ কল্পন্তে  
 শঙ্কুবন্তি কথমপি কথঞ্চিদপি, ন কল্পন্ত ইত্যর্থঃ । বিরিক্খিপ্রভৃতয়ঃ বিরিক্খিঃ  
 ব্রহ্মা প্রভৃতির্যেবাং তে হরীন্দ্রাদয়ঃ । যৎ যন্মাং কারণাং আলোকোংসুখ্যাং  
 আলোকে ভবৎসৌন্দর্য্যালোকে যদোংসুখ্যং তন্মাং, লাবলোপে পঞ্চমী, ঔৎ-  
 সুখ্যমবলম্ব্য । বহা—নিগিতপঞ্চমী । অমরললনাঃ দেবযোষিতঃ যাস্তি প্রাপ্তু-  
 বন্তি মনসা অন্তঃকরণেন তপোভিঃ কৃচ্ছ্রাচ্ছাদ্যাদিভিঃ হস্ত্রাপাং প্রাপ্তুমশক্যাং,  
 অপিবিরোধে, গিরিশসায়ুজ্যপদবীম্ ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে তুহিনীগিরিকণ্ঠে । ত্বদীয়ং সৌন্দর্য্যং তুলয়িতুং বিরিক্খি-  
 প্রভৃতয়ঃ কবীন্দ্রাঃ কথমপি কল্পন্তে । যদ্ যন্মাং কারণাং, অমরললনাঃ আলো-  
 কোংসুখ্যাং তপোভিঃ হস্ত্রাপামপি গিরিশসায়ুজ্যপদবীং মনসা যাস্তি ।

অসমর্থঃ—বাণীপতি-বাচস্পতিপ্রভৃतीনামপি ত্বৎসৌন্দর্য্যং সদৃশাস্তরং পরিকল্প্য  
 বর্ণয়িতুমশক্যম্, ত্বৎসদৃশসুন্দরবস্তুরাভাবাৎ । উর্ধ্বশীতিলোত্তমাদীনামপ্সরস্যাং  
 ত্বৎসৌন্দর্য্যালেশতুল্যায়ামপি তৎকোটিপ্রবেশো দুরত এবাপাস্তম্ । যতশ্চাপ্সরসঃ  
 ত্বৎসৌন্দর্য্যদর্শনে পুষ্টাবং প্রার্থয়মানাঃ পুরুষাস্তরত্বরধিগমে ত্বৎসৌন্দর্য্যবন্তনি সদা-  
 শিবৈকগমো হৃদভসদাশিবসায়ুজ্যমনোরথা বর্তন্তে ইতি । স্বয়মেবাপ্সরসঃ  
 স্বসৌন্দর্য্যো জুগুপ্সিতবতা ইতি ভাবঃ ।

অত্র অনঘরালঙ্কারো ধ্বজতে, লোকে কাপি তুলাবন্তনঃ অসম্ভাবাৎ স্বস্ত  
 স্বয়মেব তুলামিতি প্রতীতে: ॥ ১২ ॥

**সঙ্গীতরস-টীকার অন্যানুবাদ।**—হে হৈমবতি ! ব্রহ্মা প্রভৃতি  
 কবিশ্রেষ্ঠগণ তোমার সৌন্দর্য্যের তুলনা করিতে অসমর্থ; কেন না—তোমার  
 সদৃশ সুন্দর বস্তুর সত্তাই নাই । উর্ধ্বশী, তিলোত্তমা প্রভৃতি অঙ্গরারাগ তোমার  
 রূপের তুলনায় ন-গণ্য, যেহেতু তাহারা অস্ত্রের হৃদভ তোমার রূপদর্শন আশায়  
 বিবিধতপস্তায় হৃদভ শিবত্বপ্রাপ্তির জন্ত আকাজকা করিয়া থাকে ।

**অনুতানন্দকৃত-টীকা।**—শ্রীমত্যা ধ্যানকলমাহ স্বদীরমিতি । হে তুহিনগিরিকণ্ঠে ! হিমালয়কণ্ঠে ! স্বদীরং সৌন্দর্য্যং তুলয়িতুং বিরিক্ষিপ্ৰভৃতয়ঃ কবীন্দ্রাঃ কথমপি কল্পন্তে । তব সৌন্দর্য্যস্ত উপমারহিতত্বাৎ । তথা হি ব্রহ্মাদয়ো যদ্বর্ণনে অশক্তাঃ, তত্রাস্মাকং কুতোহধিকারঃ ইতি ভাবঃ । যৎ সৌন্দ : ঔৎসুক্য্যং নিত্যাহুরাগতয়া মনসা আলোক্য ধাত্বা অমরললনা দেবজ্জিয়ঃ তপোপি হুত্ৰাপামপি গিরিশসায়ুজ্যপদবীঃ যাস্তি । শ্রীমত্যা ধ্যানমাত্রেণ সাযুজ্যমুক্তি-  
উবতীতি ভাবঃ । পশুনাং হুত্ৰাপামিতি কুত্ৰাপি পাঠঃ । তত্র তত্ত্বাচারব্রহ্মিতা-  
নামিত্যর্থঃ । যাস্তি সহসেতি কুত্ৰাপি পাঠঃ । তত্র সাযুজ্যো ন সম্বন্ধঃ । যদালোক্য শিব-  
সায়ুজ্যপদবীঃ সহসা যাস্তি । তত্র বীজমপ্যুচ্চরন্তি । তুহিনশব্দাং হকারঃ । সৌন্দর্য্য-  
শব্দাং সকার-যকারো । বিরিক্ষিপদেন প্রজ্ঞেশো লক্ষ্যতে । তেন উকারঃ । যষ্টস্বর-  
স্তথোকারঃ, প্রজ্ঞেশো নবভৈরব ইতি কোষঃ । স্বদীরং-শব্দাবিন্দুঃ । এতেন  
হসব্দু ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ।**—হে হিমালয়কণ্ঠে ! বিরিক্ষিপ্ৰভৃতি কবিশ্রেষ্ঠগণ অতিকণ্ঠে তোমার সৌন্দর্য্য তুলনা করিতে সমর্থ হইলেন । অমরললনাগণ তোমার ঔৎসুক্যবশতঃ তোমার সৌন্দর্য্য মনে মনে দর্শন করিয়া কৃচ্ছসাধ্য তপস্তা দ্বারাও হুত্ৰাপা শিব-  
সায়ুজ্য পাইতে অভিলাষী হইয়া থাকেন । অর্থাৎ ‘জানি, শিবসায়ুজ্য, তপস্তা দ্বারাও হুত্ৰভ, কিন্তু কোন উপায়ে যদি শিবসায়ুজ্য প্রাপ্ত হই ত’, আমরা সর্বদাই দেবীর  
রূপ দর্শন করিতে পারি,’—স্বরসুন্দরীগণও এইরূপ মনে করেন ।—সুন্দরীদিগের  
স্বভাব এই যে, অপরের সৌন্দর্য্যে ঈর্ষ্যা প্রকাশ করে,—কিন্তু দেবীর সৌন্দর্য্য এত  
অধিক যে, তাহা দেখিবার জন্তই স্বরসুন্দরীগণ লালসিত, ঈর্ষ্যা করিবে কি ? ॥১২॥

**ভাষ্যপৰ্য্য।**—টীকাকার এই স্থলে মন্তোদ্ধার করিতেছেন—তুহিন শব্দে  
হকার, সৌন্দর্য্য শব্দে সকার ও যকার । বিরিক্ষিপ শব্দে উকার এবং স্বদীরং-শব্দে  
বিন্দু । ইহা দ্বারা হসব্দু এই মন্ত উদ্ধৃত হইল ॥ ১২ ॥

নরং বর্ষীয়াংসং নয়নবিরসং নর্ম্মসু জড়ং,

তবাপান্নালোকে পতিতমনুধাবন্তি শতশঃ ।

গলদবেণীবন্ধাঃ চকলশবিস্ত্রস্তাশে(সি)চয়া,

হঠাৎ ক্রট্যৎকাঞ্চ্যো বিগলিতভূত্বসা যুবতয়ঃ ॥ ১৩ ॥

**লক্ষ্মীধর-টীকা।**—নরং মনুষ্যমাাত্রং, বর্ষীয়াংসং অতিবৃদ্ধং, নয়নবিরসং  
নয়নাভ্যাং বিরসং কাচকামলপটলাদিনেত্রদোষবৃত্তম্, নর্ম্মসু জড়ং নর্ম্মসু রতিকলাসু  
জড়ম্ অভিসূচম্, তব তবত্যাঃ অপান্নালোকে কটাকবীকণে পতিতং,

কটাক্ষকগোচরমিতার্থঃ, অমুধাবন্তি অমুধাবমানাঃ শতশঃ শতসংখ্যাকাঃ—শত-  
শব্দঃ সংখ্যাতীতোপলক্ষকঃ, ভূত্বংস্বর্লোকস্থিতাঃ সর্বা ইত্যর্থঃ। গলদ্বৈবন্ধাঃ,  
গলন্তো বৈবন্ধা যাসাং তাঃ, কুচকলশবিস্তস্তসিচয়াঃ কুচকলশাভ্যাং বিস্ততাঃ  
শিখিলাঃ সিচয়াঃ চেলাঞ্চলা যাসাং তাঃ হঠাৎট্যাংকাঞ্চাঃ হঠাৎ লীজ্ঞাং ক্রটাস্তাঃ  
গলন্তাঃ কাঞ্চ্যা রশনাকলাপাঃ যাসাং তাঃ, বিগলিতছকূলাঃ স্তম্ভনীবীবন্ধাঃ,  
যুবতয়ঃ তরুণাঃ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! বর্ষীয়াংসং নয়নবিরসং নর্শ্বশ্চ জড়ং  
তবাগাঙ্গালোকে পতিতং নরং শতশঃ যুবতয়ঃ গলদ্বৈবন্ধাঃ কুচকলশবিস্তস্তসিচয়াঃ  
হঠাৎট্যাংকাঞ্চাঃ বিগলিতছকূলাঃ সত্যঃ—তাদৃশং নরং মদনমিতি মম্বেতি শেষঃ—  
অমুধাবন্তি।

এতাদৃশান্ মাদনপ্রয়োগান্ “মুখং বিন্দুং কৃদ্বা” \* ইত্যাদিশ্লোকব্যাখ্যানাবসরে  
নিপুণতরমুপপাদয়িষ্ঠানঃ ॥ ১৩ ॥

**লক্ষ্মীধন-টীকার মর্ম্মানুবাদ।**—নিম্নলিখিত অমুবাদে  
তুল্য। যে সাধনবিশেষের কথা এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—তাহা মুখং বিন্দু  
কৃদ্বা ইত্যাদি শ্লোকে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—ঐমত্যা অমুকম্পাকলমাহ নরং বর্ষীয়াং-  
সমিত্যাং। হে মাতস্তবাগাঙ্গালোকে পতিতং তবালোকনবিষয়ীভূতং নরং শতশো  
যুবতয়োহমুধাবন্তি ভরয়া গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। কিমুতম্? বর্ষীয়াংসং বৃদ্ধম্। নয়ন-  
বিরসং চক্ষুঃসন্তারহিতম্। নর্শ্বশ্চ জড়ং ক্রীড়নানভিজ্ঞম্। যুবতয়ঃ কিমুতাঃ?  
গলদ্বৈবন্ধাঃ পতৎকেশবন্ধাঃ। কুচকলশাং বিস্তস্তঃ পতিতঃ শিচয়ো বস্ত্রধণ্ডো  
যাসাম্। হঠাৎ তৎকণাং ক্রট্যাং পতৎপ্রায়াঃ কাঞ্চ্যা রশনা যাসাম্। বিগলিতং  
ছকূলাং কোষেয়ং যাসাম্। এতেন ঐমত্যাঃ কৃপাবলোকনমাত্রেন সর্বকর্ম্মাক্রমোহপি  
সত্তিহাপুরুষদ্বেনামুদীয়তে ইতি চ স্মৃতিতম্ ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ।**—হে মাতঃ ! তুমি বাহাকে কৃপাকটাক্ষে দর্শন কর, সে  
ব্যক্তি যদিও বৃদ্ধ, কর্ম্মাক্রম, দর্শনশক্তি-রহিত ও রমণীসন্তোগে অশক্ত হয়, তথাপি  
যুবতী রমণীগণ (মঙ্গলধনবর্ত্তিনী হইয়া) তাহার প্রতি ধাবমানা হইয়া থাকে।  
তৎকালে রমণীদিগের কবরীবন্ধন শিখিল হইয়া বিগলিতপ্রায় হইতে থাকে, স্তন-  
মণ্ডল হইতে বসন স্থলিত হয়, কটিভূষণ মেখলা পতিতপ্রায় হইতে থাকে এবং  
পরিধেয় কোষের বসন বিগলিতপ্রায় হইয়া যায় ॥ ১৩ ॥

ক্ষিতৌ ষট্‌পঞ্চাশৎ দ্বিসমধিকপঞ্চাশদুদকে,  
হতাশে দ্বাষষ্টিশ্চতুরধিকপঞ্চাশদনিলে ।

দিবি দ্বিঃষট্‌ত্রিংশম্মনসি চ চতুঃষষ্টিরিত্যে,  
ময়ুখাস্তেষামপ্যপরি তব পাদাম্বুজযুগম্ ॥ ১৪ ॥

**সম্মীধনরূপ-টীকা।**—ক্ষিতৌ পৃথিবীতত্ত্বযুক্তে মূলাধারে ষট্‌পঞ্চাশৎ  
ষড়্ভূতপঞ্চাশৎসংখ্যাকাঃ, দ্বিসমধিকপঞ্চাশৎ দ্বাভ্যাং সমধিকা পঞ্চাশৎ উদকে  
উদকতত্ত্বযুক্তে মণিপূরস্থানে, হতাশে বহিতত্ত্বযুক্তে স্বাধিষ্ঠানচক্রে দ্বাষষ্টিঃ ষৌ চ  
ষষ্টিশ্চ দ্বাষষ্টিঃ । “বিভাষা চত্বারিংশংপ্রভৃতৌ সর্কেষাম্” ইতি সূত্রেণ দ্বিশব্দাদি-  
কারশ্চ আকারঃ । চতুরধিকপঞ্চাশৎ চতুঃসংখ্যয়া অধিকা পঞ্চাশৎ অনিলে  
বায়ুতত্ত্বযুক্তে অনাহতচক্রে, দিবি আকাশতত্ত্বযুক্তে বিত্ত্বজ্জিচক্রে দ্বিঃষট্‌ত্রিংশং  
দ্বিরাবৃত্তষট্‌ত্রিংশংসংখ্যাকাঃ দ্বিসপ্ততিসংখ্যাকা ইত্যর্থঃ, মনসি মনস্তত্ত্বযুক্তে আজ্ঞা-  
চক্রে চতুঃষষ্টিঃ । ইতি এবম্প্রকারেণ যে প্রসিদ্ধাঃ শাস্ত্রেষু আগমেষু, স্বসংবেদ্য-  
ত্বেন চ যোগিনাং প্রসিদ্ধাঃ ময়ুখাঃ সন্তি তেষাং ময়ুখানাং অপ্যপরি সহস্রদল-  
মধাবর্জিচন্দ্রবিদ্যাত্মকে বৈন্দবাপরনামকে সূধ্যাসকৌ তব ভগবত্যাঃ পাদাম্বুজযুগং  
বর্ততে বিদ্বতে । এবং সময়সম্প্রদায়ঃ ইতি শেষঃ ।

অত্রোক্তং পদযোজনা—হে ভগবতি ! যে ময়ুখাঃ ক্ষিতৌ ষট্‌পঞ্চাশৎ, উদকে  
দ্বিসমধিকপঞ্চাশৎ, হতাশে দ্বাষষ্টিঃ, অনিলে চতুরধিকপঞ্চাশৎ, দিবি দ্বিঃষট্‌-  
ত্রিংশং, মনসি চতুঃষষ্টিঃ, ইতি তেষামুপরি তব পাদাম্বুজযুগং বর্ততে  
ইতি শেষঃ ।

অত্র ষট্‌পঞ্চাশদিত্যাদিসংখ্যাশব্দানাং সংখ্যায়পরত্বাৎ সংখ্যায়ানাং ময়ুখানাং  
বহুত্বেনপি একবচনাস্তত্ত্বমেব । যথা—

বিংশত্যাশ্চাঃ সর্দৈকত্বে সর্কাঃ সংখ্যায়সংখ্যায়োঃ ।

সংখ্যার্থে দ্বিবহুত্বে স্তঃ ..... ॥

ন তু সংখ্যায় ইতি নিয়মাৎ । সংখ্যায়ানাং ময়ুখানাং নিয়মাগ্রসক্তেঃ বহু-  
বচনত্বং সিদ্ধম্ । অত্রোদং তত্ত্বম্—ষট্‌পঞ্চাশদিত্যাদিসংখ্যানাং সংখ্যায়বিশেষণত্বেনপি  
ন শুক্লাদিগুণতৌলাৎ, যথাহ পদমঞ্জরীকারঃ—“বিংশত্যাশ্চাঃ স্তাঃ ন শুক্লাদিভিঃ  
স্তনৈঃ সমানধর্ম্মাণো ভবিতুমর্হন্তি । বিংশত্যাশ্চাঃ হি তাবৎ পৃথক্‌বোগিণী  
দ্রব্যো যুগপদ বর্তন্ত ইতি ব্যাসজ্যবৃন্তরঃ, শুক্লাদয়স্ত প্রত্যেকপর্ধ্যবসারিনঃ” ইতি ।  
অত্রোদমতিরহস্তম্—সংখ্যায়পরত্বাৎ সংখ্যাশব্দানাং বহুবচনে ষট্‌পঞ্চাশতো ময়ুখা

ইতি প্রাপ্তৌ ষট্‌ত্রিংশদ্বন্দ্বরশতোত্তরত্রিসহস্রসংখ্যাকাঃ ভবেয়ুঃ । অতো ন  
বিবক্ষিতার্থসিদ্ধিরিতি নিয়মকলমিতি ।

অত্রেদমহুসঙ্কেয়ম্—মূলধারস্বাধিষ্ঠানমণিপূরানাহত-বিগুদ্ব্যাজাচক্রাঙ্কং ত্রিচক্রং  
ত্রিখণ্ডং সোমসূর্য্যানলাঙ্কম্ । মূলধারস্বাধিষ্ঠানচক্রদ্বয়মেকং খণ্ডম্ ।  
মণিপূরানাহতচক্রদ্বয়মেকং খণ্ডম্ । বিগুদ্ব্যাজাচক্রদ্বয়মেকং খণ্ডম্ । অত্র  
প্রথমখণ্ডোপরি অগ্নিস্থানম্ । তদেব রুদ্রগ্রাস্থারত্যাচ্যতে । দ্বিতীয়খণ্ডোপরি  
সূর্য্যস্থানম্ । তদেব বিষ্ণুগ্রাস্থিরিত্যাচ্যতে । তৃতীয়খণ্ডোপরি চন্দ্রস্থানম্ । তদেব  
ব্রহ্মগ্রাস্থিরিত্যাচ্যতে । “সোমসূর্য্যানলাঙ্কম্” ইতি অবরোহণক্রমেণাবগন্তব্যম্ ।  
তত্র প্রথমখণ্ডোপরি স্থিতো বহ্নিঃ স্বজালাদিভিঃ প্রথমখণ্ডমাবরণোতি । দ্বিতীয়-  
খণ্ডোপরি স্থিতঃ সূর্য্যঃ স্বকীয়ৈঃ কিরণৈঃ দ্বিতীয়খণ্ডমাবরণোতি । তৃতীয়খণ্ডোপরি  
স্থিতঃ চন্দ্রঃ স্বকলাভিঃ তৃতীয়খণ্ডমাবরণোতি । মূলধারচক্রে মহীতহাঙ্কে বহ্নেঃ  
ষট্‌পঞ্চাশজ্জালাঃ, মণিপূরকে উদকতহাঙ্কে স্রোপরিস্থিতে দ্বিপঞ্চাশজ্জালাঃ ।  
এবমষ্টোত্তরশতং বহ্নেঃ জালাঃ । সূর্য্যস্ত অগ্নিতহাঙ্কে স্বাধিষ্ঠানে দ্বাষষ্টিকিরণাঃ,  
অনিলতহাঙ্কে অনাহতচক্রে চতুঃপঞ্চাশংকিরণাঃ । সূর্য্যকিরণানাং মণিপূরং  
বিহার্য স্বাধিষ্ঠানপ্রবেশঃ সূর্য্যাগ্নোরেকত্বাৎ, সূর্য্যাস্তর্ভাবাদগ্নেশ্চ । স্বাধিষ্ঠানমণি-  
পূরয়োস্ত সূর্য্যাগ্নিস্থানয়োঃ মধ্যে অগ্নিস্থানে সূর্য্যপ্রবেশঃ সূর্য্যস্থানে অগ্নিপ্রবেশঃ  
জগদ্ধন্যগ্নিশামক- \* সংবর্তমেঘাঙ্কসূর্য্যকিরণজনিতবর্ষোৎপত্ত্যর্থম্ । এতত্ত্ব  
“তট্‌ত্বজ্ঞঃ শক্ত্যা” † ইত্যাদিন্লোকব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ ।  
এবং সূর্য্যস্ত ষোড়শোত্তরশতং কিরণা ভবন্তি । চন্দ্রস্ত কলাঃ বিয়ত্তহাঙ্কে  
বিগুদ্বিচক্রে দ্বিসপ্ততিঃ মনস্তহাঙ্কে আজ্জাচক্রে চতুঃষষ্টিঃ । এবং চন্দ্রস্ত ষট্‌ত্রিংশ-  
দ্বন্দ্বরশতং কলাঃ ভবন্তি । যথোক্তং ভৈরবধামলে ভৈরবাবষ্টকপ্রস্তাবে :—

অষ্টোত্তরশতং বহ্নেঃ ষোড়শোত্তরকং রবেঃ ।

ষট্‌ত্রিংশদ্বন্দ্বরশতং চন্দ্রস্ত চ বিনির্গমঃ ॥

ইতি । এবং সোমসূর্য্যানলাঃ পিণ্ডাণ্ডব্রহ্মাণ্ডে আবৃত্য বর্তন্তে । পিণ্ডাণ্ড-  
ব্রহ্মাণ্ডয়োঃক্যাং পিণ্ডাণ্ডাবৃত্তিরেব ব্রহ্মাণ্ডাবৃত্তিরিতি রহস্তম্ । এবং পিণ্ডাণ্ড-  
মতীত্য ‡ বর্ততে সহস্রকলম্ । তচ্চ জ্যোৎস্নাময়ো লোকঃ । তত্রত্যচ্ছ্রমা  
নিত্যকলঃ । এতচ্চ “তবাজ্জাচক্রম্” § ইত্যাদিন্লোকব্যাখ্যানাবসরে নিপুণ-  
তরমুপপাদয়িষ্যামঃ । “আজ্জাচক্রোপরিস্থিতচন্দ্রঃ” ইতি বহুস্তং তত্ত্ব চন্দ্রকলা-

\* “নামক” ইতাপি পাঠঃ ।

† ৩৬ লোকঃ ।

‡ “মাবৃত্য” ইতাপি পাঠঃ

§ ৩১ লোকঃ ।



বহানমাত্রম্, ন তু চন্দ্রশ্চ স্থানমিতি । যদুক্তং সূত্রগোদয়ে—ষোড়শকলানাং  
ষোড়শনিত্যাত্মকত্বাৎ, তাসাং প্রতিপদাদিশূরূপক্ষরূপক্ষতিথ্যাশ্রয়কতয়া বৃদ্ধিক্রয়-  
সম্ভাবাৎ, চন্দ্রশ্চাপি সহস্রকমলগতশ্চ বৃদ্ধিক্রয়ো ভবত এবেতি, তত্ত্ব চন্দ্রমসঃ  
বৃদ্ধিক্রয়ো ন ভবতঃ, কিন্তু ষোড়শনিত্যাত্মকাঃ ষোড়শচন্দ্রকলাঃ \* প্রতিপদাদি-  
পৌর্ণমাস্তত্ত্বতিথিপ্রবর্তিকাঃ, তথৈব কক্ষপ্রতিপদমারভ্য অমাবস্ত্যাত্তিথি-  
প্রবর্তিকাঃ স্বাশ্রয়তিরোধানাতিরোধানাত্যামিতি মন্ববিদ্রহশ্চম্ ।

ইদমত্রামুসন্ধেয়ম্—ত্রিবিজ্ঞায়াঃ চন্দ্রকলাবিজ্ঞাপরনামধেয়ায়াঃ পঞ্চদশতিথিরূপত্বাৎ  
ষষ্ট্যন্তরত্রিশতং ময়ুধাঃ দিবসাত্মকাঃ, তেন সংবৎসরো লক্ষ্যতে । তশ্চ কালশক্ত্যা-  
শ্রয়কশ্চ সংবৎসরশ্চ প্রজ্ঞাপতিরূপত্বাৎ, প্রজ্ঞাপতেঃ জগৎকর্তৃত্বাৎ, মরীচীনাং  
জগৎপত্তিস্থিতিলয়করত্বম্ । তে চ মরীচয়ঃ অগ্নিন্ ব্রহ্মাণ্ডে পিণ্ডাণ্ডে চ ষষ্ট্যন্তর-  
ত্রিশতসংখ্যাকাঃ । এবং অনন্তকোটিপিণ্ডাণ্ডব্রহ্মাণ্ডেষু । এবমেব প্রতিব্রহ্মাণ্ডঃ  
প্রতিপিণ্ডাণ্ডঃ ষষ্ট্যন্তরত্রিশতসংখ্যাকাঃ ময়ুধাঃ । অতশ্চানন্তময়ুধাঃ । তে চ  
ময়ুধাঃ সূর্য্যচন্দ্রাগ্নিসম্পৃক্তাঃ ভগবতীপাদারবিন্দজন্মানঃ তান্ তান্ লোকান্  
প্রকাশয়ন্তি । অয়ং চ “লোকশ্চ দ্বারমচিমংপবিত্রম্” † ইতি শ্রুত্যা ময়ুধানাং  
ভগবতীপাদারবিন্দসম্ভব উক্তঃ । তথৈব চ “মরীচয়ঃ স্বায়ম্ভুবাঃ” ‡ ইতি শ্রুত্যা  
তেষাং মরীচীনাং সৃষ্টিস্থিতিলয়করত্বমুক্তম্ । এতদুক্তং ভবতি—সূর্য্যচন্দ্রাগ্নয়ঃ  
ভগবতীপাদারবিন্দোদ্ভূতানন্তকোটিকিরণমধ্যে কতিপয়ান্ কিরণানাহৃত্য ভগবতী-  
প্রসাদসমাসাদিতজগৎপ্রকাশনসামর্থ্যাৎ জগন্তি প্রকাশয়ন্তীতি । অতশ্চ সর্ব-  
লোকাভিক্রান্তং চন্দ্রকলাচক্রং বৈন্দবস্থানমিতি । তত্র বর্তমানং চরণাষুজম্ ।  
অনেককোটিব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডাণ্ডাবচ্ছিন্নময়ুধানাং উপর্য্যেব বর্তমানত্বাৎ “তেষামপ্যুপরি  
তব পাদাষুজং বর্ততে” ইতি সিদ্ধান্তবাদঃ, ন হ্যারোপস্ততিরিত্যমুসন্ধেয়ম্ । যথোক্তং  
ভৈরববামলে চন্দ্রজ্ঞানবিজ্ঞায়াং গৌরীং প্রতি মহেশ্বরেণ :—

সাধু সাধু মহাভাগে পৃষ্টং ত্রৈলোক্যমুন্দরি ।

শুহাদ্গুহতমং জ্ঞানং ন কুত্রাপি প্রকাশিতম্ ॥

কলাবিজ্ঞা পরাশক্রে: § ত্রীচক্রাকাররূপিনী ।

তন্মধ্যে বৈন্দবস্থানং তত্রাস্তে পরমেশ্বরী ॥

সদাশিবেন সম্পৃক্তা সর্বতত্ত্বাতিগা সতী ।

চক্রং ত্রিপুরমুন্দরীয়াঃ ব্রহ্মাণ্ডাকারমৌশরি ॥

\* “চন্দ্রাঃ” ইত্যেব কচিংপাঠঃ ।

† তৈ: ব্রা: ৩।১২।৩

‡ তৈ: অা: ১।২৭

§ শক্তি: ইতি বা পাঠঃ



গচ্ছত্বাত্মকং চৈব তস্মাত্রাত্মকমেব চ ।  
 ইন্দ্রিয়াত্মকমেবং চ মনস্তত্ত্বাত্মকং তথা ॥  
 মাদাদিতত্ত্বরূপং চ তত্ত্বাতীতং চ বৈন্দবন্ ।  
 বৈন্দবে জগৎপত্তিস্থিতিসংহারকারিণী ॥  
 সদাশিবেন সম্পৃক্তা তত্ত্বাতীতা মহেশ্বরী ।  
 জ্যোতীরূপা পরাকারা যন্তা দেহোদ্ভবাঃ শিবে ॥  
 কিরণাশ্চ সহস্রং চ দ্বিসহস্রং চ লক্ষকম্ ।  
 কোটির্যর্কদুদ্যেতেষাং পরা সংখ্যা ন বিদ্যতে ॥  
 তামেবানুপ্রবিষ্টেব ভাতি লোকং চরাচরম্ ।  
 যন্তা দেব্যা মহেশানি ভাসা সর্বং বিভাসতে ॥  
 তদ্ভাসা রহিতং কিঞ্চিৎ ন চ যচ্চ প্রকাশতে ।  
 তন্তাশ্চ শিবশক্তেষ্চ চিদ্রূপায়াশ্চিতিং বিনা ॥  
 আক্ৰামাপত্ততে নূনং জগদেতচ্চরাচরম্ ।  
 তেবামনস্তকোটীনাং ময়ুধানাং মহেশ্বরী ॥  
 মধ্যে ষষ্ঠ্যন্তরং তেহমী ত্রিশতং কিরণাঃ শিবে ।  
 ব্রহ্মাণ্ডং বায়ুবানাস্তে সোমস্বর্য্যানলাঘনা ॥  
 অগ্নেরষ্টোত্তরশতং বোড়শোত্তরকং রবেঃ ।  
 ষট্‌ত্রিশদ্বত্তরশতং চক্ৰস্ত কিরণাঃ শিবে ॥  
 ব্রহ্মাণ্ডং ভাসয়ন্তস্তে পিণ্ডাণ্ডমপি শঙ্করি ।  
 দিবা স্বর্য্যস্তথা রাত্রৌ সোমো বহ্নিষ্চ সন্ধ্যয়োঃ ॥  
 প্রকাশয়ন্তঃ কালাংস্তে তস্মাৎ কালাত্মকাজয়ঃ ।  
 ষষ্ঠ্যন্তরং চ ত্রিশতং দিনাত্তেব চ হায়নম্ ॥  
 হায়নায়া মহাদেবঃ প্রজাপতিরিতি ঋতিঃ ।  
 প্রজাপতির্লোককর্তা মরীচিপ্রমুখান্ মুনীন্ ॥  
 সৃজতোতে লোকপালান্ তে সর্কে লোকরক্ষকাঃ ।  
 সংহারশ্চ হর্যায়ন্ত উৎপত্তির্ভবনির্মিতা ॥  
 রক্ষা তু মৃড়সংলগ্না সৃষ্টিস্থিতিলয়ে শিবঃ ।  
 নিযুক্তঃ পরমেশাত্মা জগদেবং প্রবর্ততে ॥  
 ইতি ।

“তামেবানুপ্রবিষ্ট” ইত্যাদিনা—“তমেব ভাস্তমহুভাতি সর্বং তন্ত ভাসা

সর্বমিদং বিভাতি” \* ইতি ঋতার্থোহনুদিতঃ । অত্র বহু বক্তব্যমস্তি, তদ্ব্তরত্র  
সমাগ্নিরূপরিচ্ছাদঃ ॥ ১৪ ॥

**সঙ্গীত-টীকা**—মূলধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর  
অনাহত এবং আজ্ঞা এই ষট্চক্র । এই ষট্চক্রের দুই দুই চক্র লইয়া এক এক  
খণ্ড । প্রথম খণ্ডের উপরিভাগে অগ্নিস্থান । দ্বিতীয় খণ্ডের উপরিভাগে সূর্য্যের  
স্থান । তৃতীয় খণ্ডের উপরিভাগে চন্দ্রস্থান । প্রথম খণ্ডস্থিত অগ্নির কিরণ-সংখ্যা  
অষ্টোত্তরশত । তাহার মধ্যে ক্ষিতি অর্থাৎ মূলধারচক্রে ৫৬ এবং জল অর্থাৎ  
মণিপূরকে ৫২ আর হতাশন অর্থাৎ বহ্নিস্থানের অন্তর্গত স্বাধিষ্ঠানচক্রে সূর্য্যের  
কিরণ ৫৪ । সূর্য্যকিরণ মোট ১১৬ । আকাশ অর্থাৎ বিত্ত্বচক্রে চন্দ্রকিরণ  
৭২ এবং আজ্ঞাচক্রে চন্দ্রকিরণ ৬৪ চন্দ্রকিরণ মোট—১৩৬ । হে ভগবতি, এই  
সমস্তের উপর তোমার চরণযুগল অবস্থিত । আজ্ঞাচক্রের উপরে সহস্রদলপদ্মে  
তোমার স্থিতি । গূঢ় অর্থ এই যে ত্রিবিধার নামান্তর চন্দ্রকলাবিজ্ঞা—৩৬০  
তিথিতে একবৎসর । এই ৩৬০ তিথিই হইল সর্বসমেত ৩৬০ কিরণস্বরূপ । ইহা  
সংবৎসর । প্রভাপতিমাথে কথিত । সেই সকল কিরণও আপনার পাদপদ্ম  
হইতে উদ্ভূত, অতএব সেই সকল কিরণের উপরে আপনার পাদপদ্ম বিরাজিত ।

**অন্যান্য-টীকা**—অথাস্তম্ভাতৃকাক্রমমাহ ক্ষিতাবিতি । হে  
মাতঃ ! পৃথিব্যাदिষু ব্রহ্মাদিশক্তিষু ষষ্ট্যন্তরশতত্রয়সংখ্যা যে মনুষ্যাঃ কিরণা  
বর্ণরূপিণঃ সন্তি তেষামুপরি তব পাদাঙ্ঘ্র্যযুগং হংস ইত্যঙ্করদ্বয়রূপং ভাতিত্যবয়ঃ ।  
তথাচ ব্রহ্মযামলে,—“পৃথিবী ব্রহ্মণঃ শক্তির্জলং নারায়ণস্ত চ । বহ্নী ব্রহ্মস্ত  
ব্রহ্মাণী বায়ুরীশস্ত চেশ্বরী । মচেশ্বরস্ত চাকাশং শক্তিস্মাহেশ্বরীতি চ । এতৎ  
পঞ্চাঙ্কং প্রোক্তং ষষ্টচক্রে বাবস্থিতম্ ॥” কুত্র কতি মনুষ্যা ইত্যাহ,—ক্ষিতৌ  
মূলধারে ষট্-পঞ্চাশৎ পঞ্চাশম্ভাতৃকাঃ ঐ হ্রীং ত্রীং ঐঃ ক্রীং সৌঃ । ইতি ষট্-  
পঞ্চাশদ্বর্ণরূপাঃ পৃথ্বীমনুষ্যাঃ । উদকে স্বাধিষ্ঠানে দ্বিসমধিকপঞ্চাশৎপঞ্চাশম্ভাতৃকাঃ  
সৌঃ ত্রীং ইতি দ্বিপঞ্চাশদ্বর্ণরূপাঃ জলমনুষ্যাঃ । হতাশে মণিপূরে দ্বাবষ্টিঃ, ককারাদি-  
বর্ণচতুষ্টিয়া চতুর্দশস্বরূপাঃ চতুরাবৃত্ত্যাং হ, স, ইত্যঙ্করদ্বয়াং (অকারাদিবর্ণাচ্চতু-  
র্দশস্বরূপাঃ চতুরাবৃত্ত্যা হ স ইত্যঙ্করদ্বয়াং—পাঠান্তরম্) দ্বাবষ্টিবর্ণরূপা মনুষ্যাঃ ।  
অনিলে অনাহতচক্রে পঞ্চাশম্ভাতৃকাঃ ঐ র্ ল ঐ ইতি মণিতাঃ চতুঃপঞ্চাশদ্বর্ণরূপা  
বায়ুকিরণাঃ । দিবি বিত্ত্বচক্রে ষট্-ত্রিংশদ্ দ্বিগুণিতা অকারাদিচতুর্দশস্বরূপা  
পঞ্চাবৃত্ত্যা ঐ হ্রীং ইতি দ্বিসপ্ততিবর্ণরূপাঃ আকাশকিরণাঃ । মনসি আজ্ঞাচক্রে

অকারাদি-ষোড়শস্বরশ্চ চতুরার্বভ্যা চতুঃষষ্টিবর্ণরূপা মনঃকিরণাঃ । ইত্যেভিঃ প্রণবস্ত  
 ষষ্ট্যন্তরশতত্রয়ৈককৈঃ সহ হ স ইত্যক্ষরদ্বয়ং ষট্চক্রেষু বিভ্রাসেদিতি সাম্প্রদায়িকাঃ ।  
 অথবা ষট্চক্রাণি বসন্তাদিষড়্ভূতবঃ । মযুখাঃ অহোরাাত্রাণি । তেন ষট্চক্র-সমুদায়ে  
 বৎসরপরিমিতঃ কালঃ । তব পাদাম্বুজযুগং ব্রহ্মপরমব্রহ্মস্বরূপং নাদবিন্দ্বাঙ্কং  
 তদুপরি কালাগোচর ইত্যর্থঃ । ষট্পঞ্চাশদ্বিসাঙ্কাকো বসন্তঃ । দ্বিপঞ্চাশ-  
 দ্বিসাঙ্কাকো গ্রীষ্মঃ । ইত্যাদিক্রমেণ তান্ত্রিকা ঋতবো জ্ঞাতব্যা ইতি কশ্চিৎ ।  
 কেচিত্তু পার্শ্বানি অষ্টাবিংশতিতদ্বানি শিবশক্তিভেদেন দ্বিগুণিতানি । এবম্  
 আপ্যানি ষড়্বিংশতিতদ্বানি দ্বিগুণিতানি, তৈজসানি একবিংশতিতদ্বানি দ্বিগুণি-  
 তানি, বায়ব্যানি সপ্তবিংশতিতদ্বানি দ্বিগুণিতানি, নভোভাগানীতি ষট্ত্রিংশতদ্বানি  
 শিবশক্তিভেদেন দ্বিগুণিতানি । এতেন ষষ্ট্যন্তরশতত্রয়াণি তদ্বানি তাত্ত্বৈব  
 মনুখান্তেবামুপরি তব পাদাম্বুজং সর্বতদ্বাতীত-পরঞ্চেন ভাতীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ ।**—হে জননি ! মূলাধারচক্রে পৃথিবীর যে ষট্পঞ্চাশৎ কিরণ  
 আছে, স্বাধিষ্ঠানচক্রে জলের যে দ্বিপঞ্চাশৎ কিরণ রহিয়াছে, মণিপূরচক্রে  
 তেজের যে দ্বিষষ্টি কিরণ আছে, অনাহতচক্রে বায়ুর যে চতুঃপঞ্চাশৎ কিরণ  
 রহিয়াছে, বিম্বদ্ব্যচক্রে আকাশে যে দ্বিসপ্ততিসংখ্যক কিরণ আছে এবং আজ্ঞাচক্রে  
 মনের যে চতুঃষষ্টিসংখ্যক কিরণ বিদ্যমান, তদুপরি হংস এই অক্ষরদ্বয়রূপ তোমার  
 পাদপদ্ম শোভা পাইতেছে ॥ ১৪ ॥

**তাত্পর্য্য ।**—মূলাধার নামক চক্রে পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ এবং ঐ হ্রীঁ ঐ  
 ঐ ক্লী সোঃ, এই ষট্পঞ্চাশৎ বর্ণই পৃথিবীর কিরণ এবং এই কিরণ ব্রহ্মার শক্তি  
 গায়ত্রী হইতে অভিন্ন । স্বাধিষ্ঠানচক্রে অকারাদি পঞ্চাশদ্বর্ণ ও সোঃ ঐ  
 এই দ্বিপঞ্চাশৎ বর্ণই জলের কিরণ এবং এই কিরণ বিষ্ণুর শক্তি মহালক্ষ্মী হইতে  
 অভিন্ন । মণিপূর-সংজ্ঞক চক্রে ককারাদি চারি বর্ণ ক, এ, ঙ্গ, ল, এবং চারি-  
 গুণিত চতুর্দশ স্বর ও হ স অক্ষরদ্বয় এই বর্ণদ্বয় ( পাঠান্তরে অনুবাদ ।—অ আ ই ঐ  
 এই চারিবর্ণ চতুরার্বভ অকারাদি চতুর্দশস্বর এবং ‘হ’ ‘স’ এই বর্ণদ্বয় ) সমুদায়ে  
 এই দ্বাষষ্টি (৬২) তেজের কিরণ এবং এই কিরণ রুদ্রশক্তি রুদ্রাণী হইতে অভিন্ন ।  
 অনাহত-চক্রে পঞ্চাশৎ মাতৃকা-বর্ণ ও ‘ং রং লং বং, এই চারি বর্ণ, সমুদায়ে এই  
 চতুঃপঞ্চাশৎ বর্ণই বায়ুর কিরণ এবং এই কিরণ নারায়ণশক্তি নারায়ণী হইতে  
 অভিন্ন । বিম্বদ্ব্যচক্রে অকারাদি চতুর্দশ স্বরকে পাঁচ দ্বারা গুণ করিয়া তাহার  
 সহিত ‘ঐ হ্রী’ এই বর্ণদ্বয় যোগ করিলে যে দ্বিসপ্ততি বর্ণ হইল, তাহাই আকাশের  
 কিরণ এবং এই কিরণ মহেশ্বরশক্তি মাহেশ্বরী হইতে অভিন্ন । আজ্ঞানামক

চক্রে অকারাদি ষোড়শ স্বরকে চারি দ্বারা গুণ করিলে যে চতুঃষষ্টি বর্ণ হয়, তাহাই মনের কিরণ এবং এই কিরণ পরশিবের শক্তি সিদ্ধকালী হইতে অভিন্ন। প্রণবের এই ত্রিশতষষ্টিসম্বন্ধ ( ৩৬০ ) রশ্মিবৃন্দের উপর হংস এই অক্ষরদ্বয় রক্ষিয়াছে। কিংবা ষট্ চক্র—বসন্তাদি ছয় ঋতু, ময়ূখ অহোরাত্র। তিন শত বাইট অহো-রাত্রি, ছয় ঋতুর ময়ূখ অর্থাৎ রশ্মি। সমুদায় চক্র এই এক বৎসর। তদুপরি অর্থাৎ এই কালচক্রের অতীত, তোমার নাদবিন্দুরূপ চরণসুগল পরব্রহ্মই স্বরূপ। কেহ বলেন, ষট্ পঞ্চাশৎ দিবসে বসন্ত-ঋতু, দ্বিপঞ্চাশৎ দিবসে গ্রীষ্ম ঋতু, দ্বিষষ্টি দিবসে বর্ষা-ঋতু; চতুঃপঞ্চাশৎ দিবসে শরৎঋতু, দ্বিসপ্ততি দিবসে হিম-ঋতু, চতুঃষষ্টি দিবসে শিশির-ঋতু হয়। তদ্ব্যাপ্তোক্ত ঋতুগণনা এইরূপ বিভিন্ন ঋতুর যে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যাবুক্ত দিন, তাহাই ময়ূখ বা রশ্মি। এই মিলিত রশ্মিতে অর্থাৎ তিন শত বাইট দিনে এক বৎসর।

আবার কেহ কেহ বলেন, পাণ্ডিবে অষ্টাবিংশতি তব শিবশক্তিতেদে দ্বিগুণিত হইয়া পৃথিবীর রশ্মিবৃন্দ হইয়াছে। জনীয় ষড়্ বিংশতি তব শিবশক্তিতেদে দ্বিগুণিত হইয়া জলের দ্বিপঞ্চাশৎ রশ্মি, তেজের একত্রিংশৎ তব শিবশক্তি-ভেদে দ্বিগুণিত হইয়া দ্বিষষ্টি রশ্মি, বায়ুর সপ্তবিংশতিতব দ্বিগুণিত হইয়া চতুঃপঞ্চাশৎ রশ্মি, আকাশের ষট্ ত্রিংশৎ তব দ্বিগুণিত হইয়া দ্বিসপ্ততি রশ্মি এবং মনের ষাট্রিংশৎ তব ঐরূপ শিবশক্তিতেদে দ্বিগুণিত হইয়া চতুঃষষ্টি রশ্মি হইয়াছে। এইরূপ ষষ্ঠাধিকশতত্বয় তবস্বরূপ রশ্মিবৃন্দের উপর তোমার চরণসুগল অর্থাৎ ভূমি সমুদায় তবের অতীত ॥ ১৪ ॥

শরজ্জ্যোৎস্নাশুভ্রাং \* শশিবৃতজটাজুটমু(ম)কুটাং,

বর-ত্রাসত্রাণ-স্ফটিক গুণিকা-† পুস্তককরাম্।

সক্লমত্বা ন ত্বাং ‡ কথমিব সতাং সম্বিন্দধতে,

মধু-ক্ষীর-দ্রাক্ষা-মধুরিম-ধুরীণা ভ(ঃফ)ণিতয়ঃ ॥ ১৫ ॥

সাম্মীধররূপ-টীকা।—সারস্বত প্রয়োগমাহ—শরজ্জ্যোৎস্নাশুভ্রাং—  
শরদি শরৎকালে জ্যোৎস্না চন্দ্রিকা তবচ্ছক্লঃ অতিশুভ্রাম্। শশিবৃতজটাজুটমু(ম)কুটাং  
শশিনা চক্রেণ বৃত্তো বৃত্তঃ জটাজুটো মকুটো বস্তান্তাঃ চন্দ্রকলাবতঃসামিত্যর্থঃ।

\* ‘শুভ্রাং’ ল-পাঠঃ।

‡ “বটিকা” ইতি ল। বটিকা ইতি চ কন্দিৎ। ‘গুনিকা’ ইত্যপি পাঠঃ।

† ‘দ্বা’ ইতি ল।

বর-ত্রাস-ত্রাণ-ফটিক-ঘটিকা-পুস্তক-করাম্—বরঃ ইষ্টদানমুদ্রা, ত্রাস-ত্রাণঃ অভয়-  
দানমুদ্রা, ফটিক-ঘটিকা ফটিকপানপাত্রম্। ফটিকাক্ষমালেনি কেচিৎ,—তৎপক্ষে  
ফটিকশুলিকেতি পাঠঃ। পুস্তকং বিদ্যানুদ্রা, পুস্তকং বা! ঐতৈযুক্তকরাম্।  
শাকপার্বিবাতিহাং মধ্যানপদলোপঃ। ন তু ফটিকঘটিকা-পুস্তকানি করেষু যন্তাঃ  
ইতি সপ্তমীবহরীহিঃ। “প্রহরণাদিত্য উপসংখ্যানম্” ইতি তন্ত প্রহরণাদিত্য  
এবেতি নিয়তত্বাৎ। সক্রুৎ একবারম্। নকারো নিষেধার্থঃ। ত্বা ত্বামিত্যর্থঃ।  
নত্বা নমস্কারং কৃত্বা। কথং কথঞ্চিৎ। ইবেতি বাক্যালঙ্কারে। সতাং কবীশ্বরগণাম্।  
সংনিদধতে সংনিধানং প্রাপ্নুবন্তি। মধুকীরদ্রাক্ষামধুরিমধুরীণাঃ ফণিতয়ঃ মধু-  
কৌজং, ক্ষীরং পয়ঃ, দ্রাক্ষা মৃদোকা, এতেষাং মধুরিমা নাধুর্য্যং, তত্র ধুরীণাঃ ধুরং  
বহন্তীতি ধুরীণাঃ অগ্রেসরাঃ তদ্ব্যমধুনা ইত্যর্থঃ। ফণিতয়ঃ বাগৈথর্থ্যাঃ।

অত্রেথং পদযোজনা—হে ভগবতি! শরজ্জ্যোৎস্নাগুহ্মাং শশিযুতজটাজুটমকুটাং  
বর-ত্রাস-ত্রাণ-ফটিক-ঘটিকা-পুস্তক-করাম্ ত্বা সক্রুন্নত্বা সতাং মধুকীরদ্রাক্ষামধুরিম-  
ধুরীণাঃ ফণিতয়ঃ কথমিব ন সন্নিদধতে ॥

অগমর্থঃ—অত্র বাতিরেকমুথেন সক্রুন্নমস্কারোহপি কবিত্ববীজভূতসংস্কারোৎ-  
পাদকঃ। তদভাবে প্রকারান্তরেণ যেন কেনাপি তদ্বীজোৎপত্তিনাস্তীতি স্মৃচিতম্॥১৫॥

**সম্বীথরতীকার মৰ্ম্মানুবাদ।**—(সারস্বতপ্রয়োগ কথিত হই-  
তেছে) হে ভগবতি, শরচ্ছত্রিকার ত্রায় অতিশুভ্রবর্ণা চক্ৰকলাবতংসা, বর, অভয়,  
ফটিকপানপাত্র, এবং পুস্তক-যুক্তহস্তা তোমাকে একবার নমস্কার না করিলে কবী-  
শ্বরগণেরও মধুকীর দ্রাক্ষাতুলা মধুরতম বাণী কিরূপে সন্নিহিত হয়? অর্থাৎ ব্রহ্মাদি  
কবীশ্বরগণ তোমার ঐ রূপের নমস্কারফলেই কবিত্বলাভ করিয়াছেন, তাহা না  
করিলে, কোনমতেই কবিত্বলাভ কাহারও হয় না ॥ ১৫ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—বীজত্রয়াধিষ্ঠাতৃ-জ্ঞান-ক্রিয়েচ্ছা-শক্তীনাং  
শ্লোকত্রয়েণ ধ্যানফলং বিবক্ষুঃ প্রথমং বাগ্ভবরূপক্রিয়াশক্ত্যা ধ্যানমাহ শর-  
দিত্যি। হে মাতঃ! সক্রুদপি ত্বাং ন নত্বা পণ্ডিতানাং ভণিতয়ঃ কবিত্বরূপাঃ  
শকাঃ কথং সন্নিদধতে সন্নিদধবন্তি। ন ত্বাং নত্বা পণ্ডিতানামপি কবিত্বং ন সন্নিদধী-  
তবতীত্যর্থঃ। ভণিতয়ঃ কিঙ্কতাঃ? মধুকীরদ্রাক্ষা-মাধুর্য্যেণ ধুরীণা ভারযুক্তা  
নানারসগভীরা ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। ত্বাং কিঙ্কতাম্? শরজ্জ্যোৎস্নাগুহ্মাং জ্যোৎ-  
স্নায়া ব্যাপকত্বাৎ বিশ্বব্যাপককাস্তিমিতি ভাবঃ। শশিযুতো জটাসমূহো যুকুটো  
যন্তাঃ। বর-ত্রাস-ত্রাণ-ফটিক-শুলিকা-পুস্তক-করাম্ বরাতরমুদ্রাক্ষমালাপুস্তকানি  
করেষু যন্তাঃ। চতুর্ভুজামিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ ।—**( হে বাগ্ভবকূটাধিষ্ঠাত্রী ! বা বাগ্ভবাধিষ্ঠাত্রী জননি ! )  
তোমার কান্তি শরৎকালীন চন্দ্রমার ত্যায় নির্মল ও দিগন্তব্যাপিনী, তোমার শিরো-  
দেশে চন্দ্রকলারূপ মুকুট ও সুরম্য জটাকলাপ শোভা পাইতেছে, তোমার হস্ত-  
চতুষ্টয়ে বর, অভয়, অক্ষমালা ও পুষ্পক রহিয়াছে । মাত ! এই প্রকার মূর্তিবৃত্তা  
তোমাকে যাহারা একবারমাত্রও নমস্কার না করেন, মধু, ক্ষীর ও দ্রাক্ষার ত্যায়  
অপূৰ্ণ মাধুর্য্যসম্পন্ন নানারসগভীর কবিতারচনা তাঁহাদিগের নিকটে আসিবে  
কিরূপে ? অর্থাৎ বাগ্ভবকূটাধিষ্ঠাত্রী তোমায় একবার নমস্কার করিলেও কবিত্ব-  
সম্পন্ন হওয়া যায় ॥ ১৫ ॥ \*

কবীন্দ্রাণাং চেতঃকমলবনবালাতপরুচিং,  
ভজন্তে যে সন্তঃ কতিচিদরুণামেব ভবতীম্ ।  
বিরিক্খিপ্রেয়শ্চাস্তরুণতরশৃঙ্গারলহরী-  
গভীরাভিৰ্বাগ্ভিৰ্বিদধতি সভারঞ্জনমমী ॥ ১৬ ॥

**লক্ষ্মীধররূপ-টীকা ।—**কবীন্দ্রাণাং—কবীশ্বরগণাম্ । চেতঃকমল-  
বনবালাতপরুচিং—চেতাংশ্চৈব কমলানি পদ্মানি, তেবাং বনং বগুং, তস্ম বালাতপ-  
রুচিঃ প্রাভাতিকারুণকান্তিঃ, তাং, ভজন্তে সেবন্তে যে সন্তঃ সৎপুরুষাঃ কতিচিৎ  
বিরলাঃ অরুণামেব অরুণাখ্যাম্ অরুণবর্ণাং চ ভবতীং ত্বাং বিরিক্খিপ্রেয়শ্চাঃ বিরিক্খিঃ  
ব্রহ্মা, তস্ম প্রেয়শ্চাঃ প্রিয়ায়াঃ সরস্বত্যাঃ তরুণতর-শৃঙ্গার-লহরী-গভীরাভিঃ তরুণতরে  
অতিযৌবনে । যদ্বা—তরুণতরশ্চাসৌ শৃঙ্গারশ্চ তস্ম লহরী উজ্জ্বলপ্রবাহঃ । যদ্বা—  
লহরীশব্দেন সমুদ্রস্ত চন্দ্রোদয়ে যাদৃশ উৎসেকঃ সঃ উচ্যতে । লহরীযুক্তগভীরাভিঃ  
অতিগভীরাভিরিত্যর্থঃ । বাগ্ভিঃ বাগ্ধিলাসৈঃ বিদধতি কুৰ্ব্বন্তি সতাং সভাসদাং  
রঞ্জনং হৃদয়ানুরঞ্জনম্ । অমী সন্তঃ পরামুশ্রুন্তে ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! কবীন্দ্রাণাং চেতঃকমলবনবালাতপরুচিম্  
অরুণামেব ভবতীং কতিচিৎ যে সন্তঃ ভজন্তে, অমী সন্তঃ বিরিক্খিপ্রেয়শ্চাঃ তরুণতর-  
শৃঙ্গারলহরীগভীরাভিঃ বাগ্ভিঃ সতাং রঞ্জনং বিদধতি ।

\* ঐ ক্লী\* সৌঃ এই বীজব্রহ্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তির  
ধ্যানকল বলিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ ক্রিয়াশক্তির ধ্যান বলা হইল । ইহা টীকাকার  
অচ্যুতানন্দের মত । সিদ্ধান্ত এই যে, ত্রিপুরাসুন্দরীর ত্রিকূট মন্দির,—বাগ্ভবকূট, কামরাজ-  
কূট ও শক্তি-কূট ! বাগ্ভবকূটাধিষ্ঠাত্রীর ধ্যান এই স্থলে বলা হইল, ইহার পর  
শ্লোক দ্বারা বধাক্রমে কামরাজকূট ও শক্তিকূটের অধিষ্ঠাত্রীর ধ্যান কথিত হইবে ।

অর্থঃ—হৃদয়কমলে ভগবতীমরুণাং ধ্যায়ন্তঃ পুষ্টাবমাপন্ন সুরস্বতীব শৃঙ্গার-  
রসপ্রধানৈঃ বাগ্‌বিলাসৈঃ সভারঞ্জনং কুর্কন্তি । ভগবত্যাঃ মাতৃকাস্বকছাৎ সুরস্বতী-  
রূপত্বেনৈব সারস্বতপ্রদত্তম্ । অরুণবর্ণাধ্যানমহিমা শৃঙ্গাররসপ্রাধান্যেন বাগ্‌বিলাস  
প্রবৃতিরিতি । যথোক্তং বামকেশ্বরতন্ত্রে :—

অরুণাখ্যাং ভগবতীম্ অরুণাভাং বিচিন্তয়েৎ ।

পাশাঙ্কুশধরাং দেবীং ধনুর্ক্সাণধরাং শিবাম্ ॥

বরদাভয়হতাং চ পুষ্টকাক্ষপ্রগমিতাম্ ।

অষ্টবাহুং ত্রিনয়নাং খেলন্তীমমৃতাধুধৌ ॥

স করোত্বেব শৃঙ্গাররনাস্বাদনলম্পটান্ ।

সভাসদঃ সদা সর্বান্ সাধকেভ্যঃ সভাস্থলে ॥ ইতি ॥

অত্র পরম্পরিতরূপকমলকারঃ, বালাতপকুচিভারোপণস্ত চেতসি কমলত্বা-  
রোপণস্ত নিমিত্তত্বাং, “রূপকহেতুরূপকং পরম্পরিতং” ইতি লক্ষণাং ॥ ১৬ ॥

**লক্ষ্মীধর-টীকান্ন-অর্থানুবাদ** ।—হে ভগবতি ! যে কয়টি সং-  
পুরুষ, কবীশ্বর-চিত্ত-কমলবনে প্রাত্যাতিকাতপারুণকাস্তি ‘অরুণা’রূপা তোমাকে  
ভজনা করেন, তাঁহারা পুরুষরূপপ্রাপ্ত সুরস্বতীর ত্রায় শৃঙ্গাররসপ্রধান কলা-  
বৈভাবে সভারঞ্জন করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা** ।—কামাধিষ্ঠাতৃ-ইচ্ছাশক্ত্যা ধ্যানমাহ  
কবীতি । যে কতিচন সন্তঃ অরুণবর্ণামেব ভবতীঃ ভজন্তে ধ্যায়ন্তি । অমী বাগ্‌ভিঃ  
সভারঞ্জনং বিদধতি কুর্কন্তি । কিম্বৃতাম্ ? কবীজ্ঞাণাং চেতঃকমলবনেষু বাল-  
সুখ্যাকিরণবৎ কুচির্ঘ্রাঃ তাম্ । বাগ্‌ভিঃ কিম্বৃত্যভিঃ ? বিরিকিপ্রয়ন্তাঃ সুরস্বত্যা  
গতপত্তরূপায়াঃ অভিনবশৃঙ্গাররসবাহুল্যেন গভীরাভিঃ সভাসদাঃ শৃঙ্গার-রসেন যথা  
সুখমুৎপত্ততে ন তথান্তরসেনেতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ** ।—( হে কামরাজকূটাধিষ্ঠাত্রী বা কামবীজাধিষ্ঠাত্রী জননি ! )  
তুমি মহাকবিদিগের চিত্তরূপ কমলবনে নবোদিত সুখ্যাকিরণরূপে বিরাজিতা  
রহিয়াছ । তোমার অরুণবর্ণ । যে সকল সাধু ব্যক্তি এইপ্রকার মূর্ত্তিধারিণী  
তোমাকে ভজনা করেন, তাঁহারা গত-পত্তময়ী সুরস্বতীর অভিনব শৃঙ্গার-রস-  
তরঙ্গ-নিভম্বিনী গভীরাৰ্থ রচনা দ্বারা সভাস্থিত জনগণের মনোরঞ্জন করিতে  
সমর্থ হইবেন ॥ ১৬ ॥ \*

\* এই স্থলে ক্রীঃ এই কামবীজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইচ্ছাশক্তিরূপা গৌরী ধ্যান  
বিবৃত হইল ।

সবিত্রীভির্বাচাং শশিমণিশিলাভঙ্গরুচিভি-

বশিত্তাভাভিস্তাং সহ জননি সঞ্চিস্তয়তি যঃ ।

স কৰ্ত্তা কাব্যানাং ভবতি মহতাং ভঙ্গিস্তভগৈ-\*

বচোভির্বাগেদবী-বদন-কমলামোদ-মধুরৈঃ ॥ ১৭ ॥

**লক্ষীধরকৃত-টীকা।**—সবিত্রীভিঃ জনয়িত্রীভিঃ বাচাং গিরাং শশিমণিশিলাভঙ্গরুচিভিঃ চন্দ্রকাস্তমণিশকলতুলাকাস্তিভিঃ । দলিতচন্দ্রকাস্তমণেঃ অতিধাবল্যং লোকসিদ্ধম্ । বশিত্তাভাভিঃ বশিনীপ্রমুখাভিঃ । তদ্বৃণগসংবিজ্ঞানো বহুব্রীহিঃ—বশিনী আত্মা যাসাং তাঃ শক্তয়েহষ্টৌ বশিত্তাভাঃ । যোগিত্তো দ্বাদশ, গন্ধাকর্ষণাদয়শ্চতস্র ইতি বশিত্তাভাঃ । অত্র একস্ত আত্মাশব্দস্ত লোপঃ বশিত্তাভাভা ইত্যর্থঃ । বশিত্তষ্টকং—বশিনী, কামেশ্বরী, মোদিনী, বিমলা, অরুণা, জয়িনী, সর্বেশ্বরী, কোলিনী । ( যোগিত্তাদীনামানি বক্ষ্যন্তে ) এতাভিঃ স্বাং ভবতীং সহ সাকং জননি ! হে মাতঃ ! সঞ্চিস্তয়তি যঃ, সঃ সাধকঃ কৰ্ত্তা রচয়িতা কাব্যানাং প্রবন্ধানাং ভবতি সমর্থঃ প্রভবতি মহতাং মহাত্মনাং কালিদাসপ্রভৃतीনাং ভঙ্গিরুচিভিঃ ভঙ্গীনাং রেখাণাং রুচিভিঃ স্বাত্তিভিঃ বচোভিঃ বাখিলাসৈঃ বাগ্গেদবীবদনকমলামোদমধুরৈঃ বাগ্গেদব্যাঃ ভাবত্যাঃ বদনকমলে য আমোদঃ পরিমলঃ তেন মধুরৈঃ অব্যক্তৈঃ পুষ্টাবমাপন্ন্যাঃ ভাবত্যাঃ বাখিলাসৈঃ ইমে ইত্যেবং ভ্রমজনকৈরিত্যর্থঃ ।

অত্রৈখং পদবোজনা—হে জননি ! বাচাং সবিত্রীভিঃ শশিমণিশিলাভঙ্গ-  
রুচিভিঃ বশিত্তাভাভিঃ সহ স্বাং যঃ সঞ্চিস্তয়তি, স মহতাং ভঙ্গিরুচিভিঃ বাগ্গেদবীবদন-  
কমলামোদমধুরৈঃ বচোভিঃ কাব্যানাং কৰ্ত্তা ভবতি ।

অত্রৈদমত্বেদম্—“বশিত্তাভাভিঃ স্বাম্” ইত্যত্র স্বামিত্যেনেন ভগবত্যাঃ স্বরূপ-  
মুক্তম্ । ভগবত্যাঃ স্বরূপং তু পঞ্চাশদ্বর্ণাঙ্ঘিকা মাতৃকৈব । এতন্তু “শিবঃ শক্তিঃ  
কামঃ” † ইত্যাদিন্নৈকব্যাখ্যানাবসরে প্রপঞ্চয়িত্যে । সেয়ং পঞ্চাশদ্বর্ণাঙ্ঘিকা  
মাতৃকা অষ্টবর্ণাঙ্ঘিকা ভবতি । তে চাষ্টবর্ণাঃ অকচটতপদশাদয়ঃ । অকারাদয়ঃ  
ষোড়শ স্বরাঃ প্রথমো বর্গঃ । কাদয়ঃ পঞ্চ দ্বিতীয়ঃ । চাদয়ঃ পঞ্চ তৃতীয়ঃ । টাদয়ঃ  
পঞ্চ চতুর্থঃ । তাদয়ঃ পঞ্চ পঞ্চমঃ । পাদয়ঃ পঞ্চ ষষ্ঠঃ । বাদয়শ্চদ্বারঃ সপ্তমঃ ।  
শাদয়ঃ পঞ্চ অষ্টমঃ । একঃ অষ্টবর্ণাঙ্ঘিকা ভগবতী মাতৃকা ত্রিপুরসুন্দরী  
অকচটতপদশবর্ণৈর্ষু বধাক্রমং বশিত্তাদিশক্তিভিব্যোজিতা বিন্দুত্রিকোণাঙ্ঘকশিব-

\* ‘ভঙ্গিরুচিভিঃ’ ইতি ল ।

† ৩২ য়োকঃ ।



চক্রচতুষ্টয়বসুকোণদশাভিষিতগচতুর্দশকোণাঙ্কবেষু অষ্টম চক্রেষু যোজিতা ধাতা  
সত্তী কাব্যাকর্ষসম্পাদিকা। বশিতাভিষিতি আদিশঙ্কেন কামেশ্বরীপ্রভৃতীনাং  
সমস্তানাং সংগ্রহণং বিজ্ঞাদিষাদশযোগিনীসংগ্রহণং গন্ধাকর্ষণাদিচতুষ্টয়সংগ্রহণং  
কৃতমিত্যুক্তং ভবতি। বশিতাষ্টকমুক্তম্। যোগিনীষাদশকং তু ;—বিদ্যাযোগিনী,  
রোচিকাযোগিনী, মোচিকাযোগিনী, অমৃতযোগিনী, দীপিকাযোগিনী, জ্ঞান-  
যোগিনী, আপ্যায়নীযোগিনী, ব্যাপিনীযোগিনী, মেধাযোগিনী, ব্যোমরূপাযোগিনী,  
চিকিৎসাযোগিনী, লক্ষ্মীযোগিনী। এবং দ্বাদশযোগিনীভিঃ সার্কং বশিতাষ্টকং  
মিলিষ্য বিংশতিকলাঃ ভবন্তি। তাঃ বিংশতিকলাঃ শুদ্ধক্ষটিকসঙ্ঘাশাঃ দশার-  
বুদ্ব্যকোণেষু সঙ্কিস্তনীয়াঃ উক্তফলদাঃ। অয়ং চ ভূপ্রস্তারভেদঃ। ভূপ্রস্তারঃ  
“চতুঃষষ্ঠা তন্মৈঃ” \* ইত্যাদিলোকবাখ্যানাবসরে নিপুণতরং নিরূপয়িষ্যতে। গন্ধা-  
কর্ষণী, রসাকর্ষণী, রূপাকর্ষণী, স্পর্শাকর্ষণী, চ চতুর্দ্বারেষু যোজিতাঃ উক্তফলদাঃ।  
তথা চ শ্রুতিঃ :—

গন্ধদ্বারাং ছরাধর্বাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্।

ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্ ॥ †

অন্তা অর্থঃ—গন্ধদ্বারাং গন্ধরসরূপস্পর্শাঃ গন্ধশঙ্কেন সংগৃহীতাঃ, তেন গন্ধা-  
কর্ষণাদয়ঃ অধিদেবতাঃ সংগৃহীতা ভবন্তি—গন্ধাকর্ষণী, রসাকর্ষণী, রূপাকর্ষণী,  
স্পর্শাকর্ষণী চেতি। তাভিযুক্তানি চতুর্দ্বারানি যন্তাং সা গন্ধদ্বারা, তাং গন্ধদ্বারাম্।  
ছরাধর্বাং ছন্দধর্বাং, মনস্তাগ্যানাগিতি শেষঃ। নিত্যপুষ্টাং নিত্যানন্দস্বরূপিণীম্।  
করীষিণীং গন্ধাকর্ষণীমিত্যর্থঃ। যদ্বা—করিভিঃ গজৈঃ ঈষিণীং পরিবৃত্তাম্।  
ঈশ্বরীং অধিদেবতাং সর্বভূতানাম্। তাং ইহ চক্রে উপহ্বয়ে শ্রিয়ং ত্রিবিজ্ঞাম্।  
গন্ধদ্বারামিতি গন্ধাকর্ষণীচতুষ্কং বশিতাষ্টকং যোগিনীষাদশকং সংগৃহীতম্।  
তথা চ শব্দুবচনম্ :—

মাতৃকাং বশিনীযুক্তাং যোগিনীভিঃ সমন্বিতাম্।

গন্ধাষ্টাকর্ষণীযুক্তাং সংস্বরেত্রিপুর্নাস্বিকাম্ ॥

ইতি।

অত্রেদমহুসঙ্কেয়ং—বশিতাদয়ঃ শক্তয়ঃ পঞ্চাশদ্বর্ণাস্বিক। ইত্যুক্তম্। তত্র  
বশিনীশক্তিঃ স্বরাস্বিকা। স্বরাঃ ষোড়শ অকারাদয়ঃ। তেবাং স্বরূপং সনৎকুমার-  
সংহিতারাং পঞ্চশতায়ুক্তং সংক্ষেপেণ কথ্যতে—অকারাস্বিকা শক্তিঃ অষ্টভূজা  
পাশাঙ্কুশবরাভয়পুষ্পকাক্ষমালাকমণ্ডলুবাখ্যানুজ্জাকরা। এবং আকারাষ্টাস্বিকাঃ  
শক্তয়ঃ শুভ্রবর্ণাঃ। ইয়াংস্ত বিশেষঃ—অকারাস্বিকারাঃ শক্তেঃ মণ্ডলঃ অশীতি-

লক্ষ্যবোধনায়তম্। আকারস্ত তদ্বিশৃণু। ইকারস্ত নবতিলক্ষবোধনায়তম্।  
ঈকারস্ত তদ্বিশৃণু। উকারস্ত কোটিবোধনপরিমিত-পরিণাহং মণ্ডলম্।  
ঊকারস্ত তদ্বিশৃণু। ঋকারস্ত পঞ্চাশৎলক্ষবোধনপরিমিতং মণ্ডলম্। তদ্বিশৃণু  
ঌকারস্ত। তদ্বিশৃণুঃ ৯কারঃকারয়োরপি। এবং একারস্ত সার্বকোটপরিণাহং  
মণ্ডলম্। ঐকার-ওকার-ঔকারাণাং সমমেব একায়েণ। বিন্দুবিগ্নায়োস্ত অকার-  
বিশৃণুঃ মণ্ডলম্। ব্যঞ্জনশব্দীনাং অকারমণ্ডলাদর্কঃ মণ্ডলম্। তাঃ শব্দয়ঃ  
পাশাঙ্কুশাঙ্কমালাকমণ্ডলুধরাঃ। অন্তস্থাস্ত পাশাঙ্কুশাভ্রবরকরাঃ। উদ্রাণস্ত পাশা-  
ঙ্কুশাঙ্কমালাবরকরাঃ। লকারঙ্ককারৌ পাশাঙ্কুশৈকবশরাসনপুন্সবাণবৃত্তকরৌ।  
এতাঃ শব্দয়ঃ পঞ্চাশৎবর্ণাশ্চিকাঃ। কেচিত্তু—স্বরাশ্চিকাঃ শব্দয়ঃ কটিকাতাঃ।  
কাদয়ো মাবসানাঃ বিক্রমাতাঃ, বাদয়ো নব পীতবর্ণাঃ ককারঃ অরুণবর্ণঃ ইতি।

অগরে তু—অকারাদয়ো ধূমবর্ণাঃ, ককারাদয়ঃ ঠাস্তাঃ সিন্দুরবর্ণাঃ, ডাদিকাতা  
গৌরবর্ণাঃ, বাদিনাস্তা অরুণবর্ণাঃ, বাদিনাস্তাঃ কনকবর্ণাঃ \* ; হকৌ তটিনাতৌ,  
অস্ত্রালকারস্ত লকার এবান্তত্বতঃ, ইতি বদন্তি। ইদমেবান্বিতং ভগবৎপাদা-  
চার্য্যাণামপি সন্মতম্। এতৎসর্বং শ্রুতগোদয়ব্যাখ্যানাবসরে চন্দ্রকলায়াং  
সম্যক্তনিরূপিতমশ্যতিঃ ॥ ১৭ ॥

লক্ষ্মীধন-কৃত টীকা-মহানুভব।—মাতঃ, (পঞ্চাশৎ  
মাতৃকাবর্ণ অষ্টবর্ণে বিভক্ত, (১) স্বর, (২) ককারাদি পঞ্চবর্ণ, (৩) চকারাদি পঞ্চ (৪)  
টকারাদি পঞ্চ (৫) তকারাদি পঞ্চ (৬) পকারাদি পঞ্চ (৭) চকারাদি চারিণবর্ণ (৮)  
শকারাদি ককারান্ত বর্ণ—এই অষ্টবর্ণে বিভক্ত বর্ণমালায় প্রস্তুতি চন্দ্রকান্তমণি-ধ্বজ-  
গুজা বশিনী প্রস্তুতি অষ্ট শক্তির এবং দ্বাদশ যোগিনী ও গঙ্গাকর্ষিনী প্রস্তুতি চক্ৰ-  
বাহু-দেবতায় সহিত তোমার ধ্যান যে ব্যক্তি করেন, সরস্বতী-মুখকমল-সৌরভ-মধুর,  
কালিদাসাদি মহাকবি রচনা-সদৃশ মনোহর পদছায়া কাব্য নির্মাণে তিনি সমর্থ করেন।

অন্যতানন্দ-কৃত-টীকা।—অথ শক্তিবীজাধিষ্ঠাতৃগণাঃ জ্ঞান-  
শক্তেখ্যানকলমাহ সবিদ্রীতি। হে জননি! হে শক্তিবীজস্বরূপে! বশিতাত্ত-  
শক্তিভিঃ সহ স্বাং বঃ সঙ্কল্পয়তি স বচোভিঃ বাঙ্মায়েণাপি মহতাং কাব্যানাং  
কর্তা ভবতি, তত্ৰ সামান্তং বাক্যমপি কাব্যার্থং ব্যঞ্জয়তীতি ভাবঃ। বশিতাত্তভিঃ  
কিছুতাত্তিঃ? বাচ্যং সবিদ্রীভিঃ বাক্যপ্রসবকত্রীভিঃ। বশিতাদীনাম্ বর্ণং মুক্তাবর্ণং  
বর্ণয়রাহ পুনঃ কিছুতাত্তিঃ? শনিমণিশিলাভ্রকচিত্তিঃ চন্দ্রকান্তমণীনাম্ ভজে সতি  
বখা কচির্ভবতি তথা কচির্বাগাং অতিচন্দ্রবর্ণাভিরিত্যর্থঃ। বচোভিঃ কিছুতৈঃ? ভজি-

\* “হকয়ো কালৌ বালৌ বা অন্তর্ভাবঃ” ইত্যাদিকঃ পাঠঃ কতিং পুস্তকে দৃশ্যতে।

সুভগৈঃ ভক্ত্যা বক্তোক্ত্যা শ্রবণসুধজনকৈঃ । বক্তোক্তিঃ কাব্যজীবিতমিত্যলঙ্কারঃ ।  
পুনঃ কিমুত্তৈঃ † সরস্বতীমুখপদ্মসৌরভমধুতৈঃ । ওজঃপ্রসাদমাধুর্য্যগুণবিশিষ্টৈরিত্তি  
ভাবঃ । ওজঃপ্রসাদো মাধুর্য্যমিত্তি কাব্যগুণা মতা ইত্যলঙ্কারঃ । বশিত্তাত্তি:  
সহ বধাং ধ্যায়তি, তস্ত মুখে স্থিতা স্বয়ং বাগ্দেশবীতি ভাবঃ । বশিত্তাত্তাশ্চ বশিনী  
কামেশ্বরী মোহিনী বিমলা অরুণা জয়িনী সর্বেশ্বরী কোলিনী চ ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ ।**—(হে শক্তিকূটাধিষ্ঠাত্রী বা শক্তিবীজাধিষ্ঠাত্রী মাতঃ!)  
বাঁহাদের প্রসাদে সুমধুর বাক্যবিশ্রাস করিবার শক্তি জন্মে, বাঁহাদের শরীরকান্তি  
চন্দ্রকান্তমণিধণ্ডের জায় প্রদীপ্ত অর্থাৎ অতি শুভ্র, ঈদৃশী বশিনী প্রভৃতি অষ্ট  
শক্তির সহিত তোমাকে যে ব্যক্তি চিন্তা করেন, তিনি সরস্বতীর মুখপদ্ম-সৌরভ-  
মধুর অর্থাৎ ওজঃ-প্রসাদ-মাধুর্য্য-গুণবিশিষ্ট শ্রবণ-সুধকর বক্তোক্তি অলঙ্কার-  
সম্পন্ন বাক্যসমূহ দ্বারা অবলীলাক্রমেই মহাকাব্যসমূহ রচনা করিতে সমর্থ  
হবেন \* ॥ ১৭ ॥

তনুচ্ছায়াভিস্তে তরুণতরগি-শ্রীধরগিভি-†

র্দিবং সর্বানুবর্ষীমরুণগ্ধমণিমগ্নাং স্মরতি যঃ ।

ভবস্ত্যস্ত ত্রস্তদ্বন-হরিণ-শালীন-নয়নাঃ,

সহোর্বশ্যা বশ্যাঃ কতি কতি ন গীর্বানগনিকাঃ ॥ ১৮ ॥

**ভগবতীশ্বরকৃত-তীকা ।**—তনুচ্ছায়াভিঃ তনোঃ দেহস্ত ছায়াভিঃ  
কান্তিভিঃ তে ভবতাঃ তরুণতরগিশ্রীসরগিভিঃ তরুণতরগিঃ বালস্বর্ঘ্যঃ, তস্ত শ্রীঃ  
শোভা, তস্তা ইব সরগিঃ মার্গঃ-সৌভাগ্যমিত্তি যাবৎ বাসাং তাভিঃ দিবম্ আকাশঃ  
সর্বাং উর্বীং কুংজাং ভূমিং, রোদঃপ্রদেশমিত্যর্থঃ । অরুণিমনি আরুণ্যো মগ্নাং,  
অত্যরুণ্যমিত্তি যাবৎ । বধা অরুণিমনিমগ্নাং নিতরাং মগ্নাম্ । বধোক্তং শব্দুনা :—

যাবকাকৌ নিমগ্নাং যে দিবং ভূমিং বিচিস্তয়েৎ ।

তস্ত সর্বা বশং যাতাঃ ত্রৈলোক্যেহাভ্যাসে কৃতম্ ॥ ‡

ইতি । অভ্যাস অরুণিমনিমগ্নেন স্মরণমর্শ্যমিত্যে, যাবকাকিমধ্যস্থিতামিত্যর্থঃ ।  
স্মরতি চিস্তয়তি যঃ সাধকঃ, ভবন্তি অস্ত সাধকস্ত ত্রৈলোক্যেহাভ্যাসেনাঃ,

\* এই স্থলে গোঁঃ এই শক্তিবীজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জ্ঞানশক্তির ধ্যান কথিত  
হইল । বশিনী প্রভৃতি অষ্টশক্তি বধা—বশিনী, কামেশ্বরী, মোহিনী, বিমলা, অরুণা,  
জয়িনী, সর্বেশ্বরী ও কোলিনী ।

† ‘সরগিভিঃ’ ইতি ল

‡ ‘অরুণিমনি’ ইতি ল

§ “বশম্” ইতি পাঠান্তরম্ ।

ত্রস্তস্তো বনহরিণাঃ,—বনশব্দঃ সচ্ছন্দচারিত্বলক্ষণয়া অতিব্রাসং লক্ষয়তি—  
তেষামিব শালীনে হ্রীণে, অতিস্বন্দরে ইতি যাবৎ, নয়নে যাসাং তাঃ তথোক্তাঃ  
সহ সাক্ষ্য, উর্কশী নাম দেবগণিকা তয়া, বশ্তাঃ বশংগতাঃ। কতিকতি  
আভীক্ষ্যে বিরক্তিঃ। ন নিষেধে। গীর্কীগণিকাঃ দেববারাঙ্গনাঃ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে ভগবতি! তরুণতরুণীসরগিভিঃ তে তমুচ্ছায়াভিঃ  
সর্ক্সাং দিবং উর্কীং চ অরুণিমনি মধ্যাং যঃ স্রতি অশ্রু ত্রস্তদ্বনহরিণশালীননয়নাঃ  
গীর্কীগণিকাঃ উর্কশী সহ কতিকতি ন বশা ভবন্তি? সর্ক্সা অপ্সরসো বশা  
ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

লক্ষ্মীধরকৃতটীকার-অনুবাদ।—হে ভগবতি, যে সাধক  
নবোদিত দিনকরকাস্তি-সদৃশ শ্রীমতী ভবদীয় দেহপ্রভায় সমগ্র নভোমণ্ডল ও  
ভূমণ্ডলকে অলঙ্কর-রাগ-সাগরে-নিমগ্ন বলিয়া ধ্যান করেন, ভয়চকিত বনহরিণ-  
চারু-নয়না কত শত অমরগণিকা উর্কশীসহ তাঁহার বশীভূতা না হইবেন? ॥ ১৮ ॥

অচ্যুতানন্দ-কৃতটীকা।—অথ শক্তাধিষ্ঠাতৃরূপায়াঃ জ্ঞানশক্তেৰ্ধ্যান-  
ফলমাহ তমুচ্ছায়েতি। হে মাতঃ! তব দেহকাস্তিকিরণৈঃ অরুণ-মণিমধ্যাং  
সূর্য্যকাস্তমণিবর্ণৈর্ক্সাপ্তাং সর্ক্সাং উর্কীং দিবং তদ্বর্ণব্যাপ্তাং যঃ স্রতি, তত্র উর্কশী  
প্রধানাপ্সরসা সহ কতি কতি গীর্কীগণিকাঃ অপরিমিতদেবাজনা বশা ন ভবন্তি?  
ভবন্ত্যেব। তমুচ্ছায়াভিঃ কিস্তুতাভিঃ? তরুণতরুণী-শ্রীধরগিভিঃ মধ্যাহ্নসূর্য্যশোভাং  
প্রাপ্তাভিঃ। গীর্কীগণিকাঃ কিস্তুতাঃ? ত্রস্তদ্বনহরিণানামিব সচকিতং নয়নং  
যাসাং তাঃ। ত্রস্তদ্বনহরিণশব্দেন অনিমিষাণামপি নয়নচাক্ষুঃ ব্যঞ্জিতম্ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।—মাতঃ! তোমার দেহকাস্তি মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের জ্বায়  
সমুচ্ছল; যে ব্যক্তি তদ্বারা ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডল সূর্য্যকাস্ত-মণি-কিরণ-  
নিমগ্ন এইরূপ ভাবনা করেন, তীতা বনহরিণীর জ্বায় চকিতনয়না উর্কশী সহ  
কত কত অঙ্গরা তাঁহার বশীভূত না হইয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥\*

মুখং বিন্দুং কৃদ্ধা কুচযুগমধস্তম্ভ তদধো,

হকারার্দ্ধং ধ্যায়েদ্ গ† হরমহিষি তে মম্মথকলাম্।

স সদ্যঃ সজ্জোভঃ নয়তি বনিতা ইত্যতিলঘু,

ত্রিলোকীমপ্যাশু ভ্রময়তি রবীন্দ্রসুতনয়ুগাম্ ॥ ১৯ ॥

লক্ষ্মীধরকৃতটীকা।—মুখং বক্তৃং বিন্দুং বিন্দুরূপং কৃদ্ধা, বিন্দু-

\* এই স্থলে শঙ্করাচার্যের মতে পা জ্ঞানশক্তির ধ্যানকল বিবৃত হইল।

† ‘হকার্দ্ধং ধ্যায়েদ্ বো’ ইতি লক্ষ্মীধরসম্বৃত্তঃ পাঠঃ।

স্থানে মুখং ধ্যাত্ত্বার্থঃ । কুচযুগং স্তনদ্বয়ং অধঃ অধস্তাং তন্ত মুখস্ত । তদধঃ  
তন্ত কুচযুগস্ত অধঃপ্রদেশে হর্যর্কিং হরস্ত অর্কং শক্তিং ত্রিকোণং বোনিমিতি  
যাবৎ । ধ্যায়ৈৎ চিন্তয়েৎ যঃ সাধকঃ । “তত্র” ইত্যধ্যাহার্য্যম্ । হরমহিষি !  
হরস্ত সদাশিবস্ত মহিষি জায়ে তে ভবত্যাঃ মন্থকলাং কামরাজবীজম্ । সঃ  
সাধকঃ সন্তঃ তদানীমেব সংকোভং চিত্তবিকারং নরতি প্রাপয়তি বনিতাঃ  
ত্রিযঃ । ইতিশব্দঃ ক্রিয়াবিশেষণভ্যোতকঃ । অতিলঘু অতিভূচ্ছম্ । ত্রিলোকী-  
মপি ত্রিভুবনমপি আশু নীজং ভ্রময়তি রবীন্দুস্তনযুগাং—রবীন্দু হৃষ্যচক্ৰো,  
তাবেব স্তনৌ, তয়োঃ যুগং যুগাং যন্তাঃ সা ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে হরমহিষি ! মুখং বিন্দুং কৃৎস্না, তন্তাধঃ কুচযুগং  
কৃৎস্না, তদধঃ হর্যর্কিং কৃৎস্না, তত্র তে মন্থকলাং যঃ ধ্যায়ৈৎ সঃ সন্তঃ বনিতাঃ  
সংকোভং নরতীতি যৎ তৎ অতিলঘু, কিন্তু রবীন্দুস্তনযুগাং ত্রিলোকীমপি আশু  
ভ্রময়তি । অত্র ত্রিলোক্যাঃ রবীন্দুস্তনযুগদ্বয়বিশেষণেন ত্রীভারোপণম্ অরং  
মাদনপ্রয়োগো বনিতাস্থেব প্রযোক্তব্যমিতি জ্ঞাপয়িতুম্ ।

অত্রৈদমঙ্গুলক্লেদম্—সাধকঃ ত্রিকোণে বিন্দুস্থানে সাধায়াঃ কাস্তায়াঃ বক্ত্রং  
ধ্যাত্বা, তদধস্তাং তন্তাঃ কুচযুগং ধ্যাত্বা, তৎ কুচদ্বয়স্তাধস্তাং তন্তাঃ বোনিং  
বিচিন্ত্য তত্র বক্ত্রকুচদ্বয়বোনিষু প্রধানাঙ্গেষু মারবীজং সঙ্কিন্ত্য তত্র কাস্তয়া  
আত্মনস্তাদাত্মাং সম্পাদয়েৎ । যথোক্তং চতুঃশত্যাং—

বিন্দুং সঙ্কর্য্য বক্ত্রং তু তদধস্তাং কুচদ্বয়ম্ ।

তদধস্ত হর্যর্কিং তু চিন্তয়েত্তদধোমুখম্ ॥

তত্র কামকলারূপামরুণাং চিন্তয়েদিহ ।

তত্তন্তেনৈব রূপেণ নিজরূপং বিচিন্তয়েৎ ॥

ইতি । এবং মাদন-প্রয়োগাঃ আনেকে সনৎকুমারসংহিতায়াং সপ্তশত্যাযুক্তাঃ ।  
অত্র কতিচন নিরূপ্যন্তে :—

বিন্দৌ তদ্বক্ত্রমারোপ্য তদধো বাহুযুগ্মকম্ ।

তদধঃ কুচযুগ্মং তু তদধো বোনিমেব চ ॥

এতেষু পঞ্চস্থানেষু পঞ্চবাণাষিচিন্তয়েৎ ॥

পঞ্চবাণবীজানি মুখে বাহুযুগ্মে কুচমধ্যে বোনিমধ্যে যথাক্রমে ত্রাং ত্রীং  
ক্লীং স্ৰুং স ইতি চিন্তয়েৎ ইত্যর্থঃ । অরং প্রয়োগঃ কামরাজপ্রয়োগমমর এব ।

ত্রিকোণে বৈশ্বকস্থানে অধোবক্ত্রং বিচিন্তয়েৎ ।

বিন্দোরূপপরিভাগে তু বক্ত্রং সঙ্কিন্ত্য সাধকঃ ॥

তত্পর্যেব বন্ধোজঘিতয়ং সংস্নেহবুধঃ ।

তত্পর্যেব যোনিং চ ক্রমশো ভুবনেশ্বরীম্ ॥

ঐবিত্তাং কামরাজং চ বিস্তৃত্যন্ত বিমোহয়েৎ ॥

অয়ং প্রয়োগঃ—“মুখং বিন্দুং কৃষ্ণা” ইতি প্রয়োগাদ্ অতিলীভকরঃ । অত্রাপি পঞ্চবাণপ্রয়োগঃ পূর্ববৎ । এবমেতাদৃশমাদনপ্রয়োগাঃ সনৎকুমারসংহিতায়াম্ অবগন্তব্যঃ গ্রন্থবিস্তারভয়ান্নোক্তাঃ ॥ ১৯ ॥

**সম্মীক্ষিত-ততীকান্ন মম্মীশুবাদ ।**—(‘মাদন’ নামক প্রয়োগ কথিত হইতেছে) হে হরমহিষি, যে (সকাম) সাধক, ঐচ্ছক্রে বিন্দুস্থানে (কামিনীর) মুখ, তাহার অধোদেশে স্তনযুগল, তাহার অধোদেশে বরাজ ধান এবং তাহাতে আপনার কামরাজবীজ ভাবনা করত নিজকে তন্ময় চিত্তা করিবে, সে ব্যক্তি যে কামিনীদিগকেই সংকোভযুক্ত করিবে, ইহা অতি সামান্য, স্বর্ঘ্যচন্দ্র-স্তনযুগলশালিনী ত্রিলোকীকে বিঘূর্ণিত সংস্কৃতিত করিতে তাহার সামর্থ্য হয় ॥১৯॥

**অ-১তানন্দ-তীকা ।**—অথ পঞ্চমযোগে অভেদবুদ্ধ্যা আত্মানং শিব-রূপমেকাত্মানং বিভাব্য আধারাৎ পরমশিবাত্তং স্তত্ররূপাং স্তম্মাং কুণ্ডলিনীং সর্ব-শক্তিরূপাং বিভাব্য সত্ত্বরজস্তমোগুণস্চকং ব্রহ্মবিকৃশিবশক্ত্যাঙ্কং স্বর্ঘ্যায়িচন্দ্ররূপং বিন্দুত্রয়ং তস্তা অঙ্গে বিভাব্য অধশ্চিৎকলাং ভাবয়েদिति কামকলাং ধ্যয়েৎ । তদেব কামকলাধ্যানমাহ মুখমিতি । স্বকলয়া বিধং হরতীতি হরঃ । হে হর-মহিষি ! হে সচ্চিদানন্দস্বরূপে ! তব মম্মধকলাং ত্রিগুণাঙ্কবিকৃতিং যো ধ্যয়েৎ, স সত্ত্বস্তংকলাং বনিতা হস্তপদাদিষটিতদেহাঃ ত্রিযঃ সঙ্কোভং নয়তি ইতি অতিতুচ্ছম্, আশু লীজং ত্রৈলোক্যভূতাং নারিকামপি ভ্রময়তি বিভ্রমযুক্তং করোতি । নারিকাস্থে কারণমাহ,—রবীন্দুস্তনযুগাং চন্দ্রস্বর্ঘ্যমণ্ডলস্তনযুগাম্ । ত্রৈলোক্যানায়কঃ স ভবতীত্যর্থঃ, কথংকারং ধ্যারেদিত্যাহ,—মুখং বিন্দুং কৃষ্ণা রজোগুণস্চকং বিরিক্যাঙ্কং বিন্দুং মুখং কৃষ্ণা তস্তাধো হৃদয়স্থানে সত্ত্বতমো-গুণস্চকং হরিহরাঙ্কং বিন্দুত্রয়ং কুচযুগং কৃষ্ণা তস্তাধঃ যোনিং গুণত্রয়স্চিকাং হরিহরবিরিক্যাঙ্কাকাং স্তম্মাং চিৎকলাং হকারাঙ্কং কৃষ্ণা যোন্তত্তর্গতত্রিকোণাকৃতিং কৃষ্ণা ধ্যারেদिति সর্বত্রাঙ্কঃ । তথাচ ঐক্রেমে,—“বিন্দুত্রয়স্ত দেবেশি প্রথমং দেবি বক্তৃকম্ । বিন্দুত্রয়ং স্তনযুগং হৃদস্থানে নিবোধয়েৎ । হকারাঙ্কং কলাং স্তম্মাং যোনিমধ্যে বিচিহ্নয়েদिति ॥” তত্চকং ভাবচূড়ামণৌ,—“মুখং বিন্দুবদাকারং তদধঃ কুচযুগকম্ । তদধঃ সপরাঙ্কঞ্চ স্পর্শরিক্ততমণ্ডলম্” ইতি ॥ ১৯ ॥

**অনুবাদ ।**—হে হরমহিষি ! যে সাধক উর্দ্ধস্থিত বিন্দুকে তোবার

বদনস্বরূপ এবং অধঃস্থিত বিন্দুদ্বয়কে তোমার, স্তনযুগলস্বরূপ করন। করিয়া তাহার নিম্নভাগে সূক্ষ্ম চিৎকলাকে হকারার্ধ অর্থাৎ ত্রিকোণাকৃতি অঙ্গরূপে কামকলা-রূপা চিত্তা করেন, তাহার পক্ষে কামিনীগণকে সন্তোঃ উদ্ভাস্ত করা ত অতি তুচ্ছ কথা, তিনি চন্দ্রস্বরূপস্তনযুগলশোভিতা ত্রিলোকীকরূপা নারিকাকেও অতি শীঘ্র বিদ্রাষ্ট (মুগ্ধ বা অস্থির) করিতে সমর্থ হন। অপর অনুবাদ এই,—নিম্নে (ঐচ্ছিক্রের) বিন্দুস্থানে (সাধা। রমণীর) মুখ, তাহার অধঃস্থানে স্তনদ্বয়, তাহার ত্রিকোণ-অঙ্গ চিত্তা করিবে, হে হরমহিষি ! (এই অঙ্গত্রয়ে) যে সাধক, তোমার কামরাজবীজ ধ্যান করেন,—(অর্থাৎ এইরূপে বশীকরণ প্রয়োগ করেন) তাহার পক্ষে সাধারণ রমণীগণের মনঃকোভ অর্থাৎ কামভাব উদ্দীপনে বশীভূত করা ত সামান্ত কথা, রবি-শশি-মণ্ডলস্বরূপ স্তনযুগলশালিনী ত্রিলোকীকেও তিনি বিদ্রাষ্ট (মুগ্ধ) করিতে পারেন (ইহা স্ত্রী-বশীকরণ প্রয়োগ) ॥ ১৯ ॥

**তাৎপর্য্য।**—পঞ্চমবাগের সময় স্বীয় আত্মাকে শিব হইতে অভিন্নরূপে চিত্তা করত মূলাধারচক্র হইতে পরমশিব পর্য্যন্ত তড়িৎসদৃশ তেজোময়ী মৃণাল-সূত্রের দ্বারা অতীবসূক্ষ্মা কুলকুণ্ডলিনীকে সর্বশক্তিরূপা চিত্তা করিয়া রজঃস্ব-তমোগুণসূচক ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবস্বরূপ এবং সূর্য্য, অগ্নি ও চন্দ্রস্বরূপ বিন্দুদ্বয়কে সেই কুলকুণ্ডলিনীর অঙ্গে চিত্তা করত তাহার অধঃস্থানে চিৎকলা ধ্যান করিবে অর্থাৎ উপরিস্থিত বিন্দু রজোগুণসূচক ও ব্রহ্মাঙ্গক; ইহাকে দেবীর মুখস্বরূপে ভাবনা করিতে হইবে। তাহার অধঃস্থানে হৃদয়প্রদেশে সত্ত্বতমোগুণসূচক হরি-হরাস্বক যে বিন্দুদ্বয় আছে, উহাকে কামকলাদেবীর কুচযুগলরূপে করন। করিবে। তাহার নিম্নে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরস্বরূপা সূক্ষ্মা চিৎকলাকে হকারার্ধ ত্রিকোণাকৃতি অঙ্গরূপে চিত্তা করিতে হইবে। এই বিষয়ে শ্রীক্ৰমে কথিত আছে যে, দেবি ! বিন্দুত্রয়ের মধ্যে উর্দ্ধবিন্দু মুখস্বরূপ এবং তাহার নিম্নে হৃদয়স্থানে স্তনযুগলরূপ বিন্দুদ্বয় স্থাপন করিবে। ইহার নিম্নে সূক্ষ্মা চিৎকলাকে হকারার্ধ অঙ্গরূপ ভাবনা করিতে হইবে ॥ ১৯ ॥

কিরস্তামঙ্গৈভ্যঃ কিরণনিকুরম্মামৃতরসং,

হৃদি দ্ব্যমাধস্তে হিমকরশিলামুত্তিমিব যঃ ।

স সর্পাণাং দর্পং শময়তি শকুস্তাধিপ ইব,

জ্বরপ্লুফং \* দৃষ্ট্য স্তথয়তি স্তধাসার † শি(স)রয়া ॥২০॥

**শঙ্করাচার্য্য-তীকা।**—কিরস্তীং বর্ষস্তীং অঙ্গৈভ্যঃ অবরবেভ্যঃ কিরণ-

নিকুরহামৃতরসং—কিরণানাং মরীচীনাং নিকুরহং সমূহঃ, তন্মাহংপরঃ অমৃতরসঃ, তন্ম। হৃদি হৃদয়ে হাং ভবতীম্ আধতে অন্নতীতি বাবৎ। হিমকরশিলামূর্ত্তিং হিমকর-শিলায়াঃ চক্ৰকাস্তমণেঃ মূর্ত্তিং পুত্তলিকাং সালভজিকাং চক্ৰকাস্তমণিনির্মিতদেহাম্ ইব যঃ সাধকঃ, সঃ সাধকঃ সর্পাণাং দর্পং শময়তি শকুন্তাধিপঃ শকুন্তানাং পক্ষিণাম্ অধিপো গরুড়ান্ ইব। ইবেতি সম্ভাবনারাম্—গরুড়াদাকারাকারিত্বমাত্রং ন ভবতি, তৎকার্য্যকারিত্বমপি সম্ভাবিতমিতি, গরুড়ান্ তুষা, প্রত্যাকো গরুড়ানিবেত্যর্থঃ। অন্নপ্লুটান্ অরেন প্লুটান্ সম্ভুতান্ দৃষ্ট্যা বীক্ষণেন। অত্র দৃষ্টিপ্রয়োগঃ কথিতঃ। সুখয়তি সুধিনঃ করোতি। “তং করোতি” ইতি পিচি “ণাবিষ্ঠবৎ প্রাতিপদিকস্ত” ইতি টিলোপঃ। এবং সুখরতীতি রূপং সিদ্ধম্। সুধাধারসিরসঃ সুধায়াঃ অধার-ভূতা সিরাসমৃত্তলিনী নাড়ী। যথা—সুধা ধারাস্থিকা যন্তাং সিরাসামিতি বহ-ব্রীহিঃ। “স্তিরাঃ পুংবদ্ ভাবিতপুংস্তাৎ” ইত্যাদিনা পুংবস্তাবঃ। সুধাধারা চাসৌ সিরাস চ তয়া। সুধাসারসিরসেতি বা পাঠঃ—সুধাসারাস্থিকা সিরাস।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে দেবি! যঃ সাধকঃ অজ্ঞেভ্যঃ কিরণনিকুরহামৃত-রসং কিরন্তীং হিমকরশিলামূর্ত্তিমিব হাম্ হৃদি আধতে, সঃ শকুন্তাধিপ ইব দৃষ্ট্যা সর্পাণাং দর্পং শময়তি। সুধাধারসিরস্যা দৃষ্ট্যা অন্নপ্লুটান্ সুখয়তি।

অনেন শ্লোকেন গারুড়প্রয়োগঃ উক্তঃ। তদ্বক্তং চতুঃশত্যাং—

যথাসম্ভানযোগেন জায়তে গরুড়োপমঃ।  
দৃষ্ট্যাকর্ষয়তে লোকং দৃষ্ট্যেব কুরুতে বশম্ ॥  
দৃষ্ট্যা সংকোভয়েন্নরীং দৃষ্ট্যেব হরতে বিবশম্।  
দৃষ্ট্যা চাতুর্ধিকাদীংশ্চ জয়ান্ নাশয়তে ক্ষণাৎ ॥  
চক্ৰকাস্তশিলামূর্ত্তিং চিস্তয়িত্বা বিনাশয়েৎ।  
তাপজরানশেষাংশ্চ শীঘ্রং তাক্ষ্য ইবাশরঃ ॥  
গরুড়সম্ভানযোগেন অন্নপ্লুটান্ সুখয়তি ॥

ইতি। অতশ্চ প্রাতিপদিকমর্থঃ—‘যথা শকুন্তাধিপঃ সর্পাণাং দর্পং শময়তি এবং সাধকেভ্যঃ অন্নপ্লুটান্ সুখয়তীতি’ তিরস্কৃত্য, সাধকেভ্যো অন্নপ্লুটান্ সুখয়তি সর্পাণাং দর্পমপি শকুন্তাধিপ ইব শময়তীত্যপ্রতিমিত্যঙ্গসঙ্কেতম্ ॥ ২০ ॥

সম্মানার্থ-৩। ১। সম্মানার্থ-১।—(গারুড় প্রয়োগ কথিত হইতেছে) হে দেবি! যে সাধক, সকল অঙ্গ হইতে কিরণ-নিকর-সুধাবিধি চক্ৰ-কাস্তমণি-প্রতিমার ভায় আপনাকে (হয় মাস) ধ্যান করেন, তিনি যখনই গরুড়ের



ত্ৰায় দৃষ্টিমাত্রে সৰ্পগণের দৰ্পনাশ করেন ; তিনি সুধানিব্যাক্তিনী শিরা তুলা দৃষ্টি  
দ্বারা অরসস্তপ্তদিগকে সুস্থ করেন ॥ ২০।

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—অথ কামকলা-ধ্যানমাহ কিরন্তীমিতি ।  
হিমগিরিশিলামূর্তিমিব অর্থাৎ অতি স্নিগ্ধতরাং স্বাঃ যো হৃদি আধতে অর্পয়তি শকুন্তা-  
ধিপ ইব স সর্পাণাং দৰ্পং বিধং শময়তি । স্বাঃ কিঙ্কতাম্ ? অজ্ঞেভ্যঃ কিরণ-  
নিকুরছামৃতরসং কিরণসমূহামৃতরসং কিরন্তীং বিস্তারয়ন্তীম্ । সুধাগারগিরিয়া  
সুধাস্রবণনাড়ীকরণা দৃষ্ট্যা অরস্প্লুটং জনং সুখয়তি । সুধাধারসিতয়েতি কচিং  
পাঠঃ । চন্দ্রমণ্ডলবৎ স্নিগ্ধয়েত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

**অনুবাদ।**—জননি ! যিনি নিজ দেহ হইতে কিরণসমূহরূপ অমৃতরস  
বিস্তার করিতেছেন, যাহার মূর্তি হিমাচলশিলার ত্রায় অতীব স্নিগ্ধতরা, তুমিই সেই  
কুলকুণ্ডলিনী কামকলা । যে সাধক তোমার এবংবিধ স্থূলরূপ ধ্যান করেন, তিনি  
দৃষ্টিমাত্র গুরুড়ের ত্রায় সর্পবিষ বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইবেন এবং তিনি চন্দ্রমণ্ডলের ত্রায়  
স্নিগ্ধতমা সুধাক্ষরণনাড়ীস্বরূপা দৃষ্টি দ্বারা অরাস্তিভূত জনগণকেও নীরোগ ও সুখী  
করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ২০ ॥ \*

তড়িল্পেখা † তদ্বীং তপনশশি বৈশ্বানরময়ীং,

নিষগ্নাং ষগ্নামপ্যুপরি কমলানাং তব কলাম্ ।

মহাপদ্মাটব্যাং মুদ্রুতমমমায়েন ‡ মনসা,

মহাস্তঃ পশ্যন্তো দধতি পরমাহ্লাদলহরীম্ ॥ ২১ ॥

**সঙ্গীতশাস্ত্রকৃত-টীকা।**—তড়িল্পেখা বিদ্যাল্পেখা তদ্বৎ তদ্বী দীর্ঘস্বরা  
জ্যোতির্শরী কণপ্রভা চ তাম্ । স্থিরসৌদামিত্যঃ কণপ্রভাস্বম্ আজ্ঞাচক্রে  
কণমাত্রদর্শনাৎ । এতচ্চ আজ্ঞাশকার্থ-নিরূপণাবসরে পূর্বমেব প্রতিপাদিতম্ । তপন-  
শশিবৈশ্বানরময়ীং স্বর্ঘ্য-চন্দ্রানলাদ্বিকাম্ । এতচ্চ ত্রিখণ্ডনিরূপণাবসরে সম্যগ্ নিরূ-  
পিতম্ । নিষগ্নাম্ আসীনাম্ । ষগ্নাং ষট্‌সংখ্যাকানাম্ । অপিঃ সমুচ্চয়ে—গ্রন্থিত্রয়ং  
সমুচ্চিনোতি । গ্রন্থিত্রয়স্তাপি উপরি কমলানাং পদ্মানাম্ । ষট্‌চক্রাণাম্ আধার-  
স্বাধিষ্ঠানমণিপূরকানাহতবিম্বজ্যাজ্ঞাস্বকানাং কমলস্বরূপস্বং পূর্বমেব নিরূপিতম্ ।  
তব ভবত্যাঃ কলাং সাদাখ্যাং বৈন্দবীকলাম্ । মহাপদ্মাটব্যাং মহাস্তি বহুনি  
পদ্মানি পদ্মদলানি সহস্রসংখ্যাকানি, তাত্ত্বেব অটবী, তস্তাঃ সহস্রদলকমলকর্ষি-  
কারায়ামিত্যর্থঃ । বহা—মহাপদ্মঃ সহস্রদলকমলং, তদেব অটবী, তস্তাম্ ।

\* ইহা দ্বারা কামকলার স্থূলধ্যান কীৰ্ত্তিত হইল ।

† 'তড়িল্পেখা' ল ।

‡ 'বুদ্ধিভবলমাত্রেণ' ল ।

মুদিতমলমায়েন মুদিতা কপিতাঃ মলাঃ কামাদয়ঃ মায়াহিবিম্বাহিম্বিতাহিহকারাদয়ঃ  
যন্ত তৎ তেন মনসা অন্তঃকরণেন মহাস্তঃ যোগীশ্বরাঃ পশুস্তঃ সাদাখ্য-  
কলাসুধাধারানিয্যনম্ অমুভবন্তঃ দধতি অবরুদ্ধতে পরমাঙ্লাদলহরীঃ পরমঃ নিরতি-  
শয়ঃ, আঙ্লাদঃ সুখবিশেষঃ, তন্ত লহরীঃ উদ্বেকম্ উদ্বিক্তপরমানন্দঃ সাদাখ্য-  
কলাবৃত্তামুভবজনিতং, সর্বদা সম্পাদয়ন্তীত্যর্থঃ ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! তড়িল্পেখাতরীঃ তপনশশি-বৈশ্বানরময়ীঃ  
যগ্নাঃ কমলানামপ্যুপরি মহাপদ্মাটব্যাং নিষগ্নাং তব কলাং মুদিতমলমায়েন  
মনসা পশুস্তো মহাস্তঃ পরমাঙ্লাদলহরীঃ দধতি ॥ ২১ ॥

লক্ষ্মীধররক্তচীকার মন্মানু-মাতঃ ।—ভগবতি, বিদ্যারতার  
স্তায় দীর্ঘসূক্ষ্মা আজ্ঞাচক্রে কণমাত্র দৃশ্য সূর্য্যচন্দ্র-বহ্নি-স্বরূপা যট্ চক্রপদ্মের উদ্বেক্,  
সহস্রদলকমলবনে সাদা-নাম্নী ভবদীয় কলার মৃতধারা-নিবান্ধ, যে মহাপুরুষেরা  
মলমায়াবিহীন হৃদয়ে অমুভব করেন, তাঁহারা পরমানন্দলহরী প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২১ ॥

অন্যতানন্দরক্ত-চীকা ।—কামকলায়াঃ স্থলধ্যানমুক্তা। স্থলধ্যান-  
মাহ তড়িদিত্যাদি । হে মাতঃ ! মহাস্তো যোগিনঃ তব কলাং চিৎস্বরূপাং মৃততমং  
সুসুখং বধা স্তাৎ তথা মনসা পশুস্ত পরমাঙ্লাদলহরীঃ ব্রহ্মসুখামুভবং দধতি প্রাপু-  
বন্তি ।—মনসা কিমুতেন ? অমায়েন মায়ারহিতেন । কিমুতাম্ ? তড়িল্পেখা-  
তরীঃ সুসুক্ষ্মতেজঃস্বরূপাং তপনশশি-বৈশ্বানরময়ীঃ বিন্দুত্রয়কারণভূতাং যগ্নাঃ কমলা-  
নাম্ উপরি নিষগ্নাং যট্চক্রোপরি স্থিতাম্ । কুত্র ? মহাপদ্মাটব্যাং সহস্রদল-  
রূপারণ্যে পত্রাণাং বাহুল্যাদরণ্যত্বম্ । তথা চ যামলে—“মহাপদ্মবনাস্তঃস্বে কার্ণা-  
নন্দবিগ্রহে । সর্বভূতহিতে মাতরেছেহি পরমেশ্বরী ॥” ইত্যাদি ॥ ২১ ॥

অনুবাদ ।—হে মাতঃ ! যে সমুদায় মহাত্মা যোগী প্রশান্তহৃদয়ে মায়ার-  
পরিশৃতিতে যট্চক্রের উপরি ব্রহ্মরক্তস্থিত সহস্রদল-পদ্মমধ্যে তড়িল্পেখার স্তায়  
স্থলতমা চন্দ্রসূর্য্যাদিরূপ বিন্দুত্রয়ের কারণভূতা কামকলারূপা স্বদীয় স্থলমূর্ত্তি বর্ণন  
করেন, তাঁহারা ই পরম আনন্দলহরী ভোগ করিয়া থাকেন অর্থাৎ তৎকালে তাঁহারা  
অনির্বচনীয় ব্রহ্মানন্দসুখামুভব করেন ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য ।—একণে কামকলা-ভব নিরূপিত হইতেছে । এই কামকলা  
মহাজিগুরস্বরূপীস্বরূপা অর্থাৎ বিন্দুত্রয়ে তাঁহার অধিষ্ঠানবশতঃ তিনি জিগুরস্বরূপী  
নামে খ্যাত হইরাছেন । দক্ষিণামূর্ত্তি-সংহিতাতে কথিত আছে যে, “বিন্দুত্রয়সমা-  
যোগাৎ ত্রিবিম্বো জিগুরা স্থিতা । বিন্দুঃ সংকল্পয়েদ্বক্তৃং তত্ৰাধিত্যং কুচযম্ ॥  
তদধঃ সপার্ব্বক চিত্তয়েত্তদধোগতম্ । এবং কামকলারূপা সাকাদবরূপিণী ॥”—

অর্থাৎ বিন্দুত্রেয়ে ত্রিপুরাদেবী অবস্থিতা রহিয়াছেন। উর্দ্ধস্থিত বিন্দুকে মুখ কল্পনা করিয়া অধঃ বিন্দুদ্বয়কে স্তনদ্বয়রূপে কল্পনা করিবে। ইহার নীচে হকারার্ধ চিত্তা করিতে হইবে। এই কামকলাই সাক্ষাৎ নিত্যব্রহ্মরূপা। কামশব্দের অর্থ কমনীয়া, কলাশব্দের অর্থ চন্দ্র ও সূর্য্য-স্বরূপা। তাবচূড়ামণিতে কথিত আছে,—“মুখং বিন্দুবদ্যাকারং তদধঃ কুচযুগ্মকম্। সর্ববিভাষ্যতাপূর্ণং সর্ববাগ্ভিষ্যতপ্রদম্। সর্বার্থসাধকং দেবি সর্বরঞ্জনকারণম্। তদধঃ সপরাঙ্কিতং স্পণ্ডিতমণ্ডলম্। সর্বদেবাদিত্বতঃ তৎ সর্বদেবনমস্কৃতম্। সর্বাহ্বাদনসম্পূর্ণং সর্ববর্ণপ্রবর্তকম্। এতৎ কামকলাধানং স্রগোপ্যং সাধকোত্তমৈঃ॥”—উর্দ্ধস্থিত এক বিন্দুকে মুখরূপে ভাবনা করিয়া তাহার নিম্নস্থিত বিন্দুদ্বয়কে স্তনদ্বয়রূপে কল্পনা করিবে। এই বিন্দুত্রেয় সর্ববিভারূপ অমৃতে পরিপূর্ণ, সর্ববিধ বাক্শক্তিপ্রদায়ক ও সর্ববিধ অভীষ্টসাধক। এই বিন্দুত্রেয়ের নিম্নে হকারের উত্তরার্ধে বিভাস করত তাহার চতুর্দিকে বরাদমণ্ডল চিত্তা করিতে হইবে। ইহা সর্বদেবের আদিশ্বরূপ, সর্বদেবের পূজ্য ও সকলের আনন্দকর। সাধকগণ কামকলার এই সূক্ষ্মধ্যান যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিবেন।

এই কামকলাই সকলের ইষ্টদেবতারূপিণী ও ব্রহ্মস্বরূপা। বীরভাবাপন্ন জনগণ ও যোগিগণ সর্বদাই ইহার অর্চনা করিয়া থাকেন। এই কামকলার ধ্যান করিলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ইহা নিকল বিন্দুরূপা হইয়াও সমুদ্র মাতৃকাবর্ণস্বরূপা। ইহার ত্রিবিদ্যু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তি এবং ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও মাহেশ্বরী এই ত্রিশক্তি। ইহার উর্দ্ধবিন্দু মুখস্বরূপ। নিম্নস্থ চন্দ্র-সূর্য্য-স্বরূপ বিন্দুদ্বয়কে স্তনদ্বয়রূপে কল্পনা করিতে হইবে। ইহার নিম্নে যে হকারার্ধ আছে, তাহা শক্তিস্বরূপা পৃথিবী। এই কামকলাই স্থাবর-জঙ্গমাশ্রয়ক জগতে আগরূক রহিয়াছেন।

এই কামকলা-বিভা চক্রবিভাস্বরূপা। যে পুণ্যবান্ ব্যক্তি এই কামকলার তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তিনিই মুক্তিলাভ করিতে পারেন। এই কামকলার ধ্যান করিবার সময়ে অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্য্যকে তত্তত্তেজে বিলম্বপ্রাপ্ত করিতে হইবে। পরে কামকলার উত্তরার্ধে সমুদায় বিলম্ব করিয়া যদি সাধক বাহ্যবিষয়ের উপলব্ধি ত্যাগ করতঃ মন অভ্যন্তরে স্থাপন করিয়া পরমানন্দ অমৃতত্ব পূর্ব্বক সহস্রদমকমলমধ্যে শিবশক্তিকে একীভূত দর্শন করেন, তবে তিনিই যোগী, তিনিই কোল এবং তিনিই সেব্য। যিনি বাহ্য ও অভ্যন্তরভেদে অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে গুরুর নিকট কামকলা অবগত হইতে পারেন, তিনিই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

আগমকল্পত্রয়—পঞ্চমশাখাতে উক্ত হইয়াছে,—“অখিলজনজীবকমলিনী বামেশ্বরা  
ত্রিবিন্দুমুখাণ্ডেন অন্তেন কুচবন্দং শেযাক্ষেনেশানী সাধকমন্ত্রভেদাং সা কালী গৌরী  
তজ্জপেণ।”—অর্থাৎ যিনি অখিলজীবের ঘটচক্রস্থিত কমলবনে বিহার করেন, সেই  
কুলকুণ্ডলিনীই সূক্ষ্মরূপে কামকলা বলিয়া বিখ্যাত। ত্রিবিন্দু দ্বারা এই মূর্তি  
কল্পনা করিতে হইবে। উর্দ্ধস্থিত একবিন্দু মুখস্বরূপ এবং নিম্নস্থিত বিন্দুদ্বয় স্তন-  
যুগলস্বরূপ। মুখবিন্দু হইতে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও স্তনবিন্দু হইতে পার্শ্ব, হস্ত,  
অঙ্গুলি প্রভৃতি কল্পনা করিতে হইবে। এই বিন্দুত্রয় দ্বারা ভগবতীর দেহের উত্তরার্ধ  
কল্পনা করিয়া হকারার্ধ দ্বারা তাঁহার চরণ প্রভৃতি কল্পনা করিবে। এই  
ভগবতীই সাধকমন্ত্রভেদে কালী, তারা, গৌরী প্রভৃতি নামে অভিহিতা হইয়া  
থাকেন।

বৃহৎসূক্ত্রমে বর্ণিত আছে,—“বিন্দোরক্ষুরভাবেন বনাবয়বমুল্লরী। বিন্দুগ্রে  
কুটিলীভূয় যাম্যাদীশানমাগতা। সা বামা শক্তিরূপা চ সা শিখা চিৎকলা পরা।  
শক্তীশানগতা রেখা প্রত্যগাগ্নেয়মাত্রগা। জ্যোষ্ঠা সা পরমেশানী ত্রিপুরা পরমেশ্বরী।  
কক্ৰীভূতা পুনর্কামে প্রথমাক্ষুরমাগতা। ইচ্ছা দক্ষসমায়োগে রৌদ্রী শৃঙ্গারমাগতা।  
পরব্রহ্মস্বরূপা সা ত্রিপুরা পরমেশ্বরী। বিন্দোরক্ষুরভাবেন ত্রিবৃত্তং দক্ষিণেন তু।  
তন্মাদাধারপর্ধ্যন্তং মৃণালতন্ত্ররূপিনী। আধারং পুনরাগতা ত্রি-মিতং গ্রহিসংবৃত্তম্।  
ষিটীয়াক্ষুরভাবেন সপরাঙ্কস্বরূপিনী। পরব্রহ্মস্বরূপা সা ত্রিপুরা পরমেশ্বরী।”—ইহার  
তাৎপর্য এই যে, কামকলার বিন্দুত্রয়ের মধ্যে কামবিন্দুর অক্ষুরভাবে পদ্মবন-  
বিহারিণী কুলকুণ্ডলিনী প্রাক্তভূত হইয়া থাকেন। দক্ষিণদিকস্থিত কামবিন্দু  
অক্ষুরিত হইয়া ঈশানকোণস্থ বিন্দু পর্য্যন্ত গমন করিলে একটি রেখা হইবে। এই  
রেখার নাম বামশক্তি ও চিৎকলা। ঐ রেখা পুনর্কাম ঈশানকোণস্থ বিন্দু হইতে  
বর্দ্ধিত হইয়া বায়ুকোণস্থিত বিন্দু পর্য্যন্ত গমন করিবে। এই রেখার নাম জ্যোষ্ঠা-  
শক্তি, ত্রিপুরা ও পরমেশ্বরী। এই রেখা পুনর্কাম বায়ুকোণস্থিত বিন্দু হইতে  
অক্ষুরিত পূর্বোক্ত প্রথমাক্ষুরে দক্ষিণদিকস্থিত বিন্দুতে গমন করিবে। এই  
রেখাকেই রৌদ্রী শক্তি ও ইচ্ছাশক্তি বলা যায়। কামকলা এইরূপে ত্রিকোণাকারা  
হইয়া পরমশিবের সহিত শৃঙ্গারে প্রবৃত্তা হইবেন। এই কামকলাই ব্রহ্মস্বরূপা ত্রিপুরা  
ও পরমেশ্বরী। পূর্বোক্ত কামবিন্দুর দক্ষিণ দিকে যে আর একটি অক্ষুর হইবে,  
তাহা ত্রিবৃত্ত হইয়া প্রণবাকারে পরিণত হইবে। প্রণব হইতে পুনর্কাম অক্ষুর  
উৎপত্ত হইয়া মৃণালতন্ত্রের আকারে মূলধার পর্য্যন্ত গমন করিবে। তৎপরে ঐ  
রেখা মূলধারে গমন করত ত্রিকলয়াকারে স্বয়মূলিক কেঁটন করিয়া থাকিবেন।

এই কামকলার দ্বিতীয় অঙ্কুর হইতেই দেবীর শরীরের উত্তরার্ধ প্রকাশিত হইবে।

এই কামকলাই পরব্রহ্মরূপা ত্রিপুরা ও পরমেশ্বরী ॥ ২১ ॥

ভবানি ত্বং দাসে ময়ি বিতর দৃষ্টিং সক্রুণা-

মিতি স্তোতুং বাঞ্ছন্ কথয়তি ভবানি ত্বমিতি যঃ।

তদৈব ত্বং তস্মৈ দিশসি নিজসায়ুজ্যপদবীং,

মুকুন্দব্রহ্মেন্দ্রফুটমু(ম)কুটনীরাজিতপদাম্ ॥ ২২ ॥

**সঙ্গীতরত্ন-তীকা।**—হে ভবানি ! ভবন্তু পত্নি ! ত্বং ভবতী দাসে ময়ি দাসভূতে কিঙ্করে ময়ি বিতর দেহি দৃষ্টিং কটাক্ষং সক্রুণাং ক্রুণাবৃত্তাম্ ইতি এবংপ্রকারেণ স্তোতুং স্তোত্রং কর্তুং বাঞ্ছন্ ইচ্ছন্ কথয়তি বদতি ভবানি ত্বমিতি। “ভবানি ত্বং দাসে ময়ি বিতর দৃষ্টিং সক্রুণাম্” ইতি বাক্যপ্রতীকঃ “ভবানি ত্বম্” ইত্যেবং যঃ সাধকঃ, তদৈব “ভবানি ত্বম্” ইতি বাট্যকদেশোচ্চারণসময় এব ত্বং ভবতী তস্মৈ বাট্যকদেশোচ্চারণকায় দিশসি দদাসি নিজসায়ুজ্যপদবীং নিজস্ত আশ্রয়ঃ সায়ুজ্যপদবীং তাদাশ্রয়াম্। মুকুন্দব্রহ্মেন্দ্রফুটমকুটনীরাজিতপদাং—মুকুনো বিকুঃ, ব্রহ্মা ব্রহ্মহিং, ইন্দ্রঃ আখণ্ডঃ, তেষাং ফুটং যথা ভবতি তথা মকুটে: নীরা-জিতে নীরাজনবিধিক্রিধাক্ষিতে পদে পাদাশ্রুজে যস্তাস্তাম্।

**অত্রেখং পদযোজনা**—হে ভবানি ! ত্বং দাসে ময়ি সক্রুণাং দৃষ্টিং বিতরেতি স্তোতুং বাঞ্ছন্ ভবানি ত্বমিতি যঃ কথয়তি তস্মৈ তদৈব ত্বং মুকুন্দব্রহ্মেন্দ্রফুটমকুট-নীরাজিতপদাং নিজসায়ুজ্যপদবীং দিশসি।

**অরমর্থঃ**—“ভবানি ত্বং দাসে ময়ি” ইত্যাদি বাক্যপ্রতীকে “ভবানি ত্বম্” ইতি পদদ্বয়ে “ভবানি” ইতিপদস্ত লোড়ুস্তমপুরুষৈকবচনাস্তত্বমবগম্য তৎসামান্যাদিকল্প-ণেন স্বপদস্তাধয়ে মহাবাক্যপ্রয়োগোহনেন সাধকেন প্রযুক্ত ইতি মত্বা মহাবাক্য-কলং তাদাশ্রয়ং দিশতি ভগবতী ; অপহোমাহাপাসনাবিধিত্যঃ তাদাশ্রোপাসনায়াঃ সত্ত্বঃ কলদায়িত্বাৎ।

অনিচ্ছয়াহপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ। ইতি জ্ঞানেন অবিবক্ষয়া প্রযুক্ত-মপি মহাবাক্যং কলদায়কমিতি, নাপি অবিসৃষ্টকারিত্বং দেব্যা ইতি ব্রহ্মত্বম্ ॥ ২২ ॥

**সঙ্গীতরত্ন-তীকাঃ অন্যান্যমুবাদ**।—“হে ভবানি, আমি দাস, আমাতে আপনি ক্রুণাকটাক্ষ নিক্ষেপ করুন,—“এইরূপ স্তব করিতে ইচ্ছুক হইয়া “ভবানি ত্বং”—এই অংশ উচ্চারণ করিবামাত্র (তুমিই আমি হইতেছি—এই) মহা-বাক্যার্থ নিষ্ঠারক সাধকের বাক্যপ্রবণে শব্দমাহাত্ম্যেই তৎকৃপাং ব্রহ্মা বিকু ইত্যাদি

দেবগণের মণিমুকুটে চরণনীরাজনাযুক্ত নিজ সাযুজ্যপদ আপনি তাহাকে দান করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—অথ স্তোত্রমহিমানমাহ ভবানীতি । হে ভবানি ! দাসে ময়ি সাক্ষর্যং দৃষ্টিং কৃপাবলোকনং বিতর দেহি, ইতি স্তোতুং স্তুতিঃ কৰ্ত্তুং বাঞ্ছন্ বাঞ্ছাং কুৰ্ব্বন্ পুরুষঃ ভবানি স্বম্ ইতি কথয়তি উচ্চারণ্যতি তদৈব উচ্চারণকাল এব তস্মৈ ভবানি স্বমিতি উচ্চারণকত্রে অর্থাৎ ভবানীতি সম্বোধন-পদাৎ লোড়ুত্তমপুরুষস্ত শ্রবণাৎ অহং স্বং ভবানি ইতি অভেদো ময়ি যাচিত ইতি বুধ্য। নিজসাযুজ্যপদবীঃ দিশসি আশ্বনোহভেদঃ দদাসি । সাযুজ্যপদবীঃ কিস্তু-তাম্ ? মুকুন্দব্রহ্মেক্ষুটমুকুটনীরাজিতপদাৎ হরিবিরিকীজ্ঞানানারহপ্রকাশযুক্ত-মুকুটনির্মিতপদাম্ ইতি প্রাঞ্চঃ । কশ্চিত্তু কুতর্কবুদ্ধিবাহুলাৎ যথাস্থং ব্যাখ্যাং করোতি ॥ ২২ ॥

**অনুবাদ।**—“ভবানি ! আমি তোমার দাস, তুমি আমার প্রতি সাক্ষর্য দৃষ্টিপাত কর ।”—এইরূপ স্তব করিতে ইচ্ছুক হইয়া যদি কোন ব্যক্তি, ‘ভবানি তুমি’ এই পর্য়াস্ত বলে, তাহা হইলে তুমি তৎক্ষণাৎ ঐ হই পদের ‘আমি তুমি হইতেছি’—এই অর্থ অনুসারে তাহাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বের মুকুটের দ্বারা নীরাজিত-চরণ নিজ সাযুজ্যপদ প্রদান করিয়া থাক ॥ ২২ ॥

দ্বয়া হৃদ্বা বামং বপূরপরিভূপ্তেন মনসা,  
শরীরার্দ্ধং শস্তোরপরমপি শঙ্কে হতমভূৎ ।  
তথা হি \* হৃদ্রূপং সকলমরুণাভং ত্রিনয়নং,  
কুচাভ্যামানত্রং কুটিলশশিচূড়ালমু(ম)কুটম্ ॥ ২৩ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—দ্বয়া ভবত্যা দ্বয়া অপদ্বত্যা বামঃ বামার্দ্ধং বপুঃ শরীরং অপরিভূপ্তেন অসঙ্কটেন মনসা অন্তঃকরণেন শরীরার্দ্ধং শস্তোরপরমপি দক্ষিণমপি শঙ্কে মন্ত্রে হতং গৃহীতম্ অভূৎ । যৎ যন্মাৎ এতৎ হৃদয়কমলাভঃ-প্রতিভাসি হৃদ্রূপং তব শরীরং সকলং কুংসং বামদক্ষিণভাগাশ্রকং অরুণাভং অরুণস্ত্র্যোতঃকালস্ব্যাত্তাতেবাতা যন্ত তৎ । যদা—অরুণা রক্তবর্ণা আভা প্রভা যন্ত তৎ অরুণাভম্ । ত্রিনয়নং নয়নত্রয়যুক্তং কুচাভ্যামানত্রং স্তনাভ্যামীষরত্রং কুটিলশশি-চূড়ালমকুটং কুটিলশশিনা বক্রচন্দ্রকলয়া চূড়ালং চূড়াবৎ মকুটং যন্ত তৎ ।

অত্রৈখং পদবোজনা—চে ভগবতি ! শস্তোর্বামং বপুঃ দ্বয়া দ্বয়া অপরিভূপ্তেন

মনসা অপরমপি শরীরার্কে হ্রতমভূদিতি শব্দে ; যৎ এতৎ স্বরূপং সকলমরূপাভং  
ত্বিনয়নং কুচাভ্যাগানয়নং কুটিলশশিচূড়ালমুকুটম্ ।

অর্থমর্থঃ—ভগবতা। শব্দোঃ একস্মিন্নর্কে অপহৃতে অপরার্কেস্তাপহার উৎ-  
প্রেক্ষাতে । যথা—উত্তরকৌলসিদ্ধান্তপ্রতিপাদকোরং শ্লোকঃ । উত্তরকৌলসিদ্ধান্তে  
শক্তিত্বাৎ অকৃতং শিবত্বং নাস্তি । অতঃ শিবত্বং শক্তিত্বং অন্তর্ভূতমিতি তদেব  
উপাত্তমিতি প্রস্তুতম্ । এতচ্চ “মনস্বং ব্যোম স্বম্” \* ইতি শ্লোকব্যাখ্যানাবসরে  
তথাধারে মূলে + ইতি শ্লোকব্যাখ্যানাবসরে চ নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ ॥ ২৩ ॥

**সম্মীধনরূপ-টীকার অন্যানুবাদ ।**—(হে ভগবতি ! ) আপনি  
শিবের বামার্কে আশ্রয়াৎ করিয়াও মন পরিতুষ্ট না হওয়ায় অপর অর্কেও হরণ  
করিয়াছেন, ইহা আমি বিবেচনা করি । তাই—আপনার সম্পূর্ণ শরীর অরূপাভ,  
ত্বিনয়ন, স্তনভারনয়ন ও বক্র শশিকলা মৌলিদেহে অবস্থিত । অর্থাৎ ত্বিনয়ন ও শশি-  
কলা শিবের প্রসিদ্ধ চিহ্ন, তাহা আপনার শরীরে থাকিলেও বর্ণ ও স্তনভারে নিশ্চয়  
হইতেছে, শিব আপনার এই মাতৃমূর্তিতে আশ্রয়িসংজ্ঞন দিয়াছেন । শিবত্বং যে  
শক্তিত্বং হইতে অভিন্ন, তাহা ৩৫:৪১ শ্লোক-ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে ॥ ২৩ ॥

**অচ্যুতানন্দরূপ-টীকা ।**—অথ শিবশক্ত্যোরভেদমাহ স্বরেতি ।  
হে মাতঃ ! যদ্য শব্দোক্তামং বপুর্হৃদা আশ্রনো দক্ষিণাঙ্গেন শিবস্ত বামাঙ্গং মিশ্রী-  
কৃত্য অর্কনারীশ্বরমূর্তিং বিধায়ামি মনসা অপরিভৃপ্তেন তৃপ্তিমগচ্ছতা অপরং দক্ষিণাঙ্ক-  
মপি যদ্য হ্রতমভূৎ ইতি শব্দে তর্কয়ামি ; সর্বং শব্দোঃ শরীরং ভব্যেব মিশ্রীকৃতং  
তর্কয়ামি ইত্যর্থঃ । তত্র হেতুং দর্শয়তি তথাহীত্যাদি । ইদানীং স্বরূপং সকলম্  
অরূপাভং অর্কনারীশ্বরত্বাৎ পূর্বম্ অর্কং পাণ্ডুরমাসীদিতি ভাবঃ । পূর্বং সার্কিষয়-  
নয়নমাসীৎ, ইদানীং ত্বিনয়নম্ । পূর্বং কুটেকেন নয়নত্যা আসীৎ, ইদানীং কুচযয়েনা-  
নয়নম্ । কুটিলশশিচূড়াক্ষাদকং মুকুটং যস্মিন্ । পূর্বং মুকুটশশিখণ্ডয়োর্বর্জ্যকেন  
ভূষিতং বপুর্মাসীৎ, ইদানীং মুকুট-শশিখণ্ডাভ্যাং ভূষিতমিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

**অনুবাদ ।**—জননি ! আমার বোধ হইতেছে, তুমি স্বীয় দক্ষিণাঙ্ক দ্বারা  
মহেশ্বরের বাম অঙ্গ হরণ পূর্বক অর্কনারীশ্বরমূর্তি হইয়াও পরিতৃপ্তহৃদয়া হইতে না  
পারিয়া তুমি মহেশ্বরের অবশিষ্ট দক্ষিণাঙ্কও হরণ পূর্বক নিজ শরীরে মিশ্রিত  
করিয়াছ । আমার ঈদৃশ অনুমানের প্রতি কারণ এই যে, তুমি পূর্বে যখন অর্ক-  
নারীশ্বরমূর্তি ছিলে, তখন তোমার অর্কশরীর পাণ্ডুরবর্ণ ছিল, এক্ষণে সর্বশরীরই  
অরূপবর্ণ দেখিতেছি । তৎকালে তোমার সার্কিষয় নয়ন ছিল, এক্ষণে নয়নত্রয় দৃষ্ট



হইতেছে। পূর্বে তোমার দেহ এক স্তন দ্বারাই আনত ছিল, এক্ষণে স্তনবৃগল দ্বারা আনত দেখিতেছি। তৎকালে তোমার মস্তকে শশিকলার অর্দ্ধাংশ ও মুকুটের অর্দ্ধাংশ শোভা পাইত, এক্ষণে সেই মস্তকে সম্পূর্ণ শশিকলা ও সম্পূর্ণ মুকুট শোভা পাইতেছে ॥ ২৩ ॥

জগৎ সূত্রে ধাতা হরিরবতি রুদ্রঃ কপয়তে,

তিরস্কুর্ক্বেতৎ স্বমপি বপুরীশঃ \* স্থগয়তি ।

সদাপূর্বঃ সর্বং তদিদমনুগৃহ্নাতি চ শিব-

স্তবাজ্জামালস্য কণচলিতয়োক্রলতিকয়োঃ ॥ ২৪ ॥

**সেঙ্গীতব্রহ্ম-টীকা।**—জগৎ স্বাবরজসমাশ্রয়কং জগৎ সূত্রে সৃজতি

ধাতা স্রষ্টা। হরিঃ বিষ্ণুঃ অবতি রক্ষতি। রুদ্রঃ কপয়তে সংহরতি।  
ধাতৃহরিরুদ্রাঃ সৃষ্টিস্থিতিলয়াধিকারিণঃ। তিরস্কুর্ক্বেতৎ উপসংহরন্ এতৎ ধাতৃহরি-  
রুদ্রাশ্রয়কং ত্রিতয়ং স্বমপি স্বকীয়মপি বপুঃ দেহম্ ঈশঃ মহেশ্বরত্বং তিরয়তি অন্ত-  
হিতং করোতি। ঈশ্বরঃ ধাতৃহরিরুদ্রান্ আশ্রয়ত্বারোপ্য স্বমপি সদাশিবত্বং  
অন্তর্ভূত ইত্যর্থঃ। অনেন ব্রহ্মাণ্ডপ্রলয়ঃ উক্তঃ। তদনন্তরং ব্রহ্মাণ্ডোৎপাদনারিষা  
সদাশিবস্ত জায়তে। তদানীমাহ—সদাপূর্ব ইতি। সদাশব্দঃ পূর্বঃ বস্ত শিব-  
শব্দস্ত সঃ সদাপূর্বঃ শিবশব্দঃ। তেন সদাশিবশব্দেন বাচ্যবাচকয়োঃ অভেদোপচারাৎ  
সদাশিবরূপং তত্ত্বম্ উপচর্যতে। সর্বং তদিদং পূর্বোক্তং ধাতৃহরিরুদ্রেশানাশ্রয়কং  
তত্ত্বচতুষ্টয়ং অনুগৃহ্নাতি। চকারঃ শব্দাচ্ছেদে। শিবঃ সদাশিবঃ। কথমনু-  
গৃহ্নাতীত্যশঙ্কায়ামাহ—তবাজ্জামালস্য ইতি। তব ভবত্যাঃ কণচলিতয়োঃ  
ক্রলতিকয়োঃ কণমাত্রং চলিতয়োঃ। ক্রলতিকাচলনেন বিজ্ঞেয়াজ্জামালস্যেত্যর্থঃ।  
ভবদ্বৈক্যবিশেষমাত্রাণাং ধাতৃহরিরুদ্রেশানাশ্রয়কং তত্ত্বচতুষ্টয়মুৎপন্নং, ক্রকুটীকরণমাত্রাণাং  
তদ্বিনষ্টমিতি অনেককোটিব্রহ্মাণ্ডানামুৎপাদনে সংহরণে চ ভবদ্বৈক্যবিশেষমাত্ররূপা  
শক্তিঃ সচিব্যং সদাশিবস্ত করোতীতি তাৎপর্যম্।

অত্রৈখং পদবোজনা—ভগবতি! ধাতা জগৎ সূত্রে। হরিঃ জগৎ অবতি।  
রুদ্রঃ জগৎ কপয়তে। ঈশঃ এতৎ তিরস্কুর্ক্বেতৎ স্বমপি বপুঃ তিরয়তি। সদাপূর্বঃ  
শিবঃ সর্বং তদিদং তব কণচলিতয়োঃ ক্রলতিকয়োঃ আজ্জামালস্য অনুগৃহ্নাতি ॥২৪॥

\* 'তিরয়তি' ইতি ল।



**সম্বীথরকৃত-টীকার মৰ্ম্মানুবাদ।**—হে ভগবতি, ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি, বিষ্ণু জগৎ পালন, রুদ্র জগৎ সংহার করেন, ঈশান,—ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রকে স্বরূপে লীন করিয়া—নিজ ওষ্মকেও সদাশিবতবে অন্তর্হিত করেন (ইহা প্রলয়াবস্থা)। অনন্তর সদাশিব আপনার কণসঞ্চালিত ক্রলতিকাযুগলের আঙ্কা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও ঈশ্বরতত্ত্বকে অমুগৃহীত করেন অর্থাৎ আপনার ইচ্ছিতেই সদাশিবের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইলে, ঈশ্বরতত্ত্বাদি সৃষ্টি ও তদ্বারা জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি হয় ॥ ২৪ ॥

**অ-তান-কৃত-টীকা।**—শ্রীমত্যাঃ পঞ্চেশ্বরারাধ্যত্বমাহ জগদিতি। তব কিঞ্চিচ্চলিতয়োক্রলতিকরোরাজ্যামালস্য তব কটাক্রমাসাঙ্ঘ ধাতা সূত্রে নির্দ্যাতি, বিষ্ণুঃ স্বরূপতি, রুদ্রো নাশয়তি, ঈশ এতৎ সৃষ্টাদিকং কৰ্ম্ম তিরস্কৰ্ম্মন্ নিদন্ স্বং বপুঃ স্বগয়তি বিষয়বাপারং পরিত্যজ্য যোগেন আত্মনো দেহং স্থিরীকৃত্য তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। সদাপূৰ্ব্বঃ শিবঃ অর্থাৎ সদাশিবঃ তৎ সৃষ্টাদিকং কৰ্ম্ম ইদং যোগাভ্যাসং কৰ্ম্ম সৰ্ব্বং অমুগৃহ্ণাতি আত্মসাৎ কৰোতি ॥ ২৪ ॥

**অনুবাদ।**—হে মাতঃ! তোমার ঈষচ্চলিত ক্রলতা দ্বারা আঙ্কা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, বিষ্ণু তাহা রক্ষা করিতেছেন এবং যথাসময়ে রুদ্র আবার সেই সৃষ্ট জগৎ লয় করিতেছেন। ঈশ্বর সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়-কার্য্যে লিপ্ত না হইয়া যোগবলে আপনাকে স্থির করিয়া রাখিতেছেন এবং সদাশিব সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও যোগযুক্ত হইতেছেন ॥ ২৪ ॥

ত্রয়াণাং দেবানাং ত্রিগুণজনিতানামপি শিবে,

ভবেৎ পূজা পূজা তব চরণয়োৰ্য্য বিরচিতা।

তথা হি ত্বংপাদোদ্বহন-মণিপীঠস্থ নিকটে,

স্থিতা হেতে শঙ্খমুকুলিতকরোত্তংসমু(ম)কুটাঃ ॥ ২৫ ॥

**সম্বীথরকৃত-টীকা।**—ত্রয়াণাং দেবানাং ধাতৃহরিক্রজাগামিত্যর্থঃ। ত্রিগুণজনিতানাং সম্বরজন্তমঃপ্রভবাণাম্। তব ভবত্যাঃ। হে শিবে! শিব-মহিষি! ভবেৎ ভবত্যেব। প্রাপ্তকালে লিঙ্। পূজা সপৰ্য্যা। সৈব পূজা নাভেতি। দ্বিতীয়পূজাশব্দস্যার্থঃ। তব চরণয়োঃ যা পূজা বিরচিতা নির্দিষ্টা। মুক্তং ভৈরবদেত্যাহ—তথাহীত্যাदि। তথাহি মুক্তমেতৎ। ত্বংপাদোদ্বহন-

মণিপীঠস্ত তব পাদয়োঃ উদ্বহনার্থং বন্ধমণিপীঠং পরিকল্পিতং তস্ত নিকটে উপসিংহা-  
সনসমীপে স্থিতাঃ বর্তন্তে স্ব । হি যস্মাৎ এতে ধাতৃহরিক্রদাঃ অধিকারপুরুষাঃ শব্দং  
অনবরতং মুকুণ্ডিতকরোত্তংসমকুটাঃ মুকুণ্ডিতাঃ কৃতাজ্জলয়ঃ করা এব উত্তংসাঃ,  
তদ্ব্যুত্কাঃ মকুটাঃ যেষাং তে ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে শিবে ! তব ত্রিগুণজনিতানাং ত্রয়াণামপি দেবানাং  
তব চরণয়োঃ বা পূজা বিরচিতা ভবেৎ সৈব পূজা । তথাহি স্বংপাদোদ্বহনমণি-  
পীঠস্ত নিকটে হি যস্মাৎ মুকুণ্ডিতকরোত্তংসমকুটাঃ শব্দদেতে স্থিতাঃ ।

অয়ং ভাবঃ—ভগবত্যাঃ পাদপীঠসেবা পূজামাত্রেন ন লভ্যতে, অপি তু  
ভগবত্যাঃ প্রসাদবশাদেবেতি ॥ ২৫ ॥

সম্বন্ধীকৃত-টীকান্ন অর্থানুবাদ ।—হে শিবে, আপনার  
সদ্ব, রজঃ ও তমোগুণজনিত ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র—এই দেবত্রয়ের সম্পাদিত যে আপনার  
চরণযুগলপূজা, তাহাই প্রকৃত পূজা, তাই ইহার। আপনার পাদপীঠসমীপে অঞ্জলি-  
বন্ধকরপুট শিরোভূষণরূপে মুকুটে রাখিয়া নিরন্তর থাকিবার অধিকার পাইয়াছেন ।  
অর্থাৎ সাধারণ পূজায় এ অধিকার লাভ হয় না । ব্রহ্মাদির প্রতি আপনার  
অসীম কৃপাবশতঃ, ইহাদিগের এই অধিকারলাভ ॥ ২৫ ॥

অ-তামন্দকৃত-টীকা ।—শ্রীমত্যাঃ পূজায়াং দেবতাস্তর-পূজা  
নিষেধমাহ ত্রয়াণামিতি । হে শিবে ! তব চরণয়োঃ কৃত পূজা বা সা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-  
শিবানাং পূজা ভবেৎ । ত্রিগুণজনিতানামিতি হেতুগর্ভবিশেষণম্ । যতন্তে ভবদ-  
গুণজাতাঃ । তথাচ প্রকৃতে গুণাত্ময়ঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি, তেষু ব্রহ্মাদয়ো জায়ন্ত ইতি  
অর্থাৎ সর্বেষাং কারণং যথা ভরোন্মূলনিষেচনেতি ভাবঃ । হেতুস্তরমাহ, তথাহি  
এতে ব্রহ্মাদয়ঃ মুকুণ্ডিতকরোত্তংসমকুটাঃ স্বংপাদোদ্বহনমণিপীঠস্ত নিকটে  
শব্দানবরতং স্থিতাঃ । মুকুণ্ডিতৌ পুটীকৃতৌ করাবেব উচ্চতরং শিরোভূষণং  
যেষাম্ । স্বংপাদাবেব উচ্ছতে যেন রত্নসিংহাসনেন তস্ত নিকটে অর্থাভিনিবনবরতং  
স্থিতাঃ । স্বংসেবয়া সর্বেষাং সেবা জায়ত ইতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ ।—হে শিবে ! তোমার চরণকমল অর্চনা করিলে ত্রিগুণ-  
জনিত দেবত্রয়ের অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরেরও পূজা করা হয়, *trinity*  
আর স্বতন্ত্র পূজার অপেক্ষা থাকে না । কারণ, তোমার চরণকমলের আধার  
মণিপীঠের নিকটে নিরন্তর অবস্থিত এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর কল্পপুটে  
অঞ্জলিবন্ধন পূর্বক তোমার পাদ-পদযুগল নিজ নিজ মুকুটের ভূষণরূপ করিয়া  
রাখিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

বিরিক্ধিঃ পঞ্চদ্বং ব্রজতি হরিরাপ্নোতি বিরতিং,  
 বিনাশং কীনাশো ভজতি ধনদো যাতি নিধনম্ !  
 বিতস্ত্রী গাহেষ্ট্রী বিততিরপি সন্মীলতি দৃশাং, \*  
 মহাসংহারেহস্মিন্ বিহরতি সতি ত্বংপতিরসৌ ॥২৬॥

**সম্মীলিতদৃশ-টীকা।**—বিরিক্ধিঃ ব্রজা পঞ্চদ্বং পঞ্চভূতানাং ব্যাটী-  
 রূপতাং, মরণমিতি যাবৎ, ব্রজতি যাতি । হরিঃ বিষ্ণুঃ আপ্নোতি প্রাপ্নোতি  
 বিরতিম্ উপরতিং, মরণমিতি যাবৎ । বিনাশং মৃতিং কীনাশঃ বমঃ ভজতি । ধনদঃ  
 কুবেরঃ নিধনং মরণং যাতি প্রাপ্নোতি । বিতস্ত্রী বিশেষণ তস্ত্রী প্রমীলা জাভ্যং  
 যন্তাঃ সা, নিদ্রাণেত্যর্থঃ, গাহেষ্ট্রী চতুর্দশানাং মনুনাং ইন্দ্রাণাং বিততিরপি সম্ভোহপি  
 সন্মীলিতদৃশা সন্মীলিতা দৃশা দৃষ্টিযন্তাঃ সা । “হলস্তাদপি টাবিহতে” ইতি টাপ্ ।  
 যবা, সন্মীলিতদৃশা করণেন—বিতস্ত্রী গাহেষ্ট্রী । মহাসংহারে কল্লাস্তে অস্মিন্  
 বিহরতি বিশৃঙ্খলতয়া বর্ততে, হে সতি ! পতিব্রতে ! ত্বংপতিঃ সদাশিবঃ হরঃ  
 অসৌ সহস্রদলকমলে পরিদৃষ্টমানঃ ।

অত্রৈখং পদবোজনা—বিরিক্ধিঃ পঞ্চদ্বং ব্রজতি । হরিঃ বিরতিং আপ্নোতি ।  
 কীনাশঃ বিনাশং ভজতি । ধনদঃ নিধনং যাতি । গাহেষ্ট্রী বিততিরপি সন্মীলিত-  
 দৃশা বিতস্ত্রী । হে সতি ! অস্মিন্ মহাসংহারে অসৌ ত্বংপতিঃ হরঃ বিহরতি ।

অয়ং ভাবঃ—সর্ব্বেষাং অধিকারপুরুষাণাং চ সংহারে ব্রহ্মাণ্ডভঙ্গসময়ে তব  
 পদার্থং বিহরণং তৎ তব পাতিব্রতামহিমায়ত্তমিতি ॥ ২৬ ॥

**সম্মীলিতদৃশ-টীকান্ন অস্মিনু-মতঃ।**—ব্রজা পঞ্চদ্বং প্রাপ্ত,  
 বিষ্ণু উপরত, বম বিনাশপ্রাপ্ত, কুবের নিধনপ্রাপ্ত এবং চতুর্দশ মনুষ্যের বিভিন্ন  
 ইন্দ্রিয়সমূহ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন,—এইরূপ মহাসংহার অবস্থাতেও  
 হে সতি, আপনার পতি সদাশিব ক্রীড়া করিয়া থাকেন—ইহা আপনারই পাতি-  
 ব্রত্যকল ॥ ২৬ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—ঐমত্যাঃ পাতিব্রতমাহ বিরিক্ধি-  
 য়িতি । হে সতি ! অস্মিন্ মহাসংহারে প্রহাপ্রলয়ে অসৌ ত্বংপতিঃ সদাশিবো  
 বিহরতি নাত্তঃ তব সতীত্বাদিতি ভাবঃ । অস্মিন্ সংহারে বিরিক্ধিঃ ব্রজা  
 পঞ্চদ্বং ব্রজতীত্যাदि । পঞ্চদ্বং মৃতিম্ । বিরতিং মৃতিম্ । বিনাশং কীনাশো বমঃ ।  
 গাহেষ্ট্রীসম্বন্ধিনী দৃশাং বিততির্কিতস্ত্রাপি তস্ত্রারহিতাপি সন্মীলতি মহানিদ্রায়

প্রাপ্নোতি । অনিমেষা দৃষ্টিরপি অমুম্বেষা ভবতি, যস্মিন্ মহেন্দ্রোহপি নিধনং বাতী-  
তার্থঃ । বিহরসীতি কচিং পাঠঃ ॥ ২৬ ॥

**অম্বুবাদ** ।—হে সতি ! মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা পঞ্চদশ  
প্রাপ্ত হইবেন, বিষ্ণুরও শরীর ধ্বংস হয়, কালান্তক যমও বিনষ্ট হইয়া থাকেন,  
ধনাধিক নিধন প্রাপ্ত হইবেন এবং মহেন্দ্রের তন্ত্রারহিত সদা উন্মীলিত নয়নসমূহও  
নিমীলিত হইয়া যায় অর্থাৎ মহেন্দ্রও মহানিন্দ্রায় অভিভূত হইবেন । এই মহা-  
সংহারসময়ে একমাত্র তোমার পতি সদাশিবই বিহার করিতে থাকেন ॥ ২৬ ॥

সুধামপ্যাস্বাত্ত প্রতিভয়-জরামৃত্যু-হরণীং,  
বিপত্তস্তে বিশ্বে বিধিশতমখাত্তা দিবিবদঃ ।  
করালং যৎ ক্লেড়ং কবলিতবতঃ কালকলনা,  
ন শস্তোস্তন্মূলং জননি তব তাড়(ট)কমহিমা ॥ ২৭ ॥

**সম্মীখন-কৃত-টীকা** ।—“বিবিধিঃ পঞ্চদশ” ইতি শ্লোকেণ যদ্ব্যক্তং  
তদেব সোপস্করমাহ :—সুধাম্ অমৃতম্ । অপিঃ বিরোধে । আস্বাত্ত পীষা ।  
প্রতিভয়-জরামৃত্যু-হরণীং প্রতিভয়ৌ ভয়ঙ্করৌ জরামৃত্যু জরামরণে হরতীতি  
প্রতিভয়-জরামৃত্যু-হরণী তাম্ । বিপত্তস্তে স্মিয়ন্তে বিশ্বে অখিলাঃ বিধিশতমখাত্তাঃ  
বিধিঃ ব্রহ্মা শতমখো দেবেন্দ্রঃ তৌ আত্মৌ প্রভৃতিভূতৌ যেষাং তে দিবিবদঃ সুরাঃ ।  
করালং অত্যাগ্রং যৎ ক্লেড়ং বিষং কালকূটং কবলিতবতঃ ভঙ্কিতবতঃ কালকলনা  
কালেন অবসানকালেন কলনা অবচ্ছেদঃ, মরণমিতি যাবৎ, ন শস্তোঃ তন্মূলং তন্ত  
কালকলনাত্যবস্ত মূলং কারণং তব ভবত্যাঃ জননি ! হে মাতঃ ! তাটকমহিমা  
তাটকন্ত ( সধবোচিত-কর্ণভূষণস্ত ) সামর্থ্যম্ ।

**অন্তেখং পদযোজনা**—হে জননি ! বিশ্বে বিধিশতমখাত্তাঃ দিবিবদঃ প্রতিভয়-  
জরামৃত্যু-হরণীং সুধাং আস্বাত্তাপি বিপত্তস্তে । করালং ক্লেড়ং কবলিতবতঃ শস্তোঃ  
কালকলনা নাতীতি যৎ তন্মূলং তব তাটকমহিমা ।

**অরং তাক**—যদি শস্তোরপি বিপত্তিঃ ত্যাং তাটকচ্যুতিঃ তর্হি ত্যাং । তাটক-  
চ্যাবকং কালন্ত নাস্তি, কালোৎপত্তিস্থিতিগয়ানাং তাটকৈকনিয়তবাদিতি দেব্যাঃ  
পাতিব্রতামহিমা সর্বাতিশারী ইতি ॥ ২৭ ॥

**সম্মীখন-কৃত-টীকা** ।—অগতে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র  
প্রভৃতি দেবগণ ভীষণ জরামৃত্যুনিবারক অমৃত পান করিয়াও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া

ধাকেন, আর শিব করাল কালকূট সেবন করিয়াও মৃত্যুঞ্জয়,—মাতঃ, ইহার মূল তোমার ( সধবাচিহ্ন ) কর্ণভূষণের মাহাত্ম্য ॥ ২৭ ॥

**অচ্যুতামন্দকৃত-টীকা ।**—ঈমত্যাঃ পাতিব্রত্যাং হ সুখামিতি । হে জননি ! প্রতিভয়ং প্রতিপক্ষভয়ং প্রতিভয়-জরামৃত্যু-হরণীং সুখাম্ অমৃতম্ অপ্যা-  
বাস্তবক্ষেত্রোক্তাঃ সর্কে দিবিসদো দেবাঃ বিপত্ত্যন্তে বিপন্ন ভবন্তীত্যর্থঃ । ভয়ানকং  
বিষং কবলিতবতঃ ভক্ষিতবতঃ শস্তোর্বয় কালকলনা কালবস্ততা মরণং, তন্মূলং  
তস্ত মূলং তব তাড়কমহিমা তব প্রকাশ্যত্বং তবাপ্রকাশাদেব শস্তোর্মৃত্যুঞ্জয়মিতি  
ভাবঃ । তাড়কঃ স্বপ্রকাশে স্তাতাড়কং কর্ণভূষণম্ ॥ ২৭ ॥

**অনুবাদ ।**—হে জননি ! জরা, মৃত্যু ও বিপক্ষভয়-বিদূরণকারী অমৃত  
পান করিয়াও এই জগতে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ প্রলয়কালে কাল-কবলিত  
হইয়া থাকেন ; কিন্তু নীলকণ্ঠ সন্তোমৃত্যুর কারণ ভীষণ কালকূট ভক্ষণ করিয়াও  
কালের বশীভূত হয়েন নাই । তোমার আত্মপ্রকাশ অর্থাৎ শঙ্কু-শরীরে তোমার  
অনুপ্রবেশের এবং মহিমাই তৎপ্রতি কারণ ॥ ২৭ ॥

জপো জল্পঃ শিল্পঃ সকলমপি মুদ্রাবিরচনং,  
গতিঃ প্রাদক্ষিণ্যং ভ্রমণমদনাচ্ছতবিধিঃ । \*  
প্রণামঃ সংবেশঃ সুখমখিলমাত্মার্পণদশা,  
সপৰ্য্যাপৰ্য্যায়স্তব ভবতু যন্মে বিলসিতম্ ॥ ২৮ ॥ †

**সঙ্কীর্ণকৃত-টীকা ।**—জপঃ মন্ত্রজপঃ “উপাংশুচৈক্যে ক্রিয়তে”  
ইত্যাদিভিষ্টোদিতঃ সঃ জল্পঃ যাদৃচ্ছিকসঙ্গীপঃ । শিল্পঃ সকলমপি হস্তবিদ্যাসাদিক্রিয়া-  
নিচয়ঃ মুদ্রাবিরচনা মুদ্রাণাং সংকোভ-দ্রাবণাকর্ষণ-বস্ত্রোন্মাদ-মহাঙ্কুশ-খেচরী-বীজ-  
যোনিজিহ্বাশাকানাং বিরচনা করণম্ । গতিঃ যাদৃচ্ছিকগমনং প্রাদক্ষিণ্যক্রমণং  
প্রাদক্ষিণ্যক্রিয়া । ভ্রমণাদি ওদনাদি যৎকিঞ্চিৎ পদার্থচর্ষণং আছতিবিধিঃ আহতীনাং  
দেবতোদ্যেশেন হবিঃপ্রক্ষেপণাশাকানাং বিধিঃ করণম্ । প্রণামঃ নমস্কারঃ  
সংবেশঃ যাদৃচ্ছিকদণ্ডবল্লুষ্ঠনম্ । সুখং সুখকরং বস্ত জল্পশিল্পব্যতিরেকেণ অস্তভ-  
নয়নোন্মোলন-নিমীলনাদিকম্ অখিলং সমস্তং শঙ্কু-শরীরাদিকং আত্মার্পণদশা  
আত্মার্পণবুদ্ধ্যা সপৰ্য্যাপৰ্য্যায়ঃ সপৰ্য্যাপূজা তস্তাঃ পৰ্য্যায়ঃ রূপান্তরং, সপৰ্য্যাবেত্যর্থঃ,  
তব তে ভবতু ভূয়াৎ যৎ প্রসিদ্ধমেব মে মম বিলসিতং বিলাসঃ ।

\* প্রাদক্ষিণ্যক্রমণমপ্যাত্মাহতিবিধিঃ । ইতি ল,

† সন্তবিধাষ্টাবিংশলোকমোঃ সংখ্যাভাষ্যো লক্ষ্যমহিমাক্ষেপ্তভেদে ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! আত্মার্পণদৃশা জন্মঃ জপঃ, সকলমপি শিল্পঃ যুদ্ধাবিরচনা, গতিঃ প্রাদক্ষিণ্যক্রমণং, অশ্বনাদি আহুতিবিধিঃ, সংবেশঃ প্রণামঃ, অধিলাং সুখং মে মহিলসিতং চ তব সপৰ্যাপৰ্যায়ঃ ভবতু ।

অরমর্থঃ—জন্মাদীনাং জপাদিরূপতা যথার্থং কল্পিতা । এবং নয়নোন্নীলিত-নিমেষোন্মেষবাক্তজজ্ঞাদীনাং যথার্থং সপৰ্যাপৰ্যায়তা উক্তা । শব্দাদেঃ সুখকরন্ত বস্তনঃ প্রাদক্ষিণ্যক্রমণব্যতিরেকেণ আত্মার্পণবুদ্ধ্যা ত্যাগ এব সপৰ্যাপৰ্যায়ঃ, ন তু স্বীকৃতানাম্ । যথা—শব্দাদীনাং বাদৃচ্ছিকসম্ভবেন সুখপ্রাপ্ত্যৰ্থাৎ তৎসুখং মচ্ছেষং ন ভবতি কিন্তু সদাশিবায়ৈতাপৰ্ণং সপৰ্যাপৰ্যায়ঃ ।

অত্রেদমহুসঙ্কেয়ম্—সময়িনাং মতে সময়স্ত সাদাধ্যাতবস্ত সপৰ্যয়া সহস্রদলকমল এব, ন তু বাহ্যে পীঠাদৌ । যে যে সময়িনো যোগীশ্বর্য জীবন্তুস্তাঃ সংসারযাত্রা-মহুবর্তমানাঃ সাদাধ্যাতবস্তমহুচিস্তরস্ত, আত্মৈকপ্রবণাঃ বর্তন্তে, তেষাং “জপো জন্মঃ শিল্পম্” ইত্যাদিনা সপৰ্যয়াপ্রকারো নিরূপিতঃ । যে তু সময়িনো যোগীশ্বর্য বিজনে গুহাস্তরে বা বন্ধপদ্মাননাঃ নিগূহীতেজিয়াঃ সাদাধ্যাতব্ধ্যানৈকনিষ্ঠাঃ বর্তন্তে, তেষাং বক্ষ্যমাণচতুর্বিধবড়্ বিধৈক্যাহুসঙ্কানেনেব ভগবত্যাঃ সপর্ণোতি অর্থাহুস্তং ভবতি । অতশ্চ পক্ষদ্বয়েহপি বাহুপূজায়াং তৎক্রিয়াকলাপে চ তৎসম্পাদনায়াস-ক্লেশো নাস্তি সময়িনামিতি রহস্তম্ । যন্তু চন্দ্রজ্ঞানবিজ্ঞানায়ুক্তম্ :—

সূর্য্যমণ্ডলনধ্যাহ্নং দেবীং ত্রিপুরসুন্দরীম্ ।

পাশাঙ্কুশধনুর্দ্বাণান্ ধারয়ন্তীং প্রপূজয়েৎ ॥

ইতি বাহুপূজাপ্রকারকথনং, তন্তু সময়ৈকদেশিমতমিতি পুরস্তাৎ প্রপ-  
ক্যতে ॥ ২৮ ॥ \*

সম্মীলনরূপ-তীকার মৰ্ম্মানুবাদ ।—হে ভগবতি, আত্ম-সমর্পণ-বুদ্ধি-অহুসারে শব্দোচ্চারণমাত্রই জপ, শিল্পমাত্রই যুদ্ধা (খেচরী দ্রাবণ প্রভৃতি) রচনা, গমনমাত্রই প্রদক্ষিণ, ভোজনমাত্রই আহুতি, শয়নমাত্রই প্রণাম এবং অজ্ঞাত যে সকল সুখবিলাস আমার আছে, তৎসমস্তই আপনার পূজা-স্বরূপে পরিগণিত হউক । অর্থাৎ জীবন্তু সময়াচারী গৃহস্থ, সাদনারী কলার নিবিষ্টচিত্ত এবং আত্মধ্যানপরায়ণ, তাঁহাদিগের বাদৃচ্ছিক শব্দোচ্চারণাদিই জপাদি-হানীর । সাধক সেই ভাব প্রার্থনা করিতেছেন ॥ ২৮ ॥

অ-সম্পাদনরূপ-তীকা ।—অথ জ্ঞানযোগং একটীকরোতি জপ ইতি । যস্মৈ বিলসিতং বচ্ছেষিতং তৎ সপৰ্য্যায়ো ভবতু তব পূজাক্রমো ভবতু ।

\* লক্ষ্মীধরমতে সপর্ণোতিশ্লোকঃ জপো জন্মমিতি, ২৮ শ্লোকস্ত হুগামপীতি

তৎ কিমিত্যাহ। মম সকলং জন্মো বচনমাত্রং জপো ভবতু। মম সকলং  
অঙ্গুলিক্রিয়ামাত্রং মুদ্রাবিরচনং ভবতু। সকলং গতিঃ গমনমাত্রং প্রাদক্ষিণ্যং ভ্রমণং  
ভবতু। মম অদনাদি মম ভোজনপানমাত্রং হোমকৰ্ম ভবতু। মম সংবেশং শয়ন-  
মাত্রং অষ্টাঙ্গপ্রণামোহস্ত। মম অধিলং সুখং শক্তিসংযোগসুখমাত্রং আত্মার্পণদৃশা  
আত্মনি পরদেবতায়াঃ অভেদভাবেনার্পণমস্ত। সকলমিত্যজহল্লিজম্ ॥ ২৮ ॥

**অনুবাদ।**—মাতঃ! আমি সংসারমধ্যে যখন যে কার্য্য করিব, তৎ-  
সমস্তই যেন তোমার অর্চনাস্বরূপ হয় এবং আমার বাক্যসমূহ তোমার জপস্বরূপ  
হউক। আর আমি যখন যেরূপ অঙ্গুলিসঞ্চালন করিব, তৎসমুদয় তোমার  
মুদ্রা-রচনাস্বরূপ, আমি যখন যে দিকে গমন করিব, তাহা তোমাকেই প্রদক্ষিণ  
করা স্বরূপ, আমার পান-ভোজনাদি তোমার উদ্দেশে আহুতিপ্রদানস্বরূপ, আমি  
যখন শয়ন করিব, তখন তাহা তোমার উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণামস্বরূপ, এবং আমার  
নিখিল-শক্তিসংযোগজনিত-সুখ আত্মার্পণস্বরূপ হউক ॥ ২৮ ॥

দদানে দীনেভ্যঃ শ্রিয়মনিশমাত্মানুসদৃশী-  
মমন্দং সৌন্দর্য্যাস্তবক-মকরন্দং বিকিরতি।  
তবাস্মিন্ মন্দারস্তবকসুভগে যাতু চরণে,  
নিমজ্জন্ মজ্জীবঃ করণচরণৈঃ ঘট্চরণতাম্ ॥ ২৯ ॥

**৫-তাব্ধি।**—দদানে দদতি দীনেভ্যো দরিদ্রেভ্যঃ শ্রিয়ং  
লক্ষ্মীম্ অনিশম্ আশাহুসদৃশীং বাহ্যাহুরূপাম্ অমন্দম্ অধিকং সৌন্দর্য্যপ্রকরমকরন্দং  
সৌন্দর্য্যাস্ত লাবণ্যাস্ত প্রকরঃ সমূহঃ এব মকরন্দঃ পুষ্পরসঃ তৎ বিকিরতি তব  
ভবত্যাঃ অস্মিন্ দৃশ্যমানে মন্দার-স্তবকসুভগে কল্পবৃক্ষগুচ্ছ-সৌভাগ্যবতি যাতু  
প্রাপ্নুয়াৎ। চরণে পাদান্তে নিমজ্জন্ নিতরাং মজ্জনং কূৰ্জন্ মজ্জীবঃ অহং চাসৌ  
জীবন্ত মজ্জীবঃ করণচরণঃ করণানি পঞ্চেন্দ্রিয়াণি মনঃবর্ত্তানি তান্যেব চরণা বস্ত সঃ  
তস্ত ভাবঃ ঘট্চরণতাং ভ্রমরম্।

**অত্রৈখং পদবোজনা।**—হে ভগবতি! দীনেভ্যঃ আশাহুসদৃশীং শ্রিয়ম্ অনিশং  
দদানে অমন্দং সৌন্দর্য্যপ্রকরমকরন্দং বিকিরতি মন্দারস্তবকসুভগে অস্মিন্ তব  
চরণে করণচরণঃ মজ্জীবঃ নিমজ্জন্ ঘট্চরণতাং যাতু।

অজ্ঞাতিশয়োক্তিপ্রলকারঃ, চরণস্ত কমলত্বেন নিগীৰ্ঘ্যাধ্যবসানাৎ। মন্দারস্তবক-  
সুভগ ইত্যর্থ উপমালাকারঃ। অনয়োঃ সংসৃষ্টিঃ। করণচরণ ইত্যত্র রূপকং,  
করণানাং চরণত্বেন রূপাৎ। মজ্জীবঃ ঘট্চরণতাং বাস্তবিত্যত্র পরিণামলাকারঃ

পটঃ । অনয়োৱজ্ঞানিতাবেন সঙ্করঃ । সৌন্দর্য্যপ্রকরমকরন্মং বিকিরতীতাত্ত  
রূপকং নিগীৰ্য্যাধ্যবসানে নিমিত্তম্ । অতএব নৈকদেশরূপকম্, অবয়বানাং প্রতি-  
পাদনাং । করণচরণঃ ষট্চরণতাং যাস্থিতি ফলত্বেনোদ্দেশাং অবয়বত্বং তত্ত্ব ।  
অতোহস্মিন্ চরণ ইতি আরোপবিষয়তয়া চরণমুপাদায় কমলমারোপ্যমাণবুদ্ধ্যা  
নিগীৰ্ণমিতি সম্যক্ । এবং পরিণামাতিশয়োঃ সঙ্কর এব ন তু সংসৃষ্টিমিতি  
ধোয়ম্ \* ॥ ৩০ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা :- অম্মানুবাদ ।**—হে ভগবতি, দীনজনগণে  
আশাহরূপ সমৃদ্ধিদানতৎপন্ন, অসৌন্দর্য্যস্বরূপ মকরন্দবর্ষী মন্দারকুসুমস্তবক-  
মনোহর, আপনার এই চরণকমলে নিমগ্ন ইঞ্জিয় ( চক্ষুঃ, শ্রোত্র, জ্ঞান, রসনা, ঘ্রক  
ও মনঃ এই ষড়্ভিজিয় ) রূপ চরণযুক্ত মৎ-স্বরূপ জীব ষট্ পদভাবে প্রাপ্ত হউক ।

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।**—অপেক্ষান্তিকৌঃ ভক্তিমাহ দদানে  
ইতি । হে মাতঃ ! অস্বিন্ননারস্তবকমুভগে পারিজাতপুষ্পগুচ্ছমনোহরে তব  
চরণে মম জীবো নিমজ্জন্ করণচরণৈঃ ষড়্ভিজিয়রূপৈশ্চরণৈঃ ষট্চরণতাং ত্রমররূপত্বং  
যাতু । কিম্বুতে ? দীনেভাঃ অনিশং নিরন্তরম্ আত্মাহুসদৃশীঃ স্বাভিমাং শ্রিয়ম্ আত্ম-  
সদৃশমৈশ্বর্য্যং দদানে । তথাচ মুক্তিচতুর্বিধা,—সৃষ্টি-সালোক্য-সাক্ষ্য-সাবুজ্য-  
মিতি । পুনঃ কিম্বুতে ? সৌন্দর্য্যাসমূহরূপং মকরন্দম্ অমন্দং যথা স্তাস্তথা বিকি-  
রতি বিক্ৰিপতি ॥ ২২ ॥

**অম্মানুবাদ ।**—হে মাতঃ ! তোমার যে চরণ দীন ভক্তজনগণকে সর্বদা  
আত্মসদৃশ ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতেছে, যাহা হইতে নিরন্তর সৌন্দর্য্যাসমূহরূপ মকরন্দ  
করিত হইয়া থাকে, যাহা পারিজাতকুসুম-স্তবকের ত্রায় স্তমনোহর, তোমার  
সেই চরণ-সরোজে আমার জীবাত্মা নিমগ্ন হইয়া ছয়-ইঞ্জিয় দ্বারা ষট্ পদরূপ ধারণ  
করুক ॥ ২২ ॥

কিরীটং বৈরিঞ্চং পরিহর পুরঃ কৈটভভিদঃ,

কঠোরে কোটীরে স্থলসি জহি জস্তারি(ম)মুকুটম্ ।

প্রণত্রেষেতেষু প্রসভমুপযাতস্ত ভবনং,

ভবস্থাত্মস্থানে তব পরিজনোক্তির্বিজয়তে ॥ ৩০ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা ।**—কিরীটং নকুটং বৈরিঞ্চং বিরিকিসম্বন্ধি  
পরিহর দূরত এব কুরু । পুরঃ অগ্রভাগে কৈটভভিদঃ কৈটভাহুয়ং তিনতীতি



কৈটভভিৎ তন্ত বিকোঃ কঠোরে কোটীরে মকুটাক্লে ঞ্গসি । অত্র কাকুঃ  
অনুসন্ধেয়া । জহি ত্যজ জস্তারিমকুটং জস্তারেঃ ইন্দ্রস্ত মকুটম্ কিরীটম্ । প্রণম্রেবু  
প্রকর্ষণে দণ্ডবৎ নতেষু এতেষু বিরিক্ষিকৈটভভিজ্জস্তারিষু প্রসভম্ অতিশীজ্জঃ  
সসজ্জমমিত্যর্থঃ, উপযাতস্ত সমাগতস্ত ভবনং মন্দিরং ভবন্ত পরমেশ্বরস্ত অভ্যুত্থানে  
অভিমুখোখিতৌ তব পরিজনোক্তিঃ সেবকানাং বচনং বিজয়তে সর্কোৎকর্ষণে  
বর্ততে ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! পুরঃ বৈরিক্ষং কিরীটং পরিহর,  
কৈটভভিদঃ কঠোরে কোটীরে ঞ্গসি, জস্তারিমকুটং জহি, ইত্যেবংরূপা এতেষু  
প্রণম্রেবু সংস্ ভবনমুপযাতস্ত ভবন্ত প্রসভং তবাভ্যুত্থানে পরিজনোক্তিবিজয়তে ।

অত্র উদাত্তালঙ্কারঃ, “সমৃদ্ধিমদ্বস্তবর্ণনমুদাত্তম্” ইতি লক্ষণাৎ ॥ ৩০ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মমানু-মাদ** ।—হে ভগবতি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু  
ও ইন্দ্র যখন ( আপনার চরণসমীপে ) দণ্ডবৎ প্রণত, তখন মহাদেব আপনার ভবনে  
আগমন করাতে আপনি সহসা তাঁহার অভ্যুত্থান করিলে, (সজ্জম-প্রচলিত) পরিজন-  
গণের যে একজনকে আর একজন বলিয়া থাকে—‘সম্মুখে ব্রহ্মার কিরীট, পা দিও  
না, (ওদিকে) বিষ্ণুর (ভূপতিত) কঠোর মুকুটে পড়িয়া যাইবে, ইন্দ্রের মুকুট  
সরাইয়া দেও’—সেই উক্তির জয় জয়কার ॥ ৩০ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা** ।—ব্রহ্মাদীনাং শ্রীমতা। আরাধ্যত্বমাহ  
কিরীটমিতি । হে মাতঃ ! এতেষু ব্রহ্মাদিষু সংস্ অকস্মাত্তব ভবনং উপযাতস্ত  
শিবস্ত অভ্যুত্থানে সতি পরিজনানামুক্তির্কচনং বিজয়তে জয়েনাভিনন্দিতো ভবতি ।  
তৎ কিমিত্যাহ—অগ্রতো বৈরিক্ষম্ বিরিক্ষেঃ ইদং পরিহর পরিত্যজ্য গচ্ছেত্যর্থঃ ।  
কৈটভভিদো বিকোঃ কোটীরং মুকুটং কঠোরং অগ্নিন্ ঞ্গসি পতসি অত্র  
সাবধানা ভব ইতি ভাবঃ । জস্তারিমকুটং জহি ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ হনধাতু-  
স্ত্যাগার্থে । পরিত্যজ্য গচ্ছেত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

**অম্বুবাদ** ।—মাতঃ ! ব্রহ্মাদ যখন তোমার চরণে দণ্ডবৎ প্রণত,  
তদবস্থায় শিব সহসা তোমার ভবনে উপস্থিত হইলে—তোমাকে সসজ্জমে তাঁহার  
প্রত্যক্ষগমন করিতে দেখিয়া তোমার পরিজনবর্গ সতর্কতার জন্ত বলিতে থাকেন  
যে, ‘দেবি ! সম্মুখে ব্রহ্মার কিরীট রহিয়াছে, ইহা ছাড়া যেন তোমার চরণে  
আঘাত লাগে না ; এখানে বিষ্ণুর কঠোর মুকুট, সাবধান হও, যেন ইহাতে  
পদাঘাতন হয় না । এখানে দেবরাজের মুকুট, ইহা অতিক্রম করিয়া আইস ।’  
দেবি ! তোমার পরিজনগণের এই সমস্ত বাক্য জয়োন্নাসে পরিপূর্ণ হউক ॥ ৩০ ॥

চতুঃষষ্ঠ্যা তন্ত্ৰৈঃ সকলমভি- \* সন্ধায় ভুবনং,

স্থিতস্তত্ত্বংসিদ্ধি-প্রসবপরতন্ত্রঃ † পশুপতিঃ ।

পুনঃস্মিৰ্ব্বন্ধাদখিলপুরুষার্থৈকঘটনাং(না-)

স্বতন্ত্রং তে তন্ত্রং ক্ষিতিতলমবাভীতরদিদম্ ॥ ৩১ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা ।**—চতুঃষষ্ঠ্যা চতুঃষষ্ঠিসংখ্যাতৈকঃ মহামায়া-  
শব্দাদিভিঃ তন্ত্ৰৈঃ সিদ্ধাত্তৈঃ । অত্র চতুঃষষ্ঠিশব্দস্ত সঙ্খ্যায়পরত্বাৎ একবচনাস্ত্বম্ ।  
সকলং সমস্তং অতিসন্ধায় অপবাহ বক্ষয়িত্বা ভুবনং প্রপঞ্চং স্থিতঃ নিবৃত্তব্যাপারঃ  
তত্ত্বংসিদ্ধিপ্রসবপরতন্ত্ৰৈঃ তাশ্চ তাশ্চ সিদ্ধয়ঃ তত্ত্বংসিদ্ধয়ঃ চতুঃষষ্ঠিতন্ত্ৰেষু একস্মিন্  
একস্মিন্ তন্ত্ৰে প্রয়োজনভূতাঃ একৈকসিদ্ধয় ইত্যর্থঃ, তাসাং প্রসবঃ উৎপত্তিঃ, তত্র  
পরতন্ত্ৰৈঃ । যদ্বা—তেষাং তেষাং সিদ্ধয়ঃ তত্ত্বংসিদ্ধয়ঃ যেষাং যেষাং সাধকানাং  
স্বভাবিমতাঃ সিদ্ধয়ঃ তত্ত্বংসিদ্ধয়ঃ, তাসাং প্রসবপরতন্ত্ৰৈঃ উৎপাদনৈকনিয়তৈঃ । পশু-  
পতিঃ পশুনাং প্রাণিনাং পতিঃ, পশুস্তীতি পশবঃ । যদ্বা—ইন্দ্রিয়ান্যেব পশুস্তীতি  
ব্যাংপত্ত্যা পশবঃ ইন্দ্রিয়ানি, তান্ পশুন্ পাতি রক্ষতীতি পশুপতিঃ জীবঃ,  
শিব এব জীব ইতি পশুপতিঃ শিবঃ, পুনঃ ভূয়ঃ স্বমিৰ্ব্বন্ধাৎ ত্রয়া নিৰ্ব্বন্ধঃ তস্মাৎ ।  
চতুঃষষ্ঠিতন্ত্র-প্রতিপাদিত সৰ্ব্বসিদ্ধাস্তরূপ-সকল-পুরুষার্থ-সাধন-ভূত-তন্ত্রাস্তরোপদেশ-  
স্বীকারবাগ্ৰয়া দেব্যা ভগবত্যা কৃতো নিৰ্ব্বন্ধ ইতি যাবৎ । যদ্বা—ঋদিতি ভিন্নং পদং  
পঞ্চম্যাস্তম্ । অখিলপুরুষার্থৈকঘটনাস্বতন্ত্রম্ অখিলানাং পুরুষার্থানাং মুখ্যত্বেন ঘটনাস্বাৎ  
স্বতন্ত্রং স্বয়মেব প্রধানং তে ভবত্যাঃ তন্ত্রং ক্ষিতিতলং ভূতলং অবাভীতরং ।  
তরতের্গো চণ্ডি রূপম্ । গত্যাৰ্থত্বাৎ “গতিবুদ্ধি” ইত্যাদিহৃত্রেণ দ্বিকৰ্ম্মকত্বম্ । ইদং  
বক্ষ্যমাণম্ ।

অত্রৈখং পদবোজনা—হে ভগবতি ! পশুপতিঃ সকলং ভুবনং তত্ত্বংসিদ্ধিপ্রসব-  
পরতন্ত্ৰৈঃ চতুঃষষ্ঠ্যা তন্ত্ৰৈঃ অতিসন্ধায় স্থিতঃ । পুনঃস্মিৰ্ব্বন্ধাৎ অখিলপুরুষার্থৈক-  
ঘটনাস্বতন্ত্রম্ তে তন্ত্রমিদং ক্ষিতিতলমবাভীতরং ।

চতুঃষষ্ঠিতন্ত্রানি চতুঃশতান্যাম্—

চতুঃষষ্ঠিশ্চ তন্ত্রানি মাতৃণামুত্তমানি চ ।

মহামায়ানন্দরং চ যোগিনীজালশব্দরম্ ॥

তদ্বশব্দকং চৈব ভৈরবাষ্টকমেব চ ।

বহুপাঠিকং চৈব যামলাষ্টকমেব চ ॥

চক্ষুজ্ঞানং মালিনী চ মহাসমোহনং তথা ।  
 বামজুষ্ঠং মহাদেবং বাতুলং বাতুলোত্তরম্ ॥  
 হৃদেদং তন্ত্রভেদং চ শুভতন্ত্রং চ কাগিকম্ ।  
 কলাবাদং কলাসারং তথাহুতং কুণ্ডিকামতম্ ॥  
 মতোত্তরং চ বীণাখ্যং ত্রোতলং ত্রোতলোত্তরম্ ।  
 পঞ্চামৃতং রূপভেদং ভূতোজ্জামরমেব চ ॥  
 কুলসারং কুলোজ্জীশং কুলচূড়ামনিস্থথা ।  
 সৰ্গজ্ঞানোত্তরং চৈব মহাকালীমতং তথা ॥  
 অক্লেশং মোদিনীশং বিকুণ্ঠেশ্বরমেব চ ।  
 পূৰ্বপশ্চিমদক্ষং চ উত্তরং চ নিরুত্তরম্ ॥  
 বিমলং বিমলোক্তং চ দেবীমতমতঃ পরম্ ॥

ইত্যেবং চতুঃষষ্টিতন্ত্রাণি পার্শ্বতীং প্রতি কথিতানি । এতানি তন্ত্রাণি জগতাম্  
 অতিসন্ধানকারণানি, বিনাশহেতুভূতানি, বৈদিকমার্গদূরবৰ্ত্তিত্বাৎ । অতএবোক্তং  
 ভগবৎপাদৈঃ “চতুঃষষ্ট্যা তন্ত্ৰৈঃ সকলমতিসন্ধ্যায় ভূবনম্”—সকলাবিষমোক-  
 প্রতারকানি ইমানি চতুঃষষ্টিতন্ত্রাণি—ইতি । তথাহি—

মহামায়াশব্দরত্নং মায়াপ্রপঞ্চনিৰ্ম্মাণকলম্ । মায়াপ্রপঞ্চনিৰ্ম্মাণং নাম সৰ্বেষাং  
 চক্ষুরাদীনাং অন্তথাপদার্থগ্রহণ কারণং, যথা ঘটস্ত পটাকারেণ প্রতিভাসনম্ ।

যোগিনীজালশব্দরত্নং—মায়াপ্রধানতন্ত্রং শব্দরমিত্যুচ্যতে । তত্র তন্ত্ৰে যোগিনীনাং  
 জালদর্শনম্ । তচ্চ শ্রীশানাদিকুমার্গেণ সাধাতে ।

তত্ত্বশব্দরত্নং—তত্ত্বানাং পৃথিব্যাদীনাং শব্দরং মহেন্দ্রজালবিজ্ঞা । মহেন্দ্রজাল-  
 বিজ্ঞায়াং পৃথিবীতত্ত্বে উদকতত্ত্বাদীনি উদকতত্ত্বে, পৃথিব্যাদীনি তত্ত্বানি এবম্  
 অন্তোন্তং প্রতিভাসন্তে ।

ভৈরবাষ্টকং নাম—সিদ্ধভৈরব—বটুকভৈরব—কঙ্কালভৈরব—কালভৈরব—  
 কালাঘ্নিভৈরব—যোগিনীভৈরব—মহাভৈরব—শক্তিভৈরবপ্রধানানি অষ্টতন্ত্রাণি  
 নিখ্যাট্টৈহিকফলসাধনাত্তপি কাপালিকমতত্বাৎ বৈদিকমার্গদূরাণি ।

বহুরূপাষ্টকম্—শক্तेঃ সমুদ্ভূতানি রূপাণি ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী কোমারী বৈষ্ণবী  
 বারাহী মাহেশ্বরী চামুণ্ডা শিবদূতী চেতাষ্টৌ রূপাণি । এতান্নবলম্ব্য প্রবৃত্তানি তন্ত্রাণি  
 অষ্টৌ, তেষাং গণঃ অষ্টকম্ । এতদপি বেদমার্গ-দূরত্বাৎ হেয়ম্ । অত্র শ্রীবিজ্ঞায়াঃ  
 প্রসঙ্গঃ বহুরূপাষ্টকপ্রস্তাবে প্রসক্তানুপ্রসক্ত্যা পাতিত ইতি ন কচ্চিদোষঃ ।

যমলাষ্টকম্—যমলা নাম কামসিদ্ধায়া তৎপ্রতিপাদকানি তন্ত্রাণি যামলাষ্টকৌ ।

তেষাং গণঃ বামলাষ্টকম্ । তদপি বৈদিকমার্গদূরম্ । যত্বেপি চতুঃষষ্টিতত্ত্বাণাং  
বামলাষ্টকং লোকব্যবহারসিদ্ধং ; তত্ত্ব অবৈদিকত্বসাম্যাং উপচারাদিতি ধোয়ম্ ।

চত্বজ্ঞানম্—চত্বজ্ঞানবিজ্ঞানাং ষোড়শনিত্যাং প্রতিপাদনম্ । নিত্যাং প্রতি-  
পাদকেষুপি কাপালিকমতান্তঃপাতিত্বাং হেয়মেব । উপাদেয়চত্বজ্ঞানবিজ্ঞা চতুঃষষ্টি-  
তত্ত্বাভীতা ।

মালিনীবিজ্ঞা—সমুদ্রযানোপায়হেতুঃ । সাপি বৈদিকমার্গদূরবর্তিনী ।

মহাসম্মোহনম্—জাগ্রতামপি নিদ্রাহেতুঃ । তদপি বালজিহ্বাচ্ছেদনাদিকুমার্গেণ  
সাধ্যমিতি নিষিদ্ধম্ ।

বামজুষ্ঠ-মহাদেবতন্ত্রে বামাচারপ্রবর্তকে ইতি হেয়ে ।

বাতুলং, বাতুলোত্তরং, কামিকং চ তন্ত্রত্রয়ং কর্ষণাদিপ্রতিষ্ঠাস্ত্রবিধিপ্রতি-  
পাদকম্ । তন্মিহ তন্ত্রত্রয়ে কর্ষণাদি-প্রতিষ্ঠাস্ত্রা বিধয়ঃ একদেশে প্রতিপাদিতাঃ ।  
স চৈকদেশো বৈদিকমার্গ এব । অবশিষ্টস্ত অবৈদিকঃ ।

হস্তেদতন্ত্রং কাপালিকমেব । যত্বেপি হস্তেদতন্ত্রে ষট্ কামলভেদসহস্রারপ্রবেশৌ  
প্রতিপাদিতৌ । তথাপি তন্মিহ তন্ত্রে বামাচার এব প্রবৃত্ত ইতি কাপালিকমেব  
তন্ত্রম্ ।

তন্ত্রভেদগুহ্যতন্ত্রয়োঃ প্রকাশেন রহস্তেন চ পরকৃততত্ত্বাণাং ভেদ ইতি তথিভাষ্ক-  
ষ্ঠানে বহুহিংসাপ্রসক্তেঃ তন্ত্রত্রয়ং বৈদিকমার্গদূরম্ ।

কলাবাদঃ—কলানাং চত্বকলানাং বাদঃ প্রতিপাদনং যন্মিহ তন্ত্রে তৎকলাবাদং  
বাৎস্তারনাদিকম্ । যত্বেপি কামপুরুষার্থেষুপি কলাগ্রহণ-মোক্ষণ-দশহানগ্রহণ-চত্ব-  
কলারোপণাদীনাং কামপুরুষার্থে অনুপযোগাং পরদারগমনাদিনিষিদ্ধাচারোপদেশাচ্চ  
একদেশে নিষিদ্ধম্ । যত্বেপি নিষিদ্ধাংশঃ কাপালিকতন্ত্রং ন ভবতি ; তথাপি তন্ত্র  
প্রবর্তমানঃ পুরুষঃ অবশ্যং কাপালিকাচারো ভবতীতি কাপালিকত্বেন গণনা তত্ত্বস্ত ।

কলাসারম্—বর্ণোৎকর্ষবিধির্বিধিত্র প্রবর্ততে তৎ কলাসারং প্রধানম্ ।

কুণ্ডিকামতম্—কুণ্ডিকাসিদ্ধিহেতুঃ । তদপি বামাচারপ্রধানমেব ।

মতোত্তরমতে—রসসিদ্ধিঃ ।

বীণাখ্যে—বীণা নাম বোগিনী । সা সিধ্যতীতি বীণাখ্যম্ । সা বীণা সন্তোষ-  
যক্ষিপীতি কেচিদাহঃ ।

ক্রোত্তলে—কুণ্ডিকাজনপাহকাসিদ্ধিঃ । কুণ্ডিকা পানপাত্রম্ ।

ক্রোত্তলোত্তরে—চতুঃষষ্টিসহস্রসংখ্যাকযক্ষিপীনাং দর্শনম্ ।

সর্বমেতন্ বামাচারপ্রধানম্ ।

পঞ্চামৃতম্—পঞ্চানাম্ পৃথিব্যাদীনাং পিণ্ডাণ্ডে যত্র মরণাভাবঃ প্রতিপাদিতঃ  
তৎ পঞ্চামৃতং তদ্বম্ । তদপি কাপালিকমেব ।

রূপভেদাদিতত্ত্বপঞ্চকং মারণহেতুরিতি অবৈদিকম্ ।

সর্বজ্ঞানাদিতত্ত্বপঞ্চকং কাপালিকসিদ্ধান্তৈকদেশিদিগম্বরমতমিতি দূরত এব  
হেয়ম্ ।

পূর্বাদিদেবীমতপর্য্যন্তং দিগম্বরৈকদেশপঞ্চকমতমিতি তত্ততোহপি দূরত এব  
হেয়ম্ ।

এবং চতুঃষষ্টিতজ্ঞানি পরিজ্ঞাতৃণামপি বঞ্চকানি । ঐহিকসিদ্ধিমাত্রপর্য্যন্তং  
বৈদিকমার্গদূরানি । পরিজ্ঞাতারোহপি ঐহিকফলাপেক্ষয়া তত্র কতিচন প্রবৃত্তাঃ  
প্রতারিতা এবৈতি রহস্যম্ ।

নমু বিপ্রলিপ্সাত্মাশয়দোষরহিতস্ত ভগবতঃ পরমেশ্বরস্ত পশুপতেঃ কাংশ্চিৎ প্রতি  
বিপ্রলম্বকত্বং কথমিতি চেৎ—

মৈবম্—পরমেশ্বরে পরমকারুনিকে বিপ্রলিপ্সাত্মাশয়দোষাঃ ন সন্ত্যাব । কিন্তু  
পরমেশ্বরঃ পশুপতিঃ ব্রহ্মকত্রবৈশ্বশূদ্রজ্ঞান্ মূর্খাবসিক্তাত্মমূলোমপ্রতিলোমজাতীহীনধি-  
কৃত্য তজ্ঞানি নির্মিতবান্ । তত্র ত্রৈবণিকানাং চক্ৰকলাবিত্তানু বক্ষ্যমাণস্বধিকারঃ,  
শূদ্রাদীনাং চতুঃষষ্টিতস্তেষাধিকারঃ । এবমধিকারভেদমজ্ঞানানাঃ অসীমাংসকাঃ  
ব্যামুহন্তি । তেষামেবাযং দোষঃ, ন পশুপতেঃ পরমেশ্বরস্তেতি ধ্যেয়ম্ ।

চক্ৰকলাবিত্তাষ্টকং ত্রিবিজ্ঞাপ্রতিপাদকতত্ত্বম্—চক্ৰকলা, জ্যোৎস্নাবতী, কলা-  
নিধিঃ, কুলার্ণবম্, কুলেশ্বরী, ভুবনেশ্বরী, বাইস্পত্যং, দুর্কাসমতং চেতি । অগ্নিন্  
তজ্ঞাষ্টকে ত্রৈবণিকানাং শূদ্রাদীনাং চ অধিকারোহস্তি । তত্র ব্রাহ্মণাদীনধিকৃত্য  
সবামার্গেণ প্রাদক্ষিণেন সর্বোহপাশুষ্ঠানকলাপঃ প্রতিপাদিতঃ । শূদ্রাদীনধিকৃত্য  
অপসব্যমার্গেণ বামাচারো নিরূপিতঃ ।

শুভাগম-তত্ত্বপঞ্চকে বৈদিকমার্গেণৈব অশুষ্ঠানকলাপো নিরূপিতঃ । অয়ং  
শুভাগমপঞ্চকনিরূপিতো মার্গঃ বসিষ্ঠ-সনক-শুক-সনন্দন-সনৎকুমারৈঃ পঞ্চভিঃ মুনিভিঃ  
প্রদর্শিতঃ । অয়মেব সময়াচার ইতি ব্যবহ্রিয়তে । তদৈবাস্মাভিরপি শুভাগম-  
পঞ্চকাক্সসারেণ সমরমতমবলম্ব্যৈব ভগবৎপাদমতমমুহৃত্য ব্যাখ্যা রচিতা । চক্ৰ-  
কলাবিত্তাষ্টকস্ত কুলসময়াহুসারিতেন মিশ্রকমিত্যুচ্যতে বিদ্বন্নিঃ । চতুঃষষ্টিতজ্ঞানি  
কুলমার্গ এব ।

মিশ্রকং কৌলমার্গং চ পরিত্যজ্যং হি শাক্যি ইতি ঈশ্বরবচনাং মিশ্রকমতং  
কৌলমার্গং চ পরিত্যজ্যম্ । কৌলৈঃ যুগ্মতে অবলম্ব্যতে ইতি কৌলমার্গঃ

কৌলমতম্ । কৰ্ম্মণি ঘঞ্ । অতশ্চ শুভাগমপঞ্চকমেব বৈদিকৈরাদরণীয়ম্, কেবল-  
সময়মার্গপ্রদর্শনপরত্বাৎ । সময়মার্গস্বরূপং তু “তবাধারে মূলে সহ সময়য়া” \*  
ইত্যাদিন্লোকব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ ।

তত্র শুভাগমপঞ্চকে ষোড়শনিত্যানাং প্রতিপাদনং মূলবিজ্ঞানামন্তর্ভাবমঙ্গীকৃত্য  
অঙ্গতয়া । চক্রবিজ্ঞানায় অঙ্গতয়ৈবাস্তর্ভাবঃ কথিতঃ । অতএব চতুঃষষ্টিবিজ্ঞান-  
ভূতায় চক্রজ্ঞানবিজ্ঞানায় ষোড়শনিত্যাঃ প্রধানত্বেন প্রতিপাদিতা ইতি, তৎপ্রতি-  
পাদকং তত্র কৌলমার্গঃ, অয়ং তু সময়মার্গ ইতি ভেদঃ ।

অত্রৈদমমুসংক্ষেপম্—শুভাগমপঞ্চকং নাম বসিষ্ঠসংহিতা, সনকসংহিতা, শুভ-  
সংহিতা, সনন্দনসংহিতা সনৎকুমারসংহিতা, ইতি পঞ্চসংহিতাঃ শুভাগমপঞ্চকম্ । তত্র  
বসিষ্ঠসংহিতায় দেবীং প্রতি ঈশ্বরবচনং বসিষ্ঠেন শক্তিকৌশলিতঃ । যথা :—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি নিত্যষোড়শকং তব । †

ন কস্তচিৎপ্রাখ্যাতং সৰ্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতম্ ॥

• তত্রাদৌ প্রথমা নিত্যা মহাত্রিপুরসুন্দরী ।

ততঃ কামেশ্বরী নিত্যা নিত্যা চ ভগমালিনী ॥

নিতাক্লিন্না তথা চৈব ভেকুণ্ডা বহুবাসিনী ।

মহাবিষ্ণু- ( বজ্রে ) স্বরী রোদ্রী ঐরিতা কুলসুন্দরী ॥

নিত্যা নীলপতাকা চ বিজয়া সৰ্ব্বমঙ্গলা ।

জালামালিনীচিহ্নাঃ এতা নিত্যাস্ত ষোড়শ ॥

প্রতিপৎপ্রভূতৌ দেব্যাঃ পৌর্ণমাস্তম্ভমর্চয়েৎ ।

একাদিব্রুত্যা হাত্মা চ দর্শাস্তং দেবি বিগ্রহম্ ॥

• এতচ্চ ষোড়শনিত্যানাং ষোড়শতিথ্যাম্বকত্বম্ উত্তরল্লোকে নিরূপ্যতে ।

ইদানীং ষোড়শনিত্যানাং ত্রিচক্রে অঙ্গতয়া অন্তর্ভাবো নিরূপ্যতে,—ষোড়শনিত্যাস্ত  
অষ্টবর্গাম্বকতয়া অষ্টদলপদ্মে অষ্টপত্রেষু স্থিতাঃ যথাক্রমং অষ্টকোণচক্রে প্রাগাদি-  
কোণমারভ্য একৈকস্মিন্ কোণে দ্বিকং দ্বিকমন্তর্ভূতম্ । এবম্ অষ্টদিকানি অষ্টকোণেষু  
অন্তর্ভূতানি । এতা এব নিত্যাঃ ষোড়শস্বরাম্বকতয়া ষোড়শদলপদ্মে স্থিতাঃ  
দ্বিদেশারেহন্তর্ভূতাঃ । এতাসাং নিত্যানাং মধ্যে প্রথমং নিত্যাস্ত্রয়ং ত্রিকোণ-  
বিন্দুরূপেণ স্থিতম্ । অবশিষ্টাস্ত চতুর্দশ নিত্যাঃ মধ্যশ্রে অন্তর্ভূতাঃ । মেখলা-  
জয়ভূপূরত্রয়ে বৈদ্যবত্রিকোণায়োরন্তর্ভূতে । এবং নিত্যানাং চক্রে অন্তর্ভাবঃ ।

\* স্লোঃ ৪১ ।

† “ষোড়শকম্ নবম্”, “ষোড়শিকার্ণবঃ”, ইত্যপি পাঠান্তরে ।

ইমমেবাস্তর্ভাবঃ মেরুপ্রস্তারমাহঃ । অতএব চন্দ্রকলাবিজ্ঞায়াঃ চক্রবিজ্ঞায়াঃ অঙ্গত্বং  
নিত্যানাং সিদ্ধম্ ।

সনন্দনসংহিতায়াম্ স্বধীন প্রতি সনন্দনবচনম্—এতান্ত যোড়শনিত্যাঃ চন্দ্র-  
কলায়াঃ চক্রবিজ্ঞায়া অঙ্গভূতাঃ । এতান্ত যোড়শনিত্যাঃ স্বরাষ্ট্রিকাঃ পঞ্চদশাক্ষরী-  
মন্ত্রগত “এ”কারাদিতুত “অ”কার-বিসর্গাশ্চক “স”কারাভ্যাং সঙ্কীর্ণাঃ জীবকলা-  
রূপাঃ বৈলবস্থানে স্থাপিতাঃ তত্রৈব অঙ্গভূতাঃ । কাদয়ো মাবসানাঃ পাশাঙ্কুশ-  
বীজযুক্তাঃ সন্তঃ অষ্টায়ে দশকোণদ্বয়ে চ অঙ্গভূতাঃ । শিষ্টান্ত বকারাদয়ো নববর্ণাঃ  
দ্বিয়ারবৃত্তা মধ্যশ্রে চতুর্দশকোণেষু চতুর্দশ অঙ্গভূতাঃ, শিষ্টং বর্ণচতুষ্টয়ং শিবচক্রচতু-  
ষ্টয়েহঙ্গভূতম্ । ইমমেব কৈলাসপ্রস্তারমাহঃ । এবং নিত্যানাম্ চন্দ্রবিজ্ঞায়াম্  
অঙ্গত্বং প্রতিপাদিতম্ ।

সনৎকুমারসংহিতায়ামপি চক্রবিজ্ঞায়াং যোড়শনিত্যানাম্ অঙ্গত্বং প্রতিপাদিতম্ ।  
যথা সনৎকুমারবচনম্—শ্রীচক্রশ্রাঙ্গভূতাঃ নিত্যাঃ বশিষ্ঠাদিভিঃ দ্বিকং দ্বিকং মেলয়িত্বা  
বৈলবং ত্রিকোণং বিহার্য অষ্টম্ব কোণেষুস্তর্ভাবাঃ । মধ্যো ত্রিপুরসুন্দরী অঙ্গভাব্যা  
অষ্টবর্ণান্ত অষ্ট বশিষ্ঠাদয়ঃ, যোড়শ নিত্যাঃ, দ্বাদশ যোগিষ্ঠাঃ,—এবং চতুঃচছারিংশং ।  
অত্র একাং শক্তিং বিহার্য ত্রয়ঃচছারিংশং-কোণেষু ত্রয়ঃচছারিংশদেবতা  
অঙ্গভাব্যাঃ, একাং ত্রিপুরসুন্দরীং বৈলবস্থানাদধস্তাং, গন্ধাকর্ষিণ্যাদয়স্ত চতুর্দ্বারেবু,  
ইতি নিত্যানাম্ অঙ্গত্বং প্রতিপাদিতম্ । ইমমেব ভূপ্রস্তারমাহঃ । অষ্টানাং  
বশিষ্ঠাদীনাং দ্বাদশযোগিনীনাং গন্ধাকর্ষিণ্যাদীনাং নামধেয়ানি “সবিত্রীতির্কাচাম্” \*  
ইত্যাদিশ্লোকব্যাখ্যানাবসরে কথিতানি ॥ ৩১ ॥

**সম্মতীকৃত-তীকাকল্প মন্ত্যাস্ত্রবাদ ।**—হে ভগবতি, মানবের সেই  
সেই একৈক লৌকিক অভীষ্টসিদ্ধিসম্পাদনসমর্থ চতুঃষষ্টি তন্ত্র দ্বারা নিখিল ভুবনকে  
বক্ষিত করিয়া অবস্থিত পণ্ডপতি, আপনারই আগ্রহে, নিখিল পুরুষার্থ-সম্পাদনে  
স্বয়মেব সমর্থ—আপনারই বক্ষ্যমাণ তন্ত্র ভূতলে অবতীর্ণ করিয়াছেন । অর্থাৎ মহা-  
মায়ী শঙ্কর প্রভৃতি চতুঃষষ্টি তন্ত্র বেদ-বাহ ও মায়ী ইন্দ্রজাল প্রভৃতি একৈক ক্ষুদ্র-  
সিদ্ধিসম্পাদক, তাহা অমূল্যমসঙ্কর এবং বেদানধিকারী ও ঐক্লপ সিদ্ধি-  
অভিলাষী জনগণের সাধনার্থ শিব উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু বাহারা  
উচ্চসাধনার অধিকারযুক্ত ব্রাহ্মণাদি জাতিমধ্যে জন্মিয়াছে, তাহারাও  
ক্ষুদ্রসিদ্ধিলাভের আশায় এবং অপর সাধনা অপেক্ষা থাকায় ঐ সকল  
মার্গ অবলম্বন করাতে বক্ষিত হইয়াছে । আপনি কল্পময়ী, ব্রাহ্মণাদি সকল

বর্ণের কল্যাণার্থ বেদমার্গীভূগত আপনায় সাধনোপদেশক তন্ত্র-প্রকাশ শিবমুখ হইতে আপনিই করাইয়াছেন। এই শিবমুখনিঃসৃত তন্ত্র বশিষ্ঠ, সনক, শুক, সনন্দন ও সনৎ-কুমার দ্বারা ভূতলে প্রচারিত ও শুভাগম-পঞ্চক নামে খ্যাত। এই মতোক্ত আচার সমগ্রাচার নামে খ্যাত, ইহা বৈদিক মার্গ। ভগবান্ শঙ্করাচার্য এই মতে ত্রিবিদ্যা-সাধনার আদর করিয়াছেন। চন্দ্র কলাবিদ্যা তন্ত্র সময়ামতানুসারী হইলেও কোলভাব-মিশ্রিত বলিয়া মিশ্রক এবং অপর তন্ত্রসমূহ কোলমার্গ নামেই খ্যাত, তাহা ব্রাহ্মণের অবলম্বনীয় নহে। শুভাগম-পঞ্চক ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ প্রদানে স্বাধীনভাবে সক্ষম। এই মত লক্ষ্মীধরের, তিনি তাঁহার ব্যাখ্যামধ্যে চতুঃষষ্টি তন্ত্রের নাম ও কোন্ তন্ত্র কি কারণে বেদবহির্ভূত, তাহা দেখাইয়াছেন। সময়ামত পরে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে ॥ ৩১ ॥

অথ নিখিলপুরুষার্থৈকঘটনাস্বতন্ত্র্যং ভগবত্যাত্তন্ত্র্যং পশুপতিঃ ক্ষিতিতলমবাতীতর-  
দিত্যুক্তং পূর্বপ্লোকে। তদেব তন্ত্রং প্রস্তোতি—

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—ঐমত্যা নিজতন্ত্রমহিমানমাহ চতুরিতি।  
পশুপতিঃ শিবঃ চতুঃষষ্টিা নিত্যতন্ত্রৈঃ সকলং ভুবনং অভিসঙ্কায় জ্ঞাত্বা অর্থাৎ চতুঃ-  
ষষ্টিতন্ত্রাবলোকনেন সর্বজ্ঞো ভূত্বা তত্তৎসিদ্ধিপ্রসবপরতন্ত্রঃ যস্মিন্ তন্ত্রে বা সিদ্ধিঃ  
প্রমাণবাহন্যাং তত্তৎ-জ্ঞানে অস্বতন্ত্র্যঃ সন্ প্রথমঃ স্থিতঃ। তথাচ, পুরাণাগম-  
সিদ্ধাঙ্ক নিত্যমাহর্ষনীষিণঃ। পুনঃস্মরিস্বক্যাং তব প্রযত্নাং অস্মিন্ পুরুষার্থৈকঘটনাং  
হেতোঃ সকলসিদ্ধীনামেকত্র ঘটনাক্কেতোঃ স্বতন্ত্র্যং নাম তন্ত্রান্তরানপেক্ষম্ ইদং তন্ত্রং  
ক্ষিতিতলম্ অবাতীতরং অবতারয়ামাস ॥ ৩১ ॥

**অনুবাদ।**—জননি! ভগবান্ পশুপতি শিব সনাতন চতুঃষষ্টি তন্ত্র দ্বারা  
সমস্ত জগতের নিখিল বিষয় অবগত হইয়া সর্বজ্ঞতা লাভ করত যে তন্ত্রে বেদ্রূপ  
সিদ্ধি হইতে পারে, তাহা জগতে প্রচারের জন্ত ইতিকর্তব্যতা-নিরূপণের অধীন  
হইয়া থাকিলেন। পরে তোমার নির্বন্ধাতিশয় প্রযুক্ত পুরুষার্থচতুষ্টির এবং তত্তৎ-  
সিদ্ধির উপায় সমুদায় একত্র সম্বাটিত করিয়া তিনি স্বতন্ত্রতন্ত্র নামক তোমার এই  
কুলতন্ত্র পৃথিবীতে অবতারিত করিয়াছেন ॥ ৩১ ॥

শিবঃ শক্তিঃ কামঃ ক্ষিতিরথ রবিঃ শীতকিরণঃ,

স্মরো হংসঃ শক্রস্তদনু চ পরামারহরয়ঃ।

অমী হস্তেখাভিস্তিস্থভিরবসানেষু ঘটিতা,

ভজন্তে তে বর্ণাস্তব জননি নামাবয়বতাম্ ॥ ৩২ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—শিবঃ ককারঃ। শক্তিঃ একারঃ। কামঃ



ঈকারঃ। ক্ষিতিঃ লকারঃ। অথ শব্দঃ অবসানস্তোতকঃ। রবিঃ হকারঃ। শীতকিরণঃ সকারঃ। স্রঃ ককারঃ। হংসঃ হকারঃ। শক্রঃ লকারঃ। “তদন্তু চ” ইতি অবসানং স্তোতয়তি। পরা সকারঃ। মারঃ ককারঃ। হরিঃ লকারঃ। অমী ষাদশ বর্ণাঃ। হ্রস্বেথাতিঃ দ্বীকারৈঃ তিস্তিভিঃ ত্রিধ্ববিশিষ্টৈঃ অবসানেষু বিদ্যাম-  
হানেষু চতুৰ্গুণককত্রিকাণামুপরি ষটিতাঃ যোজিতাঃ ভজন্তে প্রাপ্নুবন্তি বর্ণাঃ তে  
পূৰ্ব্বোক্তাঃ ককারাদয়ঃ তব ভবত্যাঃ জননি ! হে মাতঃ ! নামাবয়বতাং নান্নঃ  
ত্রিপুরসুন্দরীমন্ত্রস্ত অবয়বতাং প্রতীকত্বম্।

অত্রৈখং পদযোজনা—জননি ! শিবঃ শক্তিঃ কামঃ ক্ষিতিঃ অথ রবিঃ শীতকিরণঃ  
স্রঃ হংসঃ শক্রঃ তদন্তু চ পরামার-হরয়ঃ ইত্যেতে বর্ণাঃ তিস্তিভিঃ হ্রস্বেথাতিঃ  
অবসানেষু ষটিতাঃ তে বর্ণাঃ তব নামাবয়বতাং ভজন্তে।

অত্রৈদমহুসঙ্কেতম্—শিবঃ শক্তিঃ কামঃ ক্ষিতিরিতি বর্ণচতুষ্টয়ম্ আয়োগে  
খণ্ডম্। রবিঃ শীতকিরণঃ স্রঃ হংসঃ শক্রঃ ইতি বর্ণগুণকং সৌরং খণ্ডম্।  
উভরোঃ খণ্ডরোঃ মধ্যে রুদ্রগ্রহস্থানীয়ং হ্রস্বেথাবীজম্। পরামারহরয়ঃ ইতি বর্ণ-  
ত্রয়েণ সৌম্যং খণ্ডং নিরূপিতম্। সৌম্যসৌরখণ্ডয়োর্মধ্যে বিষ্ণুগ্রহস্থানীয়ং  
ভুবনেশ্বরীবীজম্। তুরীয়মেকাক্ষরং চন্দ্রকলাখণ্ডম্। সৌম্যচন্দ্রকলাখণ্ডয়োর্মধ্যে ব্রহ্ম-  
গ্রহস্থানীয়ম্ হ্রস্বেথাবীজম্। চন্দ্রকলাখণ্ডং তু গুরুপদেশবশাদবগন্তব্যমিতি ন  
প্রকাশিতম্। অতএব :—

ত্রিখণ্ডো মাতৃকামন্ত্রঃ সৌমস্বর্ধ্যানলাম্বকঃ ॥

ইতি—অবরোহক্রমেণেতি শেষঃ। “সৌমস্বর্ধ্যানলাম্বকঃ ইত্যেতাবগ্নাত্রে  
বক্তব্যো ত্রিখণ্ড ইত্যুক্তিঃ জ্ঞানশক্তিচ্ছাশক্তিক্রিয়াশক্ত্যাম্বকং খণ্ডত্রয়মিতি জাগ্রৎ-  
ব্রহ্মসুপ্তাবহাভ্রয়াম্বকং, বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞবৃত্তিত্রয়াম্বকং, তমোরজঃ-স্বপ্নাশ্রয়াম্বকম্,  
ইত্যেবংপরা। এতচ্চ পুরস্তাৎ প্রপঞ্চয়িত্বামঃ।

অত্র শিবঃ শক্তিরিত্যাदिशकाः कचिं लक्षितलक्षणया कचिं लक्षणया ककारादि-  
वर्णपराः। तथाहि त्रिपुरसुन्दरीमन्त्रस्त बोद्धवर्णाः। ते च बोद्धवर्णाः बोद्ध-  
नित्याश्चतस्रः हिताः। अत्र बोद्धवर्णाः कलाराः नित्याव्यापदेशः चन्द्रकलारूप-  
साम्यात्। सा च परा कला चिदेकरसा। तस्याः हारा वितुक्षिचक्रे बोद्धपारे  
कलाश्चतस्रः द्रमतीति \* रहस्यम्। सा प्रधानं प्रकृतिश्च। अत्रा अङ्गदूताः  
पञ्चदश नित्या इति पूर्वम्लोके प्रतिपादितम्।

যতপি ককারাদয়ঃ শ্রুতমাণাঃ পঞ্চদশবর্ণাঃ সপ্তাদারতো জ্ঞাতব্যাঃ, একে। বর্ণঃ  
ষোড়শকলাস্বকঃ প্রধানভূত ইতি যতপি ষোড়শীকলা গুরুমুখাদেব অবগন্তব্যা ;  
তথাপি তস্তাঃ অপ্রতিপাদনে ব্যাখ্যানং সাপেক্ষমেব । অতোহনুপাদেয়ং তাদে-  
বেতি সা কলা নিরূপ্যতে ।

ন চ—

সচ্ছিত্ত্যারোপদেষ্টব্য। গুরুভক্তায় সা কলা ।

ইতি শিখাণামেবোপদেষ্টব্য। নাশ্চেবামিতি বাচ্যম্ । যে তু মদীয়ং গ্রন্থং দৃষ্ট্।  
তাং কলাং জানন্তি তে সচ্ছিত্ত্য। এবত্যস্মাকমনুগ্রহঃ ।

নহু পাদবন্ধন-পাদোপসংগ্রহণ-হস্তমন্তকসংযোগাদেঃ অঙ্গকলাপত্ত শিখাণা-  
দকস্তাতাবে কথং তেহু শিখাস্থমিতি চেৎ :—

সত্যম্, অসদীয়ংগ্রন্থং দৃষ্ট্। ষোড়শাঃ কলায়াঃ স্বরূপং গুরুভক্তয়মুখাদেব জানিতাং  
শিখাং মাহন্ত । যে তু ন জানন্তি গুরুমুখাদপি তেষামুপদেশো ন সম্ভাব্যত এব,  
তদানীং গুরুকপপরতয়ে অস্মিন্ ময়ে “কে বাহস্মাকং গুরুবঃ ?” ইতি জিজ্ঞাসারামু-  
দয়মানায়াং তেষাং জিজ্ঞাসুনাং বর্তমানানাং বর্তিমাণানাং চ বয়মেব গুরুব  
ইতি তেষানুগ্রহঃ কতোহস্মাভিঃ ।

ষোড়শীকলা নাম—শকার-রেফ-ঈকার-বিশ্বস্তো মন্তঃ । এতস্তেব বীজস্ত নাম  
ঐবিশ্বেতি । ঐবীজাস্বিকা বিজ্ঞা ঐবিশ্বেতি ব্রহ্মত্বম্ । এবং ষোড়শনিত্যানাং  
প্রকৃতিভূতাঃ ককারাদয়ঃ । তাস্চ ষোড়শনিত্যাঃ গুরুপ্রতিপদমারভ্য পৌর্ণমাস্ত-  
তিধিক্রুপাঃ । কুরুপকপ্রতিপদমারভ্য অমাবস্তান্তিধিক্রুপাঃ এতা এব  
চন্দ্রকলাভিধানাঃ । চন্দ্রকলা এব প্রতিপদাদিতিধর ইতি সূত্রসিদ্ধম্ । বখোক্তং  
ব্যোতিঃশাস্ত্রে :—

প্রতিপদাম বিজ্ঞেয়। চন্দ্রস্ত প্রথম। কলা ।

দ্বিতীয়াস্তা দ্বিতীয়াস্তাঃ পক্ষয়োঃ গুরুকুরুয়োঃ ॥

অরমর্থঃ—চন্দ্রস্ত প্রথমারঃ কলায়াঃ প্রতিপদমিতি নামধেয়ম্ । সৈব কলাস্বিকা  
স্বর্যামণ্ডলান্নির্গতা । কুরুপক্ষে তু স্বর্যামণ্ডলং প্রবিষ্টা । এবং গুরুপক্ষে স্বর্যামণ্ডল-  
নির্গতা দ্বিতীয়া কলা দ্বিতীয়া তিথিঃ । কুরুপক্ষে তু স্বর্যামণ্ডলং প্রবিষ্টা দ্বিতীয়া  
কলা দ্বিতীয়া তিথিরিতি । এবং সর্বত্র উহনীয়ম্ । অতস্চ পঞ্চদশকলাব্যবধানং  
: চন্দ্রারোহণে সা পৌর্ণমাসী । পঞ্চদশাং কলায়াং ষোড়শারোহণে চন্দ্রারোহণে ব্রহ্ম  
সা অমাবস্তেতি জ্ঞেয়ম্ । অতঃ কৌলমতে চন্দ্রকলাস্বিকানাং ষোড়শানাং  
নিত্যানাং প্রতিদিনম্ একস্তা এবাহুষ্ঠানম্ । সর্কাসাং সময়িমতে । ষোড়শাঃ

কলায়াস্ত পঞ্চদশবপি তিথিবু অমুষ্ঠানং সিদ্ধম্। পঞ্চদশানাং নিত্যানাং তত্রৈব  
অন্তর্ভাবাৎ।

অনং চ সম্প্রদায়ক্রমঃ সম্যগুক্তোহপি, হুর্কিঙ্কজেরং প্রমেরজাতমিতি, বিস্পষ্টার্থং  
পুনরুচ্যতে। প্রতিপদি ত্রিপুরসুন্দরী কলা ধোয়া। দ্বিতীয়ায়াং কামেশ্বরী কলা।  
তৃতীয়ায়াং ভগমালিনী কলা। চতুর্থ্যাং নিত্যক্লিন্না কলা উপাস্তা। পঞ্চম্যাং  
ভেরুণ্ডাখ্যা কলা। ষষ্ঠ্যাং বল্লিবাসিনী কলা। সপ্তম্যাং মহাবিশ্বে (বজ্র)-ধরী  
কলা। অষ্টম্যাং রোজী কলা। নবম্যাং স্বরিতা কলা। দশম্যাং কুলসুন্দরী কলা।  
একাদশ্যাং নীলপতাকাখ্যা কলা। দ্বাদশ্যাং বিজয়াখ্যা কলা। ত্রয়োদশ্যাং সর্ক  
মললাখ্যা কলা। চতুর্দশ্যাং জালাখ্যা কলা। পঞ্চদশ্যাং মালিন্ধাখ্যা কলা। সর্কানু  
তিথিবু চিত্রপাখ্যা কলা বোড়নী উপাস্তা। প্রতিপদি বা ত্রিপুরসুন্দরী কথিতা সা  
চিত্রপাখ্যিকা ন ভবতি, চিত্রপাখ্যিকার্যাঃ মূলবিশ্ভার্যাঃ ভিন্নত্বেন অমুষ্ঠানং। মন্ত্র-  
ভেদশ্চ—স মন্ত্রঃ প্রতিপদেব অমুষ্ঠেয়ো ন দ্বিতীয়ায়ামিতি। ত্রিপুরসুন্দরীনিত্যার্যাঃ  
নামসাম্যমিত্যবগন্তব্যম্।

এতাসাং যোক্তব্যং চন্দ্রকলাখ্যিকানাং বিশুদ্ধচিত্রং বোড়শারং হানম্।  
তত্র প্রাগাদিক্রমেণ বোড়শনিত্যঃ তৎকোণেব পরিবর্তন্তে। তদধঃ ~~ভাষ্যে~~ <sup>ভাষ্যে</sup> ~~সংবিৎকমলে~~ <sup>সংবিৎকমলে</sup> ~~দ্বাদশসুর্ধ্যামণ্ডলানি~~ <sup>দ্বাদশসুর্ধ্যামণ্ডলানি</sup> ~~প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ~~ <sup>প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ</sup> পরিবর্তন্তে। তেষাং দ্বাদশানাং  
সুর্ধ্যাণাং দ্বাদশমাসেবু অধিকারঃ।

এতচ্চ সনৎকুমার-সংহিতার্যাং শ্লোকৈকঃ সপ্তশতা নিরূপিতং সংক্ষেপেণ উচ্যতে—  
সুর্ধ্যাচন্দ্রয়োঃ দেবদানপিড়বান্যকেড়াপিজনানাড়ীমার্গেণ অহোরাত্রয়োঃ সঙ্করণম্।  
চন্দ্রস্ত বামনাড়ীমার্গেণ সঙ্করন্ দ্বিসপ্ততিসহস্রনাড়ীমার্গম্ অমৃতেন সিকতি। সুর্ধ্যস্ত  
দক্ষিণনাড়ীমার্গেণ সঙ্করন্ তদ্বৎকিণ্টান্ অমৃতবিন্দূন উপাহরতি। বদা চন্দ্রসুর্ধ্যয়োঃ  
আধারচক্রে সমাবেশঃ তদা অমাবান্ত। তিথিক্রংপত্ততে। কৃষ্ণপক্ষতিথয়ঃ ততঃ  
উৎপত্তন্তে। অতএব কুণ্ডলিনীশক্তিঃ আধারকুণ্ডে সুর্ধ্যাক্ষয়গম্পর্ক্যাং বিলীন-  
চন্দ্রমণ্ডলমধ্যাগলংগীবু পরিপূরিতে স্থিতি। আপাবত্বে কৃষ্ণপক্ষ ইত্যাচ্যতে।  
যোঙ্গী বদা সমাহিতচিত্তঃ চন্দ্রং চন্দ্রস্থানে সুর্ধ্যাং সুর্ধ্যস্থানে বাবুনা নিরোকুং কক্ষতে  
তদা চন্দ্রসুর্ধ্যৌ নিরুকৌ অ তসেচনভবাহরণরোঃ অশক্তৌ। তদানীং বাবুনা  
প্রেরিতেন স্বাধিষ্ঠানবহিনা শুকীভূতে অমৃতকুণ্ডে নিয়াহার। কুণ্ডলিনী সুগোপিতা  
মতী সর্পবৎ কুংকারং কুর্ষতী ঐন্দিজরং ভিত্ত। সহস্রদলকমলমধ্যবর্তী চন্দ্রকণ্ডল  
দখতি। তদাদললংগীবুধারাঃ আভাচক্রেপরিহিতচন্দ্রমণ্ডলং আগ্রাবয়তি। তদাহ  
পলিত্রাতিঃ অমৃতধারাতিঃ সর্কং দেহমাদ্রাবয়তি। তত্চ আভাচক্রেপরিহিত

চক্রমণ্ডলঃ কলাঃ পঞ্চদশ নিত্যঃ। তা পঞ্চদশ তদধঃস্থিতবিশুদ্ধচিত্তক্রমাপ্রতি  
পরিবর্তন্তে। সহস্রকমলমন্তঃস্থিতচক্রমণ্ডলং বৈশ্বকলানাম্। তৎকলা চিত্তরী  
আনন্দরূপা আশ্রয়িতা গীৰ্জা। সৈব ত্রিপুরসুন্দরী। এবং সুরূপক এব কুণ্ডলিনী-  
গ্রন্থঃ কৰ্ত্ত্বং শক্যতে বোগীশ্বরাণাং, ন তু কৃষ্ণপক্ষে ইতি রহস্তম্। সৰ্বাঃ সুরূ-  
পকতিথয়ঃ পৌৰ্ণমাসীনাংজ্ঞাঃ। সৰ্বাঃ কৃষ্ণপকতিথয়স্ব অমাবান্তায়াং অন্তর্ভবন্তি।  
একৈক্যমাবান্তা কৃষ্ণপক্ষ ইতি গীৰ্জা। অতএব আধারঃ অক্ষতামিত্রম্। বাধিষ্ঠানং  
তু সূর্য্যাকিরণসম্পর্কঃ মিশ্রলোকঃ। মণিপুরস্ত অগ্নিহানস্বেহপি তত্র স্থিতে জলে  
সূর্য্যাকিরণপ্রতিবিম্বাং মিশ্রক এব লোকঃ। অনাহতঃ জ্যোতির্লোকঃ। এবম্  
অনাহতচক্রপৰ্য্যন্তং জ্যোতিস্তমোমিশ্রকো লোকঃ। বিশুদ্ধচিত্তং চাক্রো লোকঃ।  
আজ্ঞাচক্রং তু চক্রস্থানত্বাৎ সুখালোকঃ। অনুরোলোকয়োঃ সূর্য্যাকিরণসম্পর্কঃ  
জ্যোৎস্না নান্তি। সহস্রকমলং তু জ্যোৎস্নাময় এব লোকঃ। তত্র স্থিতচক্রো  
নিত্যকলায়ুঃ। চক্রবিধং ত্রিচক্রম্। কলা সাদাখ্যা। অতশ্চ ত্রিকোণম্ আধারঃ,  
অষ্টাকোণং বাধিষ্ঠানম্ দশাং মণিপুরম্, দ্বিতীয়দশাং অনাহতম্, চতুর্দশাং  
বিশুদ্ধচিত্তম্, শিবচক্রচতুর্দশম্ আজ্ঞাচক্রং, বিন্দুস্থানং চতুর্দশং সহস্রকমলমিতি  
সিদ্ধম্। আজ্ঞাচক্রগতচক্রে পঞ্চদশকলাঃ, বোড়শ্চ কলায়াঃ প্রতিফলনং চ।  
ত্রিচক্ররূপচক্রবিধে একৈক্য কলা, সা পরমা কলা মিলিত্বা বোড়শ কলাঃ। বধা—

বোড়শেন্দোঃ কলা ভানোর্বির্দ্বাদশ দশানলে।

সা পঞ্চাশৎকলা জ্ঞেয়া মাতৃকাচক্ররূপিণী ॥

ইতি। এতাঃ পঞ্চাশৎ কলাঃ পঞ্চাশদ্বর্ণাঙ্কিকাঃ পঞ্চদশাক্ষরীমন্তে অন্তর্ভূতাঃ।  
বধা—আদিমেন ককারেণ অন্তিমো লকারঃ প্রত্যাহতঃ তদধঃস্থিতানাং বর্ণানাং  
গ্রাহকঃ। অয়মেব লকারঃ একারপূর্ব্ববর্তিনা অকারেণ প্রত্যাহতঃ পঞ্চাশদ্বর্ণগ্রাহকঃ।

নহু অনেনৈব প্রত্যাহারগ্রহণেন পঞ্চাশদ্বর্ণাঙ্কমাতৃকাগ্রহণে কিমর্থং ককার-  
লকারয়োঃ প্রত্যাহারগ্রহণপ্রয়াসঃ ?

উচ্যতে—ককারাদি-লকারান্তানাং কলাশব্দবাচ্যত্বং গোপম্, ব্যঞ্জনানাং  
স্বরান্ প্রতি অক্ষরাং, কলানাং স্বরাণাং প্রধানমিতি গুণপ্রধানতাবপ্রদর্শনার্থং  
প্রত্যাহারব্যবস্রবণং কৃতং সনকাদিভিরিতি ধ্যেয়ম্।

চমারোহস্বরায়ঃ বিন্দুলক্ষণাঃ। তেন বিন্দুনা তদুপরি ঐতর্য্যমানে নাদঃ  
সংগৃহীতঃ। এবং নাদাব্দু মাতৃকাঃ ত্রিচক্রং ত্রিখণ্ডমিতি কথিতম্। সাদাখ্যা  
কলা ত্রিবিভাহরণপর্বারা নাদবিন্দুকলাভীতা।

এতাঃ বোড়শনিত্যান্ত অন্তর্ভূতাঃ। তথাহি—বোড়শ স্বরাঃ, কাদয়ঃ তাতাঃ

ষোড়শ ; খাদয়ঃ সান্তাশ্চ ষোড়শ । ষোড়শত্রিকং ষোড়শনিত্যান্ন অন্তর্ভূতম্ ।  
হকারঃ আকাশবীজং বৈশ্বাকাশে নিলীনম্ । লকারঃ অন্তহাবস্তর্ভূতোপি  
ককারেণ প্রত্যাহারার্থং পুনর্গৃহীতঃ । ককারস্ত ককারষকারসমুদায়রূপত্বাৎ ।  
ককারাদয়ঃ সান্তাঃ ষিষোড়শনিত্যান্ন অন্তর্ভূতাঃ স্বরসহিতাঃ ।

অকারেণ প্রত্যাঙ্কিতঃ ককারঃ অক্ষমাণেতি গীয়তে । অতঃ ককারেণ \*  
সর্বা মাতৃকাঃ সংগৃহীতা ভবন্তি । অতএব † অন্তিমখণ্ডে সকলদ্বীমিতি ককার-  
লকারয়োর্বোঙ্গে কলাশবিন্দুশক্তিঃ, কসয়োর্বোঙ্গে ককারবিন্দুশক্তিরিতি । এবং  
মন্ত্রেণ সর্বা মাতৃকাঃ সংগৃহীতা ইতি তাৎপর্যম্ ।

অতশ্চ ষোড়শনিত্যানাং মন্ত্রগতষোড়শবর্ণাঙ্কত্বং, ষোড়শবর্ণানাং পঞ্চাশ-  
বর্ণাঙ্কত্বং, পঞ্চাশবর্ণানাং সূর্য্যচক্র- ( জ্যোতি ) কলাঙ্কত্বং, সূর্য্যচক্রজ্যোতিঃরূপেণ  
ত্রিখণ্ডত্বমিতি ঐক্যচতুষ্ঠয় ‡ মনুসঙ্কেতম্ ।

এবং চক্রমন্ত্রয়োঃপি । যথা দ্বীকারত্রয়ং ত্রীবীজং চ শিবচক্রচতুষ্ঠয়াঙ্কত্রিকোণে  
বিন্দুরূপেণ অন্তর্ভূতম্ । সকলেতি বর্ণত্রয়েণ সংগৃহীতা কলাত্মিকা মাতৃকা,  
অক্ষমালাত্মিকা মাতৃকা, উভয়মপি যথাযোগ্যং চক্রে অন্তর্ভূতম্ । তথাহি—  
অন্তহাশ্চদ্বারঃ, উদ্যাণশ্চদ্বারঃ—এবমষ্টৌ বর্ণাঃ অষ্টকোণাঙ্ককাঃ । কাদয়ো  
মাষানাঃ বর্ণপঞ্চমান্ বিহায় দশারযুগ্মে অন্তর্ভূতাঃ । বর্ণপঞ্চমাস্ত অমুস্মাররূপেণ  
বিন্দাবস্তর্ভূতাঃ । চতুর্দশারে চতুর্দশ স্বরা অন্তর্ভূতাঃ । অমুস্মারবিসর্গয়োঃ  
বিন্দাবস্তর্ভাবঃ । ইতি চক্রমন্ত্রয়োঃ ঐক্যং সূভগোদয়মতানুসারেণ কথিতম্ ।

পূর্ণোদয়মতানুসারেণ তু—সোমসূর্য্যানলাঙ্কতয়া চক্রস্ত ত্রিখণ্ডত্বম্ । এবং  
মন্ত্রস্তাপি ত্রিখণ্ডত্বং স্প্রসিদ্ধম্ । চক্রস্ত কলাঃ ষোড়শ ইন্দুখণ্ডে অন্তর্ভূতাঃ । স  
চ ইন্দুখণ্ডঃ ইন্দ্রাঙ্কে যজ্ঞখণ্ডে অন্তর্ভূতঃ । এবং তানোঃ চতুর্বিংশতিকলাঃ  
তানুখণ্ডে অন্তর্ভূতাঃ । স চ খণ্ডঃ যজ্ঞখণ্ডে অন্তর্ভূতঃ । এবমাগ্নেয়া দর্শকলা  
আগ্নেয়খণ্ডে অন্তর্ভূতাঃ । স চ খণ্ডঃ যজ্ঞে আগ্নেয়খণ্ডে অন্তর্ভবতীতি কলাব্র-  
হ্মাণাম্ ঐক্যমনুসঙ্কেতম্ ।

সূভগোদয়ে নিত্যানাং স্বরূপমুক্তম্ :—

দর্শাতাঃ পূর্ণিমাস্তাশ্চ কলাঃ পঞ্চদশৈব তু ।

ষোড়শী তু কলা জ্যেষ্ঠা সচ্চিদানন্দরূপিণী ॥

\* “অতঃ অক ইতি প্রত্যাহারেণ” ইতি পঃ কোশে ।

† অথবা ইতি পঃ কোশে ।

‡ “বিজ্ঞাচতুষ্ঠয়” ইতি তঃ কোশে ।

ইতি । অস্তার্থঃ—দর্শাভ্যাস্তাঃ পূর্ণিমাস্তাশ্চ তিথয়ঃ । দর্শা নাম অমাবাস্তানন্তর-  
ভাবিনী প্রতিপৎকলা । তস্তা দ্বিষৎ দর্শনাৎ দর্শা । দর্শা আস্তা বাসাঃ তাঃ । পূর্ণিমা  
অস্তো বাসাঃ তাঃ ।

দর্শা দৃষ্টা দর্শতা বিশ্বরূপা সুদর্শনা অপ্যায়মানা আপ্যায়মানা \* আপ্যায়-  
হনুতা ইরা অপূর্যমাণা আপূর্যমাণা † পূরয়ন্তী পূর্ণা পৌর্ণমাসী—এতানি নাম-  
ধেয়ানি ক্রতিবোধিতানি সংগৃহীতানি “দর্শাভ্যাস্তাঃ পূর্ণিমাস্তাঃ” ইত্যনেন । এতাসাং  
স্বরূপং পুরস্তাৎ নিবেদয়িষ্যতে । দর্শাদীনাং পঞ্চদশানাং কলানাং যথাক্রমে  
ত্রিপুরসুন্দরীপ্রভৃতয়ঃ পঞ্চদশ নিত্যা অধিদেবতাঃ । বোড়স্তাঃ চিহ্নপাশ্চিকার্যাঃ  
কলার্যাঃ সাদাধ্যাত্বরূপত্বাৎ অধিদেবতাস্তরং নাস্তি । স্বয়মেব সর্বত্র অধিদেবতেতি  
ধ্যেয়ম্ । এতাসাং নিত্যানাং অভিগানিনী দেবতা কামদেবঃ এক এব ।  
অধিষ্ঠানদেবতা কামেশ্বরী একৈব । অতশ্চ মূলবিজ্ঞাগতপঞ্চদশবর্ণানাং দর্শাদয়ঃ  
কলাঃ, নিত্যাঃ কলাশ্চ, বিগ্রহাস্তরমিতি অমুসঙ্কেয়ম্ । অতএব দর্শাদিকলানাং  
ত্রিখণ্ডত্বং স্পষ্টম্ । দর্শা দৃষ্টা দর্শতা বিশ্বরূপা সুদর্শনা—এষঃ আয়ৈষঃ খণ্ডঃ ।  
অপ্যায়মানা আপ্যায়মানা আপ্যায় হনুতা ইরা—এষঃ সৌরঃ খণ্ডঃ । অপূর্যমাণা  
আপূর্যমাণা পূরয়ন্তী পূর্ণা পৌর্ণমাসীতি—এষঃ চান্দ্রঃ খণ্ডঃ তৃতীয়ো নিরূপিতঃ ।  
এতাসাং কলানাং নিত্যত্বেন ঐক্যং সম্পাদ্য প্রতিপদাদৌ উপাসনাপ্রকারঃ পূর্বমেব  
দিগ্ভ্যামাত্রং উদাহৃতঃ । দর্শা কলা শিবত্বাশ্চিক। দৃষ্টা কলা শক্তিত্বাশ্চিক।  
দর্শতা কলা মায়াত্বাশ্চিক। বিশ্বরূপা কলা শুদ্ধবিজ্ঞাত্বাশ্চিক। সুদর্শনা  
কলা জলত্বাশ্চিক। এবং পঞ্চত্বাশ্চকং খণ্ডঃ আয়ৈষম্ । অয়িরত্র অধি-  
দেবতা, কামদেবস্ত সর্বত্র অধিদেবতা, কামেশ্বরী সর্বত্র অধিষ্ঠাত্রীভূত্বম্ ।  
অপ্যায়মানা কলা তেজস্ত্বাশ্চিক। আপ্যায়মানা কলা বায়ুত্বাশ্চিক।  
আপ্যায় কলা মনস্ত্বাশ্চিক। হনুতা কলা পৃথিবীত্বাশ্চিক। ইরা কলা  
আকাশত্বাশ্চিক। আপূর্যমাণা কলা বিজ্ঞাত্বাশ্চিক। এষ সৌরখণ্ডো দ্বিতীয়ঃ ।  
তত্র হর্যো দেবতা । কামদেবস্ত সর্বত্র অধিদেবতা । কামেশ্বরী সর্বত্র অধিষ্ঠাত্রী-  
ভূত্বম্ । আপূর্যমাণার্যাঃ কলার্যাঃ চন্দ্রখণ্ডাভ্যঃস্থিতার্যাপি সৌরখণ্ডে অন্তর্ভাবাঃ ।  
ইরাকলাপ্রভেদত্বাৎ ইরাহপূর্যমাণর্যোঃ ঐক্যমিতি অমুসঙ্কেয়ম্ । আপূর্যমাণা

\* ‘অপ্যায়মানা আপ্যায়মানা’ ।

† ‘অপূর্যমাণা আপূর্যমাণা’ ইতি পাঠস্বরং যুক্তম্ । তত্র বক্ষ্যমাণভেদঃ সঙ্গজ্ঞতে । তথাহি  
অপ্যায়মানা তেজস্ত্বাশ্চিক, আপ্যায়মানা বায়ুত্বাশ্চিক ইতি অপূর্যমাণা বিজ্ঞাত্বাশ্চিক।  
আপূর্যমাণা মনোবৃত্তত্বাশ্চিক। চেতি । অপ্যায়মানা, অপূর্যমাণেত্যনর্যোঃ ঐক্যবর্ণে নঞ-প্রয়োগ  
ইতি । ৩ পঃ

কলা মহেশ্বরতত্ত্বাঙ্গিকা। পুরস্কৃতী কলা পরতত্ত্বাঙ্গিকা। পূর্ণা কলা আত্ম-  
তত্ত্বাঙ্গিকা। পৌর্ণমাসী কলা সদাশিবতত্ত্বাঙ্গিকা। এষ সৌমঃ খণ্ডঃ। সৌমঃ  
অত্র অধিদেবতা। কামদেবঃ সৰ্বত্র অধিদেবতা। কামেশ্বরী সৰ্বত্র অধিষ্ঠাত্রী-  
ত্বাক্তম্। নিত্য্য কলা সাদাখ্যাতত্ত্বাঙ্গিকা। এতাস্ত বিদ্বদ্বিচক্রে বোড়শায়ে  
প্রাপাদিক্রমেণ বোড়শদিক্শু পরিভ্রমন্তি।

তাস্ত আজ্ঞাচক্রোপরিস্থিতচন্দ্রমণ্ডলস্ত বোড়শ কলাঃ ইতি সূক্তগোদয়ে ষৎ  
প্রপকিতং তত্—পঞ্চদশকলানামেব বোড়শায়ে পরিভ্রমণং, বোড়শ্যাঃ কলায়াঃ  
সহস্রদলকমলে এব অবস্থানং; তত্র অবস্থিতায়াঃ নিত্য্যায়াঃ কলায়াঃ প্রভাপটলং  
বোড়শায়ে স্মুরতি—এবংপরিমিত্যেব অমুসন্ধেয়ম্।

অয়মর্থঃ—শিবঃ শক্তিঃ কামঃ ক্ষিতিরিতি শিবশব্দেন শিবতত্ত্বাঙ্গিকা দর্শাখ্যা  
কলা ত্রিপুরসুন্দরী নামধেয়া কথ্যতে। তয়া তৎপ্রকৃতিভূতঃ ককারো লক্ষ্যতে।  
এবং শক্তিশব্দেন শক্তিতত্ত্বাঙ্গিকা যা দৃষ্টা কলা তয়া একারো লক্ষ্যতে। কাম  
ইত্যনেন কামদেবত্যা যা দশতা কলা তয়া ঙ্কারো লক্ষ্যতে। ক্ষিতিরিত্যনেন  
“লকারঃ ক্ষিতিতত্ত্বঃ” ইতি শাস্ত্রাস্তরপ্রসিদ্ধ্যা লকারো লক্ষ্যতে। রবিরিত্যনেন  
সূর্য্যখণ্ডাখ্যতয়া রবিঃ হকারো লক্ষ্যতে। শীতকিরণঃ চন্দ্রঃ। “সকারঃ চন্দ্রবীজম্”  
ইতি শাস্ত্রাস্তরপ্রসিদ্ধ্যা শীতকিরণশব্দেন সকারো লক্ষ্যতে। স্রবশব্দেন কামরাজ-  
প্রকৃতিভূতঃ ককারো লক্ষ্যতে। হংসঃ সূর্য্যঃ হকারাধিপতিরিত্যুক্তং প্রাক্। শক্রঃ  
ইন্দ্রঃ। “লকারঃ ইন্দ্রবীজম্” ইতি শাস্ত্রাস্তরপ্রসিদ্ধেঃ শক্রশব্দেন লকারো লক্ষ্যতে।  
পর্য্য চন্দ্রকলেতি চন্দ্রবীজং সকারো লক্ষ্যতে। মারঃ কামরাজবীজমিতি তৎপ্রকৃতি-  
ভূতঃ ককারো লক্ষ্যতে। হ্রিঃ ইন্দ্রঃ লকারো লক্ষ্যতে। এবং মন্ত্রগতবর্ণানাং  
ককারাদীনাং শিবাধিপদানি লক্ষকানি, কচিৎ লক্ষিতলক্ষকানীতি ধোয়ম্।

এবং পঞ্চদশনিত্যানাং সমুদায়াত্মকস্ত মন্ত্রস্ত পঞ্চদশতিথিষু অঙ্কুষ্ঠানং বিহিতম্।  
পৃথক্ নিত্য্যঙ্কুষ্ঠানং তু প্রতিদিনং পৃথক্ নিয়তম্। এতচ্চ অতিরহস্তং গুরুমুখাদেব  
অবগন্তব্যমপি শিষ্যানুজিহ্বকয়া কথিতম্। অতচ্চ ইমমেব অর্থং প্রতিপাদ্যাহ।

দর্শাভ্যাঃ পূর্ণিমাভ্যাশ্চ কলাঃ পঞ্চদশৈব তু।

ইত্যত্র ষৎ বহু বক্তব্যং, তত্—শ্রুতিব্যাখ্যানাবসরে নিরূপয়িষ্যামঃ। তথা চ  
তৈত্তিরীয়শাখায়াঃ কাঠকে অরতে “ইয়ং বাব সরষা” ইত্যমুবাকে\*। তত্র  
বোড়শনিত্যাঙ্গক-দিবসপরিজ্ঞানে ফলং প্রতিপাদিতং, জ্ঞানমাত্রফলপ্রতিপাদকত্বাৎ।  
অনারভ্যাদীতং অর্থমেধকাণ্ডানন্তরং “সংজ্ঞানং বিজ্ঞানম্”† ইতি, তিথিপ্রতি-

পাদকবাক্যানাং প্রকরণভেদ এব । তন্ত অমুবা কন্ত এাক্ষণম্ “ইয়ং বাব সরবা” \*  
ইতি । এবম্ উভয়ং যন্ত্রত্রাক্ষণাশ্বকম্ অনারভ্যাধীতং জ্ঞানৈককলং বাক্যজাতম্ ।

\* ইয়ং বাব সরবা ।

অন্তার্থঃ—ইয়ং চক্ৰকলা নাদাধা । সরবা সরবাবং নধুশ্চন্দিনী অমৃতস্তান্দনৌতি  
ত্ৰীচক্ৰাশ্বকচক্ৰস্ত সরবাত্তনিক্রপণম্ ।

\* তস্তা অগ্নিরেব সারথঃ মধু ।

তস্তাঃ সরবায়াঃ অগ্নিরেব অগ্নিহানমেব বৈন্দবং ত্ৰিকোণং সারথঃ সরবোভূতঃ  
মধু, তন্তেব স্বধাসিদ্ধরূপত্বাৎ ।

সারথস্ত মধুনঃ উপচরণচয়প্রকারমাহ :—

\* বা এতাঃ পূৰ্ণপক্ষাপরপক্ষয়ো রাত্রয়ঃ ।

এতাঃ সংজ্ঞানামুবাচে কথিতাঃ । পূৰ্ণপক্ষাপরপক্ষয়োঃ গুরুকক্ষপক্ষয়োঃ  
রাত্রয়ঃ ।

\* তা মধুকৃতঃ ।

তাঃ রাত্রয়ঃ মধু কুস্বভীতি মধুকৃতঃ । রাত্রিষেব মধুনঃ সংগ্রহ ইতি লোক-  
প্রসিদ্ধিঃ । রাত্রাবেব চক্ৰকলারূপায়াঃ ত্ৰীবিভাগাঃ অমুষ্ঠানং, ন চ দিবসে ইতি উপ-  
দেশঃ । পূৰ্ণপক্ষরাত্রয়ঃ দর্শাদিপৌর্ণনাস্তান্তাঃ পূৰ্ণং নিক্রপিতাঃ । কক্ষপক্ষরাত্রি-  
নামধেয়ানি তু :—

† সূতা সূতী প্রসূতা সূতমানাহভিযুয়মাণা ।

পৌতী প্রপা সংপা ভৃশ্তিস্তপস্বতী ।

কান্তা কাম্যা কামজাতাহনুস্বতী কামভবা ॥

এতাঃ কক্ষপক্ষরাত্রয়ঃ । এতাং কক্ষপক্ষরাত্রীণাং আধারচক্ৰ এব অমা-  
বশাস্বকতয়া অবস্থানাং, সময়িনাং তত্র ব্যবহারাতাবাং, গুরুপক্ষরাত্রিষেব চক্ৰকলা-  
সংস্কারাং, তত্ৰৈব কুণ্ডলিনীপ্রবোধাং, স্বরূপমাত্রোদ্দেশ এব কৃতঃ । গুরুপক্ষ-  
রাত্রীণামেব কলাহম্ । ২২স্বরূপং পূৰ্ণমেব নিক্রপিতম্ ॥

অতএব কুণ্ডলিনীপ্রবোধো রাত্রাবেব, ন দিবা, দিবসানাং মধুনঃ আবকত্বাদি-  
তাহ—

\* যাত্তহানি । তে মধুরবাঃ ।

মধু বর্ষভীতি মধুরবাঃ । অতএব দিবা যোগিনঃ কুণ্ডলিনীং ন বোধয়ন্তীতি ।

\* তৈঃ ত্রাঃ ৩।১০।১০

† তৈঃ ত্রাঃ ৩।১০।১



গুরুকৃষ্ণকরোঃ দিবসানাং নামানি নোক্তানি, অগ্রস্তুত্বাৎ । তথাহপি বেদে  
কলপ্রবণাৎ উদ্দেশ্যমাত্রেন কথ্যন্তে । গুরুপক্ষদিবসনামানি—

† সংজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং জ্ঞানদভিজ্ঞানং ।

সকলমানং প্রকলমানমূপকলমানমূপকৃপ্তং কৃপ্তম্ ।

শ্রেয়ো বসীর আযং সংভূতং ভূতম্ ॥

ইতি গুরুপক্ষনামানি । কৃষ্ণপক্ষদিবসনামানি তু—

† প্রস্তুতং বিষ্টুর্ভূতং সংস্তুতং কল্যাণং বিশ্বক্লপম্ ।

গুরুমমৃতং তেজস্বি তেজঃসমিক্তম্ ।

অরুণং তাম্রমগ্নরৌচিমদভিতপত্তপ্তম্ ॥

এতেষাং উভয়েষাং গুরুপক্ষকৃষ্ণপক্ষাহোরাত্রাণাং নামধেয়ানি যো বেদ তত্ত  
ফলমাহ :—

\* স যো হ বা এতা মধুকৃতশ্চ মধুবর্ষাৎচ

বেদ । কুর্কস্তুি হাষ্টৈতা অগ্নৌ মধু ।

নাষ্টৈষ্টাপূর্ত্তং ধরস্তুি ॥

সঃ যঃ এতাঃ মধুকৃতৌ রাজীঃ মধুবর্ষান্ দিবসান্ পূর্কোক্তান্ যো বেদ অস্ত  
বেদিতুঃ এতাঃ অগ্নৌ বৈন্দবস্থানে মধু স্নধাসিক্তং কুর্কস্তুি । অস্ত ইষ্টাপূর্ত্তং  
বাহিতার্থপূর্ত্তিং ন ধরস্তুি ন রিক্তীকুর্কস্তুি ॥

ব্যতিরেকে অনিষ্টমাহ :—

\* অথ যো ন বেদ । ন হাষ্টৈতা অগ্নৌ মধু কুর্কস্তুি ।

ধরস্ত্যষ্টৈষ্টাপূর্ত্তম্ ॥

বাখ্যাতপ্রারম্ভেতৎ ।

অয়মর্থঃ—চন্দ্রকলাবিস্তারস্থানং নাম মাতৃকামন্ত্ররৌরৈক্যম্ । মন্ত্রচক্ররৌরৈক্যম্ ।

চক্রনিত্যরৌরৈক্যম্, নিত্যাপ্রতিপদাদিকলরৌরৈক্যমিতি সমন্বিততত্ত্বম্ ।

এতদস্থানে গুরুপক্ষকৃষ্ণপক্ষবিবেকঃ, দিবসরাত্রিবিবেকশ্চ উপযুক্ত্যতে ।

দর্শাদিপৌর্ণমাস্তস্তাৎসেব কলান্ন চতুর্বিধৈক্যানুসঙ্গানং, ন অমাবান্ত্যায়াম্ । কৃষ্ণপক্ষ-

পক্ষঃ অমাবান্ত্যাপরঃ ইত্যুক্তং প্রাগেব । অতশ্চ অমাবান্ত্যায়ামিব গুরুপক্ষদিবসেবপি

ন অল্পষ্ঠানমিতি ধোয়ম্ । এবং পরিশেষবৃত্ত্যা অমাবান্ত্যায়াম্ উপাসনানিষেধঃ,

ন তু সর্কস্বিন্ কৃষ্ণপক্ষে । অতশ্চ সর্কস্বিন্ রাত্রিষু অমাবান্ত্যাব্যতিরিক্তান্ন

উপাসনা, ন সর্কেষু দিবসে, ইতি গুরুপদেশবশাৎ জ্ঞেয়ং রহস্তম্ ।

অত উত্তরম্ ।

• যো হ বা অহোরাত্রাণাং নামধেয়ানি বেদ । নাহোরাত্রৈষাতিমার্হতি ।  
সংজ্ঞানং বিজ্ঞানং দর্শা দৃষ্টেতি ।

এতাবজ্ঞবাকৌ পূর্বপক্ষস্তাহোরাত্রাণাম্ নামধেয়ানি ।

প্রস্তুতং বিষ্টুর্ভূতং স্তুতা স্তুষতীতি । এতাবজ্ঞবাক্যাবগমপক্ষস্তাহোরাত্রাণাং  
নামধেয়ানি । নাহোরাত্রৈষাতিমার্হতি । য এবং বেদ ॥

ইতি বাক্যজাতং পূর্বব্যাখ্যায়ৈব ব্যাকৃতম্ ইতঃ পরং বক্ষ্যমাণং বৃহুর্ভার্মাস-  
ষটিকাধীনং কালানাং নামধেয়জাতং তত্রৈব অন্তর্ভূতমিতি তদ্ব্যাপ্যানেনৈব  
ব্যাখ্যাতমিতি অনুসন্ধানম্ । অতএব সংজ্ঞানাম্বাক্যঃ “ইয়ং যাব সন্ন্যাস” ইত্যম্ব-  
বাক্যে ব্যাকৃতাবেবেতি অবগম্যাম্ যতু সাবিত্রপ্রকাশকে “প্রজাপতির্দেবান-  
সৃজত” ইত্যম্ববাক্যে • “স যদাহ” ইত্যারভ্য “জনকো হ বৈদেহ” ইত্যন্তেন  
তিথ্যাদিকং সবিতুঃ প্রতিপাদিতম্, ততু সাদাখ্যাতব্যাদিকারাঃ চক্ষুঃকলাবিভায়াঃ  
ত্রিবিভাহপরনামধেয়ারাঃ পঞ্চদশতিথ্যাদিকারাঃ প্রসাদসমাসাদিতসামর্থ্যং সবিতুঃ,  
নান্তথেনিতি প্রতিপাদয়িতুং গোপা বৃত্ত্যা আহ কতিঃ । অত এব “এব এব তৎ” •  
ইতি গোপবৃত্ত্যাপ্ররণং প্রকটীকৃতম্ । অত্র এতদগ্রহকলাপানন্তরবাক্যম্ ।

জনকো হ বৈদেহঃ অহোরাত্রৈঃ সমাজগাম ॥ †

ইতি আশ্রিতম্ । জনকঃ উৎপাদকঃ ত্রিবিভায়াঃ ঋষিঃ । বিদেহ এব বৈদেহঃ  
মন্ত্রধঃ । অহোরাত্রৈঃ অহোরাত্রাষ্টকৈঃ পঞ্চদশাক্ষরীমন্ত্রবর্গৈঃ দর্শাদিপূর্ণিমাষ্ট-  
কলাষ্টকৈঃ সমাজগাম, তং মন্ত্রম্, আকৃতবানিত্যর্থঃ । যন্ত মন্ত্রং আহরতি স  
ঋষিরিত্যুচ্যতে । অতএব অরূপোপনিষদি—

পুত্রো নির্ঝাত্যা বৈদেহঃ । •

নির্ঝাত্যা লক্ষ্ম্যাঃ । যথা অনির্ঝাত্যাঃ লক্ষ্ম্যাঃ । পুত্রঃ বৈদেহঃ মন্ত্রধঃ ।

অচেতা যন্ত চেতনঃ । •

অনজবাদেব চেতোরহিতঃ । চেতনন্ত সর্কৃত্তানুষ্ঠানমিত্যং ।

স তং মণিমবিন্ধৎ । •

সঃ অনজঃ তং প্রসিদ্ধং মণিঃ বিজ্ঞানকং যন্তঃ অবিন্ধৎ লক্ষবান্ অগস্ত্যং । অসৌ  
অনজঃ অকোহপি অপভূদিতি “অকো মণিমবিন্ধৎ” ‡ ইতি বাক্যশেষবলাৎ লভ্যতে ।  
অতএব পরচিৎকলারাঃ বিভায়াঃ ত্রিপুরমন্ত্রব্যাঃ মন্ত্রধঃ ঋষিরিত্যুচ্যৎ ।

• উঃ দ্রাঃ ৩১৩১০

† উঃ দ্রাঃ ৩১৩১১

‡ উঃ দ্রাঃ ৩১১১

সোহনমূলিরাবয়ঃ । \*

সঃ মন্থথঃ অনমূলিঃ অনন্যদাদেব অনমূলিঃ আবয়ঃ অসীবাৎ । সীবনানন্তর-  
কৃত্যমাহ—

সোহগ্রীবঃ প্রত্যমুকৎ । \*

সঃ মন্থথঃ অনন্যদাদেব অগ্রীবঃ মণিসম্পাদনফলং প্রত্যামোচনম্ অকরোৎ,  
ধৃতবানিত্যর্থঃ ।

বিভারিত্তে মণিহারোপগন্ত ফলং ধারণমেব ন ভবতীত্যাহ :—

সোহজিহ্বো অশয্যত । \*

সঃ অনন্যঃ অনন্যদাদেব অজিহ্বঃ জিহ্বারহিতঃ অশয্যত অচোষং, আশাদিত-  
বানিত্যর্থঃ ।

এতদ্বক্তং ভবতি—অনন্যঃ পূৰ্ব্বং বিভারিত্তং পকাশবর্ণাশ্বকং বোড়শনিত্যাশ্বকং  
বোড়শকলাশ্বকং নানাবেদেষু নানাস্থিতিষু নানাপুরাণেষু নানাবিধাগমেষু বিপ্রকীর্ণং  
দৃষ্টবান্ । তদনন্তরং বিপ্রকীর্ণম্ ইমং মন্থং দৃষ্ট্৷ সীবনং কৃতবান্ । পকাশবর্ণান্  
ত্রিধা বিভজ্য খণ্ডত্রয়ং কৃৎ৷ ত্রিপুরসুন্দর্যাণ্যাদিবোড়শনিত্যাঃ তত্র অন্তর্ভাব্য, প্রতি-  
পদাদিতীর্ষীন্ বোড়শ তত্রৈব অন্তর্ভাব্য, পঞ্চদশবর্ণাশ্বকং ত্রিখণ্ডং কৃৎ৷, তত্র সোম-  
সূর্য্যানলাশ্বকতয়া ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাশ্বকতয়া সত্ত্বরজস্তমস্তববাবস্থিততয়া জাগ্রৎস্বপ্ন-  
সুশুপ্তাবস্থাপন্নতয়া সৃষ্টিস্থিতিলয়হেতুভূততয়া নিশ্চিতা ত্রিবিদ্যাশ্বকে চতুর্থে খণ্ডে  
পঞ্চদশকলানাং অন্তর্ভাব্যং নিশ্চিত্য ভুবনেশ্বরীপ্রভৃতীনাং যোগিনীবিজ্ঞানাং নবানাং  
ত্রিকস্ত ত্রিকস্ত একৈকহীকারেণ অন্তর্ভাবম্ অঙ্গীকৃত্য, সর্বভূতাশ্বকং সর্বমদ্রাশ্বকং  
সর্বভুতশ্বকং সর্বাবস্থাশ্বকং সর্বদেবশ্বকং সর্ববেদার্থীশ্বকং সর্বশাস্ত্রাশ্বকং সর্ব-  
শক্ত্যাশ্বকং ত্রিগুণাশ্বকং ত্রিখণ্ডং ত্রিগুণাতীতং সাদাখ্যাপনপর্গ্যায়ং বড়ুবিংশশিব-  
শক্তিসংপূটাশ্বকং নিশ্চিত্য বর্ণপঞ্চদশকেন মূলবিজ্ঞাং অসীবাৎ । তদনন্তরং স্নাতং  
মন্ত্ররাজং গ্রীবারাং ধৃতবান্, চিরকালং ধ্যানযোগেন পূজিতবান্ । তদনন্তরং চন্দ্র-  
কলামৃত্যুশ্রাদং কৃতবানিতি সঃ মন্থথঃ ঋষি অস্ত মন্থন্তেত্যর্থঃ ।

নৈতম্ভবিং বিদিত্বা নগরং প্রবিশেৎ । \*

এতন্ ঋষিঃ মন্থথঃ বিদিত্বা নগরং ত্রিচক্রাশ্বকং ন প্রবিশেৎ ঋষিজ্ঞানপূৰ্ব্বকং  
ত্রিচক্রাশ্বকং নগরং ন পূজয়েৎ, বাহুপূজাং ন কুর্যাদिति নিষেধবিধিঃ । বাহুপূজা-  
মেব ঋষিজ্ঞানঃপ্রভৃতিজ্ঞানপূৰ্ব্বকম্ । আস্তরপূজায়াং তাদাশ্ব্যাহুসকান্যিকারায়  
ঋত্বাদিজ্ঞানং নাত্যোব । উপযোগস্ত দূরত এব । অতো বহুসিদ্ধিঋত্বাদিশূর্য্যাদাস-

মুখেন ঐচ্ছক্য বাহুপূজনং ত্রৈবর্ণিকৈঃ ন কৰ্ত্তব্যমিতি নিয়ম্যতে । তদন্তঃ সনৎ-  
কুমারসংহিতায়াম—

বাহুপূজা ন কৰ্ত্তব্য্য কন্তব্য্য বাহুজাতাতঃ ।

সা ক্ষুদ্রকলদা নৃণাম্ ঐহিকার্থকসাধনাং ॥

বাহুপূজারতাঃ কোলাঃ ক্ষপণাশ্চ কপালিকাঃ ।

দিগম্বরাস্চেতিহাসা \* বামকাস্ত্রবাদিনঃ ॥

আন্তরায়ানপরা বৈদিকা ব্রহ্মবাদিনঃ ।

জীবমুক্তাশ্চরন্ত্যেতে ত্রিষু লোকেষু সৰ্ব্বদা ॥

ইতি । কোলাঃ আধারচক্রপূজারতাঃ । ক্ষপণকাঃ যোষিত্রিকোণপূজারতাঃ ।  
কপালিকাঃ দিগম্বরাস্চ উভয়ত্র নিরতাঃ । ইতিহাসা \* তৈরবয়ামল-প্রামাণ্যবাদিনঃ ।  
বামকাঃ তন্ত্রবাদিনঃ ইত্যেকো বদন্তি, বামকেশ্বরতন্ত্রবাদিনঃ । কেবলচক্রপূজকাঃ  
তে বেদবাহা ইত্যম্বয়ঃ । আন্তরপূজারতাঃ ব্রহ্মবাদিনঃ শুভাগমতত্ত্ববেদিনঃ । শুভা-  
গমপঞ্চকং পূৰ্ব্বমেবোক্তম্ । আন্তরপূজাপ্রকারঃ পূৰ্ব্বমেবোক্তঃ, পুরস্তাষক্কাতে চ ।

† যদি প্রবেশেৎ ।

অসংশয়ে সংশয়োক্তিঃ “যদি বেদাঃ প্রমাণং” ইতিবৎ, প্রবিশেদেবেত্যর্থঃ ।

† মিথৌ চরিত্বা প্রবিশেৎ ।

মিথৌ রহন্তে একান্তে চরিত্বা অবগত্যা । চর গতিভক্ষণয়োঃ । প্রবিশেৎ,  
আন্তরপূজাং কুর্যাদিত্যর্থঃ । যদ্বা—মিথৌ মিথুনীভূতো শিবো, উভয়োঃ মেলনম্  
অবগত্যা প্রবিশেৎ অনুসন্দধীতেতি । পূৰ্ব্বব্যাখ্যানেহপি ঐক্যাত্ম্যাস্থানে সহায়-  
স্তরং ন কৰ্ত্তব্যম্ । একান্তে এব বিদ্বা ফলভীতুপদেশঃ ।

তৎকথমিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেন দ্রষ্টয়তি :—

† তৎসম্ভবস্ত ব্রতম্ ।

সম্ভবো মন্থকঃ, চিত্তজাতস্বাৎ । তস্ত ব্রতং মাহাত্ম্যং, সহায়ান্তরং তিরস্কৃত্য  
একাকিনৈব রহন্তে ত্রীপুরুষসংযোজনরূপম্ । অতঃ মন্থধোপদিষ্টমন্ত্রাজ্ঞানবতাং  
তথৈব তদজ্ঞানমিতি গোপোয়ং বিদ্বতি তাৎপর্যম্ । দ্বিতীয়ব্যাখ্যানে মন্থধো  
মিথুনম্ অবগত্যা তস্মিন্ মিথুনে প্রবিশতি । এবং শিবশক্তিসংগুটম্ অবগত্যা সাধ-  
কেন প্রবেষ্টব্যমিতি ক্রতেরর্থঃ । অতশ্চ “পুত্রো নির্ঘাত্যা বৈদেহঃ” ‡ “জনকো হ  
বৈদেহঃ” † ইতি চ ক্রতিবস্ত বৈদেহয়োঃ উভয়োঃ একপ্রত্যভিজ্ঞাবিবরণ্বাৎ, “স

\* “বীতবাসা” ইত্যপি কচিং দৃষ্টতে ।

† তৈঃ আঃ ১১১

‡ তৈঃ আঃ ১১৪

যদাহ" + ইত্যাদিবাচ্যকদশকং প্রতিপদাদিতিথিরূপচন্দ্রকলাদ্বিকারাঃ স্রীবিভায়াঃ  
প্রতিপাদনদ্বারা সবিতুঃ তৎপ্রসাদজন্তুং মহাশ্রীং নাভ্যন্তোব্যং পরমিতি সৰ্বম্  
অনবত্তম্ ॥ ৩২ ॥

**সঙ্গীতশাস্ত্র-তীকা-মন্তব্যানুবাদ।**—পূর্ববর্তী শ্লোকে তত্ত্ব  
অবতীর্ণ করিয়াছেন বলা হইয়াছে, এখন সেই তত্ত্ব উপদিষ্ট হইতেছে—( তত্ত্ব  
মন্ত্রশাস্ত্র প্রথমেই মন্ত্রোপদেশ যথা ) হে জননি, শিব (ক), শক্তি (এ), কাম (ঈ),  
কিতি (ল), ইহার পরেই মায়াবীজ, অনন্তর রবি (হ), চন্দ্র (স), সুর (ক), হংস (হ),  
শক্র (ল), ইহার পর মায়াবীজ, তৎপরে পরা (স), মার (ক), হরি অর্থাৎ ইন্দ্র  
'ল), তদন্তে মায়াবীজ, এইরূপ একৈক খণ্ডের অবসানে মায়াবীজযুক্ত ( চার বর্ণে  
প্রথম, পাঁচ বর্ণে দ্বিতীয়, তিন বর্ণে তৃতীয়,—এই তিন খণ্ডে বিভক্ত ) ক এ  
ইত্যাদি দ্বাদশবর্ণ, আপনার মন্ত্রের অবরব ।

প্রথম খণ্ড আশ্বেষ, দ্বিতীয় সৌর, তৃতীয় চান্দ্র, পূর্বে কথিত হইয়াছে—মূলধার  
প্রভৃতি ষট্চক্রের দুই দুই চক্র এক এক খণ্ড । কথিত ত্রিখণ্ড মন্ত্রবর্ণ যথাক্রমে  
অগ্নি, সূর্য ও চন্দ্ররূপ । মধ্যে যে তিনটি মায়াবীজ আছে—তাহার প্রথমটি আশ্বেষ  
খণ্ডের উপরিস্থিত ঋদ্ধগ্রহি, তদুপরিস্থিত সৌর খণ্ডের উপরি যে মায়াবীজ, তাহা  
বিষ্ণুগ্রহি, তদুপরিস্থিত চন্দ্রখণ্ডের উর্ধ্বে বা শেষে যে মায়াবীজ, তাহা ব্রহ্মগ্রহি—  
সহস্রদলকমলহ একাকরী চিহ্নরী চন্দ্রকলার সহিত এই গ্রহির সম্বন্ধ । ঋদ্ধগ্রহি  
আশ্বেষ ও সৌর খণ্ডের, বিষ্ণুগ্রহি সৌর ও চন্দ্রখণ্ডের সহিত সম্বন্ধ । এই যে  
পঞ্চদশবর্ণ, ইহা চন্দ্রকলারূপে ধ্যেয় । সর্বত্রই মন্ত্রস্থিত পঞ্চদশবর্ণ—প্রতিপদাদি  
পৌর্ণমাস্তত্ত্ব তুলা ও প্রতিপদাদি অমাবস্তাস্ত্ব কৃকা তিথি । তদুপরি একাকরী  
ষোড়শী কলা । এই ষোড়শী কলা নিত্য । ইহার যোগ হেতু সমস্ত কলাই নিত্য  
নামে খ্যাত । সম্রাচার্যমতে ইহাধিপের সাধনা অন্তরেই করিতে হয় ।  
এতৎসম্বন্ধে ক্রতি ও তদনুকূল ভাগ্যমমতও বিশেষ উপদেশ সংকৃত  
ব্যাখ্যা হইতে সাধকের জাতব্য ॥ ৩২ ॥

**অন্যান্য-শাস্ত্র-তীকা।**—অথ স্রীমত্যা মন্ত্রোক্তারমাহ শিব  
ইতি । হে জননি ! অমী বর্ণা অবসানেষু অর্থাৎ ত্রিকূটান্তে মন্ত্রাধিকারান্তব  
তিস্থতিঃ ক্রমোপাধিবিভিভাঃ সন্তঃ সূক্তিমত্যাশ্রব নামাবয়বতাং ভজন্তে যান্তি । তথাচ,  
মহাশ্রী দেবতা শ্রোক্তা ইত্যাদি । ক্রমোপাধিবিভিভাঃ বহুসংগ্রহে,—  
“বন্দ্যাদখিল-মন্ত্রাণাং বীজানামপি সর্বণঃ । ক্রমোপেব হি ভাগতিঃ ক্রমোপা বুল্যতে ততঃ ॥”

কে তে ইত্যাহ—শিবো হকারঃ, শক্তিঃ সকারঃ, কামঃ ককারঃ, ক্ষিতিলকারঃ, অস্তে হ্রীংকারঃ। প্রথমং বাগ্ভবকূটম্। অথশব্দেন বীজাস্তরং দর্শয়তি। রবির্হকারঃ, শীতকিরণঃ সকারঃ, স্রঃ ককারঃ, হংসো হকারঃ, শক্রো লকারঃ, অস্তে হ্রীংকারঃ। ইতি কামরাজকূটম্। তদনুশব্দেন বীজাস্তরং দর্শয়তি। পরা সকারঃ, মারঃ ককারঃ, হরিলকারঃ, অস্তে হ্রীংকারঃ। ইতি ত্রৈলোক্যমোহিনী নাম শক্তিকূটম্। এষা বিষ্ণা লোণামুদ্রাখ্যা সর্বমন্ত্রবীজরূপা ॥ ৩২ ॥

**অম্বুদান্দ।**—হে জননি! শিব বলিতে সকার, কাম বলিতে ককার, ক্ষিতিশব্দে লকার এবং ইহার অস্তে জন্মেখা অর্থাৎ হ্রীং এই বীজ যোগ করিলে ‘হ স ক ল হ্রীং’ এই মন্ত্র হইল। ইহার নাম বাগ্ভবকূট। রবি শব্দে হকার, শীতকিরণ বলিতে সকার, স্র শব্দে ককার, হংস বলিতে হকার, শক্র শব্দে লকার, ইহার অস্তে জন্মেখা যোগ করিলে ‘হ স ক হ ল হ্রীং’ এই মন্ত্র হইল; ইহার নাম কামরাজকূট। পরাশব্দে সকার, মার শব্দে ককার, হরিশব্দে লকার, ইহার অস্তে জন্মেখা যোগ করিলে ‘স ক ল হ্রীং’ এই মন্ত্র হইল; ইহা ত্রৈলোক্যমোহিনী নামক শক্তিকূট। এই ত্রিকূট-মধ্যস্থিত বর্ণগুলি তোমার নামের অবয়ব হইতেছে ॥ ৩২ ॥

স্মরং যোনিং লক্ষ্মীং ত্রিতয়মিদমাণ্ডে † তব মনো-

নিধায়ৈকে নিত্যে নিরবধি মহাভোগরসিকাঃ।

জপন্তি ‡ ছাং চিন্তামণিগুণনিবন্ধাকরলয়াঃ, §

শিবার্থো জুহুস্তঃ স্মরতিস্মৃতধারাহতিশতৈঃ ॥ ৩৩ ॥

**লক্ষ্মীধনকূট-তীকা।**—স্মরং কামবীজং, যোনিং ভুবনেশ্বরীং, লক্ষ্মীং ঐবীজং, ইদং ত্রিতয়ং আদৌ তব মনোঃ মন্ত্রস্ত নিধায় সংযোজ্য একে বিব্রল্যাঃ সমরিনঃ নিত্যে! আন্তস্তরহিতে! নিরবধি-মহাভোগরসিকাঃ অপরিচ্ছিন্নমিত্যাহ-তবরসজ্ঞাঃ, পরমযোগীশ্বরী ইতি যাবৎ। জপন্তি সেবন্তে ছাং তবতীং সহস্রদল-কমলাং অবরোপ্য জংকমলে সংস্থাপ্য তাদৃগুবিধাং চিন্তামণিগুণনিবন্ধাক-বলয়াঃ চিন্তামণীনাং গুণং গুণনা আশ্রেড়নং, সমূহ ইতি যাবৎ, তেন নিবন্ধো রচিতঃ অক্ষবলয়ঃ অক্ষমালিকা যোবাং তে। বধা—চিন্তামণয় এব গুণনিবন্ধাকাঃ

\* ইহা দ্বারা হ স ক ল হ্রীং স ক ল হ্রীং হ স ক হ ল হ্রীং এই ত্রিকূট-মন্ত্র উদ্ভূত হইল। ইহার নাম লোণামুদ্রা বিষ্ণা; এট বিষ্ণা সব্দের মন্ত্রের বীজরূপ।

† মনো ইতি ল

‡ জপন্তি ইতি ল

§ অবলয়াঃ ইতি ল

সুত্ররচিতাঙ্কঃ পদ্যবীজানি, তেষাং বলয়ঃ মালিকা যেষাং তে তথোক্তাঃ শিবায়ো  
শিবা শক্তিঃ ত্রিকোণমিতি বাবৎ, তত্র সংস্কৃতঃ অগ্নিঃ শিবায়িঃ। ত্রিকোণে  
বৈন্দবস্থানে স্থাপিতানায়িঃ অবযুত্যা তত্র নিক্ষিপ্য পাশাঙ্কুশাভ্যাং সরিক্কা  
ভুবনেশ্বর্যা অবকুষ্ঠা অগ্নে: জাতকর্মাণি বোড়শসংস্কারাঃ যত্র ক্রিয়ন্তে: স্রুঃ শিবায়ি-  
নिति রহস্তমিতি। অগ্নিশব্দঃ—ত্রিকোণে বৈন্দবস্থানে স্থাপিতানায়িঃ নিক্ষিপ্যতি।  
যতপি বৈন্দবস্থানং চতুর্কোণং, তথাপি পুরস্চরণাশ্রয়ক্রিয়ায়াং সংবিলম্বমলে  
ত্রিকোণম্ আরোপ্য সহস্রকমলাং বৈন্দবস্থানস্থাং কামেশ্বরীম্ অবরোপ্য পুরস্চরণং  
কার্যমিতি সমন্বিতরহস্তমিতি আচার্যাণাম্ আশয় ইতি। কুহবন্তঃ \* সংতর্পয়ন্তঃ  
সুরভিঃ তদধারাহতিশতৈঃ সুরভিঃ কামগবী, তস্তাঃ স্রুতম্ আজাং, তস্তা ধারাঃ,  
তাভিঃ আহতরঃ হবিঃ প্রক্ষেপাঃ, তাঙ্গাং গতানি সহস্রং তৈঃ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে নিত্যো! তব মনো: আদৌ স্রবং যোনিং লক্ষ্মীম্  
ইদং ত্রিতয়ং নিধায় নিরবধিমহাভোগরসিকাঃ একে চিত্তামণিগুণনিবন্ধাকবলয়াঃ  
শিবায়ো হাং সুরভিঃ তদধারাহতিশতৈঃ কুহবন্তঃ ভজন্তি ॥

অত্রৈদং তদ্বৎ,—সময়িনাং মস্ত্রস্ত পুরস্চরণং নাস্তি। অপো নাস্তি।  
বাহুহোমোহপি নাস্তি। বাহুপূজাবিধয়ো ন সন্তোব। ক্রুৎকমল এব সর্বম্  
অহুর্ভেদম্। এতচ্চ “অপো অন্নঃ শিল্পম্” + ইত্যাদি শ্লোকব্যাখ্যানাবসরে  
কিঞ্চিৎকম্। অবশিষ্টং ক্রুৎসং “তবাজ্জাচক্রম্” † ইত্যাদিশ্লোকবটকব্যাখ্যানা-  
বসরে নিপুণতরনুপপাদয়িষ্যামঃ ॥ ৩৩ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকান্ন অম্মানুবাদ।**—হে নিত্যো! কাম-  
বীজ, মারাবীজ ও শ্রীবীজ এই বীজত্রয়কে আপনার মস্ত্রের প্রথমে স্থাপন করিয়া  
পরমযোগীশ্বর সময়চাৰী কতিপয় মাপক চিত্তামণি মস্ত্রে সংবদ্ধ অক্ষ (অকারাদি  
ক্ষকারাণ্ড) বর্ণমালায় অগ্নরে স্থাপিতা বৈন্দবস্থানে স্থাপিতানায়িবোগসম্পাদিত  
শিবায়িকুণ্ডে সুরভিঃ তদধারায় বহু শত আভূতি ভাবনা দ্বারা আপনাকে ভজনা  
করেন।

**অন্যতামন্দকৃত-টীকা।**—বিজ্ঞান্তরং দর্শয়মাহ স্রবমিত্যাदि।  
হে নিত্যো! তব মস্ত্র আদৌ ইদং ত্রিতয়ং নিধায় একে জনাঙ্কং ভজন্তে।  
কিঞ্চিদিত্যাহ,—স্রবং ককারং, যোনিমেকারং, লক্ষ্মীমীকারম্। কেচিদ্বীজত্রয়মাহ:  
স্রবং কামবীজং যোনিং ভুবনেশ্বরীবীজং লক্ষ্মীং শ্রীবীজম্। যে শিবায়ো কুণ্ডলিনীমুখে

\* ইত্যত্র চ্যুতসংস্কৃতদোষ: পরিহরণীয়ঃ। শ্রীপ,

† ২৭ শ্লোকঃ।

গোলোকচ্যুতামৃতধারাহতিশতৈর্জুহ্বন্তঃ চিন্তামণিগুণনিবন্ধাকরণয়া ভবন্তীতি  
অর্থাৎ পরমামৃতেন কুণ্ডলিনীং তর্পয়ন্তঃ শব্দব্রহ্মণি নীনা ভবন্তীত্যর্থঃ। সুরভি-  
গোলোকাধিষ্ঠাতৃরূপা, তস্তা স্বতধারা পরমামৃতধারা। তথাচ গৌতমীয়ে—  
“গোলোকং তং সমাখ্যাতং যদ্বিকোঃ পরমং পদম্।” চিন্তামণিঃ চিংকলা  
অভীষ্টকলদাতৃভ্যাং। তস্তা গুণৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভিনিবন্ধেষু অক্ষরেষু লয়ো  
যেষাম্। নাস্তি ক্ষরং ক্ষরণং যন্ত তং অক্ষরং ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ। তে কিমুতাঃ?  
মহাভোগরসিকাঃ অপৰ্য্যাপ্তসুখানুভবকাক্ষিণঃ। জপন্তীতি কচিৎ পাঠঃ। তত্র  
মন্ত্ররূপিণীঃ ছাং জপন্তীত্যর্থঃ। বলয়েতি কচিৎ পাঠঃ। তে চিন্তামণিগুণ-  
নিবন্ধাকরণয়া ভবন্তি। বলয়ো মালা চিংকলা গুণৈর্নিবন্ধা অক্ষমালা যেষাম্।  
এতেন অন্তর্যাক্ষিনো ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

**অনুবাদ।**—হে নিত্যো! মহাভোগরসিক অর্থাৎ অপৰ্য্যাপ্ত সুখানু-  
ভবকাক্ষী জনগণ তোমার উল্লিখিত মন্ত্রের আদিতে ক এ ঙ্গ অথবা ক্লী হ্রী ঐঃ  
এই বীজত্রয় যোগ করিয়া সর্বদা জপ করত যদি কুণ্ডলিনীমুখে গোলোকাধিষ্ঠিত  
সুরভিসমুত শত শত স্বতাহতি দ্বারা অর্থাৎ পরমামৃত দ্বারা হোম করেন, তাহা  
হইলে তাঁহারা চিন্তামণিগুণে নিবদ্ধ অক্ষরে লয়প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৩৩ ॥

**তাৎপর্য্য।**—এ স্থলে চিন্তামণি শব্দে অভীষ্টকলদায়িনী চিংকলা।  
চিংকলা মন্ড, রজঃ ও তনোগুণময়ী। তাহা দ্বারা নিবদ্ধ অক্ষর অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম  
অথবা উপহিত চৈতন্যরূপ পরমব্রহ্ম ॥ ৩৩ ॥

শরীরং ত্বং শস্তোঃ শশিমিহিরবক্ষোরুহযুগং,

তবান্নানং মন্থে ভগবতি ভবান্নানমনঘম্ ।\*

অতঃ শেষঃ শেষীত্যয়মুভয়সাধারণতয়া,

স্থিতঃ সম্বন্ধো বাৎ সমরসপরানন্দপদয়োঃ † ॥ ৩৪ ॥

**লক্ষ্মীধররূপ-টীকা।**—“তবান্নাচক্রহম্” ইত্যাদি শ্লোকবট্টকেন  
সাময়িকং মতং নিরূপয়িষ্যান্ সপ্রভেদং কোলমতং তদুপযোগিতয়া নিরূপয়তি।  
কোলমতং দ্বিবিধং, পূর্ব্বকোলং উত্তরকোলং চেতি। এতদ্বিতয়ং ক্রমেণ  
শ্লোকস্থিতয়েনাহ—(শরীরমিতি)।

শরীরং দেহঃ ত্বং ভবতী মহাতৈরবী শস্তোঃ আনন্দতৈরবন্ত শশিমিহিরবক্ষো-  
রুহযুগং শশী চন্দ্রঃ মিহিরঃ সূর্য্যঃ তাবেব বক্ষোরুহৌ কুচৌ তরোযুগং যুগ্মং যন্ত তৎ।

\* তবান্নানমিত্যত্র নবান্নানমিতি ল—পাঠঃ।

† ‘পরয়োঃ’ ইতি ল।



তব ভবত্যাঃ মহাতৈরবাস্তাঃ আত্মানং দেহং নন্তে জানামি ভগবতি ! উগঃ অস্তা  
অন্তীতি ভগবতী তস্তাঃ সম্বন্ধিঃ ।

উৎপত্তিং চ বিনাশং চ ভূতানাং গতিং গতিম্ ।

বেত্তি বিজ্ঞানবিজ্ঞাং চ স বাচো ভগবানিতি ॥

ইতি স্মরণাৎ । উৎপত্ত্যাদ্যবেদনং ভগঃ তদ্বতী ভগবতী । যদ্বা—ইন্দুকলা-  
বিজ্ঞায়াঃ নবযোক্তাশ্চক্ৰাৎ নবগোনিমতী ভগবতী । প্রাশস্তো মতুপ্ । নব-  
গোনিভিঃ প্রশস্তেত্যর্থঃ । নবাশ্রয়ং আনন্দতৈরবস্ত্র নবব্যাহাশ্চক্ৰাৎ । আনন্দ-  
তৈরবস্ত্র নবব্যাহাশ্চক্ৰাৎ উপরিষ্ঠাৎ ব্রহ্মতে । অনঘং নির্দোষম্ । অতঃ  
অস্মাক্কেতোঃ, যতঃ কারণাৎ পরানন্দপরয়োঃ ঐক্যং তস্মাদিত্যর্থঃ । শেষঃ গুণভূতঃ  
অপ্রধানম্, শেষী প্রধানম্, ইত্যয়ং এবংপ্রকারঃ, উভয়সাধারণতয়া উভয়োঃ তৈরবী-  
তৈরবয়োঃ সাধারণতয়া সাধারণ্যাৎ স্থিতঃ অবস্থিতঃ সম্বন্ধঃ শেষশেষিভাবরূপঃ  
বাং যুবয়োঃ সমরসপরানন্দপরয়োঃ সমরসে সামরসযুক্তে পরানন্দঃ আনন্দতৈরবঃ পরা  
আনন্দতৈরবীরূপা চিচ্ছক্তিঃ কলা, সমরসে চ তে পরানন্দপরে চ তয়োঃ ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! শস্তোহং শশিমিহিরবক্কোহবুগং শরীরং  
ভবসীতি শেষঃ—আনন্দতৈরবস্ত্র কালবাহাস্তঃপাতিত্বাৎ সূর্য্যচক্রয়োঃ বক্কোহ-  
বুগংরোপণং যুক্তম্ । যদ্বা—অগমম্বয়ঃ—হে ভগবতি ! শশিমিহিরবক্কোহবুগং  
শরীরং শস্তোহমেব ।

সূর্য্যচক্ৰৌ স্তনৌ দেব্যাঃ তাবেব নমনে স্মৃতো ।

উভৌ তাটঙ্কযুগলমিতোষা বৈদিকী ক্রতিঃ ॥

২-ত্যানেন ভগবত্যাঃ শস্ত্বং প্রতি শেষত্মকম্ । হে ভগবতি ! তবাত্মান-  
মনসং নবাশ্রয়ং নন্তে । অতঃ “শেষঃ শেষী” ইত্যয়ং সম্বন্ধঃ সমরসপরানন্দপরয়োঃ  
বাং উভয়সাধারণতয়া স্থিতঃ ।

অত্রৈদমস্বস্বক্কেয়ম্—মহাতৈরবস্ত্র নবাশ্রোতি সংজ্ঞা, নবব্যাহাশ্চক্ৰাৎ । নব-  
বাহাস্তঃ—

কালবাহঃ কুলবাহো নামবাহস্তনৈব চ ।

জানবাহস্তথা চিত্তবাহঃ শান্তদনস্তরম্ ॥

নাদবাহস্তথা বিপ্লুবাহঃ শান্তদনস্তরম্ ।

কলাবাহস্তথা জীববাহঃ জাদিতি তে নব ॥

অত্বার্থঃ—কালবাহো নাম—নিমেষাদিকলাস্তাবচ্ছিন্নকালসমুদায়ঃ কালবাহঃ  
সূর্য্যচক্রয়োঃপি কলাবচ্ছিন্নকতয়া কালবাহে অন্তর্ভাবঃ ।

কুলবাহো নাম—নীলাদিকল্পবাহুঃ ।

নামবাহো নাম—সংজ্ঞাক্ষকঃ ॥

জানবাহো নাম—বিজ্ঞানক্ষকঃ । ভাগবাহু ইতি নামান্তরমন্তি স চ বিবিধঃ  
সভাগবিভাগভেদাৎ । সভাগো বিকল্পঃ, বিভাগো নির্বিকল্পঃ ॥

চিত্তবাহো নাম—অহঙ্কারপঞ্চকক্ষকঃ । অহঙ্কারপঞ্চকং নাম—অহঙ্কারচিত্ত-  
বুদ্ধিমহ্মনাংসি ।

নাদবাহো নাম—স্বাগেচ্ছাকৃতিপ্রবন্ধক্ষকঃ । অনেন মাতৃকারাঃ পরা পশুস্তী  
মধ্যমা বৈধরী ইতি চত্বারি রূপানি । পরা নাম সান্তরোহরূপা । অন্তরে অন্তঃ-  
করণে উহেন তর্কেণ সচিৎ রূপং যন্তাঃ সা সান্তরোহরূপা । যুক্তাবস্থায়ামেব  
জ্ঞাতবোতাত্তিসন্ধিঃ । যথোক্তং কামিকলাবিদ্যায়াম্—

বা সান্তরোহরূপা পরা মহেশী পরা নাম । পশুস্তী নাম এবৈব স্পষ্টা উচ্যতে ।  
যথোক্তং তত্রৈব :—

স্পষ্টা পশুস্তীখ্যা ত্রিমাতৃকা চক্রতাং যাতা । ত্রিমাতৃকা ত্রিখণ্ডযুক্তা মাতৃকা  
পঞ্চদশাক্ষরী, তদাখিকা সা চ চক্রতাং চক্রত্বং যাতা । ত্রিখণ্ডাখিকচক্রকং  
ত্রিখণ্ডাখিকমাতৃকারা ইতি রহস্যম্ । এতচ্চ পূর্বং বহুধা প্রপঞ্চিতম্ স্পষ্টা  
যুক্তাবস্থায়ঃ অতিসূক্ষ্মতয়া প্রতীতা ইত্যভিসন্ধিঃ । মধ্যমা নাম পরাপশুস্তীয়াঃ  
উচ্ছাচ্ছাবস্থাখিকা । সা বিবিধা—বামাদিব্যষ্টিরূপা, বামাদিসমষ্টিরূপা চেতি ।  
বামাদিসমষ্টিরূপা সূক্ষ্মা, বামাদিব্যষ্টিরূপা স্থূলী । বামাদয়ঃ শক্তয়ঃ বামা জ্যোষ্ঠা রৌদ্রী  
অখিকা । এতাশ্চতস্রঃ শক্তয়ঃ ত্রিচক্রাস্তগংতাধোমুখচতুর্ঘোষ্ঠাখিকাঃ ইচ্ছা জ্ঞানং \*  
ক্রিয়া শাস্তা পরা চেতি পঞ্চ শক্তয়ঃ ত্রিচক্রাস্তগতোর্ধ্বমুখশক্তিঘোষ্ঠাখিকাঃ । এতাভিঃ  
শক্তিভিঃ নববাহুখিকাভিঃ ভগবত্যাঃ নবাখ্যং উচ্যতে । যথোক্তং তত্রৈব—

এক। পরা তদন্তা বামাদিব্যষ্টিমাতৃস্পষ্টাখ্যা ।

তেন নবাত্মা মাতা জাতা সা মধ্যমাহতিধানাত্যাম্ ॥

বিবিধা হি মধ্যমা সা সূক্ষ্মা স্থূলাকৃতিঃ স্থিরা সূক্ষ্মা ।

নবনাদময়ী স্থূলী নববর্ণাখ্যা তু ভূতলিপ্যাখ্যা ॥ †

আত্মা কারণমজ্ঞা কার্যং স্বনরোর্বতন্ততো হেতোঃ ।

সৈবৈয়ং ন হি ভেদস্তাদাখ্যাং হেতুহেতুমদতীষ্টম্ ।

অতীর্থঃ—এক। পরেতি সঙ্করজন্তমোণসাম্যরূপা । তদন্তা পশুস্তী

\* “ইচ্ছানাম” ইতি চ পাঠো দৃষ্টতে ।

† “ভূত” ইত্যন্ত স্থানে “জাত” ইতি, “লিপ্যা” ইত্যন্ত স্থানে “বিন্দ্যা” ইতি চ কচিং ।

অন্ততঃ গুণবৈষম্যরূপেতার্থঃ । মধ্যমা বামাদিব্যাক্তিরূপা স্থলাঙ্ঘিকা । বামাদয়ঃ শক্তয়ো  
বৈন্দবহানন্ত উভয়ত্র সম্পূর্ণেনাবস্থিতাঃ । অতএব এতাঃ ব্যাহশব্দাচ্যাঃ সত্যঃ  
নবাঙ্ঘশব্দেন ব্যবহ্রিয়ন্তে । সমষ্টিরূপান্ত পরায়ামস্বকৃত্যঃ । তেন কারণেন মাতা  
মাতৃকা নবাঙ্ঘা জাতা । সা মধ্যমা অভিধানাত্যাং দ্বিবিধা, হি যন্মাৎ সা মধ্যমা  
স্থল্লা স্থলাকৃতিশ্চেতি দ্বিবিধা । স্থল্লাঙ্ঘরূপমাহ—স্থিরেতি । স্বৈর্ধ্যাবস্থায়ঃ  
যুক্তাবস্থায়ামেব অবভাস্যা । নবনাদময়ীতি—নব নাদাঃ অকটতপনবন্ধকাঃ ।  
এতে পরম্পরং তির্যজাতীয়াঃ, স্বরকবর্গচবর্গটবর্গতবর্গপবর্গযবর্গশবর্গকবর্গাণাং  
পরম্পরং তির্যকেন প্রতীয়মানত্যাং । তত্র প্রমাণমাহ—ভূতলিপ্যাখ্যোতি । মিথ্যা  
যিজেয়মিথ্যায়াঃ লিপেঃ আখ্যাণরকং দর্পণপ্রতিবিস্তৃত মুখজ্ঞাপকমিব ন বিকৃত্যতে ।  
আত্মা কারণমন্তেতি—আত্মা স্থল্লাঙ্ঘরূপা মধ্যমা কারণং স্থল্লাঙ্ঘায়াঃ মধ্যমায়াঃ নব-  
বর্গাঙ্ঘিকার্যাঃ । অন্যোঃ কার্য্যকারণয়োঃ যতন্ততো হেতোঃ সৈবেয়ং স্থল্লাঙ্ঘেয়ং  
স্থলা । অতঃ স্থল্লাঙ্ঘয়োঃ একৈক্য অভেদে বিমর্শদশায়ামপি ন কোহপি হেতুরস্বীতি  
তাৎপর্য্যোপেক্ষম্—যতন্ততো হেতোরিতি । তদেব প্রতিপাদয়তি—ন হি  
তেজ ইতি । হেতুহেতুমদিতি—হেতু-হেতুমতাদাখ্যাং অতীষ্টমিত্যম্বয়ঃ । সর্বত্র  
তাদাখ্যাং হেতুহেতুমত্যাতিরেকেণ নাস্তীত্যর্থঃ । অতশ্চ মধ্যমাঙ্ঘিকার্যাঃ চিচ্ছক্কে:  
নবাঙ্ঘতা সিদ্ধা । রাগেচ্ছাকৃতিপ্রবহানাং কারণশ্চেনাগমেষ্ প্রসিদ্ধাঃ মারাত্তক-  
বিভামহেব্বয়দদাশিবাঃ রাগাদীনাং তত্ত্বভূতাঃ সংগৃহীতাঃ । তৈঃ পরাপ্রসঙ্গতীমধ্য-  
মাবৈবধ্যাঃ অধিষ্ঠানভূতাঃ সংগৃহীতা ইত্যবগন্তবাম্ ।

বিন্দুবাহো নাম—বট্চক্রসম্বয়ঃ ।

কলাবাহো নাম—গলাশংকলানাং বর্গাঙ্ঘিকানাং সম্বয়ঃ ।

জীববাহো নাম—ভোক্তৃস্বরূপঃ ।

এবং নবানাং ব্যাহানাং ভোক্তৃভোগ্যভোগরূপেণ ত্রৈবিধ্যম্ । আত্মবাহুত  
ভোক্তৃশ্চেহপি ভোগ্যভোগতাদাখ্যাং ত্রৈবিধ্যম্ । এবং ভোগবাহুতাপ্যাহম্ ।  
অরমাশয়ঃ—আত্মবাহুত ভোক্তৃকং, জ্ঞানবাহুত ভোগকম্, কালবাহুত ভোগ্য-  
মেবেতি আচার্য্যাণাং ত্রৈবিধ্যমভিপ্রেতমিতি । সর্বকালং ব্যাহানাং জীববাহুত সর্বত্র  
অবস্থাদৈক্যম্ । কালবাহুত অবচ্ছেদকত্বাদৈক্যম্ । কালনামবাহুরোঃ নিরূপকত্বা-  
দৈক্যম্ । জ্ঞানবাহুত বিন্দুবাহে তাদাখ্যাদৈক্যম্ । নাদকলয়োরৈক্যাৎ নব-  
ব্যাহাঙ্ঘকং পরমেশ্বরত্ব সিদ্ধমেব । অতো নববিধৈক্যং তৈরবীষ্টৈরবয়বোঃ  
জাতব্যমিতি কোলমতরহস্তম্ । অতএব কোলাঃ পরমেশ্বরং নবাঙ্ঘেতি ব্যবহ্রয়ন্তি ।  
যথাহঃ কোলাঃ—

নবব্রাহ্মকে। দেবঃ পরানন্দপরাম্বকঃ ।

নবাত্মা তৈরবো দেবো ভুক্তিসুখপ্রদায়কঃ ॥

পরানন্দপরাম্বকঃ চিত্রপাংশুনন্দতৈরবী ।

ভগবদা সামন্তং জগৎপত্তে তদা ॥

ইতি দ্বিত্বমুক্তম্ । অবশিষ্টং “তবাধারে মূলে” \* ইত্যাদৌ সিক্ষণ্যম্ ।  
অর্থঃ ভাবঃ—আনন্দতৈরবমহাতৈরব্যোঃ পরানন্দপরাসংজ্ঞয়োঃ জ্ঞানাত্ম্যে সিদ্ধে  
নবাত্মতা যয়োঃ সমান। অতঃ শেষশেষিতাবঃ আপেক্ষিকঃ ।—যদা সৃষ্টিস্থিতিভয়েষু  
আনন্দতৈরবস্ত পরানন্দসংজ্ঞকস্ত পরচিত্তংরূপায়াশ্চ মহাতৈরব্যোঃ প্রবত্তঃ উৎ-  
পত্ততে, তদা তৈরবীপ্রাধাত্যং প্রধানপ্রকৃতিশব্দবাচ্যা মহাতৈরবীতি, তস্তাঃ  
প্রধানত্বং শেষিত্বং, আনন্দতৈরবস্ত অপ্রধানত্বং গুণভাবঃ শেষত্বম্ । যদা সর্কোপ-  
সংহারে প্রকৃতেঃ তন্মাত্রাবস্থিতৌ তৈরব্যোঃ স্বাশ্বনি অন্তর্ভাবান্তদা তৈরবস্ত শেষিত্বং  
তৈরব্যোঃ শেষত্বমিতি ॥ ৩৪ ॥

**সম্বীক্ষনকৃত-টীকার অন্যান্যবাদ ।**—( পূর্ব-কৌলমতের

তাৎপর্যানুসারে কথিত হইতেছে )—হে ভগবতি ! আনন্দতৈরবী আপনিই  
আনন্দতৈরব শব্দ—চক্ষুর্যাক্ষপ স্তনযুগলযুক্ত শরীর, আর আপনার আত্মাকেই  
আমি মনে করি নির্মলনবব্রাহ্মক আনন্দতৈরব। অতএব এই যে শেষ-  
শেষিতাব সম্বন্ধ ইহা পরানন্দ ও পরাম্বকরূপা সমরসময়ী আপনাদিগের  
উভয়ের পরস্পর সাপেক্ষ সাধারণ । শেষ অঙ্গ বা অপ্রধান, শেষী অঙ্গী বা  
প্রধান । জগতের ব্যক্তাবস্থা অর্থাৎ পূর্ণ প্রলয়াবস্থা যত দিন না হয়, তত দিন  
প্রকৃতি আনন্দতৈরবীই প্রধান,—পূর্ণ অব্যক্তাবস্থায়, প্রাকৃত লয়সময়ে আনন্দ-  
তৈরব চিত্রাজ প্রধান । এই শিবশক্ত্যাশ্বক তব পূর্ব-কৌলমতে স্বীকৃত ।  
নবব্রাহ্ম—যথা (১) কালব্রাহ্ম—নিমেষ হইতে যবন্তর কর পর্য্যন্ত । (২) কুলব্রাহ্ম  
—নীলাম্বররূপ । (৩) নামব্রাহ্ম—সংজ্ঞাদি । (৪) জ্ঞানব্রাহ্ম—বিজ্ঞানাদি । (৫)  
চিত্তব্রাহ্ম—অহঙ্কারাদি । (৬) নাদব্রাহ্ম—ইচ্ছাপ্রবৃত্তাদি । (৭) বিম্বুব্রাহ্ম—বট-  
চক্র । (৮) কলাব্রাহ্ম—পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ । (৯) জীবব্রাহ্ম—ভোক্তৃসম্ম ।  
অর্থাৎ জীবব্রাহ্ম—ভোক্তা, জ্ঞানব্রাহ্ম—ভোগ এবং অপর সত্ত্বব্রাহ্ম ভোগ্য—এই  
ত্রিবিধ ভাব একত্বমধ্যে নিবিষ্ট ॥ ৩৪ ॥

**টীকা ।**—অথ শিবশক্ত্যোরাধারার্থেভাবৈক্য-  
অতাং দর্শনরূপ শরীরম্ ইতি । হে ভগবতি ! শব্দোক্তরূপো যঃ শিবত্বাপকঃ

চক্ষুর্দৃশ্যন্তনবৃগং শরীরং তৎ স্বম্ । তবাপি বিশ্বাকৃতেরনবং গুণরূপাববর্জিতম্  
আত্মানং ভবাত্মানং অর্থাৎ বিশ্বব্যাপকং ব্রহ্মরূপং যন্তে । অতঃ কারণাৎ বাৎ যুবরোঃ  
উভয়সাধারণভাবেন শেবঃ শেবীভ্যঃ সধকঃ অর্থাৎ অয়ং পুরুষঃ ইয়ং প্রকৃতি-  
রিভ্যঃ সধকঃ স্থিতঃ ! কিন্তুতরোঃ ? সমরূপগরানন্দপদরোঃ সমানৈশ্বর্যানন্দ-  
নির্ভরয়োঃ ॥ ৩৪ ॥

শঙ্ক ।—হে ভগবতি ! পরব্রহ্মরূপ শিবের চক্ষুর্দৃশ্যরূপ তন-  
বৃগল-সুশোভিত যে বিশ্বব্যাপক মূর্তি, তুমিই সেই বিরাট বিশ্বমূর্তি । গুণাতীত  
বিশ্বব্যাপক ব্রহ্মরূপই তোমার স্বরূপ । মাতঃ ! একমাত্র তুমিই শিবশক্তিরূপে  
আধারাদেয়ভাবে পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে নিরূপিত হইতেছ । বস্তুতঃ তোমরা  
উভয়েই পরস্পর অভিন্ন পরমানন্দস্বরূপ ॥ ৩৪ ॥

মনস্ত্বং ব্যোম ত্বং মরুদসি মরুৎসারথিরসি,  
ত্বমাপস্ত্বং ভূমিস্ত্বয়ি পরিণতায়ান্ ন হি পরম্ ।  
ত্বমেব স্বাত্মানং পরিণময়িতুং বিশ্ববপুষা,  
চিদানন্দাকারং শিবযুবতি ভাবেন বিভূষে ॥ ৩৫ ॥

সম্বোধনরূপ-টীকা ।—মনঃ মনস্ত্বং আকাশচক্রস্থিতং ত্বম্ এব ।  
ব্যোম আকাশত্বং বিস্তৃতচক্রস্থিতং ত্বম্ এব । মরুৎ বায়ুত্বম্ অনাহতনামক-  
সংবিচ্ছিন্নাক্তগতম্ অসি ইতি ত্বমিত্যর্থকম্ অব্যয়ম্ । মরুৎ-সারথিঃ বায়ুসংখ্যঃ অগ্নি-  
ত্বং স্বাধিষ্ঠানগতম্ । অসি ইতি পূর্ববৎ অব্যয়ম্ । ত্বম্ আপঃ অশ্বত্বং মণিপূরাক্ত-  
গতম্ । ত্বং ভূমিঃ ভূমিত্বং সূলাধারাক্তগতম্ । এবংরূপেণ ত্বয়ি পরিণতায়ান্  
পরিণতিং তাদাশ্চাং গতায়ান্ ন হি পরং ইতঃ পরং ন কিঞ্চিদস্তীত্যর্থঃ । ত্বমেব  
স্বাত্মানং স্বরূপং পরিণময়িতুং পরিণামবস্তং কর্তুং বিশ্ববপুষা প্রণকরূপেণ চিদানন্দা-  
কারং 'চিদ্রূপেণ' আনন্দভৈরবস্ত চ আকারং শিবযুবতি ! শিবযুবতী ভরগতী ।  
যুবতীশব্দস্ত "সর্বতোক্তিরর্থাদিত্যেকো" ইতি ভীপ্ । তস্তাঃ সমুচ্চিঃ । ভাবেন  
চিৎসেন বিভূষে । বহা—চিদানন্দাকারং চ ব্রহ্মস্বরূপং শিবত্বং শিবযুবতিভাবেন  
শিবস্ত যুবতির্জায়া তস্তাঃ ভাবঃ ত্বং তেন ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! মনস্ত্বং ব্যোম ত্বং মরুদসি মরুৎসারথিরসি  
ত্বমাপস্ত্বং ভূমিঃ । ত্বয়ি পরিণতায়ান্ পরং ন হি । ত্বমেব স্বাত্মানং বিশ্ববপুষা পরিণ-  
ময়িতুং শিবযুবতিভাবেন চিদানন্দাকারং বিভূষে ।

অনর্থঃ—“মনস্ত্বম্” ইত্যাদি “ভূমি” ইত্যন্তেন পক্ষত্বাৎকঃ কার্যরূপঃ পরিণামো

বিকারঃ উক্তঃ। “অস্মি পরিণতায়াম্” ইত্যানেন নির্বিকারাত্মকঃ কারণরূপেণাবস্থিতিবিশেষঃ প্রকৃতাঃ পরিণামঃ ইত্যুক্তঃ। “ন হি পরম্” ইত্যানেন অপরিণামিত্বাঃ পরিণামো নাস্তি, অনবস্থাপত্তেঃ ইতি হি শকার্থঃ। তথোক্তঃ চতুঃশতায়াম্—

শৃণু দেবি মহাজ্ঞানং সৰ্বজ্ঞানোত্তমং প্রিয়ে।

যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ ভবাকৌ ন নিমজ্জতি ॥

ত্রিপুরা পরমা শক্তিরাত্মা জাতা মহেশ্বরী।

স্থূলসূক্ষ্মবিভাগেন ত্রৈলোক্যোৎপত্তিমাতৃকা ॥

কবলীকৃতনিঃশেষতত্ত্বগ্রামস্বরূপিণী।

যস্তাং পরিণতায়াম্ তু ন কিঞ্চিৎ পরমিষ্যতে ॥

অগ্ৰমর্থঃ—কবলীকৃতঃ আত্মাত্মারোপিতঃ কারণাত্ময়া অবস্থিতঃ, যথা যদি ষট ইব, নিঃশেষঃ যথা ভবতি তথা তদ্বানাং পঞ্চতদ্বানাং গ্রামঃ সমূহঃ কবলীকৃতঃ নিঃশেষতত্ত্বগ্রামঃ, স এব স্বরূপং যস্তাঃ সা, কার্য্যানি কারণে উপসংহৃত্য স্বয়ং কারণাত্মনা অবস্থিতেত্যর্থঃ; সংকাষাবাদিনাং মতে কারণে কার্য্যাত্মানি শক্তিরূপেণ বিদ্যমানত্বাৎ ইতি। এতদুক্তং ভবতি—উত্তরকৌলমতে প্রধানমেব জগৎকর্তৃ। প্রধানত্বাদেব শেষভাবো নাস্তি, শিবস্তাভাবাৎ। তন্ত পরিণতিঃ পঞ্চতদ্বাদিকা। মনস্তদ্বাদিরূপেণ প্রধানাদিকা শক্তিঃ পরিণতা। অতঃ মনঃপ্রকৃতিনাং শক্তি-পরিণামঃ, তদ্বানাং স্বরূপপরিণামঃ। এবং লোকঃ কার্য্যরূপং যস্তামারোপ্য কারণ-রূপেণ অবস্থিতা। সা চ আধারকুণ্ডলিনীত্যভিনীয়তে। ইতঃ পরং যদ্বক্তব্যমস্মি তদপি “তবোধারে মূলে” • ইত্যাদিব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ ॥৩৫॥ †

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকায় মৰ্ম্মানুবাদ।—**(উত্তরকৌলমতে.

শক্তিভবই একমেবাভিধীয়ম্, শিবত্ব ইহার অন্তর্গত, তদ্ব্যতীতসারে তৌত্র যথা)—  
হে ভগবতি! তুমিই আত্মাচক্রই মনস্তত্ত্ব, তুমি বিত্ত্বিচক্রস্থিত আকাশতত্ত্ব,  
তুমি অনাহতচক্রস্থিত বায়ুতত্ত্ব, তুমি স্বাধিষ্ঠানচক্রস্থিত বজ্র বা অগ্নি, তুমি  
মণিপূরকস্থিত জল, তুমি মূলাধারস্থিত ভূতত্ত্ব, নির্বিকারা তোমার চিন্তামণি তুল্য  
যে কারণরূপে অবস্থিত, তাহাই এ সমুদয়ের হেতু; অপরবিধ পরিণাম তোমার  
নাই। তুমি নিজরূপকেই জগৎপ্রপঞ্চরূপে প্রকাশ করিবার অস্ত, শিবধুবতিভাবে

\* ৩৬ শ্লোকঃ।

† (সম্বাচায়ে অন্তর্ধরনই সাধনা, ঐচ্ছকও অন্তঃস্থ,—সম্বাচায়েনতে তাহার অকনপ্রণালী যে  
বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও অন্তরে ভাবনা দ্বারা অকন, সেই ভাবনাক্রমানুসারে লক্ষ্মীধর টীকা ও  
শ্লোকের আছে, পাদটীকার প্রণেতা সেই অকন অনুসারে ভাবনা শিকণীয়)।

চিদানন্দরূপ গ্রহণ করিয়া আছ। অর্থাৎ চিদানন্দ পরব্রহ্ম ও জগৎপ্রাপক সমস্তই তুমি ॥ ৩৫ ॥

**অ-তানন্দরূপ-তীকা।**—অথ ব্রহ্মণঃ সর্বত্রৈকতামাহ মন ইতি । হে শিববুধতি ! ত্বং মনঃ পরমশিবস্থানং মহর্লোক ইত্যর্থঃ । ব্যোম ত্বং তপোলোকঃ সদাশিবস্থানম্ । ত্বং বায়ুর্জনলোক ঈশ্বরস্থানম্ । ত্বম্ অগ্নিঃ স্বর্লোকো নারায়ণস্থানম্ । ত্বম্ আপঃ ভুবর্লোকঃ রুদ্রস্থানম্ । ত্বং ভূমিঃ ভূর্লোকো ব্রহ্মস্থানম্ । এতৎ ষট্চক্ররূপং তব স্বল্পং রূপমিত্যর্থঃ । স্থূলরূপমাহ স্বরীত্যাদি । স্বল্পি পরিণতায়াং ষট্চক্রদেহং প্রাপ্তায়াং ন হি কিঞ্চিৎ পরমন্তি ত্বং ব্রহ্মাণ্ডরূপা ভবসীত্যর্থঃ । তং কিং সত্যমিত্যাহ ত্বমেবেত্যাদি । স্বম্ আত্মানং পরমাআত্মাদীনাং চিদানন্দরূপং পরিণময়িত্বং স্ববশে কর্ত্বুং ভাবেন লীলয়া বিশ্ববপুষা ষট্চক্রাঙ্কদেহেন অর্থাৎ ষট্চক্রতেজসা ত্বং চিদানন্দাকারং বিভূষে গৃহ্মসি । এতৎ সত্যং লোক উচ্যতে ॥ ৩৫ ॥

**অনুবাদ।**—হে মাতঃ ! তুমিই মন ( পরমশিবস্থান মহর্লোক ), তুমিই ব্যোম ( সদাশিবস্থান তপোলোক ), তুমিই বায়ু ( ঈশ্বরস্থান জনলোক ), তুমিই অগ্নি ( রুদ্রস্থান স্বর্লোক ), তুমিই জল ( নারায়ণস্থান ভুবর্লোক ) এবং তুমিই ভূমি ( ব্রহ্মার স্থান ভূর্লোক ) । ইহাই চট্চক্ররূপে তোমার স্বল্পরূপ । তুমি স্থূলরূপে পরিণতা হইলে তুমি ভিন্ন আর কোন বস্তুই থাকে না ; তৎকালে তুমিই বিশ্বরূপা হইয়া বিরাজমানা হইতে থাক । ভবানি ! তুমি আপনাকে বিশ্বরূপে পরিণত করিবার নিমিত্ত লীলাক্রমে চিদানন্দাকার ধারণ করিতেছ ॥ ৩৫ ॥

তবাধারে মূলে সহ সময়য়া লাস্তপরয়া,

ত(ন)বাত্মানং বন্দে নব-রস-মহা-তাণ্ডব-নটম্ ।

উভাত্যামেতাভ্যামুভয়(দ)বিধিমুদ্दिष्ट दयया,

সনাথাভ্যাং জজ্ঞে জনকজননীমজ্জগদিদম্ ॥ ৩৬ ॥

**লক্ষ্মীধররূপ-তীকা।**—তব ভবত্যাঃ আধারে আধারচক্রে মূলে মূলধারচক্রে ইত্যর্থঃ । সহ সাকং সময়য়া সময়সংজ্ঞয়া লাস্তপরয়া লাস্তে নৃত্যে পরং তাৎপর্যং যন্তাঃ তয়া । ত্রীকর্তৃকং নৃত্যং লাস্তমিত্যুচ্যতে । নবাত্মানম্ আনন্দতৈরবং মন্তে জানামি নবরসমহাতাণ্ডবনটং নবভিঃ শূলাদ্যিভিঃ বসৈঃ মহৎ অকৃতং তাণ্ডবং—পুংকর্তৃকং নৃত্যং তাণ্ডবমিত্যুচ্যতে—তত্র নটম্ অভিনেতাগ্নি ।

উভাত্যাম্ এভাত্যাম্ আনন্দভৈরবী-মহাভৈরবাত্যাম্ উদয়বিধিম্ উৎপত্তিম্ উদ্ভিশ্চ ।  
কুত ইত্যাহ—দয়য়েতি । দয়লোকস্ত পুনরুৎপাদননিমিত্তং দয়য়া সনাধাত্যাং  
মিলিতাত্যাং জ্ঞে উৎপন্নম্ । জনকজননীমং মাতাপিতৃমং জগৎপ্রপঞ্চম্ ইদং  
পূর্বোক্তম্ । লাস্ত্রনাট্যসংবিধানপ্রতিপাদনাং প্রকৃতিপুরুষয়োঃ দর্শনে জগৎপত্তিঃ,  
লাস্ত্রনৃত্যাবসানমেব জগৎসংহতিরिति কৌলসিদ্ধান্তঃ ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! তব মূলে আধারে লাস্ত্রপরয়া সময়য়া সহ  
নবরসমহাতাণ্ডবনটং নবাস্থানং যন্তে । উদয়বিধিমুদ্ভিশ্চ এভাত্যাং উভাত্যাং দয়য়া  
সনাধাত্যাম্ ইদং জগৎ জনকজননীমং জ্ঞে ।

অয়ং ভাবঃ—আধারস্বাধিষ্ঠানয়োঃ তামিস্রলোকত্যাং তত্র কৌলানাম্ অধিকারাং  
সময়িনাম্ আরাধনাতাবেহপি স্বমতানুসারেণ সহস্রকমলে নিবেদ্যৈব ভগবতী  
আধারস্বাধিষ্ঠানয়োঃ সেব্যেতি মহাভৈরবী সময়াপদেন \* উচ্যত ইতি ।

অত্রেদমমুসন্ধেয়ম্—আধারচক্রং ত্রিকোণম্ । আধারে বিন্দুঃ তিষ্ঠতীতি চ  
ভাবং প্রসিদ্ধম্ । অত্র কৌলমতে ত্রিকোণমেব বিন্দুস্থানম্ । স এব বিন্দুঃ তত্র  
আরাধ্যঃ । অতএব কোলাঃ ত্রিকোণে বিন্দুং নিত্যং সমর্চয়ন্তি । তং ত্রিকোণং  
দ্বিবিধং, ঐচক্রাস্তর্গত-নবযোনিমধ্যবর্তিনী যোনিঃ, সূর্য্য্যাঃ তরুণ্যাঃ প্রত্যক্ষযোনিশ্চ ।  
ঐচক্রস্থিতনবযোনিমধ্যগতযোনিঃ ভূর্জহেমপট্টবস্ত্রগীঠাদৌ লিখিতাং পূর্বকোলাঃ  
পূজয়ন্তি । তরুণ্যাঃ প্রত্যক্ষযোনিম্ উত্তরকোলাঃ পূজয়ন্তি । উভয়ং যোনিষয়ং  
বাহুমেব, ন আস্তরম্ । অতঃ তেযাং আধারচক্রমেব পূজ্যম্ । তত্র স্থিতা কুণ্ড-  
লিনী শক্তিঃ কৌলিনী ইত্যাচ্যতে । সৈব উপাস্তা ত্রিকোণপূজকানাম্ ইতি  
রহস্তম্ । এষা কুণ্ডলিনী শক্তিঃ বিন্দুরূপিণী নিদ্রাণৈব সংপূজ্যা, তস্তাঃ সদা  
নিদ্রাণস্বাভাব্যাং । সা পূজা তামিস্রা । কুণ্ডলিনীপ্রবোধো যদা স্তাং, তৎক্ষণমেব  
মুক্তিঃ কৌলানাম্ । অতএব ক্ষণমুক্তাঃ কোলা ইতি ব্যবহারঃ । † তত্র সূর্য্য-  
মাসমধুমৎস্তাদিত্যৈবোঃ সমাধাধনং বামাচারণবৃত্ত্যা প্রত্যক্ষত্রিকোণে বিন্দুস্থানং  
মন্ত্রধ্বজঃ কৃষা সংপূজয়ন্তি । অধোমুখং ত্রিকোণং অধোমুখমেব ছত্রং পূজয়ন্তি ।  
দিগম্বরক্ষণকাদয়স্ত দ্বিগং উত্তানাং কৃষা উর্দ্ধং ত্রিকোণং পূজয়ন্তীতি রহস্তম্ । অত্র  
বহু বক্তব্যমস্মি ; তত্ত্ব অবেদিকমার্গত্যাং স্রণার্হমপি ন ভবতি । তথাহপি

\* পদ্যেন ইতি চ পাঠঃ ।

† “তস্যাং কৌলানাং ত্রিকোণে আনন্দভৈরবো সংপূজ্যো । সাধকানাং ভাত্যাং  
ভাবাশ্চোনাবস্থানম্ । অতএব কোলাঃ বিন্দুপূজাবসরে ভৈরবাকারঃ দিগম্বরবমাজিত্য  
সমর্চয়ন্তি স্ত্রীপুরুষাঃ” ইতি অধিকঃ পাঠঃ কেয়ুচিং কোশেযু ।



দিগ্‌মাত্রং নিবেধ্যত্বেন সময়সমতমার্গপ্রদর্শনোপযোগিতয়া উক্তমিতি অলং  
বিস্তরেণ ।

অথ সময়সমতং নিরূপ্যতে—ত্রিকোণাদিষট্‌চক্রং আধারাদিষট্‌চক্রাখ্যনা  
পরিণতমিতি প্রাগেব প্রতিপাদিতম্ । তত্র ত্রীচক্রে ত্রিকোণং বৈলম্বস্থানমিতি  
ভাবং সুপ্রসিদ্ধম্ । তত্র ত্রিকোণত্রয়েণ অষ্টকোণনির্মাণে ত্রিকোণাদেব বিন্দুস্থানং  
ভবতি । তচ্চ চতুষ্কোণমেব । তত্ত্বু সহস্রকমলাস্তর্গতং চক্ষুঃশূলমিতি পূর্বমেব  
বহুধা প্রপঞ্চিতম্ । এতৎ চতুষ্কোণমধ্যং বৈলম্বস্থানং “সুধাসিদ্ধঃ” “সম্রাট্”  
ইতি বহুধা প্রপঞ্চিতং পূর্বমেব । এতৎ চতুষ্কোণমধ্যং বিন্দুস্থানমিতি বাহুপূজা  
তদ্বর্ণীত্রিকোণপূজা চ দূরত এব নিরন্তেতি ধ্যেয়ম্ । অতএব সময়সমতাং সহস্র-  
কমলে সময়সমতাঃ সময়স্ত চ শব্দোঃ পূজা । সময়সমতা নাম—শব্দানা সাম্যাং পঞ্চবিধং  
যাতীতি সময়সমতা । সময়সমতাঃ শব্দোঃ পঞ্চবিধং সাম্যাং দেব্যা সহ যাতীতি ।  
অতঃ উভয়োঃ সমপ্রাধাত্তেনৈব সাম্যাং বিজ্ঞেয়ম্, পঞ্চবিধসাম্যাং তু—অধিষ্ঠানসাম্যাং,  
অবস্থানসাম্যাং, অনুষ্ঠানসাম্যাং, রূপসাম্যাং, নামসাম্যাং চেতি পঞ্চবিধং সম- \*  
প্রধানয়োরেব শিবয়োঃ । যথা—“তবাধারে” ইতি অধিষ্ঠানসাম্যাস্তম্, উভয়োঃ  
আধারচক্রস্ত অধিষ্ঠানরূপত্বাৎ । অনুষ্ঠানসাম্যাং “জনকজননীমজ্জগদিদম্”  
ইত্যনেন প্রতিপাদিতম্, উৎপাদনক্রিয়ায়াং উভয়োঃ ব্যাপ্তিরমাণত্বাৎ । অবস্থা-  
সাম্যাং লাস্ততাণ্ডবশব্দাভ্যাং প্রতিপাদিতম্ । লাস্ততাণ্ডবয়োঃ নৃত্যরূপেণ একত্বম্  
উক্তং প্রাক্ । রূপসাম্যাং তু আকৃণ্যম্ উভয়োঃ তদ্বাস্তরসিদ্ধম্—

জপাকুসুমসঙ্কাশৌ মদঘূর্ণিতলোচনৌ ।

জগতঃ পিতরৌ বন্দে ভৈরবীভৈরবাস্বকৌ ॥

ইতি । যথা—নবাখ্যানমিতি রূপসাম্যাং নামসাম্যাং চ প্রতিপাদিতমিতি  
ধ্যেয়ম্ । এবমেব ইতরত্রাপি উক্তম্ । যথা—“তট্‌ত্বস্তম্” ইত্যাদৌ তট্‌ত্বান্  
তট্‌ত্বতী ইতি নামরূপসাম্যো । যত্রাপি হিরসৌদামিনীরূপায়াঃ তদ্বিক্রপত্বাৎ তদ্বৎ  
নাস্তি, তথাহপি সৌদামিত্যাঃ হিরস্বমেব সর্বদা তট্‌ত্ববুদ্ধিমিতি তট্‌ত্বতীতি উক্তিঃ  
যুক্তা ইতি অনুসন্ধেয়ম্ । মণিপূরস্থানম্ অধিষ্ঠানমিতি “মণিপূরৈকশরণম্” ইত্যনেন  
অধিষ্ঠানসাম্যাস্তম্ । “সুপুত্রানারজাভরণপরিণকেস্ত্রধনুযম্” ইত্যনেন “বর্ষস্তম্”  
ইত্যনেন চ প্রাবৃষেণ্যাবস্থাসাম্যাং প্রতিপাদিতম্ । “তব স্বাধিষ্ঠানে” ইত্যাদি  
শ্লোকে “স্বাধিষ্ঠানে” ইত্যনেন অধিষ্ঠানসাম্যাস্তম্ উক্তম্ । “মহতীম্” ইত্যনেন মহা-  
সংবর্তীত্যকরূপনামসাম্যো প্রতিপাদিতে । স্বাধিষ্ঠানগতান্নিসংশ্রয়ণং অবস্থানসাম্যাম্ ।

\* “সময়য়োঃ প্রধানয়োঃ” ইতি চ পাঠঃ ।

লোকান্ দহতীতি অনুষ্ঠানসাম্যং প্রতিপাদিতম্। অনাহতচক্রে অনাহতম্  
অধিষ্ঠানমিতি অধিষ্ঠানসাম্যমুক্তম্। হতভূকণিকারূপতয়া রূপসাম্যং নামসাম্যং  
চ। নিবাতদীপযোক্ত্যা অবস্থানসাম্যম্। বায়ুতথোৎপাদকত্বম্ অনুষ্ঠানসাম্যমিতি  
ব্রহ্মম্। বিমুক্তিচক্রম্ অধিষ্ঠানমিতি অধিষ্ঠানসাম্যম্ উক্তম্। “সুক্ষ্মফটিকবিশদম্”  
ইত্যনেন রূপসাম্যম্ উক্তম্। “বোমজনকম্” ইত্যনেন অনুষ্ঠানসাম্যম্ উক্তম্।  
“শিবং সেবে” ইত্যনেন নামসাম্যম্। “শশিকিরণসারূপাসরণেঃ” ইত্যনেন অবস্থান-  
সাম্যমিতি। “তবাজ্জাচক্রম্” ইত্যনেন অধিষ্ঠানসাম্যমুক্তম্। “তপনশশিকোটি-  
হ্র্যতিধরম্” ইত্যনেন রূপসাম্যমুক্তম্। “পরং শব্দম্” ইত্যনেন নামসাম্যমুক্তম্।  
“যমারাদ্যন্ ভক্ত্যা” ইত্যনেন অবস্থানসাম্যমুক্তম্। মুক্তিপ্রদম্বনুষ্ঠানসাম্যমিতি  
সাম্যপঞ্চকং বিজ্ঞেয়ম্। এতৎ অতিরহস্যং শিষ্যাহুজিহ্বাক্ষয়া প্রকাশিতম্।  
অতঃ সময়পূজকাঃ সময়িনঃ। তেষাং ষট্চক্রপূজা ন নিরতা, অপি তু  
সহস্রকমল এব পূজা। সহস্রকমলপূজা নাম সহস্রকমলশ্চ বৈন্দবস্থানত্বেন তন্ন্যা-  
গতচক্রমণ্ডলশ্চ চতুরস্রাশ্রনা, তন্ন্যাবিন্দোঃ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাতীতবড়্‌বিংশাশ্রক-  
শিবশক্তিমেলনরূপসাদাশ্রাশ্রনা অনুসন্ধানম্। অতএব সময়িমতে বাহ্যারাদনং  
দূরত এব নিরন্তম্। ষোড়শোপচাররূপপূজাজ্জকলাপশ্চ ততোহপি দূরত এব।

তথাহি—আধারাদিষট্চক্রাণাং ত্রিকোণাদিষট্চক্রত্বেন তাদাত্ম্যম্, বিন্দুস্থানশ্চ  
চতুরস্রশ্চ সহস্রকমলত্বেন তাদাত্ম্যম্, বিন্দুশিবয়োস্তাদাত্ম্যম্—এবং দেহ \* শিবয়ো-  
স্তাদাত্ম্যমিতি তাদাত্ম্যত্রয়ম্। চক্রমন্ত্রয়োঃ ঐক্যং পূর্বমেবোক্তমিতি, তেন সহ  
চতুর্ধা ঐক্যং সময়িনাং সময়ারাদন- + মিতি মহৎ ব্রহ্মম্।

অত্র কিঞ্চিৎ উচ্যতে—সময়িনাং চতুর্বিধৈক্যানুসন্ধানমেব ভগবত্যাঃ সমারাদ-  
নমিত্যেতৎ সর্বসম্বতম্। কেচিত্তু ষোড়শা ঐক্যমাহঃ। যথা—নাদবিন্দুকলাতীতং  
ভাগবতং তত্ত্বমিতি সর্বাগমব্রহ্মম্। নাদঃ পরা-পশ্চাতী-মধ্যমা-বৈধরী-রূপেণ  
চতুর্বিধঃ ইতি প্রাগেবোক্তম্। পরা ত্রিকোণাশ্রিকা, পশ্চাতী অষ্টকোণচক্ররূপিণী,  
মধ্যমা দ্বিদশারূপিণী, † বৈধরী চতুর্দশারূপিণী। শিবচক্রাণাম্ অত্রৈব অন্তর্ভাবঃ  
প্রতিপাদিত ইতি চতুশ্চক্রাশ্রকং ত্রিচক্রং নাদশব্দবাচ্যম্। বিন্দুর্নাম—ষট্চক্রাণি মূলা-  
ধারস্বাধিষ্ঠানমণিপূরানাহতবিমুক্ত্যাজ্জাশ্রকানি বিন্দুশব্দবাচ্যানি পূর্বমেব উক্তানি।  
কলাঃ পঞ্চাশৎ, ষট্শতরত্রিশতসংখ্যাকা বা। এবং নাদবিন্দুকলাতীতা  
ভগবতীতি। সহস্রকমলং বিন্দুতীতং বৈন্দবস্থানাশ্রকং সুধাসিকপন্নপর্ধ্যায়ং

সরদাশব্দবাচ্যম্ । নাদাতীতত্বং তু ত্রিপুরসুন্দর্যাশিদ্ধিধেয়—“দর্শা দৃষ্টা দর্শতা” ইত্যাদিপদার্থায়—“ক এ ঙ্গ ল হ্রীম্” ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণনামক-পঞ্চাশবর্ণাঙ্ক-ষট্শতত্ৰিংশতসংখ্যাপরিগণিতমহাকালান্বক-পঞ্চদশকলাতীতা সাদাখ্যা ত্রিবিম্বা-পরপর্যায় চিৎকলাশব্দবাচ্যা ব্রহ্মবিম্বাপরপর্যায় ভগবতীতি নাদবিন্দুকলাতীতা ভাগবতং তত্ত্বমিতি তত্ত্ববিদ্রহস্তম্ । অত্র নাদবিন্দুকলানাং পরম্পরৈক্যাহুসন্ধানং যোচ্য ভবতীতি যোচ্য ঐক্যমাহঃ । এবং ভগবতীঃ ষড়্বিধৈক্যেন সম্ভাব্য পূজয়িত্বা সাদাখ্যায়াং বিলীনো ভবতি । তদনন্তরং ষড়্বিধৈক্যাহুসন্ধানমহিমা গুরুকটাক্ষসংজ্ঞাতমহাবেধমহিমা চ ভগবতী ঋটিতি মূলধারস্বাধিষ্ঠানান্বকচক্রবয়ং তিত্বা মণিপূরে প্রত্যক্ষং প্রতিভাতি । মহাবেধপ্রকারঃ—পূর্বম্ অভ্যাসদশায়াং গুরুকপরতত্ত্বমহাবিম্বাং গুরুমুখাদেব স্বীকৃত্য ঋষিচ্ছন্দোদেবতাপূর্বকং মূলমন্ত্রস্ত গুরুজপং গুরুপদিষ্টমার্গেণ কুর্স্বন্ আশ্বজগুরুপক্ষে মহানবমীশকাভিধেয়াষ্টম্যাং নিমীষসময়ে গুরোঃ পাদোপসংগ্রহণং কর্তব্যম্ । তদনন্তরং গুরোঃ তদানীং কর্তব্য-হস্তমন্তকসংযোগ-পূর্ণমন্ত্রোপদেশ-ষট্চক্রপূজাপ্রকারোপদেশ-ষড়্বিধৈক্যাহুসন্ধানো-পদেশবশাৎ মহাবেধঃ শৈবঃ সাদাখ্যায়াঃ প্রকাশরূপো জায়তে ইতি গুরুরহস্তম্ । এবং মহাবেধে জাতে ভগবতী মণিপূরে প্রত্যক্ষা ভবতি । সা সমারাধ্যা । অর্ঘ্য-পাণ্ডাদিত্ববর্ণপ্রতিপাদনপর্যন্তং পূজাকলাপং মণিপূরে নির্বর্ত্য অনাহতমন্দিরং ভগবতীং নীত্বা ধূপাদিনৈবেদ্যহস্তপ্রক্ষালনাস্তং কৰ্ম্মকলাপং তত্রৈব সমাপ্য বিম্বাকৌ ভগবতীং সিংহাসনাসীন্যঃ সখীভিঃ সল্লাপান্ সম্ভাষমাণাং গুরুক্ষটিকসদৃশৈঃ মণিভিঃ পূজয়েৎ । গুরুক্ষটিকসদৃশমণয়ো ন মোক্তিকাদয়ঃ, কিন্তু তদীয়-বোড়শদলগতবোড়শ-চক্রকলা ইতি রহস্তম্ । এবং সম্পূজ্য আজ্ঞাচক্রং নীত্বা দেবীং কামেশ্বরীং নীরাজন-বিধিভিঃ অনৈকৈঃ সংগ্ৰীণয়েৎ । অতএব উক্তং কর্ণাবতংসম্বতো মদীয়ায়াম্ :—

আজ্ঞাঙ্ককষিদলপদগতে তদানীং,  
বিদ্যায়িত্তে রবিশশিপ্রযতোংকটাভে ।  
গণ্ডস্থলপ্রতিকলংকরদীপজাল-  
কর্ণাবতংসকলিকে কমলায়তাক্ষি ॥

ইতি । এবং আজ্ঞাচক্রে নীরাজনবিধিঃ কৃত্বা সংগ্ৰীণয়েৎ । তদনন্তরং ঋটিতি বিদ্যায়িত্তেব সহস্রকমলম্ অমুপ্রবিষ্টা সুধাকৌ পঞ্চকল্পতরুচ্ছায়ায়াং মণিদীপে সরস্বতীমধ্যে সদাশিবেন সাক্ষং বিহরমাণা বর্ততে । তদা তিরঙ্করিণীং প্রসার্য সমীপে মন্দিরে স্বয়ং নিবসেৎ । যাবৎ ভগবতী বিনির্গতা পুনঃ মূলধারকুণ্ডং প্রবিশতি তাবৎ পর্য্যন্তং স্বাতব্যমিতি সময়মততত্ত্বরহস্তম্ ।

অত্র শঙ্করভগবৎপাদানাং চতুর্বিধৈক্যানুসন্ধানানন্তরং মণিপূরে প্রত্যক্ষায়াঃ ভগবত্যাঃ স্বরূপং “কণৎকাধীদামা” ইত্যাদিধ্যানপ্রতিপাদিতং চতুর্ভূজং ধনুর্কাণপাশাঙ্কুশবৃক্কহস্তং তন্মত্যানুসারিণামপি তথৈব প্রতিষ্ঠাতি ভগবতী ।

অন্যাকং তু ষড়্‌বিধৈক্যানুসন্ধানানন্তরং স্নানধারদিকং ভিষ্মা মণিপূরে প্রসন্না ভগবতী দশভূজা ধনুর্কাণপাশাঙ্কুশবরদাতয়পুস্তকাক্রমালাবীণাহস্তা । মন্যতৈক-  
দেশিনাং পাশাঙ্কুশপুণ্ড্রকুচাপপুল্পবাণজপমালিকান্তকাভয়বরকরা করদ্বয়বক্ঃস্থল-  
স্থাপিতবীণা । উভয়মন্যাকং সম্মতমেব । কর্ণাবতংসন্ততো মদীয়ায়াম্—

ভবানি ত্রীহস্তৈর্বহসি ফণিপাশং স্মণিমধো

ধনুঃ পৌণ্ড্রং পৌলশং শরমথ জপশ্ৰকৃৎকবরম্ ।

অথ দ্বাভ্যাং সূত্রামভয়বরদানৈকরসিকে

কণধীণাং দ্বাভ্যামুরসি চ করাভ্যাং চ বিভূষে ॥

সময়িনাং প্রত্যকং পরিদৃশ্যমানা আস্তে ভগবতী । সময়িনাং সহস্রকমলপর্য্যন্তং আন্তরপূজা কর্তব্য । সহস্রকমলে তু তিরস্করিণীপ্রসারণপর্য্যন্তং দর্শনমেব সমাধি-  
নম্ । যত্নকং শূভগোদয়ে—

সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং দেবীং ত্রিপুরসুন্দরীম্ ।

পাপাঙ্কুশধনুর্কাণহস্তাং ধ্যায়েৎ সুসাধকঃ ॥

ত্রৈলোক্যং মোহয়েদাশু বর \* নারীগণৈশ্চ তম্ ॥ ইতি ।

চর্চাস্তোত্রেহপি কালিদাসকৃতে—

যে চিন্তয়ন্ত্যকর্ণমণ্ডলমধ্যবর্ত্তি

রূপং তবাম্ নববাবকপঙ্করম্যাম্ + ।

তেষাং সদৈব কুসুমায়ুধবাণভিন্ন-

বক্ঃস্থলা মৃগদৃশো বশগা ভবন্তি ॥

ইতি । অত্র সময়িনাং বাহুপূজানিবেধাৎ সূর্য্যমণ্ডলগতত্বেন পূজনং নিষিদ্ধ-  
মিত্যাহঃ ।

তন্ন, ব্রহ্মাণ্ডস্থিতপিণ্ডাণ্ডস্থিতচন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ঐক্যাৎ সূর্য্যস্ত চন্দ্রকলামৃতনিয়ন্ত-  
বশাৎ উজ্জীবনাৎ । যতঃ “অপাং রসমুদয়ং সন্” ‡ ইত্যাদিশ্রুত্যা প্রতিপাদিতমিতি  
প্রাক্ প্রতিপাদিতম্ । অতঃ চন্দ্রকলাবিভাগাঃ সূর্য্যাসম্পর্কাৎ তেজতিরোধানং  
জাদিতি কেচন সঙ্গিরন্তে । তদপি অপাত্তং বেদিতব্যম্ । অতএব পিণ্ডাণ্ড-  
ব্রহ্মাণ্ডচন্দ্রয়োরৈক্যাৎ চন্দ্রমণ্ডলান্তর্গতত্বেন চন্দ্রকলাবিভাগাঃ পূজনং যুক্ত্যতে । যত্নু

\* “শত” ইত্যপি পাঠঃ ।

+ “লোণম্” ইত্যপি পাঠঃ ।

‡ তৈ, আঃ ১৮২ ।

পূৰ্বোক্তং চক্ষুঃবিষয়ত্বেন দেব্যাঃ পূজননিষেধবচনং, তত্ত্ব আন্তরচক্রস্ত আজ্ঞাচক্রো-  
পরিহিতস্ত সহস্রকমলাস্তর্গতচক্রকলামৃতনিষ্ঠানৈঃ উজ্জীবনমিতি তত্র তত্ৰাঃ পূজা-  
নির্লক্ষ্যো নাস্তি, অতএব পিণ্ডাণ্ডব্রহ্মাণ্ডচন্দ্রমৌরৈক্যাং ব্রহ্মাণ্ডস্থিতচক্রমণ্ডলেনৈপি  
পূজানির্লক্ষ্যো নাস্তীত্যেবংপরম্ ।

এবং হৃদয়কমলে এব সমারাধিতা ভগবতী ঐহিকানি ফলানি সর্বাণি দদাতি ।  
যদা বশিষ্ঠাদিযুক্তা ধাতা, সারস্বতং দদাতি । যাবকরসান্নুতা ধাতা বশীকরণং  
দদাতি । “মুখং বিষ্ণুং কৃষ্ণা” \* ইত্যাদিনা ধাতা তাদৃশং ফলং দদাতি । হৃদয়-  
কমল এব হোমাদিকং তর্পণাদিকং কার্য্যম্ ঐহিকফলসাধনমিতি “স্বরং যোনিং  
লক্ষ্মীম্” † ইত্যাদি শ্লোকব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপপাদিতম্ । অতঃ সময়িনাম্  
ঐহিকামুখিকফলসাধনোপায়ঃ আন্তরপূজৈতি সময়মততত্ত্বম্ ।

অত্র ভগবৎপাদৈঃ আধারকমলাদিক্রমং বিহায় আজ্ঞাচক্রাদিক্রমেণ অবরোহ-  
ক্রমেণ পূজাপ্রকারঃ কথিতঃ । অয়মায়ঃ—“আত্মন আকাশঃ সমুতঃ । আকাশ-  
বায়ুঃ । বায়োরগ্নিঃ । অগ্নেরাপঃ । অন্ডাঃ পৃথিবী ।” ‡ ইতি শ্রৌতক্রমবলম্ব্য অবরোহ-  
ক্রম উক্তঃ । অতএব স্বাধিষ্ঠানানন্তরভাবিনঃ মণিপূরস্ত তদধঃপ্রদেশে নিরূপণং  
যুজ্যতে । আধারস্বাধিষ্ঠানানন্তরং মণিপূরকাবস্থানমিতি সর্বযোগশাস্ত্রসিদ্ধম্ ।  
তদপি সংবর্ত্তাঘ্নিদগ্নস্ত জগতঃ উজ্জীবনানন্তরম্ উৎপত্তিঃ বস্তুমিত্যবগম্যাম্ ।  
এতচ্চ শুকসংহিতায়াং “শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি” ইত্যারভ্য একনবতিশ্লোকৈঃ  
ঐচক্রস্ত ষট্চক্রাণি প্রস্তুত্যা “ইদানীং সংপ্রবক্ষ্যামি” ইত্যারভ্য সার্কশত্যা শ্লোকৈঃ  
সম্প্রপঞ্চং প্রতিপাদিতম্ । তৎ তত এবাবধারণ্যাম্ ।

ন চ “উর্ধ্বমূলমবাক্ছাথম্ । বৃক্ষং যো বেদ সংপ্রতি ।” § ইতি ঋতেঃ দেহরূপ-  
বৃক্ষস্ত শির এব মূলং, করচরণান্তবয়বাঃ শাখাঃ, অতঃ ষট্চক্রমলানাং কদলী-  
কুন্তুমোপমানানাং অধোমুখানাং অবরোহক্রমেণ কমলাহ্যুক্তানীতি তত্র পূজা  
শুকরেতি তদাহুগুণেন ভগবৎপাদৈরুক্তমিতি বাচ্যম্ ; তাদাধ্যাযানব্যতিরেকেণ  
পূজায়াঃ অসম্ভবাৎ । সম্ভবে বা ঐচক্রগতত্রিকোণাদিষট্চক্রাণাম অধোমুখস্বা-  
ভাবাৎ ।

মূলাধারস্থিতামেব দেবীং স্পৃশ্যং প্রবোধয়েৎ ।

ইতি তত্রৈব প্রবোধনিয়মাৎ, মূলাধারাদিক্রমেণৈব পূজা সময়িনাং কোলাদীনাং  
চ কার্য্যোতি পরমগুরুমুখাদেব অবগতং ব্রহ্মসম্ । বামকেশ্বরতন্ত্রে আত্মপূজায়াং  
বিশেষ উক্তঃ—

পাশাঙ্কশৌ তদৌরো তু রাগধোষাকৌ স্মৃতৌ ।

শঙ্কস্পর্শাদৌ বাণাঃ মনস্তস্তাভবদ্ধমুঃ ॥

করণেন্দ্রিয়চক্রহাং দেবীং সংবিন্ধরূপিনীম্ ।

বিবাহকারপুষ্পেণ পূজয়েৎ সর্বসিদ্ধিতাক্ ॥

ইতি । ইয়ম্ উপাসনা । অত্র বিধিঃ ক্রিয়ায়াকৌ নাদরগীষঃ ॥ ৬৬ ॥

**লক্ষ্মীধর-কৃতটীকার মর্থানুবাদ ।**—হে ভগবতি ! মূলধার-চক্রকল্পিত আপনার ত্রীচক্রাংশে বৃষিতেছি, লাস্ততৎপর। সময়। অর্থাৎ আনন্দ-ভৈরবীসহ শৃঙ্গারাদি নবরসে বিচিত্র তাণ্ডবের অভিনেতা নববাহাআ (নববাহ পূর্বে কথিত হইয়াছে) আনন্দভৈরব বর্তমান । তাহার। সংবর্তানল (প্রলয়ানল) - দহ লোকের উৎপত্তির জন্ত কৃপাপূর্বক মিলিত হওয়াতে এই জগৎ জনক-জননী-যুক্ত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে ।

ত্রিপুরসুন্দরী ত্রিবিম্বা ইত্যাদি নাম আগমশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ, তাঁহার উপাসনা বিষয়ে টীকার লক্ষ্মীধরের উপদেশ-বাক্যের অর্থ এই স্থলে জ্ঞাপন করিতেছি ।

এই উপাসনা বৈদিক ও অবৈদিক দ্বিবিধ,—বৈদিক উপাসনা সময়চারীর। করিয়া থাকেন । পূর্বকোল ও উত্তর-কোলের। অবৈদিক উপাসনা করেন । দ্বিবিধ কোলই ত্রিকোণকে বিন্দুস্থান বলেন, আধারচক্র ত্রিকোণ, ঐ ত্রিকোণই বিন্দুস্থান, বিন্দুই আরাধ্য । কোলগণ নিত্যই ত্রিকোণ বিন্দুর অর্চনা করেন । ত্রিকোণ দ্বিবিধ ;—ত্রীচক্রস্থ নবযোনিমধ্যস্থানবর্তী যোনি এবং তরুণীর সাক্ষাৎ বরাদ । ভূর্জপত্র-স্ববর্ণপটাদিতে অঙ্কিত ত্রীচক্রের মধ্যস্থিত ত্রিকোণ পূর্বকোলগণ পূজা করেন । উত্তর-কোলগণ প্রত্যক্ষ বরাদেই পূজা করেন । এই উত্তর পূজাই বাহু,—এই প্রকার সাধকের ত্রিকোণ মূলধার চক্রই অন্তর্ধানে আশ্রয়ণীয় । তথায় অবস্থিত। কুণ্ডলিনী শক্তির নাম কোলিনী । এই শক্তি বিন্দুরূপিনী, সদা নিদ্রিতা থাকেন,—উপাসনা-বলে—ইহার জাগরণ হইলেই তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ হয় । এই উপাসনা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতাকারে দিগম্বর ও বৌদ্ধসন্ন্যাসীর মধ্যেও প্রচলিত আছে । কোলমতে সুরা-মাংসাদি উপচারও প্রচলিত ।

এইরূপ উপাসনা তামিস্র উপাসনা, অতএব উপাদেয় নহে ।

সময়চারীর মত ঐরূপ নহে । তাঁহাদিগের আস্তর পূজা বা মানস উপাসনাই আছে, বাহু আধার বা বাহু পূজা একেবারেই নাই । ত্রীচক্রই মূলধারাদি সাধক-দেহস্থ বটুচক্ররূপে পরিণত, ইহা তাঁহাদিগের মত । তাঁহাদিগের মানসপূজার আধার, শিরস্থ সহস্রদলকমলাস্তর্গত চক্রমণ্ডলের মধ্যস্থান, তাহার নাম সূখাসিদ্ধ,

বেদে তাহার নাম সরস্বা । সমরাচারিগণ—সমরা নারী আনন্দভৈরবী শক্তি ও সময়নামা আনন্দভৈরব শিবের মানসপূজা সহস্রদলকমলে করিয়া থাকেন । সময় ও সময়শব্দের ব্যুৎপত্তি ‘সমং সাম্যং যাতি’—সমশব্দের অর্থ—সাম্য, ‘যা’র অর্থ প্রাপ্ত হয়েন । শিবের সাম্য-প্রাপ্ত শক্তি ‘সমরা,’ শক্তির সাম্য-প্রাপ্ত শিব ‘সময়’ । সাম্য পাঁচ প্রকার ;—(১) অধিষ্ঠান-সাম্য, (২) অবস্থা-সাম্য, (৩) অমুষ্ঠান-সাম্য, (৪) রূপ-সাম্য (৫) নাম-সাম্য ; যথা, ‘তবাবধারে’ ইহা দ্বারা অধিষ্ঠান-সাম্য প্রদর্শিত, (২) লান্ত ও তাণ্ডব উভয়েরই নৃত্য, অতএব তদ্বারা অবস্থা-সাম্য, (৩) ‘জনক-জননীমৎ’—ইহার দ্বারা উভয়েরই উৎপাদনক্রিয়া প্রদর্শিত হওয়ায় অমুষ্ঠান-সাম্য এবং (৪) (৫) ‘নবান্ধানং’ ইহার দ্বারা রূপ-সাম্য ও নাম-সাম্য কথিত হইয়াছে । শিবের নববাহু কথনের প্রসঙ্গেই নবশক্তিতত্ত্ব লক্ষ্মীধর পূর্বেই বলিয়াছেন, মন্মাদ্বাদে আমি তথায় কেবল নববাহুর কথা বলিয়াছি, এখানে নবশক্তির কথা বিবৃত করিতেছি—বামা, জ্যোষ্ঠা, রৌদ্রী, অধিকা, ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া, শাস্তি ও পরা এই নবশক্তি । পরা মূলপ্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা ; পশুভী—বামাদি অষ্টশক্তি মিলিত এই কার্য ও কারণ-শক্তি ; মধ্যমা নামে প্রসিদ্ধ । মধ্যমা দ্বিবিধ ;—সূক্ষ্মা ও স্থূল—সূক্ষ্মা নাদময়ী এবং স্থূল বর্গময়ী । নব বর্গের সূক্ষ্মাবস্থা নব নাদ । নব বর্গ যথা ( অ—ক—চ—ট—ত—প—য—শ—ক্ষ ) অবর্গ—স্বরবর্গ, কবর্গ—হইতে শবর্গের ব্যাখ্যা পূর্বপ্রদত্ত, নবম বর্গ ক্ষ । নব নাদ হইতেই নববর্গের উৎপত্তি ।

কালবাহু ক্রিয়াশক্তির অন্তর্গত, জ্ঞানবাহু জ্ঞানশক্তির অন্তর্গত, চিত্ত-বাহু ইচ্ছাশক্তির অন্তর্গত ; জীববাহু শাস্তিশক্তির এবং অন্ত পঞ্চবাহু পঞ্চশক্তির অন্তর্গত,—পরশক্তিমধ্যে জীববাহু ব্যতীত সকলেরই সংগ্রহ হইতে পারে । পঞ্চান্তরে, নাদবাহুমধ্যে নবশক্তির সংগ্রহ হইতে পারে । সূত্রায়ং নাম ও রূপের সাম্য থাকিল । অচ্যুতানন্দের দ্বিত পাঠে, ‘নবান্ধানং’ নাই, তবান্ধানং আছে,—তাহাতেও নামসাম্য হয়, ‘আন্থানং শিবম্’ এই অর্থে শিব-শিবা নাম হইতে পারে, এই শিব-শিবায় রূপসাম্য ‘জনক-জননীমৎ’ এই অংশ দ্বারা স্মারিত শাস্ত্রান্তর হইতে গ্রাহ্য, তাহাতে দেখা যায়, উভয়েরই অক্ষণ বর্ণ । শ্রীচক্রের প্রত্যেক বিভাগেই যে এই ‘সময় সময়’ আছেন, তাহা পরবর্তী পাঁচটি শ্লোকের দ্বারা প্রমাণিত হইবে । ষট্চক্রকে শ্রীচক্ররূপে চিন্তা পূর্বক এই যে সময়-সময়ার উপাসনা, তাহা সমরাচার্যীর নিরমিত কার্য্য নহে, (প্রাথমিক কার্য্য) সহস্রদলকমলমধ্যস্থ নিত্য চন্দ্র-মণ্ডল-মধ্য-বিন্দুর যে শিব-শক্তি-সম্মেলন



রূপে অনুসন্ধান, তাহাই সমগ্রাচার্যর জীবিতা-পূজা। লক্ষ্মীধর আজ্ঞাচক্র হইতে অবরোহক্রমে সমগ্রাচার্যর প্রাথমিক কার্য যে উপাসনার উল্লেখ করিয়াছেন, অচ্যুতানন্দের অন্তরূপে বাধ্যান ও আরোহণক্রমে উপদিষ্ট হওয়ার সেই সকল শ্লোক ক্রমবিপর্যাসে বিস্তৃত হইয়াছে, পাদটীকার দৃষ্টি রাখিয়া তাহার স্বরূপ অবধারণীয়, ইহা স্মরণার্থ পুনরায় বলিলাম।

অন্তান্ত তত্ত্বকথা সংস্কৃত টীকা হইতে জ্ঞাতব্য ॥ ৩৬ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—ষড়্ভূতিঃ শ্লোকৈকঃ শ্রীমত্যাঃ ষট্চক্রস্থিতয়া ষণ্মূর্ত্যাঃ স্থিতিং বর্ণয়িষ্যাম্ ব্রহ্মাণঃ স্বব্রাহ্ম তব ইতি । হে জনক জননি ! হে পিতৃ-মাতৃস্বরূপে ! মূলে আধারে মূলধারচক্রে তব সময়য়া কলয়া অর্থাৎ বাগীর্থ্যয়া সহ তবাত্মানং শিবম্ অর্থাৎ ব্রহ্মাতিথ্যাম্ অহং বন্দে । সময়য়া কিঙ্কৃতয়া ? লাস্ত্রপরয়া নৃত্য-রসিকয়া । আত্মানং কিঙ্কৃতম্ ? নবরসমহাতাণ্ডবনটং শৃঙ্গারাদয়ো রসাঃ শাস্তিপর্যাস্তা যত্র এবভূতে মহতি নৃত্যে নটং নৃত্যরসিকামিত্যর্থঃ । মন্ত্রে ইতি কুত্রাপি পাঠঃ । তব আত্মানং নবরসমহাতাণ্ডবনটং মন্ত্রে ইত্যর্থঃ । “ভাবাত্মানমিতি কচিৎ পাঠঃ । ভাবয়তীতি ভাবো ব্রহ্মা” ইত্যর্থঃ পাঠঃ প্রামাদিকঃ ছন্দোভঙ্গাৎ । তদাশ্রয়কং শব্দং বন্দে ইত্যর্থঃ । এতাভ্যামুভাভ্যাং ব্রহ্মবাগীর্থ্যরীভ্যাম্ ঈমং লক্ষ্মীমং সর্বং জগৎ জজ্ঞে । কিঙ্কৃতভ্যাম্ ? দয়য়া অন্তোত্তমসহায়ভ্যাম্ এতেনানয়োজ্জগৎকর্তৃত্বং স্মৃতিতম্ ॥ ৩৬ ॥

**অনুবাদ।**—হে মাতঃ ! তুমি পিতৃমাতৃ-স্বরূপা । মূলধারচক্রে তোমার কলা অর্থাৎ অংশস্বরূপা সাবিত্রী-শক্তির সহিত যে ব্রহ্মা নামে শিব আছেন, তাঁহাকে আমি নমস্কার করিতেছি । এই সাবিত্রী শৃঙ্গার অবধি শাস্তি পর্যাস্ত নবরসের অভিনয়ে সুদক্ষ নটস্বরূপ স্বীয় পতি ব্রহ্মার সহিত বহুবিধ হাবভাব-প্রদর্শন সহকারে অভিনয়পূর্বক নৃত্য করিতেছেন । এই ব্রহ্মা ও সাবিত্রী স্ব স্ব অভিলাষ-সাধনের উদ্দেশে পরস্পর পরস্পরের সহায় হইয়া পিতৃমাতৃভাবে পরিপূর্ণ ত্রীসম্পন্ন এই সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ॥ ৩৬ ॥

তব স্বাধিষ্ঠানে হৃতবহুমধিষ্ঠায় নিয়তং, \*

তমীড়ে সংবর্ত্তং জননি মহতিং তাক্ষ সময়াম্ ।

যদালোকে লোকান্ দহতি মহতি ক্রোধকলিলে, †

‡ দয়াদ্রাভির্দৃগুভিঃ শিশিরমুপচারং রচয়সি § ॥ ৩৭ ॥

।—তব ভবত্যাঃ স্বাধিষ্ঠানে স্বাধিষ্ঠানচক্রে হৃতবহুম

\* ‘নিরন্তম্’ ইতি † ‘কলিতে’ ইতি ‡ ‘দয়াদ্রা’ বা দৃষ্টিঃ ইতি § ‘রচয়তি’ ইতি চ ল



অগ্নিতত্ত্বম্ অধিষ্ঠায় আশ্রিত্য নিয়তম্ অনবরতং তং প্রসিক্তম্ ঈড়ে স্তবে সংবর্তম্  
সংবর্তনামকম্ অগ্নিঃ, জননি ! হে মাতঃ ! মহতীং মহচ্ছন্দবাচ্যাং তাং সংবর্তায়িক্রপা-  
মিত্যর্থঃ, সময়াম্ । যদালোকে দর্শনে লোকান্ ভূবাদীন্ দহতি সতি মহতি  
ক্রোধকলিতে দয়ার্জী কৃপাবিষ্টা দৃষ্টিঃ আলোকঃ শিশিরং শীতলং উপচারং রচয়তি ।

অত্রেখং পদবোজনা—হে জননি ! তব স্বাধিষ্ঠানে হতবহং সংবর্তমধিষ্ঠায় নিয়তং  
তম্ ঈড়ে, সময়ং তাং মহতীং চ ঈড়ে । মহতি ক্রোধকলিতে যদালোকে লোকান্  
দহতি সতি যা দয়ার্জী দৃষ্টিঃ শিশিরমুপচারং রচয়তি সা স্বদীয়া সৃষ্টিরিত্যি শেষঃ ।

অত্রেদমহুসক্কেয়ম্—স্বাধিষ্ঠানম্ অগ্নিতত্ত্বোৎপত্তিস্থানম্ । তত্র উৎপন্নম্ অগ্নিঃ  
সংবর্তায়িতয়া আরোপ্য তত্রৈব মহাসংবর্তায়িজালাকারশক্তিরূপতয়া অবস্থিতা  
শক্তিঃ সংভাব্যা । ততঃ তয়োঃ আলোকেন জগন্তি দগ্ধানি । তানি জগন্তি পুনঃ  
প্রসন্নায়ঃ ভগবত্যা । এব কৃপারসপূরিতা দৃষ্টিঃ মণিপূরচক্রপ্রতিপাদিতা শিশিরো-  
পচারং রচয়তীতি স্তুতিমাত্রং, ন বস্তুত ইতি ॥ ৩৭ ॥

সম্বর্তায়িক্রপ-টীকান্ন অম্মানুবাদঃ ।—হে জননি, স্বাধিষ্ঠান-  
চক্র কল্পিত আপনার ত্রীচক্রাংশে, স্বাধিষ্ঠানোৎপন্ন অগ্নিকে রুদ্রাশ্রক সংবর্তানল-রূপ  
চিন্তা করত স্তব করি এবং মহতী সংবর্তানল জালাহুতিই সময়্য অর্থাৎ মহাশক্তি,  
তঁাহাকে স্তব করি । ক্রোধোদীপ্ত সেই শক্তিমান ও শক্তির দর্শনে দহমান  
জগদ্রম্য, আপনাই ককর্ণার্জদৃষ্টিপ্রভাবে শীতলোপাচার প্রাপ্ত হয় । (এইরূপ  
ভাবনা কর্তব্য) ॥ ৩৭ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।—রুদ্রাণা সহ মহারুদ্রং স্তবমাহ ।—হে  
জননি ! স্বাধিষ্ঠানে পূর্কোক্তং তং সংবর্তনামানম্ ঈড়ে স্তোমি । তাং মহতীং কলাং  
সময়ামপি স্তোমি । জননীতি কচিং পাঠঃ । তং কিমুতম্ ? হতবহমধিষ্ঠায়  
অগ্নিরূপমাস্থায় স্থিতম্ । যন্ত রুদ্রস্ত ক্রোধকলিলে ক্রোধসংবদ্ধিতে অবলোকনে  
লোকান্ দহতি সতি দয়ার্জীভিদৃগ্ভিঃ শিশিরম্ উপচারং শৈত্যং রচয়সি । দয়ার্জী  
যা দৃষ্টিঃ শিশিরমুপচারং রচয়তি ইতি প্রাঞ্চঃ । তত্র তব যা দয়ার্জী স্নিগ্ধা দৃষ্টিঃ সা  
শৈত্যম্ উপচারং রচয়তীত্যর্থঃ । এতেন বিখ্যং দহন্তং বাড়বানলং রুদ্রং  
সমুদ্ররূপেণ সমাবৃণোষীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

অম্মানুবাদ ।—জননি ! যিনি স্বাধিষ্ঠান-চক্রে অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া  
অবস্থিত রহিয়াছেন, সেই রুদ্র ও রুদ্রশক্তি তদ্রকালীকে স্তব করি । প্রলয়কালে  
এই রুদ্রের ক্রোধবিকসিত নয়ন যখন সমুদায় লোক দহন করিতে প্রবৃত্ত হয়,  
তখন তুমি ককর্ণার্জ-দৃষ্টিপাত দ্বারা এই সমুদায় জগৎ স্নশীতল করিয়া থাক ॥ ৩৭ ॥

তড়ি(টি)তন্তুং শক্ত্যা তিমিরপরিপস্থিস্ফুরণয়া,  
স্ফুরমানারত্নাভরণপরিগন্ধেদ্রুধনুষম্ ।

তমঃ- \* শ্রামং মেঘং কমপি মণিপূরৈকশরণং,  
নিষেবে বর্ষন্তং হরিমিহিরতপ্তং ত্রিভুবনম্ ॥ ৩৮ ॥ †

**সঙ্গীতরসকৃত-টীকা।**—তটতন্তুং তটিং সৌদামিনী সা অশ্রাস্তীতি  
তটত্বান্ তং শক্ত্যা তটিক্রপয়া তিমিরপরিপস্থিস্ফুরণয়া তিমিরশ্চ মণিপূরগতশ্চ—  
মণিপূরচক্রং তামিস্রলোক ইতি প্রাপ্তকৃতং—তশ্চ পরিপস্থি বিরোধি স্ফুরণং  
যন্তাঃ সা । অনেন স্থিরসৌদামিনীত্বং ভগবত্যাঃ সূচিতম্ । ইদমপি মেঘশ্চ  
প্রাব্বেণ্যত্বনূচকং বিশেষণম্ । স্ফুরমানারত্নাভরণপরিগন্ধেদ্রুধনুষং স্ফুরন্তি চ  
তানি রত্নানি নানাবিধানি তৈঃ নির্মিতানি আভরণানি ভূষণানি তৈঃ পরিগন্ধঃ  
নির্মিতম্ ইন্দ্রধনুঃ যশ্চ তন্ । “বা সংজ্ঞায়াম্” ইতি নানঙ্ । নানাবিধরত্নকাস্তি-  
সংবলিতা স্থিরসৌদামিনী ইন্দ্রচাপভাস্তি জনয়তীতি প্রাব্বেণ্যত্বে হেতুস্তরম্ ।  
যথোক্তং সিক্কটিকায়াম্—

মণিপূরৈকবসতিঃ প্রাব্বেণ্যঃ সদাশিবঃ ।

অম্বুদাম্বতয়া ভাতি স্থিরসৌদামিনী শিবা ॥

ইতি । তব ভবত্যাঃ শ্রামং শ্রামবর্ণং মেঘং মেঘাঅনা অবস্থিতং পশুপতিং  
কমপি ইয়ন্তয়া নির্দেষ্টুমশক্যং মণিপূরৈকশরণং মণিপূরমেব একং শরণং গৃহং  
যশ্চ তন্ । মণিশব্দেন মণিধনুঃরূচ্যাতে, মণিধনুঃস্বরূপত্বাৎ ভগবত্যাঃ, তয়া  
পূর্যাতে শরণং মণিপূরমিতি রহস্তম্ । নিষেবে নিতরাং সেবে বর্ষন্তং বৃষ্টিং কুর্কন্তং  
হরিমিহিরতপ্তং হর এব মিহিরঃ সূর্য্যঃ মহাসংবর্ত্তাঘ্নিরিতি যাবৎ তেন তপ্তং দহ্যং  
ত্রিভুবনম্ ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! তব মণিপূরৈকশরণং তিমিরপরিপস্থি-  
স্ফুরণয়া শক্ত্যা তটতন্তুং স্ফুরমানারত্নাভরণপরিগন্ধেদ্রুধনুষং শ্রামং হরিমিহিরতপ্তং  
ত্রিভুবনং বর্ষন্তং কমপি মেঘং নিষেবে ।

অত্রৈদমমুসন্ধেয়ম্—মণিপূরস্থানে জলতত্ত্বম্ উৎপন্নমিতি প্রাক্ প্রতিপাদিতম্ ।  
তৎপ্রকারঃ—সূর্য্যাকিরণা এব অগ্নিসস্তিরাঃ মেঘত্বমাপন্যাঃ পরিণমন্তি জলরূপেণেতি  
মণিপূরশ্চ অনাহতস্বাধিষ্ঠানরোমধ্যে নিবেশঃ । অনাহতোপরিহিতসূর্য্যাকিরণাঃ স্বাধিষ্ঠা-  
নাগ্নিনা সংবলিতাঃ সন্তঃ মণিপূরং প্রবিষ্টা জলত্বমাপন্যাঃ তেন জলেন স্বাধিষ্ঠানাদিনা

দধঃ জগৎ আগ্নাবয়ন্তীতি আগমব্রহ্মম্ । অত্র “ফুরন্নানারত্নাভরণপরিণক্ষেদ্রধনুধম্”  
ইত্যেনৈ মোর্বারহিতং ধনুরিত্যাহঃ আগমবিদঃ । তচ্চ শ্রুতে অরুণোপনিষদি :—

তদিস্ত্রধনুরিত্যজ্যাম্ । অত্রবর্ণেষু চক্ষতে ।

এতদেব শংযোবর্হিম্পতাস্ত্ৰ । এতচ্চদ্রশ্য ধনুঃ । \*

ইতি । অস্তার্থঃ—রুদ্রশ্চ মেঘাশ্বকশ্চ ধনুঃ অজ্যং জ্যগ্না মোর্বারা রহিতমিতি ।  
অবশিষ্টানি শ্রুতিস্থপদানি স্মৃতগোদয়ব্যাখ্যানে ব্যাখ্যাতানি । এতৎসর্বং অরুণোপ-  
নিষদি “যোপাং পুঙ্গম্” + ইত্যনুবাকে “যোপাম্” ইত্যত্রভ্য “ইমে বৈ  
লোকা অপ্ স্ত্ৰ প্রতিষ্ঠিতাঃ” ইত্যেনৈ উদকাং চক্ষোংপত্তিঃ সূর্যোংপত্তিঃ অগ্ন্যুৎ-  
পত্তিঃ দিবসানাং নক্ষত্রাণাং চ উৎপত্তিঃ প্রতিপাদিতা ।

তদনন্তরং সন্মতিত্বেন ঋগপ্যুক্তা—

তদেবাহভ্যুক্তা । অপী রসমুদযংসন্ ।

সূর্যং শুক্রং সমাভূতম্ । অপী রসস্ত যো রসঃ ।

তং বো গৃহ্নাম্যন্তমম্ । †

ইতি । ঋচোহয়মর্থঃ—অপাং রসং চক্ষম্ উদযংসন্ যোগীশ্বরঃ প্রাপ্নুবন্নিত্যর্থঃ ।  
সূর্যং সূর্যো সূর্যামণ্ডলে শুক্রম্ অমৃতং সমাভূতং সমাক্ আসন্নস্তাং পুরিতম্ ।  
চক্ষমণ্ডলগলংপীযুষধারাভিরেব সূর্যাস্ত্ৰ নির্বাহ ইত্যর্থঃ । অপাং রসস্ত পুঙ্গরূপস্ত  
চক্ষমসঃ যো রসঃ বৈন্দবস্থানস্থিতঃ নিত্যকলাশ্বকঃ তং নিত্যকলাশ্বকং রসং বঃ  
বৃহৎসুকাশাং । উদকানাং প্রস্তুতত্বাং বঃ ইতি উদকানাং আভিমুখ্যম্, মণিপূরে  
উদকমুৎপন্নমিতি । তা আপঃ স্বাধিষ্ঠানায়েঃ উৎপাদিকাঃ, আজ্ঞাচক্রস্থিতস্ত  
চক্ষস্ত উৎপাদিকাঃ, অনাহতচক্রোপরিস্থিতসূর্যাস্ত্ৰাপি উৎপাদিকাঃ । অত উক্তং  
“তং বো গৃহ্নাম্যন্তমম্” ইতি । তম্ উক্তমং চক্ষং সহস্রকমলস্থিতং বঃ সকাশাং  
জানামীত্যর্থঃ ।

অগ্নিরেব অনুবাকে—

যোঙ্গু নাবং প্রতিষ্ঠিতাং বেদ । প্রত্যেব তিষ্ঠতি । ‡ ইতি শ্রুতম্ ।  
অপ্ স্ত্ৰ উদকত্বাশ্বকে মণিপূরে প্রতিষ্ঠিতাং নাবং ত্রীচক্রাশ্বিকাম্ ।

তথা চ শ্রুতান্তরম্—

স্বত্ৰামাণং পৃথিবীং জামনেহসং সূশর্মাণমদিত্তি

সুপ্রণীতিম্ । দৈবীং নাবং স্বরিজামনাগসম-

অবন্তীমা রুহেমা অন্তরে । §

অস্তা ঋচোরমর্থঃ—যুঙ্ অভিষবে। সুনোতীতি সূত্রামা অগ্নিঃ অগ্নিতত্ত্বং  
স্বাধিষ্ঠানগতমিত্যর্থঃ, পৃথিবীং মূলধারস্থিতাং স্থাং গগনং বিত্ত্বিক্স্থিতাম্, অনেহসং  
কালং মনস্তত্ত্বম্ আজ্ঞাচক্রস্থিতং, সুশর্মাণং বায়ুতত্ত্বম্, অদিতিম্ আদিত্যাশ্রকং  
জলতত্ত্বম্, সুপ্রণীতিং সুমার্গে মোক্ষে প্রণীতিং প্রকর্ষণে নয়ন্তীম্। দৈবীং দেব্যা  
ইমাং চক্রবিজ্ঞামিত্যর্থঃ, নাবং নোকাং সংসারসাগরতরণোপায়ভূতাং অগ্নিত্রাং  
সুদৃঢ়ানি অগ্নিত্রাণি লাক্ষ্যনানি যস্তাঃ সা তাং, দুষ্কর্মজপবনৈঃ অচলামিতি  
যাবৎ। অনাগসম্ অস্ববন্তীং স্বয়ংদৃঢ়াম্ আকুহেম তৎপ্রবণা ভবেম, তদেকনিরতাঃ  
তদুপাসনাপরাঃ স্তামেত্যর্থঃ। স্বস্তয়ে মোক্ষায় নিরতিশয়সুখাপ্তয় ইতি।  
অবশিষ্টং ঋতিজাতং সূতগোদয়ব্যাখ্যানাবসরে সম্যক্ নিরূপিতমস্মাভিঃ ॥ ৩৮ ॥

**সম্বলীধনরূপ-তীকান্ন মন্থানুবাদ।**—হে ভগবতি, মণিপূর-  
চক্রে কল্পিত স্বদীয় ত্রীচক্রাংশে তিমিরহর পরিফুল্লণ। শক্তি-বিকাশে  
সৌদামিনীসমুজ্জল নানারত্নকিরণে ইন্দ্রধনুর্মণ্ডিত শ্রাম মেঘের আমি সেবা  
করি। এই মেঘ রত্নরূপ সূর্য্যাতপ্ত অর্থাৎ পূর্কোক্ত সংবর্ত্তানলতপ্ত জগতে সলিল  
বর্ষণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ মণিপূরস্থানে জলতত্ত্ব, অনাহতের উপরে সূর্য্য-  
স্থান, সেই সূর্য্যকিরণসমূহ স্বাধিষ্ঠানস্থ অগ্নির ধূমজালকে মেঘরূপে পরিণত  
করেন, তাহা হইতে মণিপূরস্থানে জল উৎপন্ন হয়। স্বাধিষ্ঠানানলদ্বয় জগৎ  
সেই জল দ্বারা লীতল হয়। মেঘ শিবেরই স্বরূপ, তৎস্থিত সৌদামিনী শক্তি,  
মণিপূরচক্রে উক্তরূপে জল-সৃষ্টি ভাবনা করিবে, এবং জ্যাহীন ধনুর্দারী শ্রামবর্ণ  
শিব ও তাঁহার ধ্বাস্তবিক্ষঃসিনী সৌদামিনীরূপা শক্তি ভাবনা করিবে ॥ ৩৮ ॥

**অচ্যুতানন্দরূপ-তীকা।**—বৈষ্ণবীশক্তিসহিতং বিষ্ণুরূপং স্তবগ্নাহ  
তড়িদিতি। কমপি অনির্লক্ষণীয়ং মেঘাতবিষ্ণুন্ অহং নিষেবে। কিঙ্কৃতম্?  
মণিপূটরেকশরণং মণিপূরমেব প্রধানং স্থানং যন্ত। মেঘসাধর্ম্যমাহ, তমঃশ্রামম্  
অতিধোরতরম্। কিঙ্কৃতম্? শক্ত্যা নারায়ণা তড়িৎকৃতম্। শক্ত্যা কিঙ্কৃতম্?  
অঙ্ককারবিরোধি সঙ্করণং যস্তাঃ। মেঘং কিঙ্কৃতম্? সুরম্মানারত্নালঙ্কারৈর্দিলিতম্  
ইন্দ্রধনুর্ধ্বজ। হরিমিহিরতপ্তং রত্নরূপসূর্য্যাতপ্তং ত্রিভুবনম্ বর্ষন্তম্। কচিৎ সন্ন-  
মিহিরতপ্তমিতি পাঠঃ। তত্র সন্নঃ কন্দর্পঃ স এব সূর্য্যঃ তন্ত্বেজসা তপ্তং ত্রিভুবনং  
বর্ষন্তমিত্যর্থঃ। এতেন মণিপূরস্থবিষ্ণুরূপশিবদ্ব্যনাৎ কামাগ্নিনা দহমানস্ত শান্তি-  
র্ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

**অনুবাদ।**—জননি! মণিপূরস্থিত অনির্লক্ষণীয় মেঘাত বিষ্ণুকে এবং  
তোমার অংশ বৈষ্ণবী শক্তিকে নমস্কার করিতেছি। নিজফুল্লণ দ্বারা তুমোরশি-

বিধ্বাসিনী এই বৈষ্ণবী শক্তি অঙ্ককার সদৃশ শ্রীমবর্ণ বিষ্ণুর সঙ্গে চপলার স্তায় শোভা পাইতেছেন। তাঁহার নানারসবিনির্মিত বহুবিধ সুনির্মল আভরণ ইন্দ্র-ধনুর স্তায় শোভা ধারণ করিয়াছে। এই বিষ্ণুরূপ অপূৰ্ণ মেঘ করুণাবারির্বর্ণ দ্বারা রক্তরূপ প্রচণ্ড সূর্য্য-সমস্ত ত্রিভুবনকে পুনর্জীবিত করিতেছেন ॥ ৩৮ ॥

সমুদ্রীলং-সংবিৎ-কমলমকরনৈকরসিকং,

ভজে হংসদ্বন্দ্বং কমপি \* মহতাং মানসচরম্ ।

যদালাপাদষ্টাদশগুণিতবিজ্ঞাপরিণতিঃ, †

যদাদতে দোষাদ্গুণমখিলমভ্যঃ পর ইব ॥ ৩৯ ॥

**সমুদ্রীলং-সংবিৎ-কমলমকরনৈকরসিকং** ।—সমুদ্রীলং-সংবিৎ-জ্ঞানং, তদেব কমলং, তত্র মকরনঃ পুষ্পরসঃ, স চাসৌ একশ্চ—ন চ একশব্দস্ত পূৰ্ণনিপাতঃ। “বিশেষণং বিশেষ্যেণ বহুলম্” ইতি পরনিপাতাৎ, তত্র রসিবন ইতি সপ্তমীসমাসঃ।—একশ্চাসৌ রসিকশ্চেতি একরসিকঃ, মকরনৈকরসিকঃ ইতি বা পশ্চাৎ সমাসঃ, তং তথোক্তম্। পরমহংসস্বরূপয়োঃ শিবয়োঃ হংসদ্বারোপণং সংবিদঃ কমলদ্বারোপণে নিমিত্তম্। অতঃ সংবিদঃ কমলদে সিন্ধে একদেশরূপেণ মকরনেন চৰ্য্যমাণতৈকপ্রমাণো রস আরোপাতে। অতএব মকরনৈকরসিকশব্দস্ত তৃতীয়া-সমাসে, বা ভজে সেবে। হংসদ্বন্দ্বং কিমপি অনির্বাচ্যম্ ইদম্ভরা নির্দেষ্টম্ অশক্যং বক্তৃবিশং তৎ শিবশক্তিসংপুটিতং, মহতাং যোগীশ্বরানাং মানসচরম্। অত্র মানসশব্দেন মনসি মানসসরসং আরোপাতে, মানসরসি হংসানাং নিত্যবাসাৎ। যদালাপাৎ যস্ত হংসদ্বন্দ্বস্ত আলাপাৎ অষ্টাদশগুণিতবিজ্ঞাপরিণতিঃ অষ্টাদশবিজ্ঞা-আলাপরূপেণ পরিণতা ইত্যর্থঃ। যৎ হংসদ্বন্দ্বম্ আদতে গৃহ্ণতি। দোষাৎ, লাব্-লোপে পঞ্চমী দোষঃ অবযুত্যা গুণং—গুণশব্দো দোষাভাবস্তাপ্যপলক্ষকঃ, গুণ-বৎ দোষাভাবস্তাপি গ্রাহ্যত্বাৎ—অখিলং সমস্তম্ অভ্যঃ উদকেভ্যঃ পর ইব হৃদমিব।

অত্রৈখং পদবোজনা—হে ভগবতি ! সমুদ্রীলং-সংবিৎকমলমকরনৈকরসিকং মহতাং মানসচরং কিমপি হংসদ্বন্দ্বং ভজে ; যদালাপাৎ অষ্টাদশগুণিতবিজ্ঞাপরিণতিঃ, যৎ দোষাৎ অখিলং গুণম্ অভ্যঃ পর ইব আদতে।

অত্রৈদম্ভুসঙ্কেতম্—সংবিৎকমলম্ অনাহতচক্রনামকমিতি পূৰ্ণমেবোক্তম্। উপাসকাঃ পরমহংসমিধুনং সংবিৎকমলে উপাসতে ইতি সমন্বয়কদেশিতম্।

অতএব মহতাং মানসচরমিত্যুক্তম্ । ভগবৎপাদমতং তু—শিখিআলারূপঃ পরমেশ্বরঃ  
শিখিভা নৃশক্ত্যা সংবলিতঃ অনাহতচক্রে দীপাহুরবৎ প্রতিভাতীতি । যথোক্তং  
ভগবৎপাদৈঃ স্তুভগোদয়ব্যাখ্যানে—

শিখিআলারূপঃ সময় ইহ সৈবাক্র সময় ।

তয়োঃ সন্তোদো মে দিশতু হৃদয়াজৈকনিলয়ঃ ॥

ইতি । এতদেব অস্মাকমপি অভিमतम् ॥ ৩৯ ॥ \*

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার অনুবাদ** ।—হে ভগবতি ! বিকসিত  
সংবিল-কমল অর্থাৎ অনাহতচক্ররূপ কমলের মকরন্দ পানে অদ্বিতীয় নিপুণ মহা-  
জনগণের মানসচারী অনির্কচনীয় হংসমিথুন—( শিব-শিবাকে ) উজনা করি ।  
যে হংসমিথুন জলমিশ্রিত দুগ্ধের জল তাগ করিয়া দুগ্ধ-গ্রহণের ত্রায় দোষমধ্য  
হইতে নিখিল গুণই গ্রহণ করিয়া থাকেন । লক্ষ্মীধর বলেন, দোষাভাবও গুণের  
অন্তর্গত । এই সাধনা সময়চারস্থ কোন সম্প্রদায়ের । ভগবান্ শঙ্করাচার্য  
সম্প্রদায়ে অনাহতচক্রে সাধনা—অগ্নি ও অগ্নি-শক্তি মিলিত হইয়া দীপাহুরবৎ  
প্রতিভাত, তিনিই ধোয় ॥ ৩৯ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা** ।—অথ অনাহতচক্রম্ ঈশ্বরং শক্তিসহিতম্  
ঈশ্বরনামানং স্তবমাহ সমুদ্রীলদতি । কমপি অনির্কচনীয়ং হংসবন্দ্যং ভজে ।  
কিস্মৃতম্ ? মহতাং জ্ঞানিনাং মানসচরম্ । অস্ত্রে হংসা মকরন্দরসিকা, ইদমপি সমুদ্রী-  
লং প্রকাশীভবৎ যং জ্ঞানকমলং তন্ত মকরন্দৈকরসিকম্ । যদ্ব যস্মাৎ যয়োরানুপাং  
ধানাং জনঃ অষ্টাদশবিদ্যাপরিচিতিম্ আদত্তে । অষ্টাদশবিদ্যা যথা,—বেদা  
উপবেদাঃ অঙ্গানি ষট্ এব অষ্টাদশবিদ্যাঃ । যস্মাৎ যয়োরানুপাং দোষাং গুণং  
দোষং বিহায় অখিলং গুণম্ আদত্তে অষ্টো জলেভ্যঃ পয় ইব । অস্ত্রেহপি  
রাজহংসা একজীভূতং জলং দূরীকৃত্য দুগ্ধং গৃহীতীতি তাৎপর্যম্ । বিদ্যা-  
পরিণতিরিতি কৃত্রাপি পাঠঃ । তত্র যদানুপাং অষ্টাদশবিদ্যাসু পরিণতির্দাক্ষিণ্যঃ  
জায়ত ইতি স্বচ্ছাধরঃ ॥ ৩৯ ॥

**অনুবাদ** ।—মাতঃ ! বাহারি অনাহতচক্রে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, বাহারি  
সুপ্রকাশিত জ্ঞানকমলের মকরন্দ পান করিয়া থাকেন, সেই হংস ও হংসীরাণী  
ঈশ্বর ও ভুবনেশ্বরীকে আমি নমস্কার করিতেছি । এই হংসযুগল জ্ঞানিগণের  
মানসসরোবরে সতত বিহার করিয়া থাকেন । ইহাদের ধ্যান করিলে অষ্টাদশ-  
বিদ্যার পারদর্শী হইতে পারা যায় । সাধারণ হংস যেরূপ একজীভূত জল ও দুগ্ধ

হইতে ছদ্মকে পৃথক্ করিয়া পান করে, এই হংসবৃগলও তদ্রূপ দোষভাগ পশ্চি-  
ত্যাগ পূর্বক শুণমাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥

বিশুদ্ধো তে শুদ্ধস্ফটিকবিশদং ব্যোমসদৃশং, \*

শিবং সেবে দেবীমপি শিবসমানব্যসনিনীম্ । †

যয়োঃ কাস্ত্যা যাস্ত্যা ‡ শশিকিরণসারূপ্যসরণং, §

বিধূতাস্তুধ্বাস্তা বিলসতি চকোরীব জগতী ॥ ৪০ ॥ +

**লক্ষ্মীধর-টীকা।**—বিশুদ্ধো বিশুদ্ধিচক্রে তে ভবত্যাঃ শুদ্ধ-  
স্ফটিকবিশদং দোষরহিতস্ফটিকোপলসদৃশম্ অতিনির্মলম্ ব্যোমজনকং ব্যোমঃ  
আকাশতত্ত্ব জনকম্ উৎপাদকম্, “তন্মাদা এতন্মাদাশ্চন আকাশঃ সম্ভূতঃ” ॥  
ইত্যাদি শ্রুতেঃ । আজ্ঞাচক্রে আশ্রয়ত্বাৎ উৎপন্নম্ আকাশতত্ত্বমিত্যর্থঃ । অত্র  
আশ্রয়কো মনঃপর্যায়বচনঃ । শিবং শিবতত্ত্বং সেবে উপাসে । দেবীং ভগবতীম্ ।  
অপিশব্দঃ সমুচ্চয়ে । শিবসমানব্যবসিতাং শিবেন সমানং ব্যবসিতং ব্যবসায়ঃ  
প্রযত্নঃ যত্নাঃ তাং, স্বয়মপি শিবশব্দবাচ্যেত্যর্থঃ । যয়োঃ শিবয়োঃ কাস্ত্যাঃ প্রভায়াঃ  
যাস্ত্যাঃ প্রসরস্ত্যাঃ শশিকিরণসারূপ্যসরণেঃ চন্দ্রকিরণসাদৃশ্যমার্গাৎ বিধূতাস্তুধ্বাস্তা  
বিধূতম্ অস্তুধ্বাস্তম্ অজ্ঞানং যত্নাঃ সা । বিলসতি প্রকাশতে । চকোরীব চকোর-  
বিহগীব । জগতী ত্রিলোকী ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! তে বিশুদ্ধো শুদ্ধস্ফটিকবিশদং ব্যোম-  
জনকং শিবং শিবসমানব্যবসিতাং দেবীমপি সেবে, যয়োঃ যাস্ত্যাঃ শশিকিরণ-  
সারূপ্যসরণেঃ কাস্ত্যাঃ সকাশাৎ জগতী বিধূতাস্তুধ্বাস্তা চকোরীব বিলসতি ।

অর্থার্থঃ—যথা জ্যোৎস্নাপানেন চকোরী সন্তুষ্টিস্বরূপা, এবং শিবয়োঃ  
জ্যোৎস্নাসদৃশপ্রভয়া বিধূতাস্তুধ্বাস্তাঃ সন্তুষ্টিস্বরূপাঃ সাধকলোক ইতি ।

অত্রেদমহুসঙ্কেতম্—বিশুদ্ধিচক্রপূজায়াং সূর্য্যচন্দ্রনিরোধাৎ ষোড়শারগতানাং  
ঐত্রিপুরসুন্দরীপ্রভৃতীনাং ষোড়শকলানাং জ্যোৎস্নাশোষণাৎ তদ্রূপস্থিতয়োঃ  
শিবয়োরেব প্রভয়া জ্যোৎস্নাকার্যামিতি ॥ ৪০ ॥

**লক্ষ্মীধর-টীকান্ন অর্থানুবাদ।**—হে ভগবতি, সাধকের  
বিশুদ্ধিচক্রস্থিত তোমার ঐচক্রভুক্ত যে ষোড়শদল পদ্ম, তাহাতে আকাশতত্ত্ব-  
প্রভা শুদ্ধস্ফটিকস্তত্র শিব ও শিবসমানকার্য্য দেবীকে সেবা করি । বাহাদিগের

\* ‘জনকঃ’ ।

† ব্যবসিতাম্ ।

‡ যাস্ত্যাঃ ।

§ সরণেঃ ইতি ল ।

+ ৩৭ ইতি লক্ষ্মীধর-টীকা-বৃক্ষ-মুক্তিত-পুস্তকাকঃ ।

। ভেঃ উঃ ২।১



বিপুল জ্যোৎস্নাতুলা প্রভায় সাধক-জগৎ চকোরীর স্তায় তৃপ্তিপূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—আত্মশক্তিসহিতঃ শিবঃ স্তবমাহ বিগুহা-  
বিতি। বিগুহনামি কণ্ঠস্থিতপদ্যে তব শিবম্ অহং সেবে। কিন্তু তম্? গুহ-  
ফটিকস্তম্, ব্যোমসদৃশম্ আকাশতুল্যম্ অপৰ্যাপ্তত্বাৎ। ব্যোমজনকমিতি কুত্ৰাপি  
পাঠঃ। তত্র ব্যোমকারণম্ অর্থাৎ ব্যোমেধরনামানং শিবং বন্দে। দেবীমপি  
অহং বন্দে। কৌদৃশীম্? গিরিশনন্দবাসিনীং শিবসমানমুখদুঃখাম্। যয়োঃ  
শিবশক্ত্যোঃ কাস্ত্যা জগতী বিধূতাস্তদ্বাস্তা নষ্টোজ্জানা সতী চকোরীব বিলসতি।  
যথা চকোরী চন্দ্রিকালভেনানন্দং লভতে, তথা তরোধ্যানাং ব্রহ্মমুখং লভতে।  
কথন্তুয়া কাস্ত্যা? বিধুকিরণসারূপ্যপথং যাস্ত্যা অতএব চকোরীতু্যপমান-  
মুপগম্যতে ॥ ৪০ ॥

**অনুবাদ।**—স্বাতঃ! বিগুহ-চক্রস্থিত আত্মশক্তির সহিত গুহ-ফটিক-  
সদৃশ স্তব ও আকাশতুলা অসীমমুষ্টি সদাশিবকে আমি প্রণাম করিতেছি।  
আত্মশক্তিও সদাশিবের সহিত সামরত্তপন্নত্বা ও সমদুঃখমুখা হইয়া অবস্থান  
করিতেছেন। এই অর্কনারীখরের কাস্তি চন্দ্রকিরণের সারূপ্য লাভ কৰ্ম্মান্তে  
তদ্বারা জগতীরূপা চকোরী নির্মল-হৃদয়া হইয়া পরমানন্দে বিহার করিতেছে ॥ ৪০ ॥

তবাজ্জাচক্রস্থং তপনশশিকোটীদ্যুতিধরং,

পরং শস্তুং বন্দে পরিমিলিতপার্শ্বং পরচিতা।

যমারাক্ষুঃ \* ভক্ত্যা রবিশশিশুচীনামবিষয়ে,

নিরালোকে লোকে † নিবসতি হি ভালোকভবনে ॥ ৪১ ॥ ‡

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—তব আজ্জাচক্রস্থং হৃদৌঃ আজ্জাচক্রে স্থিতঃ  
তপনশশিকোটীদ্যুতিধরং তপনঃ সূর্য্যঃ শশী চন্দ্রঃ তরোঃ কোটয়ঃ, অগণিতকোটী-  
সখ্যাকা ইত্যর্থঃ, তাসাং দ্রুতিঃ কাস্তিঃ তাং ধরতীতি ধরঃ তং পরং শস্তুম্।  
পরমিতি সংজ্ঞা শস্তোঃ। পরিমিলিতপার্শ্বং পরমিলিতৌ পার্শ্বৌ দক্ষিণোত্তরৌ  
বস্ত তম্। পরা চানৌ চিত্ত পরচিতং। পরশব্দঃ চিত্তসংজ্ঞায়াং প্রসিদ্ধঃ। যং  
পরচিতংসংবলিতং পরশিবম্ আরাধান্ প্রসাদয়ন্ ভক্ত্যা ভজনপ্রীত্যা রবিশশিশুচীনাং  
সূর্য্যচন্দ্রাদীনাম্ অবিষয়ে অগোচরে, অতএব নিরালোকে ~~নিরালোক্যং~~ অলোকে

\* যমারাক্ষান্ ইতি ল।

† 'নিরালোক্যং' অলোকে' ইতি ল পাঠঃ

‡ ৩৬ ইতি লক্ষ্মীধর-টীকা-কৃত-পুস্তক-লক্ষণঃ।



বিজনে একান্তে নিবসতি, তৎসাব্জ্যং প্রাপ্যোতি শেষঃ। হি প্রসিদ্ধৌ ভালোক-  
ভুবনে জ্যোৎস্নাময়ে লোকে সহস্রকমলে।

অত্রেখং পদবোজনা :—হে ভগবতি ! তবাজ্জাচক্রং তপনশশিকোটিছাতিধরং  
পরং শব্দং পরচিতা পরিমলিতপার্শ্বং বন্দে। যং ভক্ত্যা আরাধ্যান্ রবিশশি-  
শুচীনাম্ অবিশয়ে নিরালোকে অলোকে ভালোকভুবনে নিবসতি হি।

অত্রেদমমুসঙ্কেয়ম্ :—“তবাজ্জাচক্রং” ইতি তবশব্দস্বরসাং সাধকস্ত  
ক্রমধ্যাস্তরগতত্রীচক্রান্তর্গতশিবচক্রচতুষ্টয়ং কথ্যতে। ন তু দ্বিদলং পদ্যম্। তবেতি-  
পদানবরাদিতি। এবমুত্তরত্রাপ্যাহম্। অত্র স্বাধিষ্ঠানাগ্রে অগ্নিমণ্ডলম্, অনাহত-  
চক্রাগ্রে সূর্য্যামণ্ডলম্, আজ্জাচক্রাগ্রে চন্দ্রমণ্ডলমিতি পূর্ব্বমেব প্রতিপাদিতম্।  
অতশ্চ অগ্নিসূর্য্যচন্দ্রাণাং মনুখাঃ ষষ্ট্যন্তরত্ৰিশতসংখ্যাকাঃ আধারচক্রপ্রভৃতি আজ্জা-  
চক্রপর্ষ্যাস্তমেব বিচরন্তি। এতদপি পূর্ব্বমেব সম্যক্ নিরূপিতম্। আজ্জাচক্রস্থিত-  
চন্দ্রাং অত্র এব সহস্রকমলস্থিতচন্দ্রঃ ত্রীচক্রাঙ্ককঃ নিত্যকল ইতাপি পূর্ব্বমেব  
সম্যক্ নিরূপিতম্ ॥ ৪১ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকান্নাং—হে ভগবতি, তোমার  
আজ্জাচক্রস্থিত অর্থাৎ সাধকের ক্রমধ্যাস্তরগত তদীয় ত্রীচক্রযুক্ত যে শিবচক্র-  
(উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ) চতুষ্টয়, তাহাতে অবস্থিত অগণিত কোটি সূর্য্য-চন্দ্র প্রভা-  
শ্রয় পরাচিহ্নিত-সম্মিলিত-পার্শ্বদ্বয় পরতত্ত্ব শিবকে বন্দনা করি। ঐহাকে  
আরাধনা করিবার সময়ে সূর্য্য চন্দ্র অগ্নির আগোচর তদীয় আলোকশূন্য (কিন্তু  
অন্তবিধ) জ্যোৎস্নাময় নিভৃত লোকে অর্থাৎ সহস্রারকমলে অবস্থিতি হয়।

(পূর্ব্বে যে অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্রস্থান বলা হইয়াছে, সহস্রদল কমল তদুর্দ্ধে,  
উক্ত অগ্নি-সূর্য্য-চন্দ্রের সহিত সহস্রদলকমলের সম্বন্ধ নাই। অতএব ঐ স্থান উক্ত  
চন্দ্র সূর্য্য অগ্নির আলোকশূন্য। তথায় পৃথক্ চন্দ্রমণ্ডল—তাহা নিত্য, তদীয়  
জ্যোৎস্না দ্বারা সেই স্থান সতত আলোকিত। লক্ষ্মীধর বলেন, এই শ্লোকস্থ আজ্জা-  
চক্র দ্বিদলপদ্য নহে, কারণ, দ্বিদলপদ্য সাধকের, ভগবতীর নহে, অথচ স্তবে ‘তব’  
কথাটি আছে। এই হেতু উল্লিখিত অর্থ করা হইয়াছে। লক্ষ্মীধর অবরোহ-  
প্রণালীতে এই সাধনা লিখিয়াছেন। অচ্যুতানন্দ আরোহপ্রণালী অনুসারে  
লিখিয়াছেন, এই কারণে শ্লোকস্থ পৃথক্ হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—ক্রমধ্যগং চিহ্নিতসহিতং পরমশিবম্  
স্তব্রাহ তবাজ্জা ইতি। আজ্জাচক্রং ক্রমধ্যগদ্বিদলপদ্যং পরমশিবম্ অহং বন্দে।  
কীদৃশম্? সূর্য্যচন্দ্রকোটিছাতিধরম্। পরচিতা চিৎশক্ত্যা পরিমলিতপার্শ্বং

চিদানন্দস্বরূপমিতার্থঃ । যং পরমশিবং ভক্ত্যা আরাঙ্কুং সেবিতুং নিরালোকে  
স্বপ্রকাশতয়া আলোকান্তরানপেক্ষে ভালোকভবনে তেজঃসমূহে গেহে লোকে  
নিবসতি । কিম্বুতে ? রবিশশিত্বচীনাংবিষয়ে চন্দ্রসূর্য্যাদীনাংগোচরে অভএব  
নিরালোক ইতি বিশেষণরূপপদ্ধতে । তদুক্তং গীতাতত্বে,—“ন তত্র ভাসতে  
সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ । যজ্জ্যোত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥”  
‘পরিচিতং যদা লক্শং শক্ত্যা’ ইতি শ্রোতঃ । তত্র ব্যাখ্যা, যদা উত্তরপার্শ্ব তৎশক্ত্যা  
পরিচিতম্ একজীকৃতং যোগিনা লক্শং তদা ভালোকভবনে বসতি, এতেন চিদানন্দ-  
ধানে ব্রহ্ম পরিচিতং ভবতি ইতি ভাবঃ । এতানি পদানি কচিদাজ্ঞাচক্রমায়ভ্য  
দৃষ্টান্তে ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ ।—হে জননি ! আজ্ঞাচক্রস্থিত কোটি কোটি চন্দ্রসূর্য্যের জ্ঞায়  
ছাতিধর সচ্চিদানন্দস্বরূপ তোমার পরমশিব ও তৎপার্শ্বস্থিতা চিৎশক্তিকে আদি  
প্রণাম করিতেছি । ইহাকে ভক্তিসহকারে আরাধনা করিবার নিমিত্ত সাধকগণ  
চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির অগোচর পার্শ্ব আলোক-বিহীন ভালোকভবনে অর্থাৎ  
দিব্য তেজোলোকস্থিত তেজোময় গৃহে বাস করিয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

গতৈর্মাণিকৈক্যং • গগনমণিভিঃ সান্দ্রঘটিতং,  
কিরীটন্তে হৈমং হিমগিরিস্নতে কীৰ্ত্তয়তু কঃ † ।  
সমীপে যচ্ছায়াচ্ছুরিতকিরণং ‡ চন্দ্রশকলং,  
ধনুঃ সৌনাশীরং কিমিদমিতি বধ্যতি § ধিষণাম্ ॥৪২॥

লক্ষ্মীধনু-তীক ।—এবং সময়মতং সম্যক্ প্রপঞ্চা সমসারাঃ  
ভগবত্যাঃ কিরীটপ্রভৃতি পাদান্তং বর্ণয়তি—

গতৈঃ প্রাপ্তৈঃ মাণিক্যং রত্নভাবং গগনমণিভিঃ ষাদশাদিতৈঃ । তেষাম্  
অত্যন্তসন্নিবিষ্টসেবার্থং ভূষণগতমণিভিঃ বুধ্যতে । সান্দ্রঘটিতং সান্দ্রং নীরকুং বধ্য  
ভবতি তথা ঘটিতং খচিতং, কিরীটং মকুটং তে হৈমং হেমো বিকারঃ হিমগিরিস্নতে !  
হে পার্শ্বতি ! কীৰ্ত্তয়তি বর্ণয়তি যঃ, স কবীন্দ্রঃ ; নীড়েরছায়াচ্ছুরণশবলং নীড়ং  
গোলং তত্র খচিতং নীড়েরং রত্নজাতং তন্ত ছায়া তয়া চ্ছুরণেন ব্যাপনেন শবলং  
শবলবর্ণং চন্দ্রশকলং চন্দ্রখণ্ডং ধনুঃ কোদণ্ডং সৌনাশীরং সুনাসীরঃ ইন্দ্রঃ তত  
সবন্ধি সৌনাশীরং কিমিতি ন নিবধ্যতি ধিষণাং বুজ্জিম্ ।

\* মাণিক্যম্ ইতি ল পাঠঃ । † ‘কীৰ্ত্তয়তি যঃ’ । ‡ ‘স নীড়েরছায়াচ্ছুরণশবলম্’ ইতি  
§ ‘কিমিতি ন নিবধ্যতি’ ইতি চ ল পাঠঃ । ৪২—ল, যু পু।

অত্রেখং পদযোজনা—হে হিমগিরিস্থিতে ! মাণিক্যস্বং গঠৈঃ গগনমণিভিঃ  
সাক্ষাৎকৃতং হৈমং তে কিরীটং যঃ কীর্তয়তি সঃ নীড়েয়চ্ছায়াচ্ছুরণশবলং চন্দ্রশকল  
সৌনাশীরং ধনুঃরিত্তি ধিষণং কিং ন নিবগ্নতি ।

অগ্নং ভাবঃ—কিরীটবর্ণনাং কৰ্ত্তৃমুদ্রাজ্ঞানঃ কবীশ্বরঃ তত্র স্থিতাং চন্দ্রেখাং  
নানারত্নমণিকান্তিচ্ছুরিতাং দৃষ্ট্বা ইন্দ্রচাপভেন কথং নাশকতে ? অবশ্যং তস্ত তচ্ছব্দা  
জায়ত এবতি ।

অত্র উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, চন্দ্রশকলস্ত ইন্দ্রচাপভেনোৎপ্রেক্ষণাৎ । যদ্বা—  
অপহুবালঙ্কারঃ, ইদং চন্দ্রশকলং ন ভবতি ; অপি তু ইন্দ্রচাপ ইত্যপহুবস্ত প্রতি-  
ভানাৎ । যদ্বা—অতিশয়োক্তিৰলঙ্কারঃ, ইন্দ্রশকলস্ত ইন্দ্রচাপভেন অধ্যবসানাৎ,  
স্বধিষণাম্ ইন্দ্রচাপে কিমিতি নিবগ্নতি ইতি সামান্তোক্তেঃ । এতেষাং মধ্যে একস্ত  
প্রাধান্তম্ ইত্যপ্যুপসর্জনমিতি বিনিগমকপ্রমাণাভাবাৎ সন্দেহসঙ্করঃ । ( উৎ-  
প্রেক্ষাতিশয়োক্তি স্পষ্টে । অপহুবস্ত তল্লিঙ্গাভাবাদপি কিমিতি ধিষণং ন  
নিবগ্নতি ইত্যপহুবোল্লেখস্ত শক্যত্বাৎ । সন্দেহস্ত চন্দ্রশকলে দৃষ্টে ইন্দ্রচাপস্ত  
স্বতাক্রত্বাৎ উল্লেখয়িতুং শক্য এবতি সন্দেহসঙ্করঃ এব জায়ান্ ॥ ৪২ ॥

লক্ষ্মীধনুৰূপ-টীকানু-মৰ্ম্মানুবাদ ।—( অতঃপর ধোয় রূপের  
বর্ণনা হইতেছে ) হে হৈমবতি ! মাণিক্যরূপে উদ্ভাসমান দ্বাদশাদিত্যে খচিত  
ভবদীয় রত্নকিরীট-বর্ণনা যে করিবে, ভবদ য় কিরীটগোলাগত বিবিধ কিরণ-  
বিচ্ছুরিত শশিকলা, তাহার ইন্দ্রধনু বুদ্ধি উৎপাদন করিবে না কি ? অর্থাৎ  
কিরীটবর্ণনাসময়ে তৎসমীপস্থ বিবিধ মণিকিরণপাতে নানাবর্ণযুক্ত আপনার  
লগাটস্থ চন্দ্রকলা দেখিয়া নিশ্চয়ই তাহার ইন্দ্রধনুভ্রা জন্মিবে ॥ ৪২ ॥

অন্যতানন্দরূপ-টীকা ।—সম্ভ্রতি ত্রীমত্যাঃ সুনন্দাঃ সৌন্দর্য্যম্  
অনির্বচনীয়মপি জ্ঞানাত্মরূপং বর্ণয়তি গঠৈরিত্তি । হে হিমগিরিস্থিতে ! তব স্বর্ণ-  
বিকৃতং মুকুটং কঃ কীর্তয়তু বিশিষ্ট ভগতু নিরুক্তেরশক্যত্বাৎ । কীর্তনম্ ?  
গগনমণিভিঃ সাক্ষাৎকৃতং নিবিড়নির্মিতম্ । মণিভিঃ কিঙ্করৈঃ ? মাণিক্যেন  
একতাং প্রাপ্তৈঃ মাণিক্যমধ্যবস্তুভিরিত্যর্থঃ । সমীপে অর্থাৎ যস্ত সমীপে ছায়য়া  
কাস্ত্যা চ্ছুরিতকিরণং সন্তুতকিরণং চন্দ্রশকলং চন্দ্রখণ্ডম্ ইদং কিং সৌনাশীরং  
ধনুঃ শক্রধনুঃরিত্তি ধিষণং বগ্নতি বুদ্ধিমাধতে । মাণিক্যস্বয়্যাকান্তস্বর্ণানাং প্রতি-  
বিম্বলাভাৎ চন্দ্রখণ্ডঃ শক্রধনুঃ প্রিয়ং ধতে ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ ।—হে হিমগিরিস্থিতে ! মাণিক্যসমূহের সহিত একতাপ্রাপ্ত  
আকাশের দ্বার্য্য অনির্বচন মণিসমূহ দ্বারা নিবিড়ভাবে সুগঠিত তোমার যে হৈমবত

মুকুট, তাহার সৌন্দর্য্য বর্ণন করিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবে? এই মুকুটের ছায়া চন্দ্রকলায় প্রতিবিম্বিত হওয়াতে সকলের মনে ইন্দ্রধনু বলিয়া ভ্রান্তি উৎপন্ন হইতেছে ॥ ৪২ ॥

ধুনোতু ধ্বান্তং নস্তুলিতদলিতেন্দীবরদলং, \*  
 ঘনস্নিগ্ধপ্লবং চিকুরনিকুরম্বং তব শিবে ।  
 যদীয়ং সৌরভ্যং সহজমুপলকুং স্তম্বনসো,  
 বসন্ত্যস্মিন্মন্ত্রে বলমথনবাটীবিটপিণাম্ ॥ ৪৩ ॥

**সঙ্গীতরসকৃত-টীকা।**—ধুনোতু অপহৃতু ধ্বান্তম্ অন্তস্তিমিরং নঃ  
 অস্মাকং তুলিতদলিতেন্দীবরবনং তুলিতং সদৃশীকৃতং দলিতং ভিন্নং, বিকসিত-  
 মিতার্থঃ, ইন্দীবরাণাং নীলোৎপলানাং বনং যন্ত তৎ । ঘনস্নিগ্ধপ্লবং ঘনং সাজ্জম্  
 অবিরলং স্নিগ্ধং স্নেহযুক্তমিব স্থিতং প্লবং মৃদু । এবমেতেষাং বিশেষণানাং সমাসঃ ।  
 চিকুরনিকুরম্বং চিকুরাণাং কেশানাং নিকুরম্বং সমূহঃ কেশপাশঃ ধস্মিন ইত্যর্থঃ ।  
 তব ভবত্যাঃ শিবে ! ভগবতি ! যদীয়ং যন্ত ধস্মিন্স্ত সযস্কি সৌরভ্যং পরিমলং  
 সহজং স্বভাবসিকম্ উপলকুং নমাক্রষ্টুং স্তম্বনসঃ পুষ্পাণি বসন্তি আসতে । অস্মিন্  
 ধস্মিন্মে মন্ত্রে প্রবং বলমথনবাটীবিটপিণাং বলমথনঃ বলারিঃ ইন্দ্রঃ—ববয়োরভেদো-  
 পচারঃ অনুপ্রাসার্থমঙ্গীকৃতঃ—তস্ত বাটী উদ্ভানং তত্র বিটপিণঃ কল্পবৃক্ষাঃ তেষাম্ ।

অত্রৈখং পদযোজন—হে শিবে ! তুলিতদলিতেন্দীবরবনং ঘনস্নিগ্ধপ্লবং তব  
 চিকুরনিকুরম্বং নঃ ধ্বান্তং ধুনোতু । যদীয়ং সহজম্ সৌরভ্যম্ উপলকুম্ অস্মিন্  
 বলমথনবাটীবিটপিণাং স্তম্বনসঃ বসন্তীতি মন্ত্রে ।

অত্র উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, কেশপাশবাসনার্থমেব ধুতানাং কল্পবৃক্ষকুসুমানাম্  
 অন্তর্ধাষেনোৎপ্রেক্ষণাৎ । তল্লক্ষণম্—

সস্তাবনমথোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্ত পরেণ যৎ ।

ইতি । তুলিতদলিতেন্দীবরবনমিত্যত্র উপমালাকারঃ । অনয়োঃ সংসৃষ্টিঃ,  
 তিলতুলুবৎ সংস্খ্যামানস্যাৎ । কীরনীরবৎ সযস্কঃ সঙ্করঃ ॥ ৪৩ ॥

**সঙ্গীতরসকৃত-টীকা।**—হে শিবে, প্রকল্প নীল-  
 কমল-বন-সদৃশ নিবিড় চিকণ কোমল ভবদীয় সেই কুন্তলপাশ আমাদিগের  
 মনের অঙ্ককার হরণ করুন, মনে হয়, যদীয় নৈসর্গিক সৌরভ্যভ্যন্তর আকাঙ্ক্ষায়  
 নন্দনকাননের পুষ্পসমূহ ইহাতে স্থানগ্রহণ করিয়াছে ॥ ৪৩ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—ধুনোতু ইতি । হে শিবে ! তব চিকুর-  
নিকুরঞ্চ কেশকলাপঃ নোহস্মাকং ধ্বাস্তম্ অজ্ঞানং ধুনোতু ধুগুরতু । কিঙ্কৃতম্ ?  
তুলিতদলিতেন্দীবরদলঃ তুলিতং সদৃশীকৃতং বিকসিতনীলোৎপলদলং যেন । পুনঃ  
কিঙ্কৃতম্ ? ঘনমিঞ্চং চিকণং ব্লক্কম্ অতিসৌষ্ঠবং যদীরং স্বাভাবিকং সৌরভ্যম্ উপ-  
লব্ধুং বলমথনবাটীবিটপিনাং ইন্দ্রোপবনকল্পবৃক্ষাণাং স্মমনসঃ পুষ্পাণি অগ্নিন্ কেশ-  
কলাপে বসন্তীত্যহং মন্তে । সুরবিহিতসপর্য্যাচ্ছলেন যৎ স্মমনসাং স্বৎ-কেশাশ্রয়ণং  
তৎ স্বদীরকেশকলাপসৌরভ্যলভ্যম্ভায়েতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

**অম্মুবাদ।**—হে শিবে ! বিকসিত-নীলোৎপলদল-সদৃশ ঘন, মিঞ্চ, চিকণ,  
অতি সৌষ্ঠবযুক্ত তোমার কেশকলাপ আমাদিগের হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত  
করুক । তোমার এই কেশকলাপের অপূর্ণ দিব্য সৌরভ আশ্রয় করিয়া  
আমাদিগের মনে হইতেছে যে, ইন্দ্রের উপবনস্থিত কল্পবৃক্ষ সমুদায়ের পুষ্পসমূহ ঐ  
স্থানেই অবস্থিত রহিয়াছে ॥ ৪৩ ॥

বহন্তী সিন্দূরং প্রবলকবরীভারতিমির-

দ্বিধাং বৃন্দৈর্বন্দীভূতমিব নবীনার্ককিরণম্ ।

তনোতু ক্ষেমং নস্তব বদনসৌন্দর্যলহরী-

পরীবাহস্রোতঃসরগিরিব সীমন্তসরগিঃ \* ॥ ৪৪ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—তনোতু বিস্তারয়তু দিশদ্বিত্যর্থঃ । ক্ষেমং  
যোগক্ষেমাস্থকং শুভং নঃ অস্মাকং তব বদনসৌন্দর্যলহরীপরীবাহস্রোতঃসরগি-  
রিব—ইদমেকং পদম্, “ইবেন সহ নিত্যসমাসো বিভক্ত্যালোপঃ পূর্বপদপ্রকৃতি-  
স্বরঞ্চ চ” ইতি নিয়মাৎ । বদনং মুখং তন্ত সৌন্দর্যন্ত স্মরনভাবন্ত লহরী উৎসেকঃ  
তন্ত পরীবাহঃ প্রবাহঃ “উপসর্গন্ত স্বভ্যামহ্মে বহলম্” ইতি পরিশ্রাদিকারন্ত  
দীর্ঘঃ । তত্র স্রোতঃসরগিরিব স্রোতসঃ প্রবাহন্ত সরগিরিব মার্গ ইব স্থিতা  
সীমন্তসরগিঃ সীমন্তে ধগ্নিলম্বা প্রদেশে সরগিঃ সরণ্যাকারাকারিতা রেখা বহন্তী  
ধারয়ন্তী সিন্দূরং সিন্দূরপরাগং প্রবলকবরীভারতিমিরদ্বিধাং প্রবলাঃ কেশপাশাশ্রয়ণা  
লব্ধবস্তরা প্রবলাঃ তে চ তে কবরীভারাঃ, ত এব কেশপাশনিচয়া এব তিমিরাণি  
ভাঙেব দ্বিধাঃ শত্রবঃ তেথাং বৃন্দৈঃ সমূহৈঃ বন্দীকৃতং বন্দীগ্রহণাবরুদ্ধম্ । ইব  
ইতি সম্ভাবনায়াম্ । কবিপ্রোচোক্তিস্থলে ইবশব্দন্ত সম্ভাবনৈবার্থঃ, অন্তত্র

সাদৃশ্যমিতি বিবেকঃ । নবীনাক্কিরণং নবীনঃ প্রাতঃকালীনঃ অর্কঃ সূর্য্যঃ তত্  
কিরণঃ তন্ম্ ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! তব বদনসৌন্দর্যালহরীপরীবাহশ্রোতঃ-  
সরগিরিব স্থিতা তব সীমন্তসরগিঃ প্রবলকবরীভারতিমিরম্বিবাং বৃন্দৈঃ বন্দীকৃতং  
নবীনাক্কিরণমিব সিন্দূরং বহন্তী নঃ কেমং তনোতু ।

অত্র উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, সীমন্তসরগিঃ শ্রোতঃসরগিষ্মেনোৎপ্রেক্ষণাৎ । ন  
চায়ম্ উপমালঙ্কারঃ ; স্বতঃসিদ্ধমল্পপঞ্জীব্য কবিপ্রোচোক্তিমিবোপজীব্যোখানাৎ । ন  
চ সম্ভাবনাপরম্ভেবশব্দস্ত সমাসবিধানাত্বাৎ উপমৈবেতি বাচ্যম্ । “ইবেন  
সহ” ইতি সামান্ত্রেনোভয়ার্থস্ত ইবশব্দস্ত গ্রহণাৎ উভয়ত্রাপি সমাসোহস্তুতি ধোয়ম্ ।  
উত্তরার্কেহপ্যুৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ ; সিন্দূরস্ত সূর্য্যাকিরণাঙ্মনা সম্ভাবনাৎ । কবরীভারস্ত  
তিমিরহারোপণাৎ রূপকালঙ্কারোপি বর্ত্ততে । এবমনয়োরঙ্গাজিভাবেন সঙ্করঃ ;  
সম্ভাবনাং প্রতি রূপকস্ত নিমিত্তত্বাৎ ॥ ৪৪ ॥

লক্ষ্মীধররূত-টীকার মৰ্ম্মানুবাদ।—হে ভগবতি ! আপনার  
যে সীমন্তরেখা,—উচ্ছলিত লাবণ্যশ্রোতের নিঃসরণপ্রণালী ; যাহাতে সিন্দূরবিন্দু  
কবরীভার-তিমির-রূপী শত্রু-হস্তে বন্দীকৃত নবোদিত সূর্য্যাকিরণবৎ প্রতীয়মান,  
সেই সীমন্তরেখা আমাদেরিগের কল্যাণ বিস্তার করুন ॥ ৪৪ ॥

অচ্যুতানন্দরূত-টীকা।—বহন্তীতি । সরগিরিব সীমন্তসরগিঃ সীমন্তঃ  
পট্ঠাঃ নোহস্মাকং কেমং তনোতু । কীদৃশী ? সিন্দূরং বহন্তী । সিন্দূরং কিঙ্কতম্ ?  
প্রবলকবরীভার এব তিমিরং তরুণশক্রণাং বৃন্দৈর্কন্দীকৃতং প্রাতঃসূর্য্যাকিরণমিব ।  
ত্বিয়ামিতি পাঠঃ । তত্র প্রবলকবরীভার এব তিমিরানি তেষাং কাস্তিবৃন্দৈর্কন্দীকৃতং  
নবীনাক্কিরণমিব । অত্র তুর্কলেন বলিনঃ সূর্য্যাকিরণস্ত নিয়মনাদা-  
সূচিতঃ । পুনঃ কিঙ্কতম্ ? তব বদনসৌন্দর্যালহরীপরীবাহশ্রোতঃসরগিরিব উৎকিষ্ট-  
পানীয়স্ত পথান্তরেণ নিঃসরণং পরীবাহঃ তজ্জন্ততীক্ৰশ্রোতসঃ সরগিরিব ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ।—জননি ! তোমার কেশজালমধ্যস্থিত যে সীমন্তপথ, তাহা  
তোমার বদনসৌন্দর্য্য-লহরীর পরীবাহ-শ্রোতঃপথের দ্বারা শোভা বিস্তার  
করিতেছে । বিশেষতঃ তাহাতে সিন্দূরবিন্দু থাকাতে অল্পমিত হইতেছে যে,  
প্রবল শত্রু কেশকলাপরূপ অন্ধকারের কাস্তিসমূহ দ্বারা প্রাতঃসূর্য্যাকিরণই যেন  
বন্দীকৃত হইয়াছে । ঈদৃশ এই সীমন্তপথ আমাদেরিগের মঙ্গলবিধান করুক ॥ ৪৪ ॥

\* নদী হইতে উৎকিষ্ট জল যদি অন্য পথ দ্বারা নিঃসরিত হয়, তাহা হইলে সেই নিঃসরণ-  
পথকেই পরীবাহ বলা হয় ।

অরালৈঃ স্বাভাব্যাদলিকুলসমগ্রীভি- \* রলকৈঃ,  
 পরীতং তে বক্তুং পরিহসতি পঙ্কেরুহরুচিৎ ।  
 দরশ্নেয়ে যস্মিন্ দশনরুচিকিঞ্জকরুচিরে,  
 সুগন্ধৌ মাণ্ডস্তি স্মরদহনচক্ষুর্মধুলিহঃ ॥ ৪৫ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা ।**—অরালৈঃ কুটিলৈঃ স্বাভাব্যং স্বভাবতঃ  
 অলিকলভসগ্রীভিঃ অলিকলভৈঃ ভ্রমরপোতৈঃ সমগ্রীভিঃ সমানাতৈঃ । সমাসান্ত-  
 বিধেরনিত্যবাৎ কপ্রত্যয়াভাবঃ । অলকৈঃ চূর্ণকুন্তলৈঃ পরীতং পরিতঃ ইতং  
 পরীতং ব্যাপ্তং তে তব বক্তুং পরিহসতি, তন্তুলাং ন ভবতীত্যর্থঃ । পঙ্কেরুহ-  
 রুচিঃ পঙ্কেরুহস্ত কমলস্ত রুচিঃ সৌভাগ্যং দরশ্নেয়ে দরশীষং শ্নেয়ো বিকাশঃ বস্ত  
 তস্মিন্ দশনরুচিকিঞ্জকরুচিরে দশনানাং দস্তানাং রুচয় এব কিঞ্জকঃ কেসরাঃ তৈঃ  
 রুচিরে সুভগে সুগন্ধৌ পদ্মগন্ধৌ মাণ্ডস্তি নন্দস্তি স্মরদহনচক্ষুর্মধুলিহঃ স্মরদহনস্ত  
 স্মরারেঃ জৈশ্বরস্ত চক্ষুঃশ্বেব মধুলিহঃ ভ্রমরাঃ । জিতমম্মথস্তাপি বদনসৌন্দর্যাদর্শনং  
 মাদনহেতুরিতি কিমু বক্তব্যং স্বদনসৌন্দর্যাস্বরূপমিতি ভাবঃ ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! স্বাভাব্যাদরালৈঃ অলিকলভসগ্রীভিঃ  
 অলকৈঃ পরীতং তে বক্তুং পঙ্কেরুহরুচিৎ পরিহসতি । দরশ্নেয়ে দশনরুচি  
 কিঞ্জকরুচিরে সুগন্ধৌ যস্মিন্ স্মরদহনচক্ষুর্মধুলিহঃ মাণ্ডস্তি ।

অত্র উপমাগন্ধারঃ, পঙ্কেরুহরুচিরং পরিহসতীত্যনেন বক্তুস্ত কমলসাদৃশ্য-  
 প্রতীভেঃ । অলিকলভসগ্রীভিরিত্যত্র উপমাগন্ধারঃ । অনয়োঃ সঙ্গিতাবেন  
 সঙ্গরঃ । দশনরুচিকিঞ্জকরুচিরে ইত্যত্র রূপকালঙ্কারঃ, দশনরুচীনাং কিঞ্জকশ্বে-  
 নারোপগাৎ । স্মরদহনচক্ষুর্মধুলিহ ইত্যত্র রূপকালঙ্কারঃ ; চক্ষুবাং মধুলিহশ্বেনারো-  
 পগাৎ । অনয়োঃ সঙ্গিতাবেন সঙ্গরঃ সঙ্গরদ্বয়সা সংসৃষ্টিঃ ॥ ৪৫ ॥ †

**অ-ভাষ্যকৃত-টীকা ।**—অরালৈরিতি । বক্তুং পঙ্কেরুহরুচিৎ  
 হসতি । কীদৃশম্ ? স্বভাবকুটিলৈঃ অলিকুলসমগ্রীভিরলকৈঃ পরীতং ব্যাপ্তম্ ।  
 অলিকুলহসগ্রীভিরিতি কুত্রাপি । তত্র অলিকুলং হসতীতি অলিকুলহসা সা গ্রীর্থেষাম্ ।  
 অলিকলভসগ্রীভিরিতি কুত্রাপি পাঠঃ । স্মরদহনচক্ষুর্মধুলিহঃ হরনেত্রভঙ্গাঃ মাণ্ডস্তি ।  
 কিমুতে ? দরশ্নেয়ে জৈবজ্ঞাসে । দশনকেশরকাস্তিমনোহরে সুগন্ধৌ এতেন  
 গন্ধজাপকর্ষণং দশিতম্ ॥ ৪৫ ॥

\* 'কলভ-সগ্রীভি' ইতি ল পাঠঃ ।

† লক্ষ্মীধরটীকার মর্ম্ম বিবৃৎ 'অনুবাদ' ইতি জ্ঞাতব্যঃ ।



অ-বান্ধ ।—মাতঃ ! স্বভাব-কুটিল ভ্রমরসজ্জমদশ-শোভা-যুক্ত অলকা-  
বলী দ্বারা পরিব্যাপ্ত তোমার মুখকমল অত্যন্ত জলজ কমলের শোভাকে  
পরিহাস করিতেছে । দশনশোভা-রূপ-কিঙ্কর-পরিশোভিত ঈষৎ হাস্যযুক্ত সৌরভ-  
মনোহর এই বদনকমলে অনঙ্গদর্পহারী মহেশ্বরের নয়নত্রয়রূপ মধুকরবুল উন্মত্ত  
হইয়া পতিত হইতেছে ॥ ৪৫ ॥

ললাটং লাবণ্যদ্যুতিবিমলমাভাতি তব যৎ,

দ্বিতীয়ং তন্মন্ত্রে মুকুটশশিখণ্ডস্ত শকলম্ । \*

বিপর্যাসস্তাসাদুভয়মভিসন্ধায় মিলিতঃ,

সুধালেপস্যুতিঃ পরিণমতি রাকাহিমকরঃ ॥ ৪৬ ॥

সম্মীক্ষনকৃত-টীকা ।—ললাটং নিটিলং লাবণ্যদ্যুতিবিমলং লাবণ্যং  
তারল্যমেব দ্যুতির্জ্যোৎস্না তয়া বিমলং বিন্দুন্মাভাতি আ সমস্তাভাতি তব যৎ  
দ্বিতীয়ং তৎ মন্ত্রে শব্দে মুকুটখচিতং কিরীটকলিতং চন্দ্রশকলং চন্দ্রার্দ্ধখণ্ডম্ ।  
বিপর্যাসস্তাসাং—ললাটং অবাকোণং বর্ততে । চন্দ্রশকলং ললাটস্তোপরি উর্দ্ধশৃঙ্গং  
বর্ততে । উভয়োবিপর্যাসস্তাসাং শৃঙ্গচতুষ্কস্মেলনং, তন্মাৎ উভয়মপি ললাটচন্দ্র-  
শকলে সম্মুখ মিলিতা । চকারোতিশয়বাচী । মিথঃ অত্যন্তং সুধালেপস্যুতিঃ  
সুধায়াঃ অমৃতস্ত লেপঃ বিলেপনং তস্ত স্যুতিঃ সৌবনং যস্ত সঃ অমৃতরসসাক্ষ ইত্যর্থঃ ।  
পরিণমতি তাক্রপাৎ ভজতি, তদাকারাকারিত ইত্যর্থঃ । রাকাহিমকরঃ রাকায়াং  
পূর্ণিমায়াং হিমকরচন্দ্রঃ ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! তব যৎ ললাটং লাবণ্যদ্যুতিবিমলম্  
আভাতি তৎ মুকুটখচিতং দ্বিতীয়ং চন্দ্রশকলং মন্ত্রে । বদ্যমাৎ কারণাৎ উভয়মপি  
বিপর্যাসস্তাসাৎ মিথঃ সম্মুখ চ সুধালেপস্যুতিঃ রাকাহিমকরঃ পরিণমতি ।

পূর্ণিমায়াং সম্পূর্ণতা চন্দ্রস্ত কথং ভবেৎ, কিরীটে অর্দ্ধদেহাবিষ্টতয়া চন্দ্রঃ  
পরিদৃষ্ট ইতি পূর্ণিমাচন্দ্রং নিমিত্তীকৃত্য ললাটমুৎপ্রেক্ষতে ।

অত্র উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, ললাটস্ত অর্দ্ধচন্দ্রমেনোৎপ্রেক্ষণাৎ । দ্বিতীয়াদ্ধে  
অতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ ; রাকাহিমকরস্ত ললাটকিরীটখচিতচন্দ্রে রেখাদ্বিতীয়নির্ণাণা-  
সম্বন্ধেপি সম্বন্ধকথনাৎ । অত্র কবিকল্পিতবস্তুরন্তসৌন্দর্য্যোরভেদাধ্যাবসারঃ ।  
উৎপ্রেক্ষাতিশয়োক্ত্যাঃ অজ্ঞানিতাবেন সঙ্করঃ । “অধ্যাবসারব্যাপারপ্রাধান্যে

\* ‘মুকুটখচিতং চন্দ্রশকলম্’ ইতি ল পাঠঃ ।



উৎপ্রেক্ষা” “অধ্যবসিতপ্রাধাত্তে অতিশয়োক্তিঃ।” সূত্রদ্বয়স্তায়মর্থঃ—অধ্যবসায়-  
বিষয়ভূতে অধ্যবসানক্রিয়াক্রপস্ত বাপারস্ত প্রাধাত্তং যত্র তত্রোৎপ্রেক্ষোৎপাদনম্।  
যদা অধ্যবসায়বিষয়ভূতে অধ্যবসিতশ্চৈব প্রাধাত্তং প্রতীয়তে, তদা অতিশয়োক্তে-  
রুৎপাদনম্। অধ্যবসায়ো নাম—নিশ্চয়জ্ঞানম্। তচ্চ কবিপ্রোক্তোক্তিসিদ্ধম্, ন  
বাস্তবম্। উৎপ্রেক্ষায়াস্ত অধ্যবসানক্রিয়াপ্রাধাত্তস্ত দ্ব্যতক্যঃ “মত্রে শক্বে ঐবম্”  
ইত্যেবমাদয়ঃ স্বরূপোৎপ্রেক্ষাদ্ব্যতক্যঃ। হেতুৎপ্রেক্ষায়াং হেতুরেব। ফলোৎপ্রে-  
ক্ষায়াং ফলমেব দ্ব্যতকম্। অতএব স্বরূপোৎপ্রেক্ষায়াং ইবাভ্যভাবে হেতুফলয়ো-  
রসম্বন্ধাৎ, অতিশয়োক্ত্যুৎপ্রেক্ষয়োঃ ভেদাভাবাৎ সৈবোৎপ্রেক্ষা অতিশয়োক্তৌ  
অন্তর্ভূতেতি দ্বিঘাত্তমুক্তম্ ॥ ৪৬ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—সলাটমিতি। তব লাবণ্যকাস্ত্যাস্থনির্ম্মলং  
তব যল্লাটম্ আভাতি, তন্মুকুটার্কচন্দ্রস্ত দ্বিতীয়ং ধণ্ডম্ ইত্যহং মত্রে। বিপর্যাস-  
স্তাসাদ্ বিপরীতবিজ্ঞাসাৎ উভয়ং শশিধণ্ডং মিলিতং সৎ ব্রাহ্মহিমকরঃ পরিণমতি,  
পূর্ণচন্দ্রঃ সম্প্রসৃতঃ। হিমকরঃ কিমুতঃ? সূধালেপনস্যতিঃ অমৃতলেপনেন স্যতিঃ  
গ্রন্থনং যন্ত। অধোমুখং ললাটমূর্দ্ধমুখং চ মুকুটার্ক চন্দ্রধণ্ডম্ অনয়োর্ম্মতলেপগ্রন্থনে  
সম্মুখীকৃত্য সংযোগাৎ পূর্ণচন্দ্রে ভবতীতি বাক্যার্থঃ ॥ ৪৬ ॥

**অনুবাদ।**—হে জননি! লাবণ্যকাস্তি দ্বারা স্থনির্ম্মল তোমার ললাটধণ্ড  
দর্শন করিয়া অম্মিত হইতেছে যে, ইহা মুকুটস্বরূপ অর্কচন্দ্রের দ্বিতীয় অর্ক ধণ্ড।  
এই চন্দ্রধণ্ডদ্বয় বিপরীতভাবে বিজ্ঞস্ত এবং অমৃতলেপন দ্বারা গ্রন্থিত ও  
সংযুক্ত হইয়া পূর্ণচন্দ্ররূপে পরিণত হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

ক্রবৌ ভূমে কিঞ্চিদ্রুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনি,

ত্বদীয়ে নেত্রোভ্যাং মধুকররুচিভ্যাং ধৃতগুণম্।

ধনুর্ম্মত্রে সব্যেতরকরগৃহীতং রতিপতেঃ,

প্রকোষ্ঠে মুষ্ঠৌ চ স্থগয়তি নিগৃঢ়াস্তরমিদম্ ॥ ৪৭ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—ক্রবৌ ক্রবলী ভূমে অবাক্ষুদ্রতয়া বলয়িতে  
কিঞ্চিং নাত্যন্তং, ত্রুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনি ত্রুবনানাং জগতাং ভয়স্ত উপদ্রবস্ত ভঙ্গে  
নাশকরণে ব্যসনং তদেকপ্রবণতা অস্তা অস্তীতি ত্রুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনী তস্তাঃ  
সমুদ্ভিঃ। ত্বদীয়ে ভবৎসম্বন্ধিনৌ নেত্রোভ্যাং অক্ষিভ্যাং মধুকররুচিভ্যাং মধু-  
করাণাং ভ্রমরাণামিব রুচিঃ শোভা যয়োস্তাভ্যাং মধুকরাকারাকারিতাভ্যামিত্যর্থঃ।

ধৃতগুণঃ ধৃতঃ সম্পাদিতঃ গুণঃ জ্যাবলী যন্ত তৎ ধনুঃ চাপঃ মন্ত্রে শঙ্কে সব্যোত্তরকর-  
গৃহীতং সব্যো দক্ষিণঃ তদিতরো বামঃ স চাসৌ করন্ট তেন গৃহীতম্। সব্যোত্তর-  
শঙ্কেন একেনৈব হস্তেন সৰ্ব্বদা ধৃতং, ন তু বাণপ্রয়োগার্থমিতি সূচ্যতে। রতিপতে:  
মন্বথস্ত প্রকোষ্ঠে মণিবন্ধে মুঠৌ অঙ্গুলীনাং গ্রাহৌ। অয়ং মুষ্টিশব্দঃ অমুশাসনবশাৎ  
জীলিঙ্গোহপি প্রয়োগবাহুল্যাৎ পুংলিঙ্গতামাপন্নঃ, গণ্ডুষশব্দবৎ। যথা—“উদয়ং  
পরিমাতি মুষ্টিনা” ইতি নৈষধে প্রয়োগঃ। স্থগয়তি স্থগনং ছাদনং কুর্তিতি সতি,  
নিগূঢ়াস্তরং নিগূঢ়ে অন্তরে মোক্ষদীদণ্ডয়োৰ্যস্ত তৎ। উমে হে পার্কতি।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে উমে! ভুবনভয়ভঙ্গবাসনিনি! ষ্ঠদীয়ে কিকিছুয়ে  
ক্রবৌ মধুকরকৃতিভ্যাং নেত্রাভ্যাং ধৃতগুণঃ রতিপতে: সব্যোত্তরকরগৃহীতং প্রকোষ্ঠে  
মুঠৌ চ স্থগয়তি সতি নিগূঢ়াস্তরং ধনুর্মন্ত্রে।

অত্র ক্রবৌ ধনুরিতি রূপকং. ক্রবো: ধনুরূপেণ নিরূপণাৎ। অতএব দ্বিবচনৈক-  
বচনয়ো: সামান্যাদিকরণাৎ ক্রবৌ ধনুরিতি।

অয়ং ভাবঃ—বিশেষণং চতুর্বিধম্—ব্যাবৰ্ত্তকবিশেষণম্; উপরঞ্জকবিশেষণম্,  
উপলক্ষণবিশেষণম্, উপাধানবিশেষণং চেতি। তত্র ব্যাবৰ্ত্তকবিশেষণং নীলোৎপল-  
মিত্যাदि, তত্র নৈল্যস্ত শ্বেতাদিব্যাবৰ্ত্তকত্বাৎ। উপরঞ্জকবিশেষণং দ্বিবিধম্—  
উপরঞ্জনস্ত আরোপবিষয়গোচরত্বেন, আরোপ্যমাণগোচরত্বেন চেতি। তত্র  
আরোপবিষয়গোচরত্বে “মুখং চক্ষুঃ” ইত্যাদি তত্র চক্ষুত্বেন মুখস্ত উপরঞ্জনম্।  
অতএব লিঙ্গভেদেহপি বিশেষণবিশেষ্যভাবঃ সিদ্ধ এব। “স তদুচ্চকুচৌ ভবন্”  
ইতি নৈষধে। তত্র সঃ ইতি কলশ একঃ, যৌ কুচৌ, উভয়োর্বিশেষণবিশেষ্য-  
ভাবঃ। আরোপ্যমানবিশেষণং তু “তিরঙ্করিণ্যো জলদা ভবন্তি।” অত্র আরোপ্য-  
মাণতিরঙ্করিণীত্বম্ আরোপবিষয়াত্মতয়া স্থিতম্। এতচ্চ পূৰ্ব্বমেব নিরূপিতম্।  
উপলক্ষণবিশেষণম্—কাকবদেবদন্তগৃহম্। পৃথকস্থিতে হি ধর্ম্মিণি উপলক্ষণমিতি  
উপলক্ষণবিদঃ। কাকত্বাদিজাত্যাবিষ্টস্যৈব উপলক্ষণত্বাৎ বিশেষণতো ভেদঃ।  
উপাধানবিশেষণম্—“রক্তক্ষটিকম্” ইতি। ধর্ম্ম্যাঅনা উপাধায়কত্বাৎ উপলক্ষণতো  
ভেদঃ। ব্যাবৰ্ত্তকত্বাত্বাৎ নীলোৎপলাদেব্যাবৃত্তিঃ।

অত্রৈদং ভাবম্—উপরঞ্জকবিশেষণস্থলে—“মুখং চক্ষুঃ” “কলশঃ স্তনৌ—”  
“ক্রবৌ ধনুঃ” ইত্যাদিস্থলে—চক্ষুকলশাত্ম্যপরঞ্জকবিশেষণানি আশ্রিতলিঙ্গসম্ব্যা-  
ক্তেব মুখাদিকং স্তনাদিকং বিশিষ্যন্তীতি, ন স্তনাদে: মুখাদেৰ্কা লিঙ্গং সম্ব্যাৎ বা  
ভজন্তে। নিরতলিঙ্গতয়া বিশেষ্যানিষদ্ব্যভাবাৎ ইতরেভ্যো বিশেষণেভ্যো ব্যাবৃত্তিঃ।  
মন্ত্ৰেশব্দপ্রয়োগাৎ সম্ভাবনোপাখানাৎ উৎপ্রেক্ষালঙ্কারোহপি। অনয়ো: অমুসৃষ্টিঃ,

অপৃথক্স্থিতয়োঃ অলঙ্কারয়োঃ অঙ্গাঙ্গিত্বাৎ । অপৃথক্স্থিতয়োঃ অলঙ্কারয়োঃ অঙ্গাঙ্গি-  
তাবোহুসম্বন্ধনম্ । পৃথক্স্থিতয়োস্ত সঙ্করঃ ইত্যালঙ্কারিকরহস্তম্ । অতিশয়োক্তিঃ রূপি,  
ক্রমধানাসিকামধ্যায়োঃ মুষ্টিপ্রকোষ্ঠস্থগিতত্বেনাধ্যবসানাৎ । অত্র নাসিকায়োঃ  
সব্যোত্তরকরত্বেনারোপণপ্রতীতেঃ রূপকালঙ্কারো ধ্বস্ততে । বধা—সব্যোত্তরকরত্বেন  
নাসিকায়োঃ অধ্যবসানপ্রতীতেঃ অতিশয়োক্তিঃ । অন্যোঃ সন্দেহঃ সঙ্করঃ ॥ ৪৭ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।**—ক্রবৌ ইতি । হে ভুবনভয়ভঙ্গবাসিনি !  
সংসারভয়ভঙ্গনশীলে ! স্বদীয়ে কিঞ্চিদ্ধুখে ঈষৎকুটিলে ক্রবৌ রতিপতেঃ কামস্ত  
ধনুর্নিত্যহং মস্তে । কামধনুঃ সাম্যমাহ । মধুকরকুচিভ্যাং নেত্রাভ্যাং ধৃতগুণে  
মধুকরগুণং কামধনুর্নিত্য । ধনুঃ পৌষ্পমিতাদিশ্লোকেন পূর্ব্বমুক্তম্ । তৎ কথং  
ধনুগুণয়োঃ মধ্যো শূন্যতা ইত্যাহ,—নিগূঢ়াস্তরং নেয়ং শূন্যতা কিন্তু অব্যক্তমধ্যম্ ।  
কথমিত্যাহ সব্যোত্তর ইত্যাদি । ইদং ধনুঃ সব্যোত্তরকরগৃহীতং সৎ প্রকোষ্ঠে  
মণিবন্ধে মুষ্ঠৌ মুষ্টিদেশে চ স্থগয়তি আচ্ছাদয়তি, রতিপতিরিত্তি কর্তৃপদং  
কুত্রাপি দৃশ্যতে ॥ ৪৭ ॥

**অনুবাদ ।**—মাতঃ ! তুমি সংসারভয়ভঙ্গনকারিণী । তোমার ঈষৎকুটিল  
ক্রবুগল রতিপতি কামদেবের শরাসনস্বরূপ এবং ভ্রমরকৃষ্ণ নয়নযুগল ধনুগুণস্বরূপ  
বোধ হইতেছে । ক্রবুগল মধ্যস্থান-বিচ্ছিন্ন, নয়ন-যুগলের মধ্যস্থানে নাসিকা ;  
কিন্তু ধনু ত এইরূপ মধ্যবিচ্ছিন্ন হয় না, ধনুগুণও মধ্যবিচ্ছিন্ন হয় না, তবে,  
এই যে বিচ্ছিন্ন বা ফাঁক, তাহার কারণ ধনুর্দ্বারী কামদেবের বামহস্তের মণিবন্ধ ও  
মুষ্টি দ্বারা ঐ মধ্যস্থান সমাচ্ছাদিত রহিয়াছে । ( বাণত্যাগ করিবার সময়  
ব্যতীত, ধনুর্দ্বারী বামহস্তে ধনুর মধ্যভাগ মুষ্টি দ্বারা ধারণ করে, মণিবন্ধের  
দিকে ধনুগুণ থাকে ) ॥ ৪৭ ॥

অহঃ সূতে সব্যং তব নয়নমবশ্যকতয়া,

ত্রিযামাং বামং তে সৃজতি রজনীনায়কতয়া ।

তৃতীয়া তে দৃষ্টির্দরদালিতহেমাঙ্কুরচিঃ,

সমাধন্তে সন্ধ্যাং দিবসনিশায়োরস্তরচরীম্ ॥ ৪৮ ॥

**লক্ষীধরকৃত-টীকা ।**—অহঃ দিবসং সূতে জনয়তি সব্যং দক্ষিণং  
তব নয়নং নেত্রম্ অর্কাঙ্কতয়া সূর্য্যাক্ততয়া । ত্রিযামাং রাত্রিঃ বামং সব্যোত্তরং  
তে তব সৃজতি সূতে রজনীনায়কতয়া চন্দ্রাক্ততয়া । তৃতীয়া নিটিলস্থিতা তে  
তব দৃষ্টিঃ দরদালিতহেমাঙ্কুরচিঃ দরদালিতমীষধিকসিতং হেমাঙ্কুরং রক্তাঙ্কুরং

তন্ত্বেব রুচির্যন্তাঃ সা সমাধন্তে সমাগাধন্তে করোতি দিবসনিশয়োঃ অহোরাত্রয়োঃ  
অস্তরচরীঃ মধ্যবর্জিনীঃ সন্ধ্যাম্ ; সায়াং-প্রাতরাশ্বকসন্ধ্যাকালদ্বিতয়স্ত অগ্নিহোত্র-  
সাধ্যাদিতি ভাবঃ ।

অত্রৈখং পদবোজনা—হে ভগবতি ! তব সবাং নয়নম্ অর্কাশ্বকতয়া অহঃ  
সৃতে । তে বামং নয়নং রজনীনায়কতয়া ত্রিষামাং সৃজতি । তে দরদলিতহেমাষুজ-  
রুচিঃ তৃতীয়া দৃষ্টিঃ দিবসনিশয়োঃ অস্তরচরীঃ সন্ধ্যাং সমাধন্তে ।

অত্র সূর্য্যচন্দ্রাখ্যাশ্বকনয়নত্রয়েণ ভগবত্যাঃ অবয়ববিশেষণেন দিবসনিশাসন্ধ্যা-  
শ্বককালত্রয়োপলক্ষিত-পক্ষ-মাসর্গ-যুগকল্লাদিকালোৎপত্তিকথনাং ভগবত্যাঃ কালাব-  
চ্ছেদ্যং দূরত এবাপাস্তমিতি ধ্বজ্যতে । ইদমুত্তমং কাব্যম্ । মধ্যমকাব্যাতা-  
প্রতীতিরপি, “অর্কাশ্বকতয়া” “রজনীনায়কতয়া” ইতি বাচ্যায়মানত্বাৎ । দর-  
দলিতহেমাষুজরুচিরিত্যনেন অগ্নিনেত্রত্বং ধ্বজ্যতে । অয়মহুপ্রাণনাশ্বকঃ । মধ্য-  
মোত্তমকাব্যপ্রয়োজকধ্বজ্যোঃ সংসৃষ্টিঃ । সংসৃজ্যমানং ব্যাক্যত্বয়ং প্রধানধ্বনি  
অঙ্গাদিত্যেব সঙ্গীর্ষাত ইতি দিক্ ॥ ৪৮ ॥

অ-্যতানন্দকৃত-ভীক।—অহঃ সৃতে ইতি । তব সবাং দক্ষিণং  
নয়নং সূর্য্যরূপত্বাৎ দিবসং সৃজতি । বামনয়নং চন্দ্ররূপত্বাৎ ত্রিষামাম্ । ঈষদ্বিচলিত-  
কান্তিত্বতীয়া দৃষ্টির্দিবরাত্র্যোরস্তরচরীঃ মধ্যমাং সন্ধ্যাম্ আধন্তে সৃজতীত্যর্থঃ ।  
হেমাষুজরুচিমিতি কুত্রাপি পাঠঃ । এতেন বহিসারূপ্যাং স্বর্ণস্ত বহ্যাস্বকত্বাচ্চ  
বহ্যাস্বিকা তৃতীয়া দৃষ্টিরিতি সৃচিতা । নিত্যস্ত কালস্ত ভবতী কারণমিতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ।—জননি ! তোমার দক্ষিণ চক্ষু সূর্য্যস্বরূপ বলিয়া দিবসের  
সৃষ্টি করিতেছে, তোমার বামনয়ন চন্দ্রস্বরূপ বলিয়া রাত্রি সৃষ্টি করিতেছে  
এবং ঈষৎ বিকসিত সুবর্ণকমলসদৃশ তোমার তৃতীয় নয়ন ( অগ্নিস্বরূপ ) দিবস ও  
রাত্রির মধ্যবর্জিনী ( অগ্নিহোত্রের উপযুক্ত ) সন্ধ্যা সম্পাদন করিতেছে ॥ ৪৮ ॥

বিশালা কল্যাণী স্ফুটরুচিরযোধ্যা \* কুবলয়ৈঃ,

কৃপাধারাদারা † কিমপি মধুরা-ভোগবতিকা ‡ ।

অবন্তী দৃষ্টিস্তে বহ্ননগরবিস্তারবিজয়া,

ঋবং তত্তম্মামব্যবহরণযোগ্যা বিজয়তে ॥ ৪৯ ॥

:-ভীক।—বিশালা বিপুলা, কল্যাণী মঙ্গলাশ্বিকা,

\* ‘আযোগ্যা’ ইতি

† ‘কৃপাপারাদারা’ ইতি

‡ ভোগলতিকা ইতি চ কবীরটীকাকৃতং সম্ভবতঃ পাঠঃ

ক্ষুটকৃতিঃ প্রক্ষুটকৃতিঃ, অযোধ্যা যোদ্ধুমশক্যা, কুবলয়ৈঃ ইন্দীবরৈঃ কৃপাধারাধারা  
কৃপাধারাণাং করুণাপ্রবাহাণাং আধারভূতা । আধারশব্দস্ত কৰ্ম্মণি বহুস্ত্বাৎ  
বিশেষ্যনিয়মেন স্ত্রীলিঙ্গত্বম্ । কিমপি মধুরা অব্যক্তমধুরা । আভোগবতিকা  
আভোগঃ অন্তঃপরিণাহঃ দৈৰ্ঘ্যমিতি যাবৎ । অবস্তী রক্ষিকা দৃষ্টিঃ তে নয়নং  
বহনগরবিস্তারবিজয়া বহুনাং নগরাণাং বিস্তারেন সামন্ত্যেন বিজয়া ক্ষুরস্তী ।  
ঋৎ নিশ্চয়ম্ । তন্তুগ্রামব্যবহরণযোগ্যা তানি তানি চ নামানি তন্তুগ্রামানি বিশালা-  
কল্যাণী-অযোধ্যা-ধারা-মধুরা-ভোগবতী-অবস্তী-বিজয়া-ইত্যষ্ট নগরনামানি তৈঃ বধ্য-  
বহরণং ব্যবহারঃ তত্র যোগ্যা বিজয়তে সৰ্ব্বোৎকর্ষণে বর্ততে ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! তে দৃষ্টিঃ বিশালা কল্যাণী ক্ষুটকৃতিঃ  
কুবলয়ৈঃ অযোধ্যা কৃপাধারাধারা কিমপি মধুরা আভোগবতিকা অবস্তী বহনগর-  
বিস্তারবিজয়া তন্তুগ্রামব্যবহরণযোগ্যা ঋৎ বিজয়তে ।

অত্রৈদমহুসক্ষেয়ম্—বিশালাপ্রভৃতয়ো বিজয়াস্তাঃ অষ্ট নগর্যাঃ অষ্ট দৃষ্টয়শ্চ ;  
বিশালা নাম দৃষ্টিঃ অন্তর্বিকাশরূপা । কল্যাণীদৃষ্টিঃ বিস্তৃতা । অযোধ্যাদৃষ্টিঃ  
স্নেহকণীনিকা । ধারাদৃষ্টিঃ অলসা । মধুরাদৃষ্টিঃ বলিতা । আভোগবতীদৃষ্টিঃ  
মিথ্যা । অবস্তীদৃষ্টিঃ মুখ্যা । বিজয়াদৃষ্টিঃ প্রাস্তকনীনিকা আকেকরাধ্যা দৃষ্টিঃ ।  
এতা অষ্ট দৃষ্টয়ঃ সৰ্ব্বযোষিতসমানাঃ । ভগবত্যাং তু বিশেষঃ—এতাঃ দৃষ্টয়ঃ বধ্য-  
ক্রমং সংকোভাকর্ষণজাবণোন্মাদবস্ত্রোচ্চাটনবিষেধমারণক্রিয়ান্ন সংভিমাঃ ।

এতদ্বক্তং ভবতি—ভগবতী যত্র প্রদেশে হিহা অন্তর্বিকাশযুক্ততয়া বিশালাধ্যয়া  
দৃষ্ট্যা জনসংকোভমকরোং স দেশো বিশালানগরী । যত্র প্রদেশে হিহা সা  
আকেকরয়া দৃষ্ট্যা বিজয়াধ্যয়া শক্রমারণমকরোং স দেশো বিজয়ানগরী । এবং  
মধ্যবর্তিনীন্য বধ্যং পুরাং নামধেয়ানুহানি । যথোক্তং ভগবৎপাদৈঃ—বিশালাস্তাঃ  
ভগবত্যাঃ দৃষ্টিবিশেষাঃ সংকোভাদিকৰ্ম্মসাধনভূতাঃ অন্তর্বিকাশাদিরূপাশ্চেতি সৰ্ব্বমন-  
বত্তমিতি । এতদেব স্পষ্টীকৃতং তদ্ব্যাখ্যাকারৈঃ তত্র তত এব অবধার্য্যম্ ॥ ৪৯ ॥

সঙ্গীত-তীকা-নুবাদ ।—(১) বিশালা (২) কল্যাণী

(৩) অযোধ্যা (৪) ধারা (৫) মধুরা (৬) ভোগবতী (৭) অবস্তী (৮) বিজয়া এই অষ্ট নগরী  
উক্ত নামে আখ্যাত অষ্ট দৃষ্টিবলেই উৎপন্ন । ইহা গূঢ়ার্থ । স্পষ্টার্থ বধ্য—দেবি !  
তোমার কমলীয় দৃষ্টি বিশালা, মঙ্গলময়ী, ইন্দীবরের অযোধ্যা অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতার  
অভীতা ; (তোমার দৃষ্টি) করুণা-ধারার আশ্রয়, অনির্কচনীয় মধুরতা-পূর্ণা  
আভোগবতী—(দীর্ঘ) ভক্তরক্ষিনী ও বহনগরীসমাবেশে শোভমানা । মনে  
হয়, তোমার দৃষ্টি হইতেই এই সব নগরীর নামব্যবহার হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥

**অন্যানন্দকৃত-টীকা।**—বিশালা ইতি। তব দৃষ্টির্বিজয়তে সর্বেষাং দৃষ্টিং তিরস্করোতি। দৃষ্টিঃ কিঙ্কতা? বহনগরবিস্তারবিজয়া। এতেন বিপুলনগরাণাং বিততেতপি তব দৃষ্টের্বিততির্গরীয়সীতি ভাবঃ। তথা চ ধরনিঃ,— বহু স্ত্রাং ত্রাদিসংখ্যানু বিপুলেহপ্যাভিধেয়বৎ। তত্তন্মামব্যবহরণযোগ্যা তেষাং বিপুলনগরাদীনাং নামভিস্তব দৃষ্টেক্যবহারোহপি বুজ্যতে ইতি ভাবঃ। তদেবাহ বিশালেত্যাदि। তব দৃষ্টিঃ কিঙ্কতা? বিশালা দীর্ঘা, নগর্যাপি বিশালানামী। দৃষ্টিঃ কল্যাণগুণযুক্তা, নাম্না নগর্যাপি কল্যাণী। দৃষ্টিঃ ফুটকুচির্ক্যাক্তকাস্তিঃ নগর্যাপি ফুটকুচিনামী। দৃষ্টিঃ কুবলয়ৈরযোগ্যা ভূচক্রেষসদৃশী। নগর্যাপি অযোগ্যা-নামী চীনদেশোদ্ভবা। অযোধ্যা ইতি পাঠে দৃষ্টিঃ কুবলয়ৈর্নৌলেন্দীবরদলৈরযোধ্যা যোদ্ধুমশক্যা অর্থাৎ অজ্জিয়া। নগর্যাপি অযোধ্যানামী। দৃষ্টিঃ কুপাপারাবারী কুপাসিদ্ধকুপা। নগর্যাপি কুপাপারাবারানামী। বারাপদেন বারাগসী উপলক্ষ্যতে, যথা ভীমো ভীমসেনঃ। অথবা কুপাপদেন কুপাবতী পারা হারাবত্যাখ্যা বারা বারাগসী। দৃষ্টির্মধুরা মনোহারিণী। নগর্যাপি মধুরানামী। মধুনা রাজা রাতা গৃহীতা ইতি ব্যুৎপত্ত্যা মথুরা উপলক্ষ্যতে। তথা চ মধুপুরীতি সর্বত্র খ্যাতা। দৃষ্টির্ভোগলতিকা কল্পজমরুপা। নগর্যাপি ভোগলতিকা-নামী। দৃষ্টিরবস্তী ভক্তরক্ষণ-পরা। নগর্যাপি অবস্তীনামী। অতএবাত্র ছলোক্যা। শব্দচিত্রালঙ্কারঃ সৃচিতঃ ॥ ৪৯ ॥

**অনুবাদ।**—জননি! তোমার দৃষ্টি বহনগরসমূহের বিস্তারকে জয় করিয়াছে অর্থাৎ তোমার দৃষ্টি অতীব বিস্তীর্ণ। এই কারণ তোমার দৃষ্টি বিশালা অর্থাৎ সুদীর্ঘ। এই জন্ত বিশালানামী একটি নগরীও প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তোমার দৃষ্টি কল্যাণী অর্থাৎ মঙ্গলদায়িনী; এই হেতু কল্যাণী নামে একটি নগরীও প্রসিদ্ধ হইয়াছে; তোমার দৃষ্টি ফুটকুচি অথবা নির্মলকাস্তি; এই কারণ ফুটকুচি নামে একটি নগরীও প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তোমার দৃষ্টি ভূমণ্ডলে অযোগ্যা বা অসদৃশী; এই জন্ত চীনদেশে অযোগ্যা নামে একটি নগরীও প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তোমার দৃষ্টি কুপাপারাবারা অর্থাৎ কুপাসাগরস্বরূপা; এই হেতু কুপাপারা-নামী এবং বারা অর্থাৎ বারাগসী নামী নগরীও প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তোমার দৃষ্টি মধুরা অর্থাৎ মনোহারিণী; এই কারণে মধুরা (মথুরা) নামে একটি নগরীও প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তোমার দৃষ্টি ভোগলতিকা অর্থাৎ কল্পজ-স্বরূপা; এই জন্ত ভোগলতিকা নামে একটি নগরীও প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তোমার দৃষ্টি অবস্তী অর্থাৎ ভক্তজনকে রক্ষা করিতেছে; এই হেতু অবস্তী নামে নগরীও প্রসিদ্ধ আছে। বোধ হয়, এই জন্তই বিশালা, কল্যাণী, ফুটকুচি, অযোগ্যা,

কুপাণারী, বারানসী, মধুরা (মধুরা), ভোগলতিকা ও অবন্তী নগরী ঐ সকল ব্যবহারের যোগ্য। ইহা আছে ॥ ৪৯ ॥

কবীনাং সন্দর্ভস্তবকমকরনৈকরসিকং,  
কটাক্ষব্যাক্ষেপভ্রমরকলভৌ কর্ণযুগলম্ ।  
অমুঞ্চস্তৌ দৃষ্টৌ তব নবরসান্বাদতরলা-  
বসূয়াসংসর্গাদলিকনয়নং কিঞ্চিদরুণম্ ॥ ৫০ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—কবীনাং কবীশ্রবাণাং সন্দর্ভস্তবকমকরনৈক-  
রসিকং সন্দর্ভঃ কাব্যসন্দর্ভঃ স এব স্তবকঃ পুষ্পগুচ্ছং তত্র মকরনৈ একং মুখ্যং  
রসিকং মুখ্যরসিকং কাব্যামৃতান্বাদৈকরসিকমিত্যর্থঃ । কটাক্ষব্যাক্ষেপভ্রমরকলভৌ,  
কটাক্ষাবেব ব্যাক্ষেপৌ ব্যাক্ষৌ যয়োস্তৌ, তৌ চ তৌ ভ্রমরকলভৌ চেতি সমাসঃ ।  
ভ্রমরকলভৌ বিরুদ্ধভিত্তৌ । অত্র যত্নপি কলভশব্দঃ করিডিস্তবচনঃ, মহাকবি-  
প্রয়োগপ্রাচুর্যাবশাৎ বিশেষতঃ সামান্ত্রে লক্ষণয়া ভ্রমরকলভাবিতি । কর্ণযুগলং কর্ণয়োঃ  
শ্রবণয়োঃ যুগ্মম্ অমুঞ্চস্তৌ রসান্বাদলম্পটতয়া অতাজস্তৌ দৃষ্টৌ, তৃতীয়শ্চ নয়নশ্চ  
উল্লিখিতত্বাৎ । তব নবরসান্বাদতরলৌ নবরসঃ শৃঙ্গারাদয়ঃ নবত্বসংখ্যায়ুক্তাঃ রসাঃ ।  
নবরসঃ শাকপাৰ্শ্ববাদিস্বাক্ষরপদলোপঃ, অত্রথা “দ্বিগোঃ” ইতি ভীষ্মি কৃতে নবরসী  
ইতি জ্ঞাৎ । নবরসানামান্বাদে ভোগে তরলৌ লম্পটৌ । অসূয়াসংসর্গাৎ অসূয়া  
ঈর্ষ্যা তস্তাঃ সংসর্গঃ সম্বন্ধঃ তস্তাৎ । অলিকনয়নং নিটিলনেত্রং কিঞ্চিদরুণং কিঞ্চিৎ  
কোপাদিবারুণম্ ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! কবীনাং সন্দর্ভস্তবকমকরনৈকরসিকং  
তব কর্ণযুগলং কটাক্ষব্যাক্ষেপভ্রমরকলভৌ নবরসান্বাদতরলৌ অমুঞ্চস্তৌ দৃষ্টৌ অসূয়া-  
সংসর্গাৎ অলিকনয়নং কিঞ্চিদরুণম্ ।

অর্থমর্থঃ—নয়নদ্বয়মধ্যে দ্বয়োরমৃতপানে সিদ্ধে একশ্চ নয়নশ্চ অসূয়া ঘূজ্যতে ।  
আকর্ণান্তনেত্রা ভগবতী ইতি বস্তুধ্বনিঃ । অত্র অতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ ; শ্রবণয়োঃ \*  
কাব্যামৃতান্বাদসম্বন্ধাভাবেহপি সম্বন্ধকথনাৎ । ভ্রমরকলভাবিত্যত্র অপহুবালঙ্কারঃ ।  
যথা—রূপকং, কটাক্ষব্যাক্ষেপঃ কটাক্ষাতরলা অবস্থিতিরिति ব্যাখ্যায়ম্ । অতিশয়ো-  
ক্ত্যন্তরমপি, ভ্রমরকলভয়োঃ মকরনান্বাদাসম্বন্ধেহপি সম্বন্ধকথনাৎ । কবিকৃত-  
বস্তুকৃতগৌলব্যায়োরভেদাধাবসায়াত্ অতিশয়োক্ত্যন্তরমপি । ভ্রমরকলভয়োঃ



মকরন্দাস্বাদাসম্বন্ধেহপি সম্বন্ধকথনাং কবিকৃতবস্তুকৃতসৌন্দর্য্যোবভেদাধাবসারাৎ  
অতিশয়োক্ত্যোরমুপ্রাণ্যুপ্রাণকভাবেঃ সম্বন্ধঃ। অগ্ৰবস্তু অজ্ঞানিতাবেন  
সঙ্গীর্ণঃ ॥ ৫০ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—কবীনাম্ ইতি। তব আলিকনয়নং  
ললাটস্থং নয়নম্ অমৃয়াসংসর্গাৎ হিংসাসম্পর্কাৎ ঈষদ্রক্তং জাতম্। কথমিত্যাহ ;—  
কর্ণযুগলম্ অমৃগন্তৌ অপরিত্যাগিনৌ কটাক্ষক্লেপরূপভ্রমরশাবকৌ দৃষ্টৌ। কর্ণ-  
যুগলং কিম্বৃতম্? কবীনাং সন্দর্ভস্তবকমকরনৈকরসিকং ব্রহ্মাদীনাম্ নানাগুণ-  
বিশিষ্ট-কাব্যরচনারূপপুষ্পগুচ্ছস্ত শৃঙ্গারাদিভাবরূপরসেন রসযুক্তম্। ভ্রমরশাবকৌ  
কিম্বৃতৌ? নবরসাস্বাদতরলৌ অপূর্ব্বমকরন্দাস্বাদচঞ্চলৌ। এতেন নয়নভঙ্গশাবকয়োঃ  
শ্রবণাস্তগতয়া শ্রবণযুগলস্ত কাব্যরসেন সরসতয়া চ স্বভাবরক্তশালিকনয়নস্ত অমৃয়া-  
সংসর্গতানুমীয়তে ॥ ৫০ ॥

**অনুবাদ।**—জননি! ব্রহ্মা প্রভৃতি কবিগণের বিরচিত নবরস-পরিপূর্ণ  
কবিতাসন্দর্ভরূপ স্তম্বনোহর কুসুমগুচ্ছের নবরসে পরিপ্লুত তোমার শ্রবণযুগল  
দর্শন করিয়া নবরসাস্বাদে লোলুপ তোমার কটাক্ষক্লেপরূপ ভ্রমরশাবকযুগল  
ক্ষণমাত্রও তাহা পরিত্যাগ করিতেছে না; ইহা দেখিয়া তোমার ললাটস্থিত নয়ন  
হিংসা বশতঃ ঈষৎ রক্তবর্ণ হইয়াছে ॥ ৫০ ॥

শিবে শৃঙ্গারার্জা তদিতরমুখে \* কুংসনপরা,  
সরোষা গজায়াং গিরিশনয়নে † বিস্ময়বতী।  
হরাহিত্যো ভীতা সরসিরুহসৌভাগ্যজয়িনী, ‡  
সখীষু স্মেরা তে ময়ি জননি দৃষ্টিঃ সক্রুণা ॥ ৫১ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—শিবে সদাশিবে শৃঙ্গারার্জা শৃঙ্গাররসেন আর্জা  
আপ্লুতা। তদিতরজনে তস্মাৎ সদাশিবাৎ ইতরজনে তদ্বিষয়ে কুংসনপরা বীভৎস-  
রসাবিষ্টা। অত্র কুংসনং বীভৎসরসাস্বাদনজন্তান্তঃকরণমুকুলীভাবঃ কার্য্যাকারণরোর-  
ভেদেন রসস্বেনোপচরিতঃ। সরোষা রৌদ্ররসাবিষ্টা, রোষস্ত স্থায়িতাবস্ত রসযোক্তি-  
রূপচারাৎ। গজায়াং সপত্ন্যামিতি শেষঃ। গিরিশচরিতে ত্রিপুরবিজয়াদৌ বিস্ময়-  
বতী অকৃতরসাবিষ্টা। “গিরিশনয়নে” ইতি পাঠে তৃতীয়নয়নে নৈব মন্থধ্বননম্,  
তাদৃশনয়ন এব ইদানীং সাকৃতদর্শনমিত্যকৃতমিতি ধ্যেয়ম্। হরাহিত্যঃ হরস্ত  
পরমেশ্বরস্ত অহিত্যঃ সর্পেভ্যঃ ভীতা ভয়রসাবিষ্টা সরসিরুহসৌভাগ্যজননী

\* ‘জনে’ ইতি

† ‘চরিতে’ ইতি

‡ ‘জননী’ ইতি চ ল পাঠঃ



সরসিকুহানাং সৌভাগ্যং রক্তিম্বা তস্মৈ জননী উৎপাদিকা কোকনদকাঙ্ক্ষিঃ, রক্তবর্ণা  
বীররসাবিষ্টেত্যর্থঃ । অত্র অল্পভাবেন নয়নরক্তিম্বা বীররসো ধ্বনিতঃ । সখীষু  
বয়স্শাস্ত্র স্মেরা স্তব্ধকনীনিকা । তত্রাপ্যল্পভাবেন হান্তরসো ধ্বন্যতে । তে তব  
ময়ি জননি ! হে মাতঃ ! দৃষ্টিঃ সক্রুণা ক্রুণরসাবিষ্টা ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে জননি ! তে দৃষ্টিঃ শিবে শৃঙ্গারার্জী, তদিতরজনে  
কুৎসনপরা, গঙ্গায়াং সরোবা, গিরিশচরিতে বিন্ময়বতী, হরাহিভ্যো ভীতা, সরসিকুহ-  
সৌভাগ্যজননী, সখীষু স্মেরা, ময়ি সক্রুণা ।

অত্র পরস্পরবিরুদ্ধানাং রসানাম্ একত্র নয়নে সমাবেশকথনাং বিরোধালঙ্কারঃ ;  
অবস্থাভেদেন পরিহারাৎ তস্মৈ বিরোধস্ত আভাসত্বম্ । তল্লক্ষণং—“বিরোধাসোসো  
বিরোধঃ” ইতি । বিক্রিয়াজনকা এব রসা ইতি অষ্টৌ রসাঃ ভরতমতে—

শাস্তস্ত নিৰ্দ্ধিকারত্বাৎ শাস্তং মেনিরে রসম্ ॥

ইতি শাস্তস্ত রসত্বাভাবাৎ অষ্টাবৈব রসাঃ সংগৃহীতাঃ ॥ ৫১ ॥

লক্ষ্মীধর-টীকার বিশেষাংশের অর্থ।—‘গিরিশনয়নে’  
এই স্থলে ‘গিরিশ-চরিতে’ এবং তাহার অর্থ—গিরিশকৃত ত্রিপুরদাহ প্রভৃতি । সেই  
দৃষ্টি আমাতে ক্রুণরসযুক্ত হইতেছে—ইহা লক্ষ্মীধরসম্মত অর্থে বিশেষ কথা ॥ ৫১ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।—শিবে ইতি । হে জননি ! তব দৃষ্টি-  
ময়ি সাক্ষকম্পাস্ত । কিম্বতা ? শিবে শৃঙ্গারার্জী শৃঙ্গারপ্রতিপাদিকা । তদিতর-  
মুখে বীভৎসব্যঞ্জিকা । গঙ্গায়াং সরোবা রোজা সপত্নীভাবাৎ । শিবনেত্রে অদ্ভুত-  
রসসংযুক্তা । পদ্মগতসৌভাগ্যং জেতুং শীলমস্তাঃ পঙ্কজস্ত সৌভাগ্যরূপদর্পনাশিনী-  
ত্যর্থঃ । এতেন বীরতা সূচিতা, সখীষু স্মেরা হান্তরসযুক্তা । এতেন সর্করসসম্পূর্ণা  
তব দৃষ্টিরিতি ভাবঃ । নাট্যোক্তং শৃঙ্গারাদিনবরসম্ । শাস্তিরসো নোক্তঃ শৃঙ্গার-  
রসস্তাসমবায়িত্বাৎ । তদ্বক্তং পূর্বগ্রহে,—“ন যত্র হঃখং ন সূখং ন চিন্তা, ন  
ষেষরাগৌ ন কদাচিদিচ্ছা । রসঃ স শাস্তিঃ কথিতো মুনীন্দ্রেঃ, সর্বেষু ভাবেষু চ  
সুপ্রমাণম্” ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ ।—শিবে ! তোমার যে দৃষ্টি সদাশিবের প্রতি শৃঙ্গাররসে আর্জী,  
পুঙ্খবাস্তবের প্রতি বীভৎসরস-প্রকাশিকা, হর-শিরোবিহারিণী গঙ্গাদেবীর প্রতি  
সপত্নীভাবপ্রযুক্ত সরোবা, গিরিশনয়নে সবিন্ময়া অর্থাৎ অদ্ভুতরসসংযুক্তা, শিব-  
শরীরস্থিত ভূজদর্শনে ভীতা, প্রফুল্লকমলসৌন্দর্য্যজয়িনী অর্থাৎ বীররসযুক্তা ও  
সখীগণের প্রতি হান্তরসযুক্তা, জননি ! তোমার সেই দৃষ্টি আমার প্রতি ক্রুণ-  
রসযুক্ত হউক ॥ ৫১ ॥

গতে কর্ণাভ্যর্গং গরুত ইব পক্ষ্মাণি দধতী,  
 পুরাং ভেত্তুঃ চিত্তপ্রশমরসবিদ্রাবণফলে ।  
 ইমে নেত্রে গোত্রাধরপতিকুলোত্তংসকলিকে,  
 তবাকর্ণাকৃষ্টস্বরশরবিলাসং কলয়তঃ ॥ ৫২ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—গতে প্রাপ্তে কর্ণাভ্যর্গং কর্ণয়োঃ সমীপং  
 গরুত ইব কঙ্কপত্রাণীব পক্ষ্মাণি দধতী । পুরাং পুরাণাং ভেত্তুঃ ভেদকস্ত চিত্ত-  
 প্রশমরসবিদ্রাবণফলে চিত্তেহস্তঃকরণে প্রশমরসঃ নৈস্পৃহ্যমিত্যর্থঃ, তস্ত বিদ্রাবণং  
 বিনাশনং শৃঙ্গাররসোৎপাদনমিতি যাবৎ, তদেব ফলং প্রয়োজনং যয়োন্তে চিত্ত-  
 প্রশমরসবিদ্রাবণফলে । অত্র ফলশব্দেন অধ্যবসিতেন অয়োময়ী বাণাগ্রনৃচী  
 কথ্যতে । ইমে হৃদয়াশ্রুজে পরিদৃশ্যমানে নেত্রে নয়নে গোত্রাধরপতিকুলোত্তংস-  
 কলিকে ! গোত্রা ভূমিঃ, ধরতীতি ধরঃ পচাচ্চ, গোত্রায়াঃ ধরো গোত্রাধরঃ,  
 অত্রথা গোত্রাং ধারয়তীতি বিগ্রহে কর্ণাণি প্রাপ্তৌ গোত্রাধরঃ, ইতি শ্রুতং—  
 অনেনৈবাভিপ্রায়েণ শক্তিধরঃ ইত্যত্র শব্দেঃ ধরঃ শক্তিধরঃ ইত্যুক্তং ক্ষীরস্বামিনা  
 গোত্রাধরপতিঃ হিমবান্ তস্ত কুলোত্তংসকলিকা কোরকঃ তস্তাঃ সমুদ্ভিঃ । তব  
 ভবত্যাঃ আকর্ণাকৃষ্টস্বরশরবিলাসং কর্ণপর্যন্তমাকৃষ্টয়োঃ স্বরশরয়োঃ মন্থধবাণয়োঃ  
 বিলাসং সৌভাগ্যং কলয়তঃ কুরুতঃ । লট্‌পরস্মৈপদদ্বিবচনাস্তম্ ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে গোত্রাধরপতিকুলোত্তংসকলিকে ! তব ইমে নেত্রে  
 কর্ণাভ্যর্গং গতে পক্ষ্মাণি গরুত ইব দধতী পুরাং ভেত্তুঃ চিত্তপ্রশমরসবিদ্রাবণফলে  
 আকর্ণাকৃষ্টস্বরশরবিলাসং কলয়তঃ ।

অরমর্থঃ—পঞ্চবাণস্ত ত্রীণাং কটাক্ষঃ বট্টো বাণঃ । পঞ্চবাণ ইতি প্রসিদ্ধিঃ  
 প্রাচুর্য্যভিপ্রায়েণ । কটাক্ষাঅকবাণো বাণপঞ্চকতুল্য ইতি ন বড়্‌বাণ ইতি  
 ব্যবহারঃ ।

অত্র নিদর্শনালঙ্কারঃ ; স্বরশরবিলাসসদৃশবিলাসকরণপ্রতিভানাং প্রতিবিম্বা-  
 ক্ষেপাৎ ॥ ৫২ ॥

**অন্যানন্দকৃত-টীকা।**—গতে ইতি । হে ধরনিধররাজকুল-  
 শিরোভূষাকপলিকে ! তব ইমে নেত্রে আকর্ণাকৃষ্টস্বরশরবিলাসং কলয়তঃ ধন্তঃ ।  
 শরসাধর্মায়াহ ।—গরুতঃ পক্ষ্মাণিইব পক্ষ্মাণি দধতী । পুনঃ কিম্বুতে ? কর্ণবিবরং  
 প্রাপ্তে । পুনঃ কিম্বুতে ? পুরাং ভেত্তুঃ শব্দোচিত্তপ্রশমরসস্ত শান্তিরসস্ত বিদ্রাবণং

দ্রৌকরং ফলং যয়োঃ এতেন শম্ভোরোগভঙ্গে তবৈব নেত্রে কারণীভূতে ইতি  
ভাবঃ ॥ ৫২ ॥

**অনুবাদ।**—মাতঃ ! তুমি গিরিরাজবংশের শিরোভূষণরূপ কুম্ভ-  
কলিকা । জননি ! আকর্ণগামী তোমার এই নয়নদ্বয় শরস্থিত পক্ষিপক্ষের জ্ঞায়  
পক্ষযুগল ধারণ করিয়াছে । এই নয়নযুগল হইতেই মহেশ্বরের হৃদয়স্থিত শান্তিরস  
বিজ্ঞাবিত হইয়াছে, অতএব তোমার নয়নদ্বয় আকর্ণ-আকৃষ্ট কন্দর্পশরের সাদৃশ্য  
লাভ করিয়াছে অর্থাৎ তোমার এই নয়নযুগল কর্ণ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট কন্দর্পশরের  
অমুরূপ হইয়া সমাধিস্থিত যোগীশ্বর মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিয়াছে ॥ ৫২ ॥

বিভক্তত্রৈবর্ণ্যব্যতিকরিত- \* নীলাম্বুজতয়া,

বিভাতি ত্রয়েত্রিতয়মিদমীশানদয়িতে ।

পুনঃ শ্রষ্টুং দেবান্ দ্রহিণহরিরুদ্রানুপরতান্,

রজঃ সঙ্ঘঃ বিভ্রন্তম ইতি গুণানাং ত্রয়মিদম্ ॥ ৫৩ ॥

**সঙ্খ্যবন্ধন-টীকা।**—বিভক্তত্রৈবর্ণ্যং বিভক্তং পরস্পরাসঙ্কীর্ণং  
ত্রৈবর্ণ্যং ত্রয়ো বর্ণাঃ সিতাসিতরক্তাঃ যন্তেতি বহুব্রীহিঃ, স্বার্থে ষাঞ্ । মহাভাগ্য-  
পুরুষাণাং নয়নে রক্তরেখাঃ সন্তি, নয়নগোলদ্বয়ং শ্বেতম্ । যত্বপি কনীনিকা  
নীলা, তৃতীয়নয়নে কনীনিকায়্যাঃ নৈল্যাভাবাৎ ইত্যাহ—ব্যতিকরিতনীলাঙ্গনতয়া  
ইতি । ব্যতিকরিতং সংবলিতং লীলার্থং বিলাসার্থং ধৃতম্ অঙ্গনং যন্ত তৎ তন্ত  
ভাবন্তত্বা তয়া তৃতীয়নয়নগোলস্ত শ্বেতামঙ্গীকৃত্যোক্তম্ । বিভাতি বিরাজতে  
ত্রয়েত্রিতয়ং তব নেত্র্যাণাং ত্রিতয়ম্ ইদং পরিদৃশ্যমানং জ্ঞানদয়িতে জ্ঞানস্ত  
মহাদেবস্ত দয়িতা প্রেমসী তস্তাঃ সঙ্খ্যিকিঃ । পুনঃ শ্রষ্টুং গতব্রহ্মাণ্ডানন্তরমগ্নিন্  
ব্রহ্মাণ্ডে ভূয়ো নির্মাতুং দেবান্ দেবনধর্মযুক্তান্ দ্রহিণহরিরুদ্রানুপরতান্ আশ্বনি  
বিলীনান্ রজঃ রজোগুণঃ সঙ্ঘঃ সঙ্ঘগুণঃ বিভ্রং দধৎ তমঃ তমোগুণঃ ইতি এবং  
গুণানাং সঙ্ঘরজস্তমঃসংজ্ঞিকানাং ত্রয়ং ত্রিতয়ম্ ইব ।

**অত্রৈখং পদযোজনা**—হে জ্ঞানদয়িতে ! ইদং ত্রয়েত্রিতয়ং ব্যতিকরিত-  
নীলাঙ্গনতয়া বিভক্তত্রৈবর্ণ্যম্ উপরতান্ দ্রহিণহরিরুদ্রান্ দেবান্ পুনঃ শ্রষ্টুং রজঃ-  
সঙ্ঘং তম ইতি গুণানাং ত্রয়মিব বিভ্রং বিভাতি ।

অত্র সঙ্ঘগুণঃ শ্বেতবর্ণঃ রজোগুণো রক্তবর্ণঃ তমোগুণো নীলবর্ণঃ ইতি কবি-  
প্রসিদ্ধিঃ । তম ইতি নিপাতেনাপাতিহিতে কর্ম্মনি ন কর্ম্মবিভক্তিঃ ; পরিগণনস্ত

\* 'ত্রৈবর্ণ্যং ইতি ব্যতিকরিতনীলাঙ্গন' ইতি চ ল পাঠঃ ।

প্রায়িকত্বাদি নিপাতেতিশকেনাভিধানাং রজঃসম্বতমঃশকাঃ প্রথমাস্তাঃ । যথা—  
 দ্বিতীয়াস্তাঃ ; নিপাতাভিধানস্ত প্রায়িকত্বাং । যথোক্তং বাগ্ভটেন :—

হিংসাস্তেয়ান্নথাকামং পৈশুত্বপক্ষ্যানৃতম্ ।

সংভিন্নালাপং ব্যাপাদমভিধ্যাং দৃশ্বিপর্ষায়ম্ ॥

পাপং কশ্মেতি দশধা কায়বান্ মানসৈস্ত্যজেন্ ।

ইতি । অত্র উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ ; নয়নগতস্য খেতরক্তনীলরেখাচিত্রয়স্ত সস্বরজ-  
 স্তমোগুণত্বেনোৎপ্রেক্ষণাং । অত্র ভগবত্যাঃ নয়নাঙ্গনদর্শনাদেব সৃষ্টিস্থিতিগয়া  
 ইতি মহানতিশয়ো ধ্বন্তত ইত্যলঙ্কারেণ বস্তুধ্বনিঃ ॥ ৫৩ ॥

**লক্ষ্মীধর-টীকান্ন বিশেষাংশেন্ন অর্থ।**—‘লীলা-গৃহীত  
 অঙ্গন-মিশ্রণে খেতরক্ত নয়নের তিন বর্ণ বিভক্ত হইয়াছে । নিম্নস্থ ‘অমুবাদ’ হইতেই  
 অপর অংশের অর্থ জ্ঞাতব্য, তাৎপর্য্য হইতে নহে ॥ ৫৩ ॥

**অন্যতানন্দকৃত-টীকা।**—বিভক্ত ইতি । হে ঈশানদয়িতে!  
 বিভক্তত্বৈবর্ণ্যাব্যতিকরিতনীলাম্বুজতয়া ইদং স্বয়ত্রিত্রিতয়ং বিভাতি । বিভক্তেন  
 ত্রৈবর্ণ্যেন ব্যতিকরিতং বিক্ষিপ্তং নীলাম্বুজং যেন । তত্রোৎপ্রেক্ষতে, উপরতান্  
 প্রলয়ে নষ্টীভূতান্ দ্রহিণহরিরুদ্রান্ পুনঃ স্রষ্টুং রজঃ সস্বঃ তম ইতীদং গুণানাং  
 ত্রয়ং বিভাদিব । বিভক্তত্বৈবর্ণ্যমিতি ব্যতিকরিতনীলাঙ্গনতয়েতি চ কুত্রাপি পাঠঃ ।  
 নেত্রত্রিতয়ং কিস্তৃতম্ ? ব্যতিকরিতনীলাঙ্গনতয়া বিভক্তত্বৈবর্ণ্যাং চন্দ্রস্বর্ষাধি-  
 রূপতয়া স্বভাবগুরুরক্তানাং লীলাঙ্গন-সম্পর্কাং বিভক্তত্বৈবর্ণ্যম্ অতএব গুণানাং  
 ত্রয়ং বিভাদিত্যুপপত্ততে । সস্বঃ গুরুং দক্ষিণাক্ষি । রক্তং বামাক্ষি । তমো  
 নীলমঙ্গনাভং ললাটাক্ষি । এতৎ পরলোকে স্পষ্টীকরিষ্যতি । এতেন তব নেত্রত্রিতয়ং  
 ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাণামপি কারণমিতি ভাবঃ ॥ ৫৩ ॥

**অমুবাদ।**—হে ঈশানদয়িতে ! খেত, লোহিত ও নীল, এই বর্ণত্রয়  
 সুবিভক্ত থাকাতে তোমার এই নয়নত্রয় নীলগণ্ডের শোভাকে পরাভূত  
 করিয়াছে । অমুমিত হইতেছে যে, প্রলয়কালে বিলয়প্রাপ্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র,  
 এই তিন দেবতাকে পুনর্বার সৃষ্টি করিবার নিমিত্তই যেন এই নয়নত্রয় সস্ব,  
 রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় ধারণ করিতেছে ॥ ৫৩ ॥

**তাৎপর্য্য।**—ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দেবীর নয়নত্রয় হইতেই  
 সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকেন । কথিত আছে,  
 সস্বগুণ গুরুবর্ণ ; ইহা ভগবতীর দক্ষিণ-নেত্র । রজোগুণ রক্তবর্ণ ; ইহা দেবীর বাম-  
 নয়ন । তমোগুণ অঙ্গনসদৃশ নীল ; ইহা ভগবতীর তৃতীয় (ললাটস্থ) লোচন ॥ ৫৩ ॥

পবিত্রীকর্তুং নঃ পশুপতিপরাধীনহৃদয়ে,  
 দয়ামিত্রৈর্নেত্রৈররুণধবলশ্রামরুচিভিঃ ।  
 নদঃ শোণো গঙ্গা তপনতনয়েতি ধ্রুবমমুং,  
 ত্রয়াণাং তীর্থানামুপনয়সি সন্তোদমনঘে ॥ ৫৪ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—এতদেব ত্রৈবর্ণ্যং পুনরুৎপ্রেক্ষতে—পবিত্রী-  
 কর্তৃম্ অপবিত্রান্ পবিত্রান্ কর্তুং “অভূততত্বাবে সংপত্তকর্তরি চিঃ ।” নঃ অস্মান্  
 পশুপতিপরাধীনহৃদয়ে পরায়ত্তচিত্তে ! দয়ামিত্রৈঃ দয়াদ্রৈঃ নেত্রৈঃ অরুণধবল-  
 শ্রামরুচিভিঃ প্রত্যেকমিতি শেষঃ । নদঃ পুংপ্রবাহঃ শোণঃ হিরণ্যবাহুঃ স তু  
 রক্তবর্ণঃ গঙ্গা ভাগীরথী শ্বেতবর্ণা তপনতনয়া কালিন্দী নীলবর্ণা ইতি কবি-  
 প্রসিদ্ধিঃ । ইতি এবং ধ্রুবং সত্যম্ অমুং পরিদৃশ্যমানং ত্রয়াণাং তীর্থানাং জলা-  
 বতারাণাং সন্তোদং নদীসঙ্গমম্ উপনয়সি সম্পাদয়সি অনঘং অঘাপনোদকম্ ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে পশুপতিপরাধীনহৃদয়ে ! দয়ামিত্রৈঃ অরুণধবল-  
 শ্রামরুচিভিঃ নেত্রৈঃ শোণো নদো গঙ্গা তপনতনয়েতি ত্রয়াণাং তীর্থানাম্  
 অমুং অনঘং সন্তোদং নঃ পবিত্রীকর্তৃম্ উপনয়সি ধ্রুবম্ । ভক্তবৎসলত্বাদেব্যা  
 ইতি ভাবঃ ।

অত্রোৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, স্বভাবসিদ্ধস্ত নয়নগতরেখাত্রিতয়স্ত সিংহাসিতরক্ত-  
 বর্ণাশ্রকস্ত গঙ্গায়মুনাশোণসঙ্গমস্থেনোৎপ্রেক্ষণাৎ ॥ ৫৪ ॥

**অচ্যুতানন্দ-কৃত-টীকা।**—পবিত্রীতি । হে পশুপতিপরাধীন-  
 হৃদয়ে ! হে শিবায়ত্তচিত্তে ! নোহস্মান্ পবিত্রীকর্তৃম্ সৰুগৈর্নেত্রৈর্নদঃ  
 শোণো গঙ্গা তপনতনয়েতি ত্রয়াণাং তীর্থানাং সন্তোদমুপনয়সি ধ্রুবং তীর্থত্রয়ং  
 প্রত্যক্ষীকরোষীত্যর্থঃ । অতএব হে অনঘে ! ইতি সঙ্ঘোধনমুপপন্নম্ । যত্না  
 নয়নেষু তীর্থানি প্রত্যক্ষীভূতানি, তত্শা অনঘে কুত আশ্চর্য্যম্ । নেত্রৈঃ  
 কিঙ্কৃতৈঃ ? অরুণধবলশ্রামকাস্তিভিস্তীর্থত্রয়ৈর্লোকান্ পুনাসীত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

**অম্বুবাদ।**—হে মাতঃ ! তোমার হৃদয় পশুপতি কর্তৃক আগ্রস্তীকৃত  
 এবং তুমি নির্মলা ( ‘তুমি নির্মলা’ এই অর্থ লক্ষ্মীধরসম্বৃত নহে ) । তুমি  
 আমাদিগকে পবিত্র করিবার জন্য দয়াদাক্ষিণ্যাদিগুণবিভূষিত রক্ত, শ্বেত ও শ্রামবর্ণ  
 লোচনত্রয় দ্বারা শোণ নদ, গঙ্গা ও যমুনানদী, এই তীর্থত্রয়ের একত্র ( ‘পাপাপহ’  
 এই অর্থ লক্ষ্মীধরসম্বৃত ) সমাগম সম্পাদন করিতেছ ॥ ৫৪ ॥

তবাপর্ণে, কর্ণেজপনয়নপৈশুশ্চচকিতাঃ,  
 নিলীয়ন্তে তোয়ে নিয়তমনিমেঘাঃ শফরিকাঃ ।  
 ইয়ঞ্চ শ্রীর্বদ্ধচ্ছদপুটকবাটং কুবলয়ং,  
 জহাতি প্রত্যাষে নিশি চ বিষটয়া প্রবিশতি ॥ ৫৫ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—তব ভবত্যাঃ অপর্ণে! পার্শ্বতি! কর্ণেজপ-  
 নয়নপৈশুশ্চচকিতাঃ কর্ণেজপে কর্ণসমীপং সদা গতে নয়নে তাভ্যাং যৎ করিষ্যমাণং  
 পৈশুশ্চং পিশুনভাবঃ মর্শ্বোদ্ঘাটনং তস্মাচ্চ কিতাঃ নিলীয়ন্তে আকারগোপনেন হিতাঃ  
 ইত্যর্থঃ তোয়ে উদকে নিয়তং নিশ্চয়ঃ অনিমেঘাঃ নিমেঘরহিতাঃ শফরিকাঃ মীন-  
 যোষিতাঃ । ইয়ং চ পরিদৃশ্যমানা নেত্রগতা শ্রীঃ লক্ষ্মীঃ বদ্ধচ্ছদপুটকবাটং বদ্ধং  
 সংকলিতং ছদপুটা এব কবাটং যন্ত তৎ কবাটসজ্জাতিতগৃহমিব বর্তত ইত্যর্থঃ ।  
 কুবলয়ম্ ইন্দীবরং জহাতি ত্যজতি । প্রত্যাষে উষঃকালে নিশি চ রাত্রৌ চ বিষটয়া  
 প্রবিশতি সংবিশতি ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে অপর্ণে! তব কর্ণেজপনয়নপৈশুশ্চচকিতাঃ শফরিকা  
 অনিমেঘান্তোয়ে নিলীয়ন্তে নিয়তম্ । কিঞ্চ—ইয়ং চ শ্রীঃ বদ্ধচ্ছদপুটকবাটং কুবলয়ং  
 প্রত্যাষে জহাতি নিশি চ তৎ বিষটয়া প্রবিশতি ।

অয়মর্থঃ—লোকে নেত্রসমং বস্ত শফরিকা ইন্দীবরাণীতি, এতদ্-দ্বয়সমং নেত্রমিতি  
 চ সুপ্রসিদ্ধম্ । উভয়োঃ সাম্যম্ অত্র কবিরূপপ্রেক্ষতে নেত্রসৌভাগ্যং শফরিকাসু  
 ইন্দীবরেষু চ বর্ততে । তৎসৌভাগ্যমাহর্ষুকামং নেত্রদ্বয়ং তত্র পৈশুশ্চং  
 করোতীতি ।

অত্র পূর্বার্কে উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, শফরিকাণাং জলাধিবাসঃ, অনিমেঘত্বং চ স্বভাব-  
 সিদ্ধম্, তদন্তথাহেনোৎপ্রেক্ষণাৎ । দ্বিতীয়ার্কে অতিশয়োক্তিঃ ; নেত্রলক্ষ্ম্যাঃ নেত্রং  
 বিহার ইন্দীবরেষু ভক্ত্যাতিশয়াং রাত্রৌ তদ্রক্ষণার্থং তদগর্ভান্তর্কর্ত্তিত্বং, দিবা তদ্বিহার  
 নেত্রবর্ত্তিত্বম্ অসম্ভবীতি অসম্বন্ধে সম্বন্ধনিবন্ধনাৎ । ইন্দীবরস্ত রাত্রৌ বিকাশঃ স্বভাব-  
 সিদ্ধঃ, দিবা মুকুলীভাবশ্চ । এতদ্-দ্বয়স্ত লক্ষ্মীকৃতত্বাসম্বন্ধেহপি সম্বন্ধকথনাৎ অতি-  
 শয়োক্ত্যন্তরম্ । উভয়োরমুসৃষ্টিঃ অমুসৃষ্টিলক্ষণং পূর্বমেবোক্তম্ । অত্র ইন্দীবরস্ত  
 রাত্রৌ বিকাশঃ নেত্রদ্বয়স্ত দিবা বিকাশঃ । অতশ্চ দিবা লক্ষ্মীঃ নেত্রে বসতি, রাত্রৌ  
 কুবলয়ে । এবং লক্ষ্মীঃ নক্তংদিবযুভয়ত্রৈব চরতি নাত্তত্রৈতি । শফরীপ্রভৃतीনাং  
 লোকে নেত্রোপমবস্তূনাং ভগবতীনেত্রতুল্যতা নাস্তীতি শফরিকাণামুদকমধ্য-  
 বিলীনত্বমেব যুক্তমিতি কাব্যলিঙ্গধ্বনিরিত্যলঙ্কারেণালঙ্কারধ্বনিঃ ॥ ৫৫ ॥

**অনুমানস্বকৃত-টীকা।**—তবাপর্ণে ইতি। হে অপর্ণে! তব কর্ণেজপয়োঃ কর্ণগামিনোৰ্নয়নয়োঃ পৈণ্ডুলেন চকিতাঃ, অসদৃশেষান্ন বিকল্পমা-চরিত্ব ইতি ভীতাঃ শকরিকাঃ প্রোষ্ঠাঃ নিমেষরহিতাঃ সত্যঃ নিয়তং তোয়ে নিলীয়ন্তে লীনা ভবন্তি। কর্ণেজপ্যন্তেনানয়োঃ খলস্বং স্পষ্টীভূতম্। অস্ত্রেহপি ভীতা অনিমেষা ভবন্তীতি স্বভাবানিমেষাণামপি মংস্তানাং অনিমেষে ভীতিঃ কারণম্। ইয়ঞ্চ ত্রীঃ প্রত্যক্ষীভূতা কুবলয়শোভা প্রভাতে কুবলয়ং জহাতি। কীদৃশম্? বন্ধুচ্ছদপুটকবাটং অস্ত্রোত্ত্বাঙ্গিষ্টং পত্রপুটং কবাটং যন্ত। নিশি রাত্ৰৌ বিঘটয়া দূরীকৃত্য প্রবিশতি। অস্ত্রেহপি ভীতাঃ কবাটং দস্তা পলায়ন্তে, রাত্ৰৌ কবাটং দূরীকৃত্য গৃহং প্রবিশতি ইতি ধ্বনিঃ। তব নেত্রশোভামালোক্য কুবলয়-শোভা জাতলজ্জা সতী লোকদর্শনভিরা দিবসং কুত্রাপি গময়িত্বা রাত্ৰৌ গৃহমাগচ্ছ-ভীতি ভাবঃ ॥ ৫৫ ॥

**অনুবাদ।**—হে অপর্ণে! তোমার কর্ণান্তগামী নয়নযুগলের পিণ্ডনতা (কুটিলতা) দর্শনে ভীত শকরী মংস্তগণ নিমেষশূন্য হইয়া নিরন্তর সলিলমধ্যে বিলীন হইয়া রহিয়াছে এবং তোমার নয়নশোভা দর্শনে রাজ্জিবিকানী জলজ কুবলয়ের শোভাও প্রভাতসময়ে পরস্পর-সংগৃহীত পত্রপুটরূপ কবাটসমুদায় রুদ্ধ করিয়া (কুবলয়রূপ) নিজ আবাস-ভবন পরিত্যাগ পূর্বক অলক্ষিতভাবে পলায়ন করে; নিশাকাল উপস্থিত হইলে ঐ পত্রপুটরূপ কবাট উদ্ঘাটন করত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিশাযাপন করিয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

নিমেষোন্মেষাভ্যাং প্রলয়মুদয়ং যাতি জগতী,

তবেত্যাহঃ সন্তো ধরণিধররাজন্তনয়ে।

ত্বদুন্মেষাজ্জাতং জগদিদমশেষং প্রলয়তঃ,

পরিভ্রাতুং শক্রে পরিহৃতনিমেষান্তব দৃশঃ ॥ ৫৬ ॥

**লক্ষ্মীধরস্বকৃত-টীকা।**—নিমেষঃ নাম পক্ষণাং মুকুলীভাবঃ অত্র উন্মেষঃ নাম নয়নে পক্ষবিকাশঃ তাত্যাং যথাক্রমং প্রলয়ং সংহারম্ উদয়ম্ উদ্ভবং যাতি প্রাপ্নোতি জগতী তব ভবত্যাঃ ইতি এবং আহঃ ক্রবতে। “ক্রবঃ পক্ষানামাদিতঃ” ইত্যাদিনা আহাদেশঃ। সন্তঃ সংপূরবাঃ বাসাদয়ঃ। দৃষ্টিমৃষ্টিবাদিমতে জ্ঞান-ব্যতিরেকেণ জ্ঞেয়াভাবাং নিমেষোন্মেষাভ্যামিত্যুক্তেরাজ্ঞমিতি ধোয়ম্। ধরণিধর-রাজন্তনয়ে! হিমাচলপুত্রিকে! ত্বদুন্মেষাং তব পক্ষস্পন্দাং জাতং জগৎ ভুবনম্

ইদং পরিদৃশ্যমানম্ অশেষং কৃৎস্নং প্রলয়তঃ মহাসংহারো পরিভ্রাতুং রক্ষিতুং শক্বে  
পরিহৃতনিমেঘাঃ তিরস্কৃতাক্ষিপ্পন্দাঃ তব দৃশঃ নয়নানি ।

অত্রেথং পদযোজনা—ধরণিধররাজত্বতনয়ে ! তব নিমেষোন্মেষাভ্যাং জগতী  
প্রলয়মুদয়ং চ যাতীতি সন্তঃ আহঃ । অতঃ স্বদ্রুমোষাং জাতম্ অশেষং ইদং জগৎ  
প্রলয়তঃ পরিভ্রাতুং তব দৃশঃ পরিহৃতনিমেঘাঃ ইতি শক্বে ।

অত্রোৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ । দেবতানামনিমেঘবৎ স্বভাবসিদ্ধং ; তচ্চ জগৎ-  
সংরক্ষণার্থমিতি ফলত্বেনোৎপ্রেক্ষাং ফলোৎপ্রেক্ষা । তত্র নিমেষোন্মেষদশায়াঃ ভৌ  
জগৎপত্তিলয়াবিত্তি দেব্যাঃ মহিমা অবাঙ্গুনসগোচর ইতি বস্তু ধ্বজতে । অতঃ  
অলঙ্কারেণ বস্তুধ্বনিঃ ॥ ৫৬ ॥\*

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।**—নিমেষ ইতি । হে ধরণিধর-রাজত্ব-  
তনয়ে ! তব নিমেষোন্মেষাভ্যাং তব চক্ষুযোঃ নিমীলনোন্মীলনাভ্যাং জগতী প্রলয়ঃ  
উদয়ঞ্চ যাতী ইতি জ্ঞানিনো বদন্তি । অতঃ স্বদ্রুমোষাজ্জাতম্ ইদং জগৎ প্রলয়তঃ  
পরিভ্রাতুং তব দৃশঃ পরিহৃতনিমেঘা ইত্যাহং শক্বে ॥ ৫৬ ॥

**অনুবাদ ।**—হে ধরণিধররাজত্বতনয়ে ! জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন যে,  
তোমার চক্ষুদ্বয়ের নিমেষ ও উন্মেষ দ্বারা এই জগতের প্রলয় ও সৃষ্টি হইয়া  
থাকে । তোমার নয়নের উন্মেষ দ্বারাই নিখিল জগতের সৃষ্টি হইয়াছে । এক্ষণে  
এই বিশ্বকে প্রলয় হইতে রক্ষা করিবার জন্ত বোধ হয়, তোমার নয়ন নিমেষ-  
পরিশৃঙ্খল হইয়া রহিয়াছে ॥ ৫৬ ॥

দৃশা দ্রাবীয়াস্তা দর-দলিত-নীলোৎপল-কুচা,

দবীয়াংসং দীনং স্পৃহয় কৃপয়া মামপি শিবে ।

অনেনায়াং ধন্যো ভবতি ন চ তে হানিরিয়তা,

বনে বা হর্ষো বা সমকরনিপাতো হিমকরঃ ॥ ৫৭ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা ।**—দৃশা কটাক্ষদৃষ্টা দ্রাবীয়াস্তা দীর্ঘতরঙ্গা দর-  
দলিতনীলোৎপলকুচা দরদলিতমীষং বিকসিতং নীলোৎপলম্ ইন্দীবরং তন্ত্বেব  
কুচিবৃত্তাঃ তয়া দবীয়াংসং দূরবর্জিনম্ । দূরশব্দস্ত “দূরদূর” ইত্যাदिনা স্ত্রোত্র  
যণো লোপঃ পূর্ববর্ণস্ত গুণে কৃতে অবাদেশে কৃতে সিদ্ধং রূপং দবীয়ানিতি



ঈশ্বৰ্মন্থপ্রত্যয়ান্তম্ । দীনং দরিদ্রং নপয় নপনং কুরু । কৃপয়া দয়য়া মামপি  
ইতরজনসাধারণামপি শকার্থঃ । শিবে ! মঙ্গলায়িকে ! অনেন এতাবশ্যাত্রেণ  
নপনেনাপি অয়ং জনঃ অহমিত্যর্থঃ । ধন্তো ভবতি কৃতার্থো ভবতি, ন চ তে তব  
হানিঃ ত্রয়ানাশঃ ইয়তা সাধারণদর্শনমাত্রেন । বনে বা অরণ্যে বা হর্ষ্যে  
প্রাসাদে বা সমকরনিপাতঃ সমং তুল্যাং যথা ভবতি তথা করণাং কিরণানাং  
নিপাতঃ বাপনং যন্ত সঃ তথোক্তঃ হিমকরঃ শীতরশ্মিঃ ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে শিবে ! জ্যাবীয়স্তা দরদলিতনীলোৎপলকুচা দৃশ্য  
দবীয়াংসং দীনং মামপি কৃপয়া নপয় অয়ম্ অনেন ধন্তো ভবতি । ইয়তা তে  
হানির্ন চ । তথা হি—হিমকরঃ বনে বা হর্ষ্যে বা সমকরনিপাতো হি ।

স্বচ্ছাস্তঃকরণানাং সর্বসাধারণ্যং স্বভাবসিদ্ধমিতি ভাবঃ ।

অর্থাস্তরত্তাসোহলঙ্কারঃ ; সামান্তেন বিশেষসমর্থনাৎ । ( দৃষ্টান্ত ইতি তু সঃ ) সর্ব-  
সাধারণ্যদর্শনং সর্বোৎকৃষ্টত্বং হেতুরিতি নাস্বীয়তাদর্শনাপেক্ষা অস্তুীতি ধ্বনিঃ ॥ ৫৭ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।**—দৃশ্য ইতি । হে শিবে ! হে কল্যাণ-  
দায়িনি ! দবীয়াংসং দূরস্থং মাং কৃপয়া জ্যাবীয়স্তা দীর্ঘতরয়া দৃশ্য নপয় পবিত্রী-  
কুরু । জ্যাবীয়স্তা ইত্যনেন দূরস্থস্তাপি নপনযোগ্যতা সূচিতা । মাং কিম্বৃতম্ ?  
দীনং সংসারদুঃখসমুপ্তম্ । দৃশ্য কিম্বৃতম্ ? ঈষদ্বিকসিতনীলাম্বুজকাস্ত্যা ।  
এতেন তাপহরণযোগ্যতা সূচিতা । অনেন দৃষ্টিপাতেন অয়ং জনো ধন্তঃ কৃতার্থো  
ভবতি । ইয়তা এবম্বূতেন কর্ম্মণা তবাপি কিঞ্চিং হানির্নাস্তি । অর্থাস্তরো-  
পত্তাসেন তদেব দ্রুয়তি বনে ইতি । বাশবঃ সমুচ্চয়ে । হিমকরশব্দঃ বনহর্ষ্যায়োঃ  
সমকরনিপাতো ভবতি । অত্র সুধাকরাদিশব্দেষু সৎসু হিমকরশব্দস্তায়ত্ত্বাবঃ ।  
হিমকরোহপি লোকানাং পীড়াকরোহপি পক্ষপাতং ন করোতি, স্বস্ত  
শিবা লোকানাং কল্যাণদাত্রী, অতএব সুতরাং তব পক্ষপাতো  
নোচিত ইতি ॥ ৫৭ ॥

**অনুবাদ ।**—মাতঃ ! তুমি তোমার ভক্তদিগকে কল্যাণ প্রদান করিয়া  
থাক । আমি সংসারতাপে একান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি । এক্ষণে আমি  
সুদূরে অবস্থান করিলেও তুমি কৃপা করিয়া তোমার ঈষৎ বিকসিত নীলোৎপল-  
সদৃশ সুমিষ্ট ও সুদীর্ঘতর দৃষ্টিনিষ্ক্রেপ দ্বারা আমাকে অভিষিক্ত কর । তুমি কৃপা-  
দৃষ্টি করিলেই আমি কৃতার্থ হইব । ইহাতে তোমার কিছুমাত্রও হানি হইবে  
না । জননি ! হিমকর বন ও হর্ষ্য সর্বত্রই সমভাবে নিজ ময়ূখমালা বর্ষণ  
করিয়া থাকেন ॥ ৫৭ ॥

অরালং \* তে পালীযুগলমগরাজন্ততনয়ে,  
ন কেষামাধন্তে কুসুমশরকোদণ্ডকুতুকম্ ।  
তিরশ্চীনো যত্র শ্রবণপথমুল্লজ্য বিলসন্,  
অপাঙ্গব্যাসঙ্গো দিশতি শরসঙ্কানধিষণাম্ ॥ ৫৮ ॥

ৱাকা ।—অরালং কুটিলং তে পালীযুগলং কর্ণযুগল-  
ময়নযুগলরোর্মধ্যম্ অগরাজন্ততনয়ে ! নগেজন্ততনয়ে ! ন কেষামাধন্তে সর্কেষাং  
করোত্যেব । কুসুমশরকোদণ্ডকুতুকং মন্থধচাপসৌভাগ্যং তিরশ্চীনঃ তিৰ্য্যাক্-  
প্রসারিতঃ যত্র পালীযুগলে শ্রবণপথমুল্লজ্য কর্ণান্তিকং প্রাপ্য বিলসন্ ক্ষুরন্  
অপাঙ্গব্যাসঙ্গঃ অপাঙ্গস্ত কটাক্ষস্ত ব্যাসঙ্গঃ দৈর্ঘ্যং দিশতি কয়োতি শরসঙ্কানধিষণাং  
শরসঙ্কানস্ত বাণসংযোজনস্ত ধিষণাং বুদ্ধিং তদ্ব্রাক্ষিঃ সংহিতশরধিষণামিতি  
যাবৎ ।

অত্রেখং পদযোজন।—হে অগরাজন্ততনয়ে ! তে পালীযুগলমরালং কুসুমশর-  
কোদণ্ডকুতুকং কেষাং নাধন্তে । যদ্যস্মাৎ যত্র তিরশ্চীনঃ বিলসন্ অপাঙ্গব্যাসঙ্গঃ  
শ্রবণপথমুল্লজ্য শরসঙ্কানধিষণাং দিশতি ।

অত্র ভ্রান্তিমদলঙ্কারঃ ; অপাঙ্গে সংহিতশরভ্রান্তেরুৎথানাৎ । পালীযুগলে  
কুসুমশরকোদণ্ডবুদ্ধিঃ নিশ্চয়াত্মিকা সংশয়পূর্কিকৈতি সন্দেহালঙ্কার এব ।  
অনয়োরঙ্গাদিভাবেন সঙ্করঃ ॥ ৫৮ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।—হে পর্শতরাজকণ্ঠে ! তব কুটিলং  
পালীযুগলং কর্ণবেষ্টনযুগলম্ । “পালী কর্ণলতাগ্রে তু পংক্তাবকপ্রদেশরো”রিতি  
ধরনিঃ, কেষাং মনসি কন্দর্পধনুঃ-কৌতুকং ন আধন্তে । ক্রপালীতি পাঠে  
ক্রবোরকপ্রদেশযুগলমিত্যর্থঃ । যত্র তিৰ্য্যাক্ অপাঙ্গব্যাসঙ্গঃ কটাক্ষবিক্ষেপঃ শ্রবণ-  
পথমুল্লজ্য শরসঙ্কানবুদ্ধিং দিশতি ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ ।—হে পর্শতরাজকণ্ঠে ! তোমার বন্ধিত কর্ণপালী-যুগল কোন্  
বাক্তির অন্তঃকরণে মদন-শরাসনের ভ্রম জন্মাইয়া না দিতেছে ? অপাঙ্গে  
পরিমিলিত তিৰ্য্যাক্ কটাক্ষবিক্ষেপ শ্রবণপথ-লজ্বনে ইহার সমীপবর্তী ; বোধ  
হইতেছে যেন, অনঙ্গ ( মন্থধারি শস্ত্রকে মোহিত করিবার জন্তই ) আকর্ণ শরসঙ্কান  
করিতেছেন ॥ ৫৮ ॥

স্মুরদগণ্ডাভোগপ্রতিফলিততাড়কযুগলং, \*

চতুশ্চক্রং শঙ্কে † তব মুখমিদং মান্মথরথম্ ।

যমারুহ্য ‡ অহত্যবনিরথমর্কেন্দুচরণং,

মহাবীরো মারঃ প্রমথপতয়ে স্বং জিতবতে ‡ ॥ ৫৯ ॥

**লক্ষ্মীধনরুত-টীকা** ।

—স্মুরদগণ্ডাভোগপ্রতিফলিততাড়কযুগলং  
স্মুরস্তৌ চ তৌ গণ্ডাভোগৌ চ গণ্ডস্থলে চ দর্পণবন্নির্মাণিত্যর্থঃ । তত্র প্রতি-  
ফলিতং প্রতিবিস্তৃতং তাড়কযুগলং যন্ত সঃ তং চতুশ্চক্রং চত্বারি চক্রাণি রথ-  
চরণানি যন্ত তং চতুশ্চক্রং মন্ত্রে শঙ্কে তব ভবত্যাঃ মুখম্ আশ্রম্ ইদং হৃদয়কমলে  
পরিদৃষ্টমানং মন্থথরথং মদনস্ত শ্রুদনং যং রথম্ আরুহ্য অধিষ্ঠায় ক্রহতি অপরাধ্যতি  
বিধ্যাতিতি বাবৎ । অবনিরথং ভূমিরথম্ অর্কেন্দুচরণং অর্কেন্দু সূর্য্যচক্ৰৌ দ্বাবেব  
চরণৌ যন্ত সঃ মহাবীরঃ চতুশ্চক্ররথারোহণমহিমা অপ্রতিহতপ্রতাপঃ মারঃ মন্থথঃ  
প্রমথপতয়ে ত্রিপুরাস্তকায় সজ্জিতবতে সজ্জং কুর্কতে সন্নদ্ধং কুর্কতে ইত্যর্থঃ ।

অত্রেথং পদযোজন—হে ভগবতি ! তব ইদং মুখং স্মুরদগণ্ডাভোগপ্রতিফলিত-  
তাড়কযুগলং চতুশ্চক্রং মন্থথরথং মন্ত্রে । যমারুহ্য মারঃ মহাবীরঃ সন্ অবনিরথ-  
মর্কেন্দুচরণং সজ্জিতবতে প্রমথপতয়ে ক্রহতি । “ক্রুধক্রহেৰ্যাহস্বমার্থানাং যং প্রতি  
কোপঃ” ইতি চতুর্থী ।

অত্র পূর্বার্কে উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ ; ভগবত্যাঃ মুখস্ত রথদ্বেনোৎপ্রেক্ষণাৎ ।  
দ্বিতীয়ার্কে আরোহণস্ত মহাবীরত্বসম্পাদকত্বকথনাৎ পদার্থহেতুকং কাব্যলিঙ্গ-  
মলঙ্কারঃ । পরমেশ্বরস্ত মন্থথেন সার্কিং যুদ্ধসমাহাসঘঞ্জেহপি সঘনকথনাদতি-  
শরোক্তিঃ । কাব্যলিঙ্গাতিশয়োক্ত্যোন্নাদিভাবেন সঙ্করঃ । উৎপ্রেক্ষারাস্ত  
কাব্যলিঙ্গং প্রত্যক্ষপ্রাণকর্তেব, ন সংসৃষ্টিঃ, নাপি সঙ্করঃ ইতি ধোয়ম্ । পৃথক্-  
স্থিত্যা উপকারকমহুপ্রাণকম্ । অপৃথক্স্থিত্যা প্রয়োজকম্ অহুসর্জনম্ । পৃথক্-  
স্থিত্যা প্রয়োজকমজম্ । এতদ্বিলক্ষণা সংসৃষ্টিরিত্যালঙ্কারিকমতরহস্তম্ । এতচ্চ  
পূর্ব্বমুক্তমপি স্পষ্টার্থং পুনঃ প্রতিপাদিতমিতি ॥ ৫৯ ॥

**অচ্যুতানন্দরুত-টীকা** ।

—স্মুরদিতি । তব মুখম্ চতুশ্চক্রম্ মন্থথ-  
রথম্ ইতি শঙ্কে । চক্রসঙ্গতিমাহ,—কিন্তু তং মুখম্ । স্মুরদগণ্ডাভোগপ্রতি-  
ফলিততাড়কযুগলং স্মুর্জমানগণ্ডাভোগয়োঃ প্রতিবিস্তৃতং তাড়কযুগলং যত্র । এতেন  
তাড়কদ্বয়ং তৎপ্রতিবিস্তরঞ্চ ইতি চতুশ্চক্রম্ । যং রথম্ আরুহ্য মহাবীরো মারঃ

প্রমথপতয়ে মহাদেবাঃ ক্রুহতি হিনস্তি । কিমুতায় ? অবনিরথঃ  
অর্কেন্দুচরণং চক্রমুখ্যচক্রম্ আকুহ স্বং জিতবতে স্বং কামং জিতবতে । আকুহে-  
তাস্ত'উভয়ত্র সম্বন্ধঃ । যমাপ্রিতোতি কুত্রাপি পাঠঃ । তত্র যং পৃথীৱণম্ আপ্রিত্য  
ইতি অবয়বঃ ॥ ৫৯ ॥

**অনুবাদ ।**—দেবি ! তোমার ঈষৎ কম্পমান গণ্ডযুগলে কর্ণভূষণ তাড়ক-  
যুগল প্রতিবিম্বিত হওয়াতে তোমার মুখমণ্ডল মদনের চক্রচতুষ্টয়বিশোভিত  
সাংগ্রামিক রথস্বরূপ বলিয়া মনে হইতেছে । দিবাকর ও নিশাকর যাহার রথচক্র  
স্বরূপ এবং পৃথিবীমণ্ডল যাহার কামবিজয়রথস্বরূপ, তাদৃশ বিজয়ী প্রমথপতি  
অরহর শিবকে পরাজয় করিবার নিমিত্তই যেন মহাবীর মদন উক্ত চতুশ্চক্র রথে  
আরোহণ পূর্বক শিবহিংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন ॥ ৫৯ ॥

সরস্বত্যাঃ সূক্তীরমৃতলহরীকোশলভিদঃ, \*

পিবন্ত্যাঃ শর্ক্বাণি শ্রবণ-চুলুকাভ্যামবিরতম্ † ।

চমৎকারপ্লাঘাচলিতশিরসঃ কুণ্ডলগণো,

ঝণৎকারৈস্তারৈঃ প্রতিবচনমাচষ্ট ইব তে ॥ ৬০

**লক্ষ্মীধর-কৃতটীকা ।**—সরস্বত্যাঃ ভারত্যাঃ সূক্তীঃ মধুরবচাংসি  
অমৃতলহরীকোশলহরীঃ অমৃতলহরীয়াঃ সুধাপ্রবাহোৎসেকস্ত কোশলং সৌভাগ্যং  
হরস্তীতি তাঃ । হরিশব্দঃ ঔণাদিকো নিপ্রত্যয়ান্তঃ, “কৃদিকারাদক্তিনো বা ঙীপ্  
বক্তব্যঃ” ইতি ঙীপ্ । পিবন্ত্যাঃ ধরন্ত্যাঃ শর্ক্বাণি ! শর্ক্বস্ত পরমেশ্বরস্ত পত্নি !  
শ্রবণচুলুকাভ্যাং চুলুকং প্রস্তুতকিং শ্রবণে শ্রোত্রে এব চুলুকে তাভ্যাম্ অবিরলং  
যথা ভবতি তথা, সাবধানেনেত্যর্থঃ । চমৎকারপ্লাঘাচলিতশিরসঃ চমদিত্যব্যয়-  
মাশ্চর্যানুকরণবাচি । কারশব্দঃ স্বরূপপরঃ । যথা—সুখদুঃখাদ্ভূতানন্দৈঃ হঠাৎখিত-  
চিত্তবিক্রিয়া চমৎকারঃ সমীৎকারশরীরোল্লাসনাদিক্ । চমৎকারপ্লাঘাস্থ আশ্চর্যা-  
নুকরণসন্দোহেবু চলিতং শিরো যন্তান্ত্রাঃ কুণ্ডলগণঃ কর্ণভরণসমূহঃ ঝণৎকারৈঃ  
ঝণদিত্যব্যয়ং ভূষণবানুকরণে । কারশব্দঃ স্বরূপবাচী । ঝণৎকারৈঃ তারৈঃ  
অতিবহ্নৈঃ উচ্চতরৈঃ প্রতিবচনম্ প্রতিশব্দম্ অমুমোদবচনম্ আচষ্ট ইব তে ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে শর্ক্বাণি ! তে অমৃতলহরীকোশলহরীঃ সূক্তীঃ  
শ্রবণচুলুকাভ্যামবিরলং পিবন্ত্যাঃ চমৎকারপ্লাঘাচলিতশিরসঃ সরস্বত্যাঃ কুণ্ডলগণঃ  
তারৈঃ ঝণৎকারৈঃ প্রতিবচনমাচষ্ট ইব ।

\* ‘কোশলহরীঃ’ ইতি ।

† ‘অবিরলঃ’ ইতি চল ।

অত্র উত্তরার্কে উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ ; ঝণৎকাবাণাং প্রতিবচনশ্চেন সম্ভাবনাৎ ।  
পূর্বার্কে অতিশয়োক্তিৰলঙ্কারঃ ; সরস্বত্যাঃ শিরঃকম্পনসম্বন্ধাভাবেহপি সম্বন্ধোক্তের-  
সম্বন্ধে সম্বন্ধনিবন্ধনাৎ । উভয়োরঙ্গাঙ্গিভাবেন সঙ্করঃ ॥ ৬০ ॥

**সম্বন্ধীধর-কৃত টীকান্নু-মতঃ ।**—হে দেবি, সরস্বতী  
দেবী, আপনার অমৃত-লহরী মাধুর্য্য-বিজয়িনী স্তম্ভর বচনাবলি শ্রবণে বিশ্বয়া-  
তিরেকে মস্তক সঞ্চালন করিলে, তাঁহার কর্ণকুণ্ডলসমূহ আন্দোলিত হওয়াতে  
শিঞ্জিত হওয়ায় বোধ হইতেছে—যেন তাহার। অনুমোদনবাক্য প্রয়োগ  
করিতেছে ॥ ৬০ ॥

**অন্যতানন্দকৃত-টীকা ।**—সর ইতি । হে শর্করিণি ! সরস্বত্যাঃ  
স্বকীঃ গন্তপত্তাদিরূপাঃ শ্রবণচুলুকাভ্যাং শ্রবণাঞ্জলিভ্যাম্ অবিরতং পিবন্ত্যাস্তব  
কুণ্ডলগণঃ কুণ্ডলস্বরত্বসমূহঃ ঝণৎকারৈস্তারৈর্ঝণৎকাররূপৈরুচ্চৈকৈঃ শব্দৈঃ প্রতিবচন-  
মাচষ্ট ইব । স্বকীঃ কিস্তূতাঃ ? অমৃতলহরী-কৌশল-ভিদঃ অমুঘাঃ পর্যাগুমাধুর্য্য-  
গর্ব্বনাশিকাঃ । কোষসদৃশীরিতি কুত্রাপি । তত্র অমৃতভাণ্ডারসদৃশীরিত্যর্থঃ । তব  
কিস্তূতায়াঃ ? চমৎকারপ্লাঘাচলিতশিরসঃ চমৎকারেণ বা প্লাঘা প্রশংসা তয়া  
চলিতং শিরো যন্তাঃ । অত্বেহপি সাধুবাচিকং শ্রদ্ধা শিরঃকম্পনেনানুমোদতে ।  
তব শিরঃকম্পনাং কুণ্ডলস্বরত্বানামন্তোহন্তসংঘটনাং ঝণৎকারাদিসাধনকরণশব্দেন  
বিচিত্রং প্রত্যন্তরমপি ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৬০ ॥

**অনুবাদ ।**—হে শর্করিণি ! যে গন্তপত্তময়ী রচনা অমৃতলহরীর স্বতঃসিদ্ধ-  
মাধুর্য্যগর্ব্বকে খর্ব্ব করিয়াছে, তাদৃশ সরস্বতীকথিত নব নব প্রবন্ধসমূহ যখন তুনি  
শ্রবণরূপ অঞ্জলি দ্বারা নিরন্তর পান করিতে প্রবৃত্তা হও, তৎকালে চমৎকারিতা  
প্রযুক্ত প্রশংসাবাদসহকারে তোমার মস্তক পরিচালিত হইতে থাকে । এই সময়  
তোমার কর্ণকুণ্ডলস্থিত রত্নাবলী পরস্পর সংঘটিত হওয়াতে বোধ হয়, যেন তাহার।  
ঝণৎকাররূপ তারস্বরে ত্বৎকৃত প্রশংসা-বাক্যের অনুমোদন করিতেছে ॥ ৬০ ॥

অসৌ নাসাবংশস্তহিনগিরিবংশধ্বজপটে, \*

ত্বদাযো নেদীয়ঃ ফলতু ফলমস্মাকমুচিতম্ ।

বহম্(ত্য)স্তমুক্তাঃ শিশিরতরনিশ্বাসবিদিতাঃ, †

সমৃদ্ধ্যা যন্তাসাং বহিরপি চ মুক্তামণিধরঃ ॥ ৬১ ॥

**সম্বন্ধীধর-কৃত-টীকা ।**—অসৌ পরিদৃশ্যমানঃ নাসাবংশঃ নাসা নাসিকা

\* 'পটি' ইতি ল । † 'শিশিরকরনিশ্বাস গলিতঃ' ইতি ল । ‡ 'যন্তাসাং' ইতি চ ল ।

বংশঃ বংশদণ্ডঃ রূপকমেতৎ । তুহিনগিরিবংশধ্বজপটি ! তুহিনগিরেঃ হিমাচলস্ত  
বংশস্ত অবয়বস্ত ধ্বজপটি ! পতাকে ! ত্বদীয়ঃ ভবদীয়ঃ নেনদীয়ঃ সন্নিবৃষ্টতরং ফলতু  
নিষ্পাদয়তু ফলম্ ইষ্টার্থম্ অশ্বাকং মৎসবন্ধিনাং নম চেত্যর্থঃ । উচিতং ক্রিয়াবিশেষণ-  
মেতৎ যথেন্দ্রিতং বহতি ধারয়তি অন্তঃ অভ্যন্তরে মুক্তাঃ মুক্তামণীন্ শিশিরকর-  
নিখাসগলিতং শিশিরকরঃ চন্দ্রঃ তস্ত নিখাসো বামনাডীমার্গবায়ুঃ তেন গলিতং স্তভং  
সমৃদ্ধ্যা আধিকোন যৎ যস্মাৎ কারণাং তাগাং মুক্তানাং বহিরপি চ বাহুপ্রদেশোহপি  
নাসিকাগ্রবামভাগোহপীত্যর্থঃ । নাসিকাকারাকারিতো বংশদণ্ডঃ মুক্তামণিধরঃ  
মুক্তামণিং ধৃতবান্ । “মুক্তামণিমধ্যং” ইতি সম্যক্পাঠঃ ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে তুহিনগিরিবংশধ্বজপটি ! ত্বদীয়োহসৌ নাসাবংশঃ  
অশ্বাকম্ উচিতং নেনদীয়ঃ ফলং ফলতু । অন্তঃ মুক্তাঃ বহতি । যদ্যস্মাৎ কারণাং  
তাগাং সমৃদ্ধ্যা শিশিরকরনিখাসগলিতং বহিরপি চ মুক্তামণিধরঃ ।

অত্র নাসিকায়্যাঃ বংশদ্বারোপগাং রূপকম্ । বংশদ্বসাদক প্রতিপাদকম্ উত্তরা-  
র্কম্ । বংশগর্ভে মোক্তিকাঃ উদ্ভবন্তীতি লোকশাস্ত্রমর্যাদা । অতো নাসিকাবংশ-  
দণ্ডোহপি অভ্যন্তরে মোক্তিকান্বাদৃতানি বর্তন্তে । নো চেন্নাসাবংশদণ্ডস্ত বহিঃ  
মুক্তামণিধরত্বং কথং সংঘটেত ইত্যর্থাপত্ত্যা বংশদণ্ডাকারো নাসিকায়্যাঃ সমর্থিত ইতি  
রূপকমেব সম্যক্ ॥ ৬১ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।**—অসাবিতি । হে তুহিনগিরিবংশধ্বজ-  
পটে ! হিমালয়কূলপতাকে ! অত্র বংশশব্দে শ্লেষঃ । হে হিমগিরিজাতবংশদণ্ড-  
পতাকে ! ত্বদীয়ো নাসাবংশঃ নেনদীয়ো নিকটতরম্ অশ্বাকম্ উচিতং ভক্তানুরূপং  
ফলং ফলতু নিষ্পাদয়তু । সগ্রহিসরস্ক্রিয়া উচ্চতরত্বাৎ নাসিকায়্যা বংশদ্বপ্রতিপাদ-  
নম্ । ফলধারণযোগ্যতামাহ,—কিস্তৃতম্ ? অন্তর্গর্ভে শিরো মধ্য ইতি যাবৎ  
মুক্তাফলানি বহন্ । তদ্বক্তৃতম্—ইভানাং বংশমৎস্থানাং শীর্ষে মুক্তাফলোদ্ভবঃ ।  
শব্দকণ্ঠক্লিশঙ্খানাং গর্ভে মুক্তা-ফলোদ্ভব ইতি । গর্ভস্থা মুক্তাঃ কথং জ্ঞাতাঃ ?  
ইত্যাহ,—শিশিরতরনিখাসেন বিদিতাঃ । বংশোদ্ভবা শীতলা ভবন্তীতি ভাবঃ । যো  
নাসাবংশস্তাগাং গর্ভস্থিতানাং মুক্তানাং সমৃদ্ধ্যা বাহুল্যাৎ বহিরপি মুক্তামণিং বিতর্কি,  
অর্থাৎ স্তম্ভ মুক্তাফলানাং বাহুল্যাৎ নিখাসবাতেন কিঞ্চিদপি বহিষ্কৃতমিত্যাৎ-  
প্রেক্ষ্যতে ॥ ৬১ ॥

**অনুবাদ ।**—হে হিমালয়কূলপতাকে ! তোমার এই নাসাবংশ আমাদের  
গর্ভে আশু ভক্তানুরূপ শুভ ফল প্রসব করুক । শিশিরতর নিখাস দ্বারা অহুমিত  
হইতেছে যে, তোমার এই নাসাবংশের অভ্যন্তরে মুক্তাফল বিরাজিত রহিয়াছে ;

সুতরাং অন্তরে মুক্তাকলের বাহ্যে হইলে নিশ্বাসবায়ু দ্বারা বহির্দেশে মুক্তাকলের  
নিঃসরণ অসম্ভাবিত নহে ॥ ৬১ ॥

প্রকৃতা রক্তায়াস্তব সুদতি দন্তচ্ছদরুচে-

বরাকী \* সাদৃশ্যং জনয়তু কথং † বিক্রমলতা ।

ন বিশ্বং তদ্বিশ্বপ্রতিফলনলাভা- ‡ দরুণিতং,

তুলামধ্যারোঢ়ুং কথমপি § বিলজ্জিত কলয়া ॥ ৬২ ॥

লঙ্ঘীধররুত-টীকা।—প্রকৃতা স্বভাবেন আরক্তায়াঃ আত্মায়াঃ  
তব সুদতি শোভনাঃ দন্তাঃ যন্তাঃ তন্তাঃ সমৃদ্ধিঃ । দন্তচ্ছদরুচেঃ দন্তচ্ছদয়ো-  
রোষ্ঠয়োঃ রুচেঃ সৌভাগ্যশ্চ প্রবক্ষ্যে প্রকর্ষণে কথয়িষ্যামি । সাদৃশ্যং সদৃশ্য ভাবঃ  
সাদৃশ্যং জনয়তু উৎপাদয়তু । আশংসায়াম্ লোট । বিক্রমলতাকলং যদি স্তাৎ তদা  
সদৃশবস্তুসম্ভাবঃ ন তু বিক্রমমাত্রং সদৃশমিতি । ফলং পক্ষফলম্ । পীতবর্ণাভ্যা  
লতাভাঃ উৎপন্নং ফলম্ অতিরক্তম্, রক্তলতোৎপন্নশ্চ রক্তিম্বা কিমু বক্তব্য ইতি  
তদেব সদৃশমিতি তাৎপর্যম্ । বিক্রমলতা প্রবাললতিকা ন বিশ্বং বিশ্বফলং  
তদ্বিশ্বপ্রতিফলনরাগাৎ তয়োঃ দন্তচ্ছদয়োঃ বিশ্বশ্চ প্রতিফলনং প্রতিবিশ্বনং তেন  
রাগঃ রক্তিম্বা । তস্মাৎ বিশ্বফলমিতি ব্যবহারঃ অধরবিশ্বপ্রতিবিশ্বপ্রসাদাসাদিতঃ ।  
অন্থথা তন্তু বিশ্বব্যবহারো ন স্তাৎ । যথা ক্ষটিকাদৌ জপাকুসুমাদেঃ প্রতিবিশ্ব-  
বশাদেব ক্ষটিকাদীনাং রক্ততা এবং বিশ্বফলশ্রাপীতি । তদ্বিশ্বপ্রতিফলনরাগাৎ  
অরুণিতং তুলামধ্যারোঢ়ুং তুলায়াং সাম্যকথায়াং স্মাতুং কথমিব । ইবেতি  
বাক্যালঙ্কারে । বিলজ্জিত ব্রীড়িত কলয়া লেশেন ।

অত্রোৎপাদনপদযোজন।—হে সুদতি ! তব প্রকৃতা আরক্তায়াঃ দন্তচ্ছদরুচেঃ  
সাদৃশ্যং প্রবক্ষ্যে । বিক্রমলতা ফলং জনয়তু । বিশ্বং পুনঃ তদ্বিশ্বপ্রতিফলনরাগা-  
দরুণিতং কলয়াহপি তুলামধ্যারোঢ়ুং কথমিব ন বিলজ্জিত । লঙ্ঘীধররুতান্নপদৌ ।

অত্রাতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ ; যন্তার্থোক্তৌ কল্পনাৎ । দ্বিতীয়ার্কে অসম্বন্ধে সম্বন্ধ-  
নিবন্ধনাতিশয়েক্তিঃ, বিশ্বপ্রতিফলনাসম্বন্ধেহপি সম্বন্ধকথনেনাভেদকথনাৎ । উভয়োঃ  
সংসৃষ্টিঃ ॥ ৬২ ॥

অন্যতানন্দরুত-টীকা।—প্রকৃতা ইতি । হে সুদতি ! শোভন-  
দন্তে ! তব স্বভাবরক্তায়া দন্তচ্ছদরুচেঃ ওষ্ঠাধরশোভায়াঃ সাদৃশ্যং বরাকী নিকৃষ্টা  
বিক্রমলতা কথং জনয়তু তুল্যতাং যাতু । লতাসাদৃশ্যযোগ্যতয়া অবিহিতত্বাৎ



ইতি ভাবঃ । বিষং বিষফলং 'তেলাকুচা' ইতি খ্যাতম্ । ওষ্ঠাধরয়োঃ কলয়া অংশেন তুলামধ্যারোহুঃ তুলাতাং গন্তুং কথং ন লজ্জেত ? অপি তু লজ্জেতৈব । কিমুতম্ ? ওষ্ঠাধরবিষপ্রতিবিষলাভাদরুণিতম্ । অর্থাৎ স্বভাবতঃ শ্রামং বিষফলং তবাধরপ্রতিবিষলাভাদরুণিতং ভবতীতি ভাবঃ । জনয়তু ইত্যত্র কলয়তু ইতি পকাননঃ । বিলজ্জেত ইত্যত্র বিরজ্যেত ইতি প্রাকঃ । তদ্বিষ ইত্যত্র দৃগ্বিষ ইতি কৈবল্যাধঃ । তত্র তব দৃশঃ অর্কাঙ্ককথাং অর্কতেজসা অরুণিতমিতি স্বভাবারুণপ্রাধরস্ত নায়ং তুলা ইতি ভাবঃ ॥ ৬২ ॥

**অনুবাদ ।**—হে সুদতি ! নিরুপ্ততরা বিক্রমলতিকা কিরূপে তোমার স্বভাবরক্ত ওষ্ঠাধরকান্তির সৌন্দর্য লাভ করিতে পারে ? ( তাহার ফল হইলে পকাবহার সদৃশ হইত বটে । ন টা ) যে বিষফল (তেলাকুচা) তোমার ওষ্ঠাধরবিষের প্রতিবিষ লাভ করিয়া অরুণিত হইয়াছে, সেই বিষফল কি তোমার ওষ্ঠাধরের অংশমাত্রেরও সাদৃশ্য লাভ করিতে লজ্জিত হইবে না ? ॥ ৬২ ॥

স্মিতজ্যোৎস্নাজালং তব বদনচন্দ্রস্ত পিবতাং,

চকোরাণামাসীনাতিরসতয়া চঞ্চুজড়িমা ।

অতন্তে শীতাংশোরমৃতলহরীমল্লরুচয়ঃ, \*

পিবন্তি স্বচ্ছন্দং নিশি নিশি ভৃশং কাঞ্জিকধিরা ॥ ৬৩ ॥

**শঙ্করাচার্য-টীকা ।**—স্মিতজ্যোৎস্নাজালং স্মিতমীষক্সিসিতমেব জ্যোৎস্না তস্তাঃ জালং বিতানং তব বদনচন্দ্রস্ত বদনমেব চন্দ্রঃ তস্ত পিবতাম্ আশ্বাদয়তাং চকোরাণাং পক্ষিবিশেষাণাম্ আসীৎ অতিরসতয়া অতিমাধুর্যাৎ চঞ্চুজড়িমা জিহ্বাজাত্যম্ । অতঃ কারণাৎ তে চকোরাঃ শীতাংশোঃ চন্দ্রেণ অমৃতলহরীম্ অমৃতস্ত সুধায়াঃ লহরীম্ উৎসেকং জ্যোৎস্নামৃতমিত্যর্থঃ । আল্লরুচয়ঃ আল্লৈ অল্পরসে রুচির্বাহা যेषাং তে আল্লরুচয়ঃ পিবন্তি ভক্ষয়ন্তি স্বচ্ছন্দং বথোচ্ছং নিশি নিশি প্রতিনিশং জ্যোৎস্নাস্মিতি শেবঃ । ভৃশম্ অত্যর্থং কাঞ্জিকধিরা আরনালব্রাস্ত্যা ।

**অত্রোৎপাদনোপদেশঃ**—হে ভগবতি ! তব বদনচন্দ্রস্ত স্মিতজ্যোৎস্নাজালং পিবতাং চকোরাণাম্ অতিরসতয়া চঞ্চুজড়িমা আসীৎ অতন্তে আল্লরুচয়ঃ শীতাংশোরমৃতলহরীং কাঞ্জিকধিরা স্বচ্ছন্দং নিশি নিশি ভৃশং পিবন্তি ।

অত্র অতিদীর্ঘশ্লোকঃ, চঞ্চুজড়িমনিবন্ধনজ্যোৎস্নাপানাসম্বন্ধেপি তৎসম্বন্ধ-

\* 'আল্লরুচয়ঃ' ইতি ন পাঠঃ ।



কখনাং অতিমধুরস্তপানপ্রসক্তজিহ্বাজাড্যানিবন্ধনারপিগামুভিঃ বাগটৈরভেদাধা-  
বগানন্ত প্রভীতে: ॥ ৬৩ ॥

**অ-ভাষ্য-কৃত-টীকা ।**—স্মিত ইতি । তব বদনচন্দ্রশ্চ স্মিত-  
জ্যোৎস্নাসমূহং পিবতাং চকোরাগাম্ অতিমাধুর্য্যতয়া জিহ্বাজাড্যানাসীৎ । অতঃ  
কারণাৎ তে চকোরা অগ্নরুচয়ঃ সন্তঃ শীতাংশোরমৃতলহরীঃ কিরণসমূহং কাঞ্জিক-  
ধিয়া স্বচ্ছন্দং প্রতিরাত্রং পিবন্তি । অগ্নেন জিহ্বায়া জাড্যানাশো ভবতীতি ভাবঃ ।  
এতেন পূর্ণচন্দ্রাদপি তব বদনশ্চাধিক্যাম্ ॥ ৬৩ ॥

**অনুবাদ ।**—হে পর্বতরাজপুত্রি ! চকোরগণ তোমার এই বদন-সুখা-  
করের জীবৎ হান্তরূপ মধুর জ্যোৎস্নাসমূহ পান করাতে তাহাদের জিহ্বা অতি-  
মিষ্টতাজনিত জড়তায় অভিভূত হইয়াছে । এই কারণে চকোরগণ অগ্নরসে  
কচিবুক্ত হইয়া প্রতিরজনীতে কাঞ্জিক ( কাঁজি ) বোধে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুনঃ  
পুনঃ শীতাংশুর অমৃতলহরী ( কিরণসমূহ ) পান করিয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥

অবিশ্রান্তং পত্ন্যুগ্গণগকথাশ্চেড়নজড়া, \*

জপাপুপ্প-† ছায়া তব জননি জিহ্বা বিজয়তে । ‡

যদগ্রাসীনায়াঃ স্ফটিকদৃশ(ষ)দচ্ছবিময়ী,

সরস্বত্যা মূর্তিঃ পরিণমতি মাণিক্যবপুষা ॥ ৬৪ ॥

**সঙ্কীর্ণকৃত-টীকা ।**—অবিশ্রান্তং অনারতং পত্ন্যঃ সদাশিবস্ত  
গুণগণকথাশ্চেড়নজপা গুণানাং ত্রিপুরবিজয়াদীনাং গণঃ সমূহঃ তস্ত কথা বৃত্তান্তঃ  
তস্ত আশ্বেড়নং ষিদ্ধিরুক্তিঃ তদেব জপো যস্যো সা অনন্তমনস্কৈত্যর্থঃ । জপা-  
পুপ্পচ্ছায়া জপা রক্তপুপ্পীপুপ্পং তস্য ছায়েব ছায়া কান্তিঃ যন্তাঃ সা । তব  
জননি ! হে মাতঃ ! জিহ্বা রসনা জয়তি ক্ষুরতি । সা ইতি তচ্ছবো বর্ত্তিমাণাং  
প্রসিক্তিঃ পরামৃশতি । যদগ্রাসীনায়াঃ যন্তাঃ জিহ্বায়াঃ অগ্রে আসীনায়াঃ  
নিবন্ধায়াঃ স্ফটিকদৃশদচ্ছবিময়ী স্ফটিকদৃশদঃ স্ফটিকোপলস্তেব অচ্ছা ছবিঃ কান্তিঃ  
তয়া প্রচুরা । প্রাচুর্য্যো ময়ট্ । স্ফটিকধবলেত্যর্থঃ । সরস্বত্যাঃ ভারত্যাঃ মূর্তিঃ  
স্বরূপং পরিণমতি বিকারমাপত্ততে রূপান্তরং প্রাপ্নোতীতি যাবৎ । মাণিক্যবপুষা  
পদ্মরাগবপুষা ।

**অত্রৈখং পদবোজনা**—হে জননি ! তব সা জিহ্বা অবিশ্রান্তং পত্ন্যঃ গুণগণ-  
কথাশ্চেড়নজপা জপাপুপ্পচ্ছায়া জয়তি, যদগ্রাসীনায়াঃ সরস্বত্যাঃ স্ফটিকদৃশদঃ

বিমরী মূৰ্ত্তিঃ মাণিক্যবপুৰা পরিণমতি । (জিহ্বায়াং রক্তবস্মাত্ৰং ন ভবতি ।  
তটস্থানাং রক্তীকরণে রক্তিরঃ শক্তিরপি । অতএব জয়তীতি প্রযুক্তম্ ।)

তদুপাধিকারঃ, “তদুপাধিঃ স্বপুণ্যত্যাগাদন্তোৎকৃষ্টপুণ্যভিঃ” ইতি লক্ষণাৎ ।  
দেব্যাঃ বদনাধুজে সৰ্বদা সরস্বতী স্বমূৰ্ত্ত্যা বসতীত্যাগমরহস্যম্ ॥ ৬৪ ॥

**অন্যানন্দকৃত-টীকা ।**—অবিশ্রান্তম্ ইতি । হে জননি ! তব  
জিহ্বা বিজয়তে উৎকর্ষেণ বস্তুতে । কিম্বূতা ? জবা-পুশ্পকাস্তিঃ । পুনঃ  
কিম্বূতা ? স্বামিনো গুণকথনগোচরঃপুস্তেন জড়ীভূতা । আশ্রিতাভিঃস্নেহোভে  
ভাবঃ । অস্যা অগ্রহিতায়াঃ সরস্বত্যা দৃশদচ্ছবিমরী দশনজ্যোতীরূপা মূৰ্ত্তিঃ  
মাণিক্যবপুৰা লোহিতমণিরূপেণ পরিণমতি পরিণতিং প্রাপ্নোতি । কিম্বূতা ?  
ফটিকসদৃশী । যথা ফটিকং জবাপুশ্পমাসাং দর্শনীয়তাং প্রাপ্নোতি, তথা সরস্বতী  
জিহ্বাগ্রমাগাং রক্তাবয়বতাং বাতীত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

**অনুবাদ ।**—হে জননি ! পুনঃ পুনঃ পতিগুণ-সমূহ-বর্ণনা নিবন্ধন জড়ী-  
ভূতা ও জবাকুমুমসম লোহিতবর্ণা তোমার রসনা সর্বোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে ।  
কারণ, এই জিহ্বাগ্রে সমাসীনা ফটিকমণিসদৃশ নির্মলকাস্তি সরস্বতীমূৰ্ত্তি লোহিত-  
মাণিক্য-মণিরূপে পরিণতা হইতেছেন ॥ ৬৪ ॥

**ভাষ্যপরিচয় ।**—জবাপুশ্পের সান্নিধ্য হেতু ফটিকমণি যেৰূপ লোহিতরাগে  
রঞ্জিত হইয়া উঠে, তরূপ রক্তবর্ণ জিহ্বা-সংলিখিত গুহদশনপংক্তিচ্ছায়ারূপা সরস্বতী-  
মূৰ্ত্তিও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৬৪ ॥

রণে জিহ্বা দৈত্যানপগত- \* শিরস্ত্রৈঃ কবচিভিঃ,

নিবৃত্তৈশ্চণ্ডাংশু- † ত্রিপুরহরনির্মাল্যবিমুখৈঃ ।

বি(রিকী)শাখেন্দ্রোপেষ্ট্রৈঃ শশিশকলকপূরধবলাঃ,

বিলুপ্যন্তে ‡ মাতস্তব বদনতামূলকনিকাঃ ॥ ৬৫ ॥

**অঙ্গীকৃত-টীকা ।**—রণে যুগ্মে জিহ্বা পরাজিতান্ কৃষা দৈত্যান্  
অগস্ত্যশিরস্ত্রৈঃ ‡ কবচিভিঃ বর্মযুক্তৈঃ নিবৃত্তৈঃ যুদ্ধারিবৃত্তৈঃ চণ্ডাংশুত্রিপুরহর-  
নির্মাল্যবিমুখৈঃ চণ্ডাংশুঃ চণ্ডভাগঃ চণ্ডো নাম প্রমথঃ তস্য ভাগঃ স এব

\* ‘অগস্ত্য’ ইতি

† ‘চণ্ডাংশু’ ইতি

‡ ‘শশিবিশককপূরধবলাঃ’ ‘বিলীয়ন্তে’ ইতি

§ ‘কবলাঃ’ ইতি চ ন ।

§ অগস্ত্যানি শিরোবেটনানি বৈভৈঃ স্বাভিঃসংলিখিতৈঃ সেবকানাং রাজসংযুগে  
প্রণামবেলারান্ উকীলশিরস্ত্রাদিকং নিবৃত্তা প্রণামঃ কর্তব্য ইতি পরিপাটী ; ভাঃ পরিপাটী-  
মাত্রিত্যহ—অগস্ত্যশিরস্ত্রৈরিতি ।

নির্মাল্যং স্বীকৃত্যবশিষ্টং গন্ধতাম্বুলাদি তত্র বিমুখৈঃ । “হরনির্মাল্যং  
পরিত্যাজ্যম্” ইত্যাদিশ্রুতম্ । চণ্ডাংশুগুহরনির্মাল্যানিবেদনম্ । ইত্যবগতব্যমিতি  
বোধয়তি । বিশাখেন্দ্রোপেন্দ্রৈঃ বিশাখাঃ সেনানীঃ । যুদ্ধে তস্যৈব প্রামুখ্য-  
মিত্যাগ্রে গণনা । ইন্দ্রো মহেন্দ্রঃ উপেন্দ্রঃ বিষ্ণুঃ তৈঃ শশিবিশদকপূরশকলাঃ  
চন্দ্রবশিষ্টাঃ কপূরশকলাঃ ঘনসারথীঃ যেষাং তে বিলীয়ন্তে বিলয়নং ক্রিয়ন্তে ।  
মাতঃ ! হে জননি ! তব বদনতাম্বুলকবলাঃ বদননির্গতাতাম্বুলকবলাঃ ।

অত্রোৎপাদনোপায়ঃ—হে মাতঃ ! রণে দৈত্যান্ জিত্বা অগস্ত্যশিরস্ত্রৈঃ  
কবচিভিঃ নিবৃত্তৈঃ চণ্ডাংশুগুহরনির্মাল্যবিমুখৈঃ বিশাখেন্দ্রোপেন্দ্রৈঃ শশি-  
বিশদকপূরশকলাঃ তব বদনতাম্বুলকবলাঃ বিলীয়ন্তে ॥

অনর্থঃ—বিশাখেন্দ্রোপেন্দ্রাঃ দৈত্যান্ সংহত্য ভগবত্যাঃ কুমারং পুরস্কৃত্য  
পাদবন্দনার্থমাগত্য শিরস্ত্রাণ্যপহার্য পাদোপসংগ্রহণমকুর্কন্ । তদনন্তরং প্রসন্ন  
ভগবতীঃ ক্রীড়াখাদিতান্ তাম্বুলকবলান্ বিতত । তদগতকপূরশকলবিলয়নপর্যন্তঃ  
খাদিতবন্তঃ ইত্যুক্ত্যা এতাদৃশোহনুগ্রহঃ ভগবত্যাঃ কুমারস্বামিন্তেব । ইন্দ্রাদিষুপি  
কাচিংক ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬৫ ॥

অন্যতান-...-তীকা ।—রণে ইতি । হে মাতঃ ! তব বদন-  
তাম্বুলকবলাঃ বিরিকীক্লোপেন্দ্রৈর্কিনুপ্যন্তে । কিঙ্কতাঃ ? শশিখণ্ডবৎ কপূরেন  
ধবলাঃ । বিশদতরকপূরধবলা ইতি সীতাম্বরঃ । বিশাখেন্দ্রোপেন্দ্রৈরিতি চ ।  
কিন্দুতৈঃ ? রণে দৈত্যান্ জিত্বা নিবৃত্তৈঃ অয়যুতৈঃ । কবচিভিঃ কবচযুতৈঃ ।  
পুনঃ কিন্দুতৈঃ ? চণ্ডাংশুগুহরনির্মাল্যবিমুখৈঃ । ব্রহ্মরূপরোরপি ত্রিসূর্য-  
সদাশিবরোনির্মাল্যবিমুখৈঃ । অগস্ত্যশিরস্ত্রৈঃ তবাভিবাধনহেতুনা দূরীকৃত-  
শিরোবেষ্টনৈঃ । তব নির্মাল্যশেষেণ সর্কেষাং পূজনং ভবতীতি সূচিতম্ । তদ্বক্তং  
বামলে,—“নৈবেদ্যং ত্রিপুরাদেব্যা বাহুস্তি বিবুধাঃ সদা । তন্মাদেয়ং কুরুশ্রেষ্ঠ  
ব্রহ্মণে বিকবেহপি চ ॥” ইত্যাদি ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ ।—হে মাতঃ ! যুদ্ধে দৈত্যগণকে পরাজয় করিয়া প্রতিনিবৃত্ত  
বর্ষাবৃত্ত কার্তিকেয়, ইন্দ্র ও বিষ্ণু শিরস্ত্রাণ উন্মোচন পূর্বক চন্দ্রখণ্ডবৎ কপূরবোণে  
শুভ্র ভবদীয় সুখোৎসৃষ্ট তাম্বুলকণা-প্রসাদ উদরস্থ করেন, কিন্তু তাঁহারা পরমারাধ্য  
সূর্য ও সদাশিবের নির্মাল্য স্পর্শও করেন না ।

(‘সূর্য ও সদাশিবের’ এই অর্থ লক্ষ্মীধরকৃত পাঠের অঙ্গরূপ নহে,—তাঁহারা  
মতে অর্থ—‘চণ্ডাংশুরের ভাগ বে শিব-নির্মাল্য, তাহাতে বিমুখ,’—( কার্তিকেয়,  
ইন্দ্র ও বিষ্ণু ) চর্চিত তাম্বুলের কপূরখণ্ড—সংবাদন করেন ) ॥ ৬৫ ॥

বিপক্ষ্যা গায়ন্তী বিবিধমবদানং \* পশুপতে-

স্বয়ারকে বক্তুং চলিতশিরসা সাধুবচনৈঃ । †

তদীয়েন্মাধুর্যৈরপলপিততন্ত্রীকলরবাং,

নিজাং বীণাং বাণী নিচুলয়তি চোলেন নিভৃতম্ ॥ ৬৬ ॥

**সম্মীধনরূপ-টীকা।**—বিপক্ষ্যা বীণয়া গায়ন্তী গানং কুবর্তী বিবিধম্  
অনেকপ্রকারং ত্রিপুরবিজয়-দক্ষবাগধ্বংস-হালাহলধারণজলধরবধ-পজাস্বরবধাদিকম্  
অপদানং বক্তুং কৰ্ম পশুপতেঃ ঈশ্বরস্ত স্বয়া ভবত্যা আরকে উপক্রান্তে সতি বক্তুং  
নিগদিতুং চলিতশিরসা অন্তঃসন্তোষবশাৎ স্বয়ং শিরঃকম্পবত্যা সাধুবচনে মধুর-  
বচনে তদীয়েঃ তস্ত বচনস্ত সম্বন্ধিভিঃ মাধুর্যৈঃ মাধুর্যাশ্রুণৈঃ অপলপিততন্ত্রীকলরবাং  
অপলপিতাঃ অপহসিতাঃ স্বকীয়তন্ত্রীকলরবাঃ বস্তাঃ সা তাং নিজাং স্বকীয়াং বীণাং  
বিপক্ষীং বাণী ভারতী নিচুলয়তি নিচুলবতীং কয়োতি । নিচুলঃ কূর্পাসঃ । চোলেন  
চোলঃ কূর্পাসবিশেষঃ বীণাকূর্পাসঃ । চোলেন নিচুলবতীং কয়োতীতি সামান্ত-  
বিশেষভাবেন ন পৌনরুক্ত্যম্ । কেচিত্তু ভোজমতাবলম্বিন আহুঃ—চুলিধাতুঃ তিরো-  
ধানবাচক ইতি । নিতরাং চুলয়তি আচ্ছাদয়তীত্যর্থঃ । নিভৃতং গূঢ়ং যথা  
ভবতি তথা ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! পশুপতেঃ বিবিধম্ অপদানং বিপক্ষ্যা  
গায়ন্তী স্বয়া বক্তুং চলিতশিরসা সাধুবচনে আরকে তদীয়েঃ মাধুর্যৈঃ অপলপিততন্ত্রী-  
কলরবাং নিজাং বীণাং বাণী চোলেন নিভৃতং নিচুলয়তি ।

অত্রাতিশয়োক্তিৰলঙ্কারঃ, বীণায়াঃ নিচোলনাসম্বন্ধেহপি সম্বন্ধকথনাং, যঃ  
পরাজিতো বৈণিকঃ স্ববীণাং চোলেন নিচুলয়তি তেন সহান্তেদাধ্যবসায়প্রতীতেঃ ॥ ৬৬ ॥

**অন্যতানন্দরূপ-টীকা।**—বিপক্ষ্যেত্যাদি । হে মুক্তবদনে ! পশু-  
পতেঃ শিবস্ত বিবিধমবদানং নানাবিধং কৰ্ম বিপক্ষ্যা বীণয়া গায়ন্তী বাণী হর্ষাচ্চলিত-  
শিরসা স্বয়া সাধুবচনৈঃ বক্তুং আরকে সতি অর্থাৎ পশুপতেঃ কৰ্ম্মণি স্বয়া প্রশংসা-  
বচনৈঃ সতি কথয়িতুমাৰকে নিজাং বীণাং নিভৃতং যথা স্তাতথা চোলেন বাসসা নিচু-  
লয়তি আচ্ছাদয়তি । বীণাং কিম্বৃত্তাম্ ? তদীয়েন্মাধুর্যৈঃ অপলপিতঃ তন্ত্রীকলরবঃ  
বস্তাঃ তাং তথা । বীণাশব্দাদপি মধুরাং তব বাণীং শ্রদ্ধা বীণাং সংবোধিতীতি  
বাক্যার্থঃ । তদীয়েন্মাধুর্যৈরিত্যি পঞ্চাননঃ ॥ ৬৬ ॥

অম্লবান্দ ।—জননি ! ভগবতী ভারতী যে সময় স্বীয় কচ্ছপী বীণা দ্বারা ভগবান্ পশুপতির মহিমারাশি গান করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ে তুমি মন্তকসঞ্চালন পূর্ব্বক সাধুবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে স্বীয় বীণারবকে তোমার কলকণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যে পরাভূত দেখিয়া ভারতী ( লজ্জাবশতঃ ) বসন দ্বারা ঐ বীণা সমাচ্ছাদিত করিয়া থাকেন ।

[ বীণাকে বীণার আবরণবস্ত্রাভ্যন্তরে স্থাপন করেন, ইহা লক্ষ্মীধর টীকার মর্ম্ম, অত্যাংশ সমান ] ॥ ৬৬ ॥

করাগ্রেণ স্পৃষ্টং তুহিনগিরিণা বৎসলতয়া,

গিরীশেনোদন্তং মুহুরধরপানাকুলতয়া ।

করগ্রাহং শস্তোন্মুখমুকুরবন্তং গিরিস্থতে,

কথংকারং ক্রমস্তব চিবুক- \* মৌপম্যরহিতম্ ॥ ৬৭ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা ।—করাগ্রেণ অগ্রকরেণ স্পৃষ্টং সংস্পৃষ্টং তুহিন-গিরিণা হিমাদ্রিণা জনকেন বৎসলতয়া বাৎসল্যেন পিতাদীনাং পুত্রাদিষু প্রীতিঃ বাৎসল্যশব্দেনোচ্যতে । যথোক্তং সৰ্ব্বজ্ঞসোমেশ্বরেণ—পুত্রাদৌ বাৎসল্যং, পত্ন্যাদৌ প্রেম, শিষ্যাদাবহুগ্রহঃ, অগ্রজাদৌ ভক্তিঃ ইতি । অত্র আদিশব্দেন গোণপুত্র-গোণপত্নীগোণশিষ্যগোণাগ্রজাঃ গৃহ্যন্তে ইতি । গোণপুত্রঃ পুত্রত্বেন কল্পিতসম্বন্ধঃ । ন তু ক্রীতাদিঃ, তস্ত পুত্রত্বাৎ । গোণপত্নী ভূজিষ্যা । গোণশিষ্যঃ শিষ্যত্বেন কল্পিতসম্বন্ধ এব ন তু স্বীকৃতমন্ত্রগ্রহণমাত্রঃ । গোণাগ্রজঃ কল্পিতসম্বন্ধঃ ন তু ক্ষেত্রজাদিঃ । গিরীশেন শঙ্করো উদন্তম্ উন্নমিতং মুহুরত্যাৰ্থম্ অধরপানাকুলতয়া অধরপানব্যগ্রতয়া অতিপ্রেম্ণা ইত্যর্থঃ । করগ্রাহং করেণ গ্রহীতুং যোগ্যং মুখা-বলোকনচূষনব্যগ্রতয়া শস্তোঃ মুখমুকুরবন্তং মুখমেব মুকুরো দৰ্পণঃ তস্ত বৃত্তং তদাধারদণ্ডঃ তং, গিরিস্থতে ! হিমাদ্রিতনয়ে ! কথংকারং কথংকৃৎ ক্রমঃ বর্ণনামঃ । “বিভাষা কথমি লিঙ্ চ” ইতি লিঙ্গার্থে সংপ্রধারণায়াং লট্ । তব ভবত্যাঃ চুচুকম্ অধরাধঃকণিকাম্ ঔপম্যরহিতম্ উপম্যরহিতম্ । উপম্যরহিত্যং তু কমল-কণিকাদৰ্পণবৃত্তোদয়াদ্রিশিখরশিলাদীনাং শস্তোঃ করগ্রাহক-হিমগিরিকরোপলানা-জনিত-সৌভাগ্যাতিশয়াভাবেন তদ্বৎত্বাচ্ছূষনং তুলনা নাস্তীতি ।

অত্রোৎপাদবোজন—হে হিমগিরিস্থতে ! তুহিনগিরিণা বৎসলতয়া করাগ্রেণ

স্পৃষ্টং গিরীশেন অধরপানাকুলতয়া মুহুরদন্তঃ শস্তোঃ করগ্রাহম্ উপম্যরহিতং তব মুখমুকুরবৃত্তং চূচকং কথংকারং ক্রম ইতি ।

অত্রানুশ্রবণকারঃ স্বতঃপ্রসূতে, সর্বোপমানিষেধেন স্বস্ত স্বয়মেব সদৃশমিত্যানুশ্রবণ-  
লকারপ্রতীতে: ॥ ৬৭ ॥

**অনুবাদ-টীকা।**—করাগ্রেণেতি । হে হিমগিরিস্থিতে !  
উপমানশূন্তং তব চিবুকং কথংকারং ক্রমঃ কিং কৃত্বা বর্ণয়ামঃ । কিমুত্তমং ? শস্তোঃ  
করগ্রাহং মুখদর্পণস্ত বৃত্তমিব । অতিনির্মলতয়া তব মুখস্ত দর্পণস্ত তদগুণমিব ।  
পুনঃ কীদৃশম্ ? হিমগিরিণা বৎসলতয়া করাগ্রেণ স্পৃষ্টম্ । পুনঃ কিমুত্তমং ?  
অধরপানসম্মেগে শস্তুনা মুহুরদঃ বারম্ উদন্তম্ উত্তোলিতম্ । এবমুত্তে জগদধি-  
কারাঃ শৃঙ্গারবর্ণনে শঙ্করমূর্ত্তে: শঙ্করস্ত কুতো দোষঃ ॥ ৬৭ ॥

**অনুবাদ।**—হে গিরিরাজকণ্ঠে ! এই জগতে ( এমন কোন বস্তু নাই যে,  
তাহার সহিত তোমার চিবুকের উপমা প্রদত্ত হইতে পারে । ) বেহেতু এই চিবুক  
শস্তুর করগ্রাহ ও তোমার নির্মল মুখরূপ মুকুরের বৃত্তস্বরূপ । গিরিরাজ স্নেহপ্রযুক্ত  
করাগ্র দ্বারা উহা স্পর্শ করিয়া থাকেন । ভগবান্ শঙ্কর অধরপানে লোলুপ হইয়া  
পুনঃ পুনঃ হস্ত দ্বারা উহা উত্তোলন করেন । ঈদৃশ উপমাহীন চিবুক আমি  
কিভাবে বর্ণন করিতে সমর্থ হইব ? ৬৭ ॥

ভূজাশ্লেষাম্রিত্যং পুরদময়িতুঃ কণ্টকবতী,

তব গ্রীবা ধত্তে মুখকমলনালশ্রিয়মিয়ম্ ।

স্বতঃস্বেতা কালাগুরুবহ(হু)লজম্বালমলিনা,

মৃণালীনাং নিত্যং \* বহতি যদহো † হারলতিকা ॥৬৮॥

**সম্বন্ধীকৃত-টীকা।**—ভূজাশ্লেষাৎ ভূজাত্যামালিঙ্গনাৎ নিত্যং সততঃ  
পুরদময়িতুঃ পুরাস্তকস্ত কণ্টকবতী সরোমাঞ্চা তব গ্রীবা কণ্ঠনাগঃ ধত্তে দধতি  
মুখকমলনালশ্রিয়ং মুখমেব কমলং তস্ত নালশ্রিয়ং দণ্ডসৌভাগ্যম্ ইয়ং গ্রীবা । স্বতঃ  
স্বেতা স্বভাবতঃ স্বচ্ছা কালাগুরুবহলজম্বালমলিনা কালো নীলবর্ণঃ অগুরু লঘুকণ্ঠঃ  
কৃষ্ণাগুরুরিত্যর্থঃ তস্ত বহলঃ সমৃদ্ধঃ জম্বালঃ পক্ষঃ তেন মলিনা নীলা, মৃণালী-  
নালিত্যং বিসলতাসৌভাগ্যং বহতি প্রাপ্নোতি যৎ যন্মাৎ কারণাৎ অধঃ অধঃপ্রদেশে  
হারলতিকা মুক্তাবলিঃ ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! তবেয়ং গ্রীবা পুরদমস্নিতুঃ ভূজাপ্লেবাৎ  
নিত্যং কণ্টকবতী মুখকমলনালশ্রিয়ং ধন্তে যৎ অধঃ স্বতঃশ্বেতা কালাগুরুবহল-  
জম্বালমলিনা হারলতিকা মৃণালীলালিত্যং বহতি ।

পূর্বার্কে নিদর্শনালঙ্কারঃ, মুখকমলনালশ্রিয়মিত্যত্র ত্রীসদৃশী ত্রীরিতি প্রতি-  
বিষাক্ষেপাৎ । রূপকমপ্যালঙ্কারঃ, মুখকমলমিত্যত্র মুখে কমলভরূপণাৎ । অনয়ো-  
রঙ্গাদিভাবেন সঙ্করঃ । উত্তরার্কেহপি নিদর্শনালঙ্কারঃ, মৃণালীলালিত্যমিত্যত্র  
লালিত্যসদৃশলালিত্যমিতি প্রতিবিষাক্ষেপাৎ । উভয়োরঙ্গাদিভাবেন সঙ্করঃ ॥ ৬৮ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—ভূজা ইতি । তব গ্রীবা মুখপদ্মদণ্ড-  
শোভাং ধন্তে । শঙ্কোরালিঙ্গনেন নিত্যং কণ্টকবতী আনন্দপুলকেন রোমাঙ্কিতা  
অন্তোহপি পদ্মদণ্ডঃ কণ্টকযুক্তো ভবতি । অহো আশ্চর্য্যং যদ্যস্মাৎ হারলতিকা  
মৃণালীনাং সৌন্দর্য্যং বহতি । কিমূতা ? স্বতঃশ্বেতা স্বভাবগুরু । কালাগুরুবহল-  
জম্বালমলিনা কন্তুর্য্যগুরুনিবিড়পঙ্কেন মলিনা । অত্রাপি মৃণালী স্বভাবগুরু  
পঙ্কাদিমলিনা ভবতি ॥ ৬৮ ॥

**অনুবাদ।**—জননি ! তোমার গ্রীবা তোমার মুখপদ্মের মৃণালবৎ  
শোভা ধারণ করিয়াছে । মৃণালে কণ্টক আছে, তোমার এই গ্রীবারূপ মৃণালও  
ত্রিপুরারি মহেশ্বরের ভূজালিঙ্গনে পুলকিত হইয়া নিরন্তর কণ্টকিত ( রোমাঙ্কিত )  
হইতেছে । মৃণাল স্বভাবতঃ শুভ্রবর্ণ হইয়াও পঙ্ক দ্বারা মলিনতা প্রাপ্ত  
হয় ; তদ্রূপ তোমার এই হারলতারূপ মৃণাল স্বভাবতঃ শ্বেত হইলেও কন্তুরী,  
অগুরু প্রভৃতিরূপ পঙ্ক দ্বারা মলিন হইয়া মৃণালীর সৌন্দর্য্য ধারণ করিতেছে,  
ইহা আশ্চর্য্য ঘটনা ॥ ৬৮ ॥

গলে রেখাস্তিস্রো গতিগমকগীতৈকনিপুণে,

বিবাদ- \* ব্যানজপ্রগুণগুণসংখ্যাপ্রতিভুবঃ ।

বিরাজন্তে নানাবিধমধুররাগাকরভুবাং,

ত্রয়াগাং গ্রামাণাং স্থিতিনিয়মসীমান ইব তে ॥ ৬৯ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—গলে কণ্ঠপ্রদেশে রেখাঃ ভাগ্যরেখাঃ বলী-  
ক্লগাঃ ভিষঃ ।

ললাটে চ গলে চৈব মধ্যো চাপি বলিক্রয়ম্ ।

ত্রীপুংসরোরিদং জ্ঞেয়ং মহাসৌভাগ্যচকম্ ॥



ইতি সামুদ্রিকম্ । ‘গতিগমকগীতৈকনিপুণে !’—গতিঃ সঙ্গীতগতিঃ সঙ্গীতস্ত  
ষে গতী মার্গী দেশী চেতি । গমকঃ স্বরস্ত কম্পঃ—

স্বরস্ত গমকো কম্পঃ স চ পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ । ইতি ভয়তে । তে চ পঞ্চপ্রকারা-  
স্তত্ৰৈব জ্ঞাতব্যাঃ । গীতং ধাতুমাছাৎকং দ্বিবিধম্—

“বাহ্যাতুরচ্যতে গেষং ধাতুরিত্যভিধীয়তে” ইতি । তত্র একা মুখ্যা চাসৌ নিপুণা  
চ তস্তাঃ সমুচ্চিঃ । ‘বিবাহব্যানন্ধপ্রগুণগুণসংখ্যাপ্রতিভুবঃ’—বিবাহে উষাহসময়ে  
ব্যানন্ধাঃ বিশেষেণ মঙ্গলস্বত্রবন্ধনান্তরং তৎসমীপে আ সমস্তাং কণ্ঠং কৃত্বমম্বত্যা  
নন্ধাঃ বন্ধাঃ প্রগুণগুণাঃ বহুতন্তনির্মিতস্বত্রাণি । তানি ত্রীণ্যেব, যথোক্তং গৃহকারৈঃ—

“মঙ্গল্যাতন্তনাহনেন বন্ধা মঙ্গলস্বত্রকম্ ।

বাগহস্তে সরং বন্ধা কণ্ঠে চ ত্রিসরং তথা ॥” ইতি ।

ইদং চানুষ্ঠানং দেশতো ব্যবস্থাপিতম্ । অতএব কচিদেবে মঙ্গলস্বত্রবন্ধনং  
কচিদেবে সরত্রয়বন্ধনং চ কচিহুভয়মপি নাস্তীতি । অস্ত মতং সর্বত্রাস্তীতি । যথা—  
গ্রন্থকৃতো দেশে এতদুভয়ানুষ্ঠানং বিস্তৃত এবৈতি জ্ঞেয়ম্ । প্রগুণগুণানাং সংখ্যা ত্রিষং  
তস্তা প্রতিভুবঃ । যথা প্রতিভূঃ উত্তমর্গস্ত অধমর্গং জ্ঞাপয়তি এবং সংখ্যাং জ্ঞাপয়তীতি  
প্রতিভুব ইত্যুক্তম্ । সংখ্যাজ্ঞাপকাঃ অন্তদাশ্রয়কণ্ঠে শব্দানা পূর্বে ভগবতীবিবাহ-  
সময়ে সরত্রয়মগ্নিন্ স্থণে বন্ধমিতি দ্রষ্টৃণাং জ্ঞাপয়তি বলিত্রয়মিতি ভাবঃ । বিরাজন্তে  
অতিতরাং প্রকাশন্তে । ‘নানাবিধমধুররাগাকরভূবাম্’—নানাবিধাঃ অনেক প্রকারাঃ  
মধুরাঃ মনোরমাঃ রাগাঃ তেষামাকরভূবঃ খনিস্থানানি আশ্রয়ভূতাঃ তেষাম্ ।

অয়মর্থঃ—গীতয়ঃ পঞ্চ, তত্ৰথাঃ গ্রামরাগাঃ ত্রিংশৎ, উপরাগাঃ অষ্টৌ, রাগাস্তা  
বিংশতিঃ, জনকরাগাঃ পঞ্চদশ, ভাবারাগাঃ ষট্শতিঃ, বিভাবারাগাঃ বিংশতিঃ,  
আন্তরভাষাষ্ট ত্রয়ঃ ইত্যাদিকং রাগাধারপ্রতিপাত্তমত্রাবগম্যবাম্ । তে চ রাগাঃ  
প্রসিদ্ধাঃ, মধ্যমাবতীমালবীশ্রীতৈববীবঙ্গালীবসস্তাধতাসীদেশাদিকং রাগাকম্ ।  
বেলাবতীশুদ্ধবঙ্গালীপুন্নাগবরালীন্যাট্যাদিকং ভাবাকম্ । রাগক্রিয়াদিকং ক্রিয়াকম্ ।  
প্রবোধী \* স্বর্জরীবরালীমলহরীপ্রমুখম্ উপাঙ্গং চ রাগশব্দেন সংগৃহীতম্ ইত্যুক্তং  
নানাবিধমধুররাগাকরভূবাম্ ইতি । ‘ত্রয়াণাং গ্রামাণাম্’—গ্রামশব্দঃ সমূহবাচকঃ সর্বৈ  
স্বরাঃ ত্রেধা সংহতাঃ ষড়্জগ্রামো মধ্যমগ্রামো গান্ধারগ্রাম ইতি ত্রেধা স্বরসংহতিঃ ।  
তত্র ভুলোকে গ্রামস্বরত্ৰৈব প্রসরঃ । সপ্তস্বরানামারোহাবরোহক্রমেণ বৃহ্নাশ্রয়ম্ ।  
তচ্চ মন্ত্রমধ্যতারাশ্রনা ত্রেধা ভবতি । গান্ধারগ্রামস্ত শিরঃস্থানস্বাম্রাদিক্রমেণো-  
পক্রমাসম্বাং গান্ধারগ্রামো দেবলোকে প্রসৃতঃ । যথোক্তং শার্ঙ্গদেবেন—



গ্রামঃ স্বরসমূহঃ শ্রাব্যুর্ছনাদেঃ সমাপ্রয়ঃ ।

তো যৌ ধরাতলে শ্রাতাঃ ষড়্জগ্রামস্তথাহৃদিমঃ ॥

দ্বিতীয়ো মধ্যমগ্রামস্ততরোল্লঙ্ঘনমুচ্যতে ।

ক্রমাৎ ত্রয়াণাং সপ্তানামারোহশ্চাবরোহণম্ ॥

মূর্ছনেতুচ্যতে গ্রামদ্বয়ে তাঃ সপ্ত সপ্ত চ ॥ ইতি ।

এতাঃ মূর্ছনাঃ শুদ্ধতানাঃ ইত্যাচ্যস্তে । অতশ্চ ভগবত্যাঃ কণ্ঠবলিষ্ববর্ণনায়াং গ্রামত্রয়কথনং দেবলোকব্যবহারাদ্ যুক্ত্যত ইত্যনুসন্ধেয়ম্ । তেবাং গ্রামাণাং ‘স্থিতি-নিয়মসীমানঃ’—স্থিতেঃ অবস্থানস্ত নিয়মার্থং পরস্পরং গ্রামাণাং সন্ধরো মা ভূদিত্তি তেষামস্তে রচিতাঃ সীমানঃ সেতব ইব তে তব ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! গতিগমকগীতৈকনিপুণে ! তে গলে তিস্রো রেখাঃ বিবাহব্যানঙ্কপ্রগুণগুণসংখ্যাপ্রতিভূবঃ নানাবিধমধুররাগাকরভূবাং ত্রয়াণাং গ্রামাণাং স্থিতিনিয়মসীমান ইব বিরাজস্তে ।

পূর্বার্কে অনুমানালঙ্কারঃ, রেখাগতত্রিংশস্ত মঙ্গলসরত্রিঙ্কাপকত্বাৎ । অনুমানস্ত বিচ্ছিত্ত্যাক্তত্বং লৌকিকবৈলক্ষণ্যাদেব । তদ্বৈলক্ষণ্যং চ পক্ষধর্ম্মতা-মাত্রাৎ ব্যাপ্ত্যভাব এব, উভয়সম্ভাবে লৌকিকমেব শ্রাদিত্তি ব্রহ্মম্ । বিচ্ছিত্তির-লৌকিকী শোভা । উত্তরার্কে উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, ভগবত্যাঃ কণ্ঠমধ্যবর্ত্তিস্বরগ্রামত্রি-তয়হেতুচিহ্নতয়া বলিত্রয়স্ত সম্ভাবনাৎ ॥ ৬৯ ॥

সম্মীধন-টীকা—অনুমানবাদ ।—হে গতিগমকগীতৈকনিপুণে, ( গতি—সঙ্গীতের মার্গী ও দেশী দুই অবস্থা, গমক—স্বরকম্প, গীত—রাগাদি, এতদ্বিধে, আগনি নিপুণা ) ভগবতি, আপনার গলদেশস্থিত সৌভাগ্যসূচক রেখা-ত্রয়, বিবাহকালে কণ্ঠদেশে আবদ্ধ ত্রিগুণিত সৌভাগ্যসূত্রের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া গান্ধারগ্রাম, ষড়্জগ্রাম ও মধ্যমগ্রাম—এই গ্রামত্রয়ের যেন নানাবিধ মধুর রাগের আকরস্থান-সীমানির্দেশ করতই বিরাজিত রহিয়াছে ॥ ৬৯ ॥

অন্যতানন্দকৃত-টীকা ।—গলে ইতি । হে গতিগমকযুক্তগান-কুশলে ! তব গলে তিস্রো রেখা বিরাজস্তে । কথন্তুতাঃ ? ত্রয়াণাং গ্রামাণাং তায়দোরমভ্রাণাং স্থিতিনিয়মসীমান ইব । তাবৎ স্বমত্ৰ তিষ্ঠ স্বমত্ৰ তিষ্ঠেতি বস্তুনিয়মং তস্ত সীমান ইব । কিন্তুতানাম্ ? নানাপ্রকারমধুররাগাণাং বসন্তপ্রভৃতীনাম্ আকরভূবাং জয়স্থানানাম্ । রেখাঃ কিন্তুতাঃ ? বিবাদায় ব্যানঙ্কঃ সঙ্গঃ ধঃ প্রগুণগণঃ তস্ত সংখ্যানুচিকাঃ । দেব্যাঃ কণ্ঠকলেভ্যাঃ অস্ত্রেবাং শিকাদীনাম্ কণ্ঠকলঃ তুচ্ছ ইতি ভাবঃ । বিবাহব্যানঙ্কত্রিগুণগণসংখ্যেতি কৈবল্যাখঃ । তত্রায়মর্থঃ ।

—বিবাহকালে মাত্রা বন্ধঃ যদ্বিগ্নলীকৃতং সৌভাগ্যমুত্রং তন্তু তুচিকাঃ । স্বংপর্য  
স্বামিনঃ স্তুভগা নাস্তীত্যকৃত্রয়ং বতঃ স্বামিনঃ অর্দ্ধানুরূপাসি ॥ ৬৯ ॥

**অনুবাদ ।**—দেবি ! তুমি গতি ও গমকযুক্ত সঙ্গীত-বিষয়ে অতীব নিপুণা ।  
তোমার গলদেশে যে তিনটি রেখা ( ত্রিবিগ্নলীকৃত ) বিদ্যমান আছে, তাহা দেখিলে  
অনুমিত হয় যে, মধুররবকারী কোকিল প্রভৃতির কণ্ঠস্বর যেন তোমার কণ্ঠস্বরের  
সহিত বিবাদে সঙ্গদ্ধ হইয়া পরাজিত হইয়াছে এবং সেই সমস্ত কণ্ঠস্বর অপেক্ষা  
তোমার কণ্ঠস্বর যে পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, ঐ রেখাত্তর যেন তাহারই  
সম্মান্যচক । এই তিনটি রেখা দেখিলে বোধ হয়, বসন্ত প্রভৃতি বহুবিধ মধুর-  
রাগের আকর যে তার, ঘোর ও মন্দ্রনামক তিন গ্রাম, তাহার অবস্থানের সীমাই  
যেন নির্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৬৯ ॥

মৃণালীমৃদ্বীনাং তব ভুজলতানাং চতস্রাং,  
চতুর্ভিঃ সৌন্দর্য্যং সরসিজভবঃ স্তোতি বদনৈঃ ।  
নখেভ্যঃ সন্ত্রস্তান্ প্রথমদলনা- \* দন্ধকরিপো-  
শচতুর্গাং শীর্ষাণাং সমমভয়হস্তার্ণধিয়া ॥ ৭০ ॥

**লক্ষ্মীধররচিত-টীকা ।**—মৃণালী বিসলতা তদ্বৎ মৃদ্বীনাং মৃদুনাং  
“বোতো গুণবচনাং” ইতি ভীপ্ । তব ভবত্যাঃ ভুজলতানাং চতস্রাং চতুর্ভিঃ  
সৌন্দর্য্যং সৌভাগ্যং সরসিজভবো ব্রহ্মা স্তোতি প্রস্তোতি বদনৈঃ বজ্রৈঃ । নখেভ্যঃ  
করজেভ্যঃ সকাশাং সংত্রস্তান্ বিভাং “ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ” ইত্যাদাদানে পক্ষ্মী ।  
প্রথমমথনাং পূর্বং বস্তুতবতঃ । কর্তরি লুট্ ; বদাহ বৃত্তিকারঃ—“বোতো গুণ-  
বচনাং” ইত্যত্র “গুণমুক্তবান্ গুণবচনঃ” ইতি । †

ব্রহ্মণঃ পক্ষ্মশিরো নখাগ্রোচ্ছিন্নকরঃ । ইতি পুরাণম্ । তন্নাং প্রথমমথনাং  
অন্ধকরিপোঃ সদাশিবস্ত চতুর্গাং শীর্ষাণাং শিরসাং সমঃ সক্রদেব অভয়হস্তার্ণধিয়া  
অভয়হস্তান্ গ্রহীতুকাম ইত্যর্থঃ ।

\* ‘মথনা’ ইতি ল পাঠঃ ।

† অত্র পাঠগ্রন্থাদৌ বৃণতে, প্রথমমথনাদিত্যন্তানবরাপত্তেঃ । তন্নাং প্রথমমথনাদিত্যত্র  
ভাবে লুট্ । পক্ষ্মী হেতৌ । প্রথমমথনাহেতৌঃ অন্ধকরিপোঃ করজেভ্যঃ সংত্রস্তিত্যর্থঃ ।  
যদি বা প্রথমমথনাদিত্যত্র কর্তরি লুট্ ইত্যাদি পাঠস্ত তচ্ছি বীক্রিয়েত, তদা করজেভ্য ইত্যত্র  
উৎপেক্ষ্য ইত্যেব ল্যব্লোপে পক্ষ্মী, অন্ধকরিপোরিতি পক্ষ্মাস্তঃ, পক্ষ্মী চাপাদানে ইতি  
ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুরিত্যত্র ইতি ব্যাখ্যায়ম্ । অত্র কল্পে, সকাশাদিতি বিহার  
ল্যব্লোপে পক্ষ্মী ইতি যোজ্যম্, অপি চ সদাশিবস্ত ইত্যত্র সদাশিবাদিতি পাঠো জেদ্যঃ । পদ-  
যোজনান্নাং ‘করজেভ্যঃ, প্রথম-মথনাদন্ধকরিপোঃ সমস্যান্তি’ চ নিবেশ্যম্ ইতি সম্পাদকঃ ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! তব মৃণালীমূখীনাং চতুঃস্রুগাং ভূজলতানাং সৌন্দর্য্যঃ সরসিজভবঃ চতুর্ভির্বদনৈঃ প্রথমমধনাং অন্ধকরিণোঃ নখেভ্যঃ সংশ্রুতান্ সমং চতুর্গাং শীর্ষাণাং অভয়হস্তার্শ্বপদাশ্চ স্তোতি ।

কাব্যলিঙ্গমলঙ্কারঃ, ব্রহ্মৈকনিয়তস্তোত্রস্ত নখেভ্যঃ সংশ্রুতান্ ইত্যাদিনা সমর্থনাং বাক্যার্থহেতুকং কাব্যলিঙ্গমিতি ধ্যেয়ম্ । ভূজলতাবর্ণনে ব্রহ্মণ এবাধিকারো নাস্ত্যেবামিতি কাব্যলিঙ্গেন ধ্বজতে বস্তুিতি অলঙ্কারেণ বস্তুধ্বনিঃ ॥ ৭০ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—মৃণালী ইতি । তব মৃণালীমূখীনাং চতুঃস্রুগাং ভূজানাং সৌন্দর্য্যং ব্রহ্মা চতুর্ভির্মুখৈঃ স্তোতি হস্তসৌন্দর্য্যাতিশয়ং বিবৃণোতি । সর্কাজেষু সংস্রু কথং হস্তসৌন্দর্য্যং স্তোতীত্যাহ নখেভ্য ইত্যাদি । অন্ধকরিণোঃ নখেভ্যঃ প্রথমমধনাং পূর্বশিরশ্ছেদাং সস্ত্রুতান্ সন্ চতুর্গাং শীর্ষাণাং সমম্ এককালে অভয়হস্তদানবুদ্ধ্যা স্তোতীত্যর্থঃ । পূর্বং ব্রহ্মাণং পঞ্চবক্ত্রং দৃষ্ট্ । অহমিবাত্তোহস্তীতি ক্রোধাৎ শিবঃ একং শিরশ্চিচ্ছেদ । অতস্ত্রাসাদবশিষ্ঠানি শিবনখেভ্যস্তাত্ত্বং হস্তসৌন্দর্য্যং স্তোতীত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ।—মাতঃ ! পূর্বকালে অন্ধকরিণু মহাদেব নখ দ্বারা ব্রহ্মার একটি মস্তক-ছেদন করিয়াছিলেন । এক্ষণে পাছে তিনি অবশিষ্ট মস্তকচতুষ্টয় পুনর্সার ছেদন করেন, এই ভয়ে ভীত হইয়া পদ্মযোনি চতুর্মুখ ব্রহ্মা তাঁহার চারি মস্তকে এক সময়ে তোমার চারি হস্ত দ্বারা অভয় পাইবার প্রার্থনায় মৃণালীর জ্বায় মূহল তোমার ভূজলতচতুষ্টয়ের সৌন্দর্য্য চারি বদনে বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥ ৭০ ॥

নখানামুত্তোতৈতনবনগিনরাগং বিহসতাং,

করাণান্তে কাস্তিং কথয় কথয়ামঃ কথমমী \* ।

কয়াচিদ্বা সাম্যং ভজতু কলয়া হস্ত কমলং,

যদি ক্রীড়ন্ত্যমীচরণতললাঙ্কারুণদলম্ † ॥ ৭১ ॥

লক্ষ্মীধন-কৃত-টীকা।—নখানাং নখরাণাম্ উত্তোতৈঃ প্রভাপটলৈঃ নবনগিনরাগং প্রাতর্বিবসিতাষুজকাস্তিং বিহসতাম্ অগলপতাং করাণাং হস্তানাং তে তব কাস্তিং শোভাং কথয় বদ কথয়ামঃ কাব্যপ্রবন্ধং রচয়ামঃ কথং কেন প্রকারেণ উমে ! পার্কতি ! কয়াচিবা বিধয়া । বেত্যসংশয়ে সংশয়োক্তিঃ । কেনাপি প্রকারেণ সাম্যভজনং নাস্তীত্যর্থঃ । সাম্যং সাদৃশ্যং ভজতু বীকরোতু কলয়া লেপেনাপি হস্ত বাক্যালঙ্কারে—

হস্ত হর্ষেহুৎসাহাঃ বাক্যারম্ভবিবাদয়োঃ ।

ইত্যমরঃ । কমলং পদ্মং । যদি সংশয়ে । তথাহি সন্দেহ ইত্যর্থঃ । ক্রীড়-  
লক্ষ্মীচরণতললাকারসচণং—ক্রীড়ন্ত্যাঃ লক্ষ্ম্যাঃ পদ্মালয়াঃ চরণতলয়োঃ লাক্ষারসেন  
চণং বিস্তং যুক্তম্ । “তেনবিস্তচ্চুচণপো” ইতি চণপু ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে উমে ! নথানামুত্তোতৈঃ নবনলিনরাগং বিহসতাং তে  
করাণাং কাস্তিং কথং কথ্যামঃ কথয়, কমলং কলয়াহপি সাম্যং করাচিবা ভজতু । হস্ত  
কমলং ক্রীড়লক্ষ্মীচরণতললাকারসচণং যদি তদা হি সাম্যং ভজতু । বিধয়েতি কুজাপি  
পাঠঃ । তদা হস্ত কমলং করাচিবা বিধয়া সাম্যং ভজতু প্রাপ্নোতু ইত্যমরঃ । তামেব  
বিধামাহ—যদি ক্রীড়লক্ষ্মীচরণতললাকারসচণং তদা নাভ্যুত্থেত্যেক-বাক্যাতয়া অমরঃ ॥

অজ্ঞাতিশয়োক্তিৰলঙ্কারঃ, যথার্থোক্ত্যাহতিশয়কল্পনাং । পূর্বার্কে তদুপমাঙ্কারঃ,  
নথকাস্তিভিরতিরুক্তত্বাং করাণাম্ । নবনলিনরাগং বিহসতামিত্যত্র উপমাঙ্কারঃ ।  
উভয়োরহুত্বাঃ, অপৃথক্বিত্যা প্রয়োজকত্বাং । উভয়োঃ সংসৃষ্টিঃ ॥ ৭১ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।—নথানামিতি । অমী বয়ং তব করাণাং  
কাস্তিং কথং কথ্যামঃ ঔপম্যরহিতত্বাং কথং বর্ণয়ামঃ তৎ কথয় । কিছুতানাম্ ?  
নথদীধিতিভিঃ সত্ত্বফুটপদ্মরাগং বিহসতাম্ । হস্ত হর্ষে, অহহ যদি কমলং ক্রীড়ন্ত্যা  
লক্ষ্ম্যাচরণতললাক্সা অরুণদলং ভবতি, তদা করাচিবা কলয়া লোহিতাংশেন  
সাম্যং ভজতি ন তু সর্বতোভাবেনেতি ভাবঃ ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ ।—মাতঃ ! তোমার যে হস্ত নখমযুধ দ্বারা সত্ত্বঃপ্রফুটিত পদ্ম-  
রাগকে উপহাস করিতেছে, সেই হস্তের শোভা আমরা কিরূপে বর্ণন করিতে  
সমর্থ হইব ? কারণ, এই জগতে কোন স্থানেই তাহার উপমা প্রাপ্ত হওয়া  
বাইতে পারে না । পরন্তু যদি কোন সময় পদ্মোপরি ক্রীড়াপরায়ণা কমলার চরণ-  
তলের লাক্ষারস-সংস্পর্শে ঐ কমলদল অরুণিত হয়, তাহা হইলে হয় ত কথঞ্চিৎ ঐ  
হস্তকাস্তির কিয়দংশের সাদৃশ্য লাভ করিতে পারে ॥ ৭১ ॥

সমং দেবি স্কন্দদ্বিপবদনপীতং স্তনযুগং,

তবেদং নঃ খেদং হরতু সততং প্রস্রুতমুখম্ । \*

যদালোক্যাশঙ্কাকুলিতহৃদয়ো হাসজনকঃ,

স্বকুন্তৌ হেরম্বঃ পরিমুষতি হস্তেন কটিতি ॥ ৭২ ॥

লক্ষ্মীধনকৃত-টীকা ।—সমং তুল্যকালং দেবি ! ভগবতি ! কন্দ-

দ্বিপবদনপীতং স্বপ্নঃ কুমারঃ দ্বিপবদনো বিনায়কঃ তাত্ধ্যাং পীতং স্তনযুগং কুচদ্বন্দ্বং  
তব ভবত্যাঃ ইদং নঃ অনাকং খেদং ক্লেশং হরতু অপহৃদতু সততং প্রমুতমুখং  
ক্লীরত্বাবিমুখম্ । যৎ কুচদ্বন্দ্বম্ আলোক্য বিলোক্য আশঙ্কাকুলিতহৃদয়ঃ আশঙ্কয়া  
মদীরৌ কুন্তৌ অপহৃতবতীত্যাশঙ্কয়া আকুলিতম্ অবন্ধিতং ব্যগ্রতরমিত্যর্থঃ ।  
তাদৃশং হৃদয়ং মনো যন্ত হাসজনকঃ মাতাপিত্রোঃ কুমারস্ত চ । অসৌ বাগিশ  
ইতি প্রেরা হসিতবন্ত ইত্যর্থঃ । যন্ত কুন্তৌ কুন্তস্থলে হেরষঃ বিনায়কঃ পরিমুশতি  
বিভ্রতে ন বেতি হস্তেন নির্মাণীত্যর্থঃ । ঝটিতি শীজম্ ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে দেবি ! তব সমং স্বপ্নদ্বিপবদনপীতম্ ইদং স্তনযুগং  
প্রমুতমুখং নঃ খেদং সততং হরতু যৎ আলোক্য আশঙ্কাকুলিতহৃদয়ঃ হেরষঃ হাস-  
জনকঃ হস্তেন ঝটিতি স্বকুন্তৌ পরিমুশতি ।

যন্তাঃ পুত্রৌ জগৎপূজ্যপাদৌ বিনায়ককুমারস্বামিনাবিতি দেব্যাঃ সর্কীতিশারি  
মাহাশ্বাম্ ইতি প্রতীয়তে । দেব্যাঃ কুচকুন্তসাম্যং যদি স্তাত্তদা বিনায়ককুন্তয়োরেব  
তৌল্যমিত্যাতিশয়োক্তিরপি প্রতীয়তে । বিনায়কঃ হস্তেন পরিমুশতীত্যনেন  
বিনায়ককুন্তয়োস্তলৌ দেবীকুচাবেবেতি উপমেয়োপমাংপি ধ্বজতে । বহুলকার-  
জনীনঃ একব্যঞ্জকানুপ্রবেশেন সঙ্করঃ ॥ ৭২ ॥

অ-ভানন্দকৃত-টীকা ।—সমমিতি । হে দেবি ! ইদং তব  
স্তনযুগং নোহনাকং খেদং দৈন্তং হরতু । কিঙ্কৃতম্ ? সমম্ অতোত্তমদৃশম্ ।  
পুনঃ কিঙ্কৃতম্ ? স্বপ্নদ্বিপবদনাভ্যাং পীতং নাত্তৈরিত্যি ভাবঃ, অবিরতং ক্লরমুখং  
জগন্মাতৃভ্যাং সর্কেষাং ভরণায়েতি ভাবঃ । হেরষো গণেশঃ যৎ স্তনযুগলমালোক্য  
মমেদং কুন্তযুগং কুত্র গতমিত্যাশঙ্কাকুলিতহৃদয়ঃ সন্ ঝটিতি শীজং হস্তেন স্বকুন্তৌ  
পরিমুশতি অন্বেষণং কৰোতি । কিঙ্কৃতঃ ? মুখবৈরূপ্যাং স্বভাবতো হাসজনকঃ ।  
এতেন কৰ্ম্মণা বিশেষতঃ হাসজনকঃ । এতেন শ্রীমত্যাঃ স্তনয়োগর্জকুন্তবৎ কঠিনতা  
সমোষ্ঠবতা চ স্পষ্টীকৃত্য ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ ।—জননি ! তোমার স্তনযুগল হইতে সর্কদাই স্তম্ভ করিত  
হইতেছে এবং পূর্বে বড়ানন ও গজানন ইহা পান করিয়াছেন ; সুতরাং পরস্পর  
সমান তোমার জদৃশ স্তনযুগল হইতে আমাদের খেদ (সংসার-পিপাসা) বিদূরিত  
হউক । ভগবান্ গজানন তোমার এই স্তনযুগল সন্দর্শন করত তাঁহার  
নিজ কুন্তযুগল ঐ স্থানে গিয়াছে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সহসা স্বীয়  
কন্তকে হস্তাবম্বল পূর্বক কুন্তদ্বয় অনুসন্ধান করিতে থাকেন । তাঁহার  
শকার কার্য্য দর্শন করিয়া সমীপবর্তী কোন ব্যক্তিই হস্ত সংবরণ করিতে

সমর্থ হয় না । [ হর-পার্বতী ও কান্তিকের এই কাব্য দর্শনে হস্ত সংবরণ করিতে  
পারেন নাই, ইহা লক্ষ্মীধরসম্মত আংশিক অনুবাদ । অষ্টাংশ সমান ] ॥ ৭২ ॥

অম্ তে বক্ষোজীবমৃতরসমাণিক্যকুতুপো, \*  
ন সন্দেহস্পন্দো † নগপতিপতাকে মনসি নঃ ।  
পিবন্তৌ তৌ যস্মাদবিদিতবধুসঙ্গমরসৌ, ‡  
কুমারাবচ্যাপি দ্বিরদবদনক্রৌঞ্চদলনৌ ॥ ৭৩ ॥

**লক্ষ্মীধরসম্মত-টীকা ।**—অম্ পরিদৃষ্টমানৌ তে তব বক্ষোজৌ কুচৌ  
অমৃতরসমাণিক্যকুতুপৌ অমৃতরসস্ত মাণিক্যকুতুপৌ অমৃতরসপূরিতমাণিক্যকুতুপা-  
বিত্যর্থঃ । কুতুপশব্দো যত্বপি চন্দ্রনির্দ্ভিতঘৃততৈলাত্মাধারভূত-ঘটসন্নিভপাত্রীবাচকঃ  
তথাহপি তস্তাঃ ভগবতীন্তনসাদৃশ্যাবগাহনে অনধিকারাৎ তদর্থঃ মাণিক্যরচিতস্ব-  
মঙ্গীকৃতং কুতুপয়োঃ । ন সন্দেহস্পন্দঃ সন্দেহস্ত স্পন্দঃ স্পন্দনঃ লেশলাত্রমিতি যাবৎ ।  
নগপতিপতাকে ! মনসি নঃ অস্মাকং পিবন্তৌ তৌ মাণিক্যকুতুপৌ যস্মাৎ কারণাৎ  
অবিদিতবধুসঙ্গরসিকৌ কুমারৌ শিশু অচ্যাপি ইদানীমপি শ্লোকরচনা-  
কালেহপি দ্বিরদবদনক্রৌঞ্চদলনৌ দ্বিরদবদনৌ বিনায়কঃ, ক্রৌঞ্চদলনঃ ক্রৌঞ্চাদ্রি-  
ভেদনঃ, বিনায়ককুমারস্বামিনৌ ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে নগপতিপতাকে ! অম্ তে বক্ষোজৌ অমৃতরস-  
মাণিক্যকুতুপৌ । অন্বয়গর্ভে নঃ মনসি সন্দেহস্পন্দো নাস্তি । যস্মাত্তৌ পিবন্তৌ  
অবিদিতবধুসঙ্গরসিকৌ দ্বিরদবদনক্রৌঞ্চদলনৌ অচ্যাপি কুমারৌ ভবতঃ ।

অত্র বাক্যার্থহেতুকং কাব্যলিঙ্গমলঙ্কারঃ স্পষ্ট এব । পূর্বপাদে রূপকম্,  
বক্ষোজয়োঃ কুতুপদ্বেনারোপণাৎ । যদ্বা নিশ্চরাস্তঃ সন্দেহঃ ; ইমৌ বক্ষোজৌ উত  
কুতুপাবিতি সন্দেহে কুতুপাবেবেতি নিশ্চয়ঃ, যতোহমৃতপানাৎ কুমারয়োঃ শিশুত্বম্ ।  
স্তম্ভপানমাত্রাৎ শিশুত্বাবহেবেতি নিয়মো নাস্তি, শৈশবানন্তরং বৌবনাদেবভূতত্বা-  
দ্বিতি । বিনায়ককুমারয়োস্ত সর্বদা শিশুত্বম্ অমৃতপানবশাদেবেতি অমৃতরস-  
কুতুপসংদেহাপনয়নে সাধকং প্রমাণং দ্বিতীয়ার্দ্ধপ্রমেয়মিতি সূত্রং নিশ্চরাস্তঃ সন্দেহ  
ইতি । “কবিকল্পিতকোটিধ্বস্তাবাচ্যং নাস্তি” ইতি মম্বুকঃ ॥ ৭৩ ॥

**অচ্যুতানন্দসম্মত-টীকা ।**—অম্ তে ইতি । হে নগপতিপতাকে !  
গিরিরাজভূষণরূপে ! তে তব অম্ বক্ষোজৌ অমৃতরসপূর্ণমাণিক্যবটৌ অত্রার্থে

নোহ্মাকং মনসি ন সন্দেহস্পন্দৌ ন সন্দেহঃ কুরুতঃ। তদেব হেতুনা দ্রুতয়তি—  
যস্মাত্তৌ পিবন্তৌ ধিরদবদনক্রৌঞ্চদলনৌ গণেশকার্ত্তিকেরৌ অতাপি অজ্ঞাতবধু-  
সঙ্গমরসৌ কুমারৌ বালকৌ। ন সন্দেহস্পন্দ ইতি প্রাঞ্চঃ। নোহ্মাকং মনসি  
সন্দেহলেশমাত্রমপি ন ইতি তদর্থঃ ॥ ৭৩ ॥

**অনুবাদ।**—হে নগপতিপতাকে ! তোমার এই স্তনযুগল অমৃতরসপূর্ণ  
মাণিক্যময় কলসঘর, ( লক্ষ্মীধরমতে ‘কুপো’ নামক পাত্র ) ইহাতে আমাদের  
মনে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ, গণেশ ও কার্ত্তিকের দুই ভ্রাতা  
দারপরিগ্রহে বিমুখ হইয়া অতাপি এই স্তন্য পান করিতেছেন ॥ ৭৩ ॥

বহত্যশ্ব স্তম্ভেরমদমুজকুন্তপ্রকৃতিভিঃ, \*

সমারক্কাং মুক্তামণিভিরমলাং হারলতিকাম্।

কুচাভোগো বিশ্বাধররুচিভিরস্তঃশবলিতাং,

প্রতাপব্যামিশ্রাং পুরবিজয়িনঃ † কীর্ত্তিমিব তে ॥ ৭৪ ॥

**সঙ্গীতরসকৃত-টীকা।**—বহতি দধতি। অশ্ব ! মাতঃ ! স্তম্ভেরমদমুজ-  
কুন্তপ্রকৃতিভিঃ স্তম্ভেরমদমুজঃ গজাস্বরঃ তস্ত কুন্তস্থলে এব প্রকৃতিঃ জন্মভূমিঃ  
যেষাং তৈঃ গজকুন্তেষু মুক্তামণয় উদ্ভবন্তি। যথোক্তং সৰ্ব্বজগোমেশ্বরেণ :—

গজকুন্তেষু বংশেষু ফণাসু জলদেষু চ।

শক্তিকায়ামিকুদণ্ডে বোচা মোক্তিকসম্ভবঃ ॥

গজকুন্তে কবুরাভাঃ বংশে রক্তাঃ সিতাঃ শ্বতাঃ।

ফণাসু বাহুকেসেব নীলবর্ণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

জ্যোতির্লবণাস্ত জলদে শক্তিকায়ঃ সিতাঃ শ্বতাঃ।

ইকুদণ্ডে পীতবর্ণা মণরৌ মোক্তিকাঃ শ্বতাঃ ॥

ইতি।

গজকুন্তপ্রকৃতরৌ মোক্তিকমণয়ঃ কবুরবর্ণাঃ, গজাস্বরকুন্তপ্রকৃতরস্ত বিশেষত  
এবেতি ভাবঃ। সমারক্কাং খচিতাং মুক্তামণিভিঃ মোক্তিকৈঃ অমলাং দোষরহিতাং  
ন তু যেভ্যাং, গজকুন্তোদ্ভবানাং কবুরভ্যাং। হারলতিকাং মুক্তাবলিঃ কুচাভোগঃ  
কুচমধ্যপ্রদেশঃ বিশ্বাধররুচিভিঃ বিশ্বাকারোহধরৌ বিশ্বাধরঃ। শাকপার্শ্বিবাধিভ্যাং  
সাধুঃ। বিশ্বাধরস্ত অধরবিষস্ত রুচিভিঃ অন্তঃশবলিতাং সজ্ঞাতচ্ছিন্নবর্ণাম্। চিত্রং



কিন্মীরকন্মাবশবলৈতাশ্চ কবুরে । ইতামরঃ । অধরকান্তিসংবলিতাঃ মুক্তা-  
মণিমালিকাঃ বহতীতি ভাবঃ । প্রতাপব্যামিশ্রাম্ পুরদময়িতুঃ ত্রিপুরাস্তকস্ত  
কীর্তিমিব তে তব । প্রতাপস্ত রক্তবর্ণঃ কীর্তিস্ত স্বেতবর্ণেতি মহাকবিপ্রসিদ্ধিঃ ।  
অতএবাস্ত কবে: গজকুন্তোক্তবা: মণয়: পাটলবর্ণপরেত্যভিপ্রায় ইত্যমুসন্ধেয়ম্ ।

অত্রোৎপদযোজনা—হে অম্ব ! তে কুচাভোগ: স্তম্বেরমদমুজকুন্তপ্রকৃতিভি:  
মুক্তামণিভি: সমারকাম্ অমলাং হারলতিকাং বিদ্যধররুচিভি: অন্ত:শবলিতাং প্রতাপ-  
ব্যামিশ্রাং পুরদময়িতু: কীর্তিমিব বহতি ।

অত্রোৎপ্রেক্ষালঙ্কার:, হারলতিকার্যা: প্রতাপসংবলিতকীর্তিষ্মেন সম্ভাবনাৎ ।  
বিদ্যধররুচিভিরিত্যত্র উৎপ্রেক্ষা, স্বভাবতো রক্তবর্ণেষু বিদ্যধররুচিভি: সংবলনাদি-  
বেতি হেতোরুৎপ্রেক্ষণাৎ । উভয়োরনুপ্রাণানুপ্রাণকভাবেন সম্বন্ধ:, অগৃহকৃহিতা  
উপকারকত্বাৎ ॥ ৭৪ ॥

অ-প্রতাপবন্দনকৃত-টীকা ।—বহতি ইতি । হে অম্ব ! তব কুচা-  
ভোগ: স্তনতটং গজাকারদৈত্যকুন্তপ্রসূতৈশ্চ মুক্তামণিভি: সমারকাম্ গ্রথিতাং হার-  
লতিকাং বিদ্যধরকান্তিভিরন্ত:শবলিতাম্ অন্তর্লোহিতাম্ । তত্রোৎপ্রেক্ষতে ।  
পুরবিজয়িন: প্রতাপব্যামিশ্রাং কীর্তিমিব । শস্তো: পুরবিজয়জ্ঞো কীর্তিপ্রতাপো  
অতিহৃদয়তয়া হৃদয়ে বিভবীতি ধ্বনিতম্ । স্তম্বেরমবদনকুন্তপ্রসূতিভিরিতি বহুধু  
পাঠ: । তচ্চিস্ত্যম্ ॥ ৭৪ ॥

অম্বুবাদ ।—মাত: ! তোমার স্তনতট সুনির্মল হারলতিকা ধারণ  
করিতেছে । এই হারলতিকা গজাসুরের কুন্তে সমুৎপন্ন মুক্তামণিসমূহ দ্বারাই  
বিনির্মিত । ঐ মুক্তামণিসমুদয় স্বভাবত: নির্মল ও স্বেতাভ হইয়াও বিদ্যমদশ  
অধরকান্তি দ্বারা অরুণবর্ণ হইয়াছে । বোধ হইতেছে যে, তুমি ত্রিপুরবিজয়ী শঙ্কর  
কীর্তিমিশ্রিত প্রতাপ হৃদয়ে ধারণ করিতেছ ॥ ৭৪ ॥

কুচৌ সত্য়ঃশ্চিহ্নস্তটঘটিতকুর্পাসভিহুরৌ,

কষস্তৌ দৌর্মূলং \* কনককল(শা)সাভৌ কলয়তা ।

তব ত্রাতুং ভঙ্গাদলমিতি বিলগ্নং † তনুভুবা,

ত্রিধা বদ্ধং ‡ দেবি ! ত্রিবলি লবলৌবল্লিভিরিব ॥৭৫॥ §

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা ।—কুচৌ স্তনৌ সত্য়: তদানীমেব শ্চিহ্নস্তটঘটিত-

\* 'দৌর্মূলে' ইতি ল পাঠ: † 'বলয়ব' ইতি ল পাঠ: ‡ 'বদ্ধম্' ইতি ল পাঠ:

§ অয়ং শ্লোকো লক্ষ্মীধর-টীকা-মুক্ত-পুস্তকে নিসর্গ-কৌণ্ডেতি শ্লোকাৎ পরং ভঙ্গং বিভাগমিতি:  
পূর্বক নিবেশিত: ; বস্তত: শ্লোকোৎসব্ অনন্তরশ্লোকাৎ পরমেব বোজয়িতুমর্থ: ।



কুর্পাসভিহরো যিহন্তো য়েদবন্তো তটৌ পার্থো তয়োৰ্ঘটিতস্ত কুর্পাসস্ত ভিহরো ।  
 “কৰ্মকৰ্ত্তরি কুরচ্” ইত্যত্র কৰ্ত্তব্যাপি কুরচ্ । রক্ষিতস্ত—“কৰ্ম্মণি কৰ্ত্তরি চ  
 কুরচ্” ইতি ব্যাচষ্টে । “সন্তস্তনঘটিতকুর্পাসভিহরো” ইতি পাঠে সন্তস্তনং তদানীন্তনং  
 নূতনত্বেন ঘটিতং কুর্পাসং তস্ত ভিহরো । প্রতিফলং প্রাপেয়স্বস্ত সদাশিবস্ত রূপাহ-  
 সন্ধানেন উৎসিক্তাবরবৈৰ্ভিত্ততে সন্ধিবন্ধে কঙ্কলিকেতি ভাবঃ । কবন্তো নিকবন্তো  
 দোমূলে কঙ্কপ্রাস্তদেশৌ কনককলশাতৌ কনককলশরোহৈমকুন্তয়োরিব আভা  
 সৌভাগ্যং যয়োন্তৌ কলয়তা রচয়তা তব ভবত্যাঃ ত্রাতুং রক্ষিতুং বলয়মিতি  
 শেষঃ । যদ্বা—প্রথমাস্তস্ত বলয়শব্দস্ত অত্র কৰ্ম্মভেনাধঃ । ভজাং স্তনভর-  
 জনিতাং অলমিতি অলংশকোহত্র বারণার্থঃ । ভজো মা ভূদিত্যর্থঃ । বলয়ং মধ্য-  
 প্রদেশঃ তদ্বভূবা মন্থথেন ত্রিধা ত্রিপ্রকারেণ নক্ষং বন্ধং, দেবি ! দীব্যাস্তি ! তগ-  
 বতি ! ত্রিবলি তিস্রো বল্যো বিভজাঃ যস্ত তৎ লবলীবল্লিভিরিব লবলীনাং বলয়ঃ  
 তাভিঃ । তীরলতা খেতা বল্লী লবলী, তৎপুশ্পানি খেতানি । অকারাদিনিঘণ্টৌ  
 তু—লবলীতুক্তা । তল্লতা বনকুলুথলতেতুক্তম্ । যথাক্রটি স্বীকার্যম্ । ইবশব্দঃ  
 সম্ভাবনায়াং ঋমিত্যর্থঃ । ইবশব্দস্ত সম্ভাবনাগ্নোতকত্বমপ্যস্বীতি পূৰ্ব্বমেবোক্তম্ ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে দেবি ! সন্তঃ যিহন্তটঘটিতকুর্পাসভিহরো দোমূলে  
 কবন্তো কনককলশাতৌ কুচৌ কলয়তা তদ্বভূবা ভজাদলমিতি বলয়ং ত্রাতুং  
 ত্রিবলি তব বলয়ং লবলীবল্লিভিঃ ত্রিধা নক্ষমিব ।

অত্র উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, ত্রিবলীনাং লবলীবল্লিভেন সম্ভাবনাং । পূৰ্ব্বার্কে অতি-  
 শয়োক্তিৰলঙ্কারঃ । তগবত্যাঃ কুচনির্মাণে মন্থথশ্চৈবাধিকারো ন জরদব্রজ্ঞণ  
 ইতি জরদব্রজ্ঞনির্মাণসম্বন্ধেহ্যাসম্বন্ধোক্ত্যা । অভেদাধ্যবসায়শ্চ কবিকৃতবস্তুকৃতয়োঃ  
 সৌন্দর্য্যায়োরেবেতি । উভয়োরঙ্গাঙ্গিতাবেন সঙ্করঃ । নম্বেবং কুচৌ রচয়তা  
 মন্থথেনেতান্নুবাগ্গবিশেষণমহিমা । মন্থথকৰ্ত্তৃস্বস্ত সিদ্ধবদম্ববাদাং কুচনির্মাণে  
 বৰ্ত্তমানসম্বন্ধাতাবাং অসম্বন্ধে সম্বন্ধোক্তেরপ্যসামঞ্জস্যমেবেতি চেৎ—মৈবম্ কুচৌ  
 কনককলশাতৌ কলয়তেতি শত্ৰুপ্রত্যয়েন বৰ্ত্তমানার্থেন কুচকরণস্ত বৰ্ত্তমান-  
 কালসম্বন্ধপ্রতীতেরসম্বন্ধে সম্বন্ধোক্তিরাজসীতি ন বাচ্যম্, ভূতকালসম্বন্ধেহপি ভূত-  
 কালক্রিয়াবাচকাধ্যাতাস্থধাতুপ্রয়োগে যুজ্যতে সম্বন্ধেহ্যাসম্বন্ধকথনম্, ন তদ্ব্যব-  
 গত্যেব সিদ্ধবদম্ববাদে ॥ ৭৫ ॥

অ-তানন্দকৃত-টীকা ।—কুচাবিতি । হে দেবি ! তব বলয়ম্  
 উদয়ম্ অতিক্রম্য মধ্যং ভজাং ত্রাতুং তদ্বভূবা কামেন ত্রিবলিরূপাভিলবলীবল্লিভি-  
 স্তাত্রাকৃতিগতাবিশেষৈত্রিধা বন্ধম্ । কুচৌ ভজাশব্দেত্যাহ । তদ্বভূবা কিস্তুভেন ?

দোর্মূলং কবন্তো নীড়ন্তো স্বর্ণকুন্ডাকারো কুচো কলয়তা চিস্তয়তা । পুনঃ  
কিছুতো ? সম্ভবৎক্ষণাৎ শিবানুরাগজনিতস্বেদঃ মুঞ্চৎ প্রান্তবটীতং প্রান্তমিলিতং  
কুর্পাসং কঙ্কলিকাং ভেদুং শীলমনয়োন্তো তথা । এতেন স্তনয়োরৌৎকর্ষাধর্ষনম্ ।  
অয়ং শ্লোকঃ কুত্রচিৎ তব তুল্যামিত্যাদেশনস্তরং দৃশ্যতে । তব কুচো কর্তারো উদয়ং  
কলয়তামনুগৃহীতামিতি প্রাধঃ ॥ ৭৫ ॥

**অম্মনুবাদ ।**—হে দেবি ! রতিপতি কন্দর্প যখন দেখিলেন যে, স্বর্ণকুন্ড-  
সদৃশ তোমার উত্তম পীনকুচযুগল স্বদীয় বাহুমূলকে প্রপীড়িত করত শিবানুরাগ-  
জনিত স্বেদ পরিত্যাগ পূর্বক ( স্তনদেশস্থিত ) কঙ্কলিকাকে ( কাঁচুলিকে ) ভেদ  
করিতে উত্তত হইয়াছে, তখন তাহার দুর্ব্বহ ভারে পাছে তোমার ক্ষীণতর মধ্যদেশ  
ভগ্ন হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় ভীত হইয়াই যেন তিনি কটিদেশরক্ষায় নিমিত্ত  
লবলীবল্লী (তাম্রাকৃতি লতাবিশেষ) দ্বারা তাহা ত্রিবলি আকারে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া  
রাখিয়াছেন ॥ ৭৫ ॥

তব স্তন্যং মন্ত্রে ধরণিধরকন্ত্রে হৃদয়তঃ,  
পয়ঃপারাবারঃ পরি(সর)বহতি সারস্বত(মি)ইব ।  
দয়াবত্যা দত্তং দ্রবিড়শিশুরাস্বাদ্য তব যৎ,  
কবীনাং প্রৌঢ়ানামজনি কমনীয়ঃ কবয়িতা ॥ ৭৬ ॥

**সম্মীথরকৃত-টীকা ।**—তব স্তন্যং স্তনোত্তবং ক্ষীরং মন্ত্রে জানামি ।  
ধরণিধরকন্ত্রে ! হৃদয়তঃ হৃদয়াৎ পয়ঃপারাবারঃ ক্ষীরসমুদ্রঃ । সুধাধারাসারঃ ইতি বা  
পাঠঃ । সুধায়াঃ ধারাপামাসারঃ সুধাপ্রবাহঃ পরিবহতি সারস্বতং সরস্বতীময়মিব  
স্তন্যতঃ স্বেতবর্ণাৎ সরস্বতীময়স্বেনোৎপ্রেক্ষণম্ । মাধুর্যাৎ সুধারূপাশ্বেন চ । দয়াবত্যা  
প্রশস্তকৃপাবৃক্তয়া দত্তং স্তন্যং দ্রবিড়শিশুঃ দ্রবিড়দেশসমুদ্ভবঃ বালঃ এতৎস্তোত্রকর্তা  
আশঙ্ক্য পীত্বা তব যৎ-কারণাৎ কবীনাং কবীশ্রাণাং প্রৌঢ়ানাং প্রগল্ভানাং মধ্যে  
ইতি নির্দ্ধারণে যতী । অজনি জাতঃ কমনীয়ঃ অতিস্নমণীয়ঃ কবয়িতা কবিঃ ।

**অত্রৈকং পদযোজনা**—হে ধরণিধরকন্ত্রে ! তব স্তন্যং হৃদয়তঃ উখিতং ( সুধা-  
ধারাসারঃ ) পয়ঃপারাবারঃ সারস্বতমিব পরিবহতীতি মন্ত্রে । যদ্বদ্ব্যং দয়াবত্যা স্বয়া  
দত্তং যতব স্তন্যং দ্রবিড়শিশুরাস্বাদ্য প্রৌঢ়ানাং কবীনাং মধ্যে কমনীয়ঃ কবয়িতা  
অজনি ।

অত্রোৎপ্রেক্ষাধরং পদব্যাপ্যানাবসরে কথিতম্ । উত্তরোঃ সংস্হটিঃ ॥ ৭৬ ॥ \*

**অনুবাদ-৩-টীকা।**—তব স্তম্ভমিতি। হে গিরিন্মতে ! তব স্তম্ভং হৃৎ সারস্বতঃ পয়ঃপারাবার ইব সন্নস্বত্যা অমৃতসিদ্ধুরিব হৃদয়তঃ পরিসরতি হৃদয়ান্নির্ধাতি। কৈলাসে সন্নস্বত্যাঃ সমুদ্রবদগাধামৃতকুণ্ডমন্তি, তজ্জলগানাত্ মহা-কবরো ভবন্তি। তন্মাদ্যথা সন্নস্বতীনারী নদী বহতি তথা তব কীরৎ বহতীতি ভাবঃ। পরিবহতীতি পাঠে সারস্বতঃ পয়ঃপারাবারঃ সন্নস্বত্যা অমৃতকুণ্ডং তবৈব হৃদয়ান্ হৃৎ পরিবহতি অন্তথা কথমীদৃকপ্রভাব ইতি ভাবঃ। যন্তব স্তম্ভং দয়াবত্যা ভবাত্তা দত্তম্ আশ্রিত্ত দ্রবিড়দেশীয়ঃ শিশুঃ কশ্চিৎ প্রৌঢ়ানাং কবীনাং মধ্যে কমলীয়ঃ উত্তমঃ কবয়িতা অজনি কাব্যকর্তা অভূৎ। তত্রায়ং গুরুণামুপদেশঃ—পুরা শঙ্করাচার্য্যপিতা অপুত্রঃ শিবভক্ত আসীৎ। পশ্চাৎ শিবকুপয়া তন্ত শঙ্করনামা পুত্রো জাতঃ। একদা পিতা ভিক্ষার্থং গতঃ। মাতা কুটুম্বভরণার্থং শাকচেষ্টয়া প্রাজ্ঞে বাগ্মসিকং বালকং নিধায় গতা। এতন্মিন্ সময়ে ক্ষুধয়া রোদ্ধয়মাণং বালকং দৃষ্ট্বা দয়য়া স্বয়ং জগদম্বিকা ক্রোড়ে নিধায় স্তনং পায়য়িত্বা অন্তর্হিতা। তদৈবায়ং মহা-কবিরভূৎ। তস্তামস্তর্হিতায়াং ভিক্ষার্থিনং সন্ন্যাসিনং দৃষ্ট্বা বালকঃ শ্লোকেণ প্রভূ-ত্তরককার। তদ্যথা,—“একা মাতা শাকাহর্তা তত্র কপণক ! দশ শাকার্ভাঃ। যত্র কপণক-দশ শাকাশা তত্র কপণক কা শাকাশা” \* ॥ ৭৬ ॥

**অনুবাদ।**—হে গিরিন্মতে ! তোমার হৃদয় হইতে সারস্বত-পয়ঃ-প্রবাহের স্তায় অর্থাৎ কৈলাসনিধর-স্থিত সারস্বত নামক অগাধ অমৃতসিদ্ধুর স্তায়

\* পূর্বে দ্রাবিড়দেশ-নিবাসী শঙ্করাচার্য্যের পিতা অপুত্রক ও শিবভক্ত ছিলেন। পরে ভগবান্ শঙ্করের কুপায় তাঁহার একটি পুত্র জন্মে। শঙ্করের কুপায় জন্ম বলিয়া ঐ পুত্রের ‘শঙ্কর’ এই নামকরণ হইয়াছিল। একদা শঙ্করের পিতা ভিক্ষার্থ বহির্গত, জননীও কুটুম্বগণের ভরণ-পোষণার্থে ঐ বাগ্মসিক বালককে প্রাজ্ঞে ভ্রাপন করিয়া শাক আহরণ করার নিমিত্ত বহির্গত হইলেন। এই সময় বালক ক্ষুধায় প্রীড়িত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে জগদম্বা ঐ বালকের প্রতি দয়াপরতন্ত্রা হইয়া স্বয়ং ক্রোড়ে গ্রহণ করত স্তন পান করাইয়া অন্তর্হিতা হইলেন; বালকও তৎকণাৎ মহাকবি হইয়া উঠিলেন। এই সময় এক সন্ন্যাসী ভিক্ষার্থ সেই কুটীরে উপস্থিত হইলেন; তৎকালে কেহই গৃহে ছিলেন না; ক্ষুত্রাং বাগ্মসিক বালক সন্ন্যাসীর ভিক্ষাপ্রার্থনা শুনিয়া বক্যমাণ শ্লোক দ্বারা উত্তর করিলেন। (শ্লোকটি অচ্যুতানন্দকৃত-টীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে।) ‘একঃ কপণক-শাকাহর্তা’ প্রথম চরণে এইরূপ পাঠ প্রসিদ্ধ। ‘কপণক-শাক’ শব্দের অর্থ, কান-ক্লেপে দিনক্লেপের উপযুক্ত শাক। এক ব্যক্তিই ঐ প্রকার শাক আহরণ করেন। হে সন্ন্যাসী ! (দ্বিতীয় চরণের কপণক শব্দের অর্থ) তাহাতে দশ জন শাক (সাল) ভোর অর্থাৎ এক বৎসর পীড়িত।—যে স্থানে এই প্রকার কপণক দশা-প্রাপ্ত, (তৃতীয় চরণই কপণক-দশ শব্দের অর্থ) কীর্ষাবস্থা প্রাপ্তগণ কেবল শাকই ভোজন করে, অন্নাহার করে না;—হে কপণক ! অর্থাৎ (কু-নির্জাজ, চতুর্থ চরণই কপণক শব্দের অর্থ) তথায় তোমার শাকের আশা কি আছে ? ইহাই শ্লোকার্থ।—সম্পাদক।

(অমৃত-সিদ্ধির জ্ঞান এবং সারস্বত অর্থাৎ সরস্বতীময়বস্তুর জ্ঞান—ইহা লক্ষ্মীধর সন্ন্যাস অর্থ) স্তম্ভ প্রবাহিত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কারণ, জাবিড়দেশীর শিশুকে রূপা করিয়া তুমি স্তম্ভ পান করাইয়াছিলে, সেই স্তম্ভপান-প্রভাবেই বালক তৎক্ষণাৎ কবিত্বশক্তি-সম্পন্ন হইয়া প্রৌঢ় কবিদিগের মধ্যে উত্তম হইয়াছে ॥ ৭৬ ॥

হরক্ৰোধজ্বালাবলিভিরবলীঢ়েন বপুষা,  
গভীরে তে নাভীসরসি কৃতবাম্পো \* মনসিজঃ ।  
সমুত্তম্ভৌ তস্মাদচলতনয়ে ! ধুমলতিকা,  
জনস্তাং জানীতে জননি ! তব রোমাবলিরিতি ॥ ৭৭ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—হরস্ত ক্রোধজ্বালাবলিভিঃ অবলীঢ়েন আবিষ্টেন বপুষা গভীরে নিম্নে অতএব তে তব নাভীসরসি নাভ্যেব সরঃ তস্মিন্ কৃতবাম্পো মনসিজঃ মন্থথঃ তত্র নিমগ্ন ইত্যর্থঃ সমুত্তম্ভৌ উদ্ভূতঃ তস্মাৎ নাভিসরসঃ অচলতনয়ে ! পার্শ্বতি ! ধুমলতিকা ধূমাবলিঃ অঙ্গারপ্রশমসময়োদ্ভবা । জনঃ লোকঃ তাং ধুমলতিকাং জানীতে বর্ণয়তি, জননি ! মাতঃ ! তব রোমাবলিরিতি রোমরাজিরিতি !

অত্রোৎপদবোজনা—হে অচলতনয়ে । মনসিজঃ হরক্ৰোধজ্বালাবলিভিঃ অবলীঢ়েন বপুষা গভীরে তে নাভীসরসি কৃতবাম্পঃ । তস্মাদ্ধুমলতিকা সমুত্তম্ভৌ । হে জননি ! তাং জনঃ তব রোমাবলিরিতি জানীতে ।

অত্রোৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, ধুমলতিকার্যাঃ রোমাবলিষ্মেনোৎপ্রেক্ষণাৎ । যথা—জনস্তাং জানীতে ইত্যনেন প্রাপ্তিমান্ প্রতীয়তে, রোমরেখাদর্শনস্ত ধুমরেখাপ্রাপ্তি-জনকত্বাৎ । যথা—অতিশয়োক্তিঃ জনস্তাং রোমাবলিমধ্যবস্তৃতাতি প্রতীতেঃ । যথা—নিশ্চয়ান্তসন্দেহঃ, তাং রোমাবলিরিতি নিশ্চিনোতীতি । এবং চতুর্গাম-লঙ্কারাণাং জানীতে ইতি পদাহুখানাৎ একবাচকানুপ্রবেশেন সঙ্গরঃ ॥ ৭৭ ॥ †

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—হরক্ৰোধ ইতি । হে অচলতনয়ে ! মনসিজঃ কামঃ শিবকোপাগ্নিসমূহৈর্ক্যাণ্ডেন দেহেন গভীরে তব নাভিসরোবরে কৃতবাম্পঃ । তস্মাৎ দগ্ধস্ত পানীয়সংযোগাৎ বা ধুমলতিকা সমুত্তম্ভৌ, তাং জনঃ রোমাবলিরিতি কৃষা জানীতে হরে ক্রুদ্ধে সত্যপি স্বমেবাপ্রসূতাসীত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥

**অম্বুজানন্দ।**—হে পার্শ্বতরাজপুত্রি ! কন্দর্প মহেশ্বরের কোপানলশিখা-সমূহ দ্বারা দগ্ধশরীর হইয়া তোমার গভীরতর নাভিসরোবরে বাম্পপ্রদান

করিয়াছিলেন। জননি! সলিলসংযোগ-প্রযুক্ত সেই দম্বশরীর হইতে যে ধূমরাশি উদ্গত হইয়াছিল, লোকে সেই ধূমাবলীকেই তোমার রোমাবলী বলিয়া অবগত আছেন ॥ ৭৭ ॥

যদেতৎ কালিন্দীতনুতরতরঙ্গাকৃতি শিবে !

কুশে মধ্যে কিঞ্চিজ্জননি তব (য) তদ্ভাতি স্মিয়াম্ ।

বিমর্দাদন্তোন্তং কুচকল(শ)সরোরস্তরগতং,

তনুভূতং ব্যোম প্রবিশদিব নাভিঃ কুহরিণীম্ ॥ ৭৮ ॥

**সঙ্গীতরসকৃত-টীকা।**—যদেতৎ পুরঃ স্মরৎ । যচ্ছবন্ত এতচ্ছব-সহচরিতস্ত প্রসিদ্ধিবাচকত্বং নাস্তি । অতএব পুনর্যচ্ছবোপাদানম্ । কালিন্দী-তনুতরতরঙ্গাকৃতি কালিন্দ্যাঃ যমুনায়াঃ তনুতরতরঙ্গঃ অতিস্বন্দিতরঙ্গঃ তস্তাকৃতিরিব আকৃতির্যন্ত তৎ শিবে ! ভগবতি ! কুশে তনুনি মধ্যে অবলগ্নে কিঞ্চিৎ জননি ! তব যৎ ভাতি স্মরতি স্মিহাৎ বিদ্রুহাৎ বিমর্দাৎ সম্বর্ধাৎ অন্তোন্তং পরস্পরং কুচকল-শরোঃ অন্তরগতং মধ্যবর্তি তনুভূতং ব্যোম গগনং প্রবিশদিব প্রবেশং কুর্সদিব । নীলং নভঃ ইত্যাংগগোপালপ্রসিদ্ধম্ । গগনস্ত নীলিমা চ মূর্ত্তং চ কবিপ্রসিদ্ধম্ । নাভিঃ কুহরিণীঃ কুহরবতীম্ ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে শিবে ! জননি ! তব কুশে মধ্যে যদেতৎকালিন্দী-তনুতরতরঙ্গাকৃতি কিঞ্চিৎ রোমাবলিরূপং বস্ত্র স্মিহাৎ যদ্ভাতি কুচকলশরোরস্তর-গতং তনুভূতং ব্যোম অন্তোন্তং বিমর্দাদেব কুহরিণীং নাভিঃ প্রবিশদিব ভাতি ।

নীলং মূর্ত্তং নভঃ কুচকলশবিমর্দবশাৎ অধোভাগে অস্তং নাভিপর্ধ্যস্তম্ জতুলতা-শ্রায়েনাবতিষ্ঠতে তদ্রোমাবলিঃ বদন্তীতি ভাবঃ । অত্রোৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, রোমলতায়্যা গগনলতিকাঞ্চে ন সম্ভাবনাৎ । প্রথমপাদে নিদর্শনালঙ্কারঃ ; তরঙ্গাকৃতিবদাকৃতিরিতি বিষয়প্রতিবিম্বভাবাক্রোপাৎ । অনয়োঃ সংসৃষ্টিঃ ॥ ৭৮ ॥ \*

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—যদেতদ্বিতি । হে শিবে ! তব কুশে মধ্যে যৎ যমুনাশ্বতরতরঙ্গাকৃতি কিঞ্চিদ্ বস্ত্র তৎ কুচকলশরোঃ পরস্পরপীড়নাৎ মধ্যগতং তনুভূতং স্বন্দং ব্যোমতৎ গহ্বরযুক্তং নাভিহৃদং প্রবিশদিব স্মিহাৎ মনসি ভাতি । স্মিহা ইতি কৈবল্যাখঃ । তত্র শিবস্ত মনসি ভাতীত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥

**অম্মনন্দ** ।—শিবে জননি ! তোমার কীণতর মধ্যস্থলে কালিন্দীর (যমুনার) শ্বতর তরঙ্গসদৃশ শ্রামলরেখার দ্বারা যে কোন বস্ত্র লক্ষিত হইতেছে,

তৎসম্বন্ধে সুধীগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পীনতর কুচ-কলসযুগলের পরস্পর  
পীড়ন দ্বারা নিষ্পিষ্ট তন্মধ্যগত আকাশ চূর্ণ হইয়া অতীব গভীর নাভিহ্রদে বসিয়া  
পড়িতেছে ॥ ৭৮ ॥

স্থিরো গঙ্গাবর্তঃ স্তনমুকুললোমাবলিলতা-

কলাস্থানং \* কুণ্ডং কুসুমশরতেজোহৃতভূজঃ ।

রতেলীলাগারং কিমপি তব নাভীতি গিরিজে ! †

বিলম্বারং সিদ্ধের্গিরিশনয়নানাং বিজয়তে ॥ ৭৯ ॥

**লক্ষ্মীধররূপ-টীকা ।**—

স্থিরঃ বিনাশরহিতঃ গঙ্গাবর্তঃ গঙ্গায়াঃ  
অস্তসাং ভ্রমঃ আবর্তস্ত কণিকয়াং তদ্বাতিরেকঃ স্থির ইতি । স্তনমুকুলরোমাবলি-  
লতাকলাবালাং—স্তনাবাব মুকুলো পুষ্পকোরকৌ তয়োঃ রোমাবলিরেব লতা আধার-  
ভূতা জনয়িত্রৌ তস্তাঃ কলা রেখা তস্তা আবালাং আলবালম্ । কুণ্ডং হোমার্থং  
সম্পাদিতং বৃত্তম্ অগ্নিস্থানং কুসুমশরতেজোহৃতভূজঃ কুসুমশরস্ত মন্থনস্ত তেজঃ  
দীপ্তিরেব হৃতভূক্ বহিঃ তস্ত । রতেঃ মদনপদ্ম্যাঃ লীলাগারং বিলাসগৃহং তত্রৈব  
সর্বদা মন্থনসম্ভাব্যং তৎপ্রেয়সী তত্রৈব বর্তত ইতি । কিমপি অনির্কীচ্যম্ অতি-  
সুন্দরমিত্যর্থঃ । তব নাভিঃ গিরিস্থিতে ! পার্শ্বতি ! বিলম্বারং গুহাঘারং  
সিদ্ধেঃ তপঃসিদ্ধেঃ গিরিশনয়নানাং সদাশিবচক্ষুযাং বিজয়তে সর্বোৎকর্ষণে  
ক্ষুরতি ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে গিরিস্থিতে ! তব নাভিঃ স্থিরো গঙ্গাবর্তঃ স্তন-  
মুকুলরোমাবলিলতাকলাবালাং কুসুমশরতেজোহৃতভূজঃ কুণ্ডং রতেলীলাগারং গিরিশ-  
নয়নানাং সিদ্ধের্বিলম্বারং কিমপি বিজয়তে ॥

অত্রোল্লেখালম্বারঃ, একস্তা নাভেরনেকরীত্যা উল্লেখ্যং । নায়মতিশয়োক্তিঃ,  
একস্তানেকলোলেখনাদেব । নাপ্যতিশয়োক্তিমালা, কিমপীত্যাদ্যবসিতুমশক্যত্বাৎ  
কিমপীত্যনেন সার্কং মালাদ্বস্তানুচিতবাদিতি ব্রহ্মস্ব ॥ ৭৯ ॥ ‡

**অন্যান্য-টীকা ।**—

স্থির ইতি । কিমপি অনির্কীচবীরং তব  
নাভি ইতি অনেন উচ্যমানপ্রকারেণ বিজয়তে ; কিন্তুদিত্যাহ,—স্থিরো গঙ্গাবর্তস্তা-  
স্থিরত্বাৎ নাভেঃ স্থিরত্বেনাপরিতোষাৎ পুনরব্রূমীযতে । অথবা স্তনকোরক-লোমা-  
বলিলতারাঃ আলবালস্ত উচ্চতারা নাভের্গাভীর্বাদপরিতোষঃ । অথবা কন্দর্প-

\* 'কলাবালা' ইতি ল পাঠঃ ।

† নাভিগিরিস্থিতে ইতি ল পাঠঃ ।

‡ মোকাক্ষঃ ৭৮ ল, বৃ, পৃ.

তেজোবহুঃ কুণ্ডম্ । কুণ্ডস্ত সমেখলদ্বাং নাভের্শেখলারহিতবাদপরিতোষঃ ।  
অথবা রতেঃ ক্রীড়াগৃহম্ । তত্রাপি পারিপাট্যালাভাদপরিতোষঃ । অতএব  
গিরিশনয়নানাং সিদ্ধেক্ষিণদ্বারম্ । যথা সিদ্ধা অপি বিলম্বায়ে তপঃ কৃষা সিদ্ধিং  
প্রাপ্নুবন্তি ॥ ৭৯ ॥

**অমুবাদ ।**—হে গিরিজে ! তোমার নাভি অনির্কটনীয় শোভা ধারণ  
করিতেছে । এই নাভি অবলোকন করিলে বোধ হয় যেন, ইহা স্থিরতর গজাবর্ত ।  
( গজাবর্তে স্থিরতা না থাকা বশতঃ কবি সন্দেহ হইতে না পারিয়া পুনর্বার বলিতেছেন  
যে ) বোধ হয় যেন, ইহা স্তনযুগরূপ মুকুলদ্বয়ে সুশোভিত গোমাবলীরূপ লতার  
আলবালস্বরূপা । ( আলবাল উচ্চ, নাভি গভীর এবং আলবালে গভীরতা নাই,  
সুতরাং কবি ইহাতেও পরিতুষ্ট হইতে না পারিয়া পুনর্বার বলিতেছেন যে ) বোধ  
হয় যেন, ইহা রতিপতির তেজোরূপ হতাশনের কুণ্ড । ( কুণ্ডে মেখলা আছে,  
নাভিতে মেখলা নাই ; সুতরাং ইহাতেও সন্দেহ না হইতে পারায় পুনর্বার উৎ-  
প্রেক্ষিত হইতেছে যে ) বোধ হয়, যেন ইহা রতির ক্রীড়াগৃহ । ( রতির লীলাগার  
ভেমন পারিপাট্যযুক্ত নহে, সুতরাং ইহাতেও কবি পরিতুষ্ট হইতে না পারিয়া  
পুনর্বার বলিতেছেন যে, ) বোধ হয় যেন, ইহা ভগবান্ শঙ্করের নয়নত্রয়ের  
তপঃসিদ্ধি করিবার গুহাধার । [ এই অমুবাদহ ( ) বেটনীমধ্যাহিত বাক্যগুলি  
লক্ষীধরসম্মত নহে । ] ॥ ৭৯ ॥

নিসর্গকীণস্ত স্তনতটভরেণ ক্লমজুষো,

নমস্মুর্ভে নারীভৌ বলিষু \* শনকৈস্ত্রুট্যত ইব ।

চিরং তে মধ্যস্ত ক্রটিত-তটিনী-তীর-তরুণা,

সমাবস্থাস্থেন্নো ভবতু কুশলং শৈলতনয়ে ! ॥ ৮০ ॥

**স্মারক-তীক্ষ্ণ ।**—নিসর্গকীণস্ত যতাবেন কীণতাত্ত্বিকস্ত  
স্তনতটভরেণ স্তনতটরোঃ কুচতটরোঃ ভরেণ ক্লমজুষঃ ক্লাস্তিমতঃ নমস্মুর্ভে নারী-  
ভিলকে ! তীরত্বভূতে ! শনকৈঃ স্তোকং ক্রুট্যত ইব ভিচ্ছমানস্তেব চিরং বহুকালং  
তে তব মধ্যস্ত অবলম্ব্য ক্রটিততটিনীতীরতরুণা ক্রটিতে ভগ্নে তটিনীঃ বাহিনীঃ  
তীরে তরুঃ বৃক্ষঃ তেন সমাবস্থাস্থেন্নো সমায়াং তুল্যায়্যং অবস্থায়্যং হেমা হৈর্মহং বস্ত  
তস্ত ভবতু ত্বয়াং কুশলং কেমং ক্রটনাহিভাবঃ শৈলতনয়ে ! পার্কতি !



অত্রেখং পদযোজনা—হে শৈলতনয়ে ! নারীতিলক ! নিসর্গকীর্ণস্ত স্তনতট-  
ভরেণ ক্রমজ্বঃ নমস্বূর্তেঃ শনকৈঃ ক্রট্যত ইব ক্রটিততটিনীতীরতরুণা সমাবস্থাস্থৈঃ  
তে মধ্যস্ত চিরং কুশলং ভবতু ।

মধ্যস্তেত্যেবমাদিপ্রয়োগাঃ সহৃদয়হৃদয়ান্ধাদকারিণো মহাকবিশিক্ষাভ্যাসসমা-  
সাদিতাঃ । এতাদৃশপ্রয়োগনিপুণঃ মহাকবিরিত্যুচ্যতে ।

অত্রোপমালাকারঃ, ভগ্নদীকূলবর্তিমহীকুহশিখামূলিকাসাম্যং মধ্যস্তেতি ॥৮০॥ \*

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা** ।—নিসর্গ ইতি । শৈলতনয়ে ! তব  
মধ্যস্ত চিরং কুশলং ভবতু ভগ্ননং ন ভবত্তিতার্থঃ । কিন্তুতস্ত ? নিসর্গকীর্ণস্ত স্বভাবতঃ  
কুশস্ত স্তনতটভরেণ ক্লাস্তিতাজঃ । বলিষু ক্রট্যত ইব, অতএব ভগ্ন-তটিনী-তীর-তরুণা  
সমাবস্থাস্থৈঃ স্থিতিবিশ্বস্ত সমাবস্থাস্থৈঃ । অতএব কৌশলামাশংসতে ॥ ৮০ ॥

**অনুবাদ** ।—হে শৈলতনয়ে ! তোমার মধ্যদেশ স্বভাবতই কীর্ণ ; তাহাতে  
আবার স্তনতটভরে একান্ত পীড়িত ; তোমার দ্রিবাঙ্গ দেখিলে অহুমিত হয় যে,  
মধ্যদেশের সেই স্থান যেন ক্রমশঃ ক্রটিত ও বিল্লিষ্ট হইয়া যাইতেছে । অধুনা  
তোমার এই মধ্যদেশ ভগ্নপ্রায় ও পতনোন্মুখ তটিনী-তীরবর্তী বৃক্ষের সহিত সমান  
অবস্থায় পতিত হইয়াছে । এক্ষণে আমরা প্রার্থনা করিতেছি যে, তোমার এই  
মধ্যদেশ যেন চিরকাল কুশলে থাকে অর্থাৎ ভগ্ন হইয়া নিপতিত না হয় ॥ ৮০ ॥

গুরুত্বং বিস্তারং ক্রিতিধরপতিঃ পার্শ্বতি নিজা-

ম্নিতস্বাদাচ্ছিত্ত্ব ত্বয়ি যজন-† রূপেণ নিদধে ।

অতস্তে বিস্তৌর্ণো গুরুরয়মশেষাং বহুমতীং,

নিতম্বপ্রাগ্ভাবঃ ‡ স্থগয়তি লঘুত্বং নয়তি চ ॥ ৮১ ॥

**সঙ্কীর্ণকৃত-টীকা** ।—গুরুত্বং গোরবং বিস্তারং আয়ামপরিণাহং  
ক্রিতিধরপতিঃ হিমবান্ পার্শ্বতি ! শৈলতনয়ে ! নিজাং স্বকীয়ান্ নিতম্বাং নিতম্ব-  
প্রদেশাং আচ্ছিত্ত্ব অবশ্যুত্ব ত্বয়ি ভবত্যাং হরণরূপেণ হরণাশ্রয়না নিদধে সমর্পিতবান্ ।  
হরণং নাম জীধনং—অধ্যাধ্যাবাহনিকম্ । যথোক্তং হারীতেন :—

অধ্যাধ্যাবাহনিকং হরণং জীধনং স্মৃতম্ ।

ইতি । অন্তর্ভুক্ত্যঃ—অগ্নিমধিকৃত্য দত্তমধ্যগ্নি বিবাহসময়ে অগ্নিসমীপে পিত্তাদি-  
ভির্দত্তং তদধ্যগ্নি । বিবাহানন্তরং বধুং গৃহীত্বা পত্ন্যাঃ স্বগৃহং প্রতিজিগমিষাহবসরে

\* ৭১ ল, যু, ৭১

† ‘হরণ’ ইতি ল পাঠঃ ।

‡ প্রাগ্ভাবঃ । ইতি ল পাঠঃ ।



পিত্রাদিভির্ষদন্তঃ তদধ্যাবাহনিকমিতি \* । এতদ্ব্যভাসং হরণশব্দবাচ্যমিতি মবাদিভিঃ  
স্থতমিতি । অতঃ তস্যাং কারণাং তে তব বিস্তীর্ণঃ আয়ামতঃ গুরুঃ পৃথুঃ অয়ং  
পরিদৃষ্টমানঃ অশেষাং কুৎসাতাং বস্তুমতীং পৃথ্বীং নিতম্ভশ্চ প্রাগ্ভারঃ অতিশয়ঃ স্থগয়তি  
ছাদয়তি লঘুত্বং লাঘবং নয়তি প্রাপয়তি চ । চকারঃ শব্দাচ্ছেদে অগ্নিরর্থো ন  
শক্তিত্বামিত্যর্থঃ ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে পার্শ্বতি ! ক্ষিতিধরণতিঃ গুরুত্বং বিস্তারং নিজাং  
নিতম্বাদাচ্ছিত্ত্বং স্থয়ি হরণরূপেণ নিদধে । অতঃ তে অয়ং নিতম্ভপ্রাগ্ভারঃ গুরুঃ  
বিস্তীর্ণঃ সন্ অশেষাং বস্তুমতীং স্থগয়তি লঘুত্বং নয়তি চ ।

বিস্তারেণ স্থগনং গুরুত্বেন লাঘবাপাদনমিত্যর্থঃ । প্রপঞ্চে বস্তুমত্যমেব গুরুত্ব-  
বিস্তারৌ একত্র স্থিতৌ । তয়োস্তিরস্করণমেকত্র স্থিতাভ্যাং গুরুত্ববিস্তারাত্যামেব  
বিধেয়মিতি হিমাদ্রিগতগুরুত্ববিস্তারৌ হিমাদ্রে: ভূধরত্বাং ভূমিগতগুরুত্ববিস্তারাত্যাম-  
ধিকাবিতি ভাবেন গৃহীত্বা তস্তিরস্করণমিতি ক্ষিতিধরণতিঃ অশেষাং বস্তুমতীমিতি  
চ পদং প্রযুক্তানন্ত ভাবঃ ।

অত্রাতিশয়োক্তিৰলঙ্কারঃ, হিমাদ্রিগতগুরুত্ববিস্তারয়োঃ পার্শ্বতীনিতম্ভগতগুরুত্ব-  
বিস্তারয়োর্ভেদেহপ্যাভেদেনাধ্যবসানাং । সেয়ং ভেদে অভেদনিবন্ধনা অতিশয়োক্তিৰ-  
লঙ্কারঃ ॥ ৮১ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—গুরুত্বমিতি । হে পার্শ্বতি ! পর্ততরাজ-  
কন্ত্রে ! পর্ততরাজঃ নিজান্নিতম্ভাং গুরুত্বং বিস্তারঞ্চ আচ্ছিত্ত্ব আকৃষ্য বজনরূপেণ  
অর্থাৎ বিবাহকালে যৌতুকত্বেন স্থয়ি নিদধে নিহিতবান্ । ভরণরূপেণেতি পাঠে যথা  
হিমবান্ বাহনং সিংহং দদৌ তথা গুরুত্বং বিস্তারঞ্চ নিহিতবানিত্যর্থঃ । অতঃ  
কারণান্তে তব গুরুত্ববিস্তীর্ণশ্চ নিতম্ভপ্রাগ্ভাবঃ পাদবিক্ষেপেণ নিতম্ভব্যাপারঃ অশেষাং  
বস্তুমতীং স্থগয়তি ভারাক্রান্তাং করোতি লঘুত্বঞ্চ নয়তি আত্মশোভয়া বস্তুমতী-  
শোভাং তিরস্করোতীত্যর্থঃ ॥ ৮১ ॥

**অম্বুবাদ।**—হে পার্শ্বতি ! তোমার বিবাহকালে পর্ততরাজ নিজ নিতম্ভ  
হইতে গুরুত্ব ও বিস্তার আকর্ষণ পূর্বক যৌতুকরূপে তোমাকে অর্পণ  
করিয়াছিলেন । এই নিমিত্ত ( তোমার পাদবিক্ষেপকালে ) গুরু ও বিস্তীর্ণ নিতম্ভ এই  
ধ্বনিদ্বীকে ভারাক্রান্ত করে এবং আত্মশোভা দ্বারা বস্তুমতীর শোভাকে পরাতূতা  
করিয়া থাকে । [ ( ) বন্ধনীস্থিত অংশ লক্ষ্যীয় সম্ভবত নহে ] ॥ ৮১ ॥

\* কেচিৎ । অপরে—আহবনীয়সমীপে বজাদৌ পিত্রাদিভির্ষদন্তঃ তদধ্যাবাহনীয়কমিতি,  
ইত্যধিকঃ পাঠঃ ।

করীন্দ্রাণাং শুণ্ডাঃ \* কনককদলীকাণ্ডপটলী-  
মুভাভ্যামুরুভ্যামুভয়মপি নির্জিত্য ভবতী । †  
স্ববৃত্তাভ্যাং পত্যো ‡ প্রণতিকঠিনাভ্যাং গিরিস্থতে,  
বিজিগ্যে ¶ জামুভ্যাং বিবুধকরিকুস্তম্বয়মপি § ॥ ৮২ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—উরু জামুনী চ সঙ্কদেব বর্ণয়তি—  
করীন্দ্রাণাং গজেন্দ্রাণাং শুণ্ডান্ করদণ্ডান্ । শুণ্ডশব্দস্ত পুংলিঙ্গতাহপ্যস্তি ইতি  
রক্ষিতমতম্ । কনককদলীকাণ্ডপটলীং—সুবর্ণরস্তাস্তস্তসংহতিম্ উভাভ্যামুরুভ্যাং  
উভয়ং করিকররস্তাস্তস্তাস্থকম্ অপি নির্জিত্য বিজিত্য ভবতি ! স্বং স্ববৃত্তাভ্যাং  
শোভনাভ্যাং বর্জুলাভ্যাং পত্যুঃ পরমেশ্বরস্ত প্রণতিকঠিনাভ্যাং প্রণতিভিঃ  
কঠিনাভ্যাং প্রণতিদশায়াং ভূমিস্পর্শাদিত্যর্থঃ । গিরিস্থতে ! হিমাদ্রিতনয়ে !  
বিধিজে । বিধিং বেদার্থং জানাতীতি বিধিজ্ঞা সর্বজ্ঞেত্যর্থঃ । যথা—বেদার্থানুষ্ঠাত্রী ।  
অতএব পত্ন্যর্নমস্কারঃ প্রতিদিনং বৈধ ইতি কৃতঃ ন তু তস্তাধিক্যানুরোধাদিতি  
নর্থবচনম্ । তস্তাঃ সমুদ্ভিঃ । জামুভ্যাং বিবুধকরিকুস্তম্বয়ং দিগ্‌দন্তিকুস্তম্বলঙ্ঘিতম্  
অসি ভবসি । [ স্ববৃত্তাভ্যামিত্যস্ত সূচরিতাভ্যামিত্যপ্যর্থো ধ্বনিহেতুরিতি সং ]

অত্রৈখং পদযোজনা—হে বিধিজে ! গিরিস্থতে ! ভবতি ! করীন্দ্রাণাং  
শুণ্ডান্ কনককদলীকাণ্ডপটলীম্ উভাভ্যামুরুভ্যাম্ উভয়মপি নির্জিত্য স্ববৃত্তাভ্যাং  
পত্যুঃ প্রণতিকঠিনাভ্যাং জামুভ্যাং বিবুধকরিকুস্তম্বয়মপি নির্জিত্য অসি বর্জুসে  
ক্ষুরসীতি যাবৎ ।

অত্র ভবচ্ছব্দযোগেহপি অসীতি মধ্যমপুরুষ এব ভবতি, তস্ত সংবোধনমাত্র-  
পরত্বাৎ । অত্রৈদং তত্বম্—ভবচ্ছব্দো দ্বিবিধঃ সংবোধ্যপরঃ সংবোধনমাত্রপরশ্চেতি ।  
সংবোধ্যপরশ্চে ভবচ্ছব্দস্ত বুদ্ধ্যদর্থত্বাভাবাৎ “বুদ্ধ্যপপদে” ইত্যাদিনা প্রাপ্ত্যভাবাৎ  
শেষে প্রথম এব তদ্বোধে । যথা—“স্থতে জগন্তি ভবতী ভবতী বিভর্তি ভাবান্”  
ইত্যাদৌ । যদা—সংবোধনমাত্রপরত্বং ভবচ্ছব্দস্ত তদা বুদ্ধ্যদর্থত্বাৎ মধ্যমপুরুষঃ  
স্তাদেব । যথা—“ভবতি ভিক্ষাং দেহি” ইত্যাদি । তত্র সংবোধনমাত্রপরশ্চেহপি  
ভীপ্প্রত্যয়ঃ গৌরাদৌ ভবতঃ প্রাতিপদিকস্ত পাঠাৎ সিদ্ধঃ । অতএব রক্ষিত  
আহ—“ভবতু প্রাতিপদিকসামর্থ্যাৎ ত্রীলিঙ্গ এব ভবচ্ছব্দস্ত সংবোধনমাত্রপরত্বম্”  
ইতি । অয়মাপরঃ—ভবচ্ছব্দস্ত সর্বনামসু ভবতি প্রাতিপদিকগ্রহণাৎ “উপ্তিচ্চ”

\* ‘শুণ্ডান্’ ইতি ল পাঠঃ

† ‘ভবতি’ ইতি ল পাঠঃ

‡ ‘পত্যুঃ’ ইতি ল পাঠঃ

¶ ‘বিধিজে’ ইতি ল পাঠঃ

§ ‘অসি’ ইতি ল পাঠঃ

ইতি ভীপ্ সিদ্ধ এবত্যত্র গৌরাদৌ পঠিতস্ত ভবচ্ছদস্ত বৈপর্য্যং জীহ্ব এব  
সংবোধনমাত্রপরম্মিতি জ্ঞাপয়তীতি ।

নষেবং রক্ষিতেনৈব “যুগ্মদম্বদোঃ জীপুন্নপুংসকেষু তুল্যালিঙ্গস্বং সংবোধনমাত্র  
পরম্মাং যুগ্মদম্বদোঃ একধিবহত্বপরম্মং তু সংবোধ্যলক্ষণয়া । ন চ লিঙ্গলক্ষণা,  
আকাঙ্কাহভাবাৎ” ইত্যুক্তম্ । তদ্বদ্বচ্ছদস্তাপ্যালিঙ্গস্বম্ প্রাপ্নোতীতি । মৈবং,  
দন্তোত্তরম্বাদিত্যলমতিবিস্তরেণ । যন্তু “হামস্মি বচ্মি বিছবাম্” ইতি শ্লোকম্বাধ্যা-  
নাবসরে কাব্যপ্রকাশিকাটিকাকারেণ ভাস্করেণোক্তং তদমূলমিতি নোপভূতম্ দৃষিতম্ ।  
অজ্ঞোপমালঙ্কারঃ স্পষ্ট এব ॥ ৮২ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।**—করীজ্ঞাণামিতি । হে গিরিসুতে !  
ভবতী উভাত্যাম্ উরুভ্যাং করীজ্ঞাণাং শুভাঃ কনককদলীকাণ্ডসমূহঞ্চ উভয়ম্  
উভাত্যাম্ উরুভ্যাং নির্জিত্য জাহ্নুভ্যাং ঐরাবতকুণ্ডলয়মপি বিজিগ্যে । কিম্বুতাত্যাম্  
জাহ্নুভ্যাং ? শ্ববর্তুলাভ্যাং । পুনঃ কীদৃগ্ভ্যাং ? পত্ন্যম্বাহাদেবশ্চ প্রণতি-  
কঠিনাভ্যাং । উপযমনকালে ক্রীমতা ক্রীমত্যা জাহ্নুনী গৃহ্যেতে ইতি শৃঙ্গারবর্ণনং  
শঙ্কররূপস্ত শঙ্করাচার্য্যস্ত ন দোষায়েতি ॥ ৮২ ॥

**অনুবাদ ।**—হে গিরিসুতে ! তুমি উভয় উরু দ্বারা করীজ্ঞদিগের শুভ-  
সমুদয় এবং কনককদলীবৃক্ষ-সমুদায় জয় করত পতির প্রতি প্রণতিনিবন্ধন কঠিন  
ও শ্ববহৎ জাহ্নুদ্বয় দ্বারা ঐরাবত-কুণ্ডলয়কেও পরাভূত করিয়াছ ॥ ৮২ ॥

পরাজেতুং রুদ্রং দ্বিগুণশরগর্ভৌ গিরিসুতে,  
নিষজৌ তে জজ্ঞে বিষমবিশিখো বাঢ়মকৃত ।

যদগ্রে দৃশ্যন্তে দশশরফলাঃ পাদযুগলী-

নখাগ্রচ্ছদ্যানঃ সুরমু(ম)কুটশাণৈকনিশিতাঃ ॥ ৮৩ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা ।**—পরাজেতুং তিরস্কর্তৃং রুদ্রং হরং দ্বিগুণশর-  
গর্ভৌ দ্বিগুনীকৃতাঃ শরাঃ পঞ্চবাণাঃ গর্ভে যমোন্তৌ । গিরিসুতে ! পার্শ্বতি !  
নিষজৌ তুণীরৌ তে তব জজ্ঞে জজ্ঞাকান্তৌ বিষমবিশিখঃ পঞ্চবাণঃ বাঢ়ং ক্রবম্  
অকৃত কৃতবান্ যদগ্রে যমোঃ নিষজম্বোরগ্রে দৃশ্যন্তে দশশরফলাঃ দশানাং শরাণাং  
দ্বিগুনীতানাং পঞ্চানামিত্যর্থঃ তেষাং ফলাঃ অয়োমুখানি পাদযুগলীনখাগ্রচ্ছদ্যানঃ  
পাদযোঃ প্রপদযোঃ যুগলী দ্বিতয়ং তস্তা নখাগ্রাণাং দশানাং ছদ্ব্যাজৌ যেষাং তে  
সুরমকুটশাণৈকনিশিতাঃ সুরাণাম্ ইজাদীনাং মকুটেষেব শাণেষু একং যুগ্মাং  
যস্তা স্তাৎ তথা নিশিতাঃ উত্তেজিতাঃ ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে গিরিসুতে ! বিষমবিশিখঃ ক্রদ্রং পরাজেতুং দ্বিগুণ-  
শরগর্ভৌ নিষঙ্গৌ তে জজ্ঞে অকৃত বাচম্ । বদগ্রে পাদযুগলীনথাগ্রচ্ছদ্যানঃ সুর-  
মুকুটশাণৈকনিশিতাঃ দশশরফলা দৃশ্যন্তে ।

অত্র উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, জজ্ঞব্রোঃ ত্বণীরতয়া সম্ভাবনাৎ । অপহুবালঙ্কারঃ,  
নথাগ্রাণাং ফলদ্বেনাপহুবাৎ । অনয়োরমুহুষ্টিঃ, অপৃথক্স্থিত্যা প্রযোজ্যপ্রযোজক-  
ভাবাবগতেঃ । বিষমবিশিখো বাচমকৃতেত্যত্র অতিশয়োক্তিফললঙ্কারঃ, সাধারণ-  
ব্রহ্মসৃষ্টিব্যাতিরিক্তত্বেন প্রতীতেঃ । এতচ্চ পূর্বমেব স্পষ্টীকৃতং “কুচৌ সন্তঃস্বিত্বং” \*  
ইতি শ্লোকব্যাখ্যাবসরে । অলঙ্কারেণ অলঙ্কারধ্বনিরপি, দ্বিগুণশরগর্ভৌ দশশর-  
ফলা ইতি পদদ্বয়েন পাদাঙ্গুলীনাং শরাণাং চ অভেদাধ্যবসায়প্রতীতেরিত্যলম্ ॥৮৩॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।—পরাজেতুমিত্যাदि । হে গিরিসুতে !  
তব জজ্ঞে বিষমবিশিখঃ কামঃ ক্রদ্রং পরাজেতুং দ্বিগুণশরগর্ভৌ নিষঙ্গৌ তুণৌ  
বাচং দৃঢ়ং যথা স্তাৎ তথা অকৃত কৃতবান্ । কথং জ্ঞায়তে ইত্যাহ—যয়োরগ্রে  
পাদযুগলীনথাগ্রচ্ছদ্যানঃ নথব্যাজেন দশশরফলা দশবাণফলাগ্রা দৃশ্যন্তে । কিঙ্কতাঃ ?  
সুরমুকুটশাণৈকনিশিতাঃ ইন্দ্রাদীনাং মুকুটশাণেনাতিতীক্ষ্ণাঃ । এতেন তব  
জজ্ঞাদর্শনমাত্রেন শিবঃ কামেন পরাজিতো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥

অনুবাদ ।—হে পরমতরাজপুত্রি ! নিশ্চয় কন্দর্প ক্রদ্রকে পরাজয়  
করিবার অভিপ্রায়ে তোমার জজ্ঞাঘ্রকে দ্বিগুণ-শরপূর্ণ অর্থাৎ দশ-শরপূর্ণ সুদৃঢ়  
ত্বণীরস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । এরূপ নিশ্চয়ের কারণ এই যে, তোমার  
চরণযুগলের অগ্রভাগে নথাগ্ররূপ দশটি বাণের ফলা দৃষ্ট হইতেছে । এই ফলা  
দেবগণের মুকুটশাণে সুষাণিত ॥ ৮৩ ॥

শ্রুতীনাং মূর্ছানো দধতি তব যৌ শেখরতয়া,

মমাপ্যেতৌ মাতঃ শিরসি দয়য়া ধেহি চরণৌ ।

যয়োঃ পাত্ৰং পাথঃ পশুপতিজটাজুটতটিনী,

যয়োল্লীকালক্ষ্মীররুণহর-† চূড়ামণিরুচিঃ ॥ ৮৪ ॥

সম্মীধনকৃত-টীকা ।—শ্রুতীনাং নিগমানাং মূর্ছানঃ শিরাসি বেদান্তা  
ইত্যর্থঃ । দধতি ধারয়ন্তি প্রতিপাদয়ন্তীত্যর্থঃ । তব ভবত্যাঃ যৌ চরণৌ পাদৌ  
শেখরতয়া উত্তমতয়া । যথা—শ্রুতীনাং শ্রুতিবধূনাং মূর্ছানঃ শ্রুতয়ঃ ভগবতীপাদাজম্  
উত্তময়ন্তি । যথোক্তম্—শ্রুতিবাক্যং শক্তিঃ প্রতি বসিষ্ঠেন :—

নমো দেবৈ মহালক্ষ্ম্যৈ শ্রীয়ে সিতৈ নমো নমঃ ।  
 ত্র্যম্বকুমহেশানবেদকৈঃ পুজিতাম্ভুয়ে ॥  
 বেদকৈরিত্যত্র বেদানাং কৈঃ শিরোভিরিতি ।  
 নমস্ত্রিপুরসুন্দর্যৈ শিবায়ৈ বিশ্বসুভুয়ে ॥ ইত্যাদি ।  
 এবংস্তুতা মহাদেবী শ্রুতিভিঃ প্রীতমানসা ।  
 প্রাহ তাং প্রতি তাদৃগ্ভিঃ বচোভিরমরেশ্বরী ॥

ইত্যাদি বসিষ্ঠসংহিতায়াম্ । মমাপি এতৌ চরণৌ মাতঃ ! জননি ! শিরসি মূৰ্দ্ধনি  
 দয়য়া কৃপয়া কৃপাবিষ্টচিত্তেনেত্যর্থঃ ধেহি নিধেহি চরণৌ পাদৌ যয়োঃ চরণয়োঃ  
 সম্বন্ধি পাণ্ডঃ পাথঃ পাদনির্গেজনজলম্ । যত্বেপি পাণ্ডমিত্যুক্তে পাদসম্বন্ধঃ প্রতীয়তে  
 তথাহপি পাণ্ডমিত্যুক্তে পাদ প্রক্ষালনার্থং পাণ্ডমিত্যর্থতামাত্রপ্রতীতে বিপ্রক্ষালনার্থং  
 যয়োরিত্যন্তায়ঃ ইতি ন পোনরুক্ত্যম্ । পশুপতিজটাজুটতটিনী পশুপতেঃ শিবস্ত  
 জটাজুটে কপর্দে তটিনী গঙ্গা যয়োঃ চরণয়োঃ লাক্ষালক্ষ্মীঃ লাক্ষারসকাস্তিঃ অরুণ-  
 হরিশূড়ামণিক্রুচিঃ অরুণশ্চাসৌ হরিশূড়ামণিচ কৌস্তুভঃ তস্ত ক্রুচিঃ রক্তিম। ।

অরুমর্থঃ—প্রণয়কোপশাস্তয়ে প্রণতস্ত পশুপতেঃ জটাজুটবর্তিনী গঙ্গা পাদাগ্র-  
 বর্তিনী আসীদিতি গঙ্গায়াঃ পাণ্ডজলত্বং কথিতম্ । প্রতিদিনং সায়াংপ্রাতঃ সেবার্থং  
 নমস্কুর্যোগস্ত বিষ্ণোঃ মকুটঘটিকৌস্তুভমণেঃ শ্বেতবর্ণস্ত লাক্ষারসপ্রসাদজন্তো-  
 হরুণিমেতি ধ্যেয়ম্ । [ গলশোভিকৌস্তুভমিতি স্মরণায়ুকুটেন কৌস্তুভমণিঃ কিস্ত  
 পদ্মরাগঃ । ইতি সং ]

অত্রেখং পদযোজনা—হে জননি ! তব যৌ চরণৌ শ্রুতীনাং মূৰ্দ্ধানঃ শেখরতয়া  
 দধতি । হে মাতঃ ! এতৌ চরণৌ মমাপি শিরসি দয়য়া ধেহি । যয়োঃ পাণ্ডঃ  
 পাথঃ পশুপতিজটাজুটতটিনী যয়োঃ লাক্ষালক্ষ্মীঃ অরুণহরিশূড়ামণিক্রুচিঃ ।

এতদ্বক্তব্যং ভবতি—ভগবত্যাঃ পাদাঙ্কুজদ্বিতয়স্ত বেদমূৰ্দ্ধনি সদাশিবমূৰ্দ্ধনি  
 বিষ্ণুমূৰ্দ্ধন্যপি সঙ্কার ইতি মূৰ্দ্ধসঙ্কারস্বাভাব্যম্ভি । অতো মম মূৰ্দ্ধন্যপি সঙ্কারতু  
 পাদাঙ্কুজমিতি প্রার্থনাসামঞ্জস্যমিতি কবেরভিপ্রায়ঃ । যদ্বা—প্রপঞ্চজনয়িত্র্যাঃ  
 সাদাখ্যায়াঃ প্রপঞ্চাস্তঃপাতিনঃ হরিবিরিক্ষিপশুপতিবেদান্তাঃ পাদাঙ্কুজং শিরসি  
 ধায়রস্তি তন্নির্গেজনজলেণ পবিত্রিতগাত্ৰাঃ তস্মাহিমা তত্তদধিকারান্ ভজন্ত ইতি  
 বুধ্যত এবতি । অত্র রূপকালঙ্কারঃ স্পষ্টঃ ॥ ৮৪ ॥

অন্যতানন্দকৃত-তীকা ।—এতদনুমিতি । হে মাতঃ ! যৌ তব  
 চরণৌ বেদানাং শিরাসি শেখরতয়া শিরোভূষণেণ দধতি বিব্রতি, এতৌ চরণৌ  
 দয়য়া মমাপি শিরসি ধেহি অর্পয় । চরণয়োঃ হিমানমাহ ।—যয়োঃ পাণ্ডঃ পাথঃ

পাদনির্গেজনং জলং পশুপতে: শিবস্ত জটাসমূহস্তা নদী । গঙ্গাব্যাজেন তব পাদ-  
প্রকালনজলং পশুপতিধৃত্তে ইত্যর্থঃ । যয়োর্গাংগালক্ষ্মীরলক্তকসম্পং অরুণবর্ণা  
শিবচূড়ামণে: কান্তি: । মানিষ্ঠা: শ্রীমত্যাশ্চরণপতিতস্ত শঙ্কোশ্চূড়ামণে: শুদ্ধ-  
ক্ষটিকাভস্ত চক্রেস্ত লাক্ষ্যসংযোগাৎ অরুণকান্তিরিতি ভাব: । অরুণহরিচূড়ামণিরিতি  
পঞ্চানন: । তত্র বিনয়পতিতস্ত হরেশ্চূড়ায়: পদ্মরাগমণেরলক্তকসংযোগান্ধ্যস্তরস্ত  
বা অরুণা কান্তিরিতি ভাব: ॥ ৮৪ ॥

**অনুবাদ।**—হে মাতঃ ! শ্রুতিসমূহ তোমার যে চরণযুগল শিরোভূষণ-  
রূপে মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন, কৃপা করিয়া স্বদীয় সেই চরণদ্বয় আমার মস্তকে  
অর্পণ কর । ঐ চরণযুগলের পাদোদক ভগবান্ পশুপতির জটাজুটবিহারিণী গঙ্গা,  
( অর্থাৎ পশুপতি তোমার পাদপ্রক্ষালিত জল গঙ্গাব্যাজে শিরে ধারণ করিতেছেন )  
এবং তোমার চরণযুগলের অলক্তকপ্রভায় ভগবান্ চক্রেশেখরের চূড়ামণি-  
স্বরূপ চক্রে কলা অরুণবর্ণ হইয়া উঠে । [ ( ) বন্ধনীস্থিত অর্থ পরিত্যজ্য ।  
লক্ষ্মীধরকৃত অর্থের অনুবাদ—আর ‘চক্রেশেখরের’ স্থলে ‘নারায়ণের’ হইবে, এবং  
‘চক্রে কলা’ স্থলে ‘কৌন্তভমণি’ লইবে ) ॥ ৮৪ ॥

হিমানীহস্তব্যাং \* হিমগিরিতটাক্রান্তরুচিরৌ †

নিশায়াং নিদ্রাণং নিশি চ পর- ‡ ভাগে চ বিশদৌ ।

প(ব)রং লক্ষ্মীপাত্রং শ্রিয়মপি সৃজন্তৌ সময়িনাং,

সরোজং তৎপাদৌ জননি জয়তশ্চিত্রমিহ কিম্ ॥৮৫॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—হিমানীহস্তব্যাং হিমাত্মা হিমসংহত্যা হস্তব্যাং  
নাশরিতব্যাং হিমগিরিনিবাসৈকচতুরৌ সর্বদা হিমগিরাবেব বসন্তাবিত্যর্থঃ । নিশায়াং  
শর্কর্যাং নিদ্রাণং মুকুলিতং নিশি চরমভাগে চ বিশদৌ প্রসন্নৌ চেতনশক্তে: তত্রৈবোৎ-  
পত্তেরিতি ভাব: । চকরাং দিবাহপি প্রসন্নাবিত্যর্থঃ । বরম্ ঈশ্বরিতং লক্ষ্মীপাত্রং  
লক্ষ্ম্যা অধিষ্ঠিতমিত্যর্থঃ শ্রিয়ং লক্ষ্মীম্ অতিসৃজন্তৌ উৎপাদয়ন্তৌ সময়িনাং স্বভক্তা-  
নাম্ । সময়স্বরূপং “তবাধারে মূলে” ¶ ইতি শ্লোকে নিরূপিতম্ । সরোজং কমলং  
কর্কভূতং তৎপাদৌ জননি ! হে মাতঃ ! জয়ত: বিজয়েতে চিত্রং আশ্চর্য্যম্ ইহ  
অশ্রিতার্থে কিং ন কিমপীত্যর্থঃ ।

**অত্রৈবং পদবোজনা—**হে জননি ! হিমগিরিনিবাসৈকচতুরৌ নিশি চরমভাগে

\* ‘হস্তীদ’ ইতি অচ্যুতপাঠ: ।

† নিবাসৈকচতুরৌ ইতি ল পাঠ: ।

‡ ‘নিশি চরম’ ইতি ল পাঠ: ।

¶ ৪৭ শ্লো: ।

চ বিশদৌ সময়িনাং শ্রিয়মতিশৃঙ্গস্তৌ তৎপাদৌ হিমানীহস্তব্যাং নিশায়াং নিদ্রাণং বরং  
লক্ষ্মীপাত্রং সরোজং জয়তঃ ইহ কিং চিত্রং, আধিক্যস্ত স্ফুটস্বাদিত্যর্থঃ ।  
অত্র ব্যতিরেকালঙ্কারঃ স্ফুটঃ ॥ ৮৯ ॥

**অনুবাদ-তীকা।**—হিমানীতি। হে জননি! তব পাদৌ  
কর্তা সরোজং জয়তঃ ইহ কিং চিত্রম্। চরণসরোজয়োঃ স্বভাবকথনে তদেব  
দ্রুতয়তি। হিমানী ইদং সরোজং হস্তি। তব পাদৌ পুনঃ হিমগিরিতটাক্রান্তেন  
পর্যটনে মনোহরৌ। কমলং নিশায়াং নিদ্রাণম্। তব পাদৌ নিশি চ পরভাগে  
চ রাত্রৌ দিবসে চ বিশদৌ স্বচ্ছন্দরাগৌ। কমলং পরং কেবলং লক্ষ্ম্যাঃ স্থানম্। তব  
পাদৌ সময়িনাং সম্বন্ধে লক্ষ্মীং শৃঙ্গস্তৌ হিমানীহস্তব্যাং ইতি কুত্রাপি পাঠঃ। তত্র  
হিমাশ্চা নাশ্রমিত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥

**অনুবাদ।**—জননি! তোমার চরণসরোজদ্বয় যে কমলকে পরাজয়  
করিবে, তদ্বিষয় আর বিচিত্র কি? কারণ, কমল হিমানী দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়া  
থাকে, কিন্তু তোমার চরণকমলদ্বয় হিমগিরি-শিখরে হিমানীর উপর পর্যটনে  
(অত্যন্ত) অতীব সুকুমার। কমল নিশাকালে মুদিত থাকে, কিন্তু তোমার চরণ-  
কমল দিবারাত্র সকল সময়েই স্বচ্ছন্দরাগযুক্ত। কমল একমাত্র লক্ষ্মীর আবাস-  
স্থান, কিন্তু তোমার চরণকমল হইতে ভক্তগণ সকলেই লক্ষ্মীলাভ করিয়া থাকেন।  
সুতরাং সর্ব্বাংশেই হীন কমল যে স্বদীয় চরণকমলের নিকট পরাজিত হইবে,  
তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ৮৫ ॥

নমোবাচং \* ক্রমো নয়নরমণীয়ায় পদয়ো-  
স্তবাস্ত্রৈ হৃদ্বায় স্ফুটরুচিরসালঙ্ককবতে ।  
অসূয়ত্যত্যন্তং যদভিহননায় স্পৃহয়তে,  
পশূনামীশানঃ প্রমদবনককোম্পিতরবে ॥ ৮৬ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-তীকা।**—নমোবাকং নম ইতি বাক্যম্। নমোবাক-  
শব্দো নিপাতনাৎ সাধুঃ। ক্রমঃ বদামঃ নমস্কৃৎ ইত্যর্থঃ। নয়নরমণীয়ায় নেত্রয়োঃ  
শ্রিয়করায় পদয়োঃ চরণয়োঃ তব অস্ত্রে পরিদৃশ্যমানায় হৃদ্বায় যুগ্মায় স্ফুটরুচি-  
রসালঙ্ককবতে স্ফুটরুচয়ে স্ফুরৎপ্রভায় রসালঙ্ককবতে সাদ্রালঙ্ককায় বিশেষণসমাসঃ।  
অসূয়তি ঈর্ষ্যতি অত্যন্তং নিতরাং যদভিহননায় যেন পদযুগেন অভিহননং তাড়নং



তন্মৈ অভিহননং ন সহত ইত্যর্থঃ । অশোকচরণাহতিবাস্তপুশ ইতি দোহদ-  
কৌতুকে । স্পৃহয়তে স্পৃহাং কুর্কতে পশুনাশীশানঃ পশুপতিঃ প্রমদবনকঙ্কলিত-  
রবে প্রমদবনম্ উদ্ধানবনং তত্র কঙ্কলিতরুরশোকঃ তন্মৈ । ‘অস্পৃহয়তি’ ‘স্পৃহয়তে’  
উভয়ত্র “ক্রুধক্রুহ” ইত্যাদিনা “স্পৃহেরীশিতঃ” ইত্যানেন চ সংপ্রদানে চতুর্থী ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! তব নয়নরমণীয়ায় স্মৃটকুচিসাগরকবতে  
পদয়োঃস্মৈ হৃদায় নমোবাকং ক্রমঃ পশুনাশীশানঃ বদভিহননায় স্পৃহয়তে প্রমদবন-  
কঙ্কলিতরবে অত্যন্তম্ অস্পৃহয়তি ॥

প্রণয়কলহসময়ে অনুগ্রহায়া পাদাঘাতো ন কস্তাপি সংভাব্যত ইতি অচেতন-  
বস্তনোহপি কঙ্কলিতরোঃ কথং স্তাদিতি তত্রৈবাস্থয়া নাত্তত্রেতি ভাবঃ । অনেনা-  
ত্যন্তং পাতিব্রতাং পার্শ্বত্যাঃ প্রতিপাদিতম্ । এতাদৃশং পাতিব্রতাং লক্ষ্মীসরস্বত্যো-  
র্নাশ্তীতি ধ্বজ্যতে ।

অত্রাতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ পশুপতেরীর্ষায়াঃ অসংবন্ধেহপি সম্বন্ধকথনাদভেদাধা-  
বসায়প্রতীতেষ ॥ ৮৬ ॥ \*

**অচ্যুতামন্দকৃত-টীকা** ।—নমোবাচমিত্যাदि । অস্মৈ তব চরণয়ো-  
র্দ্বন্দ্বায় নমোবাচং ক্রমঃ নমস্করোমি । কথন্তুভায় ? নয়নরমণীয়ায় ব্যক্তকান্তিদ্রবীভূতা-  
লঙ্ককযুক্তায় । যন্ত চরণদ্বন্দ্বস্ত অভিহননায় স্পৃহয়তে প্রহারং বাহুতে প্রমদবনস্ত  
কঙ্কলিতরবে অশোকবৃক্ষায় পশুনাশীশানঃ শিবঃ অত্যন্তং অস্পৃহয়তি ষেষ্টী । অস্মিন্  
কঠিনমুচি অশোকবৃক্ষে অতিকোমলপাদয়োর্বিক্লেপাৎ কদাচিদ্বাথা জায়ত ইতি  
ভাবঃ । অশোকবৃক্ষোপরি পদাঘাতে ক্লতে সতি কামিনীনাং কামো বর্ধতে । তথা  
চ কামশাস্ত্রে—“পাদাঘাতাদশোকো বদনমদিরয়া কেশরঃ কণিকারঃ” ইত্যাদি ।  
অতএব কালিদাসঃ,—“রক্তাশোকচলকিশলয়ঃ কেশরস্তত্র কান্তঃ, প্রত্যামনৌ  
কুরুবকবৃতেন্দ্রাধবীমণ্ডপস্ত । একঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদাভিলাষী, কাঙ্ক্ষত্যন্তো  
বদনমদিরাং দোহদচ্ছন্নাস্তাঃ ॥” নমো বা কিং ক্রম ইতি কুত্রাপি পাঠঃ ॥ ৮৬ ॥

**অনুবাদ** ।—হে মাতঃ ! প্রমদবনস্থিত অশোকবৃক্ষ তোমার চরণদ্বয়লের  
প্রহারগাতে ইচ্ছুক হওয়াতে ভগবান্ পশুপতি ( কঠিন বৃক্ষে পদদ্বয় বিক্লেপ করিলে  
পাছে ঐ কোমল-পদতলে ব্যথা হয়, এই আশঙ্কায় ) একান্ত অনুয়াপন্নবশ হয়েন,  
বাহা দ্রবীভূত অলঙ্ককরসে কমলীয় কান্তি ধারণ করিয়াছে, আমরা নতশিরা হইয়া  
সেই নয়নরমণীয় চরণদ্বয়লে প্রণিপাত করিতেছি । [ ( ) বন্ধনী মধ্যস্থিত ভাব  
লক্ষ্মীধরসম্বন্ধ নহে ] ॥ ৮৬ ॥



মৃষা কৃষ্ণা গোত্রাশ্বলনমথ বৈলক্ষ্যনমিতং,  
 ললাটে ভর্তারং চরণযুগলং \* তাড়য়তি তে ।  
 চিরাদন্তঃশল্যং দহনকৃতমুন্মূলিতবতা,  
 তুলাকোটিকাণৈঃ কিলিকিলিতমীশানরিপুণা ॥৮৭॥

**লক্ষ্মীধনকৃত-টীকা।**—মৃষা অকস্মাদেব কৃষ্ণা গোত্রাশ্ব লনং নাম  
 নারিকায়ামহুরাগং প্রকটয়তন্তৎসমীপ এব প্রমাদাৎ নারিকাস্তরাবিষ্টচিত্তস্ত তন্মামো-  
 চ্চারণম্ । অথ গোত্রাশ্বলনানস্তরং বৈলক্ষ্যনমিতং বৈলক্ষ্যেণ ইতিকর্তব্যাতামোচোন  
 নমিতম্ । অত্র নমিতমিতি বৈলক্ষ্যপ্রাধাত্ম্যং বৈলক্ষ্যেণৈব নমিতঃ ন তু স্বয়ং  
 বৈলক্ষ্যান্নমিতঃ । অত্যাংকুষ্ঠং বৈলক্ষ্যমাসীদিতি নমিতশব্দং প্রযুজ্ঞানস্ত ভাবঃ ।  
 ললাটে নিটিলপ্রদেশে ভর্তারং পশুপতিং চরণকমলে পাদাশুজে তাড়য়তি সতি সতি  
 চরণকমলেন ভর্তুল্লাটং তাড়িতবত্যাং ভবত্যা মিত্যর্থঃ । ললাটতাড়নং ভর্তৃ-  
 পর্যাস্তং গচ্ছতীতি ভর্তারং তাড়য়তীত্যুক্তিরাজসীতি এতাদৃশপ্রয়োগাঃ মহাকবি-  
 প্রয়োগাৎ সহৃদয়হৃদয়াহ্লাদকাঃ । তে তব চিরাৎ চিরকালমহুতম্ অন্তঃশল্যং  
 হৃদয়শল্যং বৈরমিত্যর্থঃ । দহনকৃতং নগ্ননারিনা প্লোষণকৃতং উন্মূলিতবতা তুলাকোটি-  
 কাণৈঃ তুলা নুপুরং তস্ত কোটয়ঃ অগ্রাণি । তৈরন্তর্গতা মণয়ঃ ক্ষুদ্রঘণ্টাদয়ঃ  
 লক্ষ্যন্তে । তেষাং কাণৈঃ শিজ্জিতৈঃ কিলিকিলিতম্ । কিলিকিলিত্যমুকরণং  
 বিজয়িনঃ সূত্রসিদ্ধম্ । কিলিকিলিরিব কৃত ইত্যর্থঃ । ঈশানরিপুণা মন্থথেন ।  
 মন্থথস্ত ঈশানং প্রতি রিপুত্বং তদা সিদ্ধমিতি ভাবঃ ।

**অত্রেখং পদযোজনা—**হে ভগবতি ! মৃষা গোত্রাশ্বলনং কৃষ্ণা অথ বৈলক্ষ্যনমিতং  
 ভর্তারং তে চরণকমলে ললাটে তাড়য়তি সতি ঈশানরিপুণা চিরাৎ দহনকৃতম্  
 অন্তঃশল্যং উন্মূলিতবতা তুলাকোটিকাণৈঃ কিলিকিলিতম্ ।

অত্রাতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ, তুলাকোটিকানাং কিলিকিলিতধ্বনিধ্বেনাধাবসানাৎ  
 ভেদে অভেদনিবন্ধনাতিশয়োক্তিঃ ॥ ৮৭ ॥ †

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—মৃষা ইতি । গোত্রাশ্বলনং মৃষা কৃষ্ণা  
 কুলধর্ম্মাশ্বলনং ন ভবেদিতি কৃষ্ণা তব চরণযুগলং ভর্তারং ললাটে তাড়য়তি । “গোত্রং  
 নারি কুলে ক্ষেত্রে ইতি ধরণিঃ ।” ভর্তারং কিমুতম্ ? বৈলক্ষ্যনমিতং বিশেষচ্ছ-  
 তয়া নমিতং লজ্জাধোমুখম্ । “বৈলক্ষ্যং ছলিসম্মতম্” ইতি ধরণিঃ । অথ  
 এতন্নিয়মেব ঈশানরিপুণা কামেন তুলাকোটিকাণৈঃ নুপুরশব্দচ্ছলে কিলিকিলিতং

চৌকারিতম্। কিন্তুতেন কামেন? চিরাৎ দহনকৃতং দাহজনিতং অন্তঃশল্যম্  
উন্মূলিতবতা উৎখাতম্। অতএব অত্মাপি অশ্বদেনীয়া-বিবাহদিবসে বরাগমন-  
মাশ্রয়ে ছদ্মনা কঙ্কামানীয় ললাটে চরণপ্রহারং কারয়িত্বা গৃহাভ্যন্তরং নয়েদিতি  
দেশাচারঃ ॥ ৮৭ ॥

**অমুবাদ।**—ভগবান্ পশুপতি ( ব্রহ্ম করিবান্ অভিপ্রায়ে ) অন্ত কোন  
রমণীয় নাম উচ্চারণ পূর্বক তোমাকে আহ্বান করিয়া লজ্জায় অধোবদন ও  
অপ্রতিভ হওয়াতে যখন তুমি কুপিতা হইয়া তাঁহার ললাটে পদাঘাত করিয়াছিলে,  
তৎকালে তোমার নুপুরধ্বনি হইয়াছিল ; সেই নুপুরধ্বনি শ্রবণে অমুমিত হইল  
যে, হরবৈরী মদন পূর্বে হরকোপানলে দগ্ধ হওয়াতে তাহার হৃদয়ে চির-নিহিত  
যে শল্য ছিল, সেই শল্য এক্ষণে উন্মূলিত হইয়া গেল বলিয়া যেন সে উচ্চৈঃস্বরে  
আনন্দকোলাহল করিয়া উঠিল। [ ( ) বন্ধনী স্থানে ‘সহসা’ অর্থ লক্ষ্মীধর-  
সম্বত ] ॥ ৮৭ ॥

পদন্তে কান্তীনাং \* প্রপদমপদং দেবি বিপদাং,  
কথং নীতং সত্তিঃ কঠিনকমঠীকর্পরতুলাম্।  
কথং বা বাহুভ্যামুপযমনকালে পুরভিদা,  
তদাদায় † ন্যস্তং দৃশ(য)দি দয়মানেন মনসা ॥ ৮৮ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—পদং স্থানং তে তব কীৰ্ত্তীনাং যশসাং প্রপদং  
পাদাগ্রম্ অপদম্ অস্থানং দেবি ! স্তোতনশীলে ! ভগবতি ! বিপদাম্ আপদাং  
কথং কথংকারং নীতং প্রাপিতং সত্তিঃ কবীন্দ্রেঃ কঠিনকমঠীকর্পরতুলাং কঠিনশ্চ  
কমঠীকর্পরশ্চ কূর্মপৃষ্ঠকপালশ্চ তুলাং কথং বা কথংকৃত্বা বাহুভ্যাং হস্তাভ্যাম্  
উপযমনকালে বিবাহসময়ে পুরভিদা সদাশিবেন যৎ পদম্ আদায় গৃহীত্বা ন্যস্তং ক্রিপ্তং  
দৃশদি উপল্যাপ্যতুতা শিলা দৃশং উপলং হরিদ্রাদিভ্রবাস্ত্র পেষণিকা শিলা। তদা-  
ধারতুতা শিলা দৃশং ! সা বিবাহসময়ে অশ্বস্থাপনানুষ্ঠানার্থং পাত্রেণ প্রযুক্তা।  
তস্তাং দৃশদি দয়মানেন দয়াবতা মনসা। দয়াং বিহার্যতিমূহলং পাদাঘুজং দৃশদি  
কথং স্থাপিতং শঙ্কনা। অমৃতশ্রুতিনিবীভিঃ বাগ্ধিলাটৈঃ কবীন্দ্রাঃ কমঠপৃষ্ঠেন  
তুলাতয়া কথং বর্ণয়ন্তি। এতদ্ব্যতীতমযুক্তমিত্যর্থঃ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে দেবি ! কীৰ্ত্তীনাং পদং বিপদামপদং তে প্রপদং

সক্তিঃ কঠিনকমঠীকর্পরতুলাঃ কথং নীতম্ । দয়মানেন মনসা পুরভিদা উপযমন  
কালে বাহুভ্যাং যদাদায় কথং বা দৃষদি ব্রহ্মম্ ।

অজ্ঞানব্রহ্মালঙ্কারো ধ্বজতে ; সদৃশান্তরনিবেধাৎ অসদৃশস্ত পাদাধ্বজবস্তনঃ  
স্বয়মেব ব্রহ্ম তুল্যমিতি প্রতীতেঃ ॥ ৮৮ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—পদস্ত ইতি । হে দেবি ! তে তব  
প্রপদং পদাগ্রং সক্তিঃ পত্তিতৈঃ কঠিনকমঠীকর্পরতুলাং কথং নীতম্ । কূর্মকর্পর-  
কৃতিপৃষ্ঠোন্নতং পদং স্ত্রীণাং প্রশস্তত ইতি ভাবঃ । কিন্তুতম্ ? কাস্তীনাং পদং  
বিপদাম্ অপদম্ অস্থানম্ । কথং বা উপযমনকালে বিবাহকালে দয়াযুক্তেন চেতসা  
পুরভিদা শিবেন তৎপদং বাহুভ্যামাদায় দৃশদি ব্রহ্মম্ অর্পিতম্ । অতিকোমলস্ত  
তব পাদাগ্রস্ত কঠিনোপমানং কঠিনার্পণমপি ন যুজ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৮৮ ॥

**অনুবাদ।**—দেবি, তোমার চরণাগ্রভাগ লাবণ্যের (লক্ষ্মীধর মতে  
'কীর্্তির') আকর, ও বিপদ-নিবারক, কবিগণ, কঠিন কমঠপৃষ্ঠের সহিত সেই  
চরণের উপমা দেন কিরূপে ? সদয়চিন্তা শিব বিবাহকালে বাহুবুগল দ্বারা ধারণ  
করিয়া তাহা শিলার উপরে স্থাপন করিলেনই বা কিরূপে ? অর্থাৎ কূর্মপৃষ্ঠের  
স্তায় চরণপৃষ্ঠ হইলে, তাহা সৌভাগ্যসূচক, কবিগণ তদনুসারে, রমণীচরণপৃষ্ঠের  
বর্ণনায় কূর্মপৃষ্ঠের তুলনা দেন, কিন্তু কূর্মপৃষ্ঠ লাবণ্যহীন ও কঠিন, তোমার চরণের  
তুলনা তাহাতে হইতে পারে না । কুশপ্তিকার সময়ে নববধূকে বর ধারণ করিয়া  
শিলাতে আরোহণ করাইয়া থাকেন, কিন্তু তোমার ঐ কোমল, চরণকে কল্পণাময়  
শিব কেমন করিয়া কঠিন শিলায় স্থাপন করিলেন, ইহাতে তাঁহার দয়ায় আঘাত  
লাগিল না ! ॥ ৮৮ ॥

নৈধৈর্নাকস্ত্রীণাং করকমলসঙ্কোচশশিভি-

স্তরুণাং দিব্যানাং হসত ইব তে চণ্ডি চরণৌ ।

ফলানি স্বস্বেভ্যঃ \* কিশলয়করাগ্রেণ দদতাং,

সুহৃৎসুহৃৎ, ভজাং ত্রিয়মনিশমহায় দদতো ॥ ৮৯ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—নৈধৈঃ নধৈঃ নাকস্ত্রীণাং সুরাজনানাম্  
শচ্যাদীনাং করকমলসঙ্কোচশশিভিঃ কয়া এব কমলানি তেভ্যঃ সঙ্কোচে যুকুলী-  
ভাবে শশিনঃ চন্দ্রাঙ্ককাঃ পাদদর্শনবেলায়াং নখকাস্তয়ঃ চন্দ্রকিরণা ইব তৎকরান্  
যুকুলয়ন্তি সাজলিবন্ধান্ কুবন্তি । তরুণাং বৃক্ষাণাং দিব্যানাং দিবি ভবানাং

হসতঃ । তরুণাং হসতঃ ইতি কর্মণি ষষ্ঠী । হসন্তো ইব তে তব চণ্ডি ! ভগবতি !  
চরণৌ ফলানি স্বস্থেভ্যঃ স্বর্গস্থেভ্যঃ অণচ ধনবদ্ভ্যঃ এব ন তু দরিদ্রেভ্য ইতি  
বিশেষণবশাৎ প্রতীয়তে । কিসলয়করাগ্রেণ কিসলয়া এব করাঃ তেষাং অগ্রং তেন ।  
দদতাং দিশতাং দরিদ্রেভ্যো দীনেভ্যশ্চ ভদ্রাম্ অমন্দাং শ্রিয়ম্ লক্ষ্মীম্ অনিশং সর্বদা  
অহ্নায় শীঘ্রং দদতো ।

অয়মর্থঃ—কল্পবৃক্ষাঃ কিসলয়করৈঃ স্বস্থেভ্যঃ এব আশাক্সসারেণ শনৈঃ শনৈঃ  
ফলং দদতি । তে পাদাম্বুজং তু স্বস্থেভ্যো দরিদ্রেভ্যশ্চ শীঘ্রং ভদ্রাং শ্রিয়ং দদাতীতি  
ব্যাতিরেকঃ ।

অত্রেথং পদযোজনা—হে চণ্ডি ! কিসলয়করাগ্রেণ স্বস্থেভ্যঃ এব ফলানি  
দদতাং দিব্যানাং তরুণাং দরিদ্রেভ্যো ভদ্রাং শ্রিয়ম্ অনিশমহ্নায় দদতো তে চবণৌ  
নাকল্পীণাং করকমলসঙ্কোচশিভিঃ নৈথৈঃ হসত ইব ।

অত্র ব্যাতিরেকালঙ্কারঃ স্ফুট এব । স চ স্বস্থেভ্য ইত্যত্র শ্লেষানুপ্রাণিত ইত্যনু-  
সন্ধেয়ম্ ॥ ৮৯ ॥

**লক্ষ্মীধনরূপ-তীকা-অনুবাদ** ।—হে চণ্ডিকে, দিব্যতরু  
অর্থাৎ কল্পবৃক্ষগণ এই পাত্র-রূপ করাগ্র দ্বারা স্বস্থ- ( স্বর্গবাসী, অপার অর্থ, ধনী )  
দিগকেই অতীষ্ট প্রদান করেন, আর আপনার চরণযুগল দরিদ্রদিগকেও সদা-  
সর্বদা সমৃদ্ধি দান করেন । এ কারণে সুররমণীগণের করকমল মুদ্রণে চন্দ্রতুলা  
নখর কিরণে সেই চরণযুগল যেন দিব্যতরুগণের প্রতি উপহাস প্রকাশ করিতে-  
ছেন । তাৎপর্য্য এই, কাব্যে হস্ত শুভ্রবর্ণরূপে, বর্ণিত হয় । ভগবতীর চরণ-  
নখরের কান্তি শুভ্র, উহা কল্পবৃক্ষের প্রতি উপহাসসূচক হস্তেরই বর্ণ । অর্থাৎ  
সেই চরণ কল্পবৃক্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ ॥ ৮৯ ॥

**অচ্যুতানন্দরূপ-তীকা** ।—নৈথৈরिति । হে চণ্ডি ! তব চরণৌ  
দিব্যানাং তরুণাং নৈথৈঃসত ইব । নৈথৈঃ কিভূতৈঃ ? দেবদ্বীকরণসম্পূটীকরণ-  
চন্দ্রৈঃ । তরুণাং কীদৃশাম্ ? স্বার্থিভ্যঃ কিসলয়করাগ্রেণ ফলানি দদতাম্ ।  
চরণৌ কিভূতৌ ? অহ্নায় ষটিতি অনিশং সততং দরিদ্রেভ্যঃ শ্রিয়ং দদতো  
কল্পবৃক্ষাদপ্যতীষ্টদৌ তব চরণাবিতি ভাবঃ ॥ ৮৯ ॥

**অনুবাদ** ।—হে চণ্ডি ! স্বরলোকস্থিত কল্পবৃক্ষসমুদায় কিসলয়রূপ  
করাগ্র দ্বারা দেবগণকে অভিলষিত ফল প্রদান করিয়া থাকে ; তোমার এই  
চরণদ্বয়ও দরিদ্র তরুদিগকে সর্বদা অসামান্য সৌভাগ্যসম্পৎ প্রদান করে । এই  
কারণে সুররমণীগণ তোমার যে নখরূপ স্খাংস্তর নিকট করকমল মুকুলিত

করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকেন, সেই নথ দ্বারা তোমার চরণযুগল কল্প-  
বৃক্ষদিগকেই যেন উপহাস করিতেছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তোমার চরণ-  
যুগল কল্পবৃক্ষ হইতেও অত্যধিক পরিমাণে অতীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে।  
সুখাংগু-দর্শনে কমল যেমন মুকুলিত হয়, সেইরূপ তোমার নথসুখাংগু দর্শনমাত্র  
সুরললনাদিগের করকমলও পুটিত ও মুকুলিত হইয়া থাকে ॥ ৮৯ ॥

কদা কালে মাতঃ কথয় কলিতালক্তকরসং,

পিবেষ্যং বিদ্যার্থী তব চরণনির্গেজনজলম্।

প্রকৃত্যা মূকানামপি চ কবিতাকারণতয়া,

যদা- \* ধন্তে বাণী মুখকমলতাম্বুলরচনাম্ † ॥ ৯০ ॥

**সঙ্গীতরসকৃত-টীকা।**—কদা কালে জন্মপ্রভৃত্যবসানপর্যন্তে ইতি  
শেষঃ। মাতঃ! জননি! কথয় সম্যগুপদিশ কলিতালক্তকরসং কলিতঃ  
ধৃতঃ অলক্তকরসঃ লাক্ষারসঃ উপদিষ্টো লাক্ষারসঃ যাবকং বা যেন তৎ, স্ত্রীণাং  
পাদাধরোষ্ঠরঞ্জনার্থম্ অলক্তকদ্রবম্ উপদিহন্তি মৈরিক্কাঃ। পিবেষ্যং প্রার্থনায়াং  
লিঙ্। বিদ্যার্থী বিদ্যাঃ অর্থরত ইতি বিদ্যার্থী। যদা—অর্থঃ প্রয়োজনমন্ত অর্থী  
বিদ্যাভিঃ অর্থীতি। অত্র রক্ষিত আহ—অর্থশব্দান্বয়ার্থে ইনিপ্রত্যয় ইতি। অতএব  
“তেনার্থবান্ লোভপরাদ্বুধেন” ইতি কালিদাসেন মতুবোব প্রযুক্তঃ। মাঘে  
“নিতান্তমর্থিনঃ” ইতি গিনিরোব। “অর্থী সমর্থো বিদ্বান্” ইত্যাদাবপি গিনিরোব।  
অতএব পূর্বব্যাখ্যেয় সমীচীনা। তব ভবত্যাঃ চরণনির্গেজনজলং চরণয়োঃ  
পাদয়োঃ নির্গেজনজলং পাদোদকং প্রকৃত্যা স্বভাবেন মূকানাম্ অপি বিরোধে  
চকারঃ শঙ্ক্যচ্ছেদে। কবিতাকারণতয়া কবিতায়াঃ হেতুতয়া কদা ধন্তে বাণীমুখ-  
কমলতাম্বুলরসতাং বাণ্যাঃ সরস্বত্যাঃ মুখকমলে বস্ত্রাম্বুল-রসঃ তন্ত ভাবন্তত্বা তাম্।

অয়ং ভাবঃ—ভগবতীপাদারবিন্দনির্গেজনজলং সালক্তকং কবিতাহেতুঃ কবী-  
শরস্বত বদনে স্থিতং সরস্বতীতাম্বুলরস ইব প্রত্যক্ষং ভাতি। স তু কবীশ্বরঃ পুষ্টাব-  
মাগরসরস্বতীবাভাভীতি।

অত্রোৎপাদয়োজন—হে মাতঃ! তব কলিতালক্তকরসং চরণনির্গেজনজলং  
বিদ্যার্থী অহং কদা কালে পিবেষ্যং কথয়। তচ্চ প্রকৃত্যা মূকানাম্ অনেতুম্ কানাং  
বক্তুং শ্রোতুং অশিক্ষিতানামপি চ কবিতাকারণতয়া বাণীমুখকমলতাম্বুলরসতাং  
কদা ধন্তে।

অত্রৈদম্ অমৃতসংকরম্—ভগবৎপাদৈঃ অনেড়ম্ভেভাঃ লঘুচৰ্চ্চাস্তোত্রধরং হস্তমন্তক-  
সংযোগমহিমা অবাচি । উন্নহিমা ভগবতী পাদারবিন্দনির্গেজনজলং তগ্মুখে দত্তবতী ।  
তন্নির্গেজনজলং পুনঃ প্রার্থয়ত্যাচার্য্যঃ । অনেন সামীপামুক্তিক্রমিতা । তদ্বিশেষাত্ম-  
ভরশ্লোকে বিবরিষ্ঠামঃ । চরণনির্গেজনজলমিতি বদতা সময়িতমেবোক্তং, কৌল-  
মতে ভূজগাকারেণৈব দেব্যা অবস্থানাং চরণনির্গেজনজলশ্রাবাং সহস্রকমল এব  
চরণনির্গেজনজলমিতি পূৰ্ব্বমেব বহুধা প্রপঞ্চিতম্ । অতএব—

সুধাধারাসারৈশ্চরণযুগলাস্তবিগলিতৈঃ

প্রপঞ্চং সিঞ্চন্তী পুনরতিরসায়ামহসঃ ॥ \*

ইতীদমৰ্কে সময়মতপ্রতিপাদকম্ ।

অবাণ্য স্বাং ভূমিং ভূজগনিভমধুষ্টবলয়ং

স্বমাশ্রানং কৃতা স্বপিসি কুলকুণ্ডে বিহরিণি ॥ †

ইতীদমৰ্কে কৌলমতপ্রতিপাদকমিতি বিবেকঃ ।

অত্রোৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, চরণনির্গেজনালঙ্করসমস্ত সরস্বতীতাম্বুলরসধেনাধাব-  
সানাং । সময়িনঃ সাক্ষাৎসরস্বতীস্বরূপধেনাধাবসানাচ্চ উৎপ্রেক্ষাতিশয়োক্ত্যোঃ  
সঙ্করঃ ॥ ২০ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মৰ্ম্মানুবাদ ।**—মাতঃ ! বিজ্ঞার্থী আমি  
জীবনের কোন্ সময়ে আপনার অলঙ্করসমিশ্রিত চরণামৃত পান করিতে সমর্থ  
হইব, বলিয়া দাও । আজন্ম মূক-বধিরেরও কবিসম্পাদন-হেতু বলিয়া ঐ  
চরণামৃত কোনও সময়ে সরস্বতীবদনকমলে তাম্বুলরস সাদৃশ্য লাভ করিয়া থাকে ।  
অর্থাৎ অলঙ্করসমিশ্রিত ভবদীয় চরণামৃতপানে বিজ্ঞার্থী ভক্ত, কোনও সময়ে  
তাম্বুল-রসরঞ্জিত-মুখকমলা সাক্ষাৎ সরস্বতীর ত্রায় বিজ্ঞা ও কবিরের আকর হইয়া  
থাকে ॥ ২০ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।**—কদা কাল ইত্যাদি । হে মাতঃ !  
কদা কালে কস্মিন্ সময়ে তব চরণনির্গেজনজলং চরণোদকং বিজ্ঞার্থী জ্ঞানার্থী অহং  
পিবয়ং তং কথয় ক্রহি । কিন্তুতম্ ? কলিতঃ ব্যক্তীভূতঃ অলঙ্করসঃ যত্র । যৎ  
পাদোদকং বাণী কর্ত্তী কবিতাকারণতয়া স্বভাবমুকানাং ন তু কারণান্তরমুকানাং  
মুখকমলতাম্বুলরচনাম্ আধন্তে আদধাতি । যৎ পীত্বা স্বভাবমুকোহপি মহাকবি-  
ভবতীতি ভাবঃ । যদাদন্তে বাণী মুখকমলতাম্বুলরসতামিতি কুত্রাপি পাঠঃ । তত্র  
তাম্বুলরসব্যাঞ্জন স্বয়ং বাণী গৃহীতীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

**অনুবাদ।**—মাতঃ ! কবে আমি জ্ঞানার্থী হইয়া অলঙ্করসমিশ্রিত তোমার চরণোদক পান করিব, তাহা বল । এই চরণোদক পান করিলে মুক ব্যক্তিও অপূৰ্ণ কাব্যরচনা করিতে সমর্থ হয়, এই নিমিত্ত স্বয়ং বাগ্‌দেবী নিজ মুখ-কমলস্থিত তাম্বূলচ্ছলে ঐ চরণোদক গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৯০ ॥

পদভ্রাসক্রীড়াপরিচয়মিবালকু \* মনস-

শচরন্তুস্তে খেলং † ভবনকলহংসা ন জহতি ।

স্ববিক্ষেপে ‡ শিক্ষাং সুভগমণিমঞ্জীররণিত-

চ্ছলাদাচক্ষাণং চরণকমলং চারুচরিতম্ ॥ ৯১ ॥ §

**সঙ্গীতরসকৃত-টীকা।**—পদভ্রাসক্রীড়াপরিচয়ং পদযোক্ত্যসঃ পদভ্রাসঃ তস্মিন্ ক্রীড়া বিনোদঃ তন্তু পরিচয়মিব অভ্যাসমিব । ইবশব্দঃ সম্ভাবনাবচনঃ নূনমিত্যর্থঃ । আরকুমনসঃ সংপাদয়িতুকামাঃ স্বলম্ব্যঃ স্বলদগতয়ঃ তে তব খেলং খেলনং বিলাসং সঞ্চারয়ং ভবনকলহংসাঃ ভবনে পরিপোষিতাঃ কলহংসাঃ হংসবিশেষাঃ ন জহতি ন পরিত্যজন্তি স্বদম্বসরণং ন কদাচিদপি ত্যজন্তীত্যর্থঃ । অতঃ কারণাৎ তেষাং কলহংসানাং শিক্ষাং খেলনশিক্ষাং সুভগমণিমঞ্জীররণিতচ্ছলাৎ মণিমঞ্জীরো মণিপ্রধাননুপুরঃ স চাসৌ সুভগঃ রম্যতয়ঃ, যদ্বা—সুভগৈঃ মণিভিঃ পদ্মরাগাদিভিঃ যুক্তঃ মঞ্জীরঃ তন্তু মঞ্জীরন্তু রণিতানাং শিজিতানাম্ ছলাৎ ব্যাজাৎ আচক্ষাণম্ উপদিশৎ চরণকমলং পাদাম্বুজং চারুচরিতে ! শোভনগমনে !

অত্রৈখং পদযোজনা—হে চারুচরিতে ! পদভ্রাসক্রীড়াপরিচয়ম্ আরকুমনসঃ ভবনকলহংসাঃ স্বলম্ব্যঃ তে খেলং ন জহতি ; অতঃ চরণকমলং সুভগমণিমঞ্জীর-রণিতচ্ছলাৎ তেষাং শিক্ষাং আচক্ষাণমিব ।

অত্রোৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ,—মঞ্জীররণিতানাং শিক্ষাবচনাত্ময়া সম্ভাবনাৎ । পূর্বার্ধে অতিশয়োক্তিঃ, ভবনকলহংসানাং স্বাভাবিকে পোষকজনানুসরণে পদভ্রাসক্রীড়া-পরিচয়ার্থত্বেন অধ্যবসানাৎ অসংবন্ধে সংবন্ধনিবন্ধনাতিশয়োক্তিঃ । উভয়োরঙ্গাজি-ভাবেন সঙ্করঃ ॥ ৯১ ॥

**সঙ্গীতরসকৃত-টীকার অন্যানুবাদ।**—হে চারুগমনে, আপনার গৃহপালিত কলহংসগণ, আপনার চরণবিভ্রাসভঙ্গীশিক্ষার আশায় স্বলিতগমনে অনুসরণ করিতে বিব্রত হইতেছে না, আপনার চরণকমলও উৎকৃষ্ট মণিনুপুর-রণংকারচ্ছলে তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদানেও তৎপর ॥ ৯১ ॥

\* 'মিবালকু' ইতি ল পাঠঃ ।

† 'অতন্তুস্তে' ইতি ল পাঠঃ ।

‡ 'স্বলম্ব্যস্তে খেলং' ইতি ল পাঠঃ ।

§ 'চরিতে' ইতি ল পাঠঃ ।

§ ৯২ ল সু পু ।



**অচ্যুতানন্দ-ত-টীকা।**—পদভাসেত্যাদি। ভবনকলহংসা রাজ-  
হংসা ধো আকাশে অলম্ অত্যর্থঃ চরন্তোহপি তব চরণকমলং ন জহতি ন ত্যজন্তি।  
কিস্তুতাঃ? পাদবিভাসরূপকীড়ায়াঃ পরিচয়ঃ আনকুমুনস ইব পাদবিভাসকীড়াং  
জাতুকামা ইব। চরণকমলং কিস্তুতম্? স্ববিক্ষেপে আননো গমনে স্তম্ভমণিনুগ্ন-  
শব্দচ্ছলাৎ শিক্ষামাচক্ষাণং নানাবিধগমনচাতুরীমুপদিশৎ। রাজহংসা নিবৃত্তং তব  
পাদানুযায়িনোহপি জৈদৃক্ লীলাং ন জানন্তীতি ভাবঃ ॥ ৯১ ॥

**অনুবাদ।**—মাতঃ! গৃহস্থিত কলহংসগণ (রাজহংসগণ) আকাশমার্গে  
বিচরণ করিতে সমর্থ হইয়াও পাদবিভাস-নৈপুণ্য শিক্ষা করিবার নিমিত্তই বোধ  
হয়, তোমার চরণ-সন্নিধান পরিত্যাগ করিতেছে না। শিক্ষাদান-কৌশলসম্পন্ন  
ঐদীয় চরণকমলও যেন স্তম্ভনোহর মণিময় নুপূরের শব্দচ্ছলে তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে  
পদে পদে পদবিভাসের লালিত্যবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতেছে ॥ ৯১ ॥

অরালা কেশেযু প্রকৃতিসরলা মন্দহসিতে,  
শিরীষাতা গাত্রে \* দৃশাদিব কঠোরা † কুচতটে।

ভৃশং তন্নী মধ্যে পৃথুরপি বরারোহবিষয়ে, ‡

জগত্রাতুং শস্তোজ্জয়তি করুণা কাচিদরুণা ॥ ৯২ ॥ §

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—অরালা বক্রা কেশেযু নাগত্রেত্যর্থঃ  
প্রকৃতিসরলা প্রকৃত্যা স্বভাবেন সরলা লক্ষ্মী মন্দহসিতে মন্দস্মিতে শিরীষাতা শিরীষ-  
কুম্মাতা অতিমৃদীত্যর্থঃ। চিত্তে অন্তঃকরণে দৃশদ্বপলশোভা দৃশদি যঃ উপলঃ  
পেষণিকা দৃশদ্বপল ইতি পূর্বমেবোক্তং তস্তেব শোভা যস্তাঃ সা কুচতটে স্তনতটে  
ভৃশম্ অত্যর্থঃ তন্নী কৃশা মধ্যে বলয়ে পৃথুঃ স্থলা উরসিআরোহবিষয়ে স্তনবিষয়ে  
নিতম্ববিষয়ে চ। বিষয়শব্দঃ স্থলবাচী। জগৎ প্রপঞ্চং ত্রাতুং রক্ষিতুং শস্তোঃ  
সদাশিবস্ত জয়তি অহমেবেতি স্মরতীত্যর্থঃ। করুণা কৃপাশ্রিত্য কাচিৎ অনিবার্চ্যা  
অরুণা। অরুণাখ্যা শক্তিঃ। যথা—অরুণবর্ণা কাচিৎ করুণা কৃপা করুণায়াম্  
আরুণ্যারোপাৎ মূর্ত্তা করুণেব ভাতীতি বাক্যার্থঃ। অরুণাখ্যা শক্তিরর্থাদবগতা।

অত্রেখং পদযোজনা—শস্তোঃ কাচিৎ কেশেযু অরালা মন্দহসিতে প্রকৃতিসরলা  
চিত্তে শিরীষাতা কুচতটে দৃশদ্বপলশোভা মধ্যে ভৃশং তন্নী উরসিআরোহবিষয়ে পৃথুঃ  
অরুণা করুণা জগৎ ত্রাতুং জয়তি।

অত্র কামেশ্বর্য্যাঃ অরুণাকরুণাশব্দাত্মাং নিগীর্ষ্যাধ্যবসানাং অতিশয়োক্তিঃ ॥৯২॥

\* 'চিত্তে' ইতি ল পাঠঃ।

‡ 'পৃথুরসিআরোহবিষয়ে' ইতি ল পাঠঃ।

† 'দৃশদ্বপলশোভা' ইতি ল পাঠঃ।

§ ৯০ ল সু পু।



**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা-অনুবাদ।**—কুৎসে বক্রতা, মৃদু-  
হাস্তে স্বাভাবিক সরলতা, মনে অতীব কোমলতা, স্তনমণ্ডলে পেশী শিলাভূল্য  
সৌন্দর্য্য (কঠিনতা), কটিতটে অতি ক্ষীণতা এবং স্তন ও নিত্যে স্থলতা—বাহ্যিক  
আছে, সদাশিবের অনির্লচনীয়া কৰুণারূপ সেই অৰুণা, জগত্ৰয় রক্ষার জন্ত  
আত্মব্রুপে স্কুরিত হইতেছেন ॥ ৯২ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—ত্রীমত্যা: সৌন্দর্য্যমুক্তা। রূপস্থানির্ল-  
চনীয়াস্বমাহ অরাণা ইতি। শস্তো: শিবস্ত কাচিং অনির্লচনীয়া কৰুণা রূপারূপা  
অৰুণবর্ণা। মূৰ্ত্তিজগত্ৰাতুং জগতাং ত্রাণায় জয়তি। বিশেষণানাং বিরোধাভাসতয়া  
অনির্লচনীয়াস্বমাহ। কিম্বুতা? কেশেষু অরাণা কুটিলা। মন্দহসিতে সহজসরলা।  
গাত্রে শিরীষাভা মৃদী। কুচতটে শিলেব কঠোরা। মধো অতিশয়ক্ষীণা।  
বরারোহবিষয়ে পৃথুতরা। “দারেষপি গৃহা: শ্রোণ্যামপ্যারোহো বরজ্জিয়া”  
ইত্যমর:। অত্র কুটিল-সরলয়োর্মৃদু-কঠোরয়ো: পৃথুক্ষীণয়োরেকত্র প্রতিপাদনাং  
বিরোধাভাসালঙ্কার:। সৰ্ব্বত্র অবয়বভেদেনাবিরোধ:। অত্র বাগ্ভবকূটং কাম-  
রাজমুদ্রত্য অৰুণবর্ণাং ধ্যানেদিতি সাম্প্রদায়িকা: ॥ ৯২ ॥

**অনুবাদ।**—জননি! তুমি কেশকলাপে কুটিলা, অথচ মৃদুহাস্ত-বিষয়ে  
সহজসরলা। তুমি শরীরাবচ্ছেদে শিরীষকুসুমের ত্রায় কোমলা অথচ কুচতটভাগে  
শিলার ত্রায় কঠিনা। তুমি মধ্যদেশে ক্ষীণতরা অথচ স্থললিত জঘনে পৃথুতরা।  
এই জগতের রক্ষার নিমিত্ত শঙ্করের সাক্ষাৎ কৰুণারূপিণী অৰুণবর্ণা অনির্লচনীয়া  
ঈদীয়া মূৰ্ত্তি বিরাজমানা হইতেছে ॥ ৯২ ॥

**ভাষ্য।**—সাম্প্রদায়িকগণ বলেন, প্রথমত: বাগ্ভবকূট ও কামরাজকূট  
উদ্ধৃত করিয়া অৰুণবর্ণা ধ্যান করিবে ॥ ৯২ ॥

পুরারাতেরস্তঃপুরমসি ততস্তুচরণয়োঃ,  
সপৰ্য্যামৰ্য্যাদা তরলকরণানামস্থলভা।  
তথা হেতে নীতাঃ শতমখমুখাঃ সিক্কিমতুলাং,  
তব দ্বারোপাস্তাস্থিতিভিরগিমাঢ়াভিরমরাঃ ॥ ৯৩ ॥ \*

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—পুরারাতে: পুরাস্তকস্ত অস্ত:পুরম্ অবরোধ:  
পটুমহিষীতি বাবৎ। অসি ভবসি তত: তস্মাৎ কারুণাৎ স্বচরণয়ো: তব পাদয়ো:

সপৰ্য্যামৰ্য্যাদা পূজাপ্ৰকাৰঃ তন্নকৰণানাং চক্ৰলচিন্তানাম্ অনুলভা হুলভা অন্তঃপুৰ-  
প্ৰবেশঃ চক্ৰলচিন্তানাং নাস্তীতি প্ৰসিদ্ধম্ । অতো নিশ্চলচিন্তৈস্তে সৌবিদম্নৈঃ  
প্ৰবেষ্টব্যমিতি নীতিবাক্যায়তে । নিশ্চলচিন্তৈরেব সুখাস্তোষিমধ্যাহিতায়াঃ  
পাদাঙ্ঘ্ৰসেবা সময়িভিরেব জায়তে নাষ্টৈরিত্যৰ্থঃ । তথা হি প্ৰসিদ্ধো । এতে নীতাঃ  
শতমথমুখাঃ ইন্দ্ৰমুখাঃ সূৰ্যগণাঃ সিদ্ধিং সংসিদ্ধিম্ অতুলাম্ অসদৃশীং তব ভবত্যাঃ  
দ্বারোপাস্তস্থিতিভিঃ দ্বারসমীপে স্থিতয়ো বাসাং তাভিঃ অগ্নিমাষ্টাভিঃ অগ্নিম-  
প্ৰমুখাভিঃ সিদ্ধিভিঃ সহ অমরাঃ নির্জরাঃ ।

অত্ৰেখং পদযোজন।—হে ভগবতি ! পুৰাৱাতেরন্তঃপুৰমসি । ততঃচরণয়োঃ  
সপৰ্য্যামৰ্য্যাদা তন্নকৰণানামনুলভা । তথা হি—এতে শতমথমুখাঃ অমরাঃ তব  
দ্বারোপাস্তস্থিতিভিঃ অগ্নিমাষ্টাভিঃ সহ অতুলাং সিদ্ধিং নীতাঃ । তথা তব দ্বারো-  
পাস্তমেব অগ্নিাদিসিদ্ধয়ঃ সেবন্তে এবমিত্তাদয়োহপি । ইয়াংস্ত বিশেষঃ অগ্নিমাষ্ট-  
সিদ্ধীনাং দ্বারপালকত্বেন সৰ্ব্বদা তত্র বাসঃ স্বভাবসিদ্ধঃ । ইন্দ্ৰাদীনাং তু তন্নক-  
ৰণত্বাং অন্তঃপুৰপ্ৰবেশানর্হত্বাং দৌবারিকান্নমত্যা দ্বারদেশেহপ্যবস্থানং সিদ্ধিশকাৰ্থ  
ইতি তাৎপৰ্য্যম্ ॥ ৯৩ ॥

লক্ষ্মীধৰ্ম্মকৃত-টীকাৰ মৰ্ম্মানুবাদ ।—হে ভগবতি ! আপনি  
ত্ৰিপুৱাৱিৰ পট্টমহিষী, আপনাৰ চৰণপূজাৰ মৰ্য্যাদালাভ, চপলেন্দ্ৰিয় ব্যক্তিগণেৰ  
হুলভ । তবে ইন্দ্ৰাদি দেবগণ সিদ্ধিলাভ কৰিয়াছেন, তাহা আপনাৰ দ্বারোপাস্ত-  
স্থিত ( মূৰ্ত্তিমতী ) অগ্নিাদিসিদ্ধিৰ সহিত ঘটিয়াছে । অৰ্থাৎ আপনাৰ চৰণপূজাৰ  
ফল নহে, দ্বারসেবাৰ ফল । চৰণপূজাৰ ফল মুক্তি ॥ ৯৩ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।—শ্ৰীমত্যাঃ পূজায়াঃ পূৰ্ব্বং পীঠদেবতা-  
দীনাং পূজায়া আবশ্যকত্বমাহ পুৰা ইতি । পুৰাৱাতেঃ শিবস্ত অন্তঃপুৰমসি ত্ৰিপুৰ-  
জয়িনো মহিষী ভবসি, ততঃ কাৰণাৎ চরুচরণয়োঃ সপৰ্য্যামৰ্য্যাদা পূজাপৰিণাটী  
তন্নকৰণানাং চক্ৰলেন্দ্ৰিয়াণাম্ অনুলভা হুলভা । তৎ কথমিত্তাদয়ঃ সিদ্ধা ইত্যাহ ।  
এতে শতমথমুখা ইন্দ্ৰাষ্টা দেবাঃ তব দ্বারোপাস্তে স্থিতিৰ্যাসাং তাভিৰগ্নিমাষ্টাভিৰতুলাং  
সিদ্ধিং নীতাঃ । যদ্বা পুৰাৱাতেৰ্কিন্দুৰপস্ত অন্তঃপুৰং ত্ৰিৱেখাসি চক্ৰমধ্যাহসি ।  
তব চৰণম্ ইন্দ্ৰাদীনামপ্যগোচরম্ । অতএব অজাবৰণদেবতাঃ পূজয়েদিতি ভাবঃ ।  
তব পূজা চক্ৰলেন্দ্ৰিয়াণাং অনুলভা হুলভা, কিন্তু স্থিৱেন্দ্ৰিয়াণাং চক্ৰভেদনসমৰ্থানাং  
শুকাদীনাম্ হুলভা ইতি জনিঃ ॥ ৯৩ ॥

অনুবাদ ।—জননি ! তুমি ত্ৰিপুৱাৱিৰ মহেশ্বৰেন্ন মহিষী ; এই নিমিত্ত  
চক্ৰলেন্দ্ৰিয় জনগণেৰ পক্ষে তোমাৰ বধাৱীতি পূজাপৰিণাটী অতীব হুলভ ।

ইজাদি দেবগণ যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সে বিষয়ে তোমার স্বারসমীপস্থিত  
অগ্নিমাটির উপাসনা দ্বারা তাঁহারা কৃতকার্য হইতে পারিয়াছেন ॥ ৯৩ ॥

**অপন্ন অনুবাদ ।**—জননি ! তুমি শ্রীচক্রে অস্তর্গত বিন্দুরূপ শিবের  
অন্তঃপুর অর্থাৎ ত্রিকোণাত্মক রেখা ইত্যাদি । বাহ্যদের ইঞ্জিয়চাক্ষু্য দূর হয় নাই,  
তাঁহারা তোমার পূজা করা দূরে থাকুক, তোমার স্বরূপপরিজ্ঞানেই সমর্থ হয় না ।  
মূলধার প্রভৃতিতে অত্যাশ্রয় স্থলমূর্ত্তির ধ্যান করত প্রত্যাহারবলে চিত্তস্থৈর্য্য ও  
একাগ্রতা হইলে সহস্রারে বিন্দুরূপী শিবে অধিষ্ঠিত ত্রদীয় স্তম্ভমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ হইতে  
পারে । ফলতঃ ষট্চক্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব ও পরশিব এই যে স্থলরূপী  
ছয় শিব আছেন, তাঁহারা যে যে ত্রিকোণমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই  
সেই ত্রিকোণমণ্ডলও তোমা হইতে স্বতন্ত্র নহে । জননি ! তুমি ত্রিপুরবিজয়ী মহে-  
শ্বরের অন্তঃপুর, একান্ত চক্লেঞ্জিয় ব্যক্তি তোমার পূজা করিতে পারে না । ইহার  
তাৎপর্য্য এই যে, ত্রিপুরবিজয়ী না হইলে তাঁহার পূজার অধিকারী হওয়া সুদূরলভ ।  
যে পর্য্যন্ত ইঞ্জিয়চাক্ষু্য থাকে, সে পর্য্যন্ত পুরত্ন ভেদ করিতে পারা যায় না, মণি-  
পুরে ব্রহ্মগ্রন্থি, অনাহতচক্রে বিষ্ণুগ্রন্থি এবং আজ্ঞাচক্রে রুদ্রগ্রন্থি । যোগবলে এই  
গ্রন্থিত্রয় অর্থাৎ পুরত্ন ভেদপূর্ব্বক ত্রিপুরবিজয়ী হইয়া সহস্রারে ত্রিপুরাদেবীর নিকট  
গমন করিতে পারিলে তাঁহার পূজার অধিকারী হইতে পারে ॥ ৯৩ ॥

গতাস্তে মঞ্চঃ ক্রহিগহরিরুদ্রেশ্বরশ্রীঃ \*

শিবঃ স্বচ্ছছায়াঘটিকপটপ্রচ্ছদপটঃ ।

ত্বদীয়ানাং ভাসাং প্রতিফলনলাভারুণতয়া, †

শরীরী শৃঙ্গারো রস ইব দৃশাং দোন্ধি কুতুকম্ ॥ ৯৪ ॥

**সঙ্গীতব্রহ্ম-টীকা ।**—এবং পটমকুটাদিপাদাস্তঃ বর্ণয়িত্বা পুনঃ  
স্বরূপং প্রস্তোতি—

গতাঃ প্রাপ্তাঃ তে তব মঞ্চঃ ষট্চক্রপং ক্রহিগহরিরুদ্রেশ্বরভূতঃ ক্রহিণো ব্রহ্মা  
হরিবিষ্ণুঃ রুদ্রঃ ঈশ্বরঃ এতে অধিকারিপুরুষাঃ মহেশ্বরতত্ত্বাস্তর্গতাঃ তে চ তে ভূতশ্চ  
কিবন্তোয়ং শব্দঃ বহুবচনাস্তঃ । ভূতো ভূতকাঃ বিশেষণসমাসঃ । তেবাহ কাম-  
রূপাণাম্ অত্যন্তসন্নিকৃষ্ট-সেবার্থং মঞ্চস্ত পাদচতুষ্টয়রূপতা বুজ্যত এব । শিবঃ শিব-  
শব্দো ব্যাখ্যাতঃ । শিবতত্ত্বম্ অধিকারিপুরুষ এব । যদ্বা সদাশিবতত্ত্বম্ । স্বচ্ছছায়া-  
ঘটিকপটপ্রচ্ছদপটঃ স্বচ্ছা চাসৌ ছায়া সৈব ঘটিকঃ কপটপ্রচ্ছদপটঃ শুভ্রকান্তিরেব

বজ্রাঘ্নাহবহিতেত্যর্থঃ । স্বদীয়ানাং ভবৎসম্বন্ধিনীনাং ভাসাং কাস্তীনাং প্রতিকলন-  
রাগারূপতয়া প্রতিকলনেন যো রাগঃ রক্তিম্। সংক্রান্তঃ তেনাক্রণো রক্তবর্ণঃ তন্ত  
ভাবস্তয়া শরীরী মূর্ত্তঃ শৃঙ্গারঃ শৃঙ্গারাত্মো রস ইব । শৃঙ্গাররসঃ রক্তবর্ণ ইতি মহা-  
কবিপ্রসিদ্ধিঃ । ইবশব্দঃ সস্তাবনায়াম্ । দৃশাং ভবদীক্ষণানাং দোষি হৃদে প্রসূতে  
করোতীতি যাবৎ কুতূকম্ আনন্দম্ ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! তে মঞ্চৎ ক্রহিগহরিক্রদেবরভূতঃ গতাঃ ;  
শিবঃ স্বচ্ছছায়াঘটিকপটপ্রচ্ছদপটঃ সন্ স্বদীয়ানাং ভাসাং প্রতিকলনরাগারূপতয়া  
শরীরী শৃঙ্গারো রস ইব দৃশাং কুতূকং দোষি ।

অত্রেদম্ অমুসঙ্কেয়ম্—আধারস্বাধিষ্ঠানমণিপূরানাহতবিশুদ্ধ্যাজ্ঞাচক্রাঙ্কং ষট্-  
চক্রসদনং পৃথিব্যগ্নিজলবায়ুগগনমনস্তস্বাধিষ্ঠানম্ একাদশেজিয়াধিষ্ঠানং চ । এবম্  
আজ্ঞাচক্রান্তে একবিশতিতত্ত্বাধিষ্ঠিতানি তদাঘ্নাহবহিতানি । তত উপরি মায়-  
াশুদ্ধবিশ্বামহেশ্বরসদাশিবাত্মকতত্ত্বচতুষ্টয়ং ব্রহ্মগ্রন্থানন্তরভাবিচতুর্ধারাত্মকভূপূরিত্রিতয়া-  
ত্মকত্রীচক্রদ্বারচতুষ্টয়ে স্থিতম্ । প্রাগাদিদ্বারদেশেষু মায়াদীনি চত্বারি তত্বানি ।  
তাশ্চেব মঞ্চস্ত চতুস্পাদানি । শুদ্ধবিশ্বায়াঃ সদাশিবতত্ত্বাভিনিবেশাৎ তচ্ছায়াপতিঃ ।  
সহস্রকমলাস্তর্গতশিবঃ সদাশিবাত্মা । অমুরাগবশাৎ শুদ্ধবিশ্বায়াঃ সংবলনাৎ তাদাত্ম্যং  
প্রতীয়তে । সহস্রকমলাস্তঃস্থিতস্ত চতুর্ধারাত্মকস্ত কণিকারূপস্ত ত্রীচক্রস্ত মধ্যবর্ত্তি-  
চতুরস্রাত্মকবৈন্দবাপরপর্যায়সরঘাশকবাচ্যসুধাসিক্কৌ শিবশক্ত্যোর্মেলনমিতি । অব-  
শিষ্টে সর্বং “সুধাসিক্কোর্মধ্যে” \* ইতিশ্লোকব্যাখ্যানাবসরে কথিতম্ ।

অত্র তদুপাংশলকারানুপ্রাণিত উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, শিবস্তাতিথবলস্ত কামেশ্বরী-  
তমুকাত্ম্য তাদুপাংশাৎ শরীরী শৃঙ্গারো রস ইবেত্যাৎপ্রেক্ষাদিতি ॥ ৯৪ ॥

সম্বন্ধীধরকৃত-তীকা-মতানুসারে ।—( নিম্নলিখিত ‘অমুবাদ’  
হইতে স্থল অর্থ গ্রহণ করিয়া রহস্তার্থ বুঝিতে হইবে । ) রহস্তার্থ বধা,—সহস্রদল  
কমলের অব্যবহিত নিম্নে আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধভাগে, ত্রীচক্রদ্বার চতুষ্টয়ে মায়, শুদ্ধ-বিশ্বা,  
মহেশ্বর ও সদাশিব এই তত্ত্বচতুষ্টয় পর্য্যাকপাদরূপে অবস্থিত, সহস্রদলকমলস্থ  
শিব—পর্য্যাক শব্দের আন্তরগবত্ত্ব । তাহাতে শিবশক্তির মেলন হইয়া থাকে ।  
৮ম শ্লোকে এতৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবৃতি আছে ॥ ৯৪ ॥

অচ্যুতানন্দ-তীকা ।—গ্রীষ্মত্যাঃ পীঠমাহ গতা ইতি । ব্রহ্ম-  
বিক্রমদেবদেবাঃ তে তব মঞ্চৎ গতাঃ । তৎ কুতঃ সদাশিব ইত্যাহ—শিবঃ  
সদাশিবঃ স্বচ্ছছায়াঘটিকপটপ্রচ্ছদপটঃ সন্ নির্মলকাস্তিযুক্তছদ্ম-প্রচ্ছদপটঃ সন্

বিগ্রহবান্ শৃঙ্গারো রস ইব দৃশ্যঃ চক্ষুযাং কুতূকং দোষি প্রপূরয়তি । শৃঙ্গাররসস্ত  
রজোগুণপ্রধানত্বাৎ অরুণত্বম্ । সদাশিবঃ শুক্লস্তঃ কথং সারূপ্যমিত্যাহ,—ঋদীয়াণাং  
ভাসাং প্রতিবিম্বলাভেন অরুণতয়া । এতেন সদাশিবস্তাপি ন শৃঙ্গারকর্তৃত্বং পরম-  
শিবকাস্তানীতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ৯৪ ॥

**অম্বুবাদ ।**—মাতঃ ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও ঈশ্বর এই দেব-চতুষ্টয়  
তোমার সিংহাসনের পাদস্বরূপ হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন । অনন্তর  
সিংহাসনোপরি পরশিব শয়ান থাকিতে অমুমিত হইতেছে যে, তাঁহার শুক্লফটিক-  
সদৃশ নির্মল কান্তি দ্বারা সুবিমল প্রচ্ছদপট ( আন্তরগবস্ত্র ) প্রস্তুত হইয়াছে । ঐ  
পরশিবের উপরিভাগে ঋদীয়া শরীরকান্তি প্রতিবিম্বিত হওয়াতে উহা অরুণবর্ণ  
হইয়াছে ; সুতরাং তদর্শনে সাক্ষাৎ শৃঙ্গাররস বলিয়া দর্শকদিগের মনে কোতূহল  
জন্মিতেছে ॥ ৯৪ ॥

কলঙ্কঃ কন্তুরী রজনিকরবিন্মং জলময়ং,  
কলাভিঃ কর্পূরৈশ্মরকতকরগুং নিবিড়িতম্ ।  
অতস্তত্ত্বোগেন প্রতিদিনমিদং রিক্তকুহরং,  
বিধিভূয়ো ভূয়ো নিবিড়য়তি নুনং তব কৃতে ॥ ৯৫ ॥

**লেক্সীকরণ-টীকা ।**—কলঙ্কঃ লাজনং কন্তুরী মৃগনাভিঃ রজনিকর-  
বিষং চন্দ্রবিষং জলময়ম্ । স্বার্থে ময়ট্ । পন্নীরমিত্যর্থঃ । কলাভিঃ কলাস্বকৈঃ  
কর্পূরৈঃ সহ মরকতকরগুং মরকতমণিনা রচিতম্ । মরকতশব্দো বর্ণব্যত্যয়েন  
মকরশব্দাচ্চপন্নঃ মকরাৎ মকরতঃ । মকরবস্ত্রাজ্জাতং মরকতমিতি ভোজরাজঃ ।  
করগুং নিবিড়িতম্ অস্তঃফুরিতম্ । অতঃ স্বত্ত্বোগেন তব দেব্যাঃ উপভোগেনাস্ত-  
তবেন কন্তুরীপন্নীরকর্পূরাণাম্ অল্পভবেন প্রতিদিনং দিনে দিনে ইদং পরিদৃষ্টমান-  
মিন্দুমণ্ডলং রিক্তকুহরং শূন্তাস্তরং বিধিঃ ব্রহ্মা ভূয়োভূয়ঃ প্রতিদিনং নিবিড়য়তি  
পূরয়তি নুনং তব কৃতে তুভ্যমিত্যর্থঃ ।

অর্থে কৃতে চ তাদর্থো নিগাতদ্বয়মীরিতম্ ।

ইতি কৃতেশবস্তাদর্থো নিগাতিতঃ । তত্ত্বোগে বর্ত্তোব ।

**অত্রৈখং পদযোজনা**—হে ভগবতি ! কলঙ্কঃ কন্তুরী রজনিকরবিষং জলময়ং  
কলাভিঃ কর্পূরৈঃ নিবিড়িতং মরকতকরগুম্ । অতঃ ইদং প্রতিদিনং স্বত্ত্বোগেন  
রিক্তকুহরং বিধিঃ ভূয়োভূয়ঃ তব কৃতে নিবিড়য়তি নুনম্ ।

**অত্রাতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ**, মরকতকরগুশ্চেন চন্দ্রমণ্ডলস্তাধ্যবসানাৎ । বধা—

অপরূপালকারঃ, অরং কলঙ্কো ন ভবতি, অপি তু কস্তুরী ; ইদং রজনিকরবিধং ন ভবতি কিন্তু বহিঃপ্রতিফলিতমন্তর্গতং পন্নীরং ; ইমাঃ কলাঃ ন ভবন্তি অপি তু কর্পূররজঃ ; ইদমিন্দুমণ্ডলম্ অন্তঃস্থিতদ্রব্যপ্রতিফলনবশাৎ পীতবর্ণং প্রতীয়তে বস্ত্রতন্ত্ৰে শ্বেতবর্ণমেবেত্যাক্তবস্থাপরূপমালায়াঃ প্রতীতেঃ । উৎপ্রেক্ষালঙ্কারচ ; প্রতিপদাদিদিনেবু বুদ্ধিক্ষয়বতঃ চক্ষুরমলঃ কস্তুর্যাদিদ্রব্যাবয়বপ্রচয়াভ্যাম্ ঈষদ্রিক্তক-সংপূর্ণব্রয়োঃ সম্ভাবনাৎ । অতঃ অনয়োরমুহুষ্টিঃ অজ্ঞানিভাবেন পৃথক্স্থিত্যা অব-স্থানাৎ ॥ ৯৫ ॥ \*

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকান্ন অনুবাদ।**—দৃশ্যমান চক্ষুরমণ্ডলে কলঙ্ক—বাস্তব নহে, উহা কস্তুরী ( মৃগনাভি ), চক্ষু পন্নীর, কলাসমূহ কর্পূর,—মরকতপাত্রে সজ্জিত হওয়াতে চক্ষুরমণ্ডলরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । হে ভগবতি, আপনি ঐ সকল বস্তু ভোগ করেন বলিয়া প্রতিদিন ( ক্লৃপক্ষ ) তাহার ক্ষয় হয়, বিধাতা তাহা আবার ( শুক্লপক্ষ ) আপনারই জন্ত পূর্ণ করেন । (এতদ্বাধ্যো চক্ষুকলাবিজ্ঞানসাধনার সঙ্কেত আছে ) ॥ ৯৫ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—ক্রীমত্যাঃ পূজায়াং পাত্রাদিকং নিরূপয়তি কলঙ্ক ইতি । জলবজ্জলঃ চক্ষুরশ্মিঃ পীযুষমিতি যাবৎ । জলময়ঃ পীযুষপূর্ণঃ রজনিকরবিধঃ চক্ষুরমণ্ডলঃ কলাভিঃ কর্পূরৈর্নিবিড়িতঃ চক্ষুকলারূপকর্পূরৈঃ পূরিতঃ মরকতকরুণ্ডং প্রতিদিনম্ ইত্যস্মাভিলক্ষ্যত ইত্যাহম্ । শরচ্চক্ষুস্ত শুক্লবর্ণতয়া মরকতমণেঃ ক্লৃপক্ষবর্ণত্যাৎ উৎপ্রেক্ষ্যতে । কলঙ্কঃ কস্তুরী যজ । তথা চ সৌগন্ধার্থং পূজাপাত্রাণি কস্তুর্যাদিভিঃ সংক্রিয়তে । অতঃ কারণাৎ স্বভোগেন আশ্রয়ভোগার্থং ক্রীমত্যা নিরূপিতং রিক্তকুহরং শূন্তগর্ভম্ ইদং মরকতকরুণ্ডং নুনং নিশ্চিতং তব কৃতে যুগ্মদর্শং বিধিভূয়ো ভূয়ঃ পূরয়তি । তথা চোক্ষায়াম্,—“ব্রহ্মরুদ্ধাদধোভাগে যচ্ছাত্রং পাত্রমুত্তমম্ । কলাসারেণ সম্পূজ্য তর্পয়েত্তেন খেচরীমিতি” ॥ ৯৫ ॥

**অনুবাদ।**—বিধজননি ! আমার বোধ হয়, বিধাতা তোমার পূজার জন্ত চক্ষুরমণ্ডলরূপ মরকতমণিময় অমৃতপাত্র প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ অমৃতপূর্ণ করিয়া অর্পণ করিতেছেন । এই পাত্রে রশ্মিপূঞ্জই অমৃতস্বরূপ ও কলঙ্কই সুগন্ধিদ্রব্য কস্তুরীস্বরূপ । ইহা কলারূপ কর্পূরখণ্ড দ্বারা পরিপূরিত হইয়া থাকে । মাতঃ ! তোমার ভোগ দ্বারা এই পাত্র যেমন শূন্তগর্ভ হয়, বিধাতা অমনই তোমার পূজার নিমিত্ত তাহা অমৃতপূর্ণ করিয়া দিয়া থাকেন ॥ ৯৫ ॥

**তাহাপর্য্য।**—চক্ষুরমণ্ডল মরকতমণিময় পাত্রের জায় খসিকতঃ শ্রামবর্ণ ;

কিন্তু উহা কলারূপ কর্পূরখণ্ড এবং রশ্মিপুঞ্জরূপ অমৃতরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়াতে শুভ্রবর্ণ দৃষ্ট হয়; পরন্তু কলা ও রশ্মি ক্ষয় হইলে পুনর্বার মরকতমণির দ্বারা শ্রামবর্ণ দৃষ্ট হইতে থাকে। উক্তায়াং কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মরন্ধ্রের অধোদেশে যে চন্দ্রময় উত্তম অমৃতপাত্র আছে, তাহার কলা দ্বারা বিশ্বজননীর পূজা করিয়া ঐ অমৃত দ্বারা তর্পণ করিবে ॥ ৯৫ ॥

স্বদেহোদ্ভূতাভিষ্কৃতিভিরগ্নিমাগ্ন্যভিরভিতো,

নিষেব্যোঃ \* নিত্যো ভ্রামহমিতি সদা ভাবয়তি যঃ ।

কিমাশ্চর্য্যং তন্ত ত্রিনয়নসমৃদ্ধিং তৃণয়তো,

মহাসংবর্তাগ্নির্বিরচয়তি নীরাজনবিধিम् ॥ ৯৬ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—স্বদেহোদ্ভূতাভিঃ স্বস্তাঃ দেহঃ স্বদেহঃ তন্মা-  
দ্ভূতাভিঃ । অত্র দেহশব্দঃ দেহাবয়বং চরণং লক্ষয়তি । স্বগ্নিভিঃ সমৃদ্ধিঃ ।  
সমৃদ্ধানাং চরণোত্তবস্তুকং প্রাক্ । অগ্নিমাগ্ন্যভিঃ অগ্নিমাগ্নিরিমেত্যাদিভিঃ অষ্ট-  
সিদ্ধিভিঃ অভিভাঃ আবরণাৎ অবস্থিতাভিঃ যুক্তামিতি শেষঃ । নিষেব্যো !  
সংসেব্যো ! নিত্যো ! আন্তস্তরহিতে ! ভ্রাম্ এতাদৃশীম্ অহমিতি অহম্ভাবনয়া  
সদা সর্বকালং ভাবয়তি ধ্যানং কৰোতি যঃ সাধকঃ । কিমাশ্চর্য্যং নাস্ত্যাশ্চর্য্যম্ তন্ত  
সাধকস্ত ত্রিনয়নসমৃদ্ধিং ত্রীণি নয়নানি মার্গাঃ প্রাপকাঃ স্বর্ঘ্যচন্দ্রাগ্নিরূপাঃ যন্ত  
দর্শনায়েতি স ত্রিনয়নঃ । যদা—ইড়াপিঙ্গলাশ্বমুদ্রামার্গাঃ ত্রয়ঃ তদর্শনে উপায়া  
ইতি ত্রিনয়নঃ সদাশিবঃ । যদা ত্রীণি নয়নানি চক্ষুঃষি যন্ত সঃ ত্রিনয়নঃ । স্মৃত্বাদিহাৎ  
পশ্যাত্যবঃ । তন্ত সমৃদ্ধিম্ ঐশ্বর্য্যং তৃণয়তঃ তৃণীকূর্ষতঃ মহাসংবর্তাগ্নিঃ প্রলয়-  
কালাগ্নিঃ বিরচয়তে কৰোতি । নীরাজনবিধিঃ নীরাজনানুষ্ঠানম্ । তন্ত নীরাজন-  
ক্রিয়ায়ামবস্থিতঃ প্রলয়াদিরপীত্যর্থঃ ।

অত্রৈখং পদবোজনা—হে নিত্যো ! নিষেব্যো ! স্বদেহোদ্ভূতাভিঃ স্বগ্নিভিঃ  
অগ্নিমাগ্ন্যভিঃ অভিভোহবস্থিতাভিঃ পরিবৃত্তাঃ স্বাঃ যঃ সাধকঃ অহমিতি সদা  
ভাবয়তি, ত্রিনয়নসমৃদ্ধিং তৃণয়তঃ তন্ত মহাসংবর্তাগ্নিঃ নীরাজনবিধিঃ বিরচয়তীত্যত্র  
কিমাশ্চর্য্যম্ ।

অয়ং তাবঃ—অহমিতি ভাবনয়া তাদাত্ম্যসিদ্ধৌ ভগবত্যাঃ তন্নীরাজনবিধিরা-  
শ্চর্য্যকরো ন ভবতীতি ॥ ৯৬ ॥



**সম্মীধনরূপ-টীকা-ব অনুবাদ।**—হে নিত্যো, নিষেব্যো, আপনার চরণোদ্ভূত কিরণস্বরূপ অগ্নিাদি অষ্টসিদ্ধি-পরিবৃত্ত আপনাকে যে সাধক ‘অহং’ভাবে সদা ধ্যান করে, শিবের ঐশ্বর্য্যেও তৃণ-জ্ঞানযুক্ত সেই ব্যক্তি (কালে তোমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হওয়াতে) প্রলয়কালের অনলে যে নীরাঙ্কিত হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি ॥ ৯৬ ॥

**অদ্যুতানন্দরূপ-টীকা।**—স্বদেহ ইতি। হে নিত্যো ! হে নিত্য-স্বরূপে ! স্বদেহোদ্ভূতভিঃ স্বশরীরজাতাভিঃ স্বগিভিঃ অগ্নিমাভ্যভিঃ সিদ্ধিভিরভিতো নিষেব্যোঃ স্বাঃ অহমিতি যঃ সদা ভাবয়তি সোহহংভাবেন যঃ সদা উপাস্তে, ত্রিনয়ন-সমৃদ্ধিং তৃণয়তঃ শিবসম্পত্তিং তৃণীকুর্কতস্তত্ত্ব মহাসংবর্ত্তাধিঃ স্বহাপ্রলয়াধিনীরা-জনবিধিং নির্মলজনবিধিং বিরচয়তীতি কিমাশ্চর্য্যাম্। স এব সদাশিব ইতি ভাবঃ ॥ ৯৬ ॥

**অনুবাদ।**—হে নিত্যো ! “স্বীয় দেহসম্ভূত রশ্মিবৃন্দরূপ অগ্নিাদি আবরণ-দেবতা কর্তৃক যিনি সেবিতা হইয়াছেন, আমি সেই ভগবতী ত্রিপুরাসুন্দরী,” এইরূপ সোহহংভাবে যিনি তোমাকে সর্বদা চিন্তা করেন, তিনি মহাদেবের অষ্ট-বিভূতিকেও তৃণজ্ঞান করিয়া থাকেন। মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সর্ব-সংহারক মহাপ্রলয়াগ্নিও তাঁহার নীরাজনকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? অর্থাৎ সেই সাধক চিরতরে শিবরূপে অবস্থিত হইয়া থাকেন ॥ ৯৬ ॥

কলত্রং বৈধাত্রং কতি কতি ভজন্তে ন কবয়ঃ,

শ্রিয়ো দেব্যাঃ কো বা ন ভবতি পতিঃ কৈরপি ধনৈঃ ।

মহাদেবং হিত্বা তব সতি সতীনামচরমে,

কুচাভ্যামাসঙ্গঃ কুরু(র)বকতরোরপ্যশ্লভঃ ॥ ৯৭ ॥

।—কশ্মলাৎ ত্রায়ত ইতি কলত্রম্। কশ্মলাৎ নরকং মধ্যবর্ণলোপঃ পৃষোদরাদিস্বাৎ সাধুঃ। কলত্রং কশ্মলাৎ ত্রায়ত ইতি রক্ষিতঃ। বৈধাত্রং বিধাতৃসম্বন্ধি। বিধাতৃশব্দস্ত “ভক্তোদম্” ইতি টণি কৃতে সম্বন্ধমাত্রপরশ্চে তদ্বিশেষজিজ্ঞাসায়াং কলত্রশব্দস্তাধর্য ইতি, বিধাতুঃ কলত্রমিত্যুক্তে সম্বন্ধমাত্রো বিহিতা যদী সম্বন্ধিত্বের পর্য্যবস্তুতীতি সাক্ষাদধর্য ইতি ভাবঃ। অতো নারং প্রয়োগো



দোষাবহঃ । বৈধাত্তং কলত্ৰং সরস্বতীং কতি কতি ভজন্তে সেবন্তে ন কবয়ঃ কে বা কবয়ো ন ভজন্তে সর্কেহপি ভজন্ত ইত্যর্থঃ । শ্রিয়ো দেব্যাঃ লক্ষ্ম্যাঃ কো বা ন ভবতি পতিঃ কৈরপি ধনৈঃ । মহাদেবং সদাশিবং হিহা তব ভবত্যাঃ সতি ! পন্নিব্রতে ! সতীনাং পতিব্রতানাম্ অচরমে ! অগ্রগণ্যে ! কুচাত্যাম্ আসজঃ আলিঙ্গনং কুরবক-তরোরপি অনুলভঃ সুলভো ন ভবতি । কুচালিঙ্গনং দোহদধেনাপি কুরবক-তরোরচেতনস্তাপি ন সম্ভবতি কিমু বক্তব্যং পুরুষাস্তরন্তেতি পাতিব্রত্যাং বাচাম-গোচর ইতি ভাবঃ ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে সতি ! বৈধাত্তং কলত্ৰং কতি কতি কবয়ঃ ন ভজন্তে । শ্রিয়ো দেব্যাঃ কৈরপি ধনৈঃ কো বা পতিঃ ন ভবতি । হে সতীনাম-চরমে ! মহাদেবং হিহা তব কুচাত্যামাসজঃ কুরবকতরোরপ্যনুলভঃ ।

অগ্রমর্থঃ—যে মন্ত্রজপাষ্টাদিতসারস্বতাঃ তে সরস্বতীবল্লভা ইতি গীয়ন্তে । যে ধনধাত্মাশ্বগজাদিসমৃদ্ধিমন্তঃ তে লক্ষ্মীপতয়ঃ ইতি গীয়ন্তে । পার্শ্বতীপতিস্ত মহাদেব এবেতি ভবত্যাঃ পাতিব্রত্যমহিমা অবাদ্ধনসগোচর ইতি ॥ ৯৭ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।**—কলত্রমিতি । হে সতি ! সতীনাম-চরমে ! সতীনাং মুখ্যে ! মহাদেবং হিহা তব কুচাত্যামাসজঃ তবালিঙ্গনং কুরবকতরোঃ বিষ্টিবৃক্ষস্তাপি হুল্লভঃ কুরবকো নাম বিষ্টিবৃক্ষবিশেষঃ । তস্তালিঙ্গনে জীণাং কামবৃদ্ধির্ভবতি । তথাচ কামশাস্ত্রে,—কুরবকতরোরালিঙ্গনাং সিদ্ধবার ইতি । মহা-দেবস্ত সর্কীকৃত্বাং শ্রীমত্যাঃ সর্কীধারভূতত্বাং ক্রিদ্মাব্যাভিচারো নাস্তীতি ভাবঃ । তথাচ ভারতে—“ন চক্রাঙ্কা ন পদাঙ্কা ন বজ্রাঙ্কা জনাঃ কচিৎ । লিঙ্গাঙ্কাশ্চ ভগাঙ্কাশ্চ তেন মাহেশ্বরী প্রজা” ইতি । অস্ত্রাসাং ক্রিদ্মাব্যাভিচারমাহ—বৈধাত্তং কলত্ৰং কতি কতি কবয়ো ন ভজন্তে অপি তু কাব্যসামর্থ্যমাত্রেণ বাগীশা ভবন্তি ন তু মূর্খাঃ । শ্রিয়ো দেব্যা লক্ষ্ম্যাঃ কৈরপি ধনৈর্ধনসম্পর্ক-মাত্রেণ কঃ পতির্ন ভবতি, অপি তু সর্ক এব ধনিনঃ লক্ষ্মীপতয়ঃ ন তু দরিদ্রা ইতি ভাবঃ ॥ ৯৭ ॥

**অনুবাদ ।**—হে সতীগণের অগ্রগণ্যে সতি ! একমাত্র তুমিই মহাদেবকে ছাড়িয়া কুরবক-বৃক্ষেও আলিঙ্গন কর না । ব্রহ্মার পত্নী বাগ্‌দেবীর ভজনায় বাক্পতিফলাভ কত কত কবির না হইয়াছে ? বাহার কিছু ধনসম্পদ হয়, তিনিই লক্ষ্মীপতি বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকেন । ( কবিপ্রসিদ্ধি আছে, রমণীর আলিঙ্গনে কুরবকের পুষ্পোদগম হয় । বৃক্ষের প্রতি এইরূপ ব্যবহার দোষাবহ না হইলেও—তোমার দ্বারা তাহাও ঘটে না । ) ॥ ৯৭ ॥

গিরামাহর্দেবীং দ্রুহিণগৃহিণীমাগমবিদো,  
হরেঃ পত্নীং পদ্মাং হরসহচরীমদ্রিতনয়াম্ ।  
তুরীয়া কাপি ত্বং দূরধিগমনিঃসীমমহিমা,  
মহামায়া বিশ্বং ভ্রময়সি পরব্রহ্মমহিষি ॥ ৯৮ ॥ \*

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—গিরাং বাচাম্ আহঃ কথয়ন্তি দেবীম্ অধি-  
দেবতাং দ্রুহিণগৃহিণীং ব্রহ্মণঃ পত্নীম্ আগমবিদঃ আগমব্রহ্মবেদিনঃ হরেঃ বিকোঃ  
পত্নীং জায়াং পদ্মাং পদ্মালয়াং হরসহচরীং শত্ৰুপত্নীম্ অদ্রিতনয়াং পার্বতীম্ । তুরীয়া  
চতুর্থী কাহপি অনিবার্চ্যা ত্বং দূরধিগমনিঃসীমমহিমা হুঃখেন অধিগন্তুং শক্যঃ স  
চাসৌ নিঃসীমো মহিমা যন্তাঃ সা দেশতঃ কালতো বস্তুতশ্চাপরিচ্ছেদ্যেত্যর্থঃ ।  
মহামায়া শুদ্ধবিজ্ঞানত্বং মায়াতত্ত্বং বিশ্বং প্রপঞ্চং ভ্রময়সি বিবর্তয়সীতি বিবর্তঃ  
ব্রহ্মধর্ম্যং মায়ায়ামতিদিশতি । পরব্রহ্মমহিষি পরব্রহ্মণঃ সদাশিবস্ত মহিষি ।  
তথা তু শ্রুতে—“হ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্নৌ” + ইতি পুরুষসূক্তে । হ্রীঃ ভুবনেশ্বরী  
লক্ষ্মীঃ ত্রিবিজ্ঞা উভে ব্রহ্মণস্তে পত্নৌ । অত্র তয়োর্মধ্যে ত্রিবিজ্ঞায়াঃ প্রাধান্যং,  
ত্রিবিজ্ঞায়াং ভুবনেশ্বর্যাঃ অন্তর্ভাবাৎ । ভুবনেশ্বর্যাং ন ত্রিবিজ্ঞায়াঃ অন্তর্ভাব ইতি  
চন্দ্রকলাপ্রাধান্যং সৈব মহিষীতি ধ্যেয়ম্ ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে পরব্রহ্মমহিষি ! আগমবিদঃ স্বামেব দ্রুহিণগৃহিণীং  
গিরাং দেবীমাহঃ ; স্বামেব হরেঃ পত্নীং পদ্মামাহঃ, স্বামেব হরসহচরীম্ অদ্রিতনয়া-  
মাহঃ ; ত্বং তুরীয়া কাহপি দূরধিগমনিঃসীমমহিমা মহামায়া সতী বিশ্বং  
ভ্রময়সি ।

অন্বয়র্থঃ—একামেব ভগবতীং নানা নামভিঃ গুণস্ত্যাগমবিদঃ পরব্রহ্মমহিষী  
ত্রিবিজ্ঞাপরনামধেয়া চন্দ্রকলা একৈবেতি ॥ ৯৮ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা-২ মন্থানুবাদ।**—হে পরব্রহ্মমহিষি,  
আগমজ্ঞগণ আপনাকেই ব্রহ্মার পত্নী সরস্বতী, বিষ্ণুজায়া লক্ষ্মী এবং শিবসীমন্তিনী  
দুর্গা বলিয়া থাকেন, ত্রিবিজ্ঞানায়ী যে চন্দ্রকলা, তৎস্বরূপা অজ্ঞেয়-অসীম-মহিমশালিনী  
আপনি, অনির্বচনীয় তুরীয়া এবং অগৎপ্রপঞ্চ-বিবর্তের অধিষ্ঠান ॥ ৯৮ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—গিরামিতি । হে পরব্রহ্মমহিষি !  
আগমবিদো জ্ঞানিনঃ দ্রুহিণগৃহিণীং ব্রহ্মণঃ শক্তিং বাগীশ্বরীমাহঃ বিদুষামধিষ্ঠাত্রী-  
মাহঃ । হরেঃ পত্নীং লক্ষ্মীমাহঃ ধনিমামধিষ্ঠাত্রীম্ । হরসহচরীং দুর্গামাহঃ

জ্ঞানিনামধিষ্ঠাত্রীম্ । হে মহামায়ে ! ত্বং পুনস্তরীয়া এতদ্ব্রয়াতিরিক্তা কাপি  
অনির্কচনোয়া । যতো বিশ্বং ভ্রময়সি জগন্মোহয়সি । ত্বং কিম্বৃত্তা ? হ্রদধিগমনিঃসীম-  
মহিমা ত্বজ্জ্যৈয়োহপরিমিতঃ মহিমা যন্তাঃ সত্ত্বরজস্তুমসামতিরিক্তাসীত্যর্থঃ ॥ ৯৮ ॥

**অনুবাদ ।**—হে পরব্রহ্মমহিষি ! আগমবিদজনগণ ব্রহ্মার পত্নীকে  
বাগ্দেশবী বলিয়া কীর্তন করেন ( ইনি পণ্ডিতগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ) ; তাঁহারা  
বিষ্ণুর পত্নীকে লক্ষ্মী বলিয়া নির্দেশ করেন ( ইনি ধনীদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ) ;  
তাঁহারা বলেন, পরকৃত-তনয়া দুর্গা মহেশ্বরের সহচরী ( ইনি জ্ঞানীদিগের  
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ) । হে মহামায়ে ! এই শক্তিব্রহ্ম হইতে অতিরিক্তা গুণব্রহ্মাতীতা  
চতুর্থা তুমি কে, আমরা তাহা নিরূপণ করিতে সমর্থ নহি । তোমার  
হ্রদধিগম্য মহিমার সীমা নিরূপিত হয় না । তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলকে মোহিত  
করিতেছ ॥ ৯৮ ॥

সমুদ্ভূতস্থূলস্তনভরমুরশ্চারু হসিতং,  
কটাক্ষে কন্দর্পাঃ কতি চ ন কদম্বদ্যুতিবপুঃ ।  
হরস্ত ত্বদ্ভ্রাস্তিঃ মনসি জনয়ামাস মদনো,  
ভবত্যাং যে ভক্তাঃ পরিণতিরমীষামিয়মুমে ॥ ৯৯ ॥ \*

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।**—সমুদ্ভূত ইতি । হে উমে ! ভবত্যাং  
যে ভক্তাঃ অমীষামিগং পরিণতিঃ ফলপরিপাকঃ তদ্বশ্যমাহ,—মদনঃ কন্দর্পাঃ  
হরস্ত মনসি ত্বদ্ভ্রাস্তিঃ জনয়ামাস স্বামভেদেন ভজন্ আত্মনি ত্বদ্ভ্রাস্তিঃ জনয়ামাস ।  
মদনঃ কিম্বৃত্তাঃ ? কদম্বদ্যুতিবপুঃ কদম্বপুষ্পবদ্যুতিঃ শোভা যন্ত বপুঃ । তৎ  
কিং কৃতবানিত্যাহ । উরো বক্ষঃসমুদ্ভূত-স্থূলস্তনভরং কৃতবান্ প্রোচ্ছত্বৃত্তঃ স্থূল-  
স্তনয়োর্ভরো যত্র । হসিতং চারু কৃতবান্ । পূর্বং প্রৌঢ়হাস্তমাসীৎ, তদ্বিহার  
মনোহরং কৃতবান্ । কটাক্ষে কতি কন্দর্পা ন সন্তি, অপি তু সন্ত্যেব ॥ ৯৯ ॥

**অনুবাদ ।**—হে উমে ! মদন তোমাকে কামরাজবিদ্যা দ্বারা অভিন্নভাবে  
উপাসনা করাতে তোমারই স্বরূপ লাভ করিয়া, মহাদেবের মনে ভ্রাস্তি জন্মাইয়া  
দিলেন, মহাদেব মদনকেই তোমার স্বরূপ মনে করিলেন । মদনের বক্ষঃস্থলে  
আপনি পরোধরমণ্ডল সমুদ্ভূত হইল ; অটুহাস্তের পরিবর্তে স্থূলগিত মধুর হাস্ত  
প্রকাশ পাইল , কটাক্ষে শত শত মদন অবস্থান করিতে লাগিল এবং শরীর

কদম্বপুষ্পেণ ত্রায় শোভায়ুক্ত হইয়া উঠিল। জননি! যাহারা তোমার ভক্ত,  
যাহারা তোমাকে অভিন্নভাবে চিন্তা করেন, তাঁহাদিগের এইরূপ গতিই হইয়া  
থাকে। ভক্তগণ যদি তোমাকে অভিন্নভাবে চিন্তা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা  
সাক্ষ্য-মুক্তি লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই ॥ ৯৯ ॥

সরস্বত্যা লক্ষ্ম্যা বিধিহরিসপত্নো বিহরতে,  
রতেঃ পাতিব্রত্যং শিখিলয়তি রম্যেণ বপুষা।  
চিরং জীবন্মৈব ক্ষয়ি(পি)তপশুপাশব্যতিকরঃ,  
পরং ব্রহ্মা-ভিখ্যং রসয়তি রসং হৃদজনবান্ ॥ ১০০ ॥

**লক্ষ্মীধনুকৃত-টীকা।**—প্রকৃত্যং স্ততিম্ উপসংহরন্ ঘটকমলভেদ-  
সিদ্ধান্তং নির্দিশতি—

সরস্বত্যা ভারত্যা লক্ষ্ম্যা পদ্মালয়য়া বিধিহরিসপত্নঃ—যথাক্রমমিতি শেষঃ—  
সরস্বতীপতিত্বেন বিধেঃ ব্রহ্মণঃ সপত্নঃ অশ্রয়াম্পদং, লক্ষ্মীপতিত্বেন হরেঃ অশ্রয়া-  
ম্পদমিত্যর্থঃ। বিহরতে বিহরমাণঃ রতেঃ কামমহিষ্যাঃ পাতিব্রত্যং পতিব্রতাদ্বন্দ্বং  
পুরুষাস্তরাসম্পর্করূপং শিখিলয়তি, মন্থধাকারতয়া রতেঃ মন্থধাত্রাস্তিং জনয়ন্  
সন্তোগেচ্ছাং জনয়তীতি ভাবঃ। রম্যেণ অতিসুন্দরেণ বপুষা শরীরেণ, তাদাত্ম্য-  
বুদ্ধোতি যাবৎ। এবং সাদাধ্যায়াঃ কলায়াঃ উপাসকস্ত ঐহিকফলমুক্তা। আয়ুর্নিক-  
মপ্যাহ—চিরং জীবন্মৈব নিত্যজীবনঃ সন্। সাবয়বদ্রব্যাস্ত নিত্যত্বং পশুপাশব্যতি-  
করক্ষণহেতুকম্। অত্র কেবলব্যতিরেকি অনুমানং সাধনত্বেন প্রয়োজ্যম্—  
সাবয়বং যৎ ক্ষপিতপশুপাশব্যতিকরং ন ভবতি, তন্মিত্যং ন ভবতি, যথা পশাদি  
ইতি জীবমুক্তিসিদ্ধিঃ। সাবয়বাঃ কপিলাদয়ঃ, মার্কণ্ডেয়াদয়ো নিত্যসিদ্ধাঃ, অতঃ  
অবয়ব্যতিরেকি বা ভবতু সাবয়বস্ত নিত্যত্বাৎ সাধনম্। এবং নিত্যজীবনঃ সন্  
ক্ষপিতপশুপাশব্যতিকরঃ ক্ষপিতঃ বিনষ্টঃ পশুপাশয়োঃ ব্যতিকরঃ যস্ত সঃ ক্ষপিতো  
বিনাশিতঃ পশুপাশব্যতিকরো যেন ইতি বা। পশুঃ জীবঃ, ইন্দ্রিয়ৈঃ প্রপঞ্চং  
পশ্রুতীতি। যদ্বা—পশ বন্ধনে ইত্যন্বাচ্ছাতোঃ পশুঃ অবিজ্ঞাবদ্ধো জীবঃ, পাশঃ  
অবিজ্ঞা। এতচ্চ শ্রুতে—

অদितिঃ পাশং প্রমুদোক্তে তং নমঃ

পশুভ্যাঃ পশুপতয়ে করোমি ॥ †

**অন্তর্ভাঃ**—অদितिঃ আদিত্যমণ্ডলান্তর্গতা বৈষ্ণবী শক্তিঃ। পাশম্ অবিজ্ঞাকৃতং

বন্ধঃ প্রমুখোক্তু প্রকর্ষণেণ অত্যন্তঃ মোচয়তু । এতৎ নমঃ নমস্কারঃ পশুভ্যঃ পশু-  
পতয়ে করোমি । পশুভ্য ইতি তাদর্থ্যে চতুর্থী । পশুশব্দস্ত নিবৃত্তিঃ পশুশব্দনিবৃত্তিঃ তদর্থঃ  
পশুশব্দনিবৃত্ত্যর্থম্ । অর্থার্থঃ—অদितिঃ পশুপতিনা সদাশিবেন যুক্তা পাশবিমোচনং  
করোত্বিতি । পশুশব্দস্ত জীববাচিৎ তৈত্তিরীয়কে সৌম্যাকাঙে “তেষামশুরাণাম্” \*  
ইত্যম্বাকে তেষামশুরাণামিত্যারভ্য “তস্মাক্রদ্রঃ পশুনামধিপতিঃ” ইত্যন্তেন প্রতি-  
পাদিতম্ । অতঃ পশুপাশৌ জীবাবিচ্ছে, তয়োর্ব্যতিকরঃ সঙ্করঃ, স চ যন্ত কপিতঃ  
সঃ বিদলিতপশুপাশসঙ্করঃ সদাশিবাশ্বনাহবস্থিতঃ পরানন্দাভিধাং পরানন্দাশ্বিকা  
অভিধা জ্যোতির্যন্ত সঃ পরানন্দাধাং জ্যোতীরূপং রসয়তি আশ্বাদয়তি রসং সুখং  
ঋতুজনবান্ ঋতুজ্ঞঃ—তব ভজনং সেবা ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! ঋতুজনবান্ সরস্বত্যা লক্ষ্ম্যা বিধিহরি-  
সপত্নঃ সন্ বিহরতে । রমোণ বপুষা রতেঃ পাতিব্রত্যাঃ শিখিলয়তি । কপিতপশু-  
পাশব্যতিকরঃ চিরং জীবয়েব পরানন্দাভিধাং রসং রসয়তি ।

অত্রৈদম্ অমুসঙ্কেয়ং—জীবমুক্তানাং অবিচ্ছাদিতাবপি কুলালচক্রভ্রমণত্বায়েন  
দেহসঙ্কঃ । যথোক্তং ষষ্টিতন্ত্রে সপ্তত্যাং—

সমাগজ্ঞানাধিগমাকর্ষাদীনাম্কারণপ্রাপ্তৌ ।

তিষ্ঠতি সংস্কারবশাচ্চক্রভ্রমিবদ্ধতশরীরঃ ॥

ইতি । অত্র ঋতুজনবানিত্যত্র দ্বিবিধং ভজনং—ষট্চক্রসেবাশ্বকং ধারণাশ্বকং  
চ । আশ্বং নিরূপ্যতে—আধার-স্বাধিষ্ঠানে তামিস্রলোকস্বাং নোপাশ্রে । মণিপূর-  
প্রভৃতিসহস্রকমলপর্যন্তং পঞ্চচক্রাণি পূজ্যানীতি । তত্র মণিপূরকপূজাপরাণাং  
সান্নিধীনা মুক্তিঃ । সান্নিধীনাং দেব্যাঃ পুরসমীপে পুরাস্তরং নির্দ্বায় সেবাং কুর্ক্যণস্ত  
অবস্থিতিঃ । সংবিত্তকমলপূজারতানাং সালোক্যমুক্তিঃ । সালোক্যং নাম—দেব্যাঃ  
পতনে নিবাসঃ । বিমুক্তিচক্রোপাসকানাং সামীপ্যমুক্তিঃ । সামীপ্যং নাম অঙ্গ-  
সেবকত্বম্ । আজ্ঞাচক্রোপাসকানাং সাক্ষ্যমুক্তিঃ সাক্ষ্যং নাম সমানরূপত্বম্ ।  
পৃথগ্বেদেহধারিণ্যেতি সাযুজ্যাভেদঃ । এতৎ চতুর্বিধং গৌণং বাহ্যঃখাতিবর্তিত্ব-  
মাত্রাং মুক্তিরিতি ব্যপদিষ্টতে । পরং তু সাযুজ্যাশ্বিকৈব শাস্বতী মুক্তিঃ  
সহস্রকমলোপাসকানামেবেতি । অতএব পরানন্দাভিধাং রসং ঋতুজনবান্  
রসয়তি ইতি ।

অত্রৈদং মততত্ত্বম্—ষট্চক্রমলভেদমতে সুখস্বরূপৈব মুক্তিঃ । সুখং তু লৌকিক-  
দৃষ্টান্তেন জীসংভোগাশ্বকমেব । লোকেহপি জীসংলনাং পরং সুখং নাস্তি । এবং

অত্যন্তদুঃখোচ্ছেদানন্তরং সাযুজ্যাসংসিদ্ধৌ শিবশক্তিসম্পূটাস্তর্ভাবাৎ তদাশ্রিতৈব  
মুক্তিরিতি ।

তদন্বয়মত্র নিরূপ্যঃ—পূর্ব্বং মূলধারাাদিষট্চক্রাণাং ত্রিকোণাষ্টকোণদশারবিতরম্বত্শ-  
শিবচক্রাশ্রনা তাদাশ্রয়ঃ প্রতিপাদিতম্ । এতদেব নাদবিন্দোরৈক্যম্ । তথাহি—  
নাদো নাম ত্রীচক্রম্ । বিন্দুর্নাম ষট্চক্রমলগহনং বক্ষ্যতে । তয়োঃৈক্যম্  
নাম—আধারচক্রং চতুর্দশং, তৎকর্ণিকা ত্রিকোণঃ ; স্বাধিষ্ঠানং ষড়্‌দশং তৎকর্ণিকা  
অষ্টকোণাশ্রিকা ; মণিপুত্রং দশদশং পদ্মং, তৎকর্ণিকা দশকোণাশ্রিকা ;  
অনাহতং দ্বাদশদশং, তৎকর্ণিকা দ্বিতীয়দশকোণাশ্রিতৈব ; বিম্বকিচক্রম্ ষোড়শদশং,  
তৎকর্ণিকা চতুর্দশকোণাশ্রিকা ; এতাবৎপর্য্যন্তঃ শক্তিচক্রৈক্যম্ । আজ্ঞাচক্রং  
দ্বিদশং, অষ্টকোণমেকত্র ষোড়শকোণমপরত্রৈতি দ্বিধা ভিন্না কর্ণিকা । অয়ং ভাবঃ  
—দ্বিধা ভিন্নং চতুঃপ্রকৃতিকং শিবচক্রচতুষ্টয়াশ্রকম্ আধারস্বাধিষ্ঠানাশ্রকং চেতি  
প্রপঞ্চিতম্ । বৃত্তত্রয়ং স্বাধিষ্ঠানান্তে একং বৃত্তং রুদ্রগ্রন্থাশ্রকম্ ; অনাহতান্তে একং  
বিষ্ণুগ্রন্থাশ্রকম্, আজ্ঞাচক্রান্তে একং ব্রহ্মগ্রন্থাশ্রকম্ । তত উপরি চতুর্দারোপেতং  
ভূপুত্রিতরং দ্বারেষু চতুর্ষু সোপানযুক্তম্ । তচ্চ সহস্রদলকর্ণিকা । তন্ত কমলস্ত  
দলানি সহস্রম্ । বৈশ্বানরস্থানম্ চতুর্দারোপেতং কর্ণিকামধ্যো । এবং প্রাসাদস্তায়ৈন  
ত্রীচক্রস্ত কমলানাং চৈক্যমনুসংক্ষেপম্ । এতচ্চ নাদবিন্দোরৈক্যং গুহ্যং গুহ্যতমং  
শিষ্যানুগ্রহাৎ উপদিষ্টম্ ।

অগ্নিন্ ষট্চক্রে পঞ্চাশৎকমলদলানামস্তর্ভাবঃ কথিতঃ । চক্রখণ্ডে স্বরাঃ,  
সূর্য্যখণ্ডে স্পর্শাঃ, অগ্নিখণ্ডে অন্তঃস্থঃ উদ্রাগশ্চ হকারবর্জিতাঃ, হকারলকারো বৈশ্বানরঃ,  
ককারঃ সর্ব্বত্রৈতি “সবিত্রীভিঃ” \* ইতি শ্লোকেণ প্রাগেব প্রতিপাদিতম্ । মূল-  
ধারাাদিদলেষু কলানাম্ অন্তর্ভাবঃ প্রাগেব প্রতিপাদিতঃ । কলানাং তিথ্যাশ্রকং,  
নিত্যানাং কলাশ্রকং, কলানাং মূলমন্ত্রগতপঞ্চদশাক্ষরাশ্রকং পঞ্চদশাক্ষরাণাং  
ত্রিখণ্ডং, ত্রিখণ্ডস্ত সোমসূর্য্যানলাশ্রকং, সোমসূর্য্যানলানাং গ্রন্থিত্রয়াশ্রকং গ্রন্থিত্রয়স্ত  
মন্ত্রগতহ্রীকারত্রয়াশ্রকং, হ্রীকারস্ত ভুবনেশ্বরীমন্ত্রং, ভুবনেশ্বরীমন্ত্রস্ত মূলমন্ত্রান্তর্গতং,  
মূলমন্ত্রস্ত চক্রেণৈক্যং, তচ্চক্রনবকস্ত মূলধারাাদিষট্চক্রেষু ব্রহ্মগ্রন্থাদিত্রিকৈহপি  
সহস্রকমলকর্ণিকাদৌ তাদাশ্রয়ম্ । এতদেব কলানাদয়োঃৈক্যং নাম ।

অন্বয়মত্র নিরূপ্যঃ—নাদেন বিন্দোরৈক্যং, বিন্দুনা কলয়াঃ ঐক্যং, কলয়াশ্চ  
নাদেনৈক্যং, এবং ত্রিতরং ; কলয়া বিন্দোরৈক্যং, কলয়া নাদৈক্যং ত্রিবিভক্তা  
পঞ্চকৈক্যমিতি ষড়্‌বিধমৈক্যমিতি পরমরহস্যং গুরুপদেশবশাৎ জ্ঞেয়ম্ । এবং

ষোড়ৈক্যং ভগবত্যাঃ সপৰ্যোতি সম্যগুপবৰ্ণিতম্ । ষোড়ৈক্যাহুসন্ধানানন্তরং দশভূজা  
ভগবতী শ্রীবিষ্টা মণিপূরে প্রত্যক্ষং পরিদৃশ্যমানা সপৰ্যয়া সন্নিধয়েতি ঐক্যমেব  
সপৰ্যোতি বদতো মমাশয় ইতি বিজ্ঞেয়ম্ ॥

অধুনা বিন্দুস্বরূপং প্রপঞ্চ্যতে—বিন্দুরিতি মূলাধারাদিচক্রষট্‌কম্ । বিন্দুঃ  
জগদ্বৎপত্তিলয়হেতুঃ শিবস্ত শক্তিবিশেষঃ । স চ এক এব সহস্রকমলাস্তর্গতচতু-  
র্ধারীআককর্ণিকামধ্যগতচতুষ্কোণাআকঃ শক্তিতত্ত্বম্ । তন্মধ্যগতশিবতত্ত্বং নাদ  
ইত্যাচ্যতে । স চতুর্বিধ ইতি প্রাগেবোক্তম্ । উভয়োঃ শক্তিশিবয়োঃ শব্দার্থ-  
রূপত্বাৎ কলাআকতত্ত্বম্ উভয়সাধারণম্ । অতশ্চ মেলনং নাদবিন্দুকলাতীতমিতি  
সময়ঃতরহস্তম্ । স চ বিন্দুঃ দশধা ভিত্তিতে—যথোক্তম্—

দশধা ভিত্তিতে বিন্দুঃ এক এব পরাআকঃ ।

চতুর্ধারীআককমলে ষোড়াহিষ্ঠানপঞ্চজে ॥

উভয়াকাররূপত্বাৎ ইতরেবাং তদাশ্রিতা ।

ইতি । অশ্রুতার্থঃ—এক এব বিন্দুঃ মূলাধারকমলগতচতুর্দলেষু চতুর্ধা, স্বাধিষ্ঠান-  
গতষড়্দলেষু ষোড়া, এবং দশধা ভিত্তিতে । অয়ং ভাবঃ—মূলাধারঃ চতুঃপত্রং  
সরসিজং, স্বাধিষ্ঠানং ষড়্দলং, মণিপূরং দশদলম্, অনাহতং পদ্মং দ্বাদশদলং, বিষ্ণুজি-  
পদ্মং ষোড়শদলং, আজ্ঞাচক্রপদ্মং দ্বিদলমিতি সর্বযোগশাস্ত্রসিদ্ধম্ । অত্র আধারপদ্মস্ত  
দলচতুষ্টয়ং বিন্দুচতুষ্টয়াআকম্ । তে চ বিন্দবো মনোবুদ্ধাহকারচিত্তাধ্যাঃ প্রকৃত্যা-  
আকাঃ জগন্নিষ্ঠাঃ।হেতব ইতি সর্বযোগশাস্ত্রসিদ্ধম্ । স্বাধিষ্ঠানপদ্মগতষড়্দলানাং  
কামক্ৰোধলোভমোহমদমাৎসর্যাআকাঃ ষড়্‌বিন্দবঃ । অতএব তে সংজ্ঞতিবিন্দব  
ইত্যাছঃ । তদুক্তং ভগবতা পতঞ্জলিনা—“স্বাধিষ্ঠানে সংহারঃ ষড়্‌বিন্দুকৃতঃ” ইতি ।  
এবং দশ বিন্দবঃ কমলদ্বয়দলআকাঃ । মণিপূরং মূলাধারস্বাধিষ্ঠানআকমিতি কৃত্বা  
দশদলম্ । অনাহতচক্রে মণিপূরপ্রকৃতিকং দশদলং পূর্বার্দ্ধং, কমলদ্বয়প্রকৃতিকং  
দলদ্বয়ং দ্বাদশদলম্ অনাহতপদ্মম্ । বিষ্ণুজিপদ্মং তু অনাহতচক্রপ্রকৃতিকং দ্বাদশ-  
দলম্, আধারপ্রকৃতিকং চতুর্দলং, এবং ষোড়শদলম্ । তথা মণিপূরপ্রকৃতিকং  
দশদলং স্বাধিষ্ঠানপ্রকৃতিকং ষড়্দলমিতি ষোড়শদলম্ । আজ্ঞাচক্রং তু আধার-  
স্বাধিষ্ঠানআকমিতি দ্বিদলম্ । এবং মণিপূরপ্রভৃতীনি আজ্ঞাস্থানি চত্বারি কমলানি  
মূলাধারস্বাধিষ্ঠানপ্রকৃতিকানি । অতএব মূলাধারদিকে উত্তরকমলচতুষ্কমন্তত্বত্বমিতি  
একশ্চেব বিন্দোঃ দশধাত্বং নাভিধেতি সিদ্ধম্ ।

যত্বেপি কৌলানাং দ্বিকাহুসন্ধানাৎ ষট্‌কমলাহুসন্ধানকলং সেংজতি, তথাপি  
ষড়্‌বৈধিক্যাহুসন্ধানাভাবাৎ কৌলমার্গ এবেতি ন দেব্যা মণিপূরে সান্নিধ্যাৎ, পঞ্চবিধ-



মুক্তিযুক্ত্য ভাবশ্চ, নাদবিন্দুকলাতীতত্বমপ্যসংভাব্যমেব কোলমতে ইতি । সময়িনাং  
তু কার্যভূতচতুষ্কানুসন্ধানাদেব কারণভূতকমলছয়ানুসন্ধানকলং সেৎস্ততোবেতি ।  
অতএব পঞ্চবিধসাম্যাসিকৌ সময়সময়িভাবঃ প্রত্যক্ষং পরিদৃষ্টতে সময়সময়িনোঃ  
সময়িনাং সেবকানামিতি ভগবৎপাদমতত্বম্ ।

এবং ভজনশকার্থং প্রতিপাদ্য প্রকারান্তরেণ ভজনশকার্থো নিরূপাতে ।—যদাহঃ  
ভগবৎপাদাঃ “ধারণাপরিজ্ঞানানুষ্টিঃ” ইতি । অস্তার্থঃ—ধারণাঃ ষষ্ঠ্যন্তরত্ৰিশত-  
সংখ্যাকাঃ । ধারণা নাম বায়োঃ কমলেশু নাদকলাভ্যাং নিরোধঃ । স চ ষট্-  
কমলেশু ষোঢ়া সপ্তমে কমলে সময়শকাভিখ্যেয় সাক্ষং সপ্তবিধঃ । একৈকস্মিন্  
কমলে পঞ্চাশদিত ষষ্ঠ্যন্তরত্ৰিশতং ধারণাঃ । তাশ্চ পৃথক্ নাদবিন্দুকলাভিঃ  
সাক্ষং মেলনপ্রকারৈরনন্তা ধারণা গুরুপদেশবশাদবগন্তব্যাঃ । ধারণানাং ফলম্  
আধারাদিচক্রষট্কে যথাক্রমে মতিস্থিতিবুদ্ধিপ্রজ্ঞামেধাপ্রতিভাসংবিজ্ঞপং দিগ্‌মাত্রং  
দর্শিতম্ । অধিকং তু সুভগোদয়ে চরণাগমে চ সপ্রপঞ্চং বহুধা প্রতিপাদিতং তত  
এবাবধারণ্যং গ্রন্থবিস্তরভয়ান্নোপবর্ণিতমিহেতি । অতএব কাশিদাসভগবৎপাদৈঃ  
কুলসময়মতভেদপ্রতিপাদকশ্লোকেন সকলজননীন্তোক্ত্রে কথিতম্ । যথা—

চতুস্পত্রান্তঃ ষড়্‌দলপুটভগান্ত্রিবলয়-

ক্ষুরদ্বিছাষ্মদ্বিছামণিনিষুতভ্রাতিলতে ।

ষড়্‌স্রং ভিষ্মাহুদৌ দশদলমথ দ্বাদশদলং

কলাস্রং চ দ্ব্যস্রং গতবতি নমস্তে গিরিসুতে ॥

অস্তার্থঃ—চতুস্পত্রং আধারকমলম্ অত্রঃ অস্তঃস্থিতং অন্তর্ভূতমিত্যর্থঃ যস্মিন্  
তৎ স্বাধিষ্ঠানমিতি বহুব্রীহিঃ, ন তু তৎপুরুষঃ, উত্তরস্ত পূর্ক্সস্মিন্নন্তর্ভাবাবোগাৎ ।  
“ষড়্‌স্রং ভিষ্মাহুদৌ” ইত্যুত্তরবাক্যানন্বয়াচ্চ বহুব্রীহিরেব । চতুস্পত্রান্তঃ তৎ ষড়্-  
দলং স্বাধিষ্ঠানং চ চতুস্পত্রান্তঃ ষড়্‌দলম্ । তস্ত পুটভগাঃ পুটোদ্রকাঃ সম্পুটোদ্রকাঃ  
তৎপ্রকৃতিকা ইতি বাবং, তে চ তে ভগাঃ ত্রিকোণানি । মণিপূরপ্রভৃতি-চতুস্ক্রান্ত  
মূলধারপ্রকৃতিকল্পস্তোক্ত্রাত্ তেবাং ত্রিকোণোদ্রকত্বম্ । “ত্রিকোণে বৈষ্ণবং স্লিষ্টং  
অষ্টারেহষ্টাদলাধুজম্” ইত্যত্র সম্যগ্‌নির্নীতম্ । পুটভগানাম্ অস্তঃ মধ্যো । ত্রিবলয়ং  
গ্রন্থিত্রয়ং স্বাধিষ্ঠানানাহতাজ্ঞাতেষু অগ্নিসূর্য্যচন্দ্রাশ্বকরুদ্রগ্রহবিষ্ণুগ্রহিত্রয়গ্রহি-  
পর্যায়েষু হিতমিত্যর্থঃ । তত্র ক্ষুরং ক্ষুরন্তী । “ত্রিয়াঃ পুংবস্তাষিতপুংস্কাদনঙ্‌ সমা-  
নাধিকরণে” ইত্যাদিনা পুংবস্তাবঃ । বিছ্যতঃ সৌদামিত্তাঃ বহুঃ অগ্নেঃ ছ্যামণেঃ  
সূর্য্যস্ত । নিষুতশব্দঃ অগ্নেয়াং সংখ্যাং লক্ষয়তি । তন্ত্বেবাত্তা বস্তাঃ সা, সা চ সা ছ্যাত্তি-  
লতা, নিত্য্য তটিল্লী হিরসৌদামিনীতি বাবং । তস্তাঃ সমুচ্চিঃ । আজ্ঞাচক্রান্তে ব্রহ্ম-



গ্রহিভেদনসময়ে বিদ্যারিবৃত্তাভা, স্বাধিষ্ঠানান্তে রুদ্রগ্রহিভেদনসময়ে বহিনিবৃত্তাভা, অনাহতচক্রান্তে বিষ্ণুগ্রহিভেদনসময়ে দ্যুমণিনিবৃত্তাভা ইতি বিবেকঃ। ষড়শং মূলধারপতিতং স্বাধিষ্ঠানম্ আদৌ তিষ্ঠা অথ তদনন্তরং দশদলং মণিপূরং তিষ্ঠা দ্বাদশদলম্ অনাহতচক্রং তিষ্ঠা কলাপ্রং বিমুক্তচক্রং তিষ্ঠা দ্ব্যশং আজ্ঞাচক্রং তিষ্ঠা গতবতী সহস্রকমলমিতি শেষঃ। হে গিরিসুতে! তে নমঃ।

অত্র চতুঃপাদং মূলধারং স্বাধিষ্ঠানে অন্তর্ভূতং কোলাঃ উপাসত ইতি প্রাগেব প্রতিপাদিতম্। সময়িনস্ত স্বাধিষ্ঠানং তিষ্ঠা মণিপূরং প্রবিষ্টায়াঃ দেব্যাঃ উপাসনং কুর্কন্তীতি সময়মতত্বং চ প্রতিপাদিতম্। অত্রৈদমুপলব্ধং—ষট্ কমলেষু মনঃষষ্ঠং ভূতপঞ্চকং তাদাছোनावতিষ্ঠতে। তচ্চ পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডরৌরৈক্যাহুসন্ধানমহিমা ষট্ কমলাহুসন্ধানমহিমা পঞ্চবিধসাম্যাহুসন্ধানমহিমা ষড়্ বিধৈক্যাহুসন্ধানমহিমা পিণ্ডাণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডবদবভাগত ইতি সর্কযোগশাস্ত্ররহস্যম্। অতএব যোগিনা চতুর্বিধৈক্যাহুসন্ধানং কর্তব্যমেব। তথা চ ক্রয়তে—

পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডরৌরৈক্যং লিঙ্গসুত্রান্বনোরপি।

স্বাপাব্যাকৃতরৌরৈক্যং ক্ষেত্রজপরমাত্মনোঃ ॥

অর্থঃ—পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডরৌরৈক্যং জ্ঞাতব্যম্। তদনন্তরং লিঙ্গাসুত্রান্বনোরৈক্যং অবগন্তব্যম্। লিঙ্গাত্মা লিঙ্গশরীরং একাদশেন্দ্রিয়গণঃ তন্মাত্রাপঞ্চকং ষোড়শকং লিঙ্গশরীরম্। সুত্রাত্মা ব্রহ্মাণ্ডাবচ্ছিন্নো বায়ুঃ লিঙ্গশরীরস্ত অর্চিরাতিমার্গপ্রাপকঃ। তরৌরৈক্যমবগন্তব্যম্। স্বাপাব্যাকৃতরোঃ—স্বাপঃ সুষুপ্ত্যবস্থাপন্নঃ সাক্ষী প্রাজ্ঞঃ অব্যাকৃতঃ অবিভাশবলিতং ব্রহ্ম তরৌরৈক্যম্। ক্ষেত্রজঃ জীবঃ, পরমাত্মা ব্রহ্ম-স্বরূপং, তরৌরৈক্যং জ্ঞাতব্যম্। এবং সস্ত্রপাররহস্যসংক্ষেপঃ। বিস্তরস্ত সূক্তভোদয়ে শারীরকে জ্ঞাতব্যঃ। অগ্নিন্ শ্লোকে সৌন্দর্য্যলহর্যাং যাবৎ প্রমেয়জাতং সমস্ত-সিদ্ধাস্তরহস্তেন কৌলসিদ্ধাস্তরহস্তেন চ প্রতিপাদিতমন্ত্রাভিঃ সংক্ষেপতঃ। তৎসর্কং সূক্তদৃশা মহাত্মভিরহুসঙ্কেয়মিতি সর্কমনবত্তম্ ॥ ১০০ ॥

ভগবতীশ্বর-তীর্থা-মন্ত্রানুবাদঃ।—ভগবতি, আপনার ভজনরত ব্যক্তি বাক্যপতিষ (পাণ্ডিত্য, কবিত্ব অথচ সরস্বতীভর্তৃষ) লাভ করিয়া ব্রহ্মার অমুরাপাত্র ও ঐশ্বর্য্যপতিষ (ঐশ্বর্য্য অথচ লক্ষ্মীপতিষ) লাভ করিয়া নারায়ণের অমুরাপাত্র হইয়া বিচরণ করেন, রমণীয় শরীর দ্বারা (সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া) রত্নের পাতিব্রত্যা শিথিল করিয়া থাকেন, অর্থাৎ রতি তাঁহাকে দেখিয়া মনন-ভ্রমে তাঁহার প্রতি অহরন্তা করেন। (ইহা সেই ভজনের ঐহিক ফল) এবং তিনি অবিভাবক জীব ও অবিভার যে সৎক, তাহা অগ্নীত করিয়া নিত্যদেহে জ্যোতিঃস্বরূপ পরমানন্দ

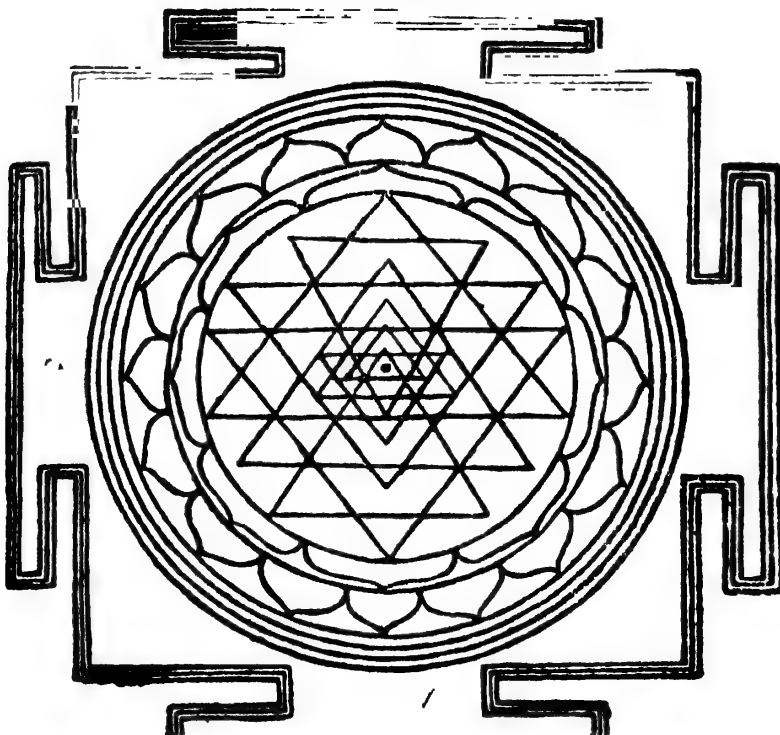
আশ্বাদন করিয়া থাকেন। নিত্যদেহ অর্থে স্থলদেহে দীর্ঘজীবন, স্থলদেহাবসানে  
স্থলশরীরের নিত্যত্ব। স্থলদেহ যত দিন থাকে, তত দিন তিনি জীবন্ত। পরে  
তাহার সাষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য, সাক্ষ্য বা সাব্যস্ত্য মুক্তিলাভ হয়। সাষ্টি  
প্রভৃতি চতুর্বিধ মুক্তিতে পুনরাবৃত্তি আছে, সাব্যস্ত্যই নিত্য। ভক্তনার ভেদে  
এই মুক্তিভেদ হইয়া থাকে। ষট্চক্রই ত্রিচক্ররূপে ধোর, ইহা পূর্বে কথিত  
হইয়াছে। ষট্চক্রভেদ-শিক্ষার্থী সমস্যাচার্য্যর প্রাথমিক সেবা মূল্যধার ও বাধিষ্ঠানে  
থাকিলেও তাহা প্রকৃত ভক্তনাস্থান নহে, ঐ দুই চক্র তামিস্র নামে অভিহিত।  
মণিপূর হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত চারচক্র ত্রিচক্রের যে এক এক অংশ, তন্মধ্যে  
মণিপূরে ভক্তনাসিদ্ধির ফল—সাষ্টি মুক্তি, অনাহত চক্রে ভক্তনাসিদ্ধির ফল—  
সালোক্য, বিত্ত্বিচক্রে ভক্তনাসিদ্ধির ফল—সামীপ্য, আজ্ঞাচক্রে ভক্তনাসিদ্ধির  
ফল—সাক্ষ্য। সমস্যাচার্য্যর প্রকৃত ভক্তনাস্থান—সহস্রার কমল, তথায় অবস্থিত  
চক্রমণ্ডল ও তন্মধ্যে ত্রিপুরসুন্দরীর ভক্তনার কথা পূর্বে কথিত হইয়াছে। সেই  
ভক্তনা সিদ্ধির ফল—সাব্যস্ত্যমুক্তি, তাহা হইতে আর বিচ্যুতি হয় না। শিবশক্তি  
মিলিত হইয়া যেন একটি কোটা। সাব্যস্ত্যমুক্তিপ্ৰাপ্ত ব্যক্তি সেই কোটার মধ্যে  
থাকিয়া অনন্তকাল কেবল পরমানন্দ ভোগ করেন। সাষ্টি-মুক্তি—দেবীনগরসমীপে  
নগরাস্তর নির্মাণ, তাহাতে বাস ও দেবী-সেবা। সালোক্য—দেবীনগরেই অবস্থিত  
পূর্ষক দেবী-সেবা। সামীপ্য—দেবীসমীপস্থ পরিজনবৎ সেবানন্দলাভ। সাক্ষ্য—  
দেবীর তুল্যরূপপ্রাপ্তি পূর্ষক পৃথক্ অবস্থিত হইয়া আনন্দলাভ। এই সাষ্টি  
প্রভৃতি চতুর্বিধ মুক্তি গৌণ।

মূল্যধার প্রভৃতি ষট্চক্রে ত্রিবিষ্টাযন্ত্ররূপে ধ্যান করিতে হয়। এই তাদাস্য-  
ধ্যানই নাদবিন্দুর ঐক্য। নাদ ত্রিচক্র (অর্থাৎ ত্রিবিষ্টাযন্ত্র), বিন্দু ষট্চক্র। ত্রিচক্র ও  
ষট্চক্রকে অভিন্নভাবে গ্রহণই নাদবিন্দুর ঐক্য। ত্রিচক্রে ত্রিকোণ, অষ্টকোণ, দশ-  
কোণত্ব, চতুর্দশ কোণ, শিবচক্র-চতুর্দশ, ব্রহ্মত্ব, তাহার বাহিরে চতুর্দশবৃত্ত ত্রুপ-  
ত্রয়, চতুর্দশে সোপান, এবং চতুর্দশবৃত্ত বৈন্দব স্থান—এইরূপে ত্রিচক্র রচনা হয়।  
চিত্র পরপৃষ্ঠায় দেখ। ষট্চক্রে ত্রিচক্র সম্পাদন করিবার প্রণালী, আধার অর্থাৎ  
মূল্যধারচক্র চতুর্দল, তাহার কর্ণিকাই ত্রিচক্রের ত্রিকোণ; বাধিষ্ঠান বড়দলপত্র,  
তাহার কর্ণিকাই ত্রিচক্রের অষ্টকোণ, মণিপূর দশদলপত্র, তাহার কর্ণিকা ত্রিচক্রের  
প্রথম দশকোণ, অনাহতচক্র দ্বাদশদলপত্র, তাহার কর্ণিকা ত্রিচক্রের দ্বিতীয়  
দশকোণ, বিত্ত্বিচক্র বোড়শদলপত্র, তাহার কর্ণিকা ত্রিচক্রের চতুর্দশ কোণ,  
শক্তিচক্রের ঐক্য এই পর্য্যন্ত। আজ্ঞাচক্র দ্বিদলপত্র, এক দিকে অষ্টকোণ ও

অপর দিকে ষোড়শকোণ—এই বিবিধ কর্ণিকা, অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রই শিবচক্র-চতুর্ভুজ। পূর্বোক্ত রুদ্রগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও ব্রহ্মগ্রন্থিই ত্রিবৃত্ত,—তদুপরি সহস্রদলকমল, তদীয় কর্ণিকাই ত্রীচক্রের সোপান-যুক্ত চতুর্দ্বারসম্বিত ভূপুরজয়। আর সেই কর্ণিকামধ্যে ত্রীচক্রের চতুর্দ্বারযুক্ত বৈন্দবস্থান। এই প্রকার ত্রীচক্র ও ষট্চক্রের ঐক্যধ্যানই নাদবিন্দুর ঐক্য।

সমস্যাচার্যী গুরু লক্ষ্মীধরের মত, কথিত নাদবিন্দুর ঐক্যের জ্ঞান আরও পাঁচটি ঐক্য আছে, সেই ষড়্বিধ ঐক্য ধারণাই ভগবতীর পূজা। পাঁচটি ঐক্য যথা—বিন্দুর সঙ্কিত কলার ঐক্য, নাদের সহিত কলার ঐক্য, কলার সহিত বিন্দুর ঐক্য,

ত্রীবিদ্যায়ত্তম্।



কলার সহিত নাদের ঐক্য, এবং ত্রীবিদ্যার সহিত পূর্বোক্ত সমুদয়ের ঐক্য। ষড়্বিধ ঐক্যধারণা সিদ্ধ হইলে মণিপুরচক্রে দশভূজা ভগবতী ত্রীবিদ্যার প্রত্যক্ষ দর্শন হয়।

একণে বিন্দু প্রভৃতির স্বরূপ কথিত হইতেছে।—বিন্দু, শিবের শক্তি (মূল প্রকৃতি) এক, তিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-হেতু, তিনি শিরঃস্থিত সহস্রদলকমল কর্ণিকামধ্যে অবস্থিত, ধ্যানে তাঁহার আকার চতুর্কোণ, তন্মধ্যে নাদরূপী শিবতত্ত্ব চৈতন্য। উক্ত পরামর্শক এক বিন্দুই অর্থাৎ মূল প্রকৃতিই দশপ্রকার স্বরূপ ধারণ করেন। তাহাই ষট্চক্র। মূলধারে চতুর্দল চারবিন্দু, সৃষ্টি হেতু—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার

এবং চিত্ত, (মনের বৃত্তি—সঙ্কল্প-বিকল্প, বুদ্ধির বৃত্তি—নিশ্চয়, অহঙ্কারের বৃত্তি—‘অহং’-বিষয়ক জ্ঞান, চিত্তের বৃত্তি—স্মরণ) স্বাধিষ্ঠানে ষড়্‌দল ছয় বিন্দু, কাম-ক্রোধাদি ষড়্‌রিপু,—সংহারহেতু এই দশবিন্দু, মণিপূরে দশদলরূপে স্থিত; অনাহতচক্রে ষাদশ দলের দশদল—মণিপূরের দশ বিন্দু এবং অপর দলদ্বয় মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠানস্বরূপ হওয়ায় তাহাও সেই সেই চক্রের দুইটি সমষ্টি বিন্দু; বিত্ত্বচক্রে ষোড়শ-দলের ষাদশ বিন্দু অনাহতচক্রের ত্রায় এবং অবশিষ্ট চারবিন্দু মূলাধার চতুর্দলের চারবিন্দু; আজ্ঞাচক্র দ্বিদল, তাহা মূলাধার স্বাধিষ্ঠান স্বরূপ; অতএব মণিপূর হইতে আজ্ঞা পর্য্যন্ত চারচক্রের উপাদান বা প্রকৃতি মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠান। (রুদ্রগ্রন্থি—তমোগুণের গ্রন্থি বলিয়া মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠান ঃ শুদ্ধ, মোহবহুল এই কারণে উপাসনার স্থান নহে। রুদ্রগ্রন্থির উর্দ্ধ চক্র উপাসনার আলম্বন, ইহা সমস্তাচারীর মত, কোলগণ মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠানকেই বিশেষভাবে আলম্বন করিয়া থাকেন)।

একই বিন্দুর এইরূপে দশধা ভেদ। কলা পঞ্চাশৎ মাতৃকবর্ণ। ষট্‌চক্রের দুই দুই চক্র অগ্নিধণ্ড, সূর্য্যধণ্ড এবং চন্দ্রধণ্ড নামে উক্ত। সর্ব্বনিম্নে অগ্নিধণ্ড, মধ্যে সূর্য্যধণ্ড, উর্দ্ধে চন্দ্রধণ্ড। এই চন্দ্রধণ্ডে ষোড়শ স্বর, সূর্য্যধণ্ডে স্পর্শবর্ণ, অগ্নিধণ্ডে অন্তঃস্থ বর্ণ ও হকারবর্জিত উষ্মবর্ণ, বৈশ্বানর স্থানে হকার ও দ্বিতীয় লকার (এই লকার বাঙ্গালায় ‘ড়’ আকারে পরিবর্তিত, শব্দশাস্ত্র ও তত্ত্বশাস্ত্রে ইহা দ্বিতীয় লকার, মহারাষ্ট্র নাগরাক্ষরে ইহার আকারভেদও দৃষ্ট হয়) ককার সর্ব্বত্র। কলা তিথিস্বরূপ, ত্রিপুরাসুন্দরীর নিত্যানারী অনুচরীরা কলাস্বরূপা। মূলমন্ত্র ত্রিকূট,—তাহাতে পঞ্চদশ অক্ষর, কলা সেই সেই অক্ষরস্বরূপা, সেই পঞ্চদশাক্ষর ত্রিধণ্ড; ত্রিধণ্ড চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপ; সোম সূর্য্য ও অগ্নি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রগ্রন্থিস্বরূপ; উক্ত গ্রন্থিত্রয় মন্ত্রস্থিত মারাবীজত্রয়স্বরূপ, ঐ মারাবীজ ভুবনেশ্বরী মন্ত্র, উহা ত্রিপুরাসুন্দরী মূলমন্ত্রের অন্তর্গত মূলমন্ত্র, ঐবিদ্যাবজ্রের নব চক্রের সহিত অভিন্ন, নব চক্র—দেহস্থ ষট্‌চক্র গ্রন্থিত্রয় এবং সহস্রদল কমলের সহিত অভিন্ন। এইরূপ ক্রমে যে অন্তঃস্থ বা তাদাত্ম্য ধ্যান, তাহাই কলানাদের ঐক্য। কলাকে প্রথম-আশ্রয় করিয়া সহস্রদলকমলস্থ নাদ পর্য্যন্ত ধ্যানে ঐক্যচিন্তা—কলার সহিত নাদের ঐক্য। আর নাদকে প্রথম আশ্রয় করিয়া অন্তঃস্থ কলা পর্য্যন্তের যে পূর্ব্বোক্ত-রূপে ঐক্যচিন্তা, তাহাই নাদের সহিত কলার ঐক্য। আরোহ-প্রণালী আশ্রয়ে ঐক্যচিন্তার ভেদ হেতু বিন্দুর সহিত কলার ঐক্য ও কলার সহিত বিন্দুর ঐক্য

পৃথকভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। কথিত পঞ্চবিধ ঐক্য—ত্রিবিজ্ঞান সহিত ঐক্য-সাধনা হইলে ষড়্‌বিধ ঐক্য হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ সাম্যসাধনা এবং এই ঐক্যসাধনার ফলে দেহ ও বিশ্বের একত্ব জ্ঞান, লিঙ্গশরীর (একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্ত্র) ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্থ বায়ুর একত্ব জ্ঞান, প্রাক্ত অর্থাৎ সুবৃণ্ডাবস্থাপহিত জীব ও ঈশ্বরের একত্বজ্ঞান ও সর্বক্কেত্রজ্ঞ পরমাখ্যার একত্বজ্ঞান—এইরূপ ক্রমে অর্ধৈক্যজ্ঞান হয়। তাহার ক্রম জ্ঞানাদি গুরুপদেশ ব্যতীত হয় না, এইরূপ কারণে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা হইতে বিরত হইলাম ॥ ১০০ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—সরস্বত্যা ইতি। বৃহত্ত্বজ্ঞানবান্ বৃহত্ত্বো জনঃ বিধিহরিসপত্নঃ সন্ সরস্বত্যা লক্ষ্ম্যা সহ বিহরতে বিধিহরিপ্রতিপক্ষমপি বৃহত্ত্বং সরস্বতী লক্ষ্মী চ ভজতে ইত্যর্থঃ। রম্যোণ বপুষা আশ্রয়ঃ সৌন্দর্যোণ রতেঃ পাতিব্রত্যাঃ শিখিলয়তি। ব্রহ্মাণ্ডে মম পতিঃ সুন্দর ইতি রত্যা নির্বন্ধং দূরীকরোতি। ভক্তঃ কিম্বৃতঃ? ক্ষয়িতপশুপাশব্যাতিকরঃ দূরীকৃতঃ অজ্ঞানরূপঃ পাশো যেন স তথা চিরং বহুকালং জীবন্তেব ব্রহ্মাভিধ্যং রসং রসয়তি আশ্রাদয়তি জীবন্তুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১০০ ॥

**অনুবাদ।**—জননি! যে সাধক ভক্তিপূর্বক তোমার উপাসনা করেন, তিনি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সপত্ন হইয়া সরস্বতী ও লক্ষ্মীর সহিত বিহার করিতে থাকেন অর্থাৎ তিনি সরস্বতী এবং লক্ষ্মীরও প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ তিনি স্বীয় সৌন্দর্য্য দ্বারা রত্নর পাতিব্রত্যাধর্ম্মও শিখিল করিয়া ফেলেন। ঈদৃশ সাধক চিরজীবী হইয়া অজ্ঞানপাশ উন্মোচন পূর্বক পরমব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে থাকেন ॥ ১০০ ॥

নিধে নিত্যস্নেহে নিরবধিগুণে নীতিনিপুণে,

নিরাবাটজ্ঞানে নিয়মপরিচিষ্টকনিলয়ে।

নিয়ত্যা নিম্মুক্তে নিখিলনিগমাস্তত্ত্বতপদে,

নিরাতঙ্কে নিত্যে নিগময় যমাপি স্তুতিমিমান্ ॥১০১॥ \*

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—নিধে ইতি। নিধীয়তে অগ্নিন্ বিশ্বমিতি বিশ্বাধারভূতে। নিত্যং প্রতিক্ষণং স্নেহমানন্দহাসঃ বস্তাঃ, হে নিত্যস্নেহে! নির্গতো-হবধিরিত্য গুণানাং বস্তাঃ। হে নীতৌ নিপুণে! বখোচিতনিগ্রহাহুগ্রহণয়ে! নিরাবাটমপরিমিতং জ্ঞানং বস্তাঃ, হে নিরাবাটজ্ঞানে! নিগময় যমাপি স্তুতিমিমান্ ॥১০১॥

চিন্তামেকং প্রধানং স্থানং যন্তাঃ । নিরতিঃ শুভাশুভং কৰ্ম তথা কৰ্মহীনে ! অপৰ্যাপ্ত-  
বেদান্তে স্তবং পদং স্থানং যন্তাঃ, হে নিখিলনিগমাস্তবতপদে ! নির্গতমাতঙ্কং ইদং  
কৰ্ত্তব্যমিদমকৰ্ত্তব্যমিতি চিন্তাচঞ্চল্যং যন্তাঃ, হে নিরাতঙ্কে ! হে নিত্যে ! ইমাং  
মমাপি স্ততিঃ নিগময় বেদবৎ কুরু । যথা বেদ-প্রমাণং তথা কুর্কিতার্থঃ ।  
নিশময় ইতি পঞ্চাননঃ ॥ ১০১ ॥

**অনুবাদ।**—জননি ! তুমি নিখিল জগতের আধারস্বরূপা । তুমি  
প্রতিক্ষণ আনন্দযুক্ত হস্ত করিতেছ । তোমার গুণের সীমা নাই । তুমি  
যথোচিত নিগ্রহানুগ্রহে সৰ্বদা নিরতা । তুমি অপরিমিত জ্ঞানসম্পন্না । তুমি  
যমনিয়মপরায়ণ জনগণের চিন্তে সৰ্বদা অবস্থান করিয়া থাক । তুমি কৰ্ম্মফলের  
অধীন নহ । নিখিল বেদান্তে নিরন্তর তোমার পদ স্তূয়মান হইয়া থাকে । তুমি  
আতঙ্কহীনা অর্থাৎ কৰ্ত্তব্য অকৰ্ত্তব্য চিন্তায় তুমি চঞ্চলা নহ । হে নিত্যানন্দময়ি !  
মংকৃত এই স্তোত্র বেদবৎ প্রামাণিক করিয়া দাও ॥ ১০১ ॥

প্রদীপজ্বালাভির্দিবসকরনীরাজনবিধিঃ,  
সুধাসূতেশ্চন্দ্রোপলজললবৈরর্ঘ্যরচনা ।  
স্বকীয়ৈরস্তোভিঃ সলিলনিধিসৌহিত্যজননং,  
ঋদীয়াভির্বাগুতিস্তব জননি বাচাং স্তুতিরিয়ম্ ॥ ১০২ ॥

**লক্ষ্মীধন-কৃত-টীকা।**—প্রদীপস্ত করদীপিকায়াঃ জ্বালাভিঃ কীলাভিঃ  
দিবসকরস্ত সূর্য্যস্ত নীরাজনবিধিঃ নীরাজনকৃত্যম্ । সুধাসূতেঃ চন্দ্রস্ত চন্দ্রোপল-  
জললবৈঃ চন্দ্রোপলানাং চন্দ্রকান্তানাং জললবৈঃ নিষ্যন্দৈঃ অর্ঘ্যরচনা । স্বকীয়ৈঃ  
আত্মসম্বন্ধিভিঃ । এতৎ স্বকীয়পদং প্রদীপজ্বালাভিরিত্যাদৌ ব্যত্যয়েনাথেতি  
স্বকীয়াভিরিতি । অস্তোভিঃ জলৈঃ সলিলনিধিসৌহিত্যকরণং সমুদ্রস্ত তৃপ্তিহেতুঃ  
তর্পণবিশেষঃ । ঋদীয়াভিঃ ঋতুংপরাভিঃ ঋদীয়াভিঃ বাগুতিঃ স্বংস্বরূপৈঃ বাক্যসন্দর্ভৈঃ  
স্ততিঃ স্তোত্রং তব ভবত্যাঃ জননি ! মাতঃ ! সবিদ্রীত্যর্থঃ বাচাং বাক্যপ্রপঞ্চস্ত  
স্ততিরিয়ম্ ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে বাচাং জননি ! যথা স্বকীয়াভিঃ প্রদীপজ্বালাভিঃ  
দিবসকরনীরাজনবিধিঃ, যথা স্বকীয়ৈশ্চন্দ্রোপলজললবৈঃ সুধাসূতেরর্ঘ্যরচনা ভবতি,  
যথা স্বকীয়ৈরস্তোভিঃ সলিলনিধিসৌহিত্যকরণং ভবতি তথা ঋদীয়াভিঃ বাগুতিরেব  
ভবয়ং স্ততিঃ ।

অত্র ইয়ং স্ততিরিতি বদ্য পূর্ব্বোক্তপ্রদীপজ্বালাদিবাক্যপ্রতিপাদিতার্থসাম্যপরাশ্রয়ঃ

তদা প্রতিবস্তুপমালঙ্কারঃ, উপমানোপমেয়য়োর্বস্তুপ্রতিবস্তুভাবেনাশ্রয়াৎ । যদা ইয়ং স্ততিরিত্তি স্বরূপমাত্রং পরামৃশ্যতে তদা ভিন্নবাক্যেণৈব বিশ্বপ্রতিবিশ্বাক্ষেপাৎ দৃষ্টান্তালঙ্কারঃ । এবং প্রতিবস্তুপমাদৃষ্টান্তালঙ্কারয়োঃ অধরভেদেন প্রতীয়মানত্বাৎ বাক্যদ্বয়শ্রবণাৎ সংসৃষ্টিরেবেতি ধ্যেয়ম্ ।

অগ্নিন্ সৌন্দর্যালহরীপ্লোকশতকে “সমানীতঃ পদ্ভ্যাং” \* ইতি “সমুদ্ভূতস্থলস্তন-ভরম্” † ইতি “নিধে নিত্যশ্চৈব” ‡ ইতি প্লোকত্রয়ং বর্ততে । তত্ত্ব ভগবৎ-পাদরচিতং ন ভবতি, কেনচিৎ প্রক্ষিপ্তমিতি ন ব্যাখ্যাতম্ । প্লোকশতকমেব ব্যাখ্যাতম্ ॥ ১০২ ॥

**অন্যতানন্দকৃত-টীকা।**—প্রদীপ ইতি । হে বাচাং জননি ! ইয়ং স্ততিস্বদৌগ্ধাভিকীর্ণাভিকীর্তিতা নাত্র মম কর্তৃত্বমিতি ভাবঃ । অত্র দৃষ্টান্তমাহ প্রদীপেত্যাদি । যথা প্রদীপজ্বালাভির্দ্বিবসকরশ্চ নির্দগ্ধনবিধিঃ বিশ্বব্যাপকস্তেজসা স্বল্পতেজোহুভবিষ্যতীত্যর্থঃ । যথা সুধাসিক্কোচস্ত্রস্ত চন্দ্রোপলচন্দ্রকাস্তমণিবিশেষঃ । তন্মাদৃশদমৃতং অবতি তদমৃতেনার্ধ্যরচনা । যথা স্বকীয়ৈরন্তোভিঃ সমুদ্রোখিত-বারিভিঃ সলিলনিধেঃ সৌহিত্যকরণং প্রীতিজননমিত্যর্থঃ ॥ ১০২ ॥

**অনুবাদ।**—হে ব্রহ্মাণ্ডজননি ! যিনি স্বীয় তেজঃসমূহ দ্বারা জগন্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, তাদৃশ দিবাকরকে সামান্ত দীপশিখা দ্বারা নীরাজিত করা যেরূপ, সুধাসিক্ক চন্দ্রের পূজার নিমিত্ত চন্দ্রকাস্তমণি-নিঃসৃত অমৃত-বিন্দু দ্বারা অর্ঘ্যরচনা করা যেরূপ এবং সমুদ্র-সলিল দ্বারা সমুদ্রের তর্পণ করা যেরূপ, তুমি বাক্যসমুদায়ের জননী বলিয়া আমি তোমার বাক্য দ্বারাই সেইরূপ তোমার স্তব করিলাম । ইহাতে আমার কোন কর্তৃত্বই নাই ॥ ১০২ ॥

মঞ্জীরশোভিচরণং বলিশোভিমধ্যং,

হারাভিরামকুচমশ্চুরুহায়তাক্ষম্ ।

লীলাত্নকং হিমমহীধরকন্ডকাখ্যং

জ্ঞানপ্রদীপমিমমীশ্বরদীপদীপ্তম্ ॥ ১০৩ ॥ ৩

**অন্যতানন্দকৃত-টীকা।**—মঞ্জীরেত্যাদি । হিমমহীধরকন্ডকা

\* অয়ং “অরাগা কেশেযু” ইত্যনন্তরং পঠ্যতে । অচ্যুতানন্দেনাপ্যত্র নোল্লিখিতঃ ।

† অয়ং “গিরামাহঃ” ইত্যনন্তরং পঠ্যতে ।

‡ অয়ং “সরস্বত্যা” ইত্যনন্তরং পঠ্যতে ।

¶ অয়ং প্লোকে লক্ষ্মীধরেন নোল্লিখিতোৎপি । অত্র ‘দীপদীপ্তম্’ ইত্যত্র ‘বর্ত্তিমীড়ে’ ইতি পঠ্যঃ সমীচীনঃ ।



আখ্যা যন্ত তঃ জ্ঞানপ্রদীপঃ জ্ঞানময়ঃ দীপম্ অহমীড়ে ইত্যাচ্যমানক্রিয়া ভাবান্তর-  
প্রবিষ্টা। কিন্তু তং তম্? ঈশ্বরদীপদীপ্তম্ ঈশ্বররূপেণ দীপেন বর্ত্তা প্রকাশীভূতম্ ॥১০৩॥

**অনুবাদ।**—যাঁহার পদযুগল মণিময় নূপুরে শোভা পাইতেছে, যাঁহার  
মধ্যদেশে ত্রিবলি দ্বারা বিশোভিত, যাঁহার স্তনতট হারাবলি দ্বারা অপরূপ রূপ  
ধারণ করিয়াছে, যাঁহার নয়নত্রয় বিকসিত কমলদলের স্তায় আগ্রত, যিনি লীলা-  
ময়ী, তাদৃশ হিমালয়কক্কাকারূপ যে জ্ঞানপ্রদীপ ঈশ্বররূপ বস্তি দ্বারা নিরন্তর  
প্রকাশীভূত রহিয়াছেন, আমি তাঁহার স্তব করিতেছি ॥ ১০৩ ॥

ইথং শঙ্করমূর্ত্তিনা ভগবতা বাগ্‌দেবতাসিদ্ধুনা,

শ্রীসৌন্দর্য্যস্থানদীপ্ততিরিয়ং কুপ্তা বিচিত্রা গুণৈঃ ।

আবৃত্তা ধৃতশক্তিভির্দশশতাবৃত্ত্যা নবৈঃ সাধকৈ-

স্তান্ কুব্বীত কবীন্ নরেন্দ্রমুকুটীসংঘৃষ্টপাদাম্বুজান্ ॥১০৪॥\*

ইতি আনন্দলহরী সমাপ্তা ॥

ইতি শ্রীলোলকুলসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকভ্রমরাধিকাবরপ্রসাদসমুল্লসিতমহাসারস্বতভট্ট-  
লোলপতিগ্রন্থবিবরণকর্ত্তৃশ্রীমহোপাধ্যায়মহাদেবাচার্য্যসম্বন্ধে সাহিত্যপারিজাতস্বতি-  
কল্পতরুপ্রবন্ধপ্রবন্ধ-লক্ষ্মীধরার্থাঘর্ঠেন ভরতার্ণবপোতাখ্যাসাহিত্যমীমাংসাগ্রন্থদ্বয়প্রণেতৃ-  
বিরিক্ষিমিশ্রপঞ্চমেন মীমাংসাধ্বজীবাভূনির্মাতৃপুরুষোত্তমমহোপাধ্যায়প্রনপ্তা। প্রাভা-  
করামৃতবাহিনীপ্রভাবলীখণ্ডনাথেনকপ্রবন্ধসন্দর্ভ-প্রবর্ত্তকবিবিধবিরুদ্ধপদমহোপাধ্যায়-  
লক্ষ্মণার্থ্যপৌত্রেণ নয়ববেকদীপিকাপ্রবন্ধ-সংবিধাত্মমহোপাধ্যায়বিষয়সার্কভোগনূতন-  
বাসাথেনকবিরুদ্ধাক্ত-শ্রীবিখনাথভট্টারকতনয়েন অধীতদশশতনয়েন পার্শ্বতীর্গত-  
শুক্রিমুক্তারত্নেন বহুকৃতকৃতধী চিরত্নেন লোলকুলকলশাষুধিসুধাংগুনা যশঃপ্রাংগুনা  
হরিতগোত্রিকল্পশাধিনা আপস্তম্বশাধিনা ষড়্‌দর্শনৌপারদশ্বনা প্রতিপক্ষবৃক্ষব্রাহ্মাত-  
রিখনা ভ্রমরাধিকাপ্রসাদসমাসাদিতপ্রতিভাবিশেষেণ ভূবি শেষেণ নিখিলবামল-  
তজ্জার্ণবাবগাহনরুদ্রেণ আশ্রয়ীকৃতগজপতিবীররুদ্রেণ নীলগিরিসুন্দরচরণাবিন্দ-  
চক্ররীকেণ বাণীমহচরীকেণ সরস্বতীবীলাসাত্ত্বনেকস্বতিনিবন্ধন-লক্ষ্মীধরাত্ত্বনেক-  
সাহিত্যানিবন্ধন-নয়ববেকভূষণাত্ত্বনেকগুরুমতিনিবন্ধন-যোগদীপিকাাত্ত্বনেকপাতঞ্জল-মত-  
নিবন্ধন-মহানিবন্ধনাখ্যমানবদর্শনশাস্ত্রটীকা-কর্ণাবতংসবর্হাবতংসাত্ত্বনেক-কাব্যকল্পকেন  
আশ্রিতজনকল্পকেন নিগ্রহানুগ্রহকৌশিকেন শ্রীমহোপাধ্যায়লক্ষ্মীধর-দেশিকেন  
রুতেষ্য লক্ষ্মীধরাখ্যা সৌন্দর্য্যলহরীস্ততিব্যাখ্যা; অনয়া সম্বৃষ্টা ভবতু ভগবতী ভবানী ।

\* ১০৩।১০৪ স্লোকৌ লক্ষ্মীধরেন ত্যক্তৌ ।



অম্মদীর্ঘানাং লক্ষ্মীধরাচার্য্যাণাং পঞ্চম্—

বয়মিহ পদবিজ্ঞাং তত্ত্বমাদীক্ষকৌং বা,  
যদি পথি বিপথে বা বর্ত্তয়ামঃ স পন্থাঃ ।  
উদয়তি দিশি যন্তাং ভানুমান্ সৈব পূর্বা,  
ন হি তরণিরুদীতে দিক্‌পরাধীনবৃত্তিঃ ॥  
সায়ং সম্ভুল্লমল্লী-সুমম্বরভিসুধামাধুরী-সাধুরীতি-  
প্রেম্যংপুঙ্খাপুঙ্খফুরদমরসরিদ্বীচিবাচালবাচঃ ।  
লোললীলক্ষণাখ্যো গুণমণিজলধিভাসতে ভূম্বরালী-  
কেলী-নালীক-পালী-দশশতকিরণো বিহ্বদগ্রেসম্মোহসৌ ॥

যন্ত সপ্তমঃ—যঃ কর্ণটিবস্মকরাধিপমহাস্থানে সুবর্ণায়িতো  
যো বিহ্বলিকষায়িতো নৃপগৃহে বেমাখ্যপৃথ্বীশিতুঃ ।  
ত্রীমল্লোলটভট্টশিষ্য ইতি যো লোল্লাখ্যয়া শ্রয়তে  
ত্রীশেষাষ্মশেখরঃ স হি মহাদেবো বিপশ্চিন্মহান্ ॥

তন্তোক্তিঃ—নিকষায়িতুমীহে বা সুবর্ণায়িতুমেব বা ।  
সুবর্ণায়িতুমেবেহে নিকষো ন হুলঙ্ঘিয়া ॥  
তর্কশূকৃতবাবদুকনিচয়ং বাদিস্বমাস্তাং মম  
ব্যাখ্যাত্ত্বমুদারশিষ্যানিবহল্লাঘ্যং তথা তিষ্ঠতু ।  
স্বর্লোক-চাবমান-সিদ্ধ-তটিনী-কল্লোলসল্লাপিনা-  
ম্লানসা বচসাং ন কস্ত মনসাং মৎকান্চমৎকারিণঃ ॥  
গতোহয়ং শঙ্করাচার্য্যো বীরমাহেশ্বরো গতঃ ।  
ষট্‌চক্রভেদনে কো বা জানীতে মৎপরিশ্রমম্ ॥

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ ।

অন্যানন্দকৃত-টীকা ।—ইখমিত্যাदि । সুগমম্ ॥ ১০৪ ॥

ইতি আনন্দলহরীস্তোত্রটীকা ।

অনুবাদ ।—এই প্রকার বাগ্‌দেবতাসিদ্ধ শঙ্করাবতার ভগবান্ শঙ্কর কর্তৃক  
বিচিত্ররূপে গ্রথিত ত্রীসৌন্দর্য্য-সুধানদীরূপ এই স্তোত্র, ধৃতশক্তি তরুণ সাধকগণ  
সহস্রবার পাঠ করিলে নরেন্দ্রগণসেবিত শ্রেষ্ঠ কবি হইতে পারেন ॥ ১০৪ ॥

আনন্দলহরী সমাপ্ত ।

## নিরঞ্জনাক্ষক-স্তোত্র

স্থানং ন মানং ন চ নাদ-বিন্দু-রূপং ন রেখা ন চ ধাতু-বর্ণম্ ।  
দ্রষ্টা ন দৃশ্যং শ্রবণং ন শ্রাব্যং, \* তস্মৈ নমো ব্রহ্ম-নিরঞ্জনায় ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি স্থান নহেন, বাহার পরিমাণ (সীমা) নাই, যিনি নাদ ও বিন্দু নহেন, যিনি রূপ নহেন, রেখা নহেন, ধাতু ও বর্ণ নহেন, দর্শক ও দর্শনীয় নহেন, শ্রবণেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহেন, সেই নিরঞ্জন ব্রহ্মকে নমস্কার ॥ ১ ॥

বৃক্ষো ন মূলং ন চ বীজকূলং, শাখা ন পত্রং ন চ বল্লিপল্লবম্ ।  
পুষ্পং ন গন্ধো ন ফলং ন ছায়া, তস্মৈ নমো ব্রহ্ম-নিরঞ্জনায় ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি বৃক্ষ নহেন, বৃক্ষের মূল ও বীজকূপ নহেন, শাখা ও পত্র নহেন, লতা ও পল্লব নহেন, যিনি পুষ্প ও গন্ধ নহেন, ফল নহেন, ছায়া নহেন, সেই নিরঞ্জন ব্রহ্মকে নমস্কার ॥ ২ ॥

বেদো ন শাস্ত্রং ন চ শৌচ-সঙ্কেত,

যজ্ঞো ন জাপ্যং † ন চ ধান-ধেয়ম্ । ‡

হোমো ন যজ্ঞো ন চ দেবপূজা,

তস্মৈ নমো ব্রহ্ম-নিরঞ্জনায় ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি বেদ নহেন, শাস্ত্র ( ধর্মশাস্ত্র ) নহেন, শৌচ (পবিত্রতা) নহেন, সন্ধ্যা নহেন, যিনি যজ্ঞ নহেন, জাপ্য নহেন, যিনি আধার নহেন, আধারে স্থাপনীয় নহেন, যিনি হোম নহেন, যজ্ঞ নহেন এবং দেবপূজা নহেন, সেই নিরঞ্জন ব্রহ্মকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

অধো ন চোর্দ্ধিঃ ন শিবো ন শক্তিঃ, পুমান্ ন নারী ন চ লিঙ্গমুত্তিঃ ।  
ব্রহ্মা ন বিষ্ণুর্ন চ দেবরুদ্রস্তস্মৈ নমো ব্রহ্ম-নিরঞ্জনায় ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি নিম্ন নহেন, উর্দ্ধদিক নহেন, শিব নহেন, শক্তিও

---

\* 'শব্দঃ' পাঠ হইলে ছন্দোদোষ হয় না ।

† 'যজ্ঞা' পাঠান্তর ।

‡ 'ধান-ধেয়ম্' স-দোষ পাঠান্তর ।

নহেন, পুরুষ নহেন, নারীও নহেন, যিনি লিঙ্গমূর্ত্তি নহেন, যিনি ব্রহ্মা নহেন,  
বিষ্ণু নহেন, রুদ্রদেবও নহেন, সেই নিরঞ্জন ব্রহ্মকে নমস্কার ॥ ৪ ॥

অথগু-থগুং ন চ দগু-দগুং, কালোহপি জীবো ন গুরুর্ন শিষ্যঃ ।  
গ্রহা ন তারা ন চ মেঘমালা, তস্মৈ নমো ব্রহ্ম-নিরঞ্জনায় ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—যিনি অথগু বা থগু নহেন, দগু নহেন, যিনি দণ্ডের  
যোগ্যও নহেন, যিনি কাল (সময়) নহেন, যিনি জীব নহেন, গুরু ও শিষ্য  
নহেন, যিনি গ্রহ, তারা ও মেঘমালা নহেন, সেই নিরঞ্জন ব্রহ্মকে নমস্কার ॥ ৫ ॥

শ্বেতং ন পীতং ন চ রক্তরেতো, হৈমং ন রৌপ্যং ন চ বর্ণবর্ণম্ ।  
চন্দ্রার্কবহ্নে রুদয়ো ন চাস্তং, তস্মৈ নমো ব্রহ্ম-নিরঞ্জনায় ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—যিনি শ্বেত নহেন, পীত নহেন, যিনি রক্ত বা রেতঃ  
নহেন, স্বর্ণময় নহেন, রক্তত নহেন, যিনি চতুর্কর্ণ বা বশঃ নহেন, যিনি চন্দ্র  
সূর্য্য ও অগ্নির উদয় বা তিরোভাব নহেন, সেই নিরঞ্জন ব্রহ্মকে নমস্কার ॥ ৬ ॥

স্বর্গে ন মর্ত্তে নগরে ন সত্রে, জাতেরতীতং ন চ ভেদভিন্নম্ ।  
নাহং ন তত্ত্বং ন পৃথক্ পৃথক্ভাৎ, তস্মৈ নমো ব্রহ্ম-নিরঞ্জনায় ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।**—যিনি স্বর্গে নহেন, পৃথিবীতে নহেন, নগরে নহেন, সত্র-  
স্থানে নহেন, যিনি জন্মের অতীত, যিনি ভেদ ও ভিন্ন নহেন, অহং নহেন, তৎ  
নহেন, অং নহেন, যিনি পৃথক্ হইতে পৃথক্ নহেন, সেই নিরঞ্জন ব্রহ্মকে  
নমস্কার ॥ ৭ ॥

গন্তীর-ধীরং ন ঘনং ন শূন্যং, \* সংসারসারং ন চ পাপপুণ্যম্ ।  
ব্যক্তং ন চাব্যক্তম-ভেদভিন্নং, তস্মৈ নমো ব্রহ্ম-নিরঞ্জনায় ॥ ৮ ॥

ইতি নিরঞ্জনাক্ষকং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ।**—যিনি গন্তীর নহেন, ধীর নহেন, ঘন নহেন, শূন্য  
নহেন, যিনি সংসারের সার, যিনি পাপ নহেন, পুণ্যও নহেন, যিনি ব্যক্ত নহেন,  
অব্যক্ত অব্যক্তও নহেন, সেই নির্বিণ্ণেব নিরঞ্জন ব্রহ্মকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

নিরঞ্জনাক্ষক-স্তোত্র সম্পূর্ণ ।

ত্ৰীত্ৰিহাৰকানাথো জয়তি ।

# শঙ্কৰাচাৰ্য-গ্রন্থমালা

## অনুমতি বা আদেশ ভাগ

### পশ্চিমায় ।

অথ দ্বারকাপুৰুষাং প্ৰতিষ্ঠিতঃ

শাৰদামঠান্নায়ঃ ।

প্ৰথমঃ পশ্চিমায়ঃ শাৰদা মঠ উচ্যতে ।

কীটবারঃ সম্প্ৰদায়স্তস্য তীৰ্থাশ্ৰমৌ পদে ॥ ১ ॥ \*

**অনুবাদ ।**—দ্বারকা নগৰীতে ভগবান্ শঙ্কৰাচাৰ্য্যেৰ প্ৰতিষ্ঠিত শাৰদা-মঠান্নায় কথিত হইতেছে । শাৰদা-মঠান্নায় শব্দেৰ অৰ্থ—শাৰদা-মঠ সম্পৰ্কে অনু-শাসন । প্ৰথম এবং পশ্চিমায় শাৰদা-মঠ নামে প্ৰসিদ্ধ । সম্প্ৰদায়েৰ নাম কীটবার, ( সন্ন্যাসীৰ ) উপাধি তীৰ্থ ও আশ্ৰম । ( এখানে পশ্চিমায় শব্দেৰ অৰ্থ—সিদ্ধ সৌবীৰ প্ৰভৃতি পশ্চিম দেশেৰ ধৰ্ম্মানুশাসন যথা হইতে প্ৰবৰ্ত্তিত হয়, সেই মঠ ) ॥১॥

দ্বারকাখ্যং হি ক্ষেত্ৰং শ্ৰাদ্ধেবঃ সিদ্ধেশ্বৰঃ স্মৃতঃ ।

ভদ্ৰকালী তু দেবী শ্ৰাদ্ধাচাৰ্য্যো বিশ্বৰূপকঃ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—ক্ষেত্ৰ ( স্থান ) দ্বারকা, দেবতাৰ নাম সিদ্ধেশ্বৰ, দেবী ভদ্ৰকালী, ( প্ৰথম ) আচাৰ্য্য বিশ্বৰূপ । ( বিশ্বৰূপেৰ নামান্তৰ সুরেশ্বৰ ) ॥ ২ ॥

গোমতী তীৰ্থমমলং ব্ৰহ্মচাৰী স্বৰূপকঃ ।

সামবেদস্য বক্তা চ তত্র ধৰ্ম্মং সমাচরেৎ ॥ ৩ ॥

জীবাৰু-পৰমাত্মৈক্যবোধো যত্র ভবিষ্যতি ।

তত্ত্বমসি মহাবাক্যং গোত্ৰেহত্ৰিগত উচ্যতে ॥ ৪ ॥ †

**অনুবাদ ।**—গোমতী নিৰ্গলতীৰ্থ, ( প্ৰথম ) ব্ৰহ্মচাৰীৰ নাম স্বৰূপ, তিনি

\* 'তীৰ্থাশ্ৰমৈঃ শুভৈঃ' পাঠও দৃষ্ট হয় ।

† 'গোত্ৰোহত্ৰিগত' উচ্যতে । ইহা প্ৰসিদ্ধ পাঠ কিন্তু অশুদ্ধ ।

সামবেদ-বক্তা ও তন্নির্দিষ্ট ধর্ম্ম আচরণ করিবেন, যাহাতে জীবাত্মা ও পরমাশ্রম একত্ব বোধ হইবে। তত্বমসি মহাবাক্য, ‘অত্রি’ নাম প্রাপ্ত গোত্রে স্থিতি (প্রথম ব্রহ্মচারীর গোত্র হইতেই মঠের গোত্র নির্দেশ হইয়াছে), ইহা কথিত হয় ॥ ৩-৪ ॥

সিন্ধু-সৌবীর-সৌরাষ্ট্র-মহারাত্রী-সুখান্তরাঃ ।

দেশাঃ পশ্চিমদিক্স্থা যে শারদামঠভাগিনঃ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিম দিক্স্থ যে সব অন্তর দেশ—সমস্তই শারদামঠের ভাগে অবস্থিত। অর্থাৎ শারদামঠের যিনি আচার্য্য, তত্বনির্দিষ্ট ধর্ম্মমর্যাদা পালনে ঐ সকল দেশবাসী বাধ্য থাকিবেন, আচার্য্যও তাঁহাদিগের ধর্ম্মাচরণে অবহিত থাকিবেন ॥ ৫ ॥

ত্রিবেণীসঙ্গমে তীর্থে তত্বমস্যা দিলক্ষণে ।

জ্ঞায়াৎ তত্ত্বার্থভাবেন তীর্থনামা স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—তত্বমসি—তৎ (১) ত্বং (২) অসি (৩) ত্রিপদরূপ ত্রিবেণীসঙ্গম তীর্থে তত্ত্বার্থভাব সহ জ্ঞান যিনি করিবেন, তাঁহার নাম তীর্থ ॥ ৬ ॥

আশ্রমগ্রহণে প্রৌঢ় আশা-পাশ-বিবর্জিতঃ ।

যাতায়াতবিনিমুক্ত এষ আশ্রম উচ্যতে ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।**—আশাবন্ধন-বিবর্জিত হওয়ায় যিনি আশ্রম (সন্ন্যাসাশ্রম) গ্রহণে সামর্থ্যযুক্ত এবং যাতায়াত অর্থাৎ সংসারে গমনাগমন হইতে মুক্ত, তিনি আশ্রম নামে কথিত হয়েন। (বিশেষণ মধ্যে, তীর্থ এবং আশ্রমের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এই হেতু তীর্থ ও আশ্রম সংজ্ঞা, ইহাই ভাবার্থ। বিশেষ কথা এই যে, তীর্থ ও আশ্রম এই দুই উপাধি এই মঠাচার্য্যগণের শিষ্যপরম্পরায় হইয়া থাকে। এখন শারদামঠের আচার এই যে, একজন আচার্য্য—তীর্থ ও তৎপরবর্তী আচার্য্য—আশ্রম উপাধিধারী হইয়া থাকেন, এই ক্রমে আচার্য্যপরম্পরা চলিতেছে) ॥ ৭ ॥

কীটাদয়ো বিশেষণ বার্য্যন্তে জীবজন্তবঃ ।

ভূতানুকম্পয়া নিত্যং কীটবারঃ স উচ্যতে ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ।**—সর্বভূতে করুণাবশতঃ, (কীটাদিও নিহত না হয় এই ভাবে) কীটাদি অপসারণ করেন বলিয়া এই সম্প্রদায়ের নাম কীটবার ॥ ৮ ॥

স্ব-স্বরূপং বিজানাতি স্বধর্মপরিপালকঃ ।

স্বানন্দে ক্রীড়িতো নিত্যং স্বরূপো বটুরূচ্যতে ॥ ৯ ॥

ইতি শারদামঠান্নায়ঃ ।

**অনুবাদ।**—(স্বং রূপয়তি,—স্বম্ আত্মানং স্বং স্বীয়ং ধর্মং স্বং নিজানন্দকঃ ;—এইরূপ ব্যাপ্তি অহুসারে ব্যাখ্যা হইতেছে) যিনি স্বকে—আত্ম-স্বরূপকে জানেন, যিনি স্বীয়—আপনার বস্তু অর্থাৎ স্বধর্মপালন করেন, যিনি স্ব-আনন্দে ব্রহ্মানন্দে ক্রীড়ারত, সেই ব্রহ্মচারী ‘স্বরূপ’ নামে কথিত ॥ ৯ ॥

ইতি শারদামঠান্নায়ঃ ।

ত্রীত্রীজগন্নাথো জয়তি ।

অথ ত্রীজগন্নাথপূর্য্যাং প্রতিষ্ঠিতো

গোবর্দ্ধনমঠান্নায়ঃ ।

পূর্বান্নায়ো দ্বিতীয়ঃ শ্রাদ্ গোবর্দ্ধনমঠঃ শ্রুতঃ ।

ভোগবারঃ সম্প্রদায়ো বনারণ্যে পদে শ্রুতে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—দ্বিতীয়, পূর্বান্নায় গোবর্দ্ধনমঠ নামে প্রসিদ্ধ। (পূর্বদেশের ধর্ম্মানুশাসন যে মঠ হইতে প্রদেয়, তাহা—পূর্বান্নায়,—এইরূপ পরবর্ত্তী উত্তরান্নায় ও দক্ষিণান্নায় শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে)। (এই মঠের) সম্প্রদায় ভোগবার, (সন্ন্যাসীর) পদবী বন ও অরণ্য ॥ ১ ॥

পুরুষোত্তমস্তু ক্ষেত্রং শ্রাজ্ জগন্নাথোহস্য দেবতা ।

বিমলাখ্যা হি দেবী শ্রাদাচার্য্যঃ পদ্মপাদকঃ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—এই মঠের ক্ষেত্র পুরুষোত্তম—ত্রী৮পরীধাম, ক্ষেত্রের দেবতা ত্রীত্রীজগন্নাথ, দেবী ত্রীত্রীবিমলা, এবং (প্রথম) আচার্য্য পদ্মপাদ ॥ ২ ॥

তীর্থং মহোদধিঃ প্রোক্তং ব্রহ্মচারী প্রকাশকঃ ।

মহাবাক্যঞ্চ তত্র শ্রাৎ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম চোচ্যতে ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—মহাসমুদ্র—তীর্থ; (প্রথম) ব্রহ্মচারীর নাম প্রকাশক বা প্রকাশ। সেখানে ‘প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম’ মহাবাক্যরূপে কথিত হয় ॥ ৩ ॥

ঋগ্বেদপঠনকৈব কশ্যপো গোত্র- \* মুচ্যতে ।

অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাশ্চ মগধোৎকলবর্করাঃ ॥ ৪ ॥

গোড়াঃ স্কন্ধাশ্চ পৌণ্ড্রাশ্চ লৌহিত্যাতিসমস্থিতাঃ ।

গোবর্দ্ধনমঠাধীনা দেশাঃ প্রাচীব্যবস্থিতাঃ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—ঋগ্বেদ পঠিত হয়, গোত্র কশ্যপ । অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, উৎকল, বর্কর, গোড়া, স্কন্ধ, পৌণ্ড্র এবং লৌহিত্য ( ব্রহ্মপুত্রতীর ) প্রভৃতি পূর্ব-বিভাগস্থ দেশসমূহ গোবর্দ্ধন মঠের অধীন ॥ ৪-৫ ॥

সুরম্যে নির্জনে স্থানে বনে বাসং করোতি যঃ ।

আশাবন্ধবিন্ধুক্তো বননামা স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—সুরম্য—সাধকের চিত্তের অমুকুল—এবং নির্জন স্থানস্বরূপ বনে যিনি বাস করেন এবং আশা ও আসক্তি ধাহার নাই—তাহার ( সেই সন্ন্যাসাশ্রমীর ) নাম ‘বন’ ( বনবাস হেতু ‘বন’ উপাধি ) ॥ ৬ ॥

অরণ্যে সংস্থিতো নিত্যমানন্দে নন্দনে বনে ।

তাত্ত্বা সর্বমিদং বিশ্বমরণ্যং পরিকীৰ্ত্ত্যতে ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি এই সমস্ত বিশ্ব ভাগ করিয়া অরণ্যে নন্দনবন সদৃশ আনন্দজনক ভাবে সদা অবস্থান করেন, তিনি ‘অরণ্য’ নামে কীর্ত্তিত হয়েন ; ( অরণ্যবাস হেতু ‘অরণ্য’ উপাধি ) ॥ ৭ ॥

ভোগো বিষয় ইতু্যক্তো বার্য্যতে যেন জীবিনাম্ ।

সম্প্রদায়ো যতীনাঞ্চ ভোগবারঃ স উচ্যতে ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—বিষয়েরই নাম ভোগ অর্থাৎ ভোগ্য, জীবগণের ভোগনিবারণ ধাহার দ্বারা হয়, সেই যতি-সম্প্রদায় ‘ভোগবার’ নামে কথিত ॥ ৮ ॥

স্বয়ং জ্যোতির্বিজানাতি যোগযুক্তিবিশারদঃ ।

তত্ত্বজ্ঞানপ্রকাশেন তেন প্রোক্তঃ প্রকাশকঃ ॥ ৯ ॥

ইতি গোবর্দ্ধনমঠান্নায়ঃ ।

**অনুবাদ ।**—যিনি যোগ-বিশারদ ও বিচারকুশল হইয়া স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে জানেন, সেই তত্ত্বজ্ঞান স্বর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ প্রকাশের অস্তিত্ব হেতু ( ব্রহ্মচারী ) ‘প্রকাশক’ নামে খ্যাত ॥ ৯ ॥

ইতি গোবর্দ্ধন মঠান্নায় সমাপ্ত ।

শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণো জয়তি ।

অথ জ্যোতির্ধান্নি প্রতিষ্ঠিতো

জ্যোতির্মঠায়ঃ

তীয়স্তৃত্রায়ো জ্যোতির্নাম মঠো ভবেৎ  
শ্রীমঠশ্চেতি বা তস্য নামান্তরমুদীরিতম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ ।—তৃতীয় উত্তরায়, ‘জ্যোতির্মঠ’ \* ইহার নাম । অথবা  
তহার নামান্তর শ্রীমঠ ॥ ১ ॥

আনন্দবারো বিজ্ঞেয়ঃ সম্প্রদায়োহস্ম সিদ্ধিদঃ ।  
পদানি তস্য খ্যাতানি গিরি-পর্বত-সাগরাঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ।—এ স্থানের সম্প্রদায় সিদ্ধিপ্রদানে সমর্থ, নাম আনন্দবার ।  
এই মঠের পদবী,—গিরি, পর্বত ও সাগর ॥ ২ ॥

বদরীশাশ্রমঃ ক্ষেত্রং দেবো নারায়ণঃ স্মৃতঃ ।  
পূর্ণাগিরী চ দেবী স্মাদাচার্য্যস্তোটকঃ স্মৃতঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ।—ক্ষেত্র বদরীনারায়ণ-ধাম, দেবতা স্বয়ং বদরীনারায়ণ, দেবী  
পূর্ণাগিরী । ( প্রথম ) আচার্য্য তোটক ॥ ৩ ॥

তীর্থকালকনন্দাখ্যং হানন্দো ব্রহ্মচার্য্যভূৎ ।  
অয়মাত্মা ব্রহ্ম চেতি মহাবাক্যমুদাহৃতম্ ।  
অথর্ববেদবক্তা চ ভূখাখ্যং গোত্রমুচ্যতে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ।—‘অলকনন্দা’ তীর্থ, ( প্রথম ) ব্রহ্মচারীর নাম আনন্দ ।  
এখানে মহাবাক্য ‘অয়মাত্মা ব্রহ্ম’ । ব্রহ্মচারী, অথর্ববেদবক্তা, ভৃগু গোত্র । ( এই  
শ্লোক বট্চরণ, ছন্দোগ্রন্থে বট্চরণ পণ্ডের উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে ) ॥ ৪ ॥

\* জ্যোতির্মঠের প্রসিদ্ধ নাম ‘জ্যোতী মঠ’ এখন এ মঠের অস্তিত্ব নাই । ভারতধর্মমহাসভা  
ইহার উদ্ধারের জন্য নড়া করিতেছেন, এইকণ শুনা গিয়াছে ।



কুরুকাশ্মীরকাশ্বোজপাঞ্চালাদিবিভাগতঃ ।

জ্যোতির্মঠবশা দেশা হ্যুদীচী-দিগবস্থিতাঃ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—কুরুক্ষেত্র, কাশ্মীর, কাশ্বোজ, পাঞ্চাল প্রভৃতি উদীচীস্থিত বিভিন্ন প্রকার দেশসমূহ জ্যোতির্মঠের অধীন ॥ ৫ ॥

বাসো গিরিবনে নিত্যং গীতাধ্যয়নতৎপরঃ ।

গন্তীরাচলবুদ্ধিশ্চ গিরিনামা স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—গিরিকাননে বাহার নিত্য বাস এবং গীতাধ্যয়নে যিনি তৎপর, গন্তীর স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন যিনি, তিনি গিরি নামে অভিহিত । (‘গিরি বনে’—এই শব্দে স্পষ্ট গিরিশব্দ বর্তমান,—তৎপরে ‘গীতাধ্যয়নতৎপর’ এই শব্দে ‘গ’ ও ‘র’ এই দুইটি বর্ণ আছে, ‘গন্তীরাচলবুদ্ধি’ এ অংশেও ‘গ’ ‘র’ বর্তমান, ‘অচলবুদ্ধি’ শব্দের প্রকৃত অর্থ স্থিরবুদ্ধি, কিন্তু অচল শব্দ ‘গিরির’ স্মারক । এই তিনটি বিশেষণ দ্বারা “গিরি” নাম সমর্থিত ) ॥ ৬ ॥

বসন্ পর্বতমূলেষু প্রৌঢ়ং জ্ঞানং বিভর্তি যঃ ।

সারাসারং বিজানাতি পর্বতঃ পরিকীর্ত্যতে ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।**—যিনি পর্বতমূলে বাস করত প্রৌঢ় (প্রবল) জ্ঞান পোষণ করেন, এবং সারাসারবিজ্ঞ, তিনি পর্বত নামে কথিত হইবেন । (‘পর্বতমূলে’ এই শব্দে স্পষ্টই পর্বত শব্দ বর্তমান, ‘প্রৌঢ়ং জ্ঞানং বিভর্তি’ এই শব্দমধ্যেও ‘পর্বত’ শব্দের ‘প অ ব্ ব অ ত অ এই বর্ণগুলি বিদ্যমান, যথা প্রৌঢ়—‘প’ ‘অ’ ‘বিভর্তি’—ব্ ;—ব্—অ—ত্—‘জ্ঞানং—অ এই ভাবে পর্বত নাম সমর্থিত ) ॥ ৭ ॥

তত্ত্বসাগরগন্তীরো জ্ঞানরত্নপরিগ্রহঃ ।

মর্যাদাং নৈব লজ্জত সাগরঃ পরিকীর্ত্যতে ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ।**—তত্ত্ববিষয় সাগরের ত্রায় গন্তীর, জ্ঞান-রত্ন বাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং যিনি মর্যাদা লজ্জন করেন না, তিনি ‘সাগর’ নামে কীর্তিত হইবেন । (প্রথম বিশেষণে ‘সাগর’ শব্দই বর্তমান, পরবর্তী দুইটি বিশেষণে সাগরের গুণ তাঁহাতে আছে, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে, সাগর—রত্নাকর ; ইনি জ্ঞানরত্নের আশ্রয়, সাগর, মর্যাদা—বেলা লজ্জন করেন না, ইনিও শাস্ত্রমর্যাদা লজ্জন করেন না ) ॥ ৮ ॥

আনন্দো হি বিলাসশ্চ বার্য্যতে যেন জীবিনাম্ ।

সম্প্রদায়ো যতীনাঞ্চানন্দবারঃ স উচ্যতে ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ।**—আনন্দ শব্দের (এখানে) অর্থ ‘বিলাস’ ইন্দ্ৰিয়সুখ, জীবগণের সেই আনন্দ যিনি নিবারণ করেন, যতিগণের সেই সম্প্রদায়ের নাম ‘আনন্দবার’ ॥ ৯ ॥

সত্যং জ্ঞানমনস্তং যো নিত্যং ধ্যায়েত তত্ত্ববিৎ ।

আনন্দে রমতে নিত্যমানন্দঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ১০ ॥

ইতি জ্যোতির্শ্রষ্ঠান্মায়ঃ ।

**অনুবাদ।**—যে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ, অনন্ত সত্য জ্ঞানকে ধ্যান করত সদা আনন্দস্বরূপে রত থাকেন, তিনি আনন্দ নামে কথিত । (এ স্থলে ব্রহ্মচারীর নামার্থ কথিত হইল) ॥ ১০ ॥

ইতি জ্যোতির্শ্রষ্ঠান্মায় তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রিত্রীমামেধরো জয়তি ।

অথ দক্ষিণদিশি প্রতিষ্ঠিতঃ

শৃঙ্গেরীমঠান্মায়ঃ ।

চতুর্থো দক্ষিণান্মায়ঃ শৃঙ্গেরী তু মঠো ভবেৎ ।

সম্প্রদায়ো ভূরিবারো ভূভূবো গোত্রমুচ্যতে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর দক্ষিণদেশে প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরী মঠান্মায় কথিত হইতেছে,—চতুর্থ দক্ষিণান্মায়, নাম শৃঙ্গেরী মঠ । ভূরিবার সম্প্রদায়, ভূভূব গোত্র, ইহা কথিত হয় । (গোত্রাণ্যস্ত সহস্রাণি প্রযুক্তান্তর্কদানি চ।—ইহা বোধায়ন বলিয়াছেন, অতএব ‘ভূভূব’ গোত্র অপ্রসিদ্ধ হইলেও অস্বীকার করা যায় না) ॥ ১ ॥

পদাণি ত্রীণি খ্যাতানি সরস্বতী ভারতী পুরী ।

রামেশ্বরাহস্যং ক্ষেত্রমাদিবরাহদেবতঃ ॥ ২ ॥ \*

**অনুবাদ।**—পদবী ৩টি ;—সরস্বতী, ভারতী ও পুরী । ( এখানে মূলে ছনোহরুরোধে ‘সরস্বতী’ উচ্চারণ করিতে হইবে । ) রামেশ্বর ক্ষেত্র, এই মঠের দেবতা আদিবরাহ ॥ ২ ॥

কামাক্ষী তস্য দেবী স্যাৎ সৰ্বকামফলপ্রদা ।

পৃথ্বীধরাখ্য আচার্য্যস্তুভদ্রেতি তীর্থকম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—সৰ্বকামফলপ্রদা কামাক্ষী এই মঠের দেবী । ( প্রথম ) আচার্য্যের নাম পৃথ্বীধর. তীর্থ ভূগভদ্রা নদী ॥ ৩ ॥

চৈতন্যাত্মো ব্রহ্মচারী যজুর্বেদস্য পাঠকঃ ।

অহং ব্রহ্মস্মি তত্রৈব মহাবাক্যং সমীরিতম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—( প্রথম ) ব্রহ্মচারীর নাম চৈতন্য, যজুর্বেদপাঠী ; কথিত হয়, তত্রত্য মহাবাক্য অহং ব্রহ্মস্মি ॥ ৪ ॥

অন্ধ্র-দ্রবিড়- ৭ কৰ্ণাট-কেরলাদিপ্রভেদতঃ ।

শৃঙ্গের্য্যধীনা দেশান্তে হ্রবাচী-দিগবস্থিতাঃ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—অন্ধ্র, দ্রবিড়, কৰ্ণাট, কেরল প্রভৃতি দক্ষিণদেশস্থ বিভিন্ন প্রদেশ, শৃঙ্গেরী মঠের অধীন ॥ ৫ ॥

স্বরজ্ঞানরতো নিত্যং স্বরবাদী কবীশ্বরঃ ।

সংসারসাগরাসার-হস্তাসৌ হি সরস্বতী ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—( যিনি ) সদা স্বরজ্ঞানে রত, স্বরবাদী ( স্বরাহুসারেই ফলাফলবত্তা ), কবীশ্বর এবং সংসার-সাগর সংসরণের বিনাশক, তিনি ‘সরস্বতী’ হলেন । ( প্রথম ছটি বিশেষণে—সর স্ব ত ও ঈকার-যুক্ত বাক্য আছে, তাহারই বর্ণসঙ্কোচ পূর্বক মিলনে ‘সরস্বতী’ নাম, অথবা সরস্বতীর স্তায় বিজ্ঞাবত্তা—কবীশ্বর-শব্দ দ্বারা আশ্রিত হইয়াছে, সেই কারণে সরস্বতী, কিংবা সরস্বতী-নদীর মহিমা মহাভারতে কীর্তিত হইয়াছে—“সরস্বতীং প্রাপ্য জনাঃ সুহৃদতাঃ

\* ‘আদিবরাহ দেবতা’ পাঠও দৃষ্ট হয় ।

† ‘অন্ধ্র-দ্রাবিড়’ ইতি পাঠান্তর ।

সদা ন শোচন্তি পরত্র বেহ চ।” ‘তরাত শোকং বস্মাৎ’ এই প্রত্যুক্ত ব্রহ্মজ পুরুষলভ্য গতির সমান গতিলাভ সরস্বতী-নদী-সেবনে হইয়া থাকে। এই সাদৃশ্য হেতু সরস্বতী নাম হইয়া থাকে) ॥ ৬ ॥

বিজ্ঞাভারেণ সম্পূর্ণঃ সৰ্বং ভারং পরিত্যজন্।

দুঃখভারং ন জানাতি ভারতী পরিকীৰ্ত্যতে ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।**—সৰ্বভার পরিত্যাগ করিয়া বিজ্ঞাভারে যিনি সম্পূর্ণ এবং দুঃখভার জানেন না, ( তাই ) তিনি ‘ভারতী’ নামে কথিত। ( ‘ভারতী’ সংজ্ঞাও প্রথম দু’টি বর্ণ, তিনটি পদেই আছে, ‘দুঃখভারং ন জানাতি’ এই বাক্যে ‘ভার’ ‘তি’ তাহাই ‘ভারতী’ হইয়াছে। নামে বাক্য সঙ্কোচ বর্ণাগম ও বর্ণবিপর্যায় হইয়া থাকে ) ॥ ৭ ॥

জ্ঞানতত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণব্রহ্মপদে স্থিতঃ।

পরব্রহ্মরতো নিত্যং পুরীনামা স উচ্যতে ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ।**—জ্ঞানতত্ত্বে পরিপূর্ণ, পূর্ণব্রহ্মপদে অবস্থিত, এবং নিত্য পরব্রহ্মরত বলিয়া পুরী নাম কথিত হইয়া থাকে।

( ‘পুরি+ক্ত।’ এই পদটির মধ্যে, ‘প’ ‘র’ ‘ই’ আছে, পূর—দীর্ঘ উকারটি নাম বলিয়া হ্রস্ব করিলে, ইকারকে দীর্ঘ করিলে, ‘পুরী’ এই বর্ণবিভাগ অনায়াসে হয়। ‘পূর্ণব্রহ্মপদে স্থিতঃ’। এই পূর্ণও পুরি+ত,—তাহা হইতে ‘পুরী’ পূর্ববৎ হইয়াছে। “পরব্রহ্ম-রত” বলিলেও—‘পরব্রহ্মরত’ এই কথাটির মধ্যেও ‘প’ ‘র’ বর্ণদ্বয় আছে। তাহাতে সমগ্র অর্থজ্ঞাপনের জন্য স্বরদ্বয় বোলে ‘পুরী’ হইয়াছে ) ॥ ৮ ॥

ভূরিশব্দেন সৌবর্ণ্যং বার্য্যতে যেন যোগিনাম্।

সম্প্রদায়ো য গীনাঞ্চ ভূরিবারঃ স উচ্যতে ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ।**—ভূরিশব্দের অর্থ সৌবর্ণ্য বা স্রবর্ণ, জীবগণের এই সৌবর্ণ্য বা স্রবর্ণময়বস্তুর ভোগস্পৃহা বারণে বাহার কর্তৃত্ব আছে—সেই বতি সম্প্রদায় ‘ভূরি-বার’ নামে কথিত ॥ ৯ ॥

চিন্মাত্রং চেত্যরহিতমনস্তমজরং শিবম্ ।

যো জানাতি স বৈ বিদ্বান্ চৈতন্যেত্যভিধীয়তে ॥১০॥ \*

**অনুবাদ ।**—চেতা-রহিত জ্ঞেয়সম্পর্কশূন্য অনন্ত অজর শিবস্বরূপ চিন্মাত্রকে যিনি জানেন, সেই বিদ্বান্ চৈতন্য নামে উক্ত হইবেন । অর্থাৎ ( চিন্মাত্রং চেতনং ) ( জানাতি ), চেত্যাং ন ( জানাতি ) এইরূপ বর্ণবিজ্ঞাস ও অর্থে চৈতন্য শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১০ ॥

মর্যাদৈষা স্ত্রবিজ্ঞেয়া চতুর্শ্রুতিবিধায়িনী ।

তামেতাং সমুপাশ্রিত্য আচার্য্যাঃ স্থাপিতাঃ ক্রমাৎ ॥১১॥

ইতি শৃঙ্গেরিমঠান্নায়ঃ সমাপ্তঃ ।

**অনুবাদ ।**—চতুর্শ্রুতিবিধানপরায়ণা এইরূপ মর্যাদা উত্তমরূপে বিজ্ঞেয় ; এই সেই মর্যাদাকে আশ্রয় করিয়া আচার্য্যচতুষ্টয় ক্রমে স্থাপিত হইয়াছেন ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীশৃঙ্গেরিমঠান্নায় সমাপ্ত ।

## অথ মঠানুশাসনম্ ।

আন্নয়াঃ কথিতা হেতে যতীনাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ।

তে সর্ব্বৈ চতুরাচার্য্যা নিয়োগেন যথাক্রমম্ ॥ ১ ॥

প্রযোক্তব্যঃ স্বধর্ম্মেষু শাসনীয়ান্ততোহন্যথা ।

কুর্কন্ত † এব সততমটনং ধরনীতলে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—মঠানুশাসন কথিত হইতেছে ।—এই যতিগণের ( পশ্চিমাঙ্গ ভেদে ) পৃথক্ পৃথক্ ‘আন্নয়’ কথিত হইল । পূর্ব্বোক্ত চারিজন আচার্য্য সকলেই গুরুক্রমানুসারে নিয়োগবশে ধর্ম্মপ্রয়োগে নিয়ন্ত্রিত হইবেন ; ইহার অন্যথা হইলে, তাঁহারা শাসনযোগ্য হইবেন । পৃথিবীতলে সর্ব্বদা ভ্রমণই তাঁহাদের কার্য্য । ( অতএব “এ সময় আমি মঠে অনুপস্থিত, তাই দোষ হইয়াছে” এরূপ প্রতিবাদ আচার্য্য পক্ষে করা চলিবে না ) ॥ ১-২ ॥

\* ‘চৈতন্যং তদ্বিধীয়তে’ পাঠও আছে ।

† ‘কুর্কন্ত, এব’ পাঠও দৃষ্ট হয় ।

স্বস্বরাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠিত্যৈ সঞ্চারঃ স্ত্রবিধীয়তাম্ ।

মঠে তু নিয়তো বাস আচার্য্যস্য ন যুজ্যতে ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—( আমার আদেশ ) স্ব স্ব রাষ্ট্রের ( স্ব স্ব অধিকৃত প্রদেশ-সমূহের ) প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ ধর্মস্থিতির জন্ত আচার্য্যগণের পক্ষে সঞ্চার—দেশভ্রমণ উপযুক্তভাবে করণীয় । মঠে আচার্য্যের নিয়ত বাস করা উচিত নহে ॥ ৩ ॥

বর্ণাশ্রমসদাচার্য্য অস্মাভির্হে প্রসাধিতাঃ ।

রক্ষণীয়ান্ত এবেতে স্বে স্বে ভাগে যথাবিধি ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—আমরা যে সকল বর্ণাশ্রমোচিত সদাচার প্রকৃষ্টরূপে প্রচার করিয়াছি, ( মঠাচার্য্যগণের পক্ষে ) স্ব স্ব অংশলব্ধ দেশে তৎসমস্তই যথা-বিধি রক্ষণীয় ॥ ৪ ॥

যতো বিনষ্টমহতী ধর্ম্মস্তাত্ৰ প্রজায়তে ।

মান্দ্যং সন্ত্যাজ্যমেবাত্ৰ দাক্ষ্যমেব সমাশ্রয়েৎ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—যেহেতু এ সময়ে ধর্ম্মের মহতী হানি হইতেছে, অতএব এ সময়ে মহুরতা অবশ্য পরিত্যজ্য—দাক্ষ্যতাই আশ্রয় করিবে । অর্থাৎ আনস্ত না করিয়া কার্য্যে তৎপর হইবে ॥ ৫ ॥

পরস্পরবিভাগে তু প্রবেশো ন কদাচন ।

পরস্পরেণ কর্তব্য্য আচার্য্যেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—আচার্য্যগণ পরস্পরের বিভাগে পরস্পরে কদাচ প্রবেশ করিবেন না, অর্থাৎ এক আচার্য্য অন্য আচার্য্যের শাসনাধিকৃত প্রদেশে প্রবেশ করিবেন না, আচার্য্যগণ পরস্পরে এইরূপ ব্যবস্থা ( মর্যাদা ) করিয়া রাখিবেন ॥ ৬ ॥

মর্যাদায়া বিনাশেন লুপ্যেয়ন্ নিয়মাঃ শুভাঃ ।

কলহান্ধারসম্পত্তিরতস্তাং পরিবর্জয়েৎ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—মর্যাদার বিনাশে শুভ নিয়মসমূহ বিলুপ্ত হয় । ইহা হইতে কলহরূপ অন্ধারেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে, কলহোৎপত্তি বিশেষভাবে বর্জনীয় ॥ ৭ ॥

পরিব্রাজ্যমর্যাদাং মামকীনাং যথাবিধি ।

চতুঃপীঠাধিগাং সন্তাং প্রযুক্তীত পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—পরিব্রাজক ( সন্ন্যাসী ) মদীয় আশ্রয় মর্যাদা এবং চতুঃপীঠে

বিশেষ সত্তা পৃথক্ পৃথক্ প্রয়োগ করিবেন। অর্থাৎ আচার্য্য শঙ্কর-প্রচারিত ধর্ম-নিয়ম সম্মানী স্বয়ং পালন করিবেন, শিষ্যবর্গ দ্বারাও পালন করাইবেন। কিন্তু যে সম্মানী যে পীঠের আচার্য্য, সেই পীঠের অধীনস্থ দেশ শিষ্যপদবী ব্রহ্মচারী পদবী ইত্যাদি বিশেষ বিষয়গুলির প্রতি সাবধান দৃষ্টি রাখিবেন ॥ ৮ ॥

শুচির্জিতেন্দ্রিয়ে বেদ-বেদাঙ্গাদিবিশারদঃ ।

যোগজ্ঞঃ সর্বশাস্ত্রাণামস্বদাস্থানমাপ্নুয়াৎ ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ।**—শুচিতাবুদ্ধি, জিতেন্দ্রিয়, বেদবেদাঙ্গাদি শাস্ত্রবিশারদ, সর্ব-শাস্ত্রের সমন্বয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি অস্বদীয় আস্থান প্রাপ্ত হইবেন। (আস্থান শব্দের সংস্কৃত অর্থ সভা, ভগবান্ শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত মঠ শাস্ত্রনির্ণয়ে উৎকৃষ্ট সভাস্বরূপ ছিল, এই জ্ঞাত তীতার স্থাপিত মঠ ‘আস্থান’ শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। ‘প্রাপ্ত হইবেন,’ ইহার ভাবার্থ উত্তরাধিকারী হইবেন। জনকের সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবেন না ॥ ৯ ॥

উক্তলক্ষণসম্পন্নঃ স্মাচ্ছেন্মুণীঠভাগ্ভবেৎ ।

অন্যথারূঢ়পীঠোহপি নিগ্রহার্হো মনুষিণাম্ ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ।**—যদি ঐরূপ লক্ষণযুক্ত হয়, তবেই আমার পীঠভাগী অর্থাৎ আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হইবে। তাহা না হইলে, পীঠারূঢ় অর্থাৎ আচার্য্যপদে আরূঢ় ব্যক্তিও মনুষিগণের নিগ্রহযোগ্য হইবে ॥ ১০ ॥

ন জাতু মঠমুচ্ছিদ্যাদধিকারিণ্যুপস্থিতে ।

বিঘ্নানামপি বাহুল্যাদেষ ধর্মঃ † সনাতনঃ ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ।**—বিঘ্ন যতই অধিক হউক, উপযুক্ত অধিকারী (যথোক্ত গুণসম্পন্ন আচার্য্য) থাকিলে, (কেহ) কখনও মঠ উচ্ছেদ করিতে পারিবে না। যে হেতু এই ধর্ম সনাতন। অর্থাৎ উপযুক্ত উপদেশকই সনাতন ধর্মের রক্ষক, উপযুক্ত উপদেশকের অভাব হইলে সেই মঠ অকর্ম্মণ্য ॥ ১১ ॥

অস্মৎপীঠে সমারূঢ়ঃ পরিব্রাডুুক্তলক্ষণঃ ।

অহমেবেতি বিজ্ঞেয়ো যস্মৈ দেব ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ।**—আমার পীঠে আধিপত্যপ্রাপ্ত পূর্বোক্ত লক্ষণসম্পন্ন

পরিব্রাজক আমারই (শঙ্করাচার্যেরই) স্বরূপ, বলিয়া (সর্বসাধারণের) পরি-  
জ্ঞেয় : প্রমাণ—‘যশ দেবে’ ইত্যাদি শ্রুতি। অর্থাৎ শ্রুতির মর্ম্ম এই—“পরম দেব-  
ভক্তি ও পরম গুরু-ভক্তিবলে, গুঢ় ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়” তাহারই ফলে  
আমার যাহা কিছু,—আমার স্থানস্থিত আচার্য্য ও সেইরূপ দেব-গুরুভক্ত হইলে  
মৎস্বরূপই হইবেন ॥ ১২ ॥

এক এবাভিষেচ্যঃ শ্রাদন্তে লক্ষণসম্মতঃ ।

তত্তংপীঠে ক্রমেণৈব ন বহুযুজ্যতে কচিৎ ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ ।**—তত্তংপীঠে পূর্বাচার্য্যের অবদানে ক্রমে একজন করিয়া  
(পূর্বলোকবর্ণিত) লক্ষণসম্পন্ন বাক্তি অভিষেচনীয় ; কোথাও বহু বাক্তি যুগপৎ  
অভিষেচনীয় নহেন ॥ ১৩ ॥

সুধম্বনঃ সগৌঃস্বক্য-নিবৃত্ত্যৈ ধম্মহেতবে ।

দেবরাজোপচারাংশ্চ যথাবদনুপালয়েৎ ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ ।**—রাজা সুধম্বার ধর্ম্ম উদ্দেশ্যে আন্তরিক গৌঃস্বক্য নিবৃত্তির জন্ত  
তদীয় দেববৎ বা রাজবৎ যে উপচার, তাহা (পীঠাধিপতি) যথাযথ রাখিয়া দিবেন ।  
অর্থাৎ রাজা সুধম্বা মঠে যাহা যাহা প্রেরণ করেন, তাহা মহাই, তথাপি তাহা  
আচার্য্য প্রত্যাখ্যান করিবেন না । রাজা সুধম্বা ধর্ম্মের আশায় বড় উৎকর্ষার  
সহিত ঐ সব দ্রব্য প্রেরণ করেন, প্রত্যাখ্যান করিলে, সুধম্বার উৎকর্ষা-বৃদ্ধি  
হইবে । রাজা সুধম্বা ধার্ম্মিক, তাহার ধর্ম্মার্থ ইচ্ছা পূরণে কোন দোষ নাই, ইহার  
হেতু পরপক্ষে বর্ণিত হইতেছে ॥ ১৪ ॥

কেবলং ধর্ম্মমুদ্दिष्ट विभवोऽवाहचेतसाम् ।

विहितश्चेपकाराय पद्मपत्रनयं ब्रजेत् ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ ।**—যাহারা অবাহচেতাঃ, (বাহ্য পদার্থে বাহাদিগের চিহ্ন  
একেবারেই নিঃস্বক) তাহাদিগের সম্পত্তি কেবল ধর্ম্মরক্ষার্থ এবং উপকারার্থে  
বিহিত, ঐ বিভব পদ্মপত্রস্তায় প্রাপ্ত হয় (জল যেমন পদ্মপত্রে সংলগ্ন হয় না,  
সেইরূপ ঐ বিভবও আত্মজদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না ; অতএব সুধম্বরাজ-  
প্রদত্ত উপচারসম্ভার আত্মজ আচার্য্যকে সংলগ্ন করিতে পারে না, কেবল তদ্বারা  
বর্ণাশ্রমধর্ম্মরক্ষা ও পরোপকার হয়) ॥ ১৫ ॥



সুধম্বা চ মহারাজস্তুদন্তো চ নরেশ্বরঃ ।

ধর্মপরম্পরামেতাং পালয়ন্তু নিরন্তরম্ ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ** ।—মহারাজ সুধম্বা এবং তস্তিন্ন নরাধিপতিগণও অবিচ্ছেদে এই ধর্মধারা পালন করুন ॥ ১৬ ॥

চাতুর্কর্ণ্যং যথাযোগ্যং বাঙ্ মনঃকায়কস্মৃতিঃ ।

গুরোঃ পীঠং সমর্চেষু বিভাগানুক্রমেণ বৈ ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ** ।—দেশবিভাগানুসারে অবস্থিত চতুর্কর্ণ—বাক্য, মনঃ, শরীর ও কর্ম দ্বারা যথাযোগ্য গুরুপীঠ পূজা করিবে । ( পশ্চিম দেশের চতুর্কর্ণ—শারদাপীঠ, পূর্বদেশের চতুর্কর্ণ,—গোবর্দ্ধন পীঠ—ইত্যাদি ক্রমে বিভিন্ন দেশের চতুর্কর্ণ বিভিন্ন পীঠের অর্চনা করিবে ) ॥ ১৭ ॥

ধরামালম্ব্য রাজানঃ প্রজাত্যঃ করভাগিনঃ ।

কৃতাদিকারা আচার্য্যা ধর্মতস্তদ্বদেব হি ॥ ১৮ ॥

**অনুবাদ** ।—রাজগণ স্বাধিকৃত ভূমিসম্পর্কে যেমন প্রজাগণের নিকট হইতে কর নামক একটা ভাগ প্রাপ্ত হয়েন, সেইরূপ পীঠাধিকারী আচার্য্য ধর্ম-সম্পর্কে প্রজাগণের নিকট হইতে ভাগ পাইতে অধিকারী । অর্থাৎ চতুর্কর্ণকে যে গুরুপীঠপূজার আজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত, কারণ, রাজা যেমন ভূস্বামী বলিয়া প্রজা তাঁহাকে কর দিয়া থাকে,—সেইরূপ আচার্য্য ধর্মস্বামী—ধর্মীশাসন তাঁহার নিকট হইতেই লইতে হয়,—সুতরাং তাঁহাকে পূজা করা ও যথাযোগ্য উপহার প্রদান অবশ্য কর্তব্য নহে কি ? ১৮ ॥

ধর্মো মূলং মনুষ্যাণাং সদাচার্য্যাবলম্বনঃ ।

তস্মাদাচার্য্যস্বমণেঃ শাসনং সর্বতোহধিকম্ ॥ ১৯ ॥

**অনুবাদ** ।—সদাচার্য্যের উপদিষ্ট ধর্ম মনুষ্যদিগের মূলধন, বা মনুষ্যত্বের মূল কারণ, অতএব উত্তম আচার্য্যরত্নের যে শাসন ( উপদেশ ), তাহা সর্ববিধ শাসন হইতে অধিক ॥ ১৯ ॥

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন শাসনং সর্বসম্মতম্ ।

আচার্য্যস্য বিশেষেণ হোদার্য্যভরভাগিনঃ ॥ ২০ ॥

**অনুবাদ** ।—অতএব সকলের প্রতি প্রযত্ন-প্রদত্ত, অতীব হোদার্য্যসম্পন্ন আচার্য্যের শাসন বিশিষ্টভাবেই সর্বসম্মত ॥ ২০ ॥

নির্মলাঃ স্বর্গমায়াস্তি কৃত্বা পাপানি মানবাঃ ।

আচার্য্যাক্ষিপদগুপ্ত সন্তঃ স্কৃতিনো যথা ॥ ২১ ॥

**অনুবাদ।**—মানবগণ পাপ করিবার পরে আচার্য্যপ্রদত্ত দণ্ড প্রাপ্ত হইলে, নিষাপ হইয়া পুণ্যশীল সাধুগণের জ্ঞায় স্বর্গে গমন করিয়া থাকে ॥ ২১ ॥

ইত্যেবং মনুরপ্যাহ গৌতমোহপি বিশেষতঃ ।

বিশিষ্টশিষ্টাচারোহপি মূলাদেব প্রসিধ্যতি ॥ ২২ ॥

**অনুবাদ।**—এইরূপ ভাবের কথা মনুও বলিয়াছেন, গৌতমও বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন । মন্বাদি বিশিষ্ট শিষ্টগণের স্বীকৃত আচার মূল হইতেই অর্গাৎ শ্রুতি হইতেই সিদ্ধ হয় ॥ ২২ ॥

তানাচার্য্যোপদেশাংশ্চ দণ্ডাংশ্চ পরিপালয়েৎ ।

তস্মাদ্রাজা চাচার্য্যশ্চ দ্বাবনিন্দ্যাভিবন্দিতৌ ॥ ২৩ ॥

**অনুবাদ।**—অতএব আচার্য্যদত্ত তত্ত্ব উপদেশ ও দণ্ড মানিয়া লওয়া উচিত, অতএব রাজা ও আচার্য্য উভয়েই অনিন্দনীয় এবং অভিবন্দিত হইয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

ধর্ম্মস্য পদ্ধতিরিয়ং জগতঃ স্থিতিহেতবে ।

সর্ববর্ণাশ্রমাণাং হি যথাশাস্ত্রং বিধীয়তে ॥ ২৪ ॥

**অনুবাদ।**—জগৎকে রক্ষা করিবার জন্য সর্বপ্রকার বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম্মপদ্ধতি শাস্ত্রানুসারে এই নির্দিষ্ট হইল ॥ ২৪ ॥

কৃতে বিশ্বগুরুব্রহ্মা ত্রেতায়াম্বিসত্তমঃ ।

দ্বাপরে ব্যাস এব স্মাৎ কলাবত্র ভবাম্যহম্ ॥ ২৫ ॥

ইতি মঠানুশাসনম্ ।

ইতি শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীগোবিন্দভগবৎ-পূজ্য-

পাদশিষ্যশ্চ শ্রীশঙ্কর-ভগবতঃ কৃতৌ মঠান্নায়ঃ সমাপ্তঃ ।

**অনুবাদ।**—সত্যযুগে ব্রহ্মা, ত্রেতাযুগে ঋষিসত্তম বশিষ্ঠ, দ্বাপরে ব্যাস, এই কলিযুগাংশে আমি ( শঙ্করাচার্য্য ) বিশ্বগুরু হইতেছি ॥ ২৫ ॥

ইতি মঠানুশাসন নামক পঞ্চম অধ্যায়, ইতি শ্রীভগবৎ শঙ্করাচার্য্যকৃত

মঠান্নায় সমাপ্ত ।

## মোহমুদগার । \*

মূঢ় জহীহি ধনাগমভৃগাং, কুরু তনুবুদ্ধিমনঃস্ব ॥ ৭ ॥ বিতৃষণাম্ ।

যল্লভসে নিজকর্শ্মোপাত্তং, বিভ্রং তেন বিনোদয় চিত্তম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—হে মূঢ়, ধনাগমের উৎকট আকাজকা ত্যাগ কর ; দেহ, বুদ্ধি ও মনে বৈরাগ্য আনয়ন কর, নিজ কর্শ্মফলে তুমি যে ধন লাভ করিতেছ, তাহাতেই চিত্তের পরিতোষ জন্মাও ॥ ১ ॥

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোহয়মতীব-বিচিত্রঃ ।

কস্ম হং বা কুত আয়াতস্তদ্বং চিত্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—কে তোমার স্ত্রী ? তোমার পুত্রই বা কে ? এ সংসার অতি বিচিত্র । তুমি কাহার এবং কোথা হইতেই বা আসিলে ? হে ভ্রাতঃ ! এই তত্ত্ব চিন্তা কর ॥ ২ ॥

\* মোহমুদগার ষোলটি শ্লোকে রচিত, তাহার প্রমাণ “ষোড়শ পজ ঋটিকাভিঃ” ইত্যাদি অন্তিম শ্লোক । দ্বাদশপঞ্জরিকার বারটি শ্লোক—নামের দ্বারাষ্ট বাক্ত । চপটপঞ্জরিকার শ্লোকসংখ্যা নামে বা পরিচয়শ্লোকে নির্দিষ্ট নাই । ইহাতে চপটপঞ্জরিকায় শ্লোকসংখ্যাত্বেদ হওয়া বিচিত্র নহে । বাঙ্গালার এই সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনধানি পৃথক্ গ্রন্থ বা পুস্তিকা । বাণীবিলাস প্রেসে মুদ্রিত গ্রন্থে এক মোহমুদগারমধ্যে ৩১টি শ্লোক আছে । চপটপঞ্জরিকা ও দ্বাদশপঞ্জরিকা পৃথক্ নাই । বাঙ্গালায় মোহমুদগারের শ্লোক চপটপঞ্জরিকা ও দ্বাদশপঞ্জরিকাতেও আছে । এইটুকু স্মরণ কর ।

আমরা আমাদের দেশপ্রসিদ্ধি এবং লিখিত প্রমাণ মত মোহমুদগার, দ্বাদশপঞ্জরিকা ও চপটপঞ্জরিকাকে পৃথক্ ‘আদেশ’ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । তিন ‘আদেশ’ নিবন্ধে বহু পঙ্ক্তির একতা থাকিলেও, আবশ্যক বোধে কিসিৎ নূতন যোজনা করিয়া তিন জন শিষ্যকে ভগবান্ আচার্য্য পৃথক্ পৃথক্ আদেশ প্রদান করেন, ইহাই মনে হয় । প্রমাণ মোহমুদগারের শেষে আছে—“ষোড়শ পজ ঋটিকাভিরশেষঃ শিষ্যাণাং কথিতোহুত্থাপদেশঃ । আর দ্বাদশপঞ্জরিকার শেষে আছে—দ্বাদশ-পজ ঋটিকাময় এবং শিষ্যাণাং কথিতো হুত্থাপদেশঃ ।

চপটপঞ্জরিকাতে জ্ঞানের সঙ্গে তত্ত্বের সম্মিলন থাকায় উহা সত্যই ‘চপট’ ব্যাপক হইয়াছে । দেহের যেমন পঞ্জর—অস্তি দৃঢ়তাসম্পাদক, অনুশাসন গ্রন্থের এক একটি পদ্যও সেইরূপ । পদ্যগুলিই পঞ্জর । বাহ্যতে দ্বাদশটি পঞ্জর অর্থাৎ পঞ্জর তুল্য পদ্য, সেই পুস্তিকা বা গ্রন্থ গ্রন্থের নাম ‘দ্বাদশ-পঞ্জরিকা’ । আর যে পুস্তিকার সেই পঞ্জর চপট—আকারে এবং বিষয়ে বিস্তৃত, ব্যাপক ; তাহা চপটপঞ্জরিকা ।

† “কুরু তনুবুদ্ধিঃ মনসি” এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয় । সে স্থলে “ত্রে দেহাভিমাত্রী অথবা হে কুরুবুদ্ধিঃ—মানব । মনে বৈরাগ্য আনয়ন কর” এইরূপ অর্থ হইবে এবং “কুরু তনুবুদ্ধিঃ মনসি” ইতি পাঠান্তরও দৃষ্ট হয় ।

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্ ।

মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—ধন, জন ও যৌবনের গর্ব করিও না। কাল নিমেষমধ্যে সকলই হরণ করিয়া লয়। মায়াময় এই নিখিল সংসার পরিহার করিয়া, জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মপদে আশু প্রবেশ করিতে যত্নবান্ হও ॥ ৩ ॥

নলিনীদলগতজলমতিতরলং, তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্ ।

ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি নোকাণ্যবতরণে নৌকা ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—পদ্মপত্রস্থিত জল অতীব চঞ্চল, সেইরূপ জীবনও অতিশয় চঞ্চল। এই চঞ্চল জীবনের মধ্যে একমাত্র সাধুসঙ্গ ক্ষণকালের জন্য হইলেও উহা সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবার নৌকাস্বরূপ হয় ॥ ৪ ॥

যাবজ্জননং তাবন্মরণং, তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্ ।

ইতি সংসারঃ স্ফুটতরদোষঃ, কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—জন্ম হইলেই মৃত্যু আছে এবং (মৃত্যুর পর) পুনর্জন্ম জননীজঠরে শয়ন করিতে হইবে। সংসারে এইরূপ দোষ পরিস্ফুট; হে মানব! (তথাপি) ইহাতে তোমার সন্তোষ আসে কেন? ৫ ॥

দিনযামিন্যৌ সায়াং প্রাতঃ, শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ ।

কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যাযুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—দিবা ও রাত্রি, সায়াং ও প্রাতঃকাল, শীত ও বসন্ত পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছে, (এইরূপে) কাল ক্রীড়া করে, আর (জীবের) আয়ুঃকর হয়, তথাপি আশাবায়ুর বিরাম নাষ্ট অথবা বায়ু (বাতুলতা) আশা ছাড়ে না ॥ ৬ ॥

অঙ্গং বলিতং \* পলিতং মুণ্ডং, দন্তবিহীনং জাতং ভুগুম্ ।

করধ্বতকম্পিতশোভিতদণ্ডং, তদপি ন মুঞ্চত্যাশা ভাগুম্ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—অঙ্গ লোল, কেশ শুভ্র, মুখ দন্তহীন হইয়াছে, কিন্তু কুম্ভর বটি বাহার জন্য (জরা-কম্পিত) করে ধৃত হইয়া কম্পমান হইতেছে, আশা সেই ধনভাগ ত্যাগ করিতেছে না ॥ ৭ ॥

\* ‘অঙ্গং বলিতং’ এইরূপ পাঠান্তর আছে।

স্বরবরমন্দিরতরুতলবাসঃ, শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ ।

সর্বপরিগ্রহ-ভোগত্যাগঃ, কস্য স্মৃৎ ন কৰোতি বিরাগঃ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ।**—দেবমন্দিরে কিংবা তরুতলে বাস, ভূতল শয্যা এবং যুগচর্চা পরিধান এবং ( দারাদি ) সর্বপ্রকার পরিগ্রহ ও ভোগস্মৃৎ পরিত্যাগ, একরূপ বৈরাগ্য কাহার স্মৃৎ উৎপাদন না করে ? ৮ ॥

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ, মা কুরু যত্নং বিগ্রহসঙ্কৌ ।

ভব সমচিত্তঃ সর্বত্র বাঞ্ছাশ্চিরাদ্যদি বিষ্ণুত্বম্ ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ।**—শত্রু এবং মিত্র, পুত্র অথবা স্বজন, কাহারও সহিত বিবাদ বা সন্ধি বিষয়ে আগ্রহ রাখিও না । যদি তুমি অচিরে বিষ্ণুপদ বাঞ্ছা কর, তাহা হইলে সর্বত্র সমচিত্ত হও ॥ ৯ ॥

অষ্ট কুলাচল- \* সপ্তসমুদ্রাঃ, ব্রহ্মপুরন্দরদিনকররুদ্রাঃ ।

ন ত্বং নাহং নায়ং লোকস্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ।**—অষ্ট কুলাচল, সপ্ত সমুদ্র, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, দিবাকর, রুদ্রদেব, তুমি, আমি, এই জগৎ এ সকল কিছুই নাই ; ( সবই মায়া-কল্পিত ) অতএব কি জন্য শোক করিতেছ ? ১০ ॥

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকৌ বিষ্ণুর্ব্যর্থঃ কুপ্যসি মম্যসহিষ্ণুঃ ।

সর্বস্মিন্নপি পশ্চাত্তানং, † সর্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্ ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ।**—তোমাতে আমাতে এবং অন্য সকল বস্তুতেই একমাত্র

\* মৎস্তপুরাণাদি এবং অভিধানে ভারতবর্ষের সপ্ত কুলাচল পরিগণিত হইয়াছে । জম্বুদ্বীপের নববর্ষের সীমান্ত পর্বতরূপে যে আটটি পর্বত শ্রীমদ্ভাগবতে গণিত হইয়াছে, তাহা জম্বুদ্বীপের কুলপর্বত । কারণ, এই আটটি মর্বাদা গিরির রাজা হুমের “কুলপর্বতরাজ” নামে কথিত হইয়াছেন । তিনি ইলাবৃত বর্ষের মধ্যস্থিত, কিন্তু সীমান্ত পর্বত নহেন ।

ভারতের সপ্ত কুলাচল কথা.—মৎস্তপুরাণে—

মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহঃ শুক্তিমান্ধবানপি ।

বিক্রান্ত পারিপাত্রক ইতোতে কুলপর্বতাঃ ॥

জম্বুদ্বীপের অষ্ট কুলাচল কথা.—শ্রীমদ্ভাগবত ১৬ অধ্যায়—

যস্মিন্ নববর্ষানি নবযোজনসহস্রারামানান্তিমর্ধাদাগিরিভিঃ সুবিশুদ্ধানি ভবন্তি । এষাং মধ্যে ইলাবৃতং নামাগন্তবর্ষং যন্ত নান্ত্যমবাসিতঃ সর্বতঃ সৌবর্গঃ কুলগিরিরাজো নৈকঃ... প্রবিষ্টঃ । ইত্যাদি । ১। নীলঃ । ২। ধেতঃ । ৩। শৃঙ্গবান্ । ৪। নিষধঃ । ৫। হেমকূটঃ । ৬। হিমালয়ঃ । ৭। মালাবান্ । ৮। গন্ধমাদনঃ । এই অষ্ট কুলাচল এইখানে সূচিত ।

† সর্বং পশ্চাত্তান্যজ্ঞানম্—ইতি পাঠান্তর ।

বিষ্ণু বিরাজ করিতেছেন ; অতএব অসহিষ্ণু হইয়া আমার প্রতি বৃথাই কোপ করিতেছ । স্বীয় আত্মাতে সর্বভূতের স্বরূপ দর্শন কর এবং সর্বত্র ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ কর ॥ ১১ ॥

বালস্তাবৎ ক্রোড়াসক্তস্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ ।

বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ, পরমে ব্রহ্মণি কোহপি ন লগ্নঃ ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ ।**—বালক ক্রোড়াতে আসক্ত ; তরুণ তরুণীতে অগ্নরক্ত ; বৃদ্ধ কেবল চিন্তাতেই মগ্ন ; ( কিন্তু ) কেহই পরব্রহ্মে লগ্ন নহে ॥ ১২ ॥

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং, নাস্তি ততঃ স্মথলেশঃ সত্যম্ ।

পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ, সর্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ ।**—অর্থকেই নিত্য অনর্থস্বরূপ চিন্তা কর, সত্যই ইহাতে স্মথের লেশমাত্র নাই । কেন না, পুত্র হইতেও ধনবান্দিগের যে ভীতি ( হয় ), এই নীতি সর্বত্র কথিত ॥ ১৩ ॥

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্তস্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ ।

তদনু চ জরয়া জর্জরদেহে, বার্তাং কোহপি ন পৃচ্ছতি গেহে ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ ।**—যে পর্য্যন্ত তুমি অর্থ উপার্জন করিতে সমর্থ থাকিবে, তত দিন নিজ পরিবার তোমাতে অগ্নরক্ত হইয়া থাকিবে । অনন্তর তোমার শরীর ( বৃদ্ধাবস্থায় ) জরাজীর্ণ হইলে ( যখন উপার্জ্জনে অক্ষম হইবে, তখন ) তোমার সংবাদ পর্য্যন্তও কেহ জিজ্ঞাসা করিবে না ॥ ১৪ ॥

কামং ক্রোধং লোভং মোহং, ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্যতি কোহহম্ ।

আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়াস্তে পচ্যন্তে নরকনিগূঢ়াঃ ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ ।**—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ পরিত্যাগ করিয়া, আমি কে, এই ভাবে আত্মসন্ধান করিবে । আত্মজ্ঞানবিহীন মূঢ় লোকেরাই নরকে নিমগ্ন হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

সংসঙ্গত্বে নিঃসঙ্গত্বং নিঃসঙ্গত্বে নিম্নোহত্মম্ ।

নিশ্চলিতত্বং নিম্নোহত্মত্বে, জীবমুক্তির্নিশ্চলিতত্বে ॥ ১৬ ॥ \*

**অনুবাদ ।**—সংসঙ্গ হইতে নিঃসঙ্গত্ব হয়, নিঃসঙ্গত্ব হইলেই নিম্নোহত্ম

\* ‘নিম্নোহত্মে নিশ্চলিতত্বং নিশ্চলিতত্বে জীবমুক্তিঃ’ বাণীবিলাসে এই পাঠ, কিন্তু অন্তিমবর্ণ মিলে সে পদরচনা চলিয়া আনিতেছিল, তাহার ভঙ্গ হয় । ষোড়শ সংখ্যা পুরণের জন্য এই শ্লোকটি দেশান্তরের পুস্তক হইতে সংগৃহীত । বাঙ্গালায় নোহমূল্যে এই শ্লোক নাই ।

হয়, নিশ্চলিতত্ব নিশ্চোহস্বের সঙ্গেই হয়, জীবমুক্তিও নিশ্চোহস্বের  
সমকালীন ॥ ১৬ ॥

ষোড়শপঞ্জিকাভিরশেষঃ, শিষ্যাণাং কথিতোহভ্যুপদেশঃ ।

যেমাং নৈষ কৰোতি বিবেকং, তেষাং কঃ কুরুতামতিরেকম্ ॥ ১৭ ॥

ইতি মোহমুদগারঃ সমাপ্তঃ ।

**অনুবাদ ।**—এই ষোড়শপঞ্জিকা কবিতা দ্বারা সম্পূর্ণ উপদেশ শিষ্য-  
গণকে প্রদত্ত হইল । ইহাতে যাহাদের বিবেকের উদয় না হইবে, তাহাদের বিবেক  
জন্মাইবে কে ? ॥ ১৭ ॥

মোহমুদগার সমাপ্ত ।

## দ্বাদশপঞ্জরিকা ।

মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং, কুরু সদবুদ্ধিং মনসি বিতৃষ্ণাম্ ।

যল্পভসে নিজকর্মোপাত্তং বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—হে মূঢ় ! তুমি অধিক ধনলাভের আশা পরিত্যাগ পূর্বক  
স্বল্পবুদ্ধি দ্বারা সদসদবিবেচনা করিয়া মনের প্রতি বিরক্ত হও, এবং আপন  
কর্ম্মানুসারে যে ধন তুমি প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে চিত্ত সন্তুষ্ট কর ॥ ১ ॥

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং, নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্ ।

পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ, সর্বত্রৈষা বিহিতা নীতিঃ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—এই জগতে যত অর্থ আছে, সকলই অনর্থের কারণ বলিয়া  
জান কর । এই অর্থ দ্বারা কিঞ্চিদ্ভোগও সুখ হইতে পারে না, পরন্তু সর্বত্রই প্রসিদ্ধি  
আছে যে, যাহারা ধনশালী, আপন পুত্র হইতেও তাঁহাদিগের (প্রাণের) ভয় হয় ॥ ২ ॥

কা তে কাস্তা কস্তে পুত্রাঃ, সংসারোহয়মতীব বিচিত্রঃ ।

কস্য ত্বং বা কুত আয়াতস্তত্ত্বং চিস্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—হে ভ্রাতঃ ! এই সংসার বড়ই বিচিত্র ; ভাই, ষথার্থ চিন্তা

করিয়া দেখ দেখি, তোমার কান্তা কে, তোমার পুত্র কে এবং তুমিই বা কাহার ও কোথা হইতে আসিয়াছ ? ৩ ॥

মা কুরু ধনজনযৌবনগৰ্ব্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সৰ্ব্বম্ ।

মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—হে ভ্রাতঃ ! ধন, জন ও যৌবনের গৰ্ব্ব করিও না, (জগদন্ত-কারী) কাল নিমেষমধ্যেই সকল হরণ করিতে পারে । আর এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডই মায়াময়, সুতরাং এই অনিত্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানার্জন পূর্বক শীঘ্র ব্রহ্মপদে প্রবেশ কর ॥ ৪ ॥

কামং ক্রোধং লোভং মোহং, ত্যক্ত্বাত্মানং ভাবয় কোহহম্ ।

আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়াস্তে পচ্যন্তে নরক-নিগূঢ়াঃ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ এই সকল পরিত্যাগ করিয়া আমি কে, এই আত্মতত্ত্ব চিন্তা কর । ( কারণ ) যাহারা আত্মতত্ত্ব-পরিজ্ঞানে পরাশ্রুত, তাহারা নরকময় হইয়া পচিতে থাকে ॥ ৫ ॥

সুরবরমন্দিরতরুতলবাসঃ \* শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ ।

সৰ্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ, কস্য স্তখং ন করোতি বিরাগঃ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—দেবালয়-সন্নিহিত বৃক্ষতলে বাস, ভূমিশয্যা, চন্দ্রপরিধান, এইরূপে, গৃহ, শয্যা, পট্টবাসাদি সৰ্ববিধ বিষয়ভোগ-ত্যাগ হেতু বৈরাগ্য কাহার স্তখ সম্পাদন করে না ? ৬ ॥

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ, মা কুরু যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ ।

ভব সমচিন্তঃ সৰ্বত্র ত্বং, বাঞ্ছস্ফুটচিরাদ্যদি বিমুগ্ধম্ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—যদি তোমার অচিরকাল মধ্যে বিমুগ্ধ-প্রাপ্তির অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে শত্রু, মিত্র, পুত্র ও বন্ধু, বৃদ্ধ বা সন্ধি কিছুতেই আসক্তি রাখিও না, সৰ্বত্র সমদর্শী হও ॥ ৭ ॥

ত্বয়ি ময়ি চান্ধত্রৈকো বিমুগ্ধব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিমুঃ ।

সৰ্বস্মিন্নপি পশ্চাত্তানং, সৰ্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—তোমাতে, আমাতে ও অন্তান্ত ব্যক্তিতে একই বিমু

\* 'সুরমন্দির-তরুতলনিবাসঃ' পাঠান্তর ।



বিজ্ঞান আছেন, তবে তুমি আমার প্রতি অসহিষ্ণু হইয়া। বৃথা কোপ করিতেছ কেন? (নিজের উপর কেহ কোপ কি করে?) তুমি সৰ্ব্বত্রই আত্মজ্ঞান কর এবং সৰ্ব্বত্রই ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ কর ॥ ৮ ॥

প্রাণায়ামং প্রত্যাহারং, নিত্যানিত্যবিবেকবিচারম্ ।

জাপ্যসমানসমাধিবিধানং কুৰ্ব্ববধানং মহদবধানম্ ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ** ।—প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, কোন্ বস্তু নিত্য এবং কি অনিত্য বিবেচনা পূৰ্ব্বক ইহার বিচার এবং জপসহ সমাধি অমুষ্ঠান কর, অর্থাৎ ব্রহ্মে একনিষ্ঠ সমাধি ধারণকে রক্ষা কর । ( অব—রক্ষ, ধানং—ধারণম্ ) ॥ ৯ ॥

নলিনীদলগতসলিলং তরলং, তদ্বজ্জীবিতমতিশয়চপলম্ ।

বিদ্ধি ব্যাধ্যভিমানগ্রস্তং, লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তম্ ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ** ।—জানিবে, যেমন পদ্মপত্রস্থিত জল চঞ্চল, তোমার জীবনও সেইরূপ চঞ্চল অর্থাৎ পদ্মপত্রগত জল যেমন অল্পকারণেই পতিত হইতে পারে, সেইরূপ তোমার জীবনও অতি সহজে বিনষ্ট হইতে পারে । আর এই সকল লোকই ব্যাধি ও অভিমানগ্রস্ত এবং শোকাভিভূত ; ( অতএব অবিলম্বে এমন কার্য্য কর, অনিত্য জীবন, ব্যাধি ও অভিমান এবং শোক কিছুই তোমাকে ব্যথিত করিতে পারিবে না ) ॥ ১০ ॥

কা তেহষ্টাদশদেশে চিন্তা, বাতুল তব কিং নাস্তি নিয়ন্তা ।

যন্তাং হস্তে স্মৃদৃঢ়নিবদ্ধং, বোধয়তি প্রভবাদি বিরুদ্ধম্ ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ** ।—অষ্টাদশ দীপে চিন্তা তোমার কেন? ওহে বাতুল, তোমার কি কেহ নিয়ন্তা নাই? যে তোমাকে বুঝাইতে পারে, তোমার হস্ত দৃঢ়বদ্ধ, সামর্থ্য প্রকাশাদি তোমার পক্ষে বিরুদ্ধ অর্থাৎ বিপরীত কর্ম্ম । ( তোমার ইচ্ছার কর্ম্মই হয় না ) ॥ ১১ ॥

গুরুচরণাম্বুজনির্ভরভক্তঃ, সংসারাদচিরাদ্ভব মুক্তঃ ।

ইন্দ্রিয়মানসনিয়মাদেবং দ্রক্ষ্যসি নিজহৃদয়স্থং দেবম্ ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ** ।—শ্রীগুরুচরণাম্বুজে দৃঢ় ভক্ত হইয়া তুমি অচিরে সংসার হইতে মুক্ত হও, কারণ, এই প্রকারে ( গুরুভক্তিবলেই ) ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযত করার ফলে নিজ হৃদয়স্থিত দেবকে—স্বপ্রকাশ আত্মাকে দর্শন করিতে পারিবে ॥ ১২ ॥

দ্বাদশপঞ্জরিকাময় এষঃ, শিষ্যাণাং কথিতো হ্যুপদেশঃ ।

যেযাং চিত্তং নৈতি বিবেকং, তে পচ্যন্তে নরকমনেকম্ ॥১৩॥

ইতি দ্বাদশপঞ্জরিকা সম্পূর্ণা ।

**অনুবাদ।**—দ্বাদশপঞ্জরিকাময় এই উপদেশ শিষ্যদিগকে প্রদান করিলাম, যাহাদের চিত্ত ইহাতেও বিবেকযুক্ত হইবে না, তাহাদের বিবেকশক্তি নাই, তাহারা নানা প্রকার নরক প্রাপ্ত হইয়া পচিতে থাকিবে ॥ ১৩ ॥

দ্বাদশপঞ্জরিকা সম্পূর্ণ ।

## চৰ্প টপঞ্জরিকা ।

দিনমপি রজনী সাযং প্রাতঃ, শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ ।

কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যাযুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥ ১ ॥

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ননু মৃতমতে ।

প্রাপ্তে সন্নিধিমথ তে মরণে, নহি নহি রক্ষতি স ডুকৃঙ্করণে ।\*

( ধ্রুবপদম্ )

**অনুবাদ।**—দিন, রজনী, সাযংকাল, প্রাতঃসময়, শিশির ও বসন্ত-ঋতু এই সকলই পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছে, কাল ক্রীড়া করিতেছে, আয়ুঃ ক্ষয় পাইতেছে, তথাপি আশাবায়ু তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না ॥ ১ ॥

হে মৃতমতে ! গোবিন্দের ভজনা কর, গোবিন্দের ভজনা কর, গোবিন্দের ভজনা কর । ( কারণ ) অতঃপর তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে ( ব্যাকরণ পার্শ্বের সময়ে, তোমার পুনঃ পুনঃ সেবিত ) সেই ডুকৃঙ্করণে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ৩ ॥

\* ‘ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মৃতমতে । প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঙ্করণে ।’ ইহা প্রচলিত পাঠ, কিন্তু ছন্দোভঙ্গাদিহুট । ‘ডুকৃঙ্করণে’-এইরূপ পাঠ স্বীকার করিলে ঐ চরণে ছন্দোদোষ নষ্ট হয় বটে, কিন্তু অশুদ্ধ উচ্চারণের সোপানস্বরূপ বলিতে হয় ।

অগ্রে বহিঃ পৃষ্ঠে তান্ রাত্রৌ চিবুকসমর্পিতজানুঃ ।

করতলভিক্ষস্তরুতলবাস- \* স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাপাশঃ ॥ ২ ॥

ভজ গোবিন্দং---ইত্যাদি ।

**অনুবাদ ।**—হে মূঢ়মতে ! (তোমার শীতনিবারক বস্ত্রাদির অভাবে) তুমি সম্মুখে অগ্নি এবং পৃষ্ঠে রৌদ্র লইয়া দিনপাত করিয়া থাক, রজনীষোগে চিবুকে জানু বিস্তৃত করিয়া থাক, (তোমার ভিক্ষাপাত্র নাই) করতলে ভিক্ষা গ্রহণ কর, (তোমার বাসগৃহ নাই) তরুতলে অবস্থান কর, তথাপি তোমার আশাপাশ (তোমাকে) পরিত্যাগ করিতেছে না, অতএব গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ২ ॥

যাবদ্বিত্তোপার্জনশক্তস্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ ।

তদনু চ জরয়া জর্জরদেহে, বার্তাং পৃচ্ছতি কোহপি ন গেহে ॥ ৩ ॥

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ ।**—হে মূঢ়মতে ! যাবৎ তোমার বিত্তোপার্জনে শক্তি থাকিবে, তাবৎ তোমার পরিবারবর্গ অনুগত রহিবে, পরে তোমার দেহ জরায় জর্জরীভূত হইলে (ধনোপার্জনের ক্ষমতা নষ্ট হইলে) তোমার গৃহে কেহই একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিবে না। অতএব (ঐক্লপ পরিবারবর্গের আশায় বুধা সময়ক্ষেপ না করিয়া) গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ৩ ॥

জটিলো মুণ্ডী লুপ্তিতকেশঃ, কাষায়াম্বরবহুকৃতবেশঃ ।

পশ্যন্নপি ন চ পশ্যতি মূঢ়, উদরনিমিত্তং বহুধাগৃঢ়ঃ ॥ ৪ ॥ †

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ ।**—জটধারী, মুণ্ডিতমুণ্ড, উৎপাটিত-কুন্তল ‡ রঙীন বস্ত্রের বিবিধ বেশধারী যেই হউক, মোহবশতঃ (ইহা দেখিয়াও দেখিতেছে না) উদরের জন্য বহু প্রকারে আশ্রয়প্রসাদন করিতে হইতেছে। মূঢ় মানব ! অতএব গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ৪ ॥

\* 'করতলভিক্ষা তরুতলবাসঃ' পাঠান্তর ।

† 'বহুকৃতবেশঃ' পাঠান্তর ।

‡ পূর্বকালে ইহার 'কেশোন্মূক' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এই সম্প্রদায়ের লোকে নিজ উৎপাটিত কেশ দ্বারা কঞ্চল প্রস্তুত করিয়া তাহাই ব্যবহার করিত ।

ভগবদগীতা কিঞ্চিদধীতা, গঙ্গাজললবকণিকা পীতা ।

সকৃদপি যস্য মুরারিসমর্চা, তস্য যমঃ কুরুতে নহি চর্চাঃ ॥৫॥ \*

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ ।**—যে ব্যক্তি ভগবদগীতার কিয়দংশ অধ্যয়ন করিয়াছে, যে ব্যক্তি কণিকামাত্র গঙ্গাজল পান করিয়াছে, কিংবা একবারমাত্র মুরারির অর্চনা করিয়াছে, তাহার যত চর্চাই ( তৎসম্বন্ধে সমালোচনা ) থাক না যেন, যম তাহা করিতে পারে না ; অর্থাৎ সে ব্যক্তি যমের অধিকার-বহির্ভূত, যম তাহার কিছুই করিতে পারে না ; অতএব হে মৃত্যুতে ! গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ৫ ॥

অঙ্গং গলিতং পলিতং মৃগুং, দশনবিহীনং জাতং তুণ্ডম্ ।

বুদ্ধো যাতি গৃহীত্বা দণ্ডং, তদপি ন মুঞ্চত্যাশা পিণ্ডম্ ॥ ৬ ॥

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ ।**—বৃদ্ধকালে অঙ্গসকল শিথিল হইয়া যায়, মস্তকের কেশগুলি শুভবর্ণ হয়, মুখ দন্তহীন হয় এবং দণ্ড ধরিয়া গমন করিতে হয়, তথাপি আশা তাহার দেহপিণ্ড ত্যাগ করে না, দেহ লইয়া চিরতরে আশা পোষণ করে । ( কিন্তু এ দেহ যাইবেই । আশা মিটিবে না । কাজেই হঃখও রহিয়া যাইবে, অতএব বৃথা আশা ছাড়িয়া ) হে মৃত্যুতে ! গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ৬ ॥

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবন্তরুণীরক্তঃ ।

বৃদ্ধস্তাবচ্চিস্তামগ্নঃ, পরমে ব্রহ্মণি কোহপি ন লগ্নঃ ॥ ৭ ॥

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ ।**—বাবৎ বাল্যকাল থাকে, তাবৎ ক্রীড়া-কৌতুকে আসক্ত হয়, পরে যৌবনকাল উপস্থিত হইলে যুবতীর প্রেমে অমুরক্ত থাকে, অবশেষে বৃদ্ধকাল সমাগত হইলে নানাপ্রকার চিন্তায় নিমগ্ন হয়, কিন্তু কেহই পরমব্রহ্মচিন্তনে অমুরক্ত হয় না ; ( অতএব ) হে মৃত্যুতে ! তুমি ( এই সময়ে ) গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ৭ ॥

পুনরপি জননং পুনরপি মরণং, পুনরপি জননীজঠরে শয়নম্ ।

ইহ সংসারে খলু দুস্তারে, কৃপয়াপারে পাহি মুরারে ॥ ৮ ॥

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ ।**—( মরণের পর ) পুনরায় জন্ম, পুনরায় মরণ ও পুনরায় জননীজঠরে বাস । অতএব এই দুস্তর সংসার পার হইতে কাহারও সাধ্য নাই । হে মুরারে ! তুমি কৃপা করিয়া উদ্ধার কর । ( অতএব ) হে মূঢ়মতে ! গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ৮ ॥

পুনরপি রজনী পুনরপি দিবসঃ, পুনরপি পক্ষঃ পুনরপি মাসঃ ।

পুনরপ্যয়নং পুনরপি বর্ষং, তদপি ন মুঞ্চত্যশামর্ষম্ ॥ ৯ ॥

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ ।**—পুনর্বার রজনী, পুনর্বার দিন, পুনর্বার পক্ষ, পুনর্বার মাস, পুনর্বার অয়ন ( উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়ন ) ছয় মাস, পুনর্বার বর্ষ ছাড়িয়া চলিয়াছে, তথাপি আশা ও ক্রোধ (জীবকে) ছাড়ে না । ( আশা ৮ অমর্ষশ্চ সমাহারদ্বন্দ্ব ) অর্থাৎ আশা ও আশা-ব্যাঘাতে ক্রোধ সমানই আছে । অথবা ‘আশা মর্ষম্’ দুইটি পদ, মর্ষ শব্দের অর্থ সহন,—আশা তাহার সহিষ্ণুতা ছাড়িতেছে না, যতই কাল অতীত হউক, আশা—সহিয়া আছে । ( এইরূপ আশাপাশে বদ্ধ থাকিলে কোন কালেও ক্লেশের নিবৃত্তি হইবে না ) অতএব হে মূঢ়মতে ! গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ৯ ॥

বয়সি গতে কঃ কামবিকারঃ, শুক্রে নীরে কঃ কাসারঃ ।

নষ্টে দ্রব্যে \* কঃ পরিবারো, জ্ঞাতে তত্ত্বে কঃ সংসারঃ ॥ ১০ ॥

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ ।**—বার্দ্ধক্য হইলে যেমন কামানুরাগ থাকে না, জল শুক হইলে যেমন সরোবর থাকে না, ধনাভাব হইলে যেমন পোষ্য পরিবার থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞান হইলে সংসারও থাকে না । ( একমাত্র গোবিন্দের আরাধনাই ব্রহ্মতত্ত্ব-পরিজ্ঞানের কারণ, অতএব ) হে মূঢ়মতে ! গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১০ ॥

নারী-স্তন-ভর-নাভি-নিবেশং, দৃষ্ট্বা মাগা \* মোহাবেশম্ ।

এতন্মাংসবসাদিবিকারং, মনসি বিচারয় বারংবারম্ ॥ ১১ ॥

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ** ।—নারীগণের স্তনমণ্ডল ও নাভিসন্নিবেশ দর্শন করিয়া মোহে অভিভূত হইও না । উহা মাংস ও বসার বিকারমাত্রই ; ইহা বারংবার মনে বিচার করিয়া দেখিবে । ( ফলে সকল মোহমুক্তির মূল গোবিন্দ-ভজনা, তাই বলি, ) গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১১ ॥

কস্বং কোহং কুত আয়াতঃ, কা মে জননী কো মে তাতঃ ।

ইতি পরিভাবয় সর্বমসারং, বিশ্বং ত্যক্ত্বা স্বপ্নবিচারম্ ॥ ১২ ॥

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ** ।—তুমি কে ? আমি কে ? কোথা হইতে আসিয়াছ ? আমার জননী কে ? পিতা কে ? এই প্রকারে সমস্তই যে অসার, তাহা চিন্তা কর ও বিচারে ধাহা স্বপ্ন তুল্য, সেই বিশ্ব ছাড়িয়া হে মুঢ়মতে ! গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১২ ॥

গেয়ং গীতানামসহস্রং, ধ্যেয়ং শ্রীপতিরূপমজস্রম্ ।

নেয়ং সজ্জনসঙ্গে চিত্তং, দেয়ং দীনজনায় চ বিত্তম্ ॥ ১৩ ॥

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ** ।—গীতা ও নারায়ণের সহস্র-নাম গান করিবে, অনবরত শ্রীপতির রূপ ধ্যান করিবে, সজ্জনসঙ্গে মনোনিবেশ করিবে এবং দীনজনকে ধনদান করিবে । হে মুঢ়মতে ! এইরূপে গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১৩ ॥

কা তে কাস্তা-ধন-গত-চিন্তা বাতুল ! কিং তে নাস্তি নিয়স্তা ।

ত্রিজগতি সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥ ১৪ ॥

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ** ।—রে বাতুল ! স্ত্রী ও ধনবিষয়ে তোমার চিন্তা কি ? তোমার কি কেহ নিয়স্তা নাই, ( নিয়স্তা থাকিলে এই বিষয়ে চিন্তা করিতে নিষেধ করিতেন । ) জগতে সজ্জনসঙ্গই সংসার-সাগর পারের একমাত্র নৌকা, বিষয়চিন্তায় সংসারপার হওয়া যায় না ; অতএব গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১৪ ॥

যাবজ্জীবো নিবসতি দেহে, তাবৎ কুশলং পৃচ্ছতি গেহে ।  
 গতবতি বায়ো দেহাপায়ে, ভাৰ্য্যা বিভ্যতি তস্মিন্ কায়ে ॥১৫॥  
 ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ ।**—যাবৎ দেহে জীব বিদ্যমান থাকে, তাবৎ সকলেই গৃহে আসিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করে, পরে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেলে দেহ হইতে যখন জীব অপস্থত হয়, তখন ভাৰ্য্যারও সেই দেহ দেখিয়া ভীত হয় ; অতএব দৈহিক বিষয় ভজনা ছাড়িয়া গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১৫ ॥

সুখতঃ ক্রিয়তে রামাভোগঃ, পশ্চাদ্ধন্ত শরীরে রোগঃ ।  
 যদ্যপি লোকে মরণং শরণং, তদপি ন মুঞ্চতি পাপাচরণম্ ॥১৬॥  
 ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ ।**—মানবগণ সুখলালসায় যুবতী-সন্তোগ করে, হায় ! পরে দেহ রোগাভিভূত হইয়া পড়ে । যদি চ (একমাত্র) মরণই (সেই দৈহিক রোগ হইতে) রক্ষা করে, তথাপি লোকে পাপাচরণ পরিত্যাগ করিতেছে না । হে মুঢ়মতে ! অর্থাৎ মরণের পর যে আবার জন্ম, জন্ম হইতেই নানা দুঃখ, এ জ্ঞান তাহার নাই,—তাহা বুঝিয়া বিষয়ভোগের পরিবর্তে গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১৬ ॥

রথ্যা কপটবিরচিতকন্ধঃ পুণ্যাপুণ্য-বিবর্জিত-পান্থঃ ।  
 যোগী যোগনিযোজিতচিত্তঃ রমতে যদ্বদ্বালোন্মত্তঃ \* ॥ ১৭ ॥  
 ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ ।**—রথ্যা-পতিত চীরখণ্ডের কন্ধাধারী পাপপুণ্যবর্জিত পথের পথিক যোগী, যোগে সমাহিতচিত্ত হইয়া বালক ও উন্মত্তের ন্যায় (আত্মভাবেই) রত থাকে, (সেই যোগলাভের জন্ত) গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১৭ ॥

\* নাহং ন ত্বং নাহং লোকস্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ইতি পাঠান্তর । ‘রমতে বালোন্মত্তব-দেখ’ ইহা শেষ চরণের পাঠান্তর ।

কুরুতে গঙ্গাসাগরগমনং ব্রতপরিপালনমথবা দানম্ ।

জ্ঞানবিহীনঃ সপুনরনেন ব্রজতি ন মুক্তিঃ \* জন্মশতেন ॥১৮॥

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ ।**—(মানব) গঙ্গাসাগরে গমন করিতেছে, ব্রত করিতেছে অথবা দান করিতেছে, কিন্তু জ্ঞানহীন হইলে এ সকল দ্বারা শতজন্মেও সে মুক্তিলাভ করিবে না । (অতএব জ্ঞানলাভের জন্ত) গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥১৮॥

যোগরতো বা ভোগরতো বা সঙ্গরতো বাহসঙ্গরতো বা † ।

যস্য ব্রহ্মণি রমতে চিত্তং পশ্চন্নন্দত্যেব জগত্তম্ ‡ ॥ ১৯ ॥

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

ইতি চর্পটপঞ্জরিকা সম্পূর্ণা ।

**অনুবাদ ।**—ঋহর চিত্ত ব্রহ্মরত, তিনি যোগী হউন, ভোগী হউন, জনসঙ্গী হউন বা নিঃসঙ্গ হউন, তাঁহার দর্শন পাইলেই জগৎ (কেবল বোদ্ধা মানব নহে, কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত) আনন্দময় হইবে (সেই ব্রহ্মরতি লাভের জন্ত) গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১৯ ॥

ইতি চর্পটপঞ্জরিকা সম্পূর্ণা ।

## সাধন-পঞ্চক বা উপদেশ-পঞ্চক ।

বেদো নিত্যমধীয়াতাং তদুদিতং কৰ্ম্ম স্মৃষ্টীয়তাং,

তেনেশ্চ বিধীয়তামপচিতিঃ কামে † মতিস্ত্যজ্যতাম্ ।

পাপৌঘঃ পরিধূয়তাং ভবস্থখে দৌষোহনুসঙ্কীয়তা-

মাত্তেচ্ছা ব্যবসীয়তাং নিজগৃহাত্তুর্গং বিনির্গম্যতাম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—নিত্য বেদাধ্যয়ন কর, বেদবিহিত কর্ম্মসকল স্মৃচাক্রমণে অনুষ্ঠান কর, তত্তাবতের দ্বারা পরমেশ্বরের পরিচর্যা কর, বিষয়বাসনা পরিত্যাগ কর, কলুষরাশি বিধৌত করিয়া দেও, সংসারস্থলের অনিত্যত্বাদিদৌষের

\* ‘জ্ঞানবিহীনে সর্বমতেন মুক্তির্ভবতি’ ইতি । ‘জ্ঞানবিহীনে সর্বমতেন মুক্তির্ভবতি’ ইতি এবং ‘জ্ঞানবিহীনঃ সর্বমতেন ভজতি ন মুক্তিঃ’ ইতি পাঠান্তর ।

† ‘সঙ্গবিহীনঃ সঙ্গরতো বা’ ইতি বাণীবিলাস পাঠ ।

‡ ‘নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব ।’ বাণীবিলাস পাঠ ।

§ ‘কামো’ ইতি পাঠান্তরম্ ।



অনুসন্ধান কর, আত্মজ্ঞানেচ্ছা নিশ্চিতভাবে অবলম্বন কর এবং শীঘ্রই নিজ গৃহ  
হইতে বিনির্গত হও অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ কর ॥ ১ ॥

সঙ্গঃ সৎস্ব বিধীয়তাং ভগবতো ভক্তির্দৃঢ়া ধীয়তাং,  
শাস্ত্রাদিঃ পরিচীয়াতাং দৃঢ়তরং কৰ্ম্মাশু সন্ত্যজ্যতাং ।  
সদ্বিদ্ধানুপভূজ্যতাং \* প্রতিদিনং তৎপাছুকা সেব্যতাং,  
ত্রৈলোক্যকরমর্থ্যতাং শ্রুতিশিরোবাক্যং সমাকর্ণ্যতাং ॥ ২ ॥

**অনুবাদ** ।—সাধুসঙ্গ কর, ভগবানের প্রতি অচলা ভক্তি কর ; শম, দম,  
উপরতি, তিতিক্ষা প্রভৃতির পরিচয় গ্রহণ কর, সংসারপাশরূপ সকাম কৰ্ম্মসকলকে  
আশু বিসর্জন দাও ; সদ্বিদ্ধাবান্ গুরুর উপাসনা কর, প্রত্যহ তৎপাছুকার  
পরিষেবণ কর, একাক্ষর পবিত্র-প্রাপ্তির প্রার্থনা কর এবং বেদান্তবাক্য  
যথাবিধি শ্রবণ কর ॥ ২ ॥

বাক্যার্থশ্চ বিচার্যতাং শ্রুতিশিরঃপক্ষঃ সমাশ্রীয়তাং,  
দুস্তর্কাৎ সুবিরম্যতাং শ্রুতিমতস্তর্কোহনুসন্ধীয়তাং ।  
ত্রৈলোক্যান্নি বিভাব্যতামহরহর্গর্বঃ পরিত্যজ্যতাং,  
দেহেহহম্মতিরুজ্জ্বল্যতাং বুধজনৈর্বাদঃ পরিত্যজ্যতাং ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ** ।—মহাবাক্যার্থ বিচার কর, বেদান্ত-পক্ষ আশ্রয় কর, কুতর্ক  
হইতে বিরত হও, শ্রুতিসম্মত তর্কের তত্ত্বানুসন্ধান কর, “আমিই ব্রহ্ম” এইরূপ  
চিন্তা কর, গর্ব পরিত্যাগ কর, দেহে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ কর, এবং পণ্ডিত মহাত্ম-  
গণের সহিত বিবাদ বর্জন কর ॥ ৩ ॥

ক্ষুদ্ব্যাধিশ্চ চিকিৎসতাং প্রতিদিনং ভিক্ষৌষধং ভূজ্যতাং,  
স্বাদ্বন্নং ন তু যাচ্যতাং বিধিবশাৎ প্রাপ্তেন সন্তুষ্টতাং ।  
শীতোষ্ণাদি বিষহতাং ন তু বৃথাবাক্যং সমুচ্চার্যতা-  
মৌদাসীন্যমভীপ্সতাং জনকূপানৈষ্ঠুর্যমুৎসজ্যতাং ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ** ।—ক্ষুধারূপ ব্যাধির চিকিৎসা কর, প্রত্যহ ভিক্ষারূপ ঔষধ  
সেবন কর, সুস্বাদু ভোজনের প্রার্থনা করিও না, বিধিবশে বাহ্য প্রাপ্ত হইবে,  
তাহাতেই সন্তুষ্ট হও, শীত-গ্রীষ্ম সুখ-দুঃখ প্রভৃতি সহ্য কর, বৃথা বাক্যকথন

\* ‘সম্বিত্তো হ্যপন্যপাতাম্’ পাঠান্তর ।

পরিত্যাগ কর, সাংসারিক তাবদ্বিষয়েই ঐদাসীত্বকেই অভীষিত কর এবং লোকের প্রতি সন্মুখ ও কঠোর এই উত্তর তাবই পরিহার কর ॥ ৪ ॥

একান্তে স্থখমাস্মতাং পরতরে চেতঃ সমাধীয়তাং,  
পূর্ণাত্মা স্তমসীক্ষ্যতাং জগদিদং তদ্বাধিতং দৃশ্যতাম্ ।  
প্রাক্কর্ষ প্রবিলোপ্যতাং \* চিতিবলান্নাপ্যন্তরে † শ্লিষ্যতাং,  
প্রারব্ধিহ ভুজ্যতামথ পরব্রহ্মাত্মনা স্থীয়তাম্ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—নির্জন প্রদেশে স্থখে বাস কর, পরব্রহ্মে চিত্তের সমাধান কর, উত্তমরূপে ও সম্যকপ্রকারে পূর্ণাত্মা নিরীক্ষণ কর, জগৎ তাহাতেই উপসংহৃত ইহা দর্শন কর, পূর্বকর্ষকে বিলীন কর, জ্ঞানবলে পরবর্তী কর্ষে সংশ্লেষ-শূন্য হইবে, প্রারব্ধ কর্ষ ভোগ কর, অনন্তর পর-ব্রহ্মরূপে অবস্থিত হও ॥ ৫ ॥

যঃ শ্লোকপঞ্চকমিদং প্রপঠন্ ঃ মনুষ্যঃ

সঞ্চিন্তয়ত্যনুদিনং স্থিরতামুপেত্য ।

তস্মাশ্চ সংসৃতিদবানলতীব্রঘোর-

তাপঃ প্রশান্তিমুপযাতি চিতিপ্রসাদাৎ ॥ ৬ ॥

সাধনপঞ্চকং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ।**—যিনি প্রতিদিন এই শ্লোক-পঞ্চক উত্তমরূপে পাঠ করত স্থিরচিত্তে ইহার অর্থ-চিন্তন করেন, আত্মতত্ত্বজ্ঞান-প্রসাদে শীঘ্রই তাঁহার সংসাররূপ দাবানলের ঘোর তীব্র তাপ প্রশমিত হইয়া যায় ॥ ৬ ॥

সাধনপঞ্চক সমাপ্ত ।

সম্পূর্ণ

\* 'প্রবিলোপ্যতাং' ইতি পাঠান্তর ।

† 'পুণ্ডরঃ' ইতি পাঠান্তর ।

‡ 'পঠতে মনুষ্য' অতঃ পাঠ দৃষ্ট হয় ।







